নূরুল আইনাইন ফী ইছবাতি রফইল ইদায়েন

মূল : শায়খ যুবায়ের আলী যাঈ (রহঃ)

অনুবাদ : আহমাদুল্লাহ

সূচিপত্র

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক। সালাম ও ছলাত বর্ষিত হোক তাঁর বিশ্বস্ত রাসূলের উপর।

ইসলামী শরীআতে 'ছলাত' অত্যন্ত বড় ও গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। আর তার উপর ধারাবাহিকতা (নিরবচ্ছিন্নভাবে আমল অব্যাহত রাখাকে) আবশ্যক করা হয়েছে। বরং কুফর ও ঈমানের মাঝে ছালাত একটি পার্থক্যকারী বৈশিষ্ট্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ 'মানুষ এবং শিরক ও কুফরের মাঝে পার্থক্য হল ছালাত'।[১]

তাওহীদের আক্বীদার পরে যে কোনও আমলের গ্রহণযোগ্যতার জন্য দু'টি বস্তু থাকা যরূরী। নিয়াত এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পদ্ধতি। সেজন্য ছালাতের জন্য মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর স্পষ্ট আদেশ রয়েছে- صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي 'তোমরা সেভাবে ছালাত পড় যেভাবে আমাকে পড়তে দেখছ'।[২]

ছালাতে 'রফউল ইদায়েন' রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হতে অবিরতধারায় প্রমাণিত। কিন্তু আফসোস! অন্যান্য অসংখ্য মাসআলাসমূহের ন্যায় রফউল ইদায়েনের মাসআলাও তাক্বলীদ এবং মাযহাবী গোঁড়ামীর জগদ্দল পাথরে পিষ্ট।

যখন ছহীহ মারফূ' হাদীছসমূহ, আছারে ছাহাবা, আছারে তাবেঈন এবং সম্মানিত ইমামদের থেকে রুকূ'তে যাওয়া ও উঠার সময়

১. ছহীহ মুসলিম হা/৮২।
২. ছহীহ বুখারী হা/৬৩১।

রফউল ইদায়েন প্রমাণিত আছে; তখন এর মোকাবেলায় যঈফ, মাওযূ ও কতিপয় তাবেঈনের আমলের কি মর্যাদা থাকে?

প্রকৃতপক্ষে তাক্বলীদপন্থীরা এতই ঘাবড়ে গিয়েছেন যে, নিজেদের সুরক্ষার জন্য দুর্বল ও অক্ষম 'দলীলসমূহ' বরং মাওযূ' ও মনগড়া রেওয়াতসমূহ বর্ণনা করতে ভুল করেন না!

যেমন আনওয়ার খুরশীদ দেওবন্দী ছাহেব স্বীয় 'হাদীছ আওর আহলেহাদীছ'[৩] গ্রন্থে লিখেছেন, 'হযরত আলক্বামা (রহঃ) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)-এর পিছে ছালাত পড়েছি। তিনি রুকূতে যেতে ও রুকূ হতে মাথা উঠানোর সময় রফউল ইদায়েন করেন নি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে, আপনি রফউল ইদায়েন কেন করেন না? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), হযরত আবূ বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর পিছে ছালাত পড়েছি। তাঁরা কেউই রফউল ইদায়েন করেন নি। তবে ঐ তাকবীরেই (রফউল ইদায়েন করেছেন) যদ্দারা ছালাত আরম্ভ করা হয়[৪]

এই রেওয়ায়াতটি ভিত্তিহীন ও মনগড়া। একে কাসানী হানাফী নিজের গ্রন্থ বাদায়েউছ ছানায়ে'-এর মধ্যে কোন সনদ ব্যতীত বর্ণনা করেছেন।[৫]

সম্মানিত পাঠক! স্মর্তব্য যে, তাক্বলীদপন্থীদের দলীলসমূহ ও দলীলের বাহকগণ ইলমী ময়দানে কোনই মর্যাদা রাখেন না। তাদের অভিযোগসমূহের জবাব স্রেফ এই জন্য দেয়া হয় যে,

৩. পৃঃ ৪০৪।
৪. বাদায়েউছ ছানায়ে' ফী তারতীবিশ শারায়ে' ১/২০৭।
৫. দেখুন : অত্র গ্রন্থ পৃঃ ৩০৪।

সহজ-সরল সাধারণ মানুষেরা ছহীহ হাদীছ ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পদ্ধতির দ্বারা আলোকিত হতে পারে। আর গায়ের আহলেহাদীছদের বিশ্লেষণ, অসার (বক্তব্যসমূহ) ও ধোঁকাবাজির বাস্তবতা থেকে সতর্ক থাকতে পারে।

এই গ্রন্থ সম্পর্কে কিছু কথা : 'নূরুল আইনাইন ফী মাসআলায়ে রফইল ইদায়েন' বইটি এর পূর্বে স্বীয় গুরুত্বকে সামনে রেখে কয়েকবার প্রকাশিত হয়েছে। (এটা) ইলমী ও বিবেচক মহলে অত্যধিক গ্রহণযোগ্য। বরং এটি বলা সঠিক হবে যে, ইলমী জগতে একটি মহান অভ্যুত্থান। এটাই কারণ যে, দীর্ঘ সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও অত্র গ্রন্থখানি 'লা জওয়াব'-ই রয়ে গিয়েছে।

এখন এই গ্রন্থটিকে আরো সংযোজনের সাথে দ্বিতীয়বার প্রকাশ করা যাচ্ছে। যেখানে 'যিয়াদাত ও ইযাফে'-এর অধীনে মুহতারাম ফযীলাতুশ শায়খ হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ (রহঃ) আরো অসংখ্য ইলমী ও তাহক্বীক্বী আলোচনাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যেমন 'সিজদায় রফউল ইদায়েনের মাসআলা', 'আখবারুল ফুক্বাহা ওয়াল মুহাদ্দিছীন কা জায়েযাহ' 'সাইয়েদুনা ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর প্রতি সম্বন্ধিত তাফসীর ও রফউল ইদায়েন বর্জন' ইত্যাদি। প্রকাশ থাকে যে, এই সংস্করণে পূর্বের বিচ্যুতিগুলির বিশুদ্ধকরণ ও কতিপয় বিষয়কে স্পষ্টও করা হয়েছে। আর কতিপয় স্থানে ইলমী ফায়েদাহ জানার পরও পুনরুক্তিকে বহাল রাখা হয়েছে। উপরন্তু এখন এই সংস্করণটিই গ্রহণযোগ্য। দুআ রইল যে, আল্লাহ তাআলা এই গ্রন্থকে উস্তাদ মুহতারামের জন্য ছদকায়ে জারিয়াহ ও পরকালীন নাজাতের

অসীলা বানিয়ে দেন। আর তাঁকে সব ধরণের কষ্ট ও মুছীবতসমূহ হতে রক্ষা করেন। -*আমীন।*

হাফেয নাদীম যহীর (২৬ই রজব ১৪২৭ হিং)।

লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় (লেখকের কলম হতে)

নাম : হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ (ইবনে মুজাদ্দাদ খান বিন দুয়াসত মুহাম্মাদ বিন জাহংগীর খান আলী যাঈ)

জন্ম : ২৫ই জুন ১৯৫৭ইং (হাযরো, যেলা- অটোক)।

শিক্ষা : (ক) জামেআ মুহাম্মাদিয়া, গুযরানওয়ালা (দাওরায়ে হাদীছ ফারেগ)।

(খ) বেফাকুল মাদারিস আস-সালাফিইয়া হতে ফারেগ, ফায়ছালাবাদ।

(গ) পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যাল {এম এ (আরবী), এম এ (ইসলামিক স্টাডিজ)}।

১৯৭২-৭৫ সালে মাদরাসায় বুখারীর দারস গ্রহণের সময় তিনি আহলেহাদীছ হন। *আল-হামদুলিল্লাহ।*

তাঁর উস্তাদসমূহ : তাঁর কতিপয় উস্তাদ হলেন-

(১) মাওলানা আত্বাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানী রহিমাহুল্লাহ (মৃঃ ১৪০৮ হিঃ)।

(২) মাওলানা আবুল ক্বাসেম মুহিব্বুল্লাহ শাহ রাশেদী আস-সিন্ধী রহিমাহুল্লাহ (মৃঃ ১৯৯৫ ইং)।

(৩) মাওলানা আবূ মুহাম্মাদ বদীউদ্দীন শাহ রাশেদী সিন্ধী রহিমাহুল্লাহ (মৃঃ ১৯৯৬ ইং)।

(৪) মাওলানা আবুল ফাযল ফায়যুর রহমান আছ-ছাওরী রহিমাহুল্লাহ (মৃঃ ১৪১৭ হিঃ)।

কর্মজীবন : অতঃপর কর্মজীবনের শুরুতে বেশ কয়েক বছর জাহাযের নাবিক হিসাবেও তিনি চাকুরী করেছিলেন। নাবিক জীবনে বিশ্বের বহু দেশ সফরের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং

কয়েকটি ভাষায় পারদর্শী হয়ে উঠেন। বিশেষতঃ গ্রীক ও ইংরেজী ভাষায় তিনি প্রভূত দক্ষতা অর্জন করেন। আরবী ও ইংরেজীতে তিনি অনর্গল কথা বলতেন। তিনি প্রসিদ্ধ লাইব্রেরী দারুস সালামের রিয়াদ এবং লাহোর অফিসে প্রায় ৫ বছর যুক্ত ছিলেন। এ সময় তিনি দারুস সালাম থেকে প্রকাশিত হাদীছ গ্রন্থ সমূহের তাখরীজ ও তাহক্বীক্বের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি দারুস সালাম প্রকাশিত কুতুবে সিত্তাহ'র একক সংকলনটি প্রাচীন পান্ডুলিপির সাথে মিলিয়ে পূর্ণাঙ্গ রিভিউ করেন। পরবর্তীতে তিনি চাকুরী ছেড়ে দিয়ে হাদীছ গবেষণায় পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন এবং জীবনের সমস্ত সঞ্চয় দিয়ে নিজ বাড়ীতেই 'মাকতাবাতুয যুবায়রিয়া' নামে একটি বিশাল লাইব্রেরী গড়ে তোলেন। গবেষণার কাজে ব্যস্ত থাকায় তিনি কোন মাদরাসাতেও শিক্ষকতা করতেন না। তাঁর লাইব্রেরীই ছিল তাঁর কর্মস্থল।

তাখরীজের ক্ষেত্রে তার অবদান : দারুস সালাম থেকে অবসর নেয়ার পর তিনি সুনানে আরবা'আর পূর্ণাঙ্গ তাখরীজ সম্পন্ন করেন। অতঃপর একে একে মুসনাদ হুমায়দী', 'সীরাতে ইবনে হিশাম','তাফসীরে ইবনে কাছীর', 'মিশকাত', 'বুলূগুল মারাম' প্রভৃতি হাদীছ, তাফসীর ও সীরাত গ্রন্থ সমূহের তাখরীজ সম্পন্ন করেন। তাহক্বীক্ব ও তাখরীজের ময়দানে তার এই অমূল্য খেদমতের কারণে তাকে 'পাকিস্তানের আলবানী' হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। এতদ্ব্যতীত 'দেওবন্দিয়াহ আওর মুনকিরীনে হাদীছ' 'নূরুল আয়নাইন ফী ইছবাতে রফইল ইয়াদায়েন', 'হাদিয়াতুল মুসলিমীন' প্রভৃতি গ্রন্থ সহ আরবী ও উর্দূ ভাষায় তার অসংখ্য মূলব্যান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া অপ্রকাশিত

রয়েছে আরো বেশ কিছু গ্রন্থ। তার কিছু বই ইংরেজীতেও অনূদিত হয়েছে। তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত 'আল-হাদীছ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। পাকিস্তানে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারে তিনি যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। **১৯৮৩** সালে তিনি যখন দাওয়াত শুরু করেন তখন তাঁর এলাকায় কোন আহলেহাদীছ ছিল না। অথচ তাঁর দাওয়াতের বরকতে এখন সেখানে **১১**টি আহলেহাদীছ মসজিদ স্থাপিত হয়েছে। *আল-হামদুলিল্লাহ।* বাহাছ-মুনাযারায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তার নম্র আচরণ অথচ অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও দলীলভিত্তিক আলোচনায় এ পর্যন্ত বহু মানুষ আহলেহাদীছ হয়েছে। এজন্য তিনি দেওবন্দী ও ব্রেলভীদের চক্ষুশূলে পরিণত হন।

শায়খের গ্রন্থসমূহ : শায়খের কতিপয় আরবী এবং উর্দূ গ্রন্থসমূহের একটি তালিকা পেশ করা হল-

আরবী গ্রন্থসমূহ :

(১) আযওয়াউল মাছাবীহ ফী তাহক্বীক্ব মিশকাতুল মাছাবীহ।

(২) আল-আসানীদুছ ছহীহাহ ফী আখবারিল ইমাম আবী হানীফাহ।

(৩) আনওয়ারুস সাবীল ফী মীযানিল জারহি ওয়াত-তাদীল।

(৪) আনওয়ারুস সুনান ফী তাখরীজ ওয়া তাহক্বীক্ব আছারিস সুনান।

(৫) আনওয়ারুছ ছহীফাহ ফী আহাদীছ আয-যঈফাহ।

(৬) তুহফাতুল আক্ববিয়াহ ফী তাহক্বীক্ব কিতাবিয যু'আফা।

(৭) তাহক্বীক্ব ওয়া তাখরীজ তাফসীর ইবনে কাছীর।

(৮) তাহক্বীক্ব মাসায়েলে মুহাম্মাদ বিন উছমান বিন আবী শায়বাহ।

(৯) তাহক্বীক্ব ওয়া তাখরীজ আহাদীছি ইছবাতি আযাবিল ক্বরি লিল-বায়হাক্বী।

(১০) তাহক্বীক্ব ওয়া তাখরীজ বুলুগুল মারাম।

(১১) তাহক্বীক্ব ওয়া তাখরীজ জুযউ আলী বিন মুহাম্মাদ আল-হুমায়রী।

(১২) তাহক্বীক্ব ওয়া তাখরীজ সুনানিত তিরমিযী।

(১৩) তাহক্বীক্ব ওয়া তাখরীজ কিতাবিল আরবাঈন লি-ইবনে তায়মিয়াহ।

(১৪) তাহক্বীক্ব ওয়া তাখরীজ মুসনাদুল হুমায়দী।

(১৫) তাহক্বীক্ব ওয়া তাখরীজ মানাক্বিবে আলী ওয়াল হুসাইন ওয়া উম্মুহুমা ফাত্বিমাতুয যাহরা।

(১৬) তাহক্বীক্ব ওয়া তাখরীজ মুয়াত্ত্বা ইমাম মালেক (রেওয়াতে ইয়াহ্ইয়া বিন ইয়াহ্ইয়া)।

(১৭) তাখরীজ আল-আনওয়ার ফী শামায়িলিন নাবী আল-মুখতার।

(১৮) তাখরীজুন নিহায়া ফিল ফিতানি ওয়াল মালাহিম (বিস্ত ারিত)।

(১৯) তাখরীজ আহাদীছি মিনহাজিল মুসলিম।

(২০) তাখরীজ জুযউ রফইল ইদায়েন লিল-বুখারী।

(২১) তাখরীজু শিআরি আছহাবিল হাদীছ লি-আবী আহমাদ আল-হাকিম।

(২২) তাখরীজু কিতাবিল জিহাদ লি-ইবনি তায়মিয়া।

(২৩) তাখরীজু কিতাবিন নিহায়া ফিল ফিতানি ওয়াল মালাহিম (সংক্ষিপ্ত)।

(২৪) তাখরীজ ওয়া তাহক্বীক্ব আল-মু‘জামুছ ছগীর লিত-ত্বাবারানী।

(২৫) তাসহীলুল হাজাতি ফী তাহক্বীক্ব ওয়া তাখরীজ সুনানে ইবনে মাজাহ।

(২৬) আত-তাক্ববীলু ওয়াল মু‘আনাক্বা লি-ইবনিল আ‘রাবী, তাহক্বীক্ব ওয়া তাখরীজ।

(২৭) তালখীছুল কামিল লি-ইবনি আদী।

(২৮) আস-সিরাজুল মুনীর ফী তাখরীজি তাফসীরে ইবনে কাছীর।

(২৯) ছহীহুত তাফাসীর।

(৩০) আল-উক্বদুত তামাম ফী তাহক্বীক্ব আস-সীরাতু লি-ইবনে হিশাম।

(৩১) উমদাতুল মাসাঈ ফী তাহক্বীক্ব ওয়া তাখরীজ সুনানিন-নাসাঈ।

(৩২) আল-ফাতহুল মুবীন ফী তাহক্বীক্ব ত্বাবাক্বাতিল মুদাল্লিসীন।

(৩৩) ফাযলুল ইসলাম লিশ-শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (তাখরীজ)।

(৩৪) ফী যিলালিস সুন্নাহ/ আল-হাদীছ ওয়া ফিক্বহুহূ।

(৩৫) কালামুদ দারাকুৎনী ফী সুনানিহী ফী আসমাইর রিজাল।

(৩৬) নায়লুল মাক্বছূদ ফী তাহক্বীক্ব ওয়া তাখরীজ সুনানি আবী দাঊদ।

(৩৭) তাখরীজ ওয়া তাহক্বীক্ব হিছনুল মুসলিম।

উর্দূ গ্রন্থসমূহ :

(১) ইখতিছারু উলূমিল হাদীছ লি-ইবনি কাছীর (অনুবাদ এবং তাহক্বীক্ব, বঙ্গানুবাদ প্রকাশিতব্য)।

(২) আকাযীবে আলে দেওবন্দ।

(৩) আত-তাসীস ফী মাসআলাতিত-তাদলীস (তাহক্বীক্বী মাক্বালাত, ১ম খন্ড)।

(৪) আল-ক্বওলুছ ছহীহ ফীমা তাওয়াতারা ফী নুযূলিল মাসীহ (তাহক্বীক্বী মাক্বালাত, ১ম খন্ড)।

(৫) আল-ক্বওলুল মাতীন ফিল জাহরি বিত-তামীন (এর অনুবাদ প্রকাশিত)।

(৬) আল-কাওয়াকিবুদ দুর্রিয়্যাহ (মাসআলায়ে ফাতিহা খলফুল ইমাম তথা ইমামের পিছে ফাতিহা পড়ার মাসআলা। এর অনুবাদ প্রকাশের পথে)।

(৭) আনওয়ারুত ত্বরীক্ব ফী রদ্দি যুলুমাতি ফায়ছাল আল-হালীক্ব (মাক্বালাত, ৪র্থ খন্ড)।

(৮) বিদআতী কে পীছে নামায কা হুকুম।

(৯) ইছবাতে আযাবিল ক্ববর লিল-বায়হাক্বী (তাহক্বীক্ব এবং তরজমা)।

(১০) তাহক্বীক্বী, ইছলাহী আওর ইলমী মাক্বালাত (এ যাবৎ ৬টি খন্ড প্রকাশিত হয়েছে)।

(১১) তাখরীজে আহাদীছ : আর-রাসূলুল কাআন্নাকা তারাহু।

(১২) জুযউ রফউল ইদায়েন (তাখরীজ, তাহক্বীক্ব ও অনুবাদ)।

(১৩) তাখরীজ রিয়াযুছ ছালেহীন।

(১৪) তাখরীজ ফাতাওয়া ইসলামিয়া।

(১৫) তাখরীজ নামাযে নববী।

(১৬) মিশকাতুল মাছাবীহ (অনুবাদ, তাহক্বীক্ব এবং ফায়েদাসহ)।

(১৭) শিআরু আছহাবিল হাদীছ, লিল-হাকিম আল-কাবীর (অনুবাদ, তাহক্বীক্বী মাক্বালাত, ২য় খন্ড)।

(১৮) তাসহীলুল উছূল।

(১৯) তাদাদে রাকাআতে ক্বিয়ামে রমাযান কা তাহক্বীক্বী জায়েযা (বঙ্গানুবাদ প্রকাশিতব্য)।

(২০) তালখীছুল আহদীছিল মুতাওয়াতিরাহ।

(২১) তাওযীহুল আহকাম (ফাতাওয়া ইলমিইয়া, অনুবাদের কাজ চলছে)।

(২২) তাওফীকুল বারী ফী তাত্ববীক্বি আল-কুরআন ওয়া ছহীহিল বুখারী (আহমাদ সাঈদ মুলতানীর জবাবে রচিত অত্র গ্রন্থটির অনুবাদ প্রকাশের পথে)।

(২৩) জান্নাত কা রাস্তা (বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত)।

(২৪) হাজী কে শাব ওয়া রোয (অনুবাদ, তাহক্বীক্ব এবং ফায়েদাহ)।

(২৫) দ্বীন মেঁ তাক্বলীদ কা মাসআলা (বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত)।

(২৬) সায়ফুল জব্বার।

(২৭) শরহে হাদীছে জিবরীল (অনুবাদ, তাহক্বীক্ব ও জ্ঞাতব্যসহ)।

(২৮) ছহীহ বুখারী পার ইতিরাযাতকা ইলমী জায়েযাহ (ছহীহ বুখারী কা দিফা‘)।

(২৯) ইবাদাত মেঁ বেদআত আওর সুন্নাত সে উন কা রদ্দ (অনুবাদ ও তাহক্বীক্ব)।

(৩০) আছরে হাযের মেঁ চাঁনদ কায্যাবীন কা তাযকিরাহ।

(৩১) ফাযায়েলে দোরূদে ইসলাম (অনুবাদ ও তাহক্বীক্ব)।

(৩২) মাস্টার আমীন উকাড়বী কা তাআকুব।

(৩৩) মাসিক আল-হাদীছ, হাযরো (জুন ২০০৪ হতে অদ্যাবধি প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। সাতটি খন্ড প্রকাশিত হয়েছে এবং অষ্টম খন্ড প্রকাশিতব্য)।

(৩৪) মুখতাছার ছহীহ নামাযে নববী।

(৩৫) মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক (ইবনুল ক্বাসেমের রেওয়ায়াতে-অনুবাদ, তাহক্বীক্ব ও ফায়েদাসহ)।

(৩৬) নবী করীম (ছাঃ) কে লায়ল ওয়া নাহার (ইমাম বাগাবী রচিত কিতাবুল আনওয়ার-এর অনুবাদ ও তাহক্বীক্ব)।

(৩৭) নাছরুল বারী ফী তাহাক্বীক্ব ওয়া তারজমা জুযউল ক্বিরাআত লিল-বুখারী।

(৩৮) নাছরুল মাবূদ ফির-রদ্দি আলা সুলতান মাহমূদ (তাহক্বীক্বী মাক্বালাত, ২য় খন্ড)।

(৩৯) নামায মেঁ হাত বাঁধনে কা হুকুম আওর মাক্বাম (এর বঙ্গানুবাদ তাওহীদ পাবলিকেশন্স হতে পরিবেশিত হয়েছে)।

(৪০) নূরুল আইনাইন ফী ইছবাতি রফইল ইদায়েন।

(৪১) নূরুল মাছাবীহ (অনুবাদ প্রকাশের পথে)।

(৪২) হাদিয়াতুল মুসলিমীন।

(৪৩) ইয়ামান কা সাফার।

(৪৪) আছারুস সুনান (অনুবাদ ও তাহক্বীক্ব)।

(৪৫) কুরআন মাখলূক্ব নাহি বালকেহ আল্লাহ কা কালাম হ্যায় আওর রহমান কা আরশ পার মুসতাবী হোনা বার হাক্ব হ্যায়।

(৪৬) আহলেহাদীছ এক ছিফাতী নাম (এই গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ 'আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম' শিরোনামে হাদীছ ফাউন্ডেশন, রাজশাহী হতে প্রকাশিত হয়েছে)।

সুন্নাতের গুরুত্ব ও তাক্বলীদের কদর্যতা

মহান আল্লাহ তাআলার ইরশাদ, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ 'অবশ্যই ঈমানদারদের উপরে আল্লাহ মেহেরবানী করেছেন। কারণ তিনি তাদের মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন যে, (রাসূল) তাদেরকে তার (আল্লাহর) কুরআন হতে আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করেন, তাদেরকে নিষ্কলুশ করেন। আর তাদেরকে কিতাব এবং হিকমতের শিক্ষা প্রদান করেন। অথচ এই সকল লোকেরাই পূর্বে স্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত ছিল' (ইমরান ৩/১৬৪)।

এই আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় আখেরী নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দুনিয়ার লোকদের জন্য হেদায়াতের কারণ বানিয়েছেন। আর যারা তাঁর পায়রবী ও আনুগত্যকে বেছে নিয়েছেন, তারা তখন গোমরাহীর অতি গভীর অন্ধকার হতে বের হয়ে সাফল্য ও হেদায়াতের আলোকিত রাজপথের উপর ধাবমান হয়েছেন। প্রতিভাত হল যে, নবী (ছাঃ)-এর ইত্তিবা করা হেদায়াতের কারণ। আর তাঁকে বর্জন করে অন্য কারো আনুগত্য করা গোমরাহী।

অন্য স্থানে আল্লাহ বলেছেন, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ 'তুমি বলে দাও! যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তবে আমার আনুগত্য কর। (তাহলে) আল্লাহ

তোমাদেরকে ভালোবাসবেন ও তোমাদের গুণাসমূহ মাফ করবেন। আর তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। বল! আল্লাহর আনুগত্য কর ও তাঁর রাসূলের। যদি তারা (তোমার দাওয়াত হতে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে (জেনে রাখ) অবশ্যই আল্লাহ কাফেরদেরকে ভালবাসেন না' (ইমরান ৩/৩১, ৩২)।

আল্লাহ তাআলাকে ভালবাসা ঈমানের শর্ত। কেননা ঈমানের উপত্যকায় পা রাখার উদ্দেশ্য এটাই যে, ঐ ব্যক্তি (ঈমান আনয়নকারী) আল্লাহ তাআলাকে ভালবাসেন। যেমনটা আল্লাহ তাআলা বলেছেন, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ 'আর মুমিনগণ আল্লাহকে অত্যন্ত ভালোবাসে' (বাক্বারাহ ২/১৬৫)।

যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহকে ভালবাসার দাবীদার হয়, তাহলে তার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আনুগত্য করা অপরিহার্য। এটাই বাস্তবতা যে, যদি একজন ব্যক্তি কোন দাবী করে, তাহলে নিজের সেই দাবীর প্রমান উপস্থাপন করা তার উপর আবশ্যক হয়ে যায়। তদ্রুপ কোন ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে ভালবাসার দাবীদার হয়, তবে সে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আনুগত্য করে তার (পক্ষে কর্মে ও কথায়) প্রমাণ পুঞ্জীভূত করবে। নতুবা তার এই দাবী সরাসরিই মিথ্যা (হিসাবে প্রমাণিত) হবে। প্রতীয়মান হল যে, মুমিনদের জন্য রাসূলের আনুগত্য করা ফরয। আর রাসূলের আনুগত্য হতে মুখ ফেরানো কুফরির নামান্তর। কুরআনের আরো একটি স্থানে বর্ণিত আছে, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً 'তোমাদের জন্য রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকালের

প্রতি প্রত্যাশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিকহারে স্মরণ করে' (আহযাব ৩৩/২১)।

আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সত্তাকে মুমিনদের জন্য উৎকৃষ্ট নমুনা আখ্যায়িত করেছেন। মুসলমানদের উপর অপরিহার্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পক্ষ হতে যা কিছু তারা পাবে, সেগুলিকে তারা দৃড়ভাবে আঁকড়িয়ে ধরবে। কেননা এটাই আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের দাবী।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 'যা কিছু রাসূল তোমাদের প্রদান করেন তা গ্রহণ কর। আর যেসকল বস্তু হতে তিনি তোমাদেরকে বাঁধা প্রদান করেন তা হতে বিরত থাক ও আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্ত আযাব প্রদানকারী (হাশর ৫৯/৭)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আনুগত্য করা হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার মাধ্যম। আর এটা 'ছিরাতে মুসতাক্বীম' তথা সরল পথ। আল্লাহ বলেন, وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ 'তাঁর (মুহাম্মাদ ছাঃ-এর) আনুগত্য কর। যেন তোমরা হেদায়াত প্রাপ্ত হও (আরাফ ৭/১৫৮)।

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেছেন, وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ আর আমারই আনুগত্য কর। এটা ছিরাতে মুসতাক্বীম তথা সিধা রাস্তা (যুখরুফ ৪৩/৬১)।

যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে বাছাই করার পরিবর্তে অন্য কোন তরীকা মনোনীত করে ও তার ধারণা থাকে যে, এটা

মনোনীত করে সে হেদায়াতের রাস্তা পেয়ে যাবে, তবে সে (মিথ্যা) কল্পনায় নিমজ্জিত। এজন্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত পরিত্যাগকারী গোমরাহ। আর ক্বিয়ামতের দিনেও সে অকৃতকার্য ও হতাশ হবে। আরো একটি স্থানে বলা আছে, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ সুতরাং যারা তার বিরুদ্ধাচারণ করে তারা যেন সর্তক হয়ে যায় যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে বা যন্ত্রণদায়ক আযাব তাদেরকে গ্রাস করবে (নূর ২৪/৬৩)।

‘ফিতনা’র বিভিন্ন অবস্থা ব্যতীত একটি অবস্থা এটাও (আর এই অবস্থা ইতিহাসের অখন্ডনযোগ্য দলীলসমূহ দ্বারা একবোরেই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে) যে, লোকেরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আনুগত্য বর্জন করে বিভিন্ন ইমামের তাক্বলীদ করা শুরু করবে। আর (তাক্বলীদের) এই ফেরক্বাবাজি তাদের মাঝে প্রচন্ড বিদ্বেষ ও মতানৈক্যর জন্ম দিবে এবং সর্বশেষ তাদের মাঝে পরস্পর যুদ্ধ আরম্ভ হবে।

একটি স্থানে বলা হয়েছে, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ‘আর তিনি প্রবৃত্তি দ্বারা কোন কথা বলেন না। এটি তো স্রেফ ওহী যা তাঁর উপরে নাযিল হয়’ (নাজম ৫৩/৩, ৪)।

আল্লাহ তাআলার নিকটে দ্বীনের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তির অন্তরের প্রবৃত্তিসমূহ সম্মানিত (গৃহীত) হতে পারত, তাহলে এই মর্যাদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অর্জন হওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু রাসূলের অভিলাষকেও আল্লাহ তাআলা দ্বীনরূপে স্বীকৃতি দেননি। বরং পরিষ্কার ঘোষণা দিয়েছেন যে, **‘আমার এই নবী স্বীয় খাহেশ হতে**

কথাই বলেন না। বরং ইনি যখনই কথা বলেন ওহীর ভাষায় কথা বলেন’। চিন্তার ক্ষেত্রটি হচ্ছে, যখন নবী (ছাঃ)-এর প্রবৃত্তিসমূহ ও মতামতের আনুগত্যও আবশ্যক আখ্যা পায়নি, তখন অন্য কোন ব্যক্তি বা ইমামের স্ব স্ব মতামতসমূহ কিভাবে দ্বীন হতে পারে? এ কারণেই আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আনুগত্যকে নিজের আনুগত্য বলেছেন। উদাহরণস্বরূপ কুরআনে বলা হয়েছে, مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ‘যে রাসূলের আনুগত্য করল সে (মূলত) আল্লাহরই আনুগত্য করল’ (নিসা ৪/৮০)।

বলুন! এই স্থান রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা ইমামের অর্জন হতে পারে কি যে, যার আনুগত্যকে আল্লাহ তাআলা নিজের আনুগত্য আখ্যা দিয়েছেন? অতঃপর কোন ইমামের আনুগত্যই নয় বরং এর চাইতেও কয়েকধাপ আরো এগিয়ে তার তাক্বলীকে গ্রহণ করা যাবে?

ইত্তিবা তথা আনুগত্য জ্ঞানের উপর (ভিত্তিশীল)। পক্ষান্তরে তাক্বলীদ অজ্ঞতার সাথে নির্দিষ্ট। কারণ আনুগত্য দলীলের মাধ্যমে হয় আর এটা ইলম তথা জ্ঞান। অন্যদিকে তাক্বলীদ এমন কাজের নাম যা কারো কথার উপর (শারঈ) দলীল ছাড়া সম্পাদন করা হয়। আবার তাক্বলীদের মধ্যে দলীলের দরকার হয় না বরং অন্ধের মত কারো পশ্চাদ্ধাবন করাকে তাক্বলীদ বলা হয়। আর মুক্বাল্লিদের দলীল হল স্রেফ তার ইমামের বক্তব্য। না সে নিজেই উক্ত মাসআলার তাহক্বীক্ব করতে পারে, আর না নিজের ইমামের

তাহক্বীক্বের প্রতি নযর দিতে পারে। এমন অজ্ঞতার কোন অবকাশ ইসলামে নেই।[৬]

এ প্রসঙ্গে কতিপয় হাদীছ ও আছারের প্রতি লক্ষ্য করুন। যেন এই মাসআলাটি (তাক্বলীদের বিষয়টি) পরিষ্কারভাবে সম্মুখে এসে যায়।[৭]

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى 'আমার সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে অস্বীকারকারী ব্যতীত। জিজ্ঞাসা করা হল, অস্বীকারকারী কে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে আমার নাফরমানী করল সে অস্বীকার করল'।[৮]

একটি স্থানে যখন তিনজন ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আমল ও সুন্নাতসমূহকে অল্প অনুধাবন করে ইবাদাতে অধিক কষ্ট ও পরিশ্রম করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন; অর্থাৎ একজন পুরো রাত জাগরণ করার, দ্বিতীয়জন সর্বদা ছওম রাখার এবং

---

৬. বিস্তারিত জানতে অধ্যয়ন করুন : হাফেয ইবনে হাযমের 'আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম' ও হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িমের ইলামুল মুয়াকক্বিঈন।

৭. তাক্বলীদ সম্পর্কে শায়েখ যুবায়ের আলী যাঈ রচিত যুগান্তরী গ্রন্থ দ্বীন মেঁ তাক্বলীদ কা মাসআলা অধ্যয়ন করুন। 'হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে' এর বঙ্গানুবাদ 'ইসলামে তাক্বলীদের বিধান' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে।-অনুবাদক।

৮. বুখারী হা/৭২৮০, ২/১০৮১; মিশকাতুল মাছাবীহ হা/১৪৩, ১/৫১, শব্দগুলি মিশকাতের, বৈরূত ছাপা।

তৃতীয়জন বিবাহকে বিদায় জানিয়ে জীবনভর ইবাদাত করার প্রস্তুতি নিলেন; তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁদেরকে বললেন, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي 'যে আমার সুন্নাত হতে প্রতি মুখ ফিরিয়ে নিল, সে আমার (উম্মতভুক্ত) নয়'।[৯]

উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা আমলসমূহে যতই কষ্ট কর না কেন; কিন্তু যদি কোন ব্যক্তির আমল আমার আনুগত্য ও আদেশ হতে মুক্ত হয়; তবে এমন ব্যক্তির সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

সাইয়েদাহ আয়েশা {(রাঃ) (মৃঃ ৫৭ হিঃ)} বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ছয় ধরণের মানুষ রয়েছে যাদের প্রতি আমিও লানত করি ও আল্লাহ তাআলাও তাদের উপর লানত করেন। (সেই ছয়জনের মধ্য হতে একজন হল) وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي 'আমার সুন্নাতকে পরিত্যাগকারী'।[১০]

সাইয়েদুনা ইরবায বিন সারিয়াহ {(রাঃ) (মৃঃ ৭৫ হিঃ)} হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ 'তোমাদের উপরে আমার সুন্নাত ও হেদায়াত প্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনদের সুন্নাতকে আঁকড়িয়ে ধরা আবশ্যক। তাঁদেরকে ধরে রাখ। এবং

---

৯. বুখারী হা/৫০৬৩, ২/৭৫৭, ৭৫৮; মুসলিম হা/১৪০১, ১/৪৪৯।।

১০. মুসতাদরাক ১/৩৬, হাকেম বলেছেন, 'ছহীহুল ইসনাদ' তথা এর সনদটি ছহীহ; যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন; সুনানে তিরমিযী হা/২১৫৪, এর সনদ হাসান।

তোমাদের দাঁতসমূহ দ্বারা কামড়িয়ে (দৃঢ়তার সহিত) ধরে থাক। আর (তোমরা দ্বীনে) নব্য বিষয়সমূহ হতে বেঁচে থাক। কেননা, প্রতিটি নব্য আবিষ্কৃত বস্তু বিদআত এবং প্রতিটি বিদআত-ই ভ্রষ্টতা।[১১]

প্রতীয়মান হল, দ্বীন ইসলামের মধ্যে যেসব নতুন বিষয়ও দ্বীনের নামে আবিষ্কার করা হবে, সেগুলি সবই বিদআত। আর গোমরাহীর অপর নাম বিদআত। এই জন্য তাক্বলীদও বিদআত। কেননা এটাও দ্বীনের মধ্যে উদ্ভাবন করা হয়েছে। আয়েশা ছিদ্দীক্বাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের মধ্যে কোন নতুন বস্তু আবিষ্কার করল যা এর (দ্বীনের) মধ্যে দ্বীনে নেই তা বাতিল।[১২]

সাইয়েদুনা আবূ বকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) একটি স্থানে বলেছেন, لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ، فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ 'এমন কিছু বর্জন করতে

১১. আহমাদ হা/১৭২৭৫, ৪/১২৬, ১২৭; আবূ দাঊদ হা/৪৬০৭, সনদ ছহীহ; তিরমিযী হা/২৬৭৬; ইবনু মাজাহ হা/৪৩; মিশকাতুল মাছাবীহ হা/১৬৫, ১/৫৮; তিরমিযী বলেছেন, 'হাদীছটি হাসান ছহীহ' ; (মুহাদ্দিছগণের একটি) জামাআত একে ছহীহ বলেছেন। তন্মধ্যে রয়েছেন ইবনে হিব্বান (হা/১০২), হাকেম (১/৯৫, ৯৬), যাহাবী এবং যিয়াউল মাক্বদেসী 'ইত্তিবা আস-সুনান ওয়া ইজতিনাব আল-বিদা' গ্রন্থে (ক্বাফ) ৭৯/১।

১২. ছহীহ বুখারী হা/২৬৯৭; ছহীহ মুসলিম, ১৭/১৭১৮; মিশকাত হা/১৪০, ১/৫১।

রাজি নই; রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেটাই আমল করতেন আমিও তার উপরে আমল করি। কেননা আমি আশংকা করি, যদি আমি নবী (ছাঃ)-এর কোন সুন্নাতকে ত্যাগ করি তবে আমি গোমরাহ হয়ে যাব।[১৩]

সাইয়েদুনা আলী (রাঃ) একদা আমীরুল মুমিনীন ওছমান গনী (রাঃ)-এর একটি ইজতিহাদী সিদ্ধান্তের মোকাবেলায় বলেছিলেন, مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ أَحَدٍ 'আমি কোন ব্যক্তির কথার ভিত্তিতে নবী (ছাঃ)-এর সুন্নাত ত্যাগ করব না'।[১৪]

সাইয়েদুনা আলী (রাঃ)-এর এই উক্তিটি হল فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ 'যখন তোমাদের মাঝে কোন বিষয়ে মতানৈক্য হয়, তখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি (বিবাদকৃত বিষয়টি) ফিরিয়ে দাও'-এর উত্তম তাফসীর। আয়াতটি সামনে আসছে।

সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বলেন, لَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ 'যদি তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নাতকে বর্জন কর; তাহলে অবশ্যই পথ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে'।[১৫]

নবী (ছাঃ)-এর প্রত্যেক উম্মতের উপর তাঁর সুন্নাতকে মনোনীত করা অপরিহার্য। এ পর্যন্ত যে, যখন ক্বিয়ামতের সন্নিকটে সাইয়েদুনা ঈসা (আঃ)ও (আসমান থেকে নাযিল হয়ে) আসবেন,

১৩. ছহীহ বুখারী হা/৩০৯৩।

১৪. ছহীহ বুখারী হা/১৫৬৩।

১৫. ছহীহ মুসলিম হা/৬৫৪।

তখন তিনি নিজেই রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের অনুগত হবেন। লোকদেরকেও তাঁর সুন্নাতের উপর পরিচালিত করবেন। আর নবী (ছাঃ)-এর সুন্নাতের মোকাবেলায় অন্য কোন নবীর সুন্নাত বাছাই করাও গোমরাহী ও ভ্রষ্টতা। কোন ইমামের তাক্বলীদ করা তো দূরের বিষয়।

আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের উপর সর্বদা নিজের ও স্বীয় রাসূলের আনুগত্যকে ফরয বলেছেন। যেমন এরশাদ হচ্ছে, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ‘হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর আর তোমাদের শাসকদেরকে। যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদ কর তবে সেটি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হও। এটাই সর্ব উত্তম পন্থা ও পরিণামে উৎকৃষ্টতর’ (নিসা ৪/৫৯)।

আল্লাহ তাআলা ও রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য হল শর্তবিহীন। আর আমীর তথা শাসকদের আনুগত্যের বিষয়টি শর্ত-সাপেক্ষ। যেমন আমীরদের কথা যদি কুরআন ও সুন্নাতের অনুকূলে হয় তাহলে তাদের আনুগত্য করাও অপরিহার্য। কিন্তু তাদের হুকুম যদি কুরআন ও সুন্নাতের বিরোধী হয় তবে তাদের (উক্ত হুকুমের ক্ষেত্রে) আনুগত্য করা ঠিক নয়। এই প্রসঙ্গে সাইয়েদুনা আলী (রাঃ)-এর বক্তব্য গত হয়ে গেছে। নবী (ছাঃ)-এর বাণী রয়েছে

যে, لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ ‘(আল্লাহ ও রাসূলের) নাফরমানীর মধ্যে কোন আনুগত্য নেই। কেবলমাত্র ন্যায়-সঙ্গত কাজের মাঝে আনুগত্য রয়েছে’।[১৬]

নবী (ছাঃ)-এর আনুগত্য এই জন্য অপরিহার্য যে, তিনি আল্লাহ তাআলার মুখপাত্র। আর আল্লাহ তাআলার বিধানাবলীকে লোকদের পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেওয়া তাঁর যিম্মাদারীতে অর্পিত। আর তিনি মাছূম তথা পাপ মুক্তও। এবং ওহীর নির্দেশনাও তিনি অর্জন করেছেন। পক্ষান্তরে গায়ের নবীর (নবী ব্যতীত অন্যরা) মাঝে এই সকল বিষয়গুলি অনুপস্থিত থাকে। তার দ্বারা ভুল-ভ্রান্তি হওয়া একটি আবশ্যিক ব্যাপার। সেকারণেই প্রতিটি মাসআলাতে তার তাক্বলীদ করা ও তার কথাকে দলীল মনে করা গোমরাহীর কারণ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মোকাবেলায় কোন ইমামের উক্তিকে পেশ করা তো চূড়ান্ত গোমরাহী। স্বয়ং যে ইমামের উপর আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করা আবশ্যক এবং যিনি নিজেই আনুগত্যের জন্য রাসূলের সুন্নাত অনুসন্ধানকারী হন; খোদ তারই তাক্বলীদ করা কেমন করে অপরিহার্য হয়?

বাস্তবতা এটাই যে, ঐ সকল সম্মানিত ইমামগণও নিজেদের তাক্বলীদ থেকে লোকদেরকে নিষেধ করেছেন।[১৭]

প্রশ্ন এই যে, যখন সম্মানিত ইমামগণ লোকদেরকে তাক্বলীদ করা থেকে নিষেধ করেছেন তখন তাক্বলীদের উপর (মানার জন্য)

---

১৬. বুখারী হা/৭২৫৭; মুসলিম হা/১৮৪০।

১৭. বিস্তারিতের জন্য অধ্যয়ন করুন : হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িমের বিখ্যাত ‘ইলামুল মুয়াককিৃঈন’ গ্রন্থটি এবং ‘ফাতাওয়া শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়া’ ২০/১০, ১১।

পীড়াপীড়ি কেন? আসল বিষয় এই যে, তাক্বলীদের উপরে অটল থাকা পরবর্তী লোকদের আবিষ্কার। নতুবা আলেমগণ তো প্রতিটি যুগেই তাক্বলীদের বিরোধীতা করেছেন। যেমন হাফেয ইবনু কাছীরের সম্পর্কে প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, তিনি শাফেঈ মাযহাবের ছিলেন। অথচ তিনি حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ 'তোমরা ছালাতসমূহের ও মধ্যবর্তী ছালাতের হেফাযত কর এবং আল্লাহর জন্য বিনম্র চিত্তে দন্ডায়মান হও' আয়াতটির তাফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে (বিভিন্ন মতামত উল্লেখ করার পর) বলেছেন, 'কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে, পূর্বের সকল উক্তি যঈফ। বিবাদ স্রেফ ফজর ও আছর ছালাতের মধ্যে রয়েছে। আর ছহীহ হাদীছসমূহ দ্বারা আছর ছালাতের মধ্যবর্তী ছালাত হওয়া প্রমাণিত। অতএব, অপরিহার্য হয়ে গেল যে, সকল মতামতকে বর্জন করে এই আক্বীদা রাখতে হবে যে, মধ্যবর্তী ছালাত হচ্ছে আছর ছালাত'।

ইমাম আবূ মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান বিন আবী হাতেম রাযী স্বীয় 'ফাযায়েলে শাফেঈ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম শাফেঈ বলেছেন, كل ما قلت؛ فكان عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خلاف قولي مما يصح؛ فحديث النبي أولى، فلا تقلدوني 'আমার যে কোন কথার বিরুদ্ধে নবী কারীম (ছাঃ) হতে (ছহীহ হাদীছ) বর্ণিত হয়, তবে তাঁর হাদীছই অগ্রগণ্য হবে। আর আমার তাক্বলীদ কর না।[১৮]

১৮. ইবনু আবী হাতেম, আদাবুশ শাফেঈ পৃঃ ৬৯, এ অর্থে আছে, এর সনদ হাসান।

ইমাম শাফেঈর এই বাণীটি ইমাম রবী', ইমাম যাফারানী এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলও বর্ণনা করেছেন। আর মূসা আবুল ওয়ালীদ বিন জারূদ ইমাম শাফেঈ হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, إِذا صَحَّ الحَدِيث وَقلت قولا فَأَنا رَاجع عَن قولي بذلك 'যখন কোন হাদীছ ছহীহ হয়, আর আমি কোন কথা বলি (যা উক্ত হাদীছের বিপরীত) তখন আমি আমার উক্তিটি ও (যে বা যারা সেই কথাটির) প্রবক্তা তার থেকে প্রত্যাবর্তন করি'।

এটা ইমাম ছাহেবের আমানত ও নেতৃত্বগুণ। আর তাঁর ন্যায় অন্যান্য সম্মানিত ইমামদের প্রত্যেকেই বলেছেন যে, তাঁদের উক্তিগুলিকে যেন দ্বীন মনে না করা হয়। আল্লাহ তাঁদেরকে রহম করুন। আর তাঁদের সবার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান।

এজন্যই ক্বাযী মাওয়ার্দী বলেছেন, 'ইমাম ছাহেবের মধ্যবর্তী ছালাত-এর সম্পর্কে এই মাযহাবটি অনুধাবন করা উচিৎ যে, তা হল আছর ছালাত। যদিও ইমাম শাফেঈ নিজের উক্তি এই যে, সেটা আছর ছালাত নয়। কিন্তু তাঁর কথা মোতাবেক হাদীছের বিরোধী এই কথাকে আমরা বর্জন করেছি'।[১৯]

ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) নবী (ছাঃ)-এর সুন্নাতের মোকাবেলায় কারো কথাকে গুরুত্ব দিতেন না। এ পর্যন্ত যে তারা খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকেও নাকচ করে দিতেন। উদাহরণ স্বরূপ- এই প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ), সাদ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ)

১৯. তাফসীর ইবনে কাছীর (উর্দূ অনুবাদ : নূর মুহাম্মাদ, কারখানায়ে কুতুব, করাচী) ১/১১৮।

এবং আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)-এর বক্তব্যসমূহ অধ্যয়ন করুন।

সালিম বিন আব্দুল্লাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত যে, 'সিরিয়ার একজন ব্যক্তি সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)-কে হজ্জে তামাত্তু সম্পর্কে জানতে চাইল। তখন সাইয়েদুনা ইবনে উমর (রাঃ) বললেন যে, এটা হালাল। উক্ত সিরিয়ান বলল, কিন্তু আপনার মুহতারাম পিতা (ওমর ফারূক্ব রাঃ) এটা করতে নিষেধ করেছেন। সাইয়েদুনা ইবনে ওমর (রাঃ) জবাব দিলেন যে, যদি আমার পিতা একে নিষেধ করেন আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একে সম্পাদন করেন সে ক্ষেত্রে তোমার ধারণা কি? (তুমি আমার পিতার কাজকে দলীল মনে করবে নাকি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর কাজকে?) আমার পিতার তরীকা অনুসরণ করা হবে নাকি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তরীকার? তখন সেই ব্যক্তি জবাব দিল যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তরীক্বাকে (সুন্নাতকে)। অতঃপর ইবনে ওমর (রাঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তামাত্তু হজ্জ করেছিলেন।[২০]

সাইয়েদুনা যাহ্হাক বিন ক্বাইস (রাঃ) এই বক্তব্যটি সাইয়েদুনা সাদ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) হতে বলেছেন। অর্থাৎ ওমর (রাঃ) তামাত্তু হজ্জ থেকে নিষেধ করেছেন। সাইয়েদুনা সাদ বিন আবী ওয়াকক্কাছ (রাঃ) বলেছেন যে, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এটা (তামাত্তু

২০. সুনানুত তিরমিযী হা/৮২৪, তিনি বলেছেন, 'হাদীছটি হাসান ছহীহ'। (হজ্জ সম্পর্কে সঠিকভাবে জানতে মুহতারাম প্রফেসর ডক্টর মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব হাফিযাহুল্লাহ প্রণীত 'হজ্জ ও ওমরাহ' পুস্তিকাটি পড়ুন। -অনুবাদক)।

হজ্জ) করেছেন এবং তাঁর সাথে আমরাও (ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) করেছি'।[২১]

একটি ছহীহ বর্ণনায় ইবনে মাসঊদ (রাঃ) পরিষ্কারভাবে তাক্বলীদ করতে নিষেধ করেছেন।[২২]

মুআয বিন জাবাল (রাঃ) বলেন, أَمَّا الْعَالِمُ فَإِنِ اهْتَدَى فَلَا تُقَلِّدُوهُ دِينَكُمْ 'আলেম হেদায়াতের উপরে থাকলেও তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে তাদের তাক্বলীদ করবে না'।[২৩]

সাইয়েদুনা মুআয বিন জাবাল (রাঃ) এবং আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) -এর নির্দেশ হতে প্রতিভাত হয় যে, দ্বীনী মাসায়েলে কারো তাক্বলীদ করা একেবারেই নাজায়েয ও হারাম। আর ইসলামে তাক্বলীদের কোন বৈধতা নেই। যদি কারো নির্দেশনাকে গ্রহণ করা অপরিহার্যই হয় তাহলে ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-ই এই বিষয়টির উপযুক্ত যে, তাঁদের আদেশ-নিষেধমূলক বক্তব্যকে গ্রহণ করা হউক। আর একটি রেওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও সাইয়েদুনা আবূ বকর (রাঃ) ও সাইয়েদুনা ওমর ফারূক্ব (রাঃ) -এর আনুগত্যকে নির্বাচন করার আদেশ দিয়েছেন। আর ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-দের আনুগত্যও কিতাব ও সুন্নাতের সাথে শর্তযুক্ত। কোন একজন (কবি) সম্ভবত এই কারণেই বলেছেন,

فاهرب عن التقليد فهو ضلالة   ان المقلد في سبيل هالك

২১. ঐ, তিরমিযী বলেছেন যে, 'এই হাদীছটি ছহীহ'।
২২. দেখুন : বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা, ২/১০, সনদ ছহীহ।
২৩. জামেউ' বায়ানিল ইলম ওয়া ফাযলিহি ২/১১১, এর সনদ হাসান; দারাকুৎনী একে 'ছহীহ' বলেছেন।

‘তাক্বলীদ হতে পলায়ন কর। কেননা তা গোমরাহী। নিশ্চই মুকাল্লিদগণ ধ্বংসের পথে রয়েছে’।

হাফেয ইবনে আব্দুল বার্র ও অন্যান্য আলেমগণ এর উপর মুসলিমদের ইজমা বর্ণনা করেছেন যে, তাক্বলীদ হল ‘অজ্ঞতার’ অপর নাম। আর মুকাল্লিদ অজ্ঞ হয়।[২৪]

ইমাম তিরমিযী সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) -এর হাদীছ ‘নবী (ছাঃ) কুরবানীর পশুকে ইশআর করেছেন অর্থাৎ নিশানা লাগিয়েছেন’ বর্ণনা করার পর বলেন, ইমাম ওয়াকি যখন এই হাদীছটি বর্ণনা করলেন তখন তিনি বললেন, এ ক্ষেত্রে আহলে রায়দের প্রতি ভ্রূক্ষেপ কর না। কেননা, ইশআর করা সুন্নাত। আর আহলে রায়দের বক্তব্য হল (ইশআর করা) বিদআত। আবুস সায়েব বলেন, আমি ইমাম ওয়াকির সাথে ছিলাম যে, ক্বিয়াস কারীদের (আহলে রায়) মধ্য হতে একজন ব্যক্তিকে ইমাম ওয়াকি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইশআর করেছেন। আর আবূ হানীফা বলেন যে, এটি (ইশআর করা) হল ‘মুছলা’ (জানোয়ারের কান, নাক ইত্যাদি অঙ্গসমূহ কর্তন করাকে ‘মুছলা’ বলে)। ঐ ব্যক্তি বলল, যেটি রেওয়ায়াত করা হয়েছে যে, ইবরাহীম নাখাঈ বলেছেন, ইশাআর হল মুছলাহ। তিনি (আবুস সাইব) বলেন, আমি ইমাম ওয়াকি-কে দেখলাম যে, ক্রোধে তাঁর চোখ লাল হয়ে গিয়েছে। তিনি বললেন, ‘আমি তোমাকে বলছি যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন (ইশআর কর) আর তুমি বলছ যে, ইবরাহীম নাখাঈ বলেছেন। (আমি তোমার সামনে রাসূলুল্লাহ

২৪. দেখুন : জামেউ বায়ানিল ইলম ওয়া ফাযলিহি ২/১১৭; ই‘লামুল মুয়াকক্বিঈন ১/৭, ২/১৮৮।

(ছাঃ)-এর হাদীছ পেশ করছি আর তুমি বলছ যে, ইবরাহীম নাখাঈ এমনটি বলেছেন)। তুমি এর যোগ্য হয়েছ যে, তোমাকে কয়েদ করা হোক। আর যতক্ষণ তুমি তোমার মন্তব্য হতে (প্রত্যাবর্তন করে) তওবা না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে বের করে আনা যাবে না।[২৫]

ইমাম ওয়াকি ইমাম আবূ হানীফার ছাত্র। আর তার সম্পর্কে কতিপয় লোকের দাবী আছে যে, ইনি ইমাম আবূ হানীফার মুক্বাল্লিদ ছিলেন। কিন্তু এই ঘটনাটি ঐ আলেমদের দাবীকে প্রত্যাখ্যানের জন্য খুবই যথেষ্ট এবং সন্তোষজনক (এই ধরণের অসংখ্য উদাহরণ ইলামুল মুয়াকক্বিঈন ও ঈক্বাযু হিমাম উলুল আবছার গ্রন্থদ্বয়েও বিদ্যমান)।

সাধারণত মুকাল্লিদ আলেমগণ নবী (ছাঃ)-এর হাদীছসমূহকে তাক্বলীদের চশমায় দেখতে অভ্যস্ত। যেমন তারা হাদীছ ও সুন্নাতকে স্বীয় স্থিরকৃত উছূল ও ক্বায়েদাসমূহের কষ্টিপাথরের উপর পরখ করেন। আর যখন কোন হাদীছ তাদের স্বীয় বানোয়াট উছূলের উপর পূর্ণাঙ্গভাবে খাপ খায় না, তখন তারা তাকে (হাদীছটিকে) জোর করে এই উছূল সমূহের অনুকূলে স্থাপন করার জন্য চেষ্টা করেন। আর যদি কোন হাদীছ তাদের মাযহাবের একেবারে বিপরীত হয়, তখন সেই হাদীছের দোষ-ত্রুটি বের করা শুরু করেন। এবং ছহীহ হাদীছসমূহকে তারা পোস্ট-পর্টেম করেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে (এমন কাজ করা হতে) হেফাযত করুন।

২৫. সুনানে তিরমিযী (উর্দূ অনুবাদ : নূর মুহাম্মাদ, কারখানায়ে কুতুব, করাচী) হা/৯০৬, ১/১৭৭, ১৭৮।

উদাহরণস্বরূপ- আরো অসংখ্য মাসায়েল ছাড়াও রুকূর আগে, রুকূর পরে, দু'রাকআত হতে উঠার সময় রফউল ইদায়েন করার ব্যাপারে মুকাল্লিদদের যে নিয়ম-নীতি রয়েছে তা চরম পরিতাপের। কেননা যেখানে একদিকে মুকাল্লিদ আলেমগণ ছহীহ হাদীছসমূহকে অস্বীকার করেন; সেখানে অন্য দিকে রফউল ইদায়েনকে লোকদের দৃষ্টিতে ঘৃণার যোগ্য আমল বানানোর জন্য তারা আশ্চর্য ও অদ্ভূত কাহিনী প্রসিদ্ধ করে রেখেছেন। যার কারণে এই তাৎপর্যপূর্ণ সুন্নাতটি আজ জাহেল লোকদের দৃষ্টিতে একটি ঘৃণার যোগ্য কাজ হিসাবে পরিগণিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের প্রতি ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ করা বা অন্তরে তাঁর বিরুদ্ধে ঘৃণার যোগ্য প্রবণতা রাখা ঈমানের পরিপন্থী কাজ। যেমন আল্লাহ বলেছেন, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا 'তোমার রবের কসম! তারা ঈমানদার হবে না। যতক্ষণ না তাদের মাঝে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায় বিচারক মনে না করে। এরপর তোমার ফায়ছালার ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনরূপ সংকীর্ণতা বোধ না করে এবং তা সন্তুষ্ট চিত্তে কবুল করে নেয়' (নিসা ৪/৬৫)।

কতিপয় নাম সর্বস্ব হানাফী রফউল ইদায়েনের উপর আহলেহাদীছদেরকে তাকফীরও (কাফের আখ্যাদান) করেছেন। আশেক ইলাহী মিরাঠী দেওবন্দী লিখেছেন, 'আসল কথা এই ছিল যে, কতিপয় হানাফী আহলেহাদীছদের তথা গায়ের

মুকাল্লিদদেরকে রফউল ইদায়েনের কারণে কাফের বলা শুরু করেছিল। আর এটা চরম ভ্রান্তি ও বড় গোমরাহী ছিল'।[২৬]

লোকদের জন্য যরূরী হল, এই সুন্নাতের গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর আনুগত্যের সাথে একে আদায় করা এবং নিন্দাসমূহের কোনই পরোয়া না করা। কারণ নবী (ছাঃ)-এর আদেশ রয়েছে, صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي 'ছালাত ঐ ভাবে পড় যেভাবে আমাকে পড়তে দেখ'।[২৭]

ফযীলাতুশ শায়খ হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ (রহঃ) ইলম ও তাহক্বীক্বের হক আদায় করতে গিয়ে কষ্টসাধ্য শ্রমের মাধ্যমে রফউল ইদায়েনের মাসআলা পাঠকদের সামনে পেশ করেছেন। এবং হক, ইনছাফ ও পরিপূর্ণ দ্বীন-দারিতার সাথে রফউল ইদায়েনের উভয় পক্ষের অর্থাৎ 'রফউল ইদায়েন' এবং 'রফউল ইদায়েনের অস্তিত্বহীনতা' সম্পর্কে অনেক শ্রম দিয়েছেন এবং মুহাদ্দিছগণ, সালাফে ছালেহীনগণের স্বীকারোক্তি ও উদ্ধৃতির সাথে উপস্থাপন করেছেন। আর অখন্ডনযোগ্য দলীলসমূহের সাথে যেখানে রফউল ইদায়েনের 'সুন্নাতে মুতাওয়াতিরা' হওয়া প্রমাণ করেছেন, অন্যদিকে সেখানে রফউল ইদায়েন না করা সম্পর্কিত আহলে রায় এবং ক্বিয়াসের ক্ষিণ ও দুর্বল দলীলসমূহের খুঁটিনাটিও বর্ণনা করেছেন। অধিকাংশ মুহাদ্দিছ, মুহাক্বিক্ব ও হাদীছের সমালোচকদের দ্বারা দলীলসমূহের প্রকৃত অবস্থা ও সেগুলির

২৬. তাযকিরাতুল খলীল পৃঃ ১৩২, ১৩৩।

২৭. বুখারী হা/৬৩১ 'আযান' অধ্যায়, 'মুসাফিরদের জন্য আযান দেওয়া যখন তারা জামা'আতবদ্ধ থাকবে' অনুচ্ছেদ।

আমলের অযোগ্য হওয়ার প্রমাণও পেশ করেছেন। আর বর্তমান সময়ের কতিপয় আহলে রায়, ক্বিয়াস ও তাক্বলীদের মিথ্যাচার এবং ধোঁকাবাজির পর্দাসমূহকে উন্মোচন করেছেন। আমার দুআ রইল যে, আল্লাহ তাআলা ফযীলাতুশ শায়খ হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ (রহঃ)-এর ইলম, আমল ও বয়স বাড়িয়ে দিন। আর তাঁকে বাতিল ফেরক্বাসমূহের বিরুদ্ধে প্রত্যেক রণাঙ্গনের উপর বিজয় দান করেন এবং (তার মাধ্যমে) বাতিল ফেরক্বাসমূহকে প্রতিটি রণাঙ্গনে পরাজয়, অপমান ও অপদস্ত করেন। *আমীন।*

এই গ্রন্থটির পরে ইনশাআল্লাহ অতিসত্বর 'জোরে আমীন বলা' (অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে), 'ইমামের পিছে ফাতেহা পড়া' (এর অনুবাদও প্রকাশিতব্য) এবং 'বুকের উপর হাত বাঁধা' (বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত) সম্পর্কেও শায়খের গ্রন্থসমূহ প্রকাশিত হবে। আর ছালাতের উপর একটি সারগর্ভ ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থও রচনাধীন রয়েছে। এছাড়াও আরবী ভাষাতেও কিছু গ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। [বি-হামদিল্লাহ, কতিপয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে]

ডক্টর আবূ জাবির আব্দুল্লাহ দামানভী
(১ই মুহার্রম ১৪১১ হিঃ)

***

লেখকের ভূমিকা

আমাদের ইমামে আযম সাইয়েদুনা মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বরকতময় সুন্নাত রফউল ইদায়েনের বিরুদ্ধে এই ফেৎনার যুগে কতিপয় 'নিজস্ব মত ও প্রবৃত্তির অনুসারী' কিছু পুস্তিকা ও গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। অসংখ্য ধোঁকাবাজি, প্রবঞ্চণা আর শঠতা ব্যতিরেকেও তারা ছহীহায়ন ও মুহাদ্দিছগণের মর্যাদা ও সম্মান কমানোর জন্য পঙ্কিলময় ও তিরস্কারযোগ্য অপচেষ্টাও করেছেন। অথচ তাদের এই সকল চেষ্টা মাকড়সার জালের চাইতেও ভঙ্গুর ও অনর্থক।

(দেওবন্দী ও ব্রেলভীদের নির্ভরযোগ্য আলেম) শাহ ওয়ালিউল্লাহ আদ-দেহলভী বলেছেন, 'ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমের ব্যাপারে সকল মুহাদ্দিছ একমত যে, এর সকল মুত্তাছিল ও মারফূ' হাদীছ নিশ্চিতরূপে ছহীহ। এই গ্রন্থদ্বয় তাদের লেখকগণ পর্যন্ত মুতাওয়াতিররূপে পৌঁছেছে। যে ব্যক্তি এর (বুখারী ও মুসলিমকে) সম্মান করবে না সে বিদআতী। সে মুসলিমদের পথের বিরুদ্ধে চলে।[২৮]

কিন্তু কার জানা ছিল যে, এমন যুগ আসবে যখন মুসলিমদের পথের বিরুদ্ধে চলমান বিদআতীরা ছহীহায়নের (বুখারী ও মুসলিম) হাদীছসমূহ ও রাবীদের উপর বেধড়ক হামলা করবে। যেমন সরফরায ছফদর ছাহেব দেওবন্দী (হায়াতী)[২৯] ছহীহায়নের নিম্নোক্ত কতিপয় রাবীর উপরে সমালোচনা করেছেন।

২৮. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ পৃঃ ২৪২, অনুবাদ : মৌলভী আব্দুল হক হক্কানী।

২৯. দেওবন্দীরা দু'ভাগে বিভক্ত। (১) হায়াতী। (২) মামাতী। -অনুবাদক।

রাবীদের নাম	যে গ্রন্থের রাবী	সরফরায ছফদরের গ্রন্থ
১.মাকহূল	ছহীহ মুসলিম	আহসানুল কালাম[৩০]
২.আলা ইবনুল হারিছ	ঐ	আহসানুল কালাম[৩১]
৩.ওয়ালীদ বিন মুসলিম	ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিম	আহসানুল কালাম[৩২]
৪. সাঈদ বিন আমির	ঐ	আহসানুল কালাম[৩৩]
৫. আলা বিন আব্দুর রহমান	ছহীহ মুসলিম	আহসানুল কালাম[৩৪]

বিস্তারিতের জন্য মাওলানা ইরশাদুল হক আছারীর গৌরবান্বিত গ্রন্থ ‘তাওযীহুল কালাম’ অধ্যয়ন করুন। হাবীবুল্লাহ ডায়ারভী দেওবন্দীও ছহীহায়নের রাবীদের উপরে কুঠার চালিয়েছেন। যেমন-

রাবীর নাম	যে গ্রন্থের রাবী	হাবীবুল্লাহ ডায়ারভীর গ্রন্থ
(১) ইবনে জুরাইজ	বুখারী ও মুসলিম	‘নূরুছ ছাবাহ’ -এর ভূমিকা[৩৫]
(২) ওয়ালীদ বিন মুসলিম	ঐ	ঐ[৩৬]
(৩) ইয়াহ্ইয়া বিন আইয়ূব আল-গাফিক্বী আল-মিছরী	বুখারী ও মুসলিম	ঐ[৩৭]

এই লোকেরা সাদা-সিধা মুসলমানদের মাঝে ছহীহায়নের মর্যাদা হ্রাস করার চেষ্টা করে। কিন্তু চাঁদের দিকে থু থু নিক্ষেপকারীর থু থু তার (নিক্ষেপকারীর) মুখের উপরই আপতিত হয়। ইনশাআল্লাহ, এই বিদআতীদের অপচেষ্টাসমূহ একেবারেই বিফল থেকে যাবে।

৩০. ২/৮৬।
৩১. ২/৮৫।
৩২. ২/৮৫।
৩৩. ২/১৩২।
৩৪. ১/২৪০।
৩৫. পৃঃ ১৮।
৩৬. পৃঃ ১৮১।
৩৭. পৃঃ ২২১।

ছহীহ বুখারীর মুসলিম উম্মার মধ্যে যে গ্রহণযোগ্যতা হয়েছে তার আন্দাজ দেওবন্দের ভাষ্যকার ‘আল-ক্বাসেম’-এর নীচের বক্তব্য হতেও পরিষ্কারভাবে স্পষ্ট হয়- ‘ছহীহ বুখারী একটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ গ্রন্থ। আর একে আল্লাহ বিরল এবং বিস্ময়কর গ্রহণযোগ্যতা দান করেছেন। প্রতিটি আলেম ও সাধারণ মানুষ কুরআনের পরে যখন দৃষ্টিপাত করেন তখন ছহীহ বুখারীর উপর সর্ব প্রথম নযর পড়ে। প্রায় এক হাজার ধরে ইসলামী বিশ্বে এই গ্রন্থটির কিতাবুল্লাহ-এর পরে যে শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধাণ্যতা হাছিল হয়েছে; তৎজন্য এর গাম্ভীর্যপূর্ণ মর্যাদা ও এর প্রণেতার মহান ব্যক্তিত্বের বিষয়টি ইসলামের ইতিহাসে (পাতায় পাতায়) ছেয়ে গেছে।[৩৮]

আরো লিখেছেন, ‘ইমাম বুখারীর দ্বীনী খেদমত, ইলমী নির্ভরশীলতা ও শান-শৌকতের বদলে তার ব্যক্তিত্ব এমন একটি সম্মাজনক ঐতিহাসিক বিষয় বনে গিয়েছে; যার শিষ্টাচারের মধ্যে অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ ইলমী ও দ্বীনী খিদমতের নীচে অসংখ্য জলীলুল কদর ব্যক্তিত্বের পদমর্যাদা নিম্নতর হয়েছে বলে অনুভুত হয়’।[৩৯]

এটি একজন (আহলেহাদীছ) বিরোধীর বাস্তব স্বীকারোক্তি। প্রকাশ থাকে যে, ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমের বিরুদ্ধে এই

৩৮. আল-ক্বাসিম, অক্টোবর ১৯৪১ইং পৃঃ ৩৩, আল-লামাহাত ১/৩২ -এর বরাতে।

৩৯. আল-ক্বাসিম, সংখ্যা- ঐ, আল-লামাহাত ইলা মা ফী আনওয়ারিল বারী মিনায যুলুমাত- এর বরাতে ১/৩২, ৩২।

বিদআতীদের লেখনী পরিচালনা করা তাদের নিজেদের লজ্জাস্কর ও হাস্যস্পদ হওয়ার মাধ্যম হয়ে গিয়েছে।

'আনওয়ারুল বারী'র চরমপন্থী লেখক (যিনি মাশাআল্লাহ একজন দেওবন্দী) স্বীয় গ্রন্থে[৪০] স্বীকার করেছেন, 'সার্মর্ম এই যে, ইমাম বুখারীর ব্যক্তিত্ব এতই উঁচু এবং সম্মানার্হ ছিল যে, আমরা বা আমাদের পূর্বে অন্যরা তাঁর উপর বা তাঁর ছহীহ বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থসমূহের যত সমালোচনা করেছেন, যদি তার চাইতে দশ-বিশ গুণ বেশীও সমালোচনা করা হয়, তবুও এই সকল (সমালোচনাসমূহের দ্বারাও ইমাম বুখারীর উচ্চ ব্যক্তিত্বের বা ছহীহ বুখারীর শ্রেষ্ঠত্ব সমালোচিত হতে পারে না'।[৪১]

আরয হল যে, হাবীবুল্লাহ ডায়ারভী ছাহেব (হায়াতী দেওবন্দী) বেশী অগ্রসর হতে গিয়ে তাক্বলীদের ব্যাপারে কিছুটা বেশীই গরম ভাব প্রদর্শন করেছেন। এই প্রসঙ্গে রচিত তার গ্রন্থ 'নূরুছ ছাবাহ ফী তারকি রফইল ইদায়েন বাদাল ইফতিতাহ' আমার সম্মুখে রয়েছে। এই গ্রন্থের 'প্রমাণপুষ্ট' ও 'লা জওয়াব' উত্তর হাকীম মাহমূদ সালাফী ছাহেব 'শামসুয যোহা'-নামী গ্রন্থে দিয়েছেন। যেথায় তিনি ডায়ারভী ছাহেবের পাগুড়ীর ভাঁজ ও ধোঁকাবাজিসমূহ সম্মানিত পাঠকদের সামনে উন্মোচন করেছেন। যেন সাধারণ মানুষের উপর এই ভদ্রলোকের (ইলমের) বাস্তবতা পরিষ্কার হয়ে যায়।

৪০. ২/৫২।
৪১. শামসুয যোহা বি-জাওয়াবি নূরুছ ছাবাহ ফী তারকি রফ'ইল ইদায়েন বা'দাল ইফতিতাহ' -এর বরাতে পৃঃ ২৮।

যেহেতু রফউল ইদায়েনের উপরে আমার এ গ্রন্থটি একটি স্বতন্ত্র রচনা, যেখানে জমহুর মুহাদ্দিছগণের তাহক্বীক্বসমূহ অনুযায়ী এই মাসআলায় নিরপেক্ষ পর্যালোচনা করা হয়েছে। সেহেতু আমি এটা অনুধাবন করেছি যে, এই বইয়ের ভূমিকায় সংক্ষিপ্তাকারে ডায়ারভী ছাহেবের কতিপয় প্রতারণা ও মিথ্যা বর্ণনার পর্যালোচনা পাঠকদের সামনে পেশ করতে হবে, যেন যে জীবিত আছে সে দলীলসমূহ দেখে জীবন যাপন করে। আর যাকে মরতে হবে সে যেন দলীলসমূহ দেখেই মৃত্যুবরণ।

ধোঁকাবাজি-১ :

ডায়ারভী ছাহেব লিখেছেন, 'ওছমান ইবনুল হাকাম আল-জুযামী যঈফ রাবী। ইবনে হাজার বলেছেন, له أوهام তার বর্ণনায় কিছু ভুল আছে (তাক্বরীব)। আল্লামা যাহাবী (রহঃ) 'মীযানুল ইতিদাল' গ্রন্থে (৩/৩২) বলেছেন, ليس بالقوى তিনি শক্তিশালী নন।[৪২]

জবাব : এই সকল বর্ণনা ভুল।

(১) ওছমান ইবনুল হাকামকে কেউই যঈফ বলেননি।

(২) হাফেয ইবনে হাজারের বক্তব্য অর্ধেক বর্ণনা করা হয়েছে। তার পুরো বক্তব্য সামনে আসছে। ভুল-ভ্রান্তি থেকে কে মুক্ত? এই রেওয়ায়াতের মধ্যে তার ভুল প্রমাণ করলে সেটা ভিন্ন ব্যাপার হত। নতুবা স্রেফ 'له أوهام' (তার কিছু ভুল আছে) -এর কারণে একজন সত্যবাদী রাবীর বর্ণনাকে কিভাবে প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে?

৪২. নূরুছ ছাবাহ, ভূমিকা পৃঃ ১৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আমার ক্রমিক নং অনুসারে ১৫।

(৩) ইমাম যাহাবী উপরোল্লিখিত ওছমানকে ' ليس بالقوى ' বলেন নি। বরং 'মীযান'-এর কতিপয় কপিতে রয়েছে যে, আবূ ওমর (এটা) বলেছেন।[৪৩] এই আবূ ওমর (এখানে) অনির্দিষ্ট। আর এই বক্তব্যটির বিশুদ্ধতাও সন্দেহপূর্ণ। তৃতীয়ত এই যে, ' القوى না হওয়ার এই উদ্দেশ্য নয় যে 'قوى ' ও নন। আল্লাহই ভাল জানেন।[৪৪]

ওছমান ইবনুল হাকাম আল-জুযামী আল-মিছরীকে ইমাম আহমাদ নির্ভরযোগ্য বলেছেন।[৪৫] ইতিহাসবীদ ইবনু ইউনুস মিছরী বলেছেন, 'তিনি ফক্বীহ ও ধর্মভীরু ছিলেন'।[৪৬] ইবনে হিব্বান নির্ভরযোগ্য বলেছেন।[৪৭] ইবনু আবী মারইয়াম বলেছেন, ' كَانَ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ' তিনি উত্তম ব্যক্তি ছিলেন'।[৪৮] ইমাম ইবনে খুযায়মাহ স্বীয় 'ছহীহ' গ্রন্থে তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন।[৪৯] ইবনু হাজার বলেছেন, 'صدوق له أوهام ' তিনি সত্যবাদী। তার কতিপয় ভুল রয়েছে।[৫০]

৪৩. মীযানুল ইতিদাল ৩/৩২।
৪৪. অর্থাৎ একটি বর্ণনাতে শক্তিশালী না হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তিনি প্রতিটি বর্ণনার মধ্যে শক্তিশালী নন।-অনুবাদক।
৪৫. তাহযীবুত তাহযীব ৭/১০২।
৪৬. প্রাগুক্ত।
৪৭. কিতাবুছ ছিক্বাত ৮/৪৫২।
৪৮. ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ ১/৩৪৫।
৪৯. প্রাগুক্ত, উপরন্তু দেখুন : লিসানুল মীযান ১/২২৭।
৫০. আত-তাক্বরীব পৃঃ ২৩৩।

এনাদের মোকাবেলায় ইমাম আবূ হাতেম বলেছেন, ليس بالمتين ليس بالمتقن তিনি সুসংহতও নন, সুদৃঢ়ও নন।[৫১] আবূ ওমর বলেছেন, ' ليس بالقوى ' তিনি শক্তিশালী নন।[৫২]

প্রতিভাত হল যে, ওছমান ইবনুল হাকাম জমহুর বিদ্বানগণের নিকটে নির্ভরযোগ্য ও সত্যপরায়ণ। সুতরাং তাকে এমনি এমনি শক্তিশালী দলীল ব্যতীরেকে 'যঈফ' আখ্যায়িত করা 'ইলম' ও 'ইনছাফ'কে হত্যা করার নামান্তর। স্মর্তব্য যে, উপরোল্লিখিত ওছমান আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর হাদীছের মধ্যে একক (বর্ণনাকারী) নন। বরং ইয়াহ্ইয়া বিন আইয়ূব তার মুতাবাআত (সমর্থন) করে রেখেছেন।

ধোঁকাবাজি-২

ডায়ারভী ছাহেব লিখেছেন, 'হযরত ইমাম শাফেঈ যখন হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর কবরের যিয়ারতের জন্য পৌঁছলেন তখন সেখানে ছালাতের মধ্যে রফউল ইদায়েন ত্যাগ করেছিলেন। কোন একজন ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-কে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাবে বলেন, এই কবরের বাসিন্দার ব্যাপারে লজ্জাবোধ করছি'।[৫৩]

জবাব : এই ঘটনাটি বানোয়াট ও নির্জলা মিথ্যাচার। শাহ রফীউদ্দিনের কোন ঘটনাকে সনদ ছাড়া বর্ণনা করে দেয়া উক্ত ঘটনার বিশুদ্ধতার প্রমাণ নয়। শাহ রফীউদ্দিন ও ইমাম শাফেঈর

৫১. তাহযীবুত তাহযীব; মীযানুল ইতিদাল।
৫২. মীযানুল ই'তিদাল ৩/৩২।
৫৩. নূরুছ ছাবাহ পৃঃ ২৯।

মাঝে কয়েকশ বছরের তফাৎ আছে। যেখানে মুসাফিরদের ঘাড়ও ভেঙ্গে যায়।

ডায়ারভী ছাহেবের দায়িত্ব হল, তিনি এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ এবং বিশ্লেষিত সনদ পেশ করবেন। যেন রাবীদের সত্যতা ও মিথ্যাচার প্রতীয়মান হয়। সনদসমূহ দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। আর কারো সনদবিহীন বক্তব্যের অণু পরিমাণও দাম নেই।

বি-হামদুল্লিাহ। এখন পর্যন্ত ডায়ারভী ছাহেব বা তার কোন সাথী এই ঘটনার সনদ পেশ করেন নি (১৪২০ হিঃ)। যা এই বিষয়টির স্পষ্ট দলীল যে, এই মনগড়া কাহিনীর কোন সনদ তাদের কাছে মওজূদ নেই। (১৪২৭ হিঃ)।

ধোঁকাবাজি-৩

ডায়ারভী ছাহেব বলেছেন, 'হযরত ইমাম আবূ হানীফা... রফউল ইদায়েনকারীদেরকে নিষেধ করতেন। যেমন হাফেয ইবনে হাজার 'লিসানুল মীযান' বইতে[৫৪] লিখেছেন, কুতায়বাহ বলেছেন যে, আমি আবূ মুক্বাতিলকে বলতে শুনেছি, আমি ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) -এর সামনে ছালাত পড়েছি। আর আমি রফউল ইদায়েন করছিলাম। যখন ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) সালাম ফিরালেন তখন তিনি বললেন, হে আবূ মুক্বাতিল! সম্ভবত তুমি ডানাওয়ালাদের অন্তর্ভুক্ত'।[৫৫]

জবাব : আপনারা 'লিসানুল মীযান' এর উপরোল্লিখিত পৃষ্ঠাটি বের করুন। তথায় লেখা রয়েছে, কুতায়বা এই ঘটনাটির বর্ণনাকারী আবূ মুকাতিলকে খুবই যঈফ বলেছেন। ইবনে মাহদী

৫৪. ২/২২৩।

৫৫. নূরুছ ছাবাহ পৃঃ ৩১।

(মুক্বাতিলকে) মিথ্যুক বলেছেন। হাফেয সুলায়মানী বলেছেন, ইনি (আবূ মুকাতিল) হাদীছ বানাতেন। ওয়াকী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। আবূ সাঈদ আন-নাক্কাশ ও হাকেম বলেছেন, তিনি জাল হাদীছসমূহ বর্ণনা করেছেন।[৫৬]

সম্মানিত পাঠকগণ! স্বয়ং ফায়ছালা করুন যে, একজন মিথ্যুক ও হাদীছ জালকারীর বর্ণনার উপর ডায়ারভী ছাহেব নিজের দাবীর ভিত্তি রেখেছেন। এটি কি যুলুম নয়?

দ্বিতীয় এই যে, এই বক্তব্য হতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় না যে, ইমাম ছাহেব আবূ মুক্বাতিলকে রফউল ইদায়েন করতে নিষেধ করেছিলেন।[৫৭]

ধোঁকাবাজি-৪

তিনি আরো লিখেছেন, 'হযরত ইমাম শাবী (রহঃ)ও রফউল ইদায়েন করতেন না। আশআছ হতে, তিনি শাবী হতে.......'।[৫৮]

জবাব : 'আশআছ' দ্বারা উদ্দেশ্য আশআছ বিন সাওয়ার আল-কিনদী আল-কূফী।

দলীল : তিনি আমের আশ-শাবীর ছাত্র।[৫৯]

আশআছ বিন সাওয়ার বিতর্কিত রাবী। তাকে নিম্নোক্ত হাদীছের ইমামগণ যঈফ ও সমালোচিত বলেছেন-

(১) আহমাদ বিন হাম্বল। (২) আবূ যুরআহ। (৩) নাসাঈ। (৪) দারাকুৎনী। (৫) ইবনে হিব্বান। (৬) ইবনে সাদ। (৭) আল-

৫৬. লিসানুল মীযান ২/৩২২, ৩২৩ সংক্ষেপিত।

৫৭. আবূ মুক্বাতিল এর জন্য দেখুন : তাহক্বীক্বী মাক্বালাত ৩/৩৬৪।

৫৮. ডায়ারভীর গ্রন্থ পৃঃ ৪৫।

৫৯. মিযযী, তাহযীবুল কামাল ৩/২৪৫ মুদ্রিত।

ইজলী। (৮) ওছমান বিন আবী শায়বাহ। (৯) বুনদার। (১০) আবূ দাঊদ ইত্যাদি।

ইবনে মাঈন তাকে একবার নির্ভরযোগ্য এবং আরেকবার যঈফ বলেছেন। সুতরাং তার উভয় বক্তব্য পতিত (বাতিল) হয়ে গেছে।[৬০]

ছহীহ মুসলিমে তার বর্ণনাসমূহ মুতাবাআত হিসাবে রয়েছে। হাফেয ইবনে হাজার 'তাক্বরীবুত তাহযীব' গ্রন্থে ফায়ছালা দিয়েছেন যে, (আশআছ বিন সাওয়ার) যঈফ।

ধোঁকাবাজি-৫

ডায়ারভী ছাহেব লিখেছেন যে, 'তাবেঈ হযরত আসওয়াদ বিন ইয়াযীদ (রহঃ) ও তাবেঈ হযরত আলক্বামা-উভয়ই রফউল ইদায়েন বর্জন করতেন'।[৬১]

জবাব : এর সনদটি ডায়ারভী ছাহেব এভাবে লিখেছেন যে, 'জাবের হতে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন আসওয়াদ ও আলক্বামা হতে'।

জাবের দ্বারা উদ্দেশ্য 'জাবের বিন ইয়াযীদ আল-জুফী আল-কূফী'।

দলীল : জাবের জুফী 'শারীক বিন আব্দুল্লাহ'র উস্তাদ।[৬২]

আর এই বর্ণনাটি এনার (জাবের) থেকে শারীক বর্ণনা করেছেন।[৬৩]

৬০. অধ্যয়ন করুন : তাহযীবুত তাহযীব ১/৩০৮, ৩০৯।
৬১. ডায়ারভীর গ্রন্থ পৃঃ ৪৭, ২য় মুদ্রণ ১৪০৬ হিঃ।
৬২. তাহযীবুল কামাল ৪/৪৬৬, মুদ্রিত।
৬৩. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ১/২৩৭।

জাবের জুফী একজন বিতর্কিত রাবী। কতিপয় তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। যায়েদাহ বলেছেন, আল্লাহর কসম! ইনি মিথ্যুক ছিলেন। এবং আলীর (কবর থেকে উঠে আসার) প্রত্যাবর্তনের উপরে ঈমান রাখতেন। ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন, আমি তার চাইতে অধিক মিথ্যুক আর কাউকে দেখিনি। নাসাঈ বলেছেন, তিনি মাতরূকুল হাদীছ তথা পরিত্যক্ত হাদীছ বর্ণনাকারী। জাওযাজানী বলেছেন, তিনি মিথ্যুক। যায়েদাহ আরো বলেছেন যে, তিনি রাফেযী (শীআ) ছিলেন এবং নবী (ছাঃ)-এর ছাহাবাদেরকে গালি দিতেন (আল্লাহ তাদের সবার উপর সন্তুষ্ট হৌন)। তাবেঈ সাঈদ বিন জুবায়ের তাকে মিথ্যুক বলেছেন। আহমাদ বিন খাদ্দাশ আল্লাহ্র কসম খেয়ে বলেছেন যে, তিনি মিথ্যা বলতেন। ইবনে হিব্বান বলেছেন, তিনি সাবাঈ ছিলেন (ইহুদী আব্দুল্লাহ বিন সাবার এজেন্ট ছিলেন।[৬৪]

হাফেয ইবনে হাজার বলেছেন, 'ضعيف رافضي' তিনি যঈফ-রাফেযী।[৬৫]

এই যঈফ, কাযযাব, মুদাল্লিস ও রাফেযীর বর্ণনা দ্বারা ডায়ারভী ছাহেব দলীল গ্রহণ করেন। এটি কি মিথ্যাচার নয়?

ধোঁকাবাজি-৬

ডায়ারভী ছাহেব বলেছেন, 'হযরত ইমাম হাসান বিন যিয়াদ (রহঃ) এবং হযরত ইমাম যুফার (রহঃ) ও রফউল ইদায়েন করতেন না'।[৬৬]

৬৪. 'তাহযীবুত তাহযীব' হতে সংক্ষেপিত ২/৪১-৪৪।
৬৫. তাক্বরীবুত তাহযীব, জীবনী ক্রমিক নং ৮৭৮।

জনাব ডায়ারভী ছাহেবের (নন্দিত) ‘হযরতুল ইমাম’ (হাসান বিন যিয়াদ আল-লুলুঈ) -এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পেশ করা হল-

হাসান বিন যিয়াদ আল-লুলুঈ

ইবনে মাঈন বলেছেন, তিনি মিথ্যুক। মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন নুমায়ের বলেছেন, তিনি ইবনে জুরায়জের উপরে মিথ্যা বলতেন। আবূ দাঊদ বলেছেন, তিনি মিথ্যুক, নির্ভরযোগ্য ছিলেন না। মুহাম্মাদ বিন রাফে নিশাপুরী বলেছেন, এই ব্যক্তি ইমামের আগে মাথা উত্তোলন করতেন ও ইমামের আগে সিজদায় করতেন। হাসান হুলওয়ানী বলেছেন, আমি তাকে দেখেছি যে, তিনি সিজদা অবস্থায় এক বালককে চুম্বন করেছিলেন। আবূ ছাওর বলেছেন, আমি তার চাইতে বড় মিথ্যুক আর দেখিনি। ছালাতের অবস্থায় একজন অল্প বয়স্ক বালক যার দাড়ি-গোঁফ ছিল না- (সেই বালকটির) মুখমন্ডলের উপর হাত দিয়ে বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। ইয়াযীদ বিন হারূন আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন, এ কি মুসলমান? উসামা তাকে খবীছ বলতেন। ইয়াকূব বিন সুফিয়ান, উক্বায়লী ও সাজী বলেছেন, তিনি মিথ্যুক।[৬৭]

এমন দূর্গন্ধময় ব্যক্তি ডায়ারভী ছাহেবের ‘হযরত ইমাম’ হন।[৬৮]

---

৬৬. নূরুছ ছাবাহ পৃঃ ৩৩।

৬৭. লিসানুল মীযান হতে সংক্ষেপিত ২/২০৮, ২০৯।

৬৮. **সতর্কীকরণ :** হাসান বিন যিয়াদ আল-লুলুঈ সম্পর্কে বিস্তারিত এবং তাহক্বীক্বী প্রবন্ধের জন্য দেখুন : (তাহক্বীক্বী মাক্বালাত ২/৩৩৭-৩৪০)। (হাসান বিন যিয়াদ হলেন ইমাম আবূ হানীফার ছাত্র। ইমাম আবূ হানীফার নামে প্রতিষ্ঠিত হানাফী ফিক্বহ কমিটি যেখানে ৪০ জন সদস্য ছিলেন সেখানে হাসান বিন যিয়াদ্ও শামিল আছেন। এ সম্পর্কে জানতে পড়ুন গোন্দালবী রচিত দাস্তান-ই হানাফিইয়া।-অনুবাদক)।

ধোঁকাবাজি-৭

ডায়ারভী ছাহেব লিখেছেন, ইমাম হায়ছাম বিন আদী (রহঃ) ও বলেছেন যে, হযরত আবূ ক্বাতাদাহ ৩৮ হিজরীতে মারা গেছেন।[৬৯]

জবাব : ডায়ারভী ছাহেবের ইমাম হায়ছাম বিন আদীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নরূপ-

হায়ছাম বিন আদী

বুখারী বলেছেন, لَيْسَ بِثِقَة كَانَ يكذب ‘তিনি নির্ভরযোগ্য নন, তিনি মিথ্যা বলতেন’। আবূ দাঊদ বলেছেন, كَذَّابٌ ‘তিনি মহা মিথ্যুক। নাসাঈ এবং অন্যরা বলেছেন, متروك الحديث তিনি মাতরূকুল হাদীছ’।[৭০]

ইজলী বলেছেন, তিনি মিথ্যুক। আমি তাকে দেখেছিলাম। আবূ হাতেম বলেছেন, তিনি মাতরূকুল হাদীছ। সাজী বলেছেন, তিনি মিথ্যা বলতেন।[৭১] হাফেয হায়ছামী বলেছেন, كَذَّابٌ তিনি মহা মিথ্যুক।[৭২]

সংক্ষেপে, এই মিথ্যুক ব্যক্তিকে ডায়ারভী ছাহেব নিজের ইমাম আখ্যা দিয়েছেন।

সতর্কীকরণ : হায়ছাম বিন আদীর বক্তব্যকে হাফেয ইবনে কাছীর ‘زَعَمَ ’ (তিনি অনুমান করেছেন) বলে উল্লেখ করেছেন। আর ‘

---

৬৯. দেখুন : আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়া ৮/৬৮; নূরুছ ছাবাহ পৃঃ ২০৭।

৭০. মীযানুল ই’তিদাল ৪/৩২৪।

৭১. লিসানুল মীযান (মুদ্রিত, দারুল ফিকার, বৈরূত) ৬/২৫৩।

৭২. মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/১০।

هَذَا غَرِيبٌ 'এটি গরীব' বলে এর ভুল ও বাতিল হওয়ার প্রতি ইশারা করেছেন।[৭৩]

ধোঁকাবাজি-৮

ডায়ারভী ছাহেব লিখেছেন, ইবনে জুরায়েজ একজন রাবী। যিনি নয়জন মহিলার সাথে মুতআ (অস্থায়ী চুক্তিভিত্তিক বিবাহ) ও যেনা করেছেন (যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায ইত্যাদি)।

'এমন রাবীর বর্ণিত রেওয়ায়াতকে আব্দুর রশীদ আনছারী আর-রাসায়েল গ্রন্থে বার বার লিপিবদ্ধ করে মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিয়েছেন যে, এটা নবী (ছাঃ)-এর আদেশ। দেখুন : আর-রাসায়েল....'।[৭৪]

জবাব : ডায়ারভী ছাহেব নিজের অত্র গ্রন্থেই[৭৫] ইবনে জুরায়জের বর্ণনাকে দলীলস্বরূপ পেশ করেছেন। লিখেছেন, 'রফউল ইদায়েন ছুটে গেলে বা ত্যাগ করার দ্বারা ছালাত পুণরায় পড়া আবশ্যক নয়। হযরত আত্বা বিন আবী রাবাহর ফৎওয়াকে নিরীক্ষণ করুন- عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء 'আব্দুর রাযযাক্ব, ইবনে জুরায়জ হতে বলেন, আমি আত্বাকে বলেছিলাম...'।

প্রতীয়মান হল যে, স্বয়ং ডায়ারভী ছাহেব মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিচ্ছেন। একজন রাবীর উপর কঠিণ সমালোচনা করেন আবার তার রেওয়ায়াতকে দলীলস্বরূপ উপস্থাপন করেন। এর উপর ফাঁদ

৭৩. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া ৮/৭০।
৭৪. নূরুছ ছাবাহ, ভূমিকা পৃঃ ১৮।
৭৫. পৃঃ ২২।

এই যে, নিজের গ্রন্থে[৭৬] লিখেছেন, 'এর সনদে ইবনে জুরায়েজ (নামী) রাবী রয়েছেন যিনি নির্ভরযোগ্য। কিন্তু তিনি কঠিণ প্রকারের মুদাল্লিস'। সুতরাং বেচারা আব্দুর রশীদ আনছারীর (ছাহেব) উপরে অপবাদ কিসের জন্য রয়েছে?

ইবনে জুরায়জ ছিহাহ সিত্তার কেন্দ্রীয় রাবী। ইবনে মাঈন, ইবনে সাদ, ইবনে হিব্বান ও ইজলী বলেছেন, তিনি নির্ভরযোগ্য। আহমাদ বিন হাম্বল ও অন্যরা তাঁর প্রশংসা করেছেন।[৭৭]

হাফেয যাহাবী বলেছেন, ثقة حافظ তিনি নির্ভরযোগ্য, (হাদীছের) হাফেয।[৭৮]

অবশিষ্ট রইল মুতআ বিবাহের বিষয়টি। তো কতপিয় কারণে এই দাবী প্রত্যাখ্যাত-

(১) এর পরিপূর্ণ সনদ পেশ করুন।

(২) হাফেয যাহাবী হতে ইবনে জুরায়েজ পর্যন্ত সনদ অজ্ঞাত রয়েছে।

(৩) যদি এটা প্রমাণিতও হয়ে যায় তবে একে ইবনে জুরায়জের ইজতিহাদী ভুল অনুমান করা হবে।

সাইয়েদুনা ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও মুতআ (বিবাহ) এর বৈধতা বর্ণিত আছে। এবং বড় বড় ছাহাবা (রাঃ) তার বিরুদ্ধে এই মাসআলাতে কঠিণ সমালোচনা করেছেন।[৭৯]

৭৬. পৃঃ ২২২।
৭৭. আত-তাহযীব ৬/৩৫৭, ক্রমিক নং ৩৬০।
৭৮. সিয়ারু আলামিন নুবালা ৬/৩৩২।
৭৯. বিস্তারিতের জন্য ছহীহ মুসলিম, ইমাম নববীর শরহ সহ ৯/১৮৪, ১৮৮, ১৯০- অধ্যয়ন করুন।

স্মর্তব্য যে, মুতআ বিবাহ হারাম এবং নবী (ছাঃ) একে কিয়ামত পর্যন্ত হারাম বলেছেন। অতএব নবী (ছাঃ) -এর মোকাবেলায় প্রত্যেক ব্যক্তির ফৎওয়া প্রত্যাখ্যাত।

(৪) আর যদি তর্কের খাতিরে ইবনে জুরায়জ হতে এই মাসআলাকে প্রমাণিতও মেনে নেওয়া যায়, তবে হাফেয ইবনে হাজারের মতানুসারে 'ছহীহ ইবনে আবী আওয়ানাহ' গ্রন্থে ইবনে জুরায়জের প্রত্যাবর্তন প্রমাণিত রয়েছে।[৮০]

প্রত্যাবর্তনকারীর বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা অব্যাহত রাখা দেওবন্দীদের কোন আদালতের ইনছাফ?

সতর্কীকরণ : 'তাযকিরাতুল হুফফায' ও অন্যান্য গ্রন্থে 'যেনা' শব্দটি একেবারেই নেই। এই শব্দটি ডায়ারভী ছাহেব নিজের পক্ষ হতে বানিয়ে বৃদ্ধি করেছেন। 'তাযকিরাতুল হুফ্ফায' এবং 'সিয়ারু আলামিন নুবালা' গ্রন্থে হাফেয যাহাবী 'تَزَوَّجَ' (বিবাহ করেছেন) শব্দটি লিখেছেন।[৮১]

ধোঁকাবাজি-৯

ডায়ারভী ছাহেব আরো লিখেছেন, যেমন মুসনাদে আবী হানীফা গ্রন্থে[৮২] যে বর্ণনাটি এসেছে তাতে আছিম বিন কুলাইব নেই। বরং এর সনদটি এভাবে আছে- ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن الاسود ان عبد الله ابن مسعود..... 'আবূ হানীফা হাম্মাদ হতে, তিনি

৮০. ফাৎহুল বারী ৯/১৭৩; আত-তালখীছুল হাবীর ৩/১৬০।
৮১. সিয়ারু আলামিন নুবালা ৬/৩৩১।
৮২. ১/৩৫৫।

ইবরাহীম হতে, তিনি আসওয়াদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, নিশ্চয়ই আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ .....'।[৮৩]

জবাব : 'মুসনাদু আবী হানীফা' মুহাম্মাদ বিন মাহমূদ আল-খাওয়ারিযমী (মৃঃ ৬৬৫ হিঃ)-এর সংকলিত। আল-খাওয়ারিযমীর ন্যায়-পরায়ণতা এবং নির্ভরযোগ্যতার বিষয়টি অজানা। তিনি এই বর্ণনাটি 'আবূ মুহাম্মাদ আল-বুখারী, তিনি রাজা বিন আব্দুল্লাহ আন-নাহশালী হতে, তিনি শাক্বীক্ব বিন ইবরাহীম হতে, তিনি আবূ হানীফা হতে' সনদের সাথে বর্ণনা করেছেন।[৮৪]

৮৩. নূরুছ ছাবাহ পৃঃ ৭৯।
৮৪. মুসনাদে আবী হানীফা ১/৩৫৫।

আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন ইয়াকূব আল-হারিছী আল-বুখারীর (মৃঃ ৩৪০ হিঃ) সংক্ষিপ্ত পরিচিতি :

এই ব্যক্তি হাদীছ জাল করণের সাথে (দোষে) অভিযুক্ত।[৮৫]

আবূ আহমাদ আল-হাফেয ও ইমাম হাকেম বলেছেন যে, তিনি হাদীছ বানাতেন।[৮৬]

আবূ সাঈদ আর-রাওয়াস বলেছেন, তার উপর হাদীছ জাল করার অপবাদ রয়েছে।

আহমাদ আস-সুলায়মানীর বক্তব্যের সারাংশ এই যে, তিনি সনদ এবং মতন উভয়টিই বানাতেন। আবূ যুরআহ আহমাদ ইবনুল হুসাইন আর-রাযী বলেছেন, তিনি যঈফ। খলীলী তাকে 'যঈফ' এবং 'মুদাল্লিস' বলেছেন। খত্বীবও সমালোচনা করেছেন।[৮৭]

কেউই এই ব্যক্তিকে নির্ভরযোগ্য বলেন নি। সুতরাং এমন ব্যক্তির সকল বর্ণনা জাল ও প্রত্যাখ্যাত। হাফেয যাহাবী 'দিওয়ানুয যুআফা ওয়াল মাতরূকীন' গ্রন্থে আবূ মুহাম্মাদ আল-হারিছীকে উল্লেখ করে লিখেছেন, يأتي بعجائب واهية তিনি অভিনব, দুর্বল বর্ণনাসমূহ নিয়ে আসতেন।[৮৮]

তার উস্তাদ রাজা আন-নাহশালী অজ্ঞাত রয়েছেন। আর শাক্বীক্ব বিন ইবরাহীমও সমালোচিত।

---

৮৫. অধ্যয়ন করুন : বুরহানুদ্দীন আল-হালাবী, আল-কাশফুল হাছীছ আম্মান রুমিয়া বি-ওয়ায'ইল হাদীছ পৃঃ ২৪৮।

৮৬. বায়হাক্বী, কিতাবুল ক্বিরাআত পৃঃ ১৫৪, অন্য সংস্করণ হা/৩৮৮, পৃঃ ১৭৮, এর সনদ ছহীহ।

৮৭. দেখুন : লিসানুল মীযান ৩/৩৪৮, ৩৪৯।

৮৮. পৃঃ ১৭৬, ক্রমিক নং ২২৯।

হাফেয যাহাবী বলেছেন, لا يحتج به তার (রেওয়ায়াত) দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না।[৮৯]

সারাংশ এই যে, এ বর্ণনাটি বানোয়াট।

সতর্কীকরণ : আমার তাহক্বীক্ব অনুসারে 'জামেউল মাসানীদ' গ্রন্থে আল-খাওয়াযিজমী হতে আবূ হানীফা পর্যন্ত একটি বর্ণনাও ছহীহ বা হাসান সনদে প্রমাণিত নয়। যার এ কথার সাথে দ্বিমত আছে তিনি যেন স্রেফ একটি সনদ পেশ করেন যা জমহূর বিদ্বানগণের নিকটে ছহীহ বা হাসান। 'আল্লাহই ভাল জানেন। আর তার জ্ঞান পরিপূর্ণ'। [১৪১০ হিঃ]

[এখন পর্যন্ত কোন ব্যক্তি একটিও ছহীহ সনদ পেশ করেন নি। (১৪২০ হিঃ -১৪২৭ হিঃ)। *আল-হামদুল্লিাহ*

আবূ মুহাম্মাদ আল-হারিছী সম্পর্কে বিস্তারিত তাহক্বীক্বের জন্য দেখুন : (তাহক্বীক্বী মাক্বালাত ৫/২৩৫-২৪৪)।

ধোঁকাবাজি-১০

ডায়ারভী ছাহেব চোখের ধুলি মুছতে মুছতে লিখেছেন, 'মুহাম্মাদ বিন আবী লায়লা... এতপরও জমহূরদের নিকটে তিনি সত্যবাদী ও নির্ভরযোগ্য'।[৯০]

জবাব : আপনারা এই বইয়ে[৯১] পর্যবেক্ষণ করবেন যে, একত্রিশ জনেরও বেশী মুহাদ্দিছ এবং আলেম ইবনু আবী লায়লাকে 'যঈফ' ইত্যাদি বলেছেন। আর স্রেফ সাত জন হতে তার 'তাওছীক্ব'

---

৮৯. দিওয়ানুয যু'আফা পৃঃ ১৪৫, ক্রমিক নং ১৮৯৬।

৯০. পৃঃ ১৬৪।

৯১. পৃঃ ৮৯।

পাওয়া যায়। একত্রিশ জনের বক্তব্য জমহুর বিদ্বানদের (বক্তব্য) হয় নাকি সাত জনের?

মুহাম্মাদ বিন ত্বাহের আল-মাক্বদেসী বলেছেন, 'তার যঈফ হওয়ার উপরে ইজমা আছে'।[৯২]

সম্ভবত এই ইজমা মুহাম্মাদ বিন ত্বাহের আল-মাক্বদেসীর যামানায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকবে। আল্লাহই ভাল জানেন।

আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী দেওবন্দী বলেছেন, فهو ضعيف عندي كما ذهب اليه الجمهور 'তিনি আমার নিকটে যঈফ। যে দিকে জমহুর বিদ্বানগণ গিয়েছেন'।[৯৩]

এখন ফায়ছালা করুন, কাশ্মিরী ছাহেবের বক্তব্য সত্য নাকি ডায়ারভী ছাহেবের সংখ্যাধিক্যতার দাবীটি মিথ্যা?

বূছীরী বলেছেন, هُوَ مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى ضعفه الْجُمْهُور তিনি মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবী লায়লা। যাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিদ্বানগণ যঈফ বলেছেন।[৯৪]

ধোঁকাবাজি-১১

১৮০ পৃষ্ঠায় ডায়ারভী ছাহেব সাওয়ার বিন মুছআব-এর একটি বর্ণনা পেশ করেছেন এবং লিখেছেন, 'গায়ের মুক্বাল্লিদ হযরতদের মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব (এর ন্যায়) মিথ্যুক ও দাজ্জালের বর্ণনা হতে ইনি কোন অংশে কম নন'।

৯২. তাযকিরাতুল মাওযূ'আত পৃঃ ২৪, ৯০।
৯৩. ফায়যুল বারী ৩/১৬৮।
৯৪. যাওয়ায়েদে ইবনে মাজাহ হা/৮৫৪।

জবাব : সর্বপ্রথম সাওয়ার বিন মুছআব -এর পরিচিতি লক্ষ্য করুন-

ইয়াহ্ইয়া বলেন, لَيْسَ بِشَيْءٍ তিনি (হাদীছ বর্ণনায়) কিছুই নন। বুখারী বলেছেন, منكر الحديث তিনি 'মুনকারুল হাদীছ'। (বলা হয়ে থাকে যে) আবূ দাঊদ বলেছেন, ليس بثقة তিনি নির্ভরযোগ্য নন। নাসাঈ এবং অন্যরা বলেছেন, متروك الحديث তিনি মাতরূকুল হাদীছ।[৯৫]

আহমাদ বিন হাম্বল, আবূ হাতেম এবং আবূ নুআইম ইস্পাহানী বলেছেন, متروك الحديث তিনি মাতরূকল হাদীছ।[৯৬]

আবূ আব্দুল্লাহ হাকেম বলেছেন, তিনি আত্বিয়াহ বিন সাদ হতে মাওযূআত (বানোয়াট হাদীছসমূহ) বর্ণনা করেছেন। আর তিনি متروك الحديث بِمرَّة অর্থাৎ একেবারেই মাতরূকুল হাদীছ।[৯৭]

ইনার এই রেওয়ায়াতটিও আত্বিয়াহ হতে রয়েছে। সে জন্য (এটা) মাওযূ।

ইবনু আদী বলেছেন, هو ضعيف তিনি যঈফ।[৯৮]

দারাকুৎনী বলেছেন, متروك الحديث তিনি মাতরূকুল হাদীছ।[৯৯]

৯৫. মীযানুল ই'তিদাল ২/২৪৬।
৯৬. লিসানুল মীযান ৩/১৫৪; আবূ নু'আইম, কিতাবুয যু'আফা, ক্রমিক নং ৯৪।
৯৭. লিসানুল মীযান ৩/১৫৪; আবূ নু'আইম, কিতাবুয যু'আফা, ক্রমিক নং ৯৪।
৯৮. লিসানুল মীযান ৩/১৫৪।

হায়ছামী বলেছেন, متروك তিনি ‘মাতরূক’ তথা পরিত্যাক্ত।[১০০]

হাফেয ইবনে হিব্বান বলেছেন, كَانَ مِمَّن يَأْتِي بِالْمَنَاكِيرِ عَنِ الْمَشَاهِيرِ حَتَّى يسْبق إِلَى الْقلب أَنَّهُ كَانَ الْمُتَعَمد لَهَا তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা প্রসিদ্ধ রাবীদের হতে মুনকার হাদীছ সমূহ বর্ণনা করতেন। এমনকি অন্তর (এই মর্মে) ঝুঁকে যেত যে, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এমনটা করতেন।[১০১]

এনাকে কেউই নির্ভরযোগ্য বা সত্যবাদী ইত্যাদি বলেন নি। সুতরাং তিনি ঐক্যমতানুসারে দুর্বল এবং পরিত্যক্ত। এর বিপরীতে তাবেঈ ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব বিন ইয়াসার (রহঃ) ছহীহ মুসলিমের রাবী। তাকে নিম্নলিখিত আলেমগণ নির্ভরযোগ্য, সত্যবাদী, ছহীহুল হাদীছ কিংবা হাসানুল হাদীছ ইত্যাদি বলেছেন।

(১) ইমাম বুখারী। (২) সুফিয়ান বিন উয়ায়নাহ। (৩) যুহরী। (৪) ইবনু মুবারক। (৫) শুবাহ। (৬) আলী ইবনুল মাদীনী। (৭) আহমাদ। (৮) ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন। (৯) ইবনু হিব্বান। (১০) ইজলী। (১১) যুহলী। (১২) বূশিনজী। (১৩) হাকেম। (১৪) ইবনু খুযায়মাহ। (১৫) আবূ যুরআহ আর-রাযী। (১৬) ইবনুল বারক্বী। (১৭) আবূ যুরআহ আদ-দিমাশক্বী। (১৮) ইবনু আদী। (১৯) ইবনু সাদ। (২০) খলীলী। (২১) ইবনু নুমায়ের। (২২) তিরমিযী। (২৩) বায়হাক্বী। (২৪) খাত্তাবী। (২৫) ইবনু হাযম।

৯৯. ইবনুল জাওযী, কিতাবুয যু‘আফা ওয়াল মাতরূকীন ২/৩১।
১০০. মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১/১৬৩।
১০১. ইবনে হিব্বান, আল-মাজরূহীন ১/৩৫৬।

(২৬) মুনযিরী। (২৭) যাহাবী। (২৮) মুহাম্মাদ বিন নাছর আল-ফার্রা। (২৯) ইবনু ক্বাইয়িম। (৩০) সুবকী। (৩১) হায়ছামী। (৩২) হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী। (৩৩) ইবনু হাজার মাক্কী (বিদআতী)। (৩৪) খাফাজী। (৩৫) ইবনু ইলান। (৩৬) সাখাবী। (৩৭) ইবনু কাছীর। (৩৮) কুরতুবী। (৩৯) শাওকানী। (৪০) নওয়াব ছিদ্দীক্ব হাসান খান। (৪১) আহমাদ শাকের। (৪২) আব্দুর রহমান মুবারকপূরী। (৪৩) শামসুল হক্ব আযীমাবাদী। (৪৪) বশীর আহমাদ সাহসুওয়ানী। (৪৫) ইবনু হুমাম হানাফী। (৪৬) আয়নী হানাফী। (৪৭) যায়লাঈ হানাফী। (৪৮) মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী। (৪৯) আব্দুল হক লাখনৌবী হানাফী। (৫০) সালামুল্লাহ হানাফী। (৫১) ‘মুনিয়া’ গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার। (৫২) আমীর আলী হানাফী। (৫৩) নিমাবী হানাফী। (৫৪) আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী দেওবন্দী। (৫৫) মুহাম্মদ ইউসুফ বানূরী দেওবন্দী। (৫৬) মুহাম্মাদ ইদরীস কান্দালভী দেওবন্দী। (৫৭) যাফর আহমাদ ওছমানী দেওবন্দী। (৫৮) খলীল আহমাদ সাহারানপূরী দেওবন্দী। (৫৯) কাউছারী। (৬০) আবূ গুদ্দাহ আল-কাউছারী।[১০২]

এনারা ব্যতীত :

(৬১) শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ। (৬২) ইবনু খাল্লিকান। (৬৩) সুয়ূত্বী। (৬৪) সুহায়লী। (৬৫) নূর মুহাম্মাদ মুলতানী। (৬৬) ইবনে আব্দুল বার্র। (৬৭) আহমাদ রেযা খান ব্রেলভী।

১০২. তাহক্বীক্বের জন্য অধ্যয়ন করুন : তাওযীহুল কালাম ১/২৬৫-২৯৩)। (পাকিস্তানের প্রখ্যাত মুহাক্কিক্ব আলেম শায়েখ ইরশাদুল হক্ব আছারী প্রণিত অত্র গ্রন্থটি আলেম সমাজে ব্যাপক সমাদৃত।-অনুবাদক)।

(৬৮) এবং মুহাম্মাদ হাসান এবং অন্যরাও তাকে নির্ভরযোগ্য ও সত্যবাদী বলেছেন (প্রাগুক্ত)।

(৬৯) ত্বাহাবী হানাফী স্বীয় 'মাআনিল আছার' গ্রন্থে একটি হাদীছ সম্পর্কে فَهَذَا حَدِيثٌ مُتَّصِلُ الْإِسْنَادِ صَحِيحٌ 'এই হাদীছটির সনদ মুত্তাছিল ও ছহীহ' বলেছেন।[১০৩]

তাবলীগী জামাআতের শায়খুল হাদীছ মুহাম্মাদ যাকারিয়া ছাহেবও 'তাবলীগী নেছাব' -এর 'ফাযায়েলে যিকর'[১০৪] এ মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্বকে ثِقَةٌ مُدَلِّسٌ নির্ভরযোগ্য, মুদাল্লিস স্বীকার করেছেন।[১০৫]

এই বিস্তারিত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হল যে, জমহুর বিদ্বানগণ মুহাম্মদ বিন ইসহাক্বকে নির্ভরযোগ্য ও সত্যবাদী বলেছেন।

আল্লামা যায়লাঈ হানাফী লিখেছেন, وَابْنُ إِسْحَاقَ الْأَكْثَرُ عَلَى تَوْثِيقِهِ، وَمِمَّنْ وَثَّقَهُ الْبُخَارِيّ অধিকাংশই মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব-কে ছিক্বাহ বলেছেন। যারা তাকে ছিক্বাহ বলেছেন তন্মধ্যে ইমাম বুখারীও আছেন।[১০৬]

১০৩. শরহে মা'আনিল আছার ২/২০৮, কিতাবুল হুজ্জাহ ফী ফাৎহি রাসূলিল্লাহ (ছাঃ) মাক্কাহ, অন্য সংস্করণ ৩/২২, নং ৭০।

১০৪. পৃঃ ১১৭/৫৯৫।

১০৫. 'তাওযীহুল কালাম'-এর নতুন মুদ্রণে ৯৪ জন আলেমের নাম বরাতসহ লিপিবদ্ধ হয়েছে। যাদের থেকে মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব-এর ছিক্বাহ এবং প্রশংসা বর্ণিত আছে।

১০৬. নাছবুর রায়াহ ৪/৭।

আল্লামা আয়নী হানাফী লিখেছেন, إن ابْن إِسْحَاق من الثِّقَات الْكِبَار عِنْد الْجُمْهُور জমহুরদের নিকটে নিশ্চয়ই ইবনু ইসহাক্ব উচ্চ পর্যায়ের নির্ভরযোগ্যদের মধ্যে হতে রয়েছেন।[১০৭]

মুহাম্মাদ ইদরীস কান্দালবী দেওবন্দী লিখেছেন, 'জমহুর আলেমগণ তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন'।[১০৮]

আল্লামা সুহায়লী বলেছেন, عند أكثر العلماء ثَبت فِي الحَدِيث অধিকাংশ আলেমদের নিকটে তিনি হাদীছে মজবুত (ছিলেন)।[১০৯]

ঐতিহাসিক ইবনে খল্লিকান লিখেছেন, كان ثبتا في الحديث عند أكثر العلماء অধিকাংশ আলেমদের নিকটে তিনি হাদীছে মজবুত ছিলেন।[১১০]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়া স্বীয় ফৎওয়া-তে লিখেছেন,

وَابْن إسْحَاقَ إذَا قَالَ حَدَّثَنِي فَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ যখন ইবনু ইসহাক্ব বলেন 'আমাকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন' তখন তিনি আহলেহাদীছ তথা মুহাদ্দিছদের নিকটে নির্ভরযোগ্য'।[১১১]

১০৭. উমদাতুল ক্বারী ৭/২৭০।

১০৮. সীরাতুল মুছত্বফা ১/৭৬।

১০৯. আর-রওযুল উনুফ ১/৪।

১১০. ওয়াফায়াতুল আয়ান ১/৬১২। (মাকতাবা শামেলাতে 'উপরোল্লিখিত মুহাম্মাদ' শব্দদ্বয় রয়েছে যা লেখক এখানে লিপিবদ্ধ করেন নি।-অনুবাদক)।

১১১. ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়া ৩৩/৮৫।

তিনি আরো লিখেছেন, إِذَا قَالَ حَدَّثَنِي فحديثه صحيح عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ যখন তিনি বলেন, 'আমাকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন' তখন তার হাদীছ আহলেহাদীছদের নিকটে ছহীহ।[১১২]

জমহুর আলেমগণ মুহাম্মদ বিন ইসহাক্বকে নির্ভরযোগ্য বলেন। কিন্তু সরফরায ছফদর (এন্ড পার্টি) বরাবরই 'মিথ্যুক মিথ্যুক' এর পুণরাবৃত্তি করতেই আছেন।[১১৩]

সতর্কীকরণ : ইমামের পিছে ফাতেহা পড়ার মাসআলাটি মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্বের উপর আদৌ ভিত্তিশীল নয়। অপরাপর অসংখ্য ছহীহ হাদীছ এই মাসআলার উপর অকাট্য দলীল। যেমন আনাস (রাঃ) হতে তাবেঈ আবূ ক্বিলাবাহর হাদীছ (এর সনদ বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী ছহীহ)। এবং তাবেঈ মুহাম্মাদ বিন আবী আয়েশাহ নবী (ছাঃ)-এর একজন সঙ্গী থেকে (এর সনদ মুসলিমের শর্তের উপর ছহীহ), জমহুরদের নিকটে নির্ভরযোগ্য তাবেঈ নাফে বিন মাহমূদের হাদীছ (অধিকাংশ মুহাদ্দিছদের শর্তের উপর ছহীহ বা হাসান) ইত্যাদি।

বিস্তারিতের জন্য মাওলানা ইরশাদুল হক আছারীর লা জবাব গ্রন্থ 'তাওযীহুল কালাম ফী উজূবিল ক্বিরাআতি খলফাল ইমাম' (১ম খন্ড) ও লেখক রচিত 'আল-কাওয়াকিবুদ দুর্রিইয়াহ ফী উজূবিল

১১২. ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ৩৩/৮৬ ; 'তাওযীহুল কালাম' হতে সংক্ষেপিত।

১১৩. উপরন্তু দেখুন : তাহক্বীক্বী মাক্বালাত ৩/২৭৪।

ফাতিহাতি খলফাল ইমাম ফিল জিহরিইয়াহ' গ্রন্থদ্বয় অধ্যয়ন করুন।[১১৪]

সারাংশ এই যে, ডায়ারভী ছাহেব তার স্বীয় গ্রন্থে ইলম ও ইনছাফকে হত্যা করেছেন। নিজের বইয়ের ১৫৪ পৃষ্ঠায় ডায়ারভী ছাহেব অনুচ্ছেদ বেঁধেছেন- 'হযরত ইমাম বুখারীর অস্থিরতা'। অতঃপর মুহাদ্দিছদের ইমাম, ফক্বীহদের ইমাম, বুখারী (রহঃ)-এর উপর নিজের অজ্ঞতার দরূণ সমালোচনা করেছেন। অথচ (আমাদের তাহক্বীক্ব অনুসারে) ইমাম বুখারী আব্দুল্লাহ বিন ইদরীসের রেওয়ায়াতকে সুফিয়ান ছাওরীর রেওয়ায়াতের উপরে কতিপয় কারণে প্রাধান্য দিয়েছেন-

(১) সুফিয়ান ছাওরী মুদাল্লিস রাবী ও ইবনু ইদরীস মুদাল্লিস রাবী নন।

(২) ইবনু ইদরীস ইজমানুপাতে নির্ভরযোগ্য।

(৩) (মুহাদ্দিছদের) একটি জামাআত তাকে সমর্থন করেছেন।

(৪) ইবনু ইদরীসের রেওয়ায়াতটি ছহীহ হওয়ার উপর মুহাদ্দিছগণের ঐক্যমত রয়েছে।

(৫) ছাওরীর রেওয়ায়াতকে জমহুর আলেমগণ 'যঈফ' ও 'ত্রুটিযুক্ত' বলেছেন।

(৬) কিছু আলেম বলেছেন যে, 'এই রেওয়ায়াতে ছাওরীর ভুল হয়েছে'।

১১৪. অত্র গ্রন্থটির অনুবাদ প্রকাশের পথে।-অনুবাদক।

আপনারা বিচার করুন যে, এই কারণসমূহের আলোকে যদি ইবনু ইদরীসের বর্ণনাকে (সুফিয়ান) ছাওরীর বর্ণনার উপরে অগ্রাধিকার দেওয়া যায় তবে (তা) কোন মূলনীতির বিরুদ্ধে যায়? মুহাম্মাদ বিন জাবেরের মোকাবেলায় ইমাম বুখারী সুফিয়ান ছাওরীর বর্ণনাকে যে অগ্রাধিকার দিয়েছেন তারও কিছু কারণ আছে-

(১) ছাওরী ছিক্বাহ-মুদাল্লিস রাবী। অথচ মুহাম্মাদ বিন জাবের যঈফ, মাতরূক এবং মুখতালিত্ব (মস্তিষ্ক বিকৃত রাবী)।

(২) মুহাম্মাদ বিন জাবেরের এই বর্ণনার উপরও অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ কঠোর সমালোচনা করেছেন।

(৩) ছাওরীকে অর্থগত সমর্থন হাফছ, মুগীরাহ ও হুছাইন ইত্যাদি বিদ্বানগণও করেছেন।[১১৫]

সুতরাং ইমাম বুখারীর ফায়ছালা একেবারেই সঠিক। কিন্তু ডায়ারভী ছাহেবের অস্থিরতা অনুধাবনের অযোগ্য।

যে ব্যক্তি নিজের গ্রন্থের ২২৪ পৃষ্ঠায় হাজ্জাজ বিন আরত্বাতকে যঈফ, মুদাল্লিস, অত্যধিক ভুলকারী ও মাতরূকুল হাদীছ বলেন; আবার একই গ্রন্থের ১৬৭, ১৬৮ পৃষ্ঠায় উক্ত হাজ্জাজ বিন আরত্বাতের রেওয়ায়াত পেশ করে 'ছহীহ হাদীছ' হিসাবে আখ্যাদান করেন; ইলমী জগতে তার কি মর্যাদা থাকতে পারে?

মনে রাখতে হবে যে, মুসনাদে আহমাদ (৪/৩) গ্রন্থে এরপরের যে রেওয়ায়াত আছে তার সাথে হাজ্জাজের (বিন আরত্বাত্ব) কোন সম্পর্ক নেই। বরং সেটা তাশাহহুদ সম্পর্কে। দলীল এই যে,

১১৫. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ১/২৩৬ ইত্যাদি।

মুসনাদে হুমায়দী (২/৩৮৭, ক্রমিক নং ৮৭৯) গ্রন্থে সুফিয়ানের এই রেওয়ায়াতটি বিদ্যমান আছে। যেখানে 'يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ هَكَذَا' তিনি ছালাতে এরূপ দোআ করেন' বাক্যটি আছে। সুফিয়ান বিন উয়ায়নাহ স্রেফ এই একটি রেওয়ায়াত যিয়াদ বিন সাদ হতে স্মরণ রেখেছেন যা তাশাহহুদ সম্পর্কে উদ্ধৃত।[১১৬]

নিরপেক্ষ তাহক্বীক্ব

সম্মানিত পাঠক! এই গ্রন্থে (নূরুল আইনাইন ফী ইছবাতি মাসআলায়ে রফইল ইদায়েন) 'মূলনীতি' সমূহকে অত্যন্ত সর্তকতার সাথে দৃষ্টির সম্মুখে রাখা হয়েছে। রাবীদের তাওছীক্ব ও তাযঈফ -এর মাঝে জমহুর মুহাদ্দিছগণের তাহক্বীক্বসমূহকে আবশ্যিকরূপে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। যে রেওয়ায়াত জমহুর আলেমদের তাহক্বীক্ব মোতাবেক ছহীহ বা হাসান হয়েছে তাকে ছহীহ বা হাসান মেনে নিয়ে দলীল গ্রহণ করা হয়েছে। আর যে রেওয়ায়াত আলেমগণের নিকটে যঈফ, মুনকার ইত্যাদি তাকে যঈফ, মুনকার ইত্যাদি বিধানভুক্ত করে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। আসমাউর রিজালের ময়দানে অন্তরের প্রবৃত্তিকে একেবারেই লক্ষ্য করা হয় নি। যেমন- রফউল ইদায়েনের পক্ষে দু'টি বর্ণনাকে উপস্থাপন করা হয় নি।

(১) সাইয়েদুনা জাবের (রাঃ)-এর হাদীছ : এই হাদীছটি ইমাম হাকেমের 'মারিফাতু উলূমিল হাদীছ'[১১৭] গ্রন্থে বিদ্যমান। এর সকল রাবী নির্ভরযোগ্য। কিন্তু ত্রুটি এই যে, আবুয যুবায়ের একে

১১৬. উপরন্তু : মাজমাউয যাওয়ায়েদ ২/১০১।

১১৭. পৃঃ ১২১।

জাবের (রাঃ) হতে 'عَنْ' শব্দ যোগে বর্ণনা করেছেন। আবুয যুবায়ের জমহুর মুহাদ্দিছদের বিশ্লেষণ মোতাবেক 'মুদাল্লিস রাবী'। সুতরাং তার এই 'মুআনআন' বর্ণনা যঈফ।[১১৮]

ইমাম বায়হাক্বী যিনি সচরাচর আবুয যুবায়েরকে মুদাল্লিস রাবী স্বীকার করতেন না; তিনি 'আল-খিলাফিয়াত' গ্রন্থে এই বর্ণনাটিকে 'হাদীছটি ছহীহ' বলেন।

ইমাম হাকেমও আবুয যুবায়েরের মুদাল্লিস রাবী হওয়া মানতেন না।[১১৯]

(২) সাইয়েদুনা আনাস (রাঃ)-এর প্রতি সম্বন্ধিত হাদীছ : এই হাদীছটি ইমাম আবূ ইয়ালা আল-মূছিলীর 'মুসনাদু আবী ইয়ালা'[১২০] গ্রন্থে আছে। এর সকল রাবী ছিক্বাহ। এতে এই ত্রুটি আছে যে, হুমাইদ আত-ত্বাবীল একে সাইয়েদুনা আনাস (রাঃ) হতে عَنْ শব্দের সাথে বর্ণনা করেছেন। হুমাইদ আত-ত্বাবীল মুদাল্লিস রাবী। সুতরাং তার এই 'মুআনআন' বর্ণনাটি যঈফ। কতিপয় আলেম হুমাইদের 'আনআনাহ'-কেও ছহীহ মেনে নিয়েছেন। সেকারণে ইবনে খুযায়মাহ এই হাদীছটি স্বীয় 'ছহীহ' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।[১২১]

---

১১৮. এই তাহক্বীক্বটির বহু দিন পরে আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব আছ-ছাক্বাফী আস-সার্রাজ নিশাপুরীর 'মুসনাদ' (পাণ্ডুলিপি) গ্রন্থে আবুয যুবায়েরে 'সামা'র স্পষ্টতা পাওয়া গিয়েছে (পৃঃ ২৫)। সেকারণে এই রেওয়ায়াতটিও ছহীহ। *আল-হামদুল্লিাহ।* -লেখক।

১১৯. মা'রিফাতু উলূমিল হাদীছ পৃঃ ৩৪।

১২০. হা/৩৭৯৩, ৬/৪২৪, ৪২৫।

১২১. দেখুন : আত-তালখীছুল হাবীর ১/২১৯।

ইবনুল মুলাক্কিন 'আল-বাদরুল মুনীর' গ্রন্থে বলেছেন, إسناده صحيح على شرط الشيخين 'তার সনদটি শায়খায়নের শর্তের উপর ছহীহ'।

ইবনু দাক্বীক্ব আল-ঈদ 'আল-ইমাম' গ্রন্থে বলেছেন, رجاله رجال الصحيحين 'এর রাবীগণ ছহীহায়নের (বুখারী ও মুসলিমের) রাবী'।[১২২]

সঠিক বিষয় এই যে, হুমাইদ আত-ত্বাবীলের সাইয়েদুনা আনাস (রাঃ) হতে মুআনআন হাদীছও ছহীহ হয়ে থাকে।[১২৩]

কতিপয় লোক সিজদায় রফউল ইদায়েনের (যঈফ) রেওয়াতসমূহ পেশ করে এই ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করেন যে, 'রফউল ইদায়েন' মানসূখ তথা রহিত।

(১) সিজদায় ছহীহ সনদের সাথে রফউল ইদায়েন প্রমাণিত নেই।

(২) আমরা এ কথা বলি না যে, রফউল ইদায়েন রহিত। বরং আমরা এই জন্য করি না যে, নবী (ছাঃ) সিজদায় রফউল ইদায়েন করতেন না। যেমনটি ছহীহায়েন ইত্যাদি ছহীহ ও ছরীহ (স্পষ্ট) বর্ণনাসমূহ দ্বারা প্রমাণিত আছে। রুকূর (আগে ও পরে) রফউল ইদায়েনের বিরুদ্ধে একটিও ছহীহ ও স্পষ্ট বর্ণনা নেই।

(৩) হাফেয ইবনে হাজার 'আদ-দিরায়াহ ফী তাখরীজি আহাদীছিল হিদায়া'[১২৪] গ্রন্থে এই ক্বিয়াসের শক্তিশালী খন্ডন

---

১২২. শায়খ বদী'উদ্দিন শাহ রাশিদী, জালাউল আয়নাইন পৃঃ ৪১, শায়খ ফায়যুর রহমান আছ-ছাওরীর টীকা সহ, আল্লাহ উভয়কে রহম করুন।

১২৩. দেখুন : তাহক্বীক্বী মাক্বালাত ৫/২১৫।

১২৪. পৃঃ ১৫২।

করেছেন। এবং একে দলীলের মোকাবেলায় ‘ফাসেদ’ (নষ্ট) বলেছেন। তিনি বলেছেন, ‘কতিপয় আলেম প্রতিটি উপর-নীচ করার ক্ষেত্রেও (সিজদাসমূহে) রফউল ইদায়েন করেন’।

হাফেয ছাহেবের উক্ত জবাব ইজমার কল্পিত দাবীর খন্ডনের জন্য যথেষ্ট।

প্রারম্ভিক আলোচনা

ছালাতে রুকূর আগে ও রুকূর পরে দু’হাতকে কাঁধ বা কান পর্যন্ত উত্তোলন করাকে রফউল ইদায়েন’ বলে। আহলুল হাদীছগণ (আল্লাহ তাদের মর্যাদাকে বৃদ্ধি করুন) এই রফউল ইদায়েনকে সাইয়েদুনা ইমামে আযম মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ‘গায়ের মানসূখাহ’ (যা রহিত হয়নি) ও ‘গায়ের মাতরূকাহ’ (যা বর্জিত হয়নি) সুন্নাত বলেন। এবং এর উপর ঈমান ও ছওয়াবের আশায় আমল করেন। এ পর্যন্ত যে, এনাদের কতিপয় জলীলুল কদর আলেম রফউল ইদায়েনকে আহলুল হাদীছদের ‘নিদর্শন’ বলেছেন।

ইমাম আবূ আহমাদ আল-হাকেম (মৃঃ ৩৭৮ হিঃ) একটি গ্রন্থ লিখেছেন। যার নাম ‘শিআরু আছহাবিল হাদীছ’। একে ‘মাকতাবা যাহেরিয়াহ’ (সিরিয়া)-এর পান্ডুলিপি থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪৭ পৃষ্ঠায় ইমাম আবূ আহমাদ রফউল ইদায়েনের অনুচ্ছেদ বেঁধেছেন এবং রফউল ইদায়েনের হাদীছসমূহ বর্ণনা করেছেন। প্রতীয়মান হল যে, রফউল ইদায়েন করা সকল মুহাদ্দিছদের (আহলেহাদীছদের) শি‘আর তথা নিদর্শন।

ইমাম আবূ আহমাদ আল-হাকিম আল-কাবীর-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

তাঁর নাম হল- ‘মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন ইসহাক্ব’। তিনি নিশাপুরের গর্বিত সন্তান। তাঁর ‘কিতাবুল কুনা’ প্রত্যেক প্রান্তে (হাদীছের আলেমদের মাঝে) প্রসিদ্ধ। তাঁর সম্পর্কে হাফেয শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন ওছমান আয-যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮ হিঃ) বলেছেন, الإِمَامُ الحَافِظُ العلّامة الثَّبْتُ مُحدِّث خُرَاسَان তিনি ইমাম, (হাদীছের) হাফেয, আল্লামা, আস্থাভাজন রাবী, খুরাসানের মুহাদ্দিছ।[১২৫]

নিশাপুরের ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ আল-হাকেম তাকে إمام عصره في هذه الصنعة، كثير التصنيف، مقدم في معرفة شروط الصحيح والأسامي والكنى ‘এই পেশায় তার যুগের (শ্রেষ্ঠ) ইমাম ছিলেন, অসংখ্য গ্রন্থ রচনাকারী। ছহীহ, নামসমূহ ও উপনামসমূহ-এর শর্তাবলীর পরিচিতিতে অগ্রগামী’ বলেছেন।[১২৬]

হাফেয ইবনুল জাওযী (৫১০-৫৯৭ হিঃ) বলেছেন, القاضي إمام عصره في صنعة الحديث ‘তিনি বিচারক, হাদীছের পেশায় তার যুগের (শ্রেষ্ঠ) ইমাম’।[১২৭]

হাফেয আহমাদ বিন আলী বিন হাজার আল-আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২ হিঃ) তাকে إمام كبير ومعروف بسعة الحفظ ‘বড় ইমাম, দ্রুত

---

১২৫. সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৬/৩৭০।
১২৬. তাযকিরাতুল হুফফায ৩/৯৭৬।
১২৭. আল-মুনতাযাম ফী তারীখিল মুলূকি ওয়াল উমাম ৭/১৪৬।

হিফয করার বিষয়ে খ্যাতিমান' বাক্যগুলির সাথে গুণান্বিত করেছেন।[১২৮]

ঐতিহাসিক আবুল ফাল্লাহ আব্দুল হাঈ ইবনুল আল-ইমাদ আল-হাম্বলী (মৃঃ ১০৮৯ হিঃ) বলেছেন, الحافظ الثقة المأمون، أحد أئمة الحديث 'তিনি (হাদীছের) হাফেয, নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত, অন্যতম হাদীছের ইমাম।[১২৯]

সারাংশ এই যে, তিনি নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত ও বড় আলেম ছিলেন।

ফায়েদা : কোন ব্যক্তির সাথে হানাফী, শাফেঈ, মালিকী এবং হাম্বলী ইত্যাদি সম্বন্ধ থাকার উদ্দেশ্য এই নয় যে, সেই ব্যক্তি মুক্বাল্লিদ।[১৩০]

আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন সালামা আত-ত্বাহাবী (মৃঃ ৩২১ হিঃ) একজন প্রসিদ্ধ হানাফী আলেম। তাঁর গ্রন্থসমূহের উপরে হানাফীদের ভিত্তি রয়েছে। তাঁকে এক ব্যক্তি বলেছিল, ما ظننتك إلا مقلدا 'আমি আপনাকে মুক্বাল্লিদ ব্যতীত কিছুই মনে করিনি'।

১২৮. লিসানুল মীযান ৭/৫।

১২৯. শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারি মিন যাহাব ৩/৯৩।

১৩০. তাক্বরীরাতুর রাফেঈ ১/১১ এর উপর আবূ বকর আল-ক্বাফফাল, আবূ আলী এবং ক্বাযী হুসায়েন হতে বর্ণিত আছে যে, 'আমরা শাফেঈ'র মুক্বাল্লিদ নই। বরং আমাদের রায় তার রায়ের (ঐক্যমত্য হিসাবে বা ইজহিাদের কারণে) অনুকূল হয়েছে। (উপরন্তু দেখুন : আত- তাহরীর ওয়াত-তাক্বরীর ৩/৪৫৩; আন-নাফেউল কাবীর পৃঃ ৭)।

তখন তিনি বলেছিলেন, وهل يقلد إلا عصي فقال لي أو غبي 'স্রেফ গোঁড়া ও নির্বোধরাই তাক্বলীদ করে'।[১৩১]

আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন ইউসুফ আল-হানাফী আয-যায়লাঈ একজন প্রসিদ্ধ হানাফী আলেম। তার গ্রন্থ 'নাছবুর রায়াহ লি-আহাদীছিল হিদায়াহ' এর নাম মুখে মুখে সুপ্রসিদ্ধ। যায়লাঈ হানাফী (মৃঃ ৭৬২ হিঃ) বলেছেন, فَالْمُقَلِّدُ ذَهَلَ، وَالْمُقَلِّدُ جَهِلَ 'মুক্বাল্লিদ গাফেল হয় ও মুক্বাল্লিদ জাহেল হয়।[১৩২]

আইনী হানাফী বলেছেন, فالمقلد ذهل والمقلد جهل وآفة كل شيء من التقليد 'মুক্বাল্লিদ গাফেল হয় ও মুক্বাল্লিদ জাহেল হয়। আর প্রতিটি বস্তুর বিপদ তাক্বলীদ থেকে আসে'।[১৩৩]

বিবেকবানদের জন্য এই কতিপয় উদাহরণই যথেষ্ট। আর অজ্ঞদের জন্য দলীলের স্তূপও যথেষ্ট নয়।[১৩৪]

রফউল ইদায়েনের সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থরাজী

আহলেহাদীছগণ (আল্লাহ ক্বিয়ামত দিবসে তাঁদের মুখকে উজ্জ্বল করুন) নিজেদের পুরাতন ও নতুন সকল গ্রন্থে রফউল ইদায়েনের প্রমাণ ও সুন্নাত হওয়া বর্ণনা করে আসছেন।

শায়খুল ইসলাম, ইমামুদ দুনিয়া ফী ফিক্বহিল হাদীছ, ইমামুল মুহাদ্দিছীন মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারী রফউল ইদায়েনের

১৩১. লিসানুল মীযান ১/২৮০।

১৩২. নাছবুর রায়াহ ১/২১৯।

১৩৩. আল-বিনায়াহ ফী শারহিল হিদায়াহ ১/২২২, অন্য কপি পৃঃ ৩১৭।

১৩৪. বিস্তারিত জানতে অধ্যয়ন করুন আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম।- অনুবাদক।

প্রমাণের উপর (পক্ষে) একটি গ্রন্থ (নাম) 'জুযউ রফইল ইদায়েন' লিখেছেন।

ইমাম বুখারীর পরিচয়

ইমাম বুখারীর ইমামত, ন্যায়-পরায়ণতা ও নির্ভরযোগ্যতার উপরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের (আহলেহাদীছদের) ইজমা আছে। তার গ্রন্থ 'ছহীহ বুখারী' সমগ্র বিশ্বে প্রসিদ্ধ। তার উস্তাদসমূহ ও ছাত্রগণ সকলেই তার প্রশংসা এবং স্তুতিতে পঞ্চমুখ ছিলেন।

ইমাম তিরমিযী বলেছেন, আমি ইলাল, তারীখ এবং সনদের জ্ঞানে মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল (রহঃ) এর চাইতে বড় কোন আলেম না ইরাকে দেখেছি আর না খুরাসানে।[১৩৫]

ইমাম মুসলিম বলেছেন, '(হে ইমাম বুখারী) আপনার সাথে স্রেফ হিংসাকারীই ঘৃণা-বিদ্বেষ রাখে। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, দুনিয়াতে আপনার ন্যায় আর কেউ নেই'।[১৩৬]

ইমাম ইবনু খুযায়মাহ বলেছেন, 'আমি আসমানের নীচে মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈলের চাইতে বড় হাদীছের আলেম দেখিনি'।[১৩৭]

হাফেয ইবনে হিব্বান বলেছেন, তিনি লোকদের মধ্যে সবচাইতে উত্তম ছিলেন। তিনি হাদীছসমূহকে একত্রিত করেছেন, গ্রন্থসমূহ লিখেছেন, ভ্রমণ করেছেন এবং (হাদীছসমূহ) স্মরণ রেখেছেন। তিনি পারস্পরিক আলোচনা করেছেন, এর (আলোচনা করার

১৩৫. ইমাম তিরমিযী, কিতাবুল ইলাল, শরহ ইবনে রজব সহ ১/৩২।
১৩৬. ইমাম খলীলী, আল-ইরশাদ ৩/৯৬১, সনদ ছহীহ।
১৩৭. ইমাম হাকেম, মা'রিফাতু উলূমিল হাদীছ হা/১৫৫, পৃঃ ৭৪, এর সনদ ছহীহ।

জন্য) উৎসাহ দিয়েছেন। আর 'আখবার' (হাদীছসমূহ) ও 'আছারসমূহ' হিফয করায় খুব মনোযোগ দিয়েছেন। তিনি ইতিহাস ও রাবীদের জীবনী ভালভাবে জানতেন। তিনি তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত গোপন পরহেযগারিতা, অবিরত ইবাদাতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে রহম করুন।[১৩৮]

হাদীছের আলেমদের এই সুস্পষ্ট (ভাষ্য) থেকে প্রতীয়মান হল যে, ইমাম বুখারী শক্তিশালী নির্ভরযোগ্য ইমাম ও তুলনাহীন মহান ফক্বীহ; বরং তিনি ফক্বীহদের পথ-প্রদর্শক ছিলেন।[১৩৯]

হাফেয যাহাবী বলেছেন, وكان إماما حافظا حجة رأسا في الفقه والحديث مجتهدا من أفراد العالم مع الدين والورع والتأله 'আর তিনি ইমাম, (হাদীছের) হাফেয, ফিক্বহ ও হাদীছের সর্দার ছিলেন। দ্বীন-দারিতা, সংযমশীলতা ও নম্রতার প্রতীক (একজন অসাধারণ) মুজতাহিদ ছিলেন।[১৪০]

ইমাম বুখারী হতে 'জুযউ রফইল ইদায়েন' গ্রন্থের রাবী হলেন 'মাহমূদ বিন ইসহাক্ব বিন মাহমূদ আল-ক্বওয়াস'। তার থেকে দু'জন নির্ভরযোগ্য রাবী বর্ণনা করেন।[১৪১]

১৩৮. কিতাবুছ ছিক্বাত ৯/১১৩, ১১৪।
১৩৯. উপরন্তু দেখুন আমার গ্রন্থ : ছহীহ বুখারী কা দিফা'।
১৪০. আল-কাশিফ ফী মা'রিফাতি মান লাহূ রিওয়ায়াতুন ফিল কুতুবিস সিত্তাহ ৩/১৮।
১৪১. মাহমূদ বিন ইসহাক্বের উল্লেখ যাহাবীর 'তারীখুল ইসলাম' (২৫/৮৩), খলীলীর 'আল-ইরশাদ ফী মা'রিফাতি উলামা-ইল হাদীছ' (৩/৯৬৮) গ্রন্থে বিদ্যমান আছে। তাঁর মৃত্যু ৩৩২ হিজরীতে হয়েছে। আল্লাহ তাঁকে রহম করুন।

তাঁরা দুজন হলেন-

(১) আহমাদ বিন মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন আর-রাযী।[১৪২] খত্বীব বলেছেন, 'তিনি নির্ভরযোগ্য (হাদীছের) হাফেয ছিলেন'। আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-আতীক্বী বলেছেন, 'তিনি নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত ছিলেন'।[১৪৩]

(২) আবূ নাছর মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন মূসা আল-বুখারী আল-মালাহীমী।[১৪৪]

হাফেয ইবনে জাওযী বলেছেন, وكان من أعيان أصحاب الحديث وحفاظهم 'তিনি আছহাবুল হাদীছদের মধ্য হতে একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ও (হাদীছের) হাফেয ছিলেন'।[১৪৫]

হাফেয ইবনে কাছীর ও আবুল আলা তাকে হাফেযদের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন।[১৪৬]

হাফেয যাহাবী বলেছেন, وكان ثقة، يحفظ ويفهم 'তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন, তিনি (হাদীছ) হিফয করতেন ও (এর) মর্মার্থ উপলব্ধি করতেন'।[১৪৭]

---

১৪২. তারীখে বাগদাদ ১৩/৪১১, অন্য সংস্করণ ১৩/৪৩৮; তাযকিরাতুল হুফফায ৩/১০২৯।

১৪৩. তারীখে বাগদাদ ৪/৪৩৫।

১৪৪. আন-নুবালা ১৭/৮৬।

১৪৫. আল-মুনতাযাম ৭/২৩০।

১৪৬. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১১/৩৫৮; সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৭/৮৭।

১৪৭. আল-ইবার ফী খাবারি মান গাবার ২/১৮৭।

ইবনু ইমাদ বলেছেন, وكان حافظا ثقة 'তিনি (হাদীছের) হাফেয ও নির্ভরযোগ্য ছিলেন'।[১৪৮]

প্রতিভাত হল যে, দু'জন নির্ভরযোগ্য (হাদীছের) হাফেয মাহমূদ বিন ইসহাক্বের ছাত্র। আর দু'জন বা দুয়ের অধিক নির্ভরযোগ্য (প্রসিদ্ধ) ব্যক্তি যদি কারো থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন, তখন তাঁর 'জাহালাতে আয়ন' (ব্যক্তিসত্ত্বার অপরিচিতি) দূর হয়ে যায়।[১৪৯]

যাফর আহমাদ থানবী দেওবন্দী বলেছেন, তিনি মাজহূল নন যার থেকে দু'জন নির্ভরযোগ্য রাবী বর্ণনা করেছেন'।[১৫০]

অবশিষ্ট রইল তার 'মাজহূলুল হাল' হওয়ার বিষয়টি, তো আব্দুর রহমান বিন ইয়াহ্ইয়া আল-মুআল্লিমী (রহঃ) লিখেছেন, 'আহলে ইলমগণ তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন'।[১৫১]

শায়খ মুআল্লিমীর বক্তব্যের সমর্থন নিম্নোক্ত মুহাদ্দিছদের মন্তব্যগুলি দ্বারা হয়ে থাকে। যারা দৃঢ় ভাষায় 'জুযউ রফউল ইদায়েন'-কে ইমাম বুখারীর প্রতি সম্বন্ধ করেছেন।

(১) নববী।[১৫২]

(২) ইবনু হাজার আসক্বালানী[১৫৩] ইত্যাদি।

---

১৪৮. শাযারাতুয যাহাব ৩/১৪৫।

১৪৯. খত্বীব, আল-কিফায়াতু ফী ইলমির রিওয়ায়াহ পৃঃ ৮৮, ৮৯; মুক্বাদ্দামা ইবনুছ ছালাহ পৃঃ ১৪৬; ইবনে কাছীর, ইখতিছারু উলূমিল হাদীছ পৃঃ ৯২; তাক্বরীবুন নববী মা'আ তাদরীবুর রাবী ১/৩১৭; যাফর আহমাদ থানবী, ক্বওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীছ পৃঃ ১৩০; লিসানুল মীযান ৬/২২৬।

১৫০. ই'লাউস সুনান ১/১১৪।

১৫১. আত-তানকীল বিমা ফী তা'নীবিল কাউছারী মিনাল আবাত্বীল ১/৪৭৫।

১৫২. আল-মাজমূ' শারহুল মুহাযযাব ৩/৩৯৯।

সুতরাং প্রতীয়মান হল যে-

(১) 'মাহমূদ বিন ইসহাক্ব' একজন 'মাজহূলুল আইন' নন।

(২) আলেমদের 'জুযউ রফউল ইদায়েন'-কে ইমাম বুখারীর 'রচনা' স্থির করা তার তাওছীক্ব হিসাবে গণ্য হয়েছে।

(৩) কোন ইমাম তাকে 'মাজহূল' বা 'যঈফ' বলেন নি।

(৪) হাফেয ইবনে হাজার 'মাহমূদ বিন ইসহাক্ব' -এর সনদ হতে একটি রেওয়ায়াত বর্ণনা করে তাকে 'হাসান' বলেছেন।[১৫৪]

অতএব, উপরোল্লিখিত 'মাহমূদ' হাফেয ইবনে হাজারের নিকটে সত্যবাদী।

(৫) আহমাদ বিন আলী বিন আমর আস-সুলায়মানীও 'মাহমূদ বিন ইসহাক্ব' হতে বর্ণনা করেছেন।[১৫৫]

সুতরাং প্রতীয়মান হল যে, মাহমূদ বিন ইসহাক্বের তিনজন ছাত্র রয়েছেন।[১৫৬] *আল-হামদুল্লিাহ।*

ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন নাছর আল-মারওয়াযী (মৃঃ ২৯৪ হিঃ) চারটি খন্ডে একটি গ্রন্থ 'রফউল ইদায়েন ফিছ-ছালাত' (ছালাতে রফউল ইদায়েন করা) লিখেছেন।[১৫৭]

১৫৩. ফাৎহুল বারী ২/১৭৪।

১৫৪. মুওয়াফাক্বাতুল খাবারিল খাবার ১/৪১৭।

১৫৫. দেখুন : তাযকিরাতুল হুফফায ৩/১০৩৬, জীবনী ক্রমিক নং ৯৬০।

১৫৬. উপরন্তু দেখুন : তাহক্বীক্বী মাক্বালাত ৫/২১৮।

১৫৭. আছ-ছাফাদী একে উল্লেখ করেছেন 'আল-ওয়াফী' (৫/১১১) গ্রন্থে; অনুরূপভাবে 'ইখতিলাফুল উলামাহ' ১৫ পৃষ্ঠার ভূমিকায়ও আছে। উপরন্তু অধ্যয়ন করুন : হাফেয ইবনু আব্দল বার্র, আত-তামহীদ লিমা ফিল মুওয়াত্ত্বা মিনাল মা'আনী ওয়াল আসানীদ ৯/২১৩; আল-ইসতিযকার ২/১২৫; মুখতাছার ক্বিয়ামুল লায়ল পৃঃ ৮৮।

মুহাদ্দিছ আবূ বকর আহমাদ বিন আমর বিন আব্দুল খালেক্ব আল-বায্যার আল-বছরী 'আল-মুসনাদুল কাবীর আল-মুআল্লাল'-এর প্রণেতা (মৃঃ ২৯২ হিঃ) রফউল ইদায়েন-এর উপরে একটি গ্রন্থ লিখেছেন।[১৫৮]

'হিলইয়াতুল আউলিয়া' গ্রন্থের প্রণেতা হাফেয আবূ নুআইম ইস্পাহানীও রফউল ইদায়েনের উপরে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন।[১৫৯]

তাক্বীউদ্দীন আস-সুবকীর 'জুযউ রফইল ইদায়েন' প্রকাশিত হয়েছে।[১৬০]

হাফেয ইবনু ক্বাইয়িম আল-জাওযিইয়াহও এই মাসআলার উপরে একটি পুস্তক প্রণয়ন করেছেন।[১৬১]

সারাংশ এই যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আলেমগণ এবং অন্যরা রফউল ইদায়েনের প্রমাণে কিছু গ্রন্থ ও পুস্তিকা রচনা করেছেন। কেউই রফউল ইদায়েনের বিরুদ্ধে বা অস্বীকৃতিতে কোন গ্রন্থ বা পুস্তিকা রচনা করেন নি।

১৫৮. আবূ সাদ আস-সামআনী, আত-তাহবীরু ফিল মু'জাম আল-কাবীর ১/১৭৯-১৮২, আবূ মুহাম্মাদ আস-সিন্ধীর 'জালাউল আয়নাইন' হতে গৃহীত, পৃঃ ৮; অধ্যয়ন করুন : আল-ইসতিযকার ২/১২৫।

১৫৯. অধ্যয়ন করুন : সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৯/৩০৬।

১৬০. উপরন্তু অধ্যয়ন করুন : ত্বাবাক্বাতুশ শাফেঈইয়াহ আল-কুবরা ৬/২১৪।

১৬১. যায়লু ত্বাবাক্বাতিল হানাবিলাহ ২/৪৫০; ছাফাদী, আল-ওয়াফী বিল-ওফায়াত ২/২৭১; আদ-দুরারুল কামিনাহ ৩/৪০২; আল-বাদ্র আত্ব-ত্বালে' ২/১৪৪; কাশফুয যুনূন ১/৯১১।

কতিপয় জাহমিয়া, মুরজিয়া ও আহলে রায়গণ বর্তমান যুগে রফউল ইদায়েনের সুন্নাতের বিরুদ্ধে কিছু পুস্তিকা বা বই রচনা করেছেন। কিন্তু, বি-হামদিল্লাহ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের (ও অন্যান্য আলেমগণ) তাদের প্রবঞ্চনা ও বিভ্রান্তিকর বক্তব্যসমূহের ব্যাপারে পর্দা উন্মোচন অব্যাহত ধারায় করে যাচ্ছেন।

যেমন শায়খুল ইসলাম হাফেয মুহাম্মাদ গোন্দালবী (রহঃ) -এর 'আত-তাহক্বীক্ব আর-রাসিখ ফী আন্নাল আহাদীছা রফউল ইদায়েন লায়সা লাহা নাসিখ' যা 'মাসআলায়ে রফউল ইদায়েন পার মুহাক্কাক্বানা নাযার' নামে পরিচিত। মাওলানা আব্দুল্লাহ রোপড়ীর 'রফউল ইদায়েন আওর আমীন', উস্তাদ বদীউদ্দিন রাশিদীর 'জালাউল আয়নাইন', মাওলানা রহমাতুল্লাহ রবক্ষানীর 'মাসআলায়ে রফউল ইদায়েন মাআ আমীন বিল-জাহ্‌র', হাকীম মাহমূদ সালাফী ছাহেবের 'শামসুয যুহা বি-জাওয়াবি নূরিছ ছাবাহ ফী ইছবাতি রফউল ইদায়েন বাদাল ইফতিতা', মাওলানা খালেদ গারযাখীর 'জুযউ রফইল ইদায়েন', হাফেয আব্দুল মান্নান নূরপূরীর 'মাসআলা রফউল ইদায়েন : লিখিত বিতর্ক', আব্দুর রশীদ আনছারী ছাহেবের 'আর-রাসায়েল' ও শায়খ মাওলানা হাফেয মুহাম্মাদ আইয়ূব ছাবের ছাহেবের (প্রাক্তন শিক্ষক, মাদরাসা তালীমুল কুরআন ওয়াল হাদীছ, হায়দারাবাদ) 'হুছূলুল ফালাহ বি-রফউল ইদায়েন ইনদাল ইফতিতা বাদাল ইফতিতা' ইত্যাদি।

আমরা এই গ্রন্থে সংক্ষিপ্ততার সাথে ছহীহ হাদীছসমূহ উছূলে হাদীছ ও উছূলে ফিক্বহের আলোকে এই বিতর্কিত মাসআলাটির পর্যালোচনা করব।

সর্বপ্রথম ঐ উছূলগুলি লিপিবদ্ধ করা যাচ্ছে যেগুলি এই গ্রন্থের আলোচনায় এসেছে।

মূলনীতি-১

(প্রত্যেক) 'খাছ' দলীল (প্রত্যেক) 'আম' (দলীলের) উপর অগ্রগণ্য হয়। যেমন মৃত (প্রাণী) শর্তহীনভাবে বা সার্বজনীনভাবে হারাম। আর মাছ নির্দিষ্ট ভাবে হালাল। সুতরাং মৃতর সার্বজনীন হুকুম মাছের 'খাছ' তথা বিশেষ হুকুমের উপরে প্রযোজ্য নয়।[১৬২]

মূলনীতি-২

'আদামে যিক্‌র' (অনুল্লেখ থাকা) 'নাফী যিকর' (অস্তিত্ব না থাকা)-কে অপরিহার্য করে না। অর্থাৎ কোন আয়াতে বা হাদীছসমূহে কোন বিষয় উল্লেখ না হওয়ার উদ্দেশ্য এই নয় যে, উক্ত বিষয়টি অস্তিত্ব-ই নেই। অথচ অন্যান্য আয়াত ও হাদীছসমূহ দ্বারা ঐ বিষয়টি প্রমাণিত হয়। আমাদের উস্তাদ হাফেয আব্দুল মান্নান নূরপূরী বলেছেন, 'কোন বস্তুর উল্লেখ ও বর্ণিত না হওয়া উক্ত বস্তুর (অস্তিত্ব) না থাকাকে অপরিহার্য করে না'।

মূলনীতি-৩

১৬২. উপরন্তু দেখুন : শাওকানী, ইরশাদুল ফুহূল পৃঃ ১৪৩ এবং উছূলের গ্রন্থসমূহ।

ছহীহ খবরে ওয়াহিদের মাধ্যমে কুরআন (ও সুন্নাতের) তাখছীছ করা জায়েয। (বলা হয় যে,) ইমাম চতুষ্টয় এই মাযহাবের উপর ছিলেন।[১৬৩]

মূলনীতি-৪

‘হাঁ বোধক’ অগ্রগামী হয়ে থাকে ‘না বোধক’ এর উপরে।

মৌলিক নীতিমালাসমূহের পরিচয়

(১) হক্বের মানদন্ড : কিতাবুল্লাহ ও রাসূলের হাদীছ দলীল ও হক্বের মানদন্ড। শর্ত হল, উক্ত হাদীছটিকে কবুলযোগ্য হতে হবে অর্থাৎ মুতাওয়াতির বা ছহীহ বা হাসান (লি-যাতিহি) হতে হবে। দলীল- আল্লাহ তাআলা বলেছেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ‘হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ আনুগত্য কর। এবং রাসূলের আনুগত্য কর ও তোমাদের আমীরদের। যদি তোমরা কোন বিষয়ে ঝগড়া কর তবে তা আল্লাহ এবং তার রাসূলের প্রতি ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ এবং ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাসী হও। এটাই কল্যাণকর এবং উৎকৃষ্ট তাফসীর তথা ব্যাখ্যা’।[১৬৪]

‘ইজমা’ও দলীল।[১৬৫]

---

১৬৩. আল-আমেদী, আল-ইহকাম ২/৩৪৭ ইত্যাদি; হাশিয়াতুল বুনানী আলা জাম‘ আল-জাওয়ামে‘ ২/২৭; ক্বিরাফী, শরহে তানক্বীহিল ফুছূল ফী ইখতিছারিল মাহছূল ফিল-উছূল পৃঃ ২০৮।

১৬৪. নিসা ৪/৫৯; তাফহীমুল কুরআন ১/৩৬৩, ৩৬৬।

১৬৫. দেখুন : ইমাম শাফেঈ, আর-রিসালাহ এবং সাধারণ উছূলের গ্রন্থসমূহ ও মাসিক আল-হাদীছ, হাযরো-১ পৃঃ ৪।

(২) মোকাবেলা : আল্লাহ ও রাসূলের মোকাবেলায় প্রত্যেক ব্যক্তির কথা প্রত্যাখ্যাত। চাই উক্তিকারী যত বড়ই বুযুর্গ ও মহান কেউ হোক না কেন?

(৩) ছহীহ হাদীছের সংগা : أَمَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ: فَهُوَ الْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ، وَلَا يَكُونُ شَاذًّا، وَلَا مُعَلَّلًا فَهَذَا هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي يُحْكَمُ لَهُ بِالصِّحَّةِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ‘ছহীহ হাদীছ হল, ঐ সনদবিশিষ্ট হাদীছ যার সনদ সংযুক্ত থাকে (শুরু হতে) শেষ পর্যন্ত (এক) আদল, যাবেত্ব থেকে (অবশিষ্ট) আদল, যাবেত্ব এর বর্ণনার মাধ্যমে। আর তা শাযও হবে না ত্রুটিযুক্তও হবে না। আর এটাই ঐ হাদীছ যার জন্য বিশুদ্ধতার হুকুম প্রযোজ্য হয় আহলেহাদীছদের (মুহাদ্দিছগণ) মাঝে কোন ইখতিলাফ ছাড়াই।[১৬৬]

‘মুত্তাছিল’ (সংযুক্ত) -এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল মুনক্বাত্বি, মুআল্লাক্ব, মুযাল ও মুরসাল না হওয়া।

‘শায’-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, নিজের চাইতে ‘আওছাক্ব’ বা বেশী নির্ভরযোগ্য রাবীদের বিপরীত না হওয়া।

মালূল না হওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, তাতে ‘মারাত্মক ত্রুটি’ না থাকা।

(ক) মুখতালিত্ব রাবী ইখতিলাত্বের পর রেওয়ায়াত বর্ণনা করা হচ্ছে ‘ইল্লাতে ক্বাদিহা’।

---

১৬৬. মুক্বাদ্দামা ইবনে ছালাহ, শরহে ইরাক্বী সহ পৃঃ ২০।

(খ) মুদাল্লিস রাবীর ‘আন’ শব্দ ইত্যাদির সাথে ‘সামা’র স্পষ্টতা ব্যতীত রেওয়ায়াত করা হল ‘ইল্লাতে ক্বাদিহা’ ।

(গ) ‘ইলালে হাদীছ’-এর দক্ষ মুহাদ্দিছগণের কোন রেওয়াতকে ঐক্যমতের সহিত মালূল ও যঈফ বলা ‘ইল্লাতে ক্বাদিহা’।

(৪) যঈফ হাদীছের পরিচিতি : প্রত্যেক ঐ হাদীছ, যার মাঝে ছহীহ বা হাসান হাদীছের গুণাবলী বিদ্যমান না থাকে, তবে ঐ হাদীছটি যঈফ হবে।...... আর তার প্রকারসমূহ এই যে, যেমন (যঈফ) মাওযূ, মাক্বলূব, শায, মুআল্লাল, মুযত্বারিব, মুরসাল, মুনক্বাত্বি এবং মুযাল ইত্যাদি।১৬৭

(৫) ছহীহ ও যঈফ আখ্যাদানে মুহাদ্দিছ ইমামদের মতানৈক্য : যদি কোন হাদীছের ছহীহ ও যঈফ নিরূপণে মুহাদ্দিছ ইমামদের মাঝে ইখতিলাফ হয়; তাহলে হাদীছের নির্ভরযোগ্য প্রসিদ্ধ ও (হাদীছ) বিষয়ক দক্ষ (মুহাদ্দিছদের) সংখ্যাগরিষ্ঠকে নিশ্চিতরূপে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

আর যদি কোন হাদীছের রাবী নির্ভরযোগ্য হন; বাহ্যিকভাবে সনদটি ছহীহ প্রতীয়মান হয়; কিন্তু (সকল মুহাদ্দিছ বা) অধিকাংশ মুহাদ্দিছ একে (হাদীছটিকে) যঈফ স্থির করেন; তবে তা যঈফ অনুধাবন করা হবে।

(৬) ‘জার্‌হ’ ও ‘তাদীল’-এর ক্ষেত্রে মুহাদ্দিছ ইমামদের ইখতিলাফ : যাকে মুহাদ্দিছ ইমামগণ নির্ভরযোগ্য বা যঈফ বলেন; তিনি

১৬৭. মুক্বাদ্দামা ইবনে ছালাহ হতে সংক্ষেপিত পৃঃ ২০, মুলতান ছাপা। (আমরা এ বিষয়ে ইমাম ইবনু কাছীরের ইখতিছারু উলূমিল হাদীছ গ্রন্থটির অনুবাদ ব্যাখ্যাসহ প্রকাশ করবো যেন উছূলে হাদীছের এ সকল পরিভাষা আয়ত্বে সুবিধা হয়।-অনুবাদক)।

সর্বদা নির্ভরযোগ্য বা যঈফ-ই হন। যদি তাদের মাঝে ইখতিলাফ হয়; আর ‘জার্‌হ’ ও ‘তাদীল’ উভয়ই ‘মুফাস্‌সার’ ও ‘মুতাআরিয’ হয় এবং সমন্বয় না হয়; তবে মুহাদ্দিছ ইমামদের (নির্ভরযোগ্য, প্রসিদ্ধ ও হাদীছ বিশারদ) সংখ্যাগরিষ্ঠতা আবশ্যিকরূপে সর্বদা প্রাধাণ্য পাবে।

(ক) ‘জারহ মুফাস্‌সার’ ‘তাদীলে মুবহাম’-এর উপরে প্রাধাণ্য পাবে।

(খ) ‘তা’দীলে মুফাস্‌সার’ ‘জার্‌হ মুবহাম’-এর উপরে অগ্রাধিকার পাবে। যেমন-

উদাহরণ-১ : দশজন বললেন, ‘আলিফ’ নির্ভরযোগ্য। একজন বললেন, ‘আলিফ’ ‘বা’-এর হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে যঈফ।

ফলাফল : ‘আলিফ’ নির্ভরযোগ্য রাবী। আর ‘বা’-এর মধ্যে (অর্থাৎ যখন ‘বা’ হতে হাদীছ বর্ণনা করবেন তখন ‘আলিফ’) যঈফ।

উদাহরণ-২ : দশজন বলেছেন, ‘জীম’ হলেন যঈফ রাবী। একজন বললেন, ‘দাল’ এর মধ্যে (হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে) নির্ভরযোগ্য রাবী।

ফলাফল : ‘জীম’ যঈফ (দুর্বল রাবী)। ও ‘দাল’ এর মধ্যে তিনি নির্ভরযোগ্য।

(৩) যদি ‘জারহ (মুফাস্‌সার)’ ও ‘তাদীলে (মুফাস্‌সার)’ সমান হয় তবে ‘জারহ’ অগ্রাধিকার পাবে।

(৭) গ্রন্থের বিশুদ্ধতা : বর্ণনাসমূহ ইত্যাদির ছহীহ হওয়ার ইলমী মানদন্ড এই যে,

প্রথমত : যে গ্রন্থসমূহে এই রেওয়াতসমূহ লিপিবদ্ধ আছে সেগুলির লেখকদের স্বয়ং নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য হতে হবে।[১৬৮]

দ্বিতীয়ত : উক্ত গ্রন্থগুলির লেখকগণ পর্যন্ত অবিরতধারায় বা সনদের সাথে ছহীহ হতে হবে। গ্রন্থের অন্যান্য কপিগুলোকেও সম্মুখে রাখতে হবে।

তৃতীয়ত : এই গ্রন্থগুলির বর্ণনাকৃত সনদসমূহ, বক্তব্যসমূহ ছহীহ এবং মুত্তাছিল হতে হবে। এবং 'ইল্লাতে ক্বাদিহা' হতে মুক্ত হতে হবে।

(৮) বক্তব্যসমূহ ও অন্যান্য বিষয়াবলী ছহীহ হওয়ার তাহক্বীক্বী মানদন্ড : সাত নং উছূলের ব্যাখ্যায় আরো বক্তব্য রয়েছে যে, (বিভিন্ন ইমামের) উক্তিসমূহ ছহীহ হওয়ার ইলমী ও তাহক্বীক্বী মাপকাঠি এই-

(ক) যদি গ্রন্থকারের মন্তব্য তার গ্রন্থ থেকে নকল করা হয়, তবে তাকে উক্ত গ্রন্থের লেখক হওয়া ছহীহ ও প্রমাণিত হতে হবে।

(খ) আর যদি গ্রন্থকার কোন পূর্ববর্তী ইমামের মন্তব্য নকল করেন, তবে সেই উক্তিকারী পর্যন্ত সনদটি ছহীহ ও মুত্তাছিল হতে হবে। যদি এ শর্তসমূহ অনুপস্থিত থাকে, তবে (গ্রন্থকার কর্তৃক নকলকৃত) উক্ত মন্তব্যটি 'অস্তিত্বহীন' মনে করতে হবে।

(৯) একই ব্যক্তির বক্তব্যসমূহে স্ববিরোধীতা : যদি একই ব্যক্তির (মুহাদ্দিছ, ইমাম, ফক্বীহ ইত্যাদি) বক্তব্যসমূহ পরস্পর বিরোধী হয় তবে-

১৬৮. শায়খ মুহাম্মাদ রঈস নাদভী, আল-লামাহাত ১/৭৩।

(ক) সমতা ও সমন্বয় সাধন করতে হবে। যেমন-

একবার বললেন, ثقة তিনি ছিক্বাহ তথা নির্ভরযোগ্য। অন্যবার বললেন, ثقة سيء الحفظ يا سيء الحفظ তিনি নির্ভরযোগ্য, বাজে হিফযের অধিকারী।[১৬৯]

ফলাফল : উক্ত রাবী (ন্যায়-পরায়ণের দৃষ্টিকোণ হতে) ثقة নির্ভরযোগ্য। আর (হিফযের দৃষ্টিকোণ হতে) سيء الحفظ বাজে স্মৃতির অধিকারী।

(খ) উভয় বক্তব্যই বাতিল করতে হবে। যেমন- 'আব্দুর রহমান বিন ছাবেত বিন ছামেত' -এর উপর ইমাম ইবনে হিব্বান সমালোচনা করেছেন এবং তাকে 'কিতাবুছ ছিক্বাত' (নির্ভরযোগ্য রাবী চরিত) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। হাফেয যাহাবী বলেছেন যে, ইবনু হিবক্ষানের দুটো বক্তব্যই বর্জিত হয়েছে।[১৭০]

(১০) সাধারণ সমালোচনা : জমহুর বিদ্বানগণের নিকটে যেই নির্ভরযোগ্য বা সত্যপরায়ণ রাবীর উপর সাধারণ সমালোচনা অর্থাৎ يَهِمُ (তিনি সামান্য ভুল করেন), له اوهام (তার কতিপয় ভুল-ক্রুটি রয়েছে), يخطيء (তিনি ভুল করেন).. ইত্যাদি থাকে, তবে তার একক হাদীছ (শর্ত হল যে, নির্ভরযোগ্য রাবীদের

১৬৯. যে রাবীর মাঝে ন্যায়-পরায়ণ ও মুখস্ত করে হাদীছ সংরক্ষণ করার গুণাবলী বিদ্যমান তাকে ছিক্বাহ বা নির্ভরযোগ্য রাবী বলা হয়।-অনুবাদক।

১৭০. মীযানুল ই'তিদাল ২/৫৫২।

বিপরীত না হয় এবং মুহাদ্দিছগণ বিশেষ এই রেওয়ায়াতকে যঈফ না বলেন তাহলে) হাসান হয়ে থাকে।[১৭১]
যিনি (জমহুরের নিকটে) অত্যন্ত ভুলকারী, অত্যধিক ত্রুটিকারী, মাত্রাধিক বিচ্যুতিকারী ও বাজে স্মৃতিধারী ইত্যাদি হয়ে থাকেন, তার একক হাদীছ যঈফ বিবেচিত হয়।

মাসযহাবী ভিন্নতা হাদীছের বিশুদ্ধতার বিপরীত নয় : যেমন যে রাবীর নির্ভরযোগ্য ও সত্যবাদী হওয়া সাব্যস্ত হয়ে যায়; তার ক্বাদরী, খারেজী, শীআ, মুতাযিলাহ, জাহমিয়া ও মুরজিয়া ইত্যাদি হওয়া তার (বর্ণিত) হাদীছের বিশুদ্ধতার বিপরীত নয়। শর্ত হল, তিনি নিজের বিদআতের প্রতি আহ্বানকারী/আহব্বানকারিণী হতে পারবেন না। আর তার বিদআত ইজমানুপাতে 'মুকাফফিরা' হবে না।[১৭২]

জ্ঞাতব্য : প্রণিধানযোগ্য বক্তব্য এই যে, যদি রাবী জমহুর বিদ্বানগণের নিকটে নির্ভরযোগ্য ও সত্যবাদী হন; তবে তার ত্রুটিমুক্ত বর্ণনা সচরাচর গ্রহণযোগ্য হয়। চাই তিনি নিজের বিদআতের প্রতি আহ্বানকারী হোন বা না হোন।

১৭১. 'তিনি সামান্য ভ্রান্তিত্বতে পতিত হতেন, তার কিছু ভুল হয়েছে, তিনি ভুল করতেন' ইত্যাদি বাক্যগুলোকে মা'মূলী জারহ বা সাধারণ সমালোচনা বলা হয়। অনুবাদক।

১৭২. উপরন্তু দেখুন : মৌলবী সরফরায খান ছফদর ছাহেব দেওবন্দী, আহসানুল কালাম ১/৩০।

প্রথম অধ্যায়

ছালাতে রফউল ইদায়েনের প্রমাণ : রুকূর পূর্বে ও রুকূর পরে রফউল ইদায়েনের প্রমাণে কতিপয় ছহীহ হাদীছ নিম্নরূপ-

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا، وَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، وَكَانَ لاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُود 'সাইয়েদুনা ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ছালাত শুরু করতেন তখন তাঁর উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত তুলতেন। আর যখন রুকূর জন্য তাকবীর বলতেন ও রুকূ হতে মাথা উত্তোলন করতেন (তখনও) একইভাবে দুহাত উত্তোলন করতেন। তিনি বলতেন, سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، ('আল্লাহ তার প্রশংসা শুনল যে তার প্রশংসা করল' 'হে আমাদের রব! প্রশংসা তো তোমারই')। আর তিনি সিজদায় এমনটা করতেন না তথা সিজদায় হাত তুলতেন না।[১৭৩]

এই হাদীছটি নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহেও রয়েছে- 'ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ'[১৭৪], 'ছহীহ ইবনে হিব্বান'[১৭৫], 'ছহীহ আবূ

১৭৩. ছহীহ বুখারী হা/৭৩৫, ৭৩৬, ৭৩৮, ১/১০২; ছহীহ মুসলিম হা/৩৯০, ১/১৬৮; মিশকাতুল মাছাবীহ, আযওয়াউল মাছাবীহ হা/৭৯৩, আর শব্দগুলি তার)। (সম্মানিত লেখক (রহঃ) 'মিশকাতুল মাছাবীহ' -এর তাহক্বীক্ব করেছেন যা 'আযওয়াউল মাছাবীহ' নামে তিন খন্ডে প্রকাশিত।- অনুবাদক)।

১৭৪. হা/৪৫৬, ১/২৩২।

১৭৫. ৩/১৬৮, হা/১৮৫৮।

আওয়ানাহ'[১৭৬], ইবনুল জারূদের 'আল-মুনতাক্বা'[১৭৭], জামে তিরমিযী[১৭৮], ইমাম বাগাবীর 'শারহুস সুন্নাহ'[১৭৯], তিনি বলেছেন, هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِه এই হাদীছের বিশুদ্ধতার উপর ঐক্যমত আছে। ইবনে আব্দুল বার্র-এর 'আল-ইসতিযকার'[১৮০], তিনি বলেছেন, وَهُوَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ لَا مَطْعَنَ فِيهِ لِأَحَدٍ 'এই হাদীছে কারো কোন সমালোচনা নেই'।

হাফেয ইরাক্বী এই হাদীছটি উল্লেখ করে বলেছেন, (فِيهِ) فَوَائِدُ. (الْأُولَى) فِيهِ رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ الثَّلَاثَةِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَعِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ 'এই হাদীছে কতিপয় উপকারিতা রয়েছে। **প্রথমত :** এর মধ্যে এই তিনটি স্থানে রফউল ইদায়েন রয়েছে। (১) তাকবীরে তাহরীমার সময়। (২) রুকূর সময়। (৩) রুকূ হতে উঠার সময়। পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মধ্য হতে অধিকাংশ আলেম এটা বলেছেন তথা এর পক্ষে ফৎওয়া দিয়েছেন'।[১৮১]

সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) থেকে তার সুযোগ্য পুত্র সালিম এবং তার থেকে ইজমানুপাতে নির্ভরযোগ্য, শায়খুল

১৭৬. ২/৯০।

১৭৭. হা/১৭৭, ১৭৮, পৃঃ ৬৯।

১৭৮. ১/৫৯, হা/২৫৫, এবং তিনি বলেছেন, حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيح 'হাদীছটি হাসান ছহীহ

১৭৯. ৩/২০, হা/৫৫৯।

১৮০. ২/১৪৫।

১৮১. ত্বরহুত তাছরীব ফী শরহ আত-তাক্বরীব ১/২৫২।

ইসলাম ইমাম যুহ্‌রী বর্ণনা করেছেন। (রুকূর আগে ও পরে রফউল ইদায়েন) ইমাম যুহরী হতে মুতাওয়াতির তথা ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত আছে।[১৮২]

এই হাদীছের সংক্ষিপ্ত তাহক্বীক্ব -এর সূচী সামনের পৃষ্ঠায় লক্ষ্য করুন।

সতর্কীকরণ : সূচীপত্র অবলোকন করার সময় নিম্নোক্ত আলামতসমূহকে সম্মুখে রাখতে হবে-

তাকবীরে তাহরীমার রফউল ইদায়েন-১।

রুকূর রফউল ইদায়েন-২।

রুকূর পরের রফউল ইদায়েন-৩।

দু রাকআতের পরের রফউল ইদায়েন-৪।

সিজদায় রফউল ইদায়েন করতেন না-৫।

১৮২. লিসানুল মীযান ৫/২৮৯, 'মুহাম্মাদ বিন উকাশাহ' এর জীবনী।

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما

سالم بن عبداللہ بن عمر — ابن شہاب زہری

سفیان بن عیینہ

-1 ابن نمیر 5321
-2 زہیر بن حرب 5321 (صحیح مسلم)
-3 عمرو الناقد 5321 (صحیح مسلم)
-4 ابوبکر بن ابی شیبہ 5321 (صحیح مسلم، مصنف ابن ابی شیبہ)
-5 سعید بن منصور 5321 (صحیح مسلم)
-6 یحییٰ بن یحییٰ 5321 (صحیح مسلم)
-7 اسحاق بن ابراہیم 5321 (نسائی)
-8 احمد بن حنبل 5321 (مسند احمد و سنن ابی داود)
-9 قتیبہ 5321 (ترمذی)
-10 ابن ابی عمر 5321 (ترمذی)
-11 الفضل بن الصباح البغدادی 5321 (ترمذی)
-12 علی بن محمد 5321 (ابن ماجہ)
-13 ہشام بن عمار 5321 (ابن ماجہ)
-14 علی بن حجر 5321 (ابن خزیمہ)
-15 الشافعی 5321 (مسند الشافعی)
-16 ابو الربیع الزہرانی 5321 (صحیح ابن حبان)
-17 عبدالجبار بن العلاء العطار 5321 (صحیح ابن خزیمہ)
-18 علی بن خشرم 5321 (ابن خزیمہ)
-19 سعید بن عبدالرحمٰن 5321 (ابن خزیمہ)
-20 عتبہ بن عبداللہ الیحمدی 5321 (ابن خزیمہ)
-21 الحسن بن محمد 5321 (ابن خزیمہ)
-22 یونس بن عبدالاعلیٰ الصدفی 5321 (ابن خزیمہ)
-23 علی بن الازہر 5321 (ابن خزیمہ)
-24 محمد بن رافع 5321 (ابن خزیمہ)
-25 عبدالرحمٰن بن بشر بن الحکم 5321 (البیہقی فی الکبریٰ)
-26 سعدان بن نصر 5321 (البیہقی)
-27 الحمیدی 5321 (مسند الحمیدی نسخہ مخطوطہ ظاہریہ)
-28 علی بن عبداللہ المدینی 5321 (جزء البخاری)
-29 شعیب بن عمرو 5321 (مسند ابی عوانہ)
-30 عبداللہ بن ایوب 5321 (مسند ابی عوانہ)
-31 محمد بن عیسیٰ 5321 (الفوائد لتمام الرازی قلمی 19/2)
-32 ابن المقرئ 5321 (منتقی ابن الجارود)
-33 ہارون بن اسحاق 5321 (منتقی ابن الجارود)

1 — مالک بن انس۔ عبداللہ بن مسلمہ۔ صحیح بخاری 5321
2 — یونس بن یزید۔ عبداللہ بن المبارک۔ محمد بن مقاتل۔ صحیح بخاری 5321
3 — شعیب۔ ابوالیمان۔ صحیح بخاری 5321
4 — ابن جریج۔ عبدالرزاق۔ محمد بن رافع۔ صحیح مسلم 5321
5 — ابن اخی الزہری 5321 (باختلاف یسیر) مسند احمد، منتقی ابن الجارود
6 — معمر 5321 (مسند احمد)
7 — الزبیدی 321 (ابوداود)
8 — عقیل 5321 (السنن الکبریٰ للبیہقی)
9 — محمد بن ابی حفصہ 5321 (مسند ابی عوانہ)
10 — عبیداللہ بن عمر 5321 (مسند ابی عوانہ) 4321 (نسائی)
11 — عبداللہ بن عمر 321 (مصنف عبدالرزاق)
12 — ہشیم 321 (جزء رفع الیدین)
13 — الاوزاعی 5321 معلقاً (التمہید 61/5)
14 — یحییٰ بن سعید الانصاری 5321 معلقاً (التمہید 61/5)
15 — سفیان بن حسین عن الزہری

قال أبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة ص 21

حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر: ثنا محمد بن أحمد بن أبي العوام: ثنا يزيد بن هارون: ثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال كان النبي ﷺ إذا كبر للصلوٰة رفع يديه حذو منكبيه وإذا ركع فعل مثل ذلك ولا يفعل ذلك بين السجدتين

نافع
- عبیداللہ — عبدالاعلیٰ — عیاش بن الولید — صحیح بخاری — 4321
- ایوب — حماد بن سلمہ — عفان — مسند احمد بن حنبل — 321
- موسیٰ بن عقبہ — ابراہیم بن طہمان — (السنن الکبریٰ للبیہقی 70/2) — 321
- ارطاۃ بن المنذر۔ الجراح بن ملیح۔ عبدالوہاب بن نجدۃ۔ احمد بن عبدالوہاب (الطبرانی فی المعجم الاوسط 39/1 ح16)

وفقط كان يرفع يديه عند التكبير للركوع وعند التكبير حين يهوي ساجداً

امام مالک کی بیان کردہ حدیث کا جدول

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما — سالم بن عبداللہ بن عمر — ابن شہاب الزہری — مالک بن انس

30 اسحٰق بن ابراہیم الحنینی 531 (التمہید 210/9)
29 عبداللہ بن نافع الزبیری 531 (ایضاً)
28 ابوحذیفہ احمد بن اسماعیل 531
27 کامل بن طلحہ 531 (ایضاً)
26 روح بن عبادہ 531 (ایضاً)
25 اسحٰق بن الطباع 531 (ایضاً)
24 الشافعی 31 (ایضاً)
23 معن بن عیسیٰ 531 (ایضاً)
22 سعید بن الحکم ابن ابی مریم 531 (ایضاً)
21 ابن بکیر 531 (ایضاً)
20 محمد بن الحسن 5321 (الموطا)
19 یحییٰ بن یحییٰ 531 (موطأ یحییٰ)
18 قتیبہ 321 (نسائی)
17 عبداللہ بن مسلمہ 5321 (صحیح بخاری) 531
16 عبداللہ بن المبارک 5321 (صحیح ابن حبان)
15 عثمان بن عمر 5321 (دارمی)
14 ابن وہب 5321 (بیہقی)
13 ابومصعب 531 (موطأ) 5321 (شرح السنہ للبغوی)
12 عبداللہ بن یوسف 5321 (جزء البخاری)
11 ابن القاسم 5321 (معلقاً التمہید 211،210/9) موطا ابن القاسم ص 113 ح59
10 یحییٰ بن سعید القطان 5321 (ایضاً)
9 عبدالرحمٰن بن مہدی 5321 (ایضاً)
8 جویریہ بن اسماء 5321 (ایضاً)
7 ابراہیم بن طہمان 5321 (ایضاً)
6 خالد بن مخلد 5321 (ایضاً)
5 مکی بن ابراہیم 5321 (ایضاً)
4 عبداللہ بن نافع الصائغ 5321 (ایضاً)
3 ابوقرہ موسیٰ بن طارق 5321 (ایضاً)
2 مطرف بن عبداللہ 5321 (ایضاً)
1 بشر بن عمر 5321 (ایضاً)

এই তাহক্বীক্ব হতে কতিপয় বিষয় প্রতীয়মান হয়েছে-

(১) ইমাম যুহরী হতে রুকূর আগে ও পরের রফউল ইদায়েন অবিরতভাবে (বর্ণিত ও প্রমাণিত) আছে।

(২) সুফিয়ান বিন উয়ায়নাহ হতে রুকূর আগে ও পরের রফউল ইদায়েন মুতাওয়াতির তথা অবিরতভাবে আছে।

(৩) মালিক বিন আনাস হতে রুকূর আগে এবং পরের রফউল ইদায়েন মুতাওয়াতির তথা অবিরতভাবে আছে।

মুসনাদুল হুমায়দী ও রফউল ইদায়েনের হাদীছ

'মুসনাদুল হুমায়দী' গ্রন্থটিকে এর টীকাকার হাবীবুর রহমান আযামী দেওবন্দী হিন্দুস্তানী 'নুসখায়ে দেওবন্দিইয়াহ' (হিন্দুস্ত ানিয়া) হতে প্রকাশ করেছেন। আর এর সমর্থনে 'নুসখায়ে সাঈদিইয়াহ' এবং 'নুসখায়ে ওছমানিয়া' হতে সহযোগিতা নিয়েছেন।[১৮৩]

'নুসখায়ে সাঈদিইয়া'-এর রচনার তারিখ হল **১৩১১** হিজরী, 'নুসখায়ে দেওবন্দিইয়া'-এর রচনার তারিখ **১৩২৪** হিজরী, 'নুসখায়ে ওছমানিয়া' **১১৫৯** হিজরীর আগে রচিত হয়েছে (ঐ)।

আযামী দেওবন্দী হিন্দুস্তানী 'নুসখায়ে ওছমানিয়া'-কে ভিত্তি বানিয়েছেন।[১৮৪] 'মুসনাদুল হুমায়দী'র আরেকটি কপিও রয়েছে যাকে 'নুসখায়ে যাহিরিয়াহ' বলা হয়।[১৮৫]

---

১৮৩. দেখুন : ভূমিকা, মুসনাদুল হুমায়দী পৃঃ ২, ৩।

১৮৪. *ঐ* পৃঃ ৩।

১৮৫. ভূমিকা পৃঃ ৪, ২৫।

এই নুসখা বা কপিটি সিরিয়াতে আছে। এবং তার ফটোস্ট্যাট মক্কা মুকার্রামা সহ অন্যান্য স্থানে রয়েছে। 'নুসখায়ে যাহিরিয়া'র রচনার তারিখ হল ৬৮৯ হিজরী।[১৮৬]

আসল দেওবন্দী কপিটিতে অসংখ্য ভুল আছে।[১৮৭]

কতিপয় স্থানে তাহরীফ তথা বিকৃতিও হয়েছে।[১৮৮]

অসংখ্য স্থানে (এই দেওবন্দী টীকাকার) 'নুসখায়ে যাহিরিয়া'-কে প্রাধাণ্য দিয়ে 'নুসখায়ে দেওবন্দিইয়া'-এর তাছহীহ করেছেন।[১৮৯]

কতিপয় স্থানের উপর স্বয়ং আযামী দেওবন্দী স্বীকার করেছেন যে, এখানে আসলে কপির মধ্যে 'তাহরীফ' (বিকৃতি) রয়েছে।[১৯০]

---

১৮৬. ভূমিকা, মুসনাদুল হুমায়দী পৃঃ **১৯**।

১৮৭. যেমন- অধ্যয়ন করুন : মুসনাদুল হুমায়দী **১/১**, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫....... ইত্যাদি)।

১৮৮. যেমন- দেখুন **১/১৫**, টীকা-৭, উপরন্তু দেখুন **১/৭১**।

১৮৯. যেমন- দেখুন **১/১৫**, টীকা-৭, উপরন্তু দেখুন **১/৭১**।

১৯০. দেখুন : মুসনাদুল হুমায়দী, তাহক্বীক্ব : আল-আ'যামী **১/১৫**, আরবী টিকা ইত্যাদি)।

مسند حمیدی، نسخۂ دیوبندیہ کا عکس

ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم[1] ٥

٦١٢— حدثنا الحميدى قال: ثنا سفيان قال: ثنا الزهرى عن سالم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا استاذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها[2] قال سفيان: يرون[3] انه بالليل ٥

٦١٣— حدثنا الحميدى قال: ثنا سفيان قال: ثنا الزهرى وحدى (وليس معى)[4] ولا معه احد قال: اخبرنى سالم بن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله للذى باعه الا ان يشترط المبتاع، (ومن باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرها للبائع الا ان يشترطه المبتاع)[5] ٥

٦١٤— حدثنا الحميدى قال: ثنا الزهرى قال: اخبرنى سالم بن عبد الله عن ابيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلوٰة رفع يديه حذومنكبيه، واذا اراد ان يركع وبعد ما يرفع راسه من الركوع فلا يرفع ولا بين السجدتين[6] ٥

٦١٥— حدثنا الحميدى قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت زيد بن

(١) اخرجه البخارى من طريق نافع، والترمذى من طريق سالم عن ابن عمر (ج ١ ص ١٧٩). (٢) اخرجه البخارى فى النكاح من طريق سفيان وفى الصلوٰة من طريق معمر وطريق آخر. (٣) فى الاصل «ترونه» وفى ظ «يرون».

(٤) سقط من الاصل زدناه من ع و ظ.

(٥) ما بين القوسين سقط من الاصل زدناه من ع و ظ.

والحديث اخرجه البخارى تاما من طريق الليث عن الزهرى عن سالم (ج٥ ص٣٢).

(٦) اخرج البخارى اصل الحديث من طريق يونس عن الزهرى واما رواية سفيان عنه فاخرجها احمد فى مسنده وابو داؤد عن احمد فى سننه لكن رواية احمد عن

مسند حمیدی / مخطوطہ ظاہریہ کا عکس

مسند حمیدی کے دوسرے قدیم مخطوطے کا عکس

حدثنا الحميدي قال ثنا ...
سالم بن عبد الله عن ابيه انه سمع ...
عليه وسلم على المنبر يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل
حدثنا الحميدي قال ثنا سفين قال ثنا عبد الله بن
دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
حدثنا الحميدي قال ثنا سفين قال ثنا اسمعيل بن
امية وايوب السختياني عن نافع عن ابن عمر عن النبي
صلى الله عليه وسلم مثله ٥ حدثنا الحميدي قال حدثنا
سفين قال ثنا الزهري عن سالم عن ابيه قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل
فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم
حدثنا الحميدي قال ثنا سفين قال ثنا الزهري
عن سالم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
اذا استاذنت احدكم امراته الى المسجد فلا يمنعها قال
سفين نرى انه بالليل ٥ حدثنا الحميدي قال حدثنا
سفين قال ثنا الزهري وحدي فلبس مني ولا سمعه
احد قال اخبرني سالم بن عبد الله عن ابيه ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للذي
باعه الا ان يشترطه المبتاع ومن باع نخلا بعد ان تؤبر
فثمرها للبائع الا ان يشترطه المبتاع ومن باع نخلا له
ابن عمر ح حدثنا الحميدي قال ثنا سفين قال ثنا الزهري
قال اخبرني سالم بن عبد الله عن ابيه قال رايت رسول
الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو
منكبيه واذا اراد ان يركع وبعد ما يرفع راسه
من الركوع ولا يرفع بين السجدتين ٥ حدثنا

بلادِ عرب میں مسند حمیدی کے مطبوعہ نسخے کا عکس

٦٢٦- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، قال: أخبرني سالم بن عبد الله،

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَلاَ يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ[1] .

٦٢٧- حدثنا الحميدي، قال:حدثنا (ع: ١٨٣) الوليد بن مسلم قال: سمعت زيد ابن واقد يحدث عن نافع،

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَبْصَرَ رَجُلاً يُصَلِّي لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ حَصَبَهُ[2] حَتَّى يَرْفَعَ يَدَيْهِ[3].

٦٢٨- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري قال:حدثني سالم

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ[4] .

٦٢٩- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن سالم،

عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لاَحَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ»[5] .

---

(١)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الأذان (٧٣٥) باب: رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، ومسلم في الصلاة (٣٩٠) باب: استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام.

وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم (٥٤٢٠، ٥٤٨١، ٥٥٣٤، ٥٥٦٤)، وفي «صحيح ابن حبان» برقم (١٨٦١) و (١٨٦٤، ١٨٦٨، ١٨٧٧).

(٢)- حصبه: رماه بالحصا.

(٣)- إسناده صحيح، ونسبه الحافظ في الفتح ٢ / ٢٢٠ إلى البخاري في جزء رفع اليدين.

(٤)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في تقصير الصلاة (١٠٩١) باب: يصلي المغرب ثلاثاً في السفر - وأطرافه (١٠٩٢، ١١٠٦، ١١٠٩، ١٦٦٨....) -، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٠٣) باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر.

ولتمام التخريج انظر «مسند الموصلي» (٥٤٢٢، ٥٤٣٠، ٥٤٨٥).

(٥)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في فضائل القرآن (٥٠٢٥) باب: اغتباط صاحب القرآن، وفي التوحيد (٧٥٢٩)، ومسلم في صلاة المسافرين (٨١٥) باب: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. =

المستخرج لابي نعيم الاصبهاني كا عكس

٦٨ - باب في رفع اليدين في الصلاة

٨٥٦ـ حدثنا ابو علي محمد بن أحمد بن الحسن ، ثنا بشر بن موسى ، ثنا الحميدي ح ، وحدثنا فاروق ، ثنا ابو مسلم ، ثنا القعنبي ح ، وحدثنا ابو بكر الطلحي ، ثنا عبيد بن غنام ، ثنا ابو بكر بن أبي شيبة ، وحدثنا جعفر بن محمد بن عمرو ، ثنا ابو حصين ، ثنا يحيى بن عبد الحميد ح ، وحدثنا محمد بن إبراهيم ، ثنا أحمد بن علي بن المثنى ، ثنا زهير بن حرب ، وإسحاق بن أبي إسرائيل ح ، وحدثنا ابو علي مخلد بن جعفر ، ثنا الفريابي ، ثنا قتيبة ح ، وحدثنا ابو محمد بن عبدان ، ثنا عثمان بن أبي شيبة ، وابو بكر بن خلاد وزيد بن الحريش ، وحدثنا ابو علي الصواف ، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، قالوا : ثنا سفيان بن عيينة ، ثنا الزهري ، أخبرني سالم ابن عبد الله ، عن ابيه قال : «رأيت رسول الله ﷺ إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين»(١) . اللفظ للحميدي .

رواه مسلم عن يحيى بن يحيى ، وسعيد بن منصور ، وأبي بكر بن أبي شيبة ، وعمرو الناقد ، وزهير بن حرب ، وابن نمير كلهم عن سفيان .

٨٥٧ـ أخبرنا سليمان بن أحمد ، ثنا إسحاق ، أنبا عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، حدثني ابن شهاب ، عن سالم ، عن ابن عمر قال : «كان نبي الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم يكبر فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود»(٢) .

رواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق.

٨٥٨ـ حدثنا ابو بكر بن خلاد ، ثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان ، ثنا يحيى بن بكير ، ثنا الليث بن سعد ، حدثني عقيل ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال : «كان رسول الله ﷺ إذ قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم كبروا وإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك ولا يفعله حين

ـ [٢/ ٤١٩] الحديث [٨١٥٩] .

(١) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة [١/ ٢٩٢] الحديث [٢١/ ٣٩٠] . والترمذي في كتاب الصلاة [٢/ ٣٥] الحديث [٢٥٥] . والنسائي في كتاب افتتاح الصلاة [٢/ ١٤٢] باب : رفع اليدين للركوع حذاء المنكبين. وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة [١/ ٢٧٩] الحديث [٨٥٨] . والإمام أحمد في مسنده [٢/ ١٢] الحديث [٤٥٣٩] .

(٢) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة [١/ ٢٩٢] الحديث [٢٢/ ٣٩٠] . والبيهقي في الكبرى في كتاب الصلاة [٢/ ٣٦] الحديث [٢٣٠١] .

‘মুসনাদুল হুমায়দী’র উভয় প্রাচীন হস্তলিখিত কপিতে লেখা হয়েছে যে, رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَلَا يَرْفَعُ وَلَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ‘আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখেছি যে, যখন তিনি ছালাত শুরু করতেন, তখন তাঁর দু’হাতকে কাঁধ বরাবর তুলতেন। আর যখন তিনি রুকূ করার ইচ্ছা করতেন তখন ও রুকূ হতে মাথা তোলার পরে রফউল ইদায়েন করতেন। আর তিনি দু’সিজদার মাঝে রফউল ইদায়েন করতেন না’।

এই ইবারত দ্বারা পরিষ্কার প্রতীয়মান হয় যে, ‘নুসখায়ে দেওবন্দিয়া’-তে فَلَا يَرْفَعُ ‘তিনি রফউল ইদায়েন করতেন না’-এর সংযোজন হিন্দুস্তানী লেখক বা কপিকারকের বানানো। যেমনটা সম্প্রতি ‘মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ গ্রন্থটিকে করাচীতে যখন বোম্বের মুদ্রিত কপির ছবিসহ প্রকাশিত হয়েছিল; তখন সেখানেও চরমপন্থী দেওবন্দী প্রকাশক সাইয়েদুনা ওয়ায়েল (রাঃ)-এর রেওয়ায়াতের শেষে تحت السرة‘নাভীর নীচে’-এর বানোয়াট শব্দসমূহ বৃদ্ধি করে দিয়েছেন।

‘মুসনাদে হুমায়দী’র এই রেওয়ায়াতের সনদের মধ্যে ক্ষিপ্রতা ও দ্রুততার কারণে حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ‘আমাদেরকে সুফিয়ান হাদীছ বর্ণনা করেছেন’-এর শব্দগুলিও বাদ পড়ে গিয়েছিল। যার অনুভূতি টীকাকারের বহু দিন পরে হয়েছিল। কেননা, ভুলসমূহের যে তালিকা গ্রন্থের শেষে আছে, সেখানেও এই ভুলের অপনোদন করা হয়নি।

'নুসখায়ে যাহিরিয়া' সমস্ত নুসখার চাইতে বেশী বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য। আর একটি-দু'টি নুসখাতেও এই রেওয়ায়াতটি 'নুসখায়ে যাহিরিয়া'র অনুরূপ রয়েছে। সাইয়েদুনা ইবনু ওমর (রাঃ)-এর (রফউল ইদায়েনের মওকূফ হাদীছটি) রেওয়ায়াতটিকে ইমাম হুমায়দী অন্য আরেকটি সনদ দ্বারাও বর্ণনা করেছেন। যদ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) রফউল ইদায়েনকে যরূরী (ওয়াজিব) মনে করতেন।

একই রেওয়ায়াতের পরে ইমাম হুমায়দী'র আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)-এর এই আমলের কথা উল্লেখ করা যে, 'তিনি রফউল ইদায়েন বর্জনকারীকে ততক্ষণ পর্যন্ত কংকর নিক্ষেপ করতেই থাকতেন যতক্ষণ সেই ব্যক্তি রফউল ইদায়েন শুরু না করত-(এই রেওয়ায়াতটি) দ্বারাও পরিষ্কার প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম হুমায়দী 'আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)-এর রফউল ইদায়েনের প্রমান সংক্রান্ত হাদীছ ও আবার তার আমলকে উল্লেখ করে মূলত এই মাসআলার উপর মোহর প্রমাণ করতে চান। আর এরই ভিত্তিতে ইমাম হুমায়দী স্বয়ং রফউল ইদায়েনের উপরে আমল করতেন।

এই হাদীছটিকে ইমাম আবূ আওয়ানাহ 'সুফিয়ান'-এর অন্যান্য ছাত্রদের থেকে বর্ণনা করে ইমাম হুমায়দী'র সনদ দ্বারাও এই হাদীছের প্রাথমিক শব্দাবলী বর্ণনা করেছেন। অতঃপর مِثْلَهُ (তার অনুরূপ) বলে ইশারা করেছেন যে, ইমাম হুমায়দীর হাদীছের শব্দসমূহও (এই হাদীছে বিদ্যমান শব্দাবলীর) অনুরূপ। বিধায় এর দ্বারা সাব্যস্ত হল যে, فَلَا يَرْفَعُ 'তিনি রফউল ইদায়েন করতেন না' শব্দগুলি ভুল ও প্রত্যাখ্যাত।

এই বিশদ আলোচনা দ্বারা প্রতিভাত হল যে-

(১) 'মুসনাদে হুমায়দী'র প্রকাশিত কপির বিতর্কিত কথাটি 'মুহার্রফ' (বিকৃত) ও 'মুছাহ্হাফ' (বানানজনিত ত্রুটিপূর্ণ)।

(২) অন্যান্য নির্ভরযোগ্য রাবীগণ একে 'সুফিয়ান বিন উয়ায়নাহ' হতে 'রুকূর আগে ও রুকূর পরে রফউল ইদায়েন করা'র প্রমাণের সাথে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং যদি এই (রফউল করতেন না) ভাষ্যটি 'মুসনাদুল হুমায়দী'-এর সকল হস্তলিখিত কপিতেও বিদ্যমান থাকত, তবে সন্দেহ ও সংশয় ব্যতিরেকে (সেটা) 'তাছহীফ' এবং বড় ভুল ছিল।

(৩) যেহেতু প্রথম শতাব্দিসমূহে এই বানোয়াট বর্ণনার নাম-নিশানাও ছিল না; সেহেতু একে কেউই পেশ করেন নি।

(৪) যারা 'যাওয়ায়েদ'-এর উপর গ্রন্থসমূহ লিখেছেন যেমন- হাফেয ইবনে হাজারের 'আল-মাত্বালিবুল আলিয়া ফী যাওয়ায়েদে আল-মাসানীদ আল-ওছমানীয়া' (এর মধ্যে মুসনাদুল হুমায়দী আছে), ইমাম বূছীরীর 'ইতহাফুস সাদাতুল মাহরাহ আল-খায়রাহ'; তাদের মধ্য হতে কেউই এই রেওয়ায়াতকে পেশ করেন নি। যদি থাকত তবে পেশ করতেন!

(৫) 'মাকতাবা যাহিরিইয়া'-এর 'মুসনাদুল হুমায়দী'র প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে এই হাদীছটি সঠিকরূপে (রুকূর আগে ও পরে রফউল ইদায়েনের প্রমাণের সাথে) বিদ্যমান আছে।

(৬) হাফেয আবূ আওয়ানাহ ইয়াকূব বিন ইসহাক্ব আল-ইসফারাইনী 'মুসানাদে আবূ 'আওয়ানাহ' গ্রন্থে[১৯১] একে ইমাম

---

১৯১. ২/৯১।

শাফেঈ ও ইমাম আবূ দাঊদের রেওয়ায়াতের (হুবহু) অনুরূপ বলেছেন।

ইমাম শাফেঈর রেওয়ায়াতটি 'রুকূর আগে ও পরে রফউল ইদায়েন'-এর প্রমাণের সাথে 'কিতাবুল উম্ম' গ্রন্থে বিদ্যমান।[১৯২]

আবূ দাঊদ (সম্ভবত 'আল-হার্রানী')-এর সূত্রে আলী (বিন আব্দুল্লাহ আল-মাদীনী)-এর রেওয়ায়াতটি আমরা পাইনি। কিন্তু 'সুনানে আবূ দাঊদ' গ্রন্থে আহমাদ বিন হাম্বলের রেওয়ায়াতটি 'রুকূর আগে ও পরে রফউল ইদায়েনের প্রমাণ'-এর সাথে বিদ্যমান আছে।[১৯৩]

আর আলী বিন আব্দুল্লাহ আল-মদীনী'র রেওয়ায়াতটি 'রুকূর আগে ও পরে রফউল ইদায়েনের প্রমাণ'-এর সাথে বুখারীর 'জুযউ রফইল ইদায়েন' গ্রন্থে বিদ্যমান আছে।[১৯৪]

(৭) এই হাদীছের প্রধান রাবী ইমাম সুফিয়ান বিন উয়ায়নাহ হতে 'রুকূর আগে ও পরে রফউল ইদায়েন' ছহীহ সনদে প্রমাণিত আছে।[১৯৫]

(৮) ইমাম হুমায়দীও 'রুকূর আগে ও পরে রফউল ইদায়েন'-এর প্রবক্তা ছিলেন।[১৯৬]

১৯২. ১/১০৩, বৈরূত ছাপা।
১৯৩. সুনানে আবূ দাঊদ হা/৭২১, ১/১১১।
১৯৪. হা/২ পৃঃ ১৭।
১৯৫. দেখুন : সুনানে তিরমিযী হা/২৫৬, ২/৩৯, তাহক্বীক্ব : আহমাদ শাকের।
১৯৬. বুখারী, জুযউ রফউল ইদায়েন হা/১, পৃঃ ৩৫, আমার তাহক্বীক্বকৃত।

সারাংশ এই যে, 'মুসনাদুল হুমায়দী' গ্রন্থে 'যুহরী সালিম হতে, তিনি তার পিতা হতে'-এর রেওয়ায়াতটি রফউল ইদায়েনের প্রমাণের সাথে রয়েছে, না বাচকের সাথে নেই। সুতরাং 'নুসখায়ে দেওবন্দিইয়া'-এর বানোয়াট বক্তব্যটুকু (রফউল ইদায়েন করতেন না) মাউযূ ও বাতিল। আর একে পেশ করা চূড়ান্ত যুলুম, নিকৃষ্টতম খেয়ানত ও গোয়ার্তুমি।

(৯) এই তাহক্বীক্বের পরে ইমাম আবূ নুআইম ইছপাহানীর 'আল-মুসতাখরাজ'[১৯৭] দেখার সুযোগ পেয়েছি। সেখানেও এই রেওয়ায়াতটি 'মুসনাদুল হুমায়দী'র সনদের সাথে বর্ণিত আছে যেখানে রফউল ইদায়েনের 'হা বোধক' তথা (প্রমাণ) রয়েছে। 'না বোধক' নেই। *আল-হামদুল্লিাহ।*

(১০) 'মুসনাদে হুমায়দী' যা সিরিয়া হতে প্রকাশিত হয়েছে-তাতেও রফউল ইদায়েন করার হাদীছ বিদ্যমান। আর (রফউল ইদায়েন) না করার কোন নাম ও নিশান নেই।[১৯৮]

মুসনাদু আবী আওয়ানাহ ও রফউল ইদায়েনের হাদীছ

এই প্রসঙ্গে মাওলানা ইরশাদুল হক আছারী ছাহেবের একটি পুস্তিকা 'মাসআলায়ে রফউল ইদায়েন পার এক নাঈ কাওয়াশ কা তাহক্বীক্বী জায়েযাহ' বহু আগে প্রকাশিত হয়েছিল। এতে ডায়ারভী ছাহেবের সংশয়সমূহ ও ভ্রান্তিসমূহের লা-জওয়াব ও সন্তোষজনক জবাব দেয়া হয়েছে।

যেহেতু হাদীছটিকে ইমাম আবূ আওয়ানাহ তিনজন রাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। সেহেতু এই তিনটি হাদীছের হুকুমের মধ্যে

১৯৭. ২/১২।
১৯৮. দেখুন হা/ ৬২৬, ১/৫১৫।

রয়েছে। এ কারণেই ইমাম আবূ আওয়ানাহ (আল-ইসফারাঈনী) অত্যন্ত দ্বীন-দারিতার সহিত রেওয়ায়াতসমূহের মতানৈক্যগুলিও উল্লেখ করে দিয়েছেন। কেউ বলেছেন, يحاذي بهما (منكبيه)। আর কেউ বলেছেন, حذو منكبيه। একইভাবে কেউ বলেছেন, لا يرفعهما (بين السجدتين)। এবং কেউ বলেছেন, لا يرفع (بين السجدتين)।

কিন্তু এই সবগুলির উদ্দেশ্য একই। ইমাম আবূ আওয়ানাহ বলেছেন, والمعني واحد 'এবং এসব হাদীছগুলির মর্ম একই'। ছহীহ মুসলিমে সুফিয়ান বিন উয়ায়নাহ (যিনি মুসনাদু আবী 'আওয়ানাহ'র হাদীছটির প্রধান রাবী) হতে ছয়জন নির্ভরযোগ্য রাবী لا يرفعهما بين السجدتين (তিনি দু'সিজদার মাঝে হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন না) এর বাক্যটি উল্লেখ করেন। ইমাম আহমাদ ইত্যাদি বিদ্বানগণ لا يرفع بين السجدتين 'তিনি দু' সিজদায় রফউল ইদায়েন করতেন না'-এ বাক্যটি উল্লেখ করেছেন।

بین السجدتین) اور کسی نے کہا: ”لا یرفع“ (بین السجدتین)

لیکن ان سب کا مطلب ایک ہی ہے۔ امام ابوعوانہ نے کہا: ”والمعنٰی واحد“
ی معنی (مطلب) ایک ہی ہے۔ صحیح مسلم میں سفیان بن عیینہ (جو کہ مسند ابی عوانہ والی
دیث کے بنیادی راوی ہیں) سے چھ ثقہ راوی ”لا یرفعهما بین السجدتین“ کا لفظ
کر کرتے ہیں۔ امام احمد وغیرہ ”لا یرفع بین السجدتین“ کا لفظ بیان کرتے ہیں۔

مسند ابی عوانہ / مدینہ منورہ والے قلمی نسخے کا عکس

ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه
وسلم وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتتن أمه.
حدثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس
قال ما صليت خلف أحد أخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم
في تمام وكانت صلاة أبي بكر رضي الله عنه متقاربة فلما كان عمر رضي الله
عنه مد في الفجر.

باب

بيان رفع اليدين في افتتاح الصلاة قبل التكبير
بحذاء منكبيه وللركوع ولرفع رأسه من الركوع
وأنه لا يرفع بين السجدتين.

حدثنا عبد الله بن أيوب المخرمي وسعدان بن نصر وشعيب بن عمرو
في آخرين قالوا ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه
قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى
يحاذي بهما وقال بعضهم حذو منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعد
ما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفعهما وقال بعضهم ولا يرفع بين السجدتين
والمعنى واحد. حدثنا الربيع بن سليمان ثنا الشافعي ثنا ابن
عيينة نحوه ولا يفعل ذلك بين السجدتين. حدثنا أبو داود
أخبرنا ... سفيان ثنا الزهري ثنا الإخوة بن سالم عن أبيه
قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا الصائغ
بمكة ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا الزهري أخبرني سالم عن
أبيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا الربيع

● مخطوطة مسند أبي عوانة (مصورة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة) ●

مسند ابی عوانہ سندھی مخطوطے کا عکس

بيان رفع اليدين في افتتاح الصلاة

'মুসনাদু আবী আওয়ানাহ'র এই হাদীছটির একজন রাবী 'সাদান বিন নাছর'-এর বর্ণনা বায়হাক্বীর 'আস-সুনানুল কুবরা' গ্রন্থে রয়েছে। (সা'দান পর্যন্ত সনদটি সন্দেহাতিতভাবে ছহীহ)। এতে আছে, رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ مِنَ الرُّكُوعِ وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ '(সালিম তাঁর পিতা হতে বলেন) আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখেছি যখন তিনি ছালাত শুরু করতেন তখন কাঁধ বরাবর রফউল ইদায়েন করতেন। আর যখন তিনি রুকূ' করতেন ও রুকূ হতে উঠতেন তখনও রফউল ইদায়েন করতেন। এবং তিনি দু'সিজদার মাঝে রফউল ইদায়েন করতেন না'।[১৯৯]

সুতরাং প্রতীয়মান হল যে, এই হাদীছটি রফউল ইদায়েনের প্রমাণের শক্তিশালী দলীল। এ জন্য 'الحافظ الثقة الكبير' (হাদীছের) হাফেয, নির্ভরযোগ্য, বড় ইমাম আবূ 'আওয়ানাহ একে رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ بِحِذَاءِ مَنْكِبَيْهِ، وَلِلرُّكُوعِ وَلِرَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ، وَأَنَّهُ لَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ 'তাকবীরে তাহরীমার পূর্বে ছালাতের শুরুতে কাঁধ বরাবর দু'হাত উত্তোলন করা। আর রুকূর জন্য ও রুকূ থেকে মাথা উত্তোলন করার সময় হাত রফউল ইদায়েন করা; আর তিনি দু'সিজদার মাঝে রফউল ইদায়েন করতেন না'-এর অনুচ্ছেদে এনেছেন।

---

১৯৯. আস-সুনানুল কুবরা ২/৬৯।

কতিপয় অবুঝ লোক لا يرفعهما 'তিনি রফউল ইদায়েন করতেন না'-কে প্রথম ইবারতের মধ্যে লাগিয়ে দিয়েছেন। অথচ দলীলসমূহ তাদেরকে স্পষ্টরূপে খন্ডন করছে।-

(১) 'মুসনাদু আবী আওয়ানাহ'-এর মুদ্রিত কপি হতে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় 'و' (এবং, অতঃপর) বাদ দেয়া হয়েছে বা বাদ পড়ে গেছে। এই 'و'-টি 'মুসনাদু আবী আওয়ানাহ'র হস্তলিখিত কপিসমূহতে ও ছহীহ মুসলিমসহ ও অন্যান্যের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে (আল্লামা সাইয়েদ ইহসানুল্লাহ শাহ রাশিদী পীরাফঝান্ডা-এর কপিতেও এই 'و' বিদ্যমান আছে। বরং মদীনাহ তাইয়েবা'র কপিতেও 'و' বিদ্যমান আছে। *আল-হামদুল্লিাহ)।*

(২) সাদানের বর্ণনাও রফউল ইদায়েনের প্রমাণের পক্ষে সমর্থন করছে।

(৩) আবূ আওয়ানাহ'র অনুচ্ছেদ রচনাও এর উপরই সাক্ষী হয়ে আছে।

(৪) ইমাম শাফেঈ, ইমাম আবূ দাঊদ ও ইমাম হুমায়দীর রেওয়ায়াতও 'রুকূর সময় ও রুকূর পরে রফউল ইদায়েন করা'-এর সাথে রয়েছে। যে সম্পর্কে আবূ 'আওয়ানাহ 'نَحْوه', 'بِمِثْلِه' ও 'مِثْلَهُ' বলেছেন।

(৫) এই হাদীছকে পূর্বের হানাফী আলেমগণ যেমন যায়লাঈ (ইত্যাদি) রফউল ইদায়েন না করার পক্ষে উপস্থাপন করেননি। সেই সময় পর্যন্ত এ রেওয়ায়াতটি বানানোই হয়নি। সুতরাং তারা পেশ করবেন কিভাবে?!

প্রতীয়মান হল যে, এই বর্ণনার সাথে রফউল ইদায়েন না করার উপর দলীল গ্রহণ করা ভুল, বাতিল ও আর চৌদ্দশত হিজরীর 'বিদআত'।

মুসনাদু আবী আওয়ানাহ পুরাতন কালেও প্রসিদ্ধ এবং বিখ্যাত ছিল। কোন একজন মুহাদ্দিছই এর উপরোল্লিখিত ইবারতটুকু রফউল ইদায়েন বর্জন এবং না থাকা সম্পর্কে উপস্থাপন করেননি।

'মুদাওয়ানাহ কুবরা'র একটি রেওয়ায়াত

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে গত হয়ে যে, ইমাম মালিক বিন আনাস (রহঃ) থেকে রুকূর সময় এবং পরে রফউল ইদায়েনের রেওয়ায়াতের প্রমাণ অবিরতধারায় সাব্যস্ত আছে।[২০০]

কতিপয় লোক এর বিপরীতে 'আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা' গ্রন্থের একটি রেওয়ায়াত পেশ করেছেন।- ابْنُ وَهْبٍ وَابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ لِلصَّلَاةِ 'সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ছালাত শুরু করতেন তখন কাঁধ পর্যন্ত হাত তুলতেন'।[২০১]

এই রেওয়ায়াতকে কোন নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিছ রফউল ইদায়েনের বিরুদ্ধে পেশ করেননি; আর না কোন বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি একে

---

২০০. দেখুন পৃঃ ৬৮।

২০১. আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা ১/৭১; মা'আরিফুস সুনান ২/৪৯৭ এর বরাতে, মুহাম্মাদ ইউসূফ বানূরী কাউছারী দেওবন্দী, নূরুছ ছাবাহ ফী তারকি রফ'ইল ইদায়েন বা'দাছ ছালাত পৃঃ ৬০, ৬১।

পেশ করতে পারেন। এর দ্বারা দলীল গ্রহণ কতিপয় কারণে প্রত্যাখ্যাত-

(১) এই হাদীছটি সংক্ষিপ্ত। এতে রুকূর আগে ও পরে রফউল ইদায়েনের উল্লেখ নেই। আর 'আদামে যিকর'-এর কারণে 'নাফী যিকর' অপরিহার্য হয় না। যেমনটি গত হয়েছে।

(২) ইমাম মালেক হতে রফউল ইদায়েনের রেওয়ায়াতটি 'মুতাওয়াতির'।

(৩) 'ইবনু ওয়াহ্‌ব মালেক হতে, তিনি (ইবনে শিহাব) যুহরী হতে'-এর বর্ণনাটি 'আস-সুনানুল কুবরা'[২০২] গ্রন্থে বিদ্যমান। সেখানে রুকূর আগে এবং পরে রফউল ইদায়েনের প্রমাণ রয়েছে। 'ইবনু ওয়াহ্‌ব' পর্যন্ত বায়হাক্বীর সনদটি একেবারেই ছহীহ।

(৪) ইবনুল ক্বাসেম-এর বর্ণনায়ও রুকূর সময় ও পরে রফউল ইদায়েনের প্রমাণ রয়েছে।[২০৩]

ইবনুল ক্বাসিমের বর্ণনা মুয়াত্তা ইমাম মালেক (ইবনুল ক্বাসিম-এর বর্ণনায়) গ্রন্থে রয়েছে।[২০৪]

(৫) ইমাম ইবনে শিহাব আয-যুহরী হতে রফউল ইদায়েনের প্রমাণের বর্ণনাসমূহ 'মুতাওয়াতির' বা অবিরত ধারায় বর্ণিত (যেমনটি গত হয়েছে)। সুতরাং 'আদামে যিকর'-এর রেওয়ায়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করা বাতিল।

(৬) খোদ 'মুদাওয়ানাতুল কুবরা' গ্রন্থটির সনদ ও তাওছীক্ব-এর বিষয়টি আপত্তিকর।

২০২. ২/৬৯।
২০৩. আত-তামহীদ ৯/২১০, ২১১, মুআল্লাক্বরূপে।
২০৪. হা/৫৯ পৃঃ ১১৩।

'আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা' ইমাম মালেকের নয়। 'মুদাওয়ানাহ'র লেখক 'সুহনূন' পর্যন্ত সংযুক্ত সনদটি অজ্ঞাত। অতএব, এই সম্পূর্ণ গ্রন্থটি সনদবিহীন (বর্ণিত) হয়েছে। একজন প্রসিদ্ধ আলেম আবূ ওছমান সাঈদ বিন মুহাম্মাদ বিন ছুবাইহ ইবনুল হাদ্দাদ আল-মাগরিবী ('সুহনূন'-এর ছাত্র) যিনি মুজতাহিদের মধ্য হতে ছিলেন।[২০৫]

তিনি 'মুদাওয়ানাহ'র খন্ডনে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন (ঐ)।

তিনি 'মুদাওয়ানাহ'-কে 'মুদাওয়াদাহ' (পোকায় ধরা গ্রন্থ) বলতেন।[২০৬]

শায়খ আবূ ওছমান আহলে সুন্নাতের ইমামদের মধ্য হতে ছিলেন। তিনি ৩০২ হিজরীতে মারা গেছেন। আল্লাহ তাঁকে রহম করুন।

এই সনদবিহীন গ্রন্থটির অন্যান্য মাসআলাগুলিও দেওবন্দী আলেমগণ মানেন না। যেমন (১/৬৮) এর মধ্যে লেখা হয়েছে-

(ক) ছালাতে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম'ও আস্তে বলা উচিৎ নয়।

(খ) 'আল-মুদাওয়ানাহ কুবরা' গ্রন্থের কথানুপাতে, ইমাম মালেকের নিকটে ছালাতে হাত বাঁধা মাকরূহ।[২০৭]

এই মাসাআলাগুলি সম্পর্কে মনে হয়?

আব্দুল্লাহ বিন আওন আল-খার্রায -এর রেওয়াত

কতিপয় লোক নীচের রেওয়ায়াতটি পেশ করেছেন-

২০৫. সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৪/২০৫।
২০৬. আল-ইবার ফী খাবারি মান গাবার ২/১২২।
২০৭. ১/৭৬।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ الْخَرَّازِ ثَنَا مَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ، إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ لَا يَعُودُ، 'হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন ছালাত শুরু করতেন তখন রফউল ইদায়েন করতেন। অতঃপর তিনি আর এমনটি করতেন না'।[২০৮]

প্রথমত : ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ আল-হাকেম (এই রেওয়ায়াতটি সম্পর্কে) বলেছেন, قَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا بَاطِلٌ مَوْضُوعٌ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُذْكَرَ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الْقَدْحِ، فَقَدْ رَوَيْنَا بِالْأَسَانِيدِ الصَّحِيحَةِ عَنْ مَالِكٍ بِخِلَافِ هَذَا 'এই হাদীছটি বাতিল, বানোয়াট। হাদীছটিকে উল্লেখ করা জায়েয নেই। তবে সমালোচনার জন্য (উল্লেখ করা যাবে)। এর বিপরীতে ইমাম মালেক হতে ছহীহ সনদসমূহের দ্বারা আমাদেরকে বর্ণনা করা হয়েছে।[২০৯]

(ইমাম হাকেম সম্পর্কে) হাফেয যাহাবী বলেছেন, الإِمَامُ الحَافِظُ، النَّاقِدُ العَلاَّمَةُ، شَيْخُ المُحَدِّثِيْن তিনি ইমাম, (হাদীছের) হাফেয, (সনদ এবং মতনের) সমালোচক, আল্লামা ও শায়খুল মুহাদ্দিছীন।[২১০]

তিনি আরো বলেছেন, وصنَّف وخرَّج، وجرَّح وعَدَّل، وصحَّح وَعلَّل، وَكَانَ مِنْ بُحور العِلْمِ عَلَى تشيُّعٍ قَلِيْلٍ فِيْهِ 'তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

২০৮. বায়হাক্বী, আল-খিলাফিয়াত, 'নাছবুর রায়াহ' এর বরাতে ১/৪০৪; হাবীবুল্লাহ ডায়ারভী দেওবন্দী, নূরুছ ছাবাহ পৃঃ ৬১, ৬২।

২০৯. নাছবুর রায়াহ ১/৪০৪।

২১০. সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৭/১৬৩।

আর তিনি (হাদীছের) তাখরীজ করেছেন। (রাবীদের) সমালোচনা এবং গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। তিনি (হাদীছের সনদে, মতনে বিদ্যমান) ত্রুটি-বিচ্যুতি উল্লেখ করেছেন। আর তিনি একজন জ্ঞানের সাগরদের মধ্য হতে ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তার মাঝে সামান্য শীআ আক্বীদা ছিল'।[২১১]

খত্বীব বাগদাদী বলেছেন, وَكَانَ ثِقَةً তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন।[২১২]

ইমাম হাকেম একজন সত্যপরায়ণ। কিন্তু 'মুসতাদরাক' গ্রন্থে তিনি 'সাক্বেত্ব' (জাল ও যঈফ) হাদীছসমূকে ছহীহ আখ্যা দিতেন।[২১৩]

ইমাম হাকেম শৈথিল্যবাদী ছিলেন।[২১৪]

একজন শৈথিল্যবাদী (ইমাম) যে বর্ণনাকে বাতিল ও মাওযূ বলেন তা (উক্ত বর্ণনা সাধারণত) সর্বনিম্ন স্তরের মাওযূ ও বাতিল হয়ে থাকে।

হাফেয যাহাবী ইমাম হাকেমকে الحافظ الكبير 'আল-হাফেয আল-কাবীর' ও امام المحدثين 'ইমামুল মুহাদ্দিছীন' বলেছেন।[২১৫]

২১১. ঐ পৃঃ ১৬৫।

২১২. তারীখে বাগদাদ ৫/৪৭৩।

২১৩. মীযানুল ই'তিদাল ৩/৬০৮; উপরন্তু দেখুন : তাওযীহুল আহকাম ১/৫৭২-৫৭৮।

২১৪. যাহাবী, যিকরু মান য়ু'তামাদু ক্বওলুহূ ফিল জারহি ওয়াত-তা'দীল ২/১৫৯; সাখাবী, আল-মুতাকাল্লামূনা ফির রিজাল পৃঃ ১৩৭।

২১৫. তাযকিরাতুল হুফফায ৩/২২৭, 'আহসানুল কালাম' -এর বরাতে ১/১০৪, লেখক : সরফরায খান ছফদর দেওবন্দী, ২য় মুদ্রণ)।

দ্বিতীয়ত : ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিইয়াহ নামে পরিচিত হাফেয আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবূ বকর আদ-দিমাশক্বী (৬৯১-৭৫১ হিঃ) বলেছেন, وَمَنْ شَمَّ رَوَائِحَ الْحَدِيثِ عَلَى بُعْدٍ شَهِدَ بِاللَّهِ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ 'আর যে দূর থেকেই হাদীছের সুগন্ধী পেয়েছে সেও আল্লাহর কসম খেয়ে বলবে যে, এটা বানোয়াট'।[২১৬]

হাফেয ইবনে ক্বাইয়িম সম্পর্কে আলেমগণের কতিপয় অভিমত লক্ষ্য করুন-

(১) ইবনে রজব আদ-দিমাশক্বী বলেছেন, وَكَانَ عارفا بالتفسير لا يجارى فِيهِ، وبأصول الدين، وإليه فيهما المنتهى. والحَدِيث ومعانيه وفقهه، ودقائق الاستنباط منه، لا يلحق فِي ذَلِكَ 'আর তিনি তাফসীর, উছূলুদ দ্বীন (আক্বীদা) সম্পর্কে গভীর জ্ঞানী ছিলেন যে, তাকে অতক্রিম করা হ'ত না (অতিক্রম করার মত কেউ ছিল না)। এ দু'টিতে তার চূড়ান্ত ইলম ছিল। তিনি হাদীছ, এর মর্মার্থ, এর গভীর বুঝ ও এর সুক্ষ্ম বিষয়সমূহ হতে ইসতিমবাত্ব (এর ক্ষেত্রে অগাধ জ্ঞানী ছিলেন)। এসব বিষয়ে (অন্য কাউকে তার সমকক্ষরূপে) সংযুক্ত করা হত না'।[২১৭]

(২) ইবনু কাছীর আদ-দিমাশক্বী বলেছেন, صاحبنا الشيخ الامام العلامة...وبرع في علوم متعددة لا سيما علم التفسير والحديث والاصلين 'আমাদের সাথী হলেন শায়খ, ইমাম, আল্লামা।... আর তিনি

২১৬. আল-মানারুল মুনীফ ফিছ-ছহীহ ওয়ায য'ঈফ পৃঃ ১৩৮।
২১৭. কিতাবুয যায়ল আলা ত্বাবাক্বাতিল হানাবিলাহ ২/৪৪৮।

অসংখ্য ইলমে অসাধারণ হয়েছেন। বিশেষ করে ইলমে তাফসীর, হাদীছ ও এ দু'টো বিষয়ের উছূল সম্পর্কে'।[২১৮]

(৩) ইবনু নাছিরুদ্দীন আদ-দিমাশক্বী বলেছেন, الشَّيْخ الامام الْعَلامَة شمس الدّين أحد الْمُحَقِّقين 'তিনি শায়খ, ইমাম, আল্লামা, দ্বীনের সূর্য ও অন্যতম মুহাক্কিক্ব'।[২১৯]

(৪) ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলী বলেছেন, الفقيه الحنبلي، بل المجتهد المطلق، المفسّر النّحويّ الأصولي، المتكلم 'তিনি হাম্বলী ফক্বীহ। বরং তিনি একজন মুজতাহিদ মুত্বলাক্ব, মুফাসসির, নাহুবীদ, উছূলবীদ এবং তার্কিক'।[২২০]

সরফরায খান ছফদর দেওবন্দী লিখেছেন যে, 'নোট : অধিকাংশ আহলে বিদআত হাফেয ইবনে তায়মিয়া ও হাফেয ইবনে ক্বাইয়িম-এর উচ্চ মর্যাদার বিষয়ে খুবই বেআদবী করে থাকে। কিন্তু মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী তাদের প্রশংসা এই ভাষায় করেছেন যে, দু'জনই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের উচ্চ ব্যক্তিদের মধ্য হতে ও এই উম্মতের আল্লাহর ওলীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন'।[২২১]

২১৮. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া ১৪/২৪৬।
২১৯. আর-রদ্দুল ওয়াফির পৃঃ ১১৯।
২২০. শাযারাতুয যাহাব ৬/১৬৮; উপরন্তু দেখুন : আল-আসক্বালানী, আদ-দুরারুল কামিনাহ ৩/৪০০; শাওকানী, আল-বাদরুত ত্বালি' ২/১৪৩।
২২১. জাম'উল ওয়াসায়েল ১/২০৮, মিছর ছাপা।

আর হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িমের প্রশংসা করতে গিয়ে ইমাম জালালুদ্দীন আস-সুয়ূত্বী (মৃঃ ৯১১ হিঃ) প্রবৃত্তির অনুসরণ করতেন না।[২২২]

(৩) হাফেযে রবক্ষানী ইবনে হাজার আসক্বালানী এই হাদীছ সম্পর্কে বলেছেন, وَهُوَ مَقْلُوبٌ مَوْضُوعٌ 'এটা মাক্বলূব ও মাওযূ'।[২২৩]

হাফেয ইবনে হাজার সম্পর্কে আব্দুল হাঈ লাখনোবী হানাফী বলেছেন, 'তিনি (হাদীছের) হাফেযদের ইমাম'।[২২৪]

হাফেয ইবনে হাজার সম্পর্কে সরফরায ছফদর ছাহেব লিখেছেন, 'তিনি হাফেযে দুনিয়া'।[২২৫]

ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলী বলেছেন, شيخ الإسلام علم الأعلام أمير المؤمنين في الحديث حافظ العصر 'তিনি শায়খুল ইসলাম, জ্ঞানী, আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীছ ও যুগের (শ্রেষ্ঠতম হাদীছের) হাফেয'।[২২৬]

বলা হয় যে, ইরাক্বী, তাক্বীউদ্দীন ফাসী, বুরহান হালাবী এবং ইত্যাদি তার প্রশংসা করেছেন।[২২৭]

---

২২২. বুগিয়াতুল ওয়াফা; আল-মিনহাজ আল-ওয়াযেহ অর্থাৎ রাহে সুন্নাত পৃঃ ১৮৭।
২২৩. আত-তালখীছুল হাবীর ১/২২২।
২২৪. গায়ছুল গামাম মা'আ ইমামিল কালাম পৃঃ ২৮।
২২৫. রাহে সুন্নাত পৃঃ ৩৯।
২২৬. শাযারাতুয যাহাব ৭/২৭০।
২২৭. অধ্যয়ন করুন : তারজামায়ে ইবনে হাজার 'আল-মাত্বালিবুল আলিয়া' সহ মুদ্রিত ১ম খন্ড, 'কাফ'।

হাকেম, ইবনু ক্বাইয়িম ও ইবনে হাজার ঐক্যমতানুসারে এই বর্ণনাকে জাল বলেছেন।

হাকেম হতে (শুরু করে) ইবনে হাজার পর্যন্ত কোন একজন মুহাদ্দিছ বা ইমামও এই হাদীছকে ছহীহ বলেননি।

হাদীছের 'তাছহীহ' ও 'তাযঈফ'-এর মধ্যে স্রেফ মুহাদ্দিছগণের উক্তিই দলীল হয়।

(ইজমানুপাতে নির্ভরযোগ্য) আব্দুর রহমান বিন মাহদী বলেছেন, 'হাদীছের জ্ঞান হল ইলহাম'।

ইবনু নুমায়ের বলেছেন, ইবনে মাহদী সত্য বলেছেন। যদি আমার তার নিকটে জিজ্ঞাসা করতাম যে, আপনি এই উক্তি কোথা হতে গ্রহণ করেছেন? তবে তার নিকটে কোন জবাব হত না।[২২৮]

এখানে 'ইলহাম' দ্বারা উদ্দেশ্য বিশেষভাবে পর্যালোচনার দক্ষতা। যার বদৌলতে একজন জহুরী ও হুন্ডী কারবারী দেখামাত্র (কোন রকম চিন্তা-ভাবনা ব্যতিরেকে) মণি বা অলঙ্কার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, এটা খাঁটি নাকি নকল। এর দ্বারা ছূফী ও বিদআতীদের 'ইলহাম' ও 'কাশফ' উদ্দেশ্য নয়। যদ্বারা তারা 'গায়েবের সংবাদসমূহ' ও 'মিথ্যা কাহিনীসমূহ' নিয়ে আসেন। এই বিষয়টিকে ভালভাবে অনুধাবন করুন।

আবূ হাতেম বলেছেন, مَثَلُ معرفةِ الحديثِ كمَثَلِ فَصٍّ ثَمَنُهُ مئةُ دينار، وآخَرَ مِثْلِهِ عَلَى لونه ثَمَنُهُ عَشَرَةُ دراهم 'হাদীছের জ্ঞান হল (আংটির) ঐ মণির ন্যায়, যার মূল্য একশত দীনার (স্বর্ণমুদ্রা)। আর তার

---

২২৮. ইবনু আবী হাতেম, ইলালুল হাদীছ ১/৯, এর সনদ ছহীহ।

(সেই মণিটির) রংয়ের মত আরেকটি রয়েছে যার মূল্য দশ দিরহাম রৌপ্য মুদ্রা)'।[২২৯]

ইমাম আবূ হাতেম কিছু বর্ণনাকে মিথ্যা ও বাতিল এবং (কতিপয়কে) ছহীহ বলেছেন আর দলীল বলতে পারেন নি। আবূ যুরআহ তারই বর্ণনাসমূহকে বাতিল, মিথ্যা এবং ছহীহ বলেছেন। তখন প্রশ্নকর্তা খুবই হয়রান হয়ে যান। এই চেনা-জানা এমনই যেভাবে একজন মাণিক্য ব্যবসায়ী প্রকৃত মতি ও নকল মতি চিনে নেয়। বিস্তারিত ঘটনার জন্য অধ্যয়ন করুন : তাক্বদিমাতুল জারহি ওয়াত-তাদীল।[২৩০]

সারাংশ এই যে, হাদীছ চেনার ক্ষেত্রে এর স্বর্ণকারদের (মুহাদ্দিছদের) বক্তব্যই হুজ্জত তথা দলীল।

দ্বিতীয়ত : 'আল-খিলাফিইয়াইত' গ্রন্থের লেখক ইমাম বায়হাক্বী হতে আব্দুল্লাহ বিন আওন আল-খার্রায পর্যন্ত সনদ অজ্ঞাত রয়েছে। আব্দুল্লাহ বিন আওন আল-খার্রায ২৩২ হিজরীতে মারা গেছেন।[২৩১]

ইমাম বায়হাক্বী ৩৮২ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেছেন।[২৩২]

যদি বলা হয় যে, মুগলাতাঈর কথানুসারে ইমাম বায়হাক্বী 'আল-খিলাফিয়াত' গ্রন্থে 'মুহাম্মাদ বিন গালিব আহমাদ বিন মুহাম্মাদ

২২৯. ইলালুল হাদীছ ১/৯।
২৩০. পৃঃ ৩৪৯, ৩৫১।
২৩১. তারীখে বাগদাদ ১০/৩৬; তাক্বরীবুত তাহযীব, জীবনী নং ৩৫২০।
২৩২. সাম'আনী, আল-আনসাব ১/৪৩৯; সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৮/১৬৪।

বিন আল-বারক্বী হতে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন আওন আল-খার্রায হতে' সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[২৩৩]

তাহলে জবাব এই যে-

(১) মুগলাতাঈ বিন কুলাইজ আল-বাকজারীরর ন্যায়-পরায়ণতা অজ্ঞাত রয়েছে। কতিপয় মুহাদ্দিছ তাকে 'আওহামি শানীআহ' এবং 'সূ-উ ফাহমিহি' এর নিশানা (হিসাবে প্রমাণ) করেছেন। কতিপয় শায়খ তার 'সামা'র দাবী করেছেন। কিন্তু কিবারে উলামাগণ এই দাবীর খন্ডন করেছেন।[২৩৪]

ইবনে ফাহদ আল-মাক্কী বলেছেন, مغلطائ بن فليج بن عبد الله البكجري الحنفي' মুগলত্বাঈ বিন কুলায়জ বিন আব্দুল্লাহ আল-বাকজারী আল-হানাফী'।[২৩৫] আরো বলেছেন, و تكلم فيه الجهابذة من الحفاظ الاجل ذلك ببراهين واضحة 'তার সম্পর্কে হাদীছের সুদক্ষ হাফেযগণ বিরূপ মন্তব্য করেছেন সুস্পষ্ট প্রমাণাদীর কারণে'।[২৩৬]

সারাংশ এই যে, এই সমালোচিত, চরম ভ্রান্তিতে পতিত, বাজে স্মৃতির অধিকারী ও অনির্ভরযোগ্য ব্যক্তির বর্ণনা মুতাওয়াতির হাদীছসমূহের মোকাবেলায় প্রত্যাখ্যাত।

২৩৩. যেমনটি রয়েছে আব্দুর রশীদ নু'মানী দেওবন্দী, মা তামুস্সু ইলায়হিল হাজাতু লিমাই য়ুতালিউ' সুনানা ইবনে মাজাহ পৃঃ ৪৮।
২৩৪. অধ্যয়ন করুন : লিসানুল মীযান ৬/৭২-৭৪।
২৩৫. 'লাহযুল ইলহায বি-যায়লি ত্বাবাক্বাতিল হুফফায পৃঃ ১৩৩।
২৩৬. পৃঃ ১৩৬।

(২) মুহাম্মাদ বিন গালিব যদি 'তামতাম' হয়ে থাকেন তবে তিনি ২৮৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন।[২৩৭]

অর্থাৎ তিনি ইমাম বায়হাক্বীর জন্মের ১০১ বছর পূর্বে মারা গেছেন। সুতরাং এই 'মুনক্বাত্বি' তথা বিচ্ছিন্ন বর্ণনাটি পরিত্যাজ্য।

তৃতীয়ত : শায়খুল ইসলাম ইমাম দারাকুৎনী (রহঃ) 'গারায়েবে হাদীছে মালেক' রচনা করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি সকল প্রকারের (জাল, বাতিল ইত্যাদি) বর্ণনাসমূহও একত্রিত করেছেন। কিন্তু তিনি নিজের উক্ত গ্রন্থে 'মুগালতাঈ বাকজারী'র বর্ণনা আনেন নি।[২৩৮]

এর মাধ্যমে প্রতীয়মান হল যে, এই বর্ণনাটি ইমাম দারাকুৎনীর পরে জাল করে মুহাম্মাদ বিন গালিবের প্রতি অপবাদ লাগানো হয়েছে।

'ترفع الايدي **হাত উত্তোলন করা হয় -এর বর্ণনা**

عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: عِنْدَ افتتاح الصلاة. واستقبال القبلة. وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَالْمَوْقِفَيْنِ. وَالْجَمْرَتَيْنِ 'সাতটি স্থানে রফউল ইদাইন করা হয়। (১) ছালাতের সূচনায়। (২) কেবলার প্রতি মুখ ফেরানোর সময়। (৩) ছাফা (৪) মারওয়া (পাহাড়দ্বয়ের উপরে ক্বিয়াম করার সময়)। (৫) আরাফায় অবস্থানের সময়। (৬) মুযদালিফায় অবস্থানের সময়। (৭) কংকর নিক্ষেপ করার সময়।[২৩৯]

২৩৭. তারীখে বাগদাদ ৩/১৪৬।

২৩৮. দেখুন : যায়লাঈ, নাছবুর রায়াহ ১/৪০৪।

জবাব : এই বর্ণনাটি যঈফ। কেননা এর রাবী 'মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবী লায়লা' জমহুর মুহাদ্দিছদের নিকটে যঈফ।

যে সকল ইমাম তার সমালোচনা করেছেন

(১) শু'বাহ বলেন, ইবনু আবী লায়লা আমাকে কিছু হাদীছ দিয়েছেন। যেগুলির (সনদ এবং মতন) উলট পালটকৃত। হিফযের দিক দিয়ে তার চাইতে নিকৃষ্ট আর কাউকে দেখিনি।[২৪০]

(২) 'যায়েদাহ' (ترك حديثه) (كان لا يروي عنه) তার থেকে কিছুই বর্ণনা করতেন না। তিনি তার হাদীছকে বর্জন করেছেন (ঐ)।

(৩) ইয়াহইয়া বিন সাঈদ তার সমালোচনা করেছেন (ঐ)।

(৪) আহমাদ বিন হাম্বল বলেন, তার স্মৃতি শক্তি বাজে। তিনি 'মুযতারিবুল হাদীছ' ছিলেন।[২৪১]

(৫) ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, ليس بذالك/ضعيف তিনি এমনটি নন/যঈফ।[২৪২]

(৬) আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, محله الصدق كان سيء الحفظ انما ينكر عليه كثرة الخطاء তিনি সত্যবাদী স্তরের। তিনি বাজে স্মৃতির অধিকারী। অত্যধিক ভুলের কারণে তাকে বর্জন করা হয়।[২৪৩]

২৩৯. রফউল ইদায়েনের বিরুদ্ধে ডায়ারভী ছাহেবের গ্রন্থ পৃঃ ৬৮।

২৪০. আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৭/৩২২।

২৪১. পৃঃ ৩২৩।

২৪২. প্রাগুক্ত, আল-মাজরূহীন ২/২৪৫।

(৭) আবূ যুরআহ বলেন, صالح ليس باقوى ما يكون 'তিনি ছালেহ, (হাদীছ বর্ণনায়) শক্তিশালী নন'।[২৪৪]

(৮) আল-জাওযাজানী বলেন, واهي الحديث سيئ الحفظ তিনি অত্যন্ত দুর্বল হাদীছ বর্ণনাকারী। মন্দ স্মৃতির অধিকারী।[২৪৫]

(৯) নাসাঈ বলেন, لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الحَدِيث হাদীছ বর্ণনায় তিনি শক্তিশালী নন।[২৪৬]

(১০) ইবনে আদী বলেন, مَعَ سوء حفظه يكتب حديثه স্মৃতি শক্তি খারাপ হওয়া সত্ত্বেও তার হাদীছ লিপিবদ্ধ করা যাবে।[২৪৭]

(১১) সালামাহ বিন কুহাইল বলেন, يكذب علي তিনি আমার প্রতি মিথ্যারোপ করতেন।[২৪৮]

(১২) দারাকুত্বনী বলেন, ثقة في حفظه شيئ তিনি নির্ভরযোগ্য। তার হিফযে কিছু (সমস্যা) রয়েছে।[২৪৯]

ضعيف الحديث سيئ الحفظ তিনি যঈফ হাদীছ বর্ণনাকারী, মন্দ হিফযের অধিকারী।[২৫০]

২৪৩. আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল।
২৪৪. প্রাগুক্ত।
২৪৫. আহওয়ালুর রিজাল, জীবনী ক্রমিক নং ৮৬।
২৪৬. নাসাঈ,আয-যু'আফা, জীবনী ক্রমিক নং ৫২৫।
২৪৭. আল-কামিল, ৬/২১৯৫।
২৪৮. উক্বায়লী, আয-যু'আফা, ৪/৯৯।
২৪৯. আস-সুনান ১/১২৪।
২৫০. ১/২৪১।

رديء الحفظ كثير الوهم তিনি নিকৃষ্ট স্মৃতির অধিকারী, অত্যধিক ভুল করতেন।[২৫১]

(১৩) ইবনু হিব্বান বলেছেন, رديء الحفظ كثير الوهم তার হিফয নিকৃষ্ট। প্রচূর ভুল করতেন।[২৫২]

فاحش الخطاء ..... فاستحق الترك এত অধিক ভুল করতেন যে তিনি বর্জনযোগ্য হয়েছিলেন।[২৫৩]

(১৪) বায়হাক্বী বলেন, كثير الوهم তিনি প্রচূর ভুল করতেন।[২৫৪]

ضَعِيفٌ فِي الرِّوَايَةِ؛ لِسُوءِ حِفْظِهِ؛ وَكَثْرَةِ خَطَائِهِ হিফযের মন্দতার জন্য ও অতিমাত্রায় ভুলের কারণে তিনি (হাদীছ) বর্ণনায় যঈফ।[২৫৫]

(১৫) যায়লাঈ হানাফী বলেছেন, ضعيف তিনি যঈফ।[২৫৬]

(১৬) মুহাম্মাদ বিন ত্বাহের আল-মাক্বদেসী বলেন, اجمعوا علي ضعفه তারা (মুহাদ্দিছগণ) তার যঈফ হওয়ার উপরে ইজমা করেছেন।[২৫৭]

(১৭) যাহাবী বলেছেন, صدوق سيء الحفظ তিনি সত্যপরায়ণ এবং বাজে স্মৃতির অধিকারী।[২৫৮]

২৫১. ২/২৬৩।
২৫২. আল-মাজরূহীন ২/২৪৪।
২৫৩. আল-মাজরূহীন ২/২৪৪।
২৫৪. আস-সুনানুল কুবরা ১/২৪।
২৫৫. আস-সুনানুল কুবরা ৫/৩৩৪।
২৫৬. নাছবুর রায়াহ, ১/৩১৮।
২৫৭. তাযকিরাতুল মাউযূ'আত ক্রমিক ২৪, ৯০।

صدوق امام سيء الحفظ তিনি সত্যবাদী, নিকৃষ্ট স্মৃতিসম্পন্ন ইমাম।[২৫৯]

(১৮) ইবনে হাজার তাকে যঈফ বলেছেন।[২৬০]

(১৯) তাহাবী বলেন, مضطرب الحفظ جدا তার হিফযে অতিমাত্রায় অসঙ্গতি রয়েছে।[২৬১]

(২০) হায়ছামী তাকে যঈফ বলেছেন।[২৬২]

(২১) মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব আস-সাদী বলেন, يستحق ان يترك حديثه তার (বর্ণিত) হাদীছ বর্জনের উপযুক্ত।[২৬৩]

(২২) আস-সাজী বলেন, سيء الحفظ তিনি বাজে স্মৃতিধারী।[২৬৪]

(২৩) ইবনে জারীর আত-ত্বাবারী বলেন, لا يحتج به তার (হাদীছ) দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না।[২৬৫]

(২৪) ইবনে খুযায়মাহ বলেন, ليس باحافظ তিনি (হাদীছের) হাফেয নন।[২৬৬]

---

২৫৮. দিওয়ানুয যু'আফা, জীবনী ক্রমিক রাবী নং ২৭৯।
২৫৯. মীযানুল ই'তিদাল, ৩/৬১৩।
২৬০. ফাৎহুল বারী ৪/২১৪।
২৬১. মুশকিলুল আছার ৩/২২৬।
২৬২. মাজমা'উয যাওয়ায়েদ, ১/৭৮।
২৬৩. আল-মাজরূহীন, ২/২৪৬)।
২৬৪. তাহযীব, সনদবিহীন।
২৬৫. তাহযীব, সনদবিহীন।
২৬৬. তাহযীব, সনদবিহীন।

(২৫) আবূ আহমাদ আল-হাকেম বলেন, عامة احاديثه مقلوبة সাধারণত তার (বর্ণিত) হাদীছসমূহ উলট-পালট হয়ে থাকে।[২৬৭]

(২৬) ইবনুল মাদীনী বলেন, سيء الحفظ واهي الحديث তার হিফয নিকৃষ্টমানের। তিনি খুবই দুর্বল হাদীছ বর্ণনাকারী।[২৬৮]

(২৭) ইবনুল ক্বাত্ত্বান বলেন, سيء الحفظ তার স্মৃতি শক্তি খারাপ।[২৬৯]

(২৮) নববী তাকে যঈফ বলেছেন।[২৭০]

(২৯) ইবনুল জাওযী বলেন, كلهم ضعاف তার সকল বর্ণনাই দুর্বল।[২৭১]

(৩০) মুনযিরী বলেন, ثقة رديء الحفظ كثيرا كذا قال الجمهور فيه তিনি নির্ভরযোগ্য। খুবই নিম্নমানের স্মৃতিধারী। এমনটিই অধিকাংশ (মুহাদ্দিছ) তার সম্পর্কে বলেছেন।[২৭২]

(৩১) ইবনে হাযম বলেন, سيء الحفظ তিনি নিম্নমানের হিফযের অধিকারী।[২৭৩]

(৩২) সাখাবী বলেছেন, سيء الحفظ তার হিফয শক্তি খারাপ।[২৭৪]

---

২৬৭. তাহযীব, সনদবিহীন।
২৬৮. তাহযীব, সনদবিহীন।
২৬৯. নাছবুর রায়াহ ২/১৮২।।
২৭০. নাছবুর রায়াহ ৪/৮৪।
২৭১. নাছবুর রায়াহ ৪/১০৭।
২৭২. আত-তারগীব ৫/৫২৫; ডায়ারভী'র বরাতে পৃঃ ১৬৫।
২৭৩. আল-মুহাল্লা ৭/১২৩।।
২৭৪. আল-ক্বওলুল বাদী', ১৬৮, ১৬৭।

যে সকল ইমাম তার প্রশংসা করেছেন

(১) আল-ইজলী বলেছেন, صدوق ثقة তিনি সত্যবাদী-নির্ভরযোগ্য, جائز الحديث জায়েয হাদীছ বর্ণনাকারী।[২৭৫]

(২) ই'য়াকূব বিন সুফিয়ান বলেছেন, ثقة عدل তিনি নির্ভরযোগ্য, ন্যায়-পরায়ণ।[২৭৬]

(৩) যায়েদাহ বলেন, كان افقه اهل الدنيا তিনি দুনিয়ার সবচাইতে বড় ফক্বীহ।[২৭৭]

(৪) তিরমিযী صحح له অর্থাৎ তাকে (তার বর্ণিত হাদীছকে) ছহীহ বলেছেন।[২৭৮]

(৫) হাফেয যাহাবী বলেছেন, حديثه في وزن الحسن তার (বর্ণিত) হাদীছ হাসান স্তরের।[২৭৯]

(৬) ইবনুল ক্বাইয়িম।[২৮০]

(৭) হায়ছামী বলেছেন, حديثه حسن ان شاء الله তার (বর্ণিত) হাদীছ 'হাসান' ইনশা আল্লাহ।[২৮১]

হাদীছের ইমামদের এই উক্তিসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, উচ্চ পর্যায়ের আলেমদের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ মুহাম্মাদ বিন

২৭৫. মা'রিফাতুছ ছিক্বাত ২/২৪৩, ২৪৪।
২৭৬. তাহযীব, সনদবিহীন।
২৭৭. আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল, ৭/৩২২।
২৭৮. ডায়ারবী পৃঃ ১৬৫।
২৭৯. তাযকিরাতুল হুফফায ১/১৭১।
২৮০. ডায়ারবী পৃঃ ১৬৫।
২৮১. ডায়ারবী পৃঃ ১৬৬।

আব্দুর রহমান বিন আবী লায়লাকে যঈফ, বাজে স্মৃতির অধিকারী, অত্যধিক ভুলকারী বলেছেন। বায়হাক্বীর নিকটে তিনি অত্যধিক ভুলকারী ছিলেন। অতএব কতিপয় আলেমের 'তাওছীক্ব' প্রত্যাখ্যাত। অবশিষ্ট থাকল কতিপয় আলেমের তাকে ফক্বীহ আখ্যাদানের বিষয়টি। (এর জবাব হল) এটা নির্ভরযোগ্যতার দলীল নয়। 'যায়েদা' তাকে ফক্বীহ বলেছেন ও তারপর তার হাদীছকে বর্জন করেছেন।

যাহাবী ও হায়ছামীর-এর বক্তব্যসমূহ পরস্পর বিরোধী। সেজন্য (সেগুলি) বাতিল। যে সকল লোক তার 'তাওছীক্ব' সেটি তার সত্ত্বার দৃষ্কিকোণ থেকে। অর্থাৎ সত্ত্বাগতভাবে (ব্যক্তিগতভাবে) তিনি সৎ মানুষ ছিলেন। কিন্তু মন্দ স্মৃতি, বেশী বেশী ভ্রল-ভ্রান্তির কারণে যঈফ গণ্য হয়েছেন।

মুহাম্মাদ বিন আবী লায়লা এবং হানাফী ও গায়ের আহলেহাদীছ

ইবনে আবী লায়লাকে হানাফী ও গায়ের আহলেহাদীছ আলেমগণও সমালোচিত আখ্যা দিয়েছেন।

(১) ত্বাহাবী বলেছেন, مُضْطَرِبُ الْحِفْظِ جِدًّا তিনি খুবই অসঙ্গতিপূর্ণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী।[২৮২]

(২) যায়লাঈ তাকে যঈফ বলেছেন।[২৮৩]

(৩) ইবনুত তুরকুমানী বলেছেন, ابن أبي ليلى متكلم فيه ইবনু আবী লায়লাকে বিতর্কিত।[২৮৪]

২৮২. মুশকিলুল আছার ৩/২২৬।
২৮৩. নাছবুর রায়াহ ১/৩১৮।
২৮৪. আল-জাওহারুন নাক্বী ৭/৩৪৭।

(৪) নিমাবী হানাফী বলেছেন, ليس بالقوي তিনি শক্তিশালী নন।[২৮৫]

(৫) খলীল আহমাদ সাহারানপূরী দেওবন্দী বলেছেন, كثير الوهم তিনি অত্যধিক ভুলকারী।[২৮৬]

(৬) আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী দেওবন্দী ছাহেব বলেন, فهو ضعيف عندي كما ذهب اليه الجمهور 'এবং তিনি আমার নিকটে যঈফ। যেমনভাবে তার দিকে জমহূরগণ (মুহাদ্দিছ) গিয়েছেন'।[২৮৭]

(৭) মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ বানূরী দেওবন্দী ছাহেবও মুহাম্মাদ বিন আবী লায়লাকে 'জমহূরদের নিকটে যঈফ' বলেছেন।[২৮৮]

মুহাম্মাদ বিন আবী লায়লা সূত্রে বর্ণিত আরেকটি সনদ

মুহাম্মাদ বিন ওছমান বিন আবী শায়বাহ 'মুহাম্মাদ বিন ইমরান আবী লায়লা' হতে, তিনি ইমরান (বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান) বিন আবী লায়লা হতে, তিনি মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবী লায়লা (যঈফ) হতে, তিনি হাকাম (মুদাল্লিস) হতে, তিনি মিক্বসাম হতে, তিনি ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে।[২৮৯]

২৮৫. আছারুস সুনান হা/৩২-এর টীকা দ্রঃ।
২৮৬. বাযলুল মাজহূদ ৩/৩৭।
২৮৭. ফায়যুল বারী ৩/১৬৮।
২৮৮. মা'আরিফুস সুনান ৫/২৯০।
২৮৯. ত্বাবারানী কাবীর হা/১৪০৭৬, ১১/৩৮৫।

একে মুহাম্মাদ বিন ফুযাইল বিন গাযওয়ান মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবী লায়লা (যঈফ) হতে মাওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।[২৯০]

কতিপয় রাবী ترفع الايدي 'হাত উত্তোলন করা হত' শব্দাবলী বর্ণনা করেছেন।

সারকথা এই যে, এই রেওয়ায়াতটি মারফূ ও মাওকূফ (উভয়) হিসাবে لا ترفع 'হাত তোলা হত না' এবং ترفع 'উত্তোলন করা হত' সকল বাক্যের সাথে যঈফ।

মতন-এর উপর আলোচনা : যদি হাত উত্তোলন করা স্রেফ এই সাত স্থানের উপরই শর্তযুক্ত হয়, তাহলে রফউল ইদায়েন-এর বিরোধীতাকারীগণ কুনূত, দু'ঈদ ও দোআর মধ্যে কেন হাত উত্তোলন করেন? যদি এই স্থানগুলির 'তাখছীছ' অন্যান্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত থাকে, তাহলে রুকূর সময় ও রুকূ হতে মাথা তোলার সময় রফউল ইদায়েনের তাখছীছ ছহীহায়ন ও অন্যান্য মুতাওয়াতির হাদীছসমূহ দ্বারা প্রমাণিত আছে।

স্বয়ং ইবনে ওমর (রাঃ) হতে ছহীহ মুতাওয়াতির হাদীছসমূহের সাথে রফউল ইদায়েন করা প্রমাণিত আছে। সুতরাং কতিপয় লোকের উক্ত বাতিল বর্ণনা দ্বারা দলীল গ্রহণ করাও বাতিল।

সতর্কীকরণ : রুকূর আগে ও রুকূর পরে হাত উত্তোলনের কোন নিষেধাজ্ঞা, রহিতকরণ বা বর্জন হওয়ার উপর একটিও ছহীহ (জমহূর বিদ্বানগণের নিকটে) ও স্পষ্ট হাদীছ বিদ্যমান নেই। রফউল ইদায়েনের বিরোধীতাকারী লোকদের পেশকৃত

২৯০. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/১৫৭৪৭, ৪/৯৬।

রেওয়ায়াতসমূহ হয় যঈফ বা মুজমাল ও মুবহাম। যার ক্ষতি হতে তারা নিজেরাও বাঁচতে পারবে না।

রফউল ইদায়েনের উপর সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)-এর আরেকটি হাদীছ

عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ " إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ

নাফে (রহঃ) হতে বর্ণিত যে, নিশ্চয়ই যখন ইবনে ওমর (রাঃ) ছালাতে প্রবেশ করতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং তিনি স্বীয় দু'হাতকে উত্তোলন করতেন। আর যখন তিনি রুকূ করতেন তখন দু'হাত তুলতেন। তিনি যখন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ'- বলতেন তখন উভয় হাত উত্তোলন করতেন। এরপর যখন দু' রাকআত হতে দাঁড়াতেন তখনও দু'হাত উত্তোলন তথা রফউল ইদায়েন করতেন। আর ইবনে ওমর (রাঃ) উক্ত হাদীছকে রাসূল (ছাঃ) হতে মারফূ রূপে বর্ণনা করেছেন।[২৯১]

(হাদীছটির রাবী) আব্দুল আলা বিন আব্দুল আলা-এর পরিচিতি যে সকল ইমাম তাঁর প্রশংসা করেছেন :

২৯১. বুখারী হা/৭৩৯, ১/১০২; মিশকাত হা/৭৯৪, পৃঃ ৭৫; বাগাবী, শরহে সুন্নাহ হা/৫৬০, ৩/২১, তিনি বলেছেন, এই হাদীছটি ছহীহ। ইবনে তায়মিয়া এই হাদীছটিকে 'আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা' গ্রন্থে (২/১০৫) ছহীহ বলেছেন; মাজমূ' ফাতাওয়া ২২/৪৫৩; উপরন্তু মুহাম্মাদ বিন ইউসূফ বানূরী দেওবন্দীও একে ছহীহ বলেছেন, মা'আরিফুস সুনান ২/৪৫৭, এবং তিনি ইবনে খুযায়মাহ হতে এর ছহীহ আখ্যাদানকে বর্ণনা করেছেন।

(১) ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন তাকে ছিক্বাহ বলেছেন।[২৯২]

(২) আবূ যুরআহ আর-রাযী তাকে ছিক্বাহ বলেছেন (ঐ)।

(৩) আবূ হাতিম বলেছেন, তিনি 'ছালেহুল হাদীছ' (ঐ)।

(৪) ইজলী বলেছেন, তিনি বছরী, ছিক্বাহ রাবী।[২৯৩]

(৫) ইবনে হিব্বান বলেছেন, كان قدريا متقنا في الحديث غير داعية اليه 'তিনি ক্বাদরিয়া মতালম্বী ছিলেন। হাদীছের মধ্যে 'মুতক্বিন' ছিলেন। তার (ক্বাদরীয়া মতের) প্রতি লোকদের আহ্বান করতেন না'।[২৯৪]

(৬) তিনি ছহীহ বুখারীর রাবী।

(৭) তিনি ছহীহ মুসলিমের রাবী।

(৮) যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী, হাদীছ বর্ণনায় শক্তিশালী।[২৯৫]

(৯) ইবনে হাজার আসক্বালানী তাকে ছিক্বাহ বলেছেন।[২৯৬]

* ইবনে নুমায়র তাকে আস্থাভাজন বলেছেন।[২৯৭]

(১০) ইমাম বাগাবী তার বর্ণিত হাদীছকে ছহীহ বলেছেন।[২৯৮]

(১১) ইবনে খুযায়মাহ তার হাদীছকে ছহীহ বলেছেন।[২৯৯]

(১২) তিরমিযী তার বর্ণিত হাদীছকে হাসান বলেছেন।[৩০০]

২৯২. আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল ৬/২৮।
২৯৩. মা'রিফাতুছ ছিক্বাত ২/৬৮।
২৯৪. আছ-ছিক্বাত, ৭/১৩০, ১৩১।
২৯৫. সিয়ারু আলামিন নুবালা ৯/২৪৩।
২৯৬. তাক্বরীবুত তাহযীব পৃঃ ২৯৮।
২৯৭. আত-তাহযীব, ৬/৯৬, বিচ্ছিন্ন।
২৯৮. শারহুস সুন্নাহ ৩/২১।
২৯৯. ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/৩৯৯।
৩০০. সুনানুত তিরমিযী হা/২৫১, ১১৫৮।

(১৩) ইবনে তায়মিয়া তাকে (তার বর্ণিত হাদীছকে) ছহীহ বলেছেন।[৩০১]

(১৪) বায়হাক্বী তাকে ছিক্বাহ বলেছেন।[৩০২]

যে সকল ইমাম তার দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করেছেন :

(১) ইবনে সাদ বলেন, 'তিনি হাদীছ বর্ণনায় শক্তিশালী ছিলেন না।[৩০৩]

এই বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা প্রতিভাত হল যে, জমহুর আলেমদের নিকটে আব্দুল আলা একজন ছিক্বাহ রাবী। স্রেফ কাতিবুল ওয়াক্বিদী-ইবনে সাদ তার সমালোচনা করেছেন। যাকে হাফেয ইবনে হাজার প্রত্যাখ্যাত বলতে গিয়ে বলেছেন, هَذَا جرح مَرْدُود غير مُبين وَلَعَلَّه بِسَبَب الْقدر وَقد احْتج بِهِ الْأَئِمَّة كلهم '(ইবনে সাদ-এর) এই সমালোচনাটি পরিত্যাজ্য, কারণ সুস্পষ্ট নয়। সম্ভবত কারণটি হল তার ক্বাদরিয়া হওয়া। আর সকল ইমামই আব্দুল আ'লা হতে বর্ণিত হাদীছসমূহ দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন'।[৩০৪]

হাফেয যাহাবী লিখেছেন, ثقة لكنه قدري তিনি ছিক্বাহ, কিন্তু ক্বাদরিয়া মতালম্বী।[৩০৫] 'সিয়ারু আলামিন নুবালা' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, تَقَرَّرَ الحَالُ أَنَّ حَدِيْثَهُ مِنْ قِسْمِ الصَّحِيْحِ 'এই বিষয়টি (এর

---

৩০১. আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা ২/১০৫।
৩০২. আস-সুনানুল কুবরা ২/১৩৭।
৩০৩. ত্বাবাক্বাত ৭/২৯০।
৩০৪. হাদিউস সারী পৃঃ ৪১৫।
৩০৫. আল-কাশিফ ২/১৩০।

উপর) স্থির যে, আব্দুল আলার হাদীছ ছহীহর প্রকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত'।[৩০৬]

আব্দুল আলা বিন আব্দুল আলা বর্ণিত হাদীছটির পক্ষে কতিপয় শাহেদ (সাক্ষ্যমূলক হাদীছ) তুলে ধরা হল-

শাহেদ-১ : عفان وحجاج بن منهال عن حماد بن سلمة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر আফফান ও হাজ্জাজ বিন মিনহাল 'হাম্মাদ বিন সালামাহ' হতে, তিনি আইয়ূব হতে, তিনি নাফে হতে, তিনি ইবনে ওমর হতে....।[৩০৭]

হাম্মাদ নির্ভরযোগ্য রাবী ছিলেন।[৩০৮] তাঁর থেকে আফফান ও হাজ্জাজ বিন মিনহালের বর্ণনা ছহীহ মুসলিমে বিদ্যমান।[৩০৯]

সুতরাং আফফান ও হাজ্জাজ-এর 'সামা' (হাদীছ শ্রবণ) তার ইখতিলাত্বের আগে হয়েছে। অতএব, ইখতিলাত্বের অপবাদটি প্রত্যাখ্যাত। তিনি ছহীহ মুসলিম ও সুনানে আবী দাঊদের প্রধানতম রাবী।[৩১০]

হাম্মাদ বিন সালামার উপরে কৃত সমালোচনাটি প্রত্যাখ্যাত।

---

৩০৬. ৯/২৪৩।
৩০৭. ইবনে হাজার, তাগলীকুত তা'লীক ২/৩০৫; বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা ৩/৭০।
৩০৮. আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল ৩/১৪২; ইবনে মাঈন হতে, এর সনদ ছহীহ।
৩০৯. মিয্যী, তাহযীবুল কামাল ৭/২৫৭, ২৫৮ মুদ্রিত।
৩১০. যেমন দেখুন : ছহীহ মুসলিম হা/৫৯/১১০, ১/৫৬, দারুস সালামের ক্রমিক নং ২১৪, ১/৭৫, হা/ ১৮৭/১১৯, ১/৯১, হা/ ২৫৯/১৬২ ইত্যাদি।

ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন বলেন, حماد بن سلمة ثقة 'হাম্মাদ বিন সালামা নির্ভরযোগ্য রাবী'।[৩১১]

উদারপন্থী ইমাম আল-ইজলী বলেছেন, بصري ثقة رجل صالح حسن الحديث 'তিনি বছরীর অধিবাসী ছিক্বাহ, সৎ ব্যক্তি এবং হাসানুল হাদীছ'।[৩১২]

ইয়াকূব বিন সুফিয়ান আল-ফারিসী বা হাজ্জাজ (বিন মিনহাল) বলেছেন, وهو ثقة তিনি আস্থাভজন রাবী।[৩১৩]

নিম্নোক্ত মুহাদ্দিছগণও তাকে ছিক্বাহ ও ছহীহ বলেছেন-

(১) আহমাদ বিন হাম্বল।[৩১৪]

(২) ইবনে হিব্বান।[৩১৫]

(৩) ইবনে শাহীন।[৩১৬]

(৪) তিরমিযী।[৩১৭]

(৫) ইবনুল জারূদ।[৩১৮]

---

৩১১. আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল ৩/১৪২, এর সনদটি ছহীহ; উপরন্তু দেখুন : তারীখে দারেমী, ক্রমিক ৩৭; সুওয়ালাতে ইবনুল জুনায়েদ, ক্রমিক ১৭২, এবং তিনি বলেছেন, তিনি (হাম্মাদ বিন সালামা) ছিক্বাহ-ছাবত।

৩১২. আত-তারীখ বি-তারতীবি হায়ছামী ওয়াস-সুবকী, ক্রমিক ৩৫৪।

৩১৩. কিতাবুল মা'রিফাতি ওয়াত-তারীখ ২/৬৬১।

৩১৪. সুওয়ালাতু ইবনে হানী, ক্রমিক ২১৩০, ৩১৩১; মাউসূ'আতু আক্বওয়ালিল ইমাম আহমাদ ১/২৯৯।

৩১৫. কিতাবুছ ছিক্বাত ৬/২১৬; ছহীহ ইবনে হিব্বান, আল-ইহসান, ক্রমিক ১৪, ২২, ৫০।

৩১৬. যিকরু মান ইখতালাফাল উলামাউ ওয়া নাক্বাদুল হাদীছ ফীহ পৃঃ ৪১।

৩১৭. হা/৭২, ৩০৭, ১২৩৮...।

(৬) হাকেম।[৩১৯]

(৭) ইবনে খুযায়মাহ।[৩২০]

(৮) সাজী বলেছেন, তিনি (হাদীছের) হাফেয, আস্থাভাজন, বিশ্বস্ত ছিলেন।[৩২১]

হাফেয যাহাবী লিখেছেন, الإمام الحافظ شيخ الإسلام 'তিনি ইমাম, (হাদীছের) হাফেয, শায়খুল ইসলাম'।[৩২২]

وَلَمْ يَنحَطَّ حَدِيْثُه عَنْ رُتْبَةِ الحَسَنِ 'আর তার বর্ণিত হাদীছ হাসান স্তরের নীচে নামেনি।[৩২৩]

ইবনে হাজার লিখেছেন, ثقه عابد أثبت الناس في ثابت وتغير حفظه بأخرة 'তিনি ছিক্বাহ, ইবাদাতগুযার, সর্বাধিক শক্তিশালী রাবী, শেষ বয়সে তার হিফয পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল'।[৩২৪]

ছহীহায়নে যে সকল মুখতালিত্ব ও মুতাগাইয়িরুল হিফয রাবী হতে দলীল গ্রহণ করা হয়েছে, তার দলীল আছে যে, তাদের ছাত্ররা তাদের বর্ণনাসমূহ ইখতিলাত্বের আগে করেছেন (তবে যদি তাখছীছ প্রমাণিত হয়ে যায়)।[৩২৫]

---

৩১৮. হা/৪৬, ১০৭, ১২৪...।

৩১৯. হা/৪২০৫, ২/৬০৮ ইত্যাদি।

৩২০. হা/৩৬০,৪০০, ১৪১২, ১/২০৮।

৩২১. তাহযীবুত তাহযীব ৩/১৫।

৩২২. তাযকিরাতুল হুফফায, নং ১/২০২, ১৯৭।

৩২৩. সিয়ারু আলামিন নুবালা ৭/৪৪৬।

৩২৪. তাক্বরীবুত তাহযীব, নং ১৪৯৯।

৩২৫. দেখুন মুক্বাদ্দামা ইবনে ছালাহ পৃঃ ৪৬৬, অন্য সংস্করণ পৃঃ ৪৯৯।

সারাংশ এই যে, উপরোল্লিখিত বর্ণনার উপর (আরোপিত) ইখতিলাত্বের অভিযোগ প্রত্যাখ্যাত। কেননা, এই হাদীছটি ইখতিলাত্ব ও তাগাইয়ূরের পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে। আল-হামদুলিল্লাহ।

শাহেদ-২ : إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ 'ইবরাহীম বিন ত্বাহমান আইয়ূব বিন আবী তামীমাহ ও মূসা বিন উক্ববা নাফে হতে, তিনি ইবনে ওমর (রাঃ) হতে সংক্ষিপ্তরূপে বর্ণনা করেছেন....'।[৩২৬]

'সংক্ষিপ্ত'-এর উদ্দেশ্য এই যে, হাম্মাদ বিন সালামাহ ও ইবরাহীম বিন ত্বাহমান-এর বর্ণনাসমূহে তিনটি স্থানে রফউল ইদায়েনের উল্লেখ রয়েছে। দু'রাকআত পড়ে উঠার সময় রফউল ইদায়েন করার উল্লেখ নেই। আর এটা স্বীকৃত (উছূল) যে, কোন বস্তুর উল্লেখ না হওয়া উক্ত বস্তুও (অস্তিত্ব) না থাকার প্রমাণ নয়।

ইবরাহীম বিন ত্বাহমান ছিক্বাহ ছিলেন।[৩২৭]

মুহাদ্দিছ ইসমাঈলীর কতিপয় 'মাজহুল' ও 'অজ্ঞাত' উস্তাদদের থেকে এই রেওয়ায়াটিতকে যঈফ বলা প্রত্যাখ্যাত।

ছহীহ বুখারীর বর্ণনাকে যঈফ বলার জন্য দুঃসাহসের প্রয়োজন রয়েছে!

ইমাম দারাকুৎনী 'কিতাবুল ইলাল' গ্রন্থে আব্দুল আলার বর্ণনাকে الْأَشْبَهُ بِالصَّوَابِ 'সঠিকের সাদৃশ্যপূর্ণ' বলেছেন।[৩২৮]

৩২৬. তাগলীকুত তালীক ২/৩০৬; বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা ২/৭০।
৩২৭. মীযানুল ই'তিদাল ১/৩৮।
৩২৮. ফাৎহুল বারী ২/১৭৬।

সতর্কীকরণ : সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হতে রফউল ইদায়েন বর্জন করা একেবারেই প্রমাণিত নেই। আবূ বকর বিন আইয়াশ ও অন্যান্যদের বর্ণনাসমূহ ভুলের কারণে যঈফ ও প্রত্যাখ্যাত। যেমনটি সামনে আসছে। ইনশাআল্লাহ।

(৩) عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ هَكَذَا 'তাবেঈ আবূ ক্বিলাবাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি মালেক ইবনুল হুয়ায়রেছ (রাঃ)-কে দেখেছেন যে, তিনি যখন ছালাত পড়তেন তখন তাকবীর বলতেন। অতঃপর তার দু'হাত উত্তোলন করতেন। আর যখন তিনি রুকূ করতে মনস্থ করতেন তখন রফউল ইদায়েন করতেন। আর যখন রুকূ হতে মাথা তুলতেন তখনও তার হাত দু'টি তুলতেন। এবং তিনি বললেন যে, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরূপই করতেন।[৩২৯] এই হাদীছটি নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহেও বিদ্যমান আছে-ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ।[৩৩০] ছহীহ ইবনে হিব্বান।[৩৩১] ছহীহ আবী আওয়ানাহ।[৩৩২]

৩২৯. ছহীহ বুখারী হা/৭৩৭, ১/১০২; ছহীহ মুসলিম হা/৩৯১, ১/১৬৮, ইমাম মুসলিমের বর্ণনায়, দারুস সালাম পাবলিকেশনের হাদীছ নং ৮৬৪।
৩৩০. হা/৫৮৫, ১/২৯৫।
৩৩১. হা/১৮৭০, ৩/১৭৫।
৩৩২. ২/৯৪।

আবূ ক্বিলাবাহ আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ ছিক্বাহ ছিলেন। তাকে তাবেঈ মুহাম্মাদ বিন সীরীন ও আবূ হাতেম আর-রাযী ছিক্বাহ বলেছেন।[৩৩৩]

তার ছিক্বাহ হওয়ার উপর ইজমা আছে।[৩৩৪]

এই হাদীছটি সাইয়েদুনা মালেক ইবনুল হুয়ায়রেছ (রাঃ) হতে আবূ ক্বিলাবাহ ও নাছর বিন আছেম (দু'জন তাবেঈ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

আবূ ক্বিলাবাহ হতে খালেদ আল-হায্যা ও তার থেকে খালেদ বিন আব্দুল্লাহ আত-ত্বাহ্হান ও ইসমাঈল বিন উলাইয়াহ এই রেওয়ায়াতটি বর্ণনা করেছেন।

নাছর বিন আছেম হতে ক্বাতাদাহ আর তার থেকে শুবাহ, সাঈদ বিন আরূবাহ, সাঈদ বিন বাশীর, হাম্মাম, ইমরান আল-ক্বাত্তান, হাম্মাদ বিন সালামাহ, হিশাম ও আবূ আওয়ানাহ এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

শুবাহ হতে আছেম বিন আলী, খালেদ, হাফছ বিন ওমর, ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ, আবূ দাউদ আত-ত্বায়ালিসী, সুলায়মান বিন হারব, ইবনে মাহদী, আবুল ওয়ালীদ আত-ত্বায়ালিসী, আব্দুছ ছামাদ এবং আদম বিন আবী ইয়াস রেওয়ায়াতটি বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্য হতে কারোরই রেওয়ায়াতে সিজদায় রফউল ইদায়েনের উল্লেখ নেই।

ক্বাতাদা হতে শুবাহ-এর রেওয়ায়াত 'সামা'র উপর গণ্য হয়।

৩৩৩. আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল ৫/৫৮, এবং এটি ছহীহ।

৩৩৪. আল-ইসতিগনাহ ফী আসমাইল মা'রূফীনা বিল-কুনা পৃঃ ৯২।

সাঈদ বিন আবী আরূবাহ হতে আব্দুল আলা, ইবনে নুমায়ের, ইয়াযীদ বিন যুরায়ে', ইবনে উলাইয়াহ, ইবনে আবী আদী, মুহাম্মাদ বিন হাফছ ও খালেদ ইবনুল হারেছ এই রেওয়ায়াতটি বর্ণনা করেছেন। কতিপয়ের বর্ণনায় সিজদার রফউল ইদায়েন-এর উল্লেখ আছে। কিন্তু (সেগুলোর সনদে) ক্বাতাদা (নামী) মুদাল্লিস (রাবী) রয়েছেন। আর সিজদায় রফউল ইদায়েন করার বাক্যসমূহে তার 'সামা'র স্পষ্টতা নেই। সুতরাং এই বর্ণনাগুলি যঈফ। হাম্মাদ, ইমরান ও সাঈদ-এর বর্ণনাসমূহে হাদীছে সিজদার রফউল ইদায়েনের উল্লেখ নেই। হাম্মামের বর্ণনার উদ্দেশ্য এই যে, 'রুকূ'র আগে, সিজদার আগে ও সিজদা হতে মাথা উত্তোলন করার পরে (রফউল ইদায়েন করতে হবে)'। অতএব এই বর্ণনাটি স্বীয় ভাষ্যের উপর পরিষ্কার নয়।

হিশাম হতে আবূ আমের, আব্দুছ ছামাদ, ইয়াযীদ বিন যুরায়ে ও মুআবিয়া বিন হিশাম এই রেওয়ায়াতটি উদ্ধৃত করেছেন। স্রেফ মুআবিয়া বিন হিশামের বর্ণনায় সিজদায় রফউল ইদায়েনের উল্লেখ আছে। বাকি তিনটি বর্ণনায় (সিজদায় রফউল ইদায়েন করার বিষয়টি) নেই।

ফায়েদা : সাইয়েদুনা মালেক ইবনুল হুয়ায়রেছ (রাঃ) বনূ লায়ছ গোত্রের প্রতিনিধির দলের মাঝে তাবূক যুদ্ধের প্রস্তুতির সময় নবী কারীম (ছাঃ)-এর কাছে এসেছিলেন।[৩৩৫]

'তাবূক যুদ্ধ' নবম হিজরীতে হয়েছিল।[৩৩৬]

৩৩৫. দেখুন ফাৎহুল বারী (২/১১০, হা/৬২৮-এর আলোচনা), ইমাম ক্বাসত্বালানী, ইরশাদুস সারী (২/১৬)।

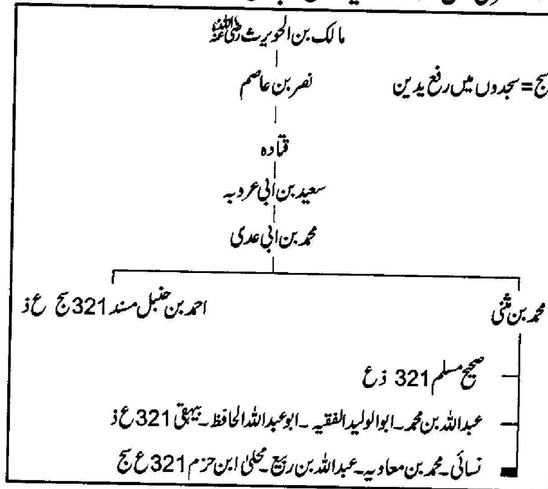
৩৩৬. দেখুন ফাৎহুল বারী হা/৪৪১৫, ৮/১১১।

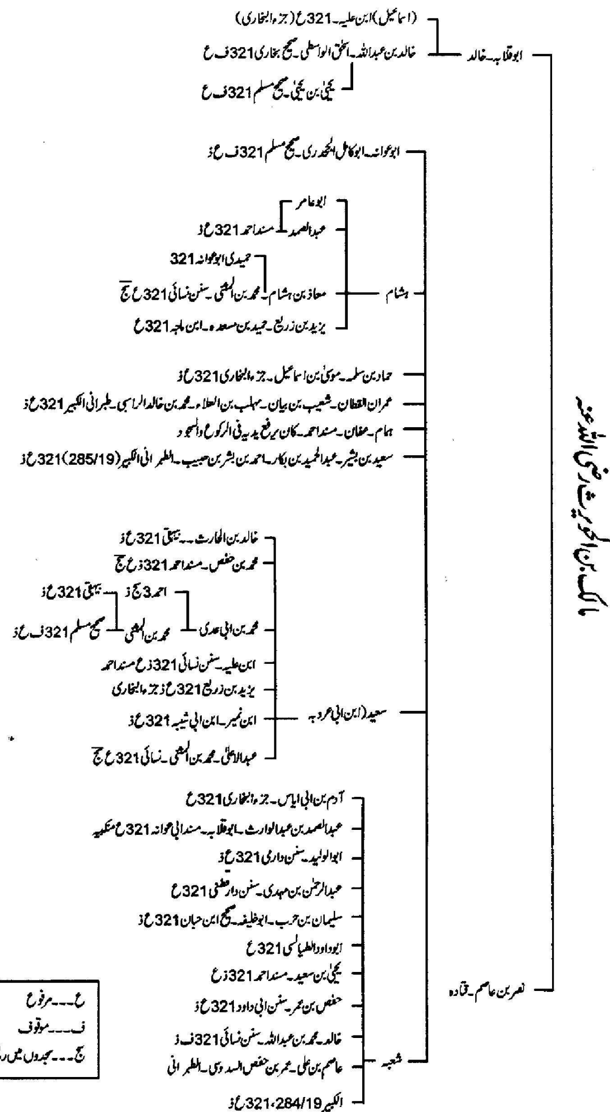
روایت قتادہ سے تصریح سماع پر محمول ہوتی ہے۔

سعید بن ابی عروبہ سے عبدالاعلیٰ، ابن نمیر، یزید بن زریع، ابن علیۃ، ابن ابی عدی، محمد بن حفص اور خالد بن الحارث نے یہ روایت بیان کی ہے۔ بعض کی روایات میں سجدوں والے رفع الیدین کا ذکر ہے مگر قتادہ مدلس ہیں اور سجدوں میں رفع یدین والے الفاظ میں ان کے سماع کی تصریح موجود نہیں ہے لہٰذا یہ روایات ضعیف ہیں۔ حماد، عمران اور سعید کی روایات میں سجدوں والے رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے۔ ہمام کی روایت کا مطلب یہ ہے کہ فی الرکوع (قبل الرکوع) و فی السجود (قبل السجود و اذا رفع راسہ من الرکوع) لہٰذا یہ روایت اپنے منطوق پر صریح نہیں ہے۔ ہشام سے ابو عامر، عبدالصمد، یزید بن زریع اور معاویہ بن ہشام یہ روایت بیان کرتے ہیں۔ صرف معاویہ بن ہشام کی روایت میں سجدوں والے رفع الیدین کا ذکر ہے۔ باقی تینوں کی روایات میں نہیں۔

فائدہ: سیدنا مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ بنولیث کے وفد میں غزوۂ تبوک کی تیاری کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے۔ دیکھئے فتح الباری (ج۲ ص ۱۱۰ تحت ح ۶۲۸) ارشاد الساری للقسطلانی (۱۶/۲)

غزوۂ تبوک ۹ ہجری میں ہوا تھا۔ دیکھئے فتح الباری (۱۱۱/۸ ح ۴۴۱۵)





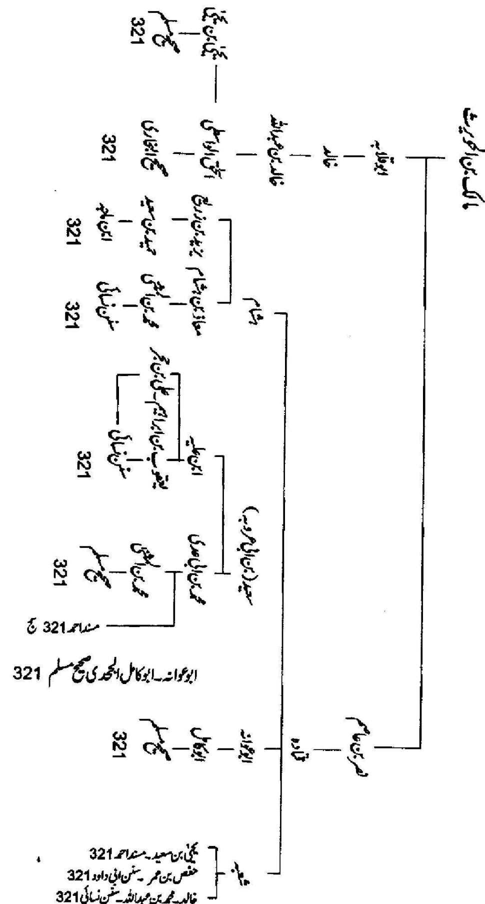
আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী দেওবন্দী বলেছেন, وشعبة في النسخة غلط আর (নাসাঈ-এর নুসখাতে) শুবার নাম ভুল করে লিপিবদ্ধ হয়েছে।[৩৩৭]

এই ইবরাতটি হাবীবুল্লাহ ডায়ারভী দেওবন্দী নকল করে স্বভাবতই তাতে কালি লেপন করে রেখেছেন।[৩৩৮]

---

৩৩৭. নায়লুল ফারক্বাদাঈন পৃঃ ৩২।
৩৩৮. দেখুন নূরুছ ছাবাহ পৃঃ ২৩০।

انورشاہ کاشمیری دیوبندی کہتے ہیں:'' وشعبة فی النسخة غلط''إلخ
اور(سنن نسائی کے)نسخہ میں شعبہ(کالفظ)غلط ہے الخ (نیل الفرقدین ص ۳۲)
یہ عبارت حبیب اللہ ڈیروی دیوبندی نے نقل کر کے اس پر حسبِ عادت نیش زنی کر رکھی
ہے۔ [دیکھئے نور الصباح ص ۲۳۰]



মুহাম্মাদ ইউসূফ বানূরী দেওবন্দী ছাহেব বলেছেন,

'সতর্কীকরণ : হিন্দুস্তানে প্রকাশিত নাসাঈর কপিতে 'শুবাহ ক্বাতাদা হতে'-এর পরিবর্তে 'সাঈদ ক্বাতাদা হতে'- লিপিবদ্ধ হয়েছে। আর এটা হচ্ছে 'তাছহীফ'। আমাদের শায়খ (আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী)ও এমনটিই 'নায়লুল ফারক্বাদাইন' গ্রন্থে স্পষ্ট করেছেন এবং তিনি সেখানে বলেছেন... (পৃঃ ৩২)'।[৩৩৯]
এই ইবারত হতে প্রতীয়মান হল যে, বানূরী দেওবন্দী ছাহেবও স্বীয় উস্তাদ আনওয়ার শাহ কাশ্মীরীর ন্যায় 'শুবাহ'-এর শব্দটিকে ভুল অনুধাবন করেন। আর 'সাঈদ'-কে বিশুদ্ধ শব্দ বলেছেন। এটা দু'জন দেওবন্দী উচ্চমাপের আলেমের সাক্ষ্য।
এর খন্ডন করতে গিয়ে ডায়ারভী ছাহেব লিখেন, 'যেভাবে শুবাহ (রহঃ) নাসাঈতে বিদ্যমান রয়েছেন ঠিক তেমনিভাবে শুবাহ শব্দটি ছহীহ ইবনে আবী আওয়ানাতেও বিদ্যমান'।[৩৪০]
সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! ডায়ারভী ছাহেবের এই বক্তব্যটি নির্জলা মিথ্যাচার। আপনারা 'মুসনাদে আবী আওয়ানা' নিয়ে দেখুন (২/৯৪, ৯৫)। তথায় শু'বাহর যে বর্ণনা আছে তা 'আব্দুছ ছামাদ' এবং 'আবুল ওয়ালীদ'-এর সনদের সাথে আছে। আর সেখানে ডায়ারভী ছাহেবের বর্ণনাকৃত সিজদায় রফউল ইদায়েনের উল্লেখ নেই।

৩৩৯. মা'আরিফুস সুনান ২/৪৫৬।
৩৪০. নূরুছ ছাবাহ পৃঃ ২৩০।

সতর্কীকরণ : এখানে বর্ণনাবিহীন ও নেতিবাচক বর্ণনার মাসআলা নেই। কেননা শুবাহর বর্ণিত এই রেওয়ায়াতে কোথাও সিজদার রফউল ইদায়েনের অস্তিত্ব নেই।

এটি ঐ বক্তব্যের শক্তিশালী ইঙ্গিত যে, সিজদার রফউল ইদায়েনের রেওয়ায়াত শুবাহর সনদের সাথে নেই। নাসাঈর রেওয়ায়াতটি সাঈদ বিন আবী আরূবাহ হতে রয়েছে; শুবাহ হতে নয়।

সুনানে নাসাঈ-তে বর্ণিত সিজদায় রফউল ইদায়েন করার হাদীছ :

ইমাম নাসাঈ (রহঃ) বলেন, أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي صَلَاتِهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ 'মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না আমাদেরকে সংবাদ প্রদান করেছেন। (তিনি বলেছেন) আমাদেরকে ইবনে আবী আদী [সাঈদ] হতে, তিনি ক্বাতাদা হতে, তিনি নাছর বিন আছেম হতে, তিনি মালেক ইবনুল হুয়ায়রেছ হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি দেখেছেন, নবী (ছাঃ) ছালাতে দু'হাত উত্তোলন করেছিলেন। আর যখন তিনি রুকূ করতেন, রুকূ হতে উঠতেন (হাত উত্তোলন করতেন)। এবং যখন তিনি সিজদা করতেন ও যখন সিজদা হতে মাথা তুলতেন, (তখনও) কানের লতি পর্যন্ত হাত উত্তোলন করতেন।[৩৪১]

৩৪১. হা/১০৮৬, ২/২০৫, ২০৬, প্রকাশ : দারুস সালাম।

স্মর্তব্য যে, ইমাম নাসাঈর সুনানে ছুগরা (আল-মুজতাবা) গ্রন্থের সাধারণ নুসখাগুলোতে ভুলক্রমে 'সাঈদ হতে'-এর পরিবর্তে 'শুবাহ হতে' মুদ্রিত হয়েছে।

দলীল-১ : ইবনে আবী আদী হতে একই রেওয়ায়াত আহমাদ বিন হাম্বল 'সাঈদ বিন আবী আরূবাহ' -এর সনদ দ্বারা বর্ণনা করেছেন।[৩৪২]

দলীল-২ : ইবনে আবী আদী হতে মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্নার বর্ণনা ইমাম মুসলিম সাঈদ বিন আবী আরূবাহর সনদে বর্ণনা করেছেন।[৩৪৩]

দলীল-৩ : এই রেওয়ায়াতটি একই সনদ ও মতনের সাথে ইমাম নাসাঈর 'আস-সুনানুল কুবরা' গ্রন্থে[৩৪৪] 'সাঈদ ক্বাতাদা হতে'-এর সনদে বিদ্যমান আছে। এটি এই বিষয়ের বড় দলীল যে, 'আল-মুজতাবা' গ্রন্থে লেখক বা কপিকারকের ভুলের কারণে 'সাঈদ ক্বাতাদা হতে'- এর পরিবর্তে 'শুবাহ ক্বাতাদা হতে' (শব্দগুলি) লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে।

দলীল-৪ : ইবনে হাযম 'আল-মুহাল্লা' গ্রন্থে[৩৪৫] স্বীয় সনদের সাথে ইমাম নাসাঈ হতে (আস-সুনানুল কুবরা) এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। আর তাতে 'সাঈদ বিন আবী আরূবাহ'-এর নাম রয়েছে।

৩৪২. মুসনাদে আহমাদ হা/১৫৬৮৫, ৩/৪৩৬।
৩৪৩. মুসনাদে আহমাদ হা/১৫৬৮৫, ৩/৪৩৬।
৩৪৪. ১/২২৮, হা/৬৭২, অন্য সংস্করণ, ১/৩৪৩, হা/৬৭৬।
৩৪৫. ৪/৯২, মাসআলা-৪৪২।

ইমাম নাসাঈর ছাত্র মুহাম্মাদ বিন মুআবিয়া/ইবনুল আহমার ছিক্বাহ ছিলেন।[৩৪৬]

দলীল-৫ : হাফেয ইবনে হাজার 'ফাৎহুল বারী' গ্রন্থে (২/১৭৭) এই রেওয়ায়াতটি নাসাঈ থেকে 'সাঈদ বিন আবী আরূবাহ' হতে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন (হাফেয মিযযী 'তুহফাতুল আশরাফ' গ্রন্থে শুবাহর সনদে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এটা (তার) পূর্বের ভুল)।

দলীল-৬ : হাফেয ইবনে হিব্বান বলেছেন, (কখনো কখনো) 'সাঈদ' শুবাহ এবং 'শুবাহ' সাঈদ হয়ে যায়।[৩৪৭]

দলীল-৭ : ত্বাহাবী হানাফী এই রেওয়ায়াতটি ইমাম আহমাদ বিন শুআইব আন-নাসাঈ থেকে 'সাঈদ' এর সনদে বর্ণনা করেছেন।[৩৪৮]

দলীল-৮ : ইমাম বায়হাক্বী 'মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না'র বর্ণনাটি সাঈদ-এর সনদে বর্ণনা করেছেন।[৩৪৯]

সারাংশ এই যে, এই রেওয়ায়াতটি সাঈদ বিন আবী আরূবাহ-এর সনদে আছে। এবং সাঈদের তাদলীসে সাঈদ, সাঈদের ইখতিলাত্ব, ক্বাতাদার তাদলীস ও 'শায'-এর কারণে যঈফ।

(٤) عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّهُ " رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ، - وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ - ثُمَّ الْتَحَفَ

৩৪৬. সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৬/৬৮।

৩৪৭. আল-মাজরূহীন ১/৫৯।

৩৪৮. মুশকিলুল আছার, (নতুন মুদ্রণ) ৫/৫৭; তুহফাতুল আখয়ার হা/৬৩২, ২/৩১।

৩৪৯. আস-সুনানুল কুবরা ২/২৫, ৭১।

بِثَوْبِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ، ثُمَّ رَفَعَهُمَا، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ، فَلَمَّا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا، سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ "

(৪) ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি নবী (ছাঃ)-কে দেখেছেন, তিনি যখন ছালাতে প্রবেশ করতেন তখন তাকবীর বলার সময় হাত উত্তোলন করতেন। হাম্মাম (রাবী) কান পর্যন্ত হাত উত্তোলন করে দেখিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি তার কাপড়কে পেঁচিয়ে নিলেন। এরপর ডান হাতকে বাম হাতের উপরে স্থাপন করলেন। আর যখন রুকূ করতে মনস্থ করতেন তখন তার দু'হাতকে কাপড়ের (অভ্যন্তরীণ) থেকে বাহির করলেন এবং রফঈল ইদায়েন করলেন। অতঃপর তাকবীর বললেন। তারপর রুকূ করলেন। এবং যখন বললেন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' তখন রফউল ইদায়েন করলেন। এরপর যখন সিজদা দিলেন তখন দু'হাতের মাঝ বরাবর সিজদা করলেন।[৩৫০]

রুকূর আগে ও পরে রফউল ইদায়েনের মর্মের সাথে ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ)-এর এই হাদীছটি বিভিন্ন সনদের সাথে নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহেও বর্ণিত আছে-

ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ।[৩৫১]

ছহীহ ইবনে হিব্বান।[৩৫২]

সাইয়েদুনা ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ)-এর জীবন বৃত্তান্ত

৩৫০. ছহীহ মুসলিম হা/৪০১, ৪/১১৪, নববীর শরহ মুসলিম সহ।

৩৫১. হা/৬৯৭, ১/৩৪৬

৩৫২. হা/১৮৫৭, ৩/১৬৭, ১৬৮; ছহীহ আবী আওয়ানাহ ২/৯৭।

হাফেয ইবনে হিব্বান বলেন যে, তিনি ইয়েমেনের মহান বাদশাহ ছিলেন। আর তিনি বাদশাহর অন্যতম সন্তান ছিলেন। তার আগমণের তিন দিন পূর্বেই রাসূল (ছাঃ) তার (ব্যাপারে) সুসংবাদ দিয়েছিলেন।[৩৫৩]

হাফেয ইবনে কাছীর আদ-দিমাশক্বী ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ)-এর আগমণের উল্লেখ ঐ প্রতিনিধিদলের মধ্যে গণ্য করেছেন যাদের দলটি নবম হিজরীতে নবী (ছাঃ)-এর কাছে আগমণ করেছিলেন।[৩৫৪]

আয়নী হানাফী বলেন, ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) নবম হিজরীতে মদীনায় মুসলিম হয়েছিলেন।[৩৫৫]

এরপর তিনি শীতকালে (পরের বছর দশম হিজরীতে) দ্বিতীয়বার এসেছিলেন।[৩৫৬]

এই বছরেও (দশম হিজরীতে) তিনি রফউল ইদায়েন পর্যবেক্ষণ করেছিলেন।[৩৫৭]

কতিপয় লোক সাইয়েদুনা ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ)-এর এই হাদীছের উপর দু'টি অভিযোগ করেছেন-

১. ওয়ায়েল আরাবী (আরব বেদুঈন) ছিলেন, ইসলামী শরীআত সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন।

৩৫৩. ইবনে হিব্বান, কিতাবুছ ছিক্বাত ৩/৪২৪, ৪২৫; ইবনে হিব্বান, কিতাবু মাশাহীরু উলামা আল-আমছার পৃঃ ৪৪, জীবনী নং ২৭৬।
৩৫৪. আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়া ৫/৭১।
৩৫৫. উমদাতুল ক্বারী ৫/২৭৪, হা/৭৩৫-এর আলোচনা দ্রঃ।
৩৫৬. ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/১৮৫৭, ৩/১৬৯।
৩৫৭. সুনানে আবী দাঊদ হা/৭২৭, এর সনদ ছহীহ।

২. তিনি নবী (ছাঃ)-কে স্রেফ একবারই ছালাত আদায় করতে দেখেছিলেন।

উপর্যুক্ত দু'টি প্রমাণের আলোকে এই দু'টো অভিযোগ বাতিল ও মিথ্যা। এই অভিযোগগুলি অভিযোগকারীর স্বীয় জাহালতের স্পষ্টতা ও খন্ডন করার অযোগ্য হওয়ার প্রমাণ। ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর মর্যাদা সুউচ্চ ও কোন প্রতিরোধের মুখাপেক্ষী নন।

(٦) عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ، فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوا: لِمَ؟ فَوَاللَّهِ مَا كُنْتَ بِأَكْثَرِنَا لَهُ تَبَعَةً، وَلَا أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً، قَالَ: بَلَى، قَالُوا: فَاعْرِضْ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ كَبَّرَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، وَيَقِرَّ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ فِي مَوْضِعِهِ، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ مُعْتَمِدًا، لَا يَصُبُّ رَأْسَهُ وَلَا يُقْنِعُ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، حَتَّى يَقِرَّ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ، ثُمَّ يَهْوِي إِلَى الْأَرْضِ وَيُجَافِي بَيْنَ يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا وَيَفْتَخُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ، ثُمَّ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَجْلِسُ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ مِنْهُ إِلَى مَوْضِعِهِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَصْنَعُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ

بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، كَمَا صَنَعَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ يُصَلِّي بَقِيَّةَ صَلَاتِهِ هَكَذَا، حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِي يَنْقَضِي فِيهَا التَّسْلِيمُ أَخَّرَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ وَجَلَسَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ، مُتَوَرِّكًا " قَالُوا: صَدَقْتَ، هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(৫) আব্দুল হামিদ বিন জাফর বলেছেন, মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আত্বা আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি আবূ হুমাইদ আস-সায়েদী (রাঃ) হতে শুনেছি যেখানে দশজন ছাহাবী ছিলেন। তন্মধ্যে ক্বাতাদা (রাঃ)ও ছিলেন। আবূ হুমায়েদ (রাঃ) বলেছেন, আমি তোমাদের চাইতে সর্বাধিক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর ছালাত সম্পর্কে অবগত। তারা বললেন, তা কেমন করে? তুমি তো আমাদের চেয়ে তার অধিক সান্নিধ্য লাভ করনি। আর না আমাদের চাইতে তার অধিক আনুগত্য করেছ। তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারা বললেন, (ঠিক আছে) বল।

তিনি (আবূ হুমায়েদ (রাঃ) বললেন, রাসূল (ছাঃ) যখন ছালাতের জন্য দাঁড়াতেন তখন তাকবীর বলতেন। অতঃপর তার দু'হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। আর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্ব স্ব স্থানে স্থির হয়ে যেত। অতঃপর কিরাআত পাঠ করতেন। এরপর তিনি কাঁধ পর্যন্ত রফউল ইদায়েন করতেন। তারপর রুকূ করতেন এবং তার হাতকে তার হাঁটতে স্থাপন করতেন। (রুকূতে তিনি তার মাথা মোবারক) না উঁচু করতেন আর না নীচু করতেন। বলতেন, সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলতেন। এবং দু'হাত কাঁধ পর্যন্ত তুলতেন। ......এরপর যখন তিনি দু'রাকআত পড়ে দাঁড়াতেন তখন ঐভাবে কাঁধ পর্যন্ত হাত তুলতেন যেভাবে ছালাতের শুরুতে

করতেন। তারা (দশজন ছাহাবা (রাঃ) বললেন, তুমি সত্য বলেছ। নবী করীম (ছাঃ)-এভাবেই ছালাত পড়েছেন।[৩৫৮]

রফউল ইদায়েনের মর্মের সাথে সাইয়েদুনা আবূ হুমায়েদ আস-সায়েদী (রাঃ) হতে আব্বাস বিন সাহল আস-সায়েদীর বর্ণনায় আছে যে, সে সময় এই ছাহাবাগণও বিদ্যমান ছিলেন- সাহল বিন সাদ আস-সায়েদী, আবূ উসায়েদ আস-সায়েদী, আবূ হুরায়রাহ ও মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ। আল্লাহ তাদের সবার উপর সন্তুষ্ট হোন।[৩৫৯]

---

৩৫৮. ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/১৮৬৪, ১৮৬৭, ৩/১৭১, ৩/১৭৩; ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/৫৮৭, ১/২৭৯ সংক্ষেপিত; ইবনুল জারূদ, মুনতাক্বা হা/১৯২, পৃঃ ৭৪, ৭৫; জামে' তিরমিযী হা/৩০৪, ১/৬৭, তিনি বলেছেন, 'এই হাদীছটি হাসান ছহীহ'; বুখারী 'জুযউ রফইল ইদায়েন' গ্রন্থে (হা/১০২, পৃঃ ১৭৮) এবং ইবনে তায়মিয়া 'আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা' গ্রন্থে (১/১০৫; 'আল-মাজমূ' ২২/৪৫৩) এবং ইবনুল ক্বাইয়িম স্বীয় "তাহযীব ফী সুনানি আবী দাঊদ" গ্রন্থে (২/৪১৬) একে ছহীহ বলেছেন। তিনি বলেছেন, "আবূ হুমায়দের এই হাদীছটি ছহীহ। এটি সার্বজনীনভাবে গৃহীত। এই হাদীছে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই। একটি কওম এছে ত্রুটিযুক্ত বলেছেন। যাদের থেকে হাদীছের ইমামদেরকে আল্লাহ মুক্ত ঘোষণা করেছেন। আর তারা যেসকল ত্রুটি-বিচ্যুতি উল্লেখ করেছেন সেগুলি আমরা বর্ণনা করব। অতঃপর আমরা আল্লাহর সাহায্যে তাদের শিক্ষার গোলযোগ এবং বাতিলতা স্বচ্ছরূপে উল্লেখ করব। এগুলি ব্যতিরেকে আরো অসংখ্য গ্রন্থে এই হাদীছটি বিদ্যমান। খাত্তাবী (আবূ দাঊদের বিখ্যাত ভাষ্য গ্রন্থ) 'মাআলিমুস সুনান' গ্রন্থে (১/১৯৪) বলেছেন, হাদীছটি ছহীহ।

৩৫৯. সারাংশ-ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/৫৮৯, ১/২৯৮; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/১৮৬৮, ৩/১৭৪; বুখারী, জুযউ রফইল ইদায়েন হা/৫, পৃঃ ৩৭, এর সনদ হাসান।

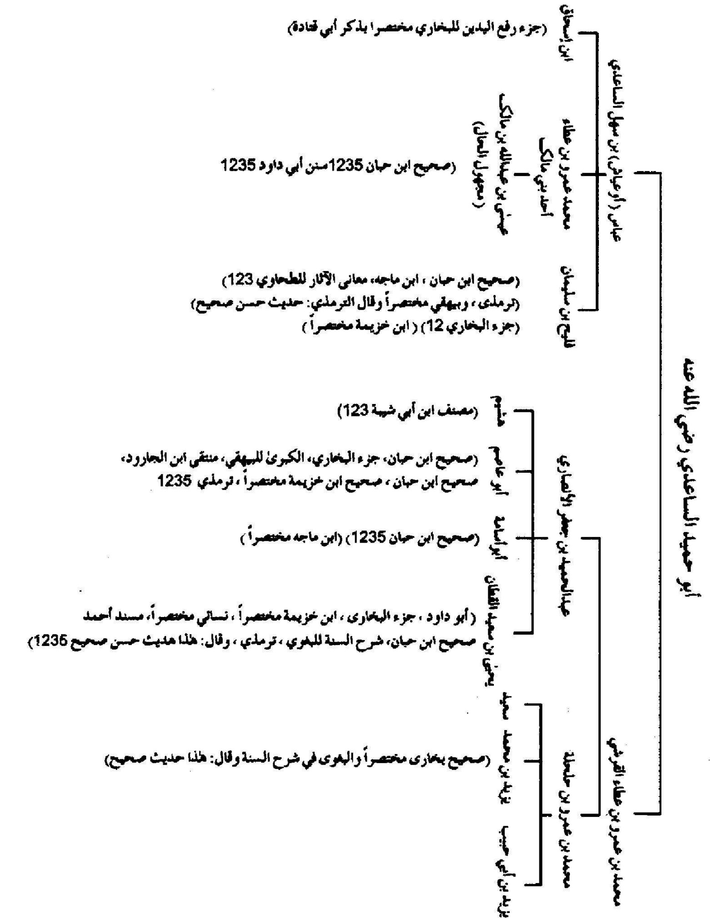
হাফেয আবূ হাতেম বিন হিব্বান আল-বুসতী বলেছেন, উভয় বর্ণনাটি (মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আত্বা-এর বর্ণনা ও আব্বাস বিন সাহল আস-সায়েদী-এর বর্ণনা) সংরক্ষিত।[৩৬০]

ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ গ্রন্থে আছে যে, (ছিক্বাহ ইমাম) মুহাম্মাদ বিন ইয়াহ্ইয়া বলেছেন, مَنْ سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ، ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ - يَعْنِي إِذَا رَكَعَ - وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَصَلَاتُهُ نَاقِصَةٌ

যে রফউল ইদায়েনের এই হাদীছটি শ্রবণ করল। অতঃপর রফউল ইদায়েন করল না। অর্থাৎ যখন সে রুকূ করবে, যখন সে রুকূ হতে মাথা উঠাবে; তাহলে তার ছালাত ত্রুটিযুক্ত।[৩৬১]

৩৬০. ছহীহ ইবনে হিব্বান ৩/১৭০, হা/১৮৬৩ দ্রঃ।
৩৬১. হা/৫৮৯, ১/২৭০।

تخريج حديث أبي حميد رضي الله عنه في رفع اليدين



عبدالحمید بن جعفر کا تعارف

نمبرشمار	معدل	تعدیل	حوالہ	جارح	جرح	حوالہ
1	احمدبن حنبلؒ	ثقة ليس به بأس	تہذیب التہذیب	أبو حاتم	محله الصدق	1
2	ابن معين	ثقة ليس به بأس	وغيره		لا يحتج به	
3	ابن عدي	أرجو أنه لا بأس به	....	طحاوي	(جرحه)	2
4	ابن سعد	ثقة كثير الحديث	....	النسائي	ليس بالقوى	3
5	الساجي	ثقة صدوق	....	يحيىٰ القطان	(كان يضعفه)	4
6	ابن نمير	ثقة	....	الثوري	(كان يضعفه)	5
7	مسلم	(احتج به فى الصحيح)	....			
8	ابن خزيمة	(احتج به فى الصحيح)	....			
9	ابن حبان	أحد الثقات المتقنين	....			
10	على بن المديني	وكان عندنا ثقة	....			
11	الترمذي	(صحح له في سننه)	....			
12	ابن القطان	ثقة	....			
13	عبدالحق	ثقة	....			
14	بيهقي	تضعيف الطحاوي مردود	....			
15	النسائي	ليس به بأس	....			
16	يحيى بن سعيد القطان	(كان يوثقه)	....			
17	البوصيري	ثقة	الزوائد : ۳۱۹۳			
18	الحاكم	(صحح له)	المستدرک ۱/۵۰۰			
19	ابن تيمية	.....				
20	ابن قيم	.....				
21	بخاري	.....				
22	ابن حجر	صدوق رمي بالقدر وربما وهم				

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ عبدالحمید بن جعفر کے موثقین زیادہ اور بڑے عالم ہیں۔

আব্দুল হামীদ বিন জা'ফর-এর পরিচিতি

যেকল ইমামগণ তাঁর প্রশংসা করেছেন :

(১) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বলেছেন, তিনি ছিক্বাহ, তার মাঝে কোন সমস্যা নেই।[৩৬২]

(২) ইমাম ইবনে মাঈন বলেন, তিনি ছেক্বাহ রাবী। তার বর্ণনায় কোন দোষ নেই (ঐ)।

(৩) ইমাম ইবনে আদী বলেন, আমি আশাবাদী যে, তার বর্ণিত হাদীছ বর্ণনা করাতে কোন সমস্যা হবে না (ঐ)।

(৪) ইমাম ইবনে সাদ বলেছেন, তিনি একজন ছিক্বাহ রাবী, প্রচুর হাদীছ বর্ণনাকারী (ঐ)।

(৫) ইমাম আস-সাজী বলেন, তিনি একজন ছিক্বাহ-ছদূক্ব রাবী (ঐ)।

(৬) ইমাম ইবনে নুমায়ের বলেন, তিনি ছিক্বাহ তথা নির্ভরযোগ্য রাবী ছিলেন (ঐ)।

(৭) মুসলিম তার বর্ণিত হাদীছ দ্বারা ছহীহ মুসলিমে দলীল গ্রহণ করেছেন (ঐ)।

(৮) ইবনে খুযায়মাহ স্বীয় 'ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ' গ্রন্থে তার ও রেওয়ায়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন (ঐ)।

(৯) ইমাম ইবনে হিব্বান বলেন, তিনি অন্যতম ছিক্বাহ ও মুতক্বিন ছিলেন (ঐ)।

৩৬২. তাহযীবুত তাহযীব।

(১০) ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি আমাদের নিকটে ছিক্বাহ হিসাবে বিবেচিত (ঐ)।

(১১) ইমাম তিরমিযী তার হাদীছ স্বীয় 'আস-সুনান' গ্রন্থে ছহীহ বলেছেন (ঐ)।

(১২) ইমাম ইবনুল ক্বাত্তান তাকে ছিক্বাহ বলেছেন (ঐ)।

(১৩) ইমাম আব্দুল হক্ব তাকে ছিক্বাহ বলেছেন (ঐ)।

(১৪) ইমাম বায়হাক্বী বলেছেন, 'তাহাবী তাকে যঈফ বলেছেন যা বাতিল' (ঐ)।

(১৫) ইমাম নাসাঈ বলেন, তার হাদীছে কোন সমস্যা নেই (ঐ)।

(১৬) ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-ক্বাত্তান তাকে ছিক্বাহ আখ্যা দিতেন (ঐ)।

(১৭) ইমাম আল-বূছীরী তাকে ছিক্বাহ বলেছেন।[৩৬৩]

(১৮) ইমাম হাকিম তার বর্ণিত হাদীছকে ছহীহ বলেছেন।[৩৬৪]

(১৯) ইমাম ইবনে তায়মিয়া তার হাদীছকে ছহীহ বলেছেন (প্রাগুক্ত)।

(২০) ইমাম ইবনুল ক্বাঈয়েম তার বর্ণিত হাদীছকে ছহীহ বলেছেন (প্রাগুক্ত)।

(২১) ইমাম বুখারী তার হাদীছকে ছহীহ বলেছেন (প্রাগুক্ত)।

(২২) ইমাম ইবনে হাজার বলেছেন, তিনি একজন ছদূক্ব তথা সত্যবাদী। তাকে ক্বাদরীয়া মতালম্বী হওয়ার অপবাদ দেয়া হয়েছে। আর কখনো কখনো তিনি ভ্রমে পতিত হতেন (প্রাগুক্ত)।

যে সকল ইমাম তার সমালোচনা করেছেন :

৩৬৩. আয-যাওয়ায়েদ হা/৪১৯৩।
৩৬৪. আল-মুসতাদরাক ১/৫০০।

১. ইমাম আবূ হাতিম বলেন, তিনি সত্যবাদী। তার বর্ণিত হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না।
২. ইমাম তাহাবী তার সমালোচনা করেছেন।
৩. ইমাম নাসাঈ বলেন, তিনি শক্তিশালী নন।
৪. ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-ক্বাত্তান তাকে যঈফ বলেছেন।
৫. ইমাম সুফিয়ান ছাওরী তাকে যঈফ বলেছেন।

এই বিশদ আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, আব্দুল হামীদ বিন জাফরের প্রশংসাকারীগণ বেশী ও বড় (মাপের) আলেম।

যায়লাঈ হানাফী বলেছেন, وَلَكِنْ وَثَّقَهُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ 'কিন্তু অধিকাংশ আলেমই তাকে ছিক্বাহ বলেছেন'।[৩৬৫]

অতএব, উপরোল্লিখিত আব্দুল হামীদ ছিক্বাহ বা আস্থাভাজন বর্ণনাকারী।

আবূ হাতেম, নাসাঈ ও ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ-এর জার্হ তথা সমালোচনা তাদের (পেশকৃত) তাদীলের সাথে সাংঘর্ষিক। সুতরাং (তাদের মতামতগুলি পরস্পরবিরোধী হওয়ার কারণে) প্রত্যাখ্যাত। হাফেয যাহাবী 'আব্দুর রহমান বিন ছাবিত ইবনুছ ছামিত'-এর জীবনীতে হাফেয ইবনে হিবক্ষানের দু'টি পরস্পর বিরোধী মত বর্ণনা করেন। একটিতে তাকে যঈফ ও অন্য উক্তিতে তাকে ছিক্বাহ বলা হয়েছে। তিনি (যাহাবী) ফায়ছালা করে দেন

৩৬৫. নাছবুর রায়াহ ১/৩৪৪। এর পর যায়লাঈ 'এই হাদীছটি বর্ণনায় তিনি ভুল করেছেন' যে বাক্যটি লিখেছেন তা দু'টি কারণে বাতিল। (১) এটি জমহুরদের বিপরীত। (২) সেটি অন্য হাদীছ, আমাদের পেশকৃত (অত্র) হাদীছটি নয়।

যে, 'ইবনু হিবক্ষানের বক্তব্য (পরস্পর বিরোধী হওয়ায় উভয় বক্তব্য) প্রত্যাখ্যাত'।[৩৬৬]

সুফিয়ান ছাওরীর (উপর আরোপিত) সমালোচনাটি তাক্বদীরের মাসআলার কারণে ছিল। যার খন্ডন হাফেয যাহাবী 'সিয়ারু আলামিন নুবালা' গ্রন্থে[৩৬৭] 'লা-জওয়াব' উত্তর দিয়েছেন।

ছহীহায়ন ও অন্যান্য গ্রন্থসমূহেও একটি জামাআতের হাদীছ রয়েছে যাদের উপর ক্বাদরী (ক্বাদরিয়া মতালম্বী হওয়ার) ইত্যাদির অপবাদ আছে (যেমন তাবেঈ ক্বাতাদা ইত্যাদি)। তাদের হাদীছ কি প্রত্যাখ্যান করা হবে?

আবূ জাফর ত্বাহাবীর 'জার্হ'-কে আহমাদ ইবনুল হুসাইন আল-বায়হাক্বী প্রত্যাখ্যাত বলেছেন। আর হাফেয ইবনু হাজারের ঐ মর্যাদা নেই যে, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ও অন্যদের স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট 'তাওছীক্ব'-এর মোকাবেলায় তার 'বিচ্ছিন্ন' মন্তব্য গ্রহণ করতে হবে (শর্ত হচ্ছে, তার বক্তব্যকে 'জার্হ'-এর উপর বিবেচনা করতে হবে। নতুবা তার উক্তিটি সমালোচনামূলক নয়)।

এ কারণেই হাফেয যাহাবী লিখেছেন, احْتَجَّ بِهِ الجَمَاعَةُ سِوَى الْبُخَارِيِّ وَهُوَ حَسَنُ الحديث ' বুখারী ব্যতিত তার হাদীছ দ্বারা মুহাদ্দিছদের একটি জামাআত দলীল গ্রহণ করেছেন। তিনি হাসানুল হাদীছ'।368

৩৬৬. মীযানুল ই'তিদাল ২/৫৫২।
৩৬৭. ৭/২১।
৩৬৮. সিয়ারু আলামিন নুবালা ৭/২২।

ইমাম বুখারীও তার হাদীছকে ছহীহ বলেছেন। যেমনটা গত হয়েছে। সুতরাং তিনি তার নিকটে ছহীহুল হাদীছ।369

হাফেয আবূ হাতেম বিন হিব্বান লিখেছেন, عبد الحميد رضى الله تعالى عَنْهُ أَحَدُ الثِّقَاتِ الْمُتْقِنِينَ قَدْ سَبَرْتُ أَخْبَارَهُ فَلَمْ أَرَهُ انْفَرَدَ بِحَدِيثٍ مُنْكَرٍ لَمْ يُشَارِكْ فِيهِ 'আব্দুল হামীদ (রাঃ) অন্যতম ছিক্বাহ মুতক্বিন রাবী। আমি তার হাদীছসমূহ গভীরভাবে পরীক্ষা করেছি। তিনি কোন মুনকার হাদীছ এককভাবে বর্ণনার সাথে জড়িত নন।370

মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আত্বা-এর পরিচিতি

তিনি কুতুবে সিত্তার কেন্দ্রীয় রাবী। তাঁকে আবূ যুরআহ, নাসাঈ, আবূ হাতেম, ইবনে সাদ ও ইবনে হিব্বান সহ অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ ছিক্বাহ বলেছেন। হাফেয যাহাবী বলেছেন, احد الثقات তিনি অন্যতম ছিক্বাহ বা আস্থাভাজন রাবী।371

'তাহযীবুত তাহযীব' গ্রন্থে যে সমালোচনা বর্ণনা করা হয়েছে তা মুহাম্মাদ বিন আমর আল-লায়ছীর উপর রয়েছে। সুতরাং ইবনে আত্বা ঐক্যমতানুপাতে আস্থাভাজন বর্ণনাকারী। তিনি এই হাদীছটি সাইয়েদুনা আবূ হুমায়েদ (রাঃ) হতে শ্রবণ করেছেন। সাইয়েদুনা আবূ হুমায়েদ (রাঃ) হতে তাঁর একটি বর্ণনা ছহীহ বুখারীতেও আছে। সুতরাং (সনদে) বিচ্ছিন্নতার ভিত্তিহীন অভিযোগটি প্রত্যাখ্যাত।

---

৩৬৯. উপরন্তু দেখুন অত্র গ্রন্থ পৃঃ ২৪৯-২৫০।
৩৭০. ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/১৮৬৪, ৩/১৭২।
৩৭১. সিয়ারু আলামিন নুবালা ৫/২২৫।

আব্বাস বিন সাহল আস-সায়েদী তাঁর সমর্থনও (তাঁর থেকে ফুলায়হ বিন সুলায়মান বর্ণনা করেছেন)। যা পূর্বের তাখরীজকৃত নির্ঘন্ট হতে স্পষ্ট আছে।

আত্ত্বাফ বিন খালেদ-এর বর্ণনা

ত্বাহাবী হানাফী আব্দুল হামীদ বিন জাফরের বর্ণনার বিপরীতে আত্ত্বাফ বিন খালেদের বর্ণনাকে এনেছেন।[৩৭২]

'আব্দুল্লাহ বিন ছালেহ ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ হতে, তিনি আত্ত্বাফ বিন খালেদ হতে, তিনি মুহাম্মাদ বিন আমর হতে, তিনি কোন এক ব্যক্তি হতে'-এর (এই সনদের) প্রধান রাবী আব্দুল্লাহ বিন ছালেহ একজন সমালোচিত ব্যক্তি। ইমাম নাসাঈ বলেছেন, ليس بثقة তিনি আস্থাভাজন নন। আহমাদ বিন হাম্বল, ইবনে মাঈন ও ইবনুল মাদীনী তার উপর সমালোচনা করেছেন।[৩৭৩]

কতিপয় তাকে ছিক্বাহ বলেছেন। তবে জমহুর আলেমের নিকটে তিনি যঈফ।

হাফেয নূরুদ্দীন হায়ছামী (মৃঃ ৮০৭ হিঃ) বলেছেন, وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ، وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ: ثِقَةٌ مَأْمُونٌ আব্দুল্লাহ বিন ছালেহ-কে জমহুর বিদ্বানগণ যঈফ বলেছেন। আর আব্দুল মালেক বিন শুআইব বলেছেন, তিনি আস্থাভাজন, নির্ভরযোগ্য।[৩৭৪]

অতএব, জমহুরদের মোকাবেলায় আব্দুল মালেক বিন শুআইব ও অন্যদের তাওছীক্ব প্রত্যাখ্যাত।

---

৩৭২. মা'আনিল আছার ১/২৫৯।
৩৭৩. ইবনুত তুরকুমানী হানাফী, আল-জাওহারুন নাক্বী ১/৩০৯।
৩৭৪. মাজমাউয যাওয়ায়েদ ২/৭।

ইমাম বুখারী, ইবনে মাঈন, আবূ যুরআহ ও ইমাম আবূ হাতেমের তার থেকে রেওয়ায়াত তার (বর্ণিত) ছহীহ হাদীছের মধ্য হতে আছে।[৩৭৫]

এই বর্ণনাটি মুহাদ্দিছদের সনদে বর্ণিত নয়। সুতরাং যঈফ।

দ্বিতীয় এই যে, এই বর্ণনাটি যদি 'ছহীহ'ও হয় তবে 'কোন একজন ব্যক্তি' দ্বারা উদ্দেশ্য হলেন 'আব্বাস' ও 'আইয়াশ বিন সাহল আস-সায়েদী'।

প্রকাশ থাকে যে, ব্যাখ্যাকৃত (বস্তু) দ্ব্যর্থবোধকের (বস্তু) উপরে প্রাধান্য পায়। যেমন-একজন হাদীছ বর্ণনাকারী বললেন, 'কোন একজন ব্যক্তি থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা হতে' (এখানে ব্যক্তিটি অস্পষ্ট)। আবার একই রাবী বলেন, 'মুহাম্মাদ বিন যিয়াদ হতে, তিনি আবূ হুরায়রা হতে' (এটা ব্যাখ্যাকৃত)। তাহলে উক্ত 'কোন একজন ব্যক্তি' দ্বারা অপরিহার্যরূপে 'মুহাম্মাদ বিন যিয়াদ'-ই উদ্দিষ্ট্য হবেন।

সুতরাং আত্ত্বাফ বিন খালেদের (বিশুদ্ধতার শর্তে) বর্ণনার সাথে আব্দুল হামীদ বিন জাফর-এর হাদীছের উপর অভিযোগটি অনর্থক। যেখানে বেশ কিছু রাবী তার হাদীছের অনুসরণ করেছেন।

ইযত্বিরাব-এর দাবী

কতিপয় ধোঁকাপ্রদানকারী দাবী করেছেন যে, এই হাদীছটি 'মুযত্বারিব'। কারণ-

৩৭৫. ইবনে হাজার, হাদ্য়ুস সারী পৃঃ ৪১২, 'আব্দুল্লাহ বিন ছালেহ'-এর জীবনী দ্রঃ।

(১) মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আত্বা 'আবূ হুমায়েদ' হতে (বর্ণনা করেছেন)।

(২) মুহাম্মাদ বিন আমর বলেন, আমাকে মালিক সংবাদ দিয়েছেন আইয়াশ বা আব্বাস বিন সাহল হতে।

(৩) মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আত্বা 'আব্বাস' বিন সাহল হতে, তিনি আবূ হুমায়েদ হতে।

(৪) মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আত্বা 'আব্বাস' কিংবা 'আইয়াশ' হতে (বর্ণনা করেছেন)।

(৫) মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আত্বা বলেন, 'কোন একজন ব্যক্তি আমাকে হাদীছ বলেছেন'-এর সনদগুলির সাথে এই হাদীছটি বর্ণিত আছে।

২ নং বর্ণনা সম্পর্কে নিবেদন এই যে, এই বর্ণনাটি হুবহু এই সনদের সাথে সুনানে আবী দাঊদ[৩৭৬] ও ছহীহ ইবনে হিব্বান[৩৭৭] গ্রন্থে বিদ্যমান। এতে আছে, 'বনূ মালিকের (সন্তান) মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আত্বা আব্বাস বিন সাহল হতে'। 'বনূ মালিকের একজন' -এর শব্দগুলি 'আস-সুনানুল কুবরা' গ্রন্থে ভুলক্রমে 'আমাকে মালিক সংবাদ দিয়েছেন' ছাপা হয়েছে।378

যাহোক, প্রাচীন কপিতেও যদি 'আমাকে মালিক সংবাদ প্রদান করেছেন' লেখা হয়ে থাকে তবুও (লেখকের ভুলের কারণে) তা 'শায'। ১, ৩, ৪ নং বর্ণনা সম্পর্কে ইবনে হিবক্ষানের এই

৩৭৬. হা/৭৩৩, ১/৪৭০।

৩৭৭. হা/১৮৬৩, ৩/১৭০।

৩৭৮. দেখুন : ২/১০১।

ফায়ছালা রয়েছে- سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ وَسَمِعَهُ مِنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ عن أبيه فالطريقان جميعا محفوظان. 'মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আত্বা এই হাদীছটি আবূ হুমায়েদ আস-সা'য়েদী থেকে শ্রবণ করেছেন। এবং তিনি তা শ্রবণ করেছেন আব্বাস বিন সাহল বিন সা'দ আস-সা'য়েদী হতে। সুতরাং উভয় সনদই একইসাথে মাহফূয তথা সংরক্ষিত।379

স্মর্তব্য যে, 'আব্বাস বিন সাহল তার পিতা হতে' -বর্ণনাটি আমাদের জানা নেই। এটাও মনে রাখতে হবে, 'মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আত্বা আব্বাস বিন সাহল হতে'-সনদে একজন ব্যক্তি হলেন 'ঈসা বিন আব্দুল্লাহ বিন মালিক', যিনি 'মাজহুলুল হাল'। সুতরাং এনার বর্ণনাকে 'আব্দুল হামীদ বিন জাফর'-এর মোকাবেলায় পেশ করা অনর্থক।

(৫) অর্থাৎ আত্ত্বাফ বিন খালেদের বর্ণনাতে 'কোন একজন ব্যক্তি' দ্বারা উদ্দেশ্য হলেন 'আব্বাস বিন সাহল'। যেমনটি নির্ঘন্ট দ্বারা প্রকাশ আছে। অতএব, ইযত্বিরাবের দাবী প্রত্যাখ্যাত। এজন্যই তো বড় বড় হাদীছের ইমাম এবং অসাধারণ আলেমগণ এই হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।

সাইয়েদুনা আবূ ক্বাতাদা (রাঃ)-এর মৃত্যু সন :

সাইয়েদুনা আবূ ক্বাতাদা আল-হারিছ বিন রিবঈ আল-আনছারী (রাঃ) ছাহাবী ছিলেন।[৩৮০]

৩৭৯. আল-ইহসান হা/১৮৬৩।

৩৮০. আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল ৩/৭৪।

(১) ইমাম আল-লায়ছ (বিন সাদ, আস্থাভাজন ইমাম, মৃঃ ১৭৫ হিঃ) বলেছেন, আবূ ক্বাতাদা আল-হারিছ বিন রিবঈ আন-নুমান আল-আনছারী (রাঃ) ৫৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন।[৩৮১]

(২) সাঈদ বিন উফায়ের (মৃঃ ২২৬ হিঃ, সত্যবাদী, 'আনসাব'-এর আলেম) বলেছেন, আবূ ক্বাতাদা (রাঃ) ৫৪ হিজরীতে ৭০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন।[৩৮২]

(৩) ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন (আস্থাভজন ইমাম) বলেছেন, তিনি ৫৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন।[৩৮৩]

(৪) এই কথাটিই ইমাম তিরমিযী (নির্ভরযোগ্য ইমাম) এবং (৫) হাফেয আবূ আব্দুল্লাহ বিন মানদাহ (আস্থাভাজন ইমাম)-এর রয়েছে।[৩৮৪]

(৬) ইমাম বায়হাক্বী (ছিক্বাহ ইমাম) বলেছেন, ইতিহাসবীদদের এর উপর ইজমা আছে যে, আবূ ক্বাতাদা আল-হারিছ বিন রিবঈ বিন আন-নুমান আল-আনছারী ৫৪ হিজরীতে মারা গেছেন *(ঐ)*।

(৭) ইবরাহীম ইবনুল মুনযির বলেছেন, আবূ ক্বাতাদা ৫৪ হিজরীতে মদীনায় ইন্তেকাল করেছেন।[৩৮৫]

(৮) যাহাবী বলেছেন, তিনি ৫৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন।[৩৮৬]

৩৮১. কিতাবুল মা'রিফাতি ওয়াত-তারীখ, ইয়াকূব বিন সুফিয়ান ৩/৩২২।

৩৮২. তারীখে বাগদাদ ১/১৬১।

৩৮৩. হাফেয দূলাবী (হানাফী), কিতাবুল কুনা ১/৪৯।

৩৮৪. ইবনুল ক্বাইয়িম, তাহযীবুস সুনান, আউনুল মা'বূদ সহ ২/৪২২।

৩৮৫. হাকেম, মুসতাদরাক ৩/৪৮০।

৩৮৬. তাজরীদু আসমা আছ-ছাহাবাহ ২/১৯৪।

(৯) ইবনে হাজার বলেছেন, তিনি ৫৪ হিজরীতে মারা গেছেন।[৩৮৭]

(১০) ইবনে কাছীর তাকে ৫৪ হিজীরতে মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।[৩৮৮]

পর্দা উন্মোচন :

এই জমহুর আলেমদের বিপরীতে হাবীবুল্লাহ ছাহেব ডায়ারভী দেওবন্দী 'নূরুছ ছাবাহ' (পৃষ্ঠা ২০৭) গ্রন্থে বলেছেন, 'ইমাম হায়ছাম বিন আদী বলেন যে, হযরত আবূ ক্বাতাদা ৩৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন।[৩৮৯]

প্রথমত : ইবনে কাছীর زعم الهيثم بن عدي وغيره ......وهذا غريب 'হায়ছাম বিন আদী এবং অন্যরা বলেছেন..... এবং এটি গরীব' বলে এই বক্তব্যকে খন্ডন করেছেন।[৩৯০]

দ্বিতীয়ত : হায়ছাম বিন আদী একজন প্রসিদ্ধ মিথ্যুক। যেমনটি গত হয়েছে।[৩৯১]

একটি শক্তিশালী দলীল :

উম্মে কুলছূম বিনতে আলী বিন আবী তালেব-এর ইন্তেকাল ৫০ এবং ৬০ হিজরীর মাঝামাঝিতে (৫৪ হিজরীতে) হয়েছে।[৩৯২]

---

৩৮৭. তাক্বরীবুত তাহযীব পৃঃ ৪২২।
৩৮৮. আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়া ৮/৭০।
৩৮৯. দেখুন : আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়া ৮/৬৮।
৩৯০. দেখুন আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়া।
৩৯১. দেখুন : পৃঃ ৪০।
৩৯২. বুখারী, আত-তারীখুছ ছগীর ১/১২৫-১২৮।

নাফে (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, উম্মে কুলছূমের জানাযা পড়ানো হয়েছিল। লোকদের মধ্যে ইবনে ওমর, আবূ হুরায়রাহ, আবূ সাঈদ ও আবূ ক্বাতাদাও (আল্লাহ তাদের সবার উপর সন্তুষ্ট হোন) বিদ্যমান ছিলেন।[৩৯৩]

এই ধরণের বর্ণনা আল-হারিছ বিন নাওফেল-এর দাস আম্মার হতেও বর্ণিত আছে।

এই জানাযা সাঈদ ইবনুল আছ (রাঃ)-এর শাসনামলে পড়ানো হয়েছিল। সাঈদ ইবনুল আছ (রাঃ) ৪৮ হিজরী হতে ৫৫ হিজরী পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন।[৩৯৪]

এই বিষয়টি বুদ্ধিবৃত্তিক (মেনে নেয়া) অসম্ভব যে, ৩৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণকারী ৫০ হিজরী এবং ৬০ হিজরীর মাঝামাঝি সময়ে (৫৪ হিজরীতে) অনুষ্ঠিত জানাযাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং উপরোক্ত 'নছ'-টি অকাট্য দলীল যে, সাইয়েদুনা আবূ ক্বাতাদা (রাঃ) ৫০ হিজরীর পরে (৫৪ হিজরীতে) ইন্তেকাল করেছেন। তিনি সাইয়েদুনা আলী (রাঃ)-এর যামানায় ইন্তেকাল করেন নি।

কতিপয় চরমপন্থীর বিচ্ছিন্ন এবং সনদবিহীন বর্ণনাসমূহ এবং হায়ছাম বিন আদীর মত কাযযাবের উক্তির উপর (ভিত্তি করে) তাকে (আবূ ক্বাতাদা) মৃত্যু ৩৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণকারী বলা চূড়ান্ত ভুল ও প্রতারণা।

---

৩৯৩. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক্ব হা/৬৩৩৭, ৩/৪৬৫; সুনানে নাসাঈ হা/১৯৭৮, ৪/৭১, সনদ ছহীহ।
৩৯৪. তাহযীবুস সুনান ২/৪২৩।

হাফেয ইবনে ক্বাইয়িম আল-জাওযিয়াহ এই হাদীছটির উপর ‘তাহযীবু সুনানি আবী দাঊদ’ গ্রন্থে বিস্তারিত ও বিশদ আলোচনা করেছেন। আর বিরুদ্ধবাদী ও গোঁড়াপন্থীদেরকে দাঁত–ভাঙ্গা জবাবসমূহ দিয়েছেন।

আরেকটি সূক্ষ্মবিষয় :

মুহাম্মাদ বিন সীরীন (রহঃ) আবূ ক্বাতাদা (রাঃ)-এর ছাত্র।[৩৯৫]

আবূ ক্বাতাদা (রাঃ)-হতে তার একটি বর্ণনা সুনানে তিরমিযী এবং অন্যান্যতে রয়েছে।[৩৯৬]

তিনি ৭৭ বছর বয়সে ১১০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন।[৩৯৭]

অর্থাৎ তিনি ৩৩ হিজরীতে জন্মলাভ করেছেন।

আবূ হুমায়েদ-এর ছাত্র মুহাম্মাদ বিন আমর আল-আমিরী ৮৩ বছর বয়সে হিশাম বিন আব্দুল মালিকের খেলাফতের শেষ সময়ে মারা গিয়েছেন।[৩৯৮]

হিশাম ১২৫ হিজরীতে মারা গিয়েছেন।[৩৯৯]

অর্থাৎ মুহাম্মাদ বিন আমর ৪২ হিজরীতে জন্মলাভ করেছেন।

অর্থাৎ তিনি ইবনে সীরীন হতে স্রেফ নয় বছরের ছোট ছিলেন।

---

৩৯৫. তাহযীবুত তাহযীব ৯/১৯০।

৩৯৬. সুনানুত তিরমিযী হা/৯৯৫; তুহফাতুল আশরাফ ৯/২৬৪; এবং তিরমিযী বলেছেন, এটি হাসান গরীব।

৩৯৭. ‘আত-তাহযীব’ এবং ‘আত-তাক্বরীব’ হতে সংক্ষেপিত।

৩৯৮. ইবনে হিব্বান, কিতাবুছ ছিক্বাত ৩/৩৬৮।

৩৯৯. শাযারাতুয যাহাব ১/১৬৩।

যখন ইবনে সীরীন সাইয়েদুনা আবূ ক্বাতাদা (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেন তখন কোন বিষয়টি প্রতিবন্ধক হল যে, মুহাম্মাদ বিন আমরের সাথেও তার সাক্ষাৎ হয়েছে?

স্মর্তব্য যে, আবূ হুমায়েদ (রাঃ) থেকে মুহাম্মাদ বিন আমরের রেওয়ায়াত ছহীহ বুখারীতেও রয়েছে। মুহাম্মাদ বিন সীরীন যে ছাহাবীর ছাত্র, তার ইন্তেকাল ৪৮ হিজরী এবং তার পরে (উল্লেখ) করা হয়েছে।

সাইয়েদুনা হুযায়ফাহ (রাঃ)- এবং অন্যদের থেকে তার বর্ণনা মুরসাল হয়ে থাকে।[৪০০]

উক্ত বর্ণনা সম্পর্কে বিস্তারিত তাহক্বীক্ব-এর জন্য দেখুন অত্র গ্রন্থ ‘সাইয়েদুনা আবূ হুমায়েদ আস-সা‘য়েদী (রাঃ)’-এর প্রসিদ্ধ হাদীছটি।[৪০১]

(٦) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الهَاشِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَيَصْنَعُ ذَلِكَ إِذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ وَأَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَإِذَا قَامَ مِنْ سَجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ فَكَبَّرَ

---

৪০০. হাফেয আলাঈ, জামিউত তাহছীল ফী আহকামিল মারাসীল পৃঃ ২৬৪।

৪০১. পৃঃ ২৪৭, নং ২৭৩।

(৬) সুলায়মান বিন দাঊদ আল-হাশিমী আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। (তিনি বলেছেন) আমাদেরকে সংবাদ প্রদান করেছেন আব্দুর রহমান বিন আবীয যিনাদ মূসা বিন উক্ববাহ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনুল ফাযল আল-হাশিমী হতে। (তিনি বলেছেন) আব্দুর রহমান আল-আরাজ আমাদেরকে খবর দিয়েছেন উবায়দুল্লাহ বিন রাফে‘ হতে, তিনি আলী বিন আবী ত্বালিব হতে। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন তিনি ফরয ছালাতের জন্য দাঁড়াতেন, তখন তাকবীর বলতেন এবং তাঁর দু’হাতকে কাঁধ পর্যন্ত তুলতেন। এবং তিনি এমনকি করতেন যখন কিরাআত শেষ করতেন। আর যখন তিনি রুকূ করতে মনস্থ করতেন ও যখন আগে রুকূ‘ হতে উঠতেন তখনও এমনটি করতেন। আর বসে থাকাবস্থায় তিনি কোথাও রফউল ইদায়েন করতেন না। আর যখন তিনি (দু’রাকআত শেষ করে) দু’সিজদা হতে দাঁড়াতেন তখনও আগের মত হাত উত্তোলন করতেন ও তাকবীর বলতেন।[৪০২]

---

৪০২. ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/৫৮৪, ১/২৯৪, ২৯৫, শব্দগুলি তার; ছহীহ ইবনে হিব্বান, যেমনটি আইনীর ‘উমদাতুল ক্বারী’ গ্রন্থে আছে ৫/২৭৭; সুনানে তিরমিযী হা/৩৪২৩, ৫/৪৮৭, ৪৮৮, তিনি (ইমাম তিরমিযী) বলেছেন, এই হাদীছটির সনদ ছহীহ হাসান।... আমি আবূ ইসমাঈল আত-তিরমিযী মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন ইউসুফকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি সুলায়মান বিন দাঊদ আল-হাশিমীকে বলতে শুনেছি যে, তিনি এই হাদীছটি উল্লেখ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, এই হাদীছটি আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ‘যুহরী সালিম হতে, তিনি তার পিতা হতে’- সনদের অনুরূপ। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন যেমনটি নাছবুর রায়াহ (১/৪১২) গ্রন্থে আছে; আদ-দিরায়াহ

সনদের তাহক্বীক্ব :

এই সনদের প্রতিটি রাবী ঐক্যমতানুসারে ছিক্বাহ ‘আব্দুর রহমান বিন আবী যিনাদ’ ব্যতীত। তিনি বিতর্কিত রাবী।

ইবনে মাঈন ও আবূ হাতেম ইত্যাদি বিদ্বাগনণ তাকে যঈফ বলেছেন। মালেক, তিরমিযী এবং ইজলী তাকে ছিক্বাহ বলেছেন। সুতরাং তিনি জমহুর বিদ্বানদের নিকটে আস্থাভাজন এবং সত্যবাদী। হাফেয যাহাবী বলেছেন, حَدِيْثُه مِنْ قَبِيْلِ الحَسَنِ هُوَ حَسَنُ الحَدِيْثِ. وَبَعْضُهُم يَرَاهُ حُجَّةً তার বর্ণিত হাদীছ হাসান হাদীছের অন্তর্ভুক্ত। তিনি ‘হাসানুল হাদীছ’। আর কতিপয় তাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেন।[৪০৩]

এই সকল দোষ-ত্রুটি ও গুণাবলীর মোকাবেলায় ইমাম ইবনুল মাদীনীর উক্তি হল যে, وقد نظرت فيما روى عنه سليمان بن داود الهاشمي فرأيتها مقاربة সুলায়মান বিন দাঊদ আল-হাশিমী বর্ণিত হাদীছ আমি যাচাই-বাছাই করে দেখেছি। তাকে (বর্ণিত হাদীছ) আমি মুক্বারিব হাদীছ বর্ণনাকারী হিসাবে পেয়েছি।[৪০৪]

আব্দুল হাঈ লাখনৌবী ‘মুক্বারিবুল হাদীছ’-কে হাসান হাদীছের পূর্বে উল্লেখ করেছেন।[৪০৫]

অর্থাৎ এই শব্দটি তাওছীক্বের শব্দাবলীর মধ্য হতে রয়েছে।

১/১৫৩; আত-তালখীছুল হাবীর ১/২১৯; ইবনে তায়মিয়াহ, যেমনটি ‘আল-ফাতওয়াতুল কুবরা’ গ্রন্থে আছে ১/১০৫; মাজমূ‘ ফাতাওয়া ২২/৪৫৩)।

৪০৩. সিয়ারু আলামিন নুবালা ৮/১৬৮, ১৭০।

৪০৪. তারীখে বাগদাদ, রাবী নং ৫৩৫৯, ১০/২২৯, সনদ ছহীহ।

৪০৫. আর-রফউ ওয়াত-তাকমীল ফিল জারহি ওয়াত-তাদীল পৃঃ ৭২।

ইমাম ইবনুল মাদীনীর এই তাদলীটি ‘ব্যাখ্যাকৃত’। সুতরাং একে ‘তাযঈফে মুবহাম’-এর উপর প্রাধান্য দেয়া হবে। ভূমিকাতে আমরা উল্লেখ করেছিলাম যে, ‘তাদীলে মুফাস্‌সার’ (সুস্পষ্ট কারণ উল্লেখসহ প্রশংসা করা) ‘জার্‌হ মুবহাম’ (দোষ বর্ণনার কারণসমূহ স্পষ্ট নয়) এর উপরে অগ্রাধিকার পাবে।

স্মর্তব্য যে, ‘সুলায়মান বিন দাঊদ আল-হাশিমী’ হতে যখন ইবনে আবীয যিনাদ হাদীছ বর্ণনা করেন তখন কোন ইমাম তাকে যঈফ বলেন নি। বরং অসংখ্য ইমাম তার হাদীছকে ছহীহ বলেছেন। সুতরাং তার থেকে সুলায়মানের যাবতীয় রেওয়াতসমূহ ছহীহ এবং হাসান রূপে গ্রহণ করতে হবে।

কতিপয় লোক এই মারফূ‘ হাদীছের মোকাবেলায় عَنْ أَبِي بَكْرٍ النَّهْشَلِيِّ ثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ مِنْ الصَّلَاةِ، ثُمَّ لَا يَعُودُ يَرْفَعُ তথা সাইয়েদুনা আলী (রাঃ) ছালাতের শুরুতে তাকবীর দেয়ার সময় হাত তুলতেন। অতঃপর আর এমনটি করতেন না’- এর আছারটি পেশ করে থাকেন।[৪০৬]

এই রেওয়ায়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ দু’টি কারণে প্রত্যাখ্যাত-

(১) এর উপর বিশেষভাবে ‘জার্‌হ মুফাস্‌সার’ রয়েছে।

(বর্ণিত আছে যে) সুফিয়ান ছাওরী এই আছারকে অস্বীকার করেছেন।[৪০৭]

---

৪০৬. নাছবুর রায়াহ ১/৪০৬; ত্বাহাবী, মা‘আনিল আছার ১/২২৫।

৪০৭. বুখারী, জুযউ রফইল ইদায়েন হা/১১, পৃঃ ৪৭।

ইমাম ওছমান বিন সাঈদ আদ-দারেমী একে অত্যন্ত যঈফ বলেছেন।[৪০৮]

যেমন আহমাদ একে অস্বীকার করেছেন।[৪০৯]

ইমাম বুখারী যঈফ বলেছেন।[৪১০]

ইবনুল মুলাক্কিন বলেছেন, فأثر علي رضي الله عنه ضعيف لا يصح عنه، وممن ضعفه البخاري আলী (রাঃ)- এর (তার নামে বর্ণিত) আছারটি যঈফ। তার হতে (এটি) ছহীহ (সাব্যস্ত) নয়। আর যারা একে যঈফ বলেছেন তাদের মধ্য হতে বুখারী (ও) রয়েছেন।[৪১১]

(যাফারানী হতে বর্ণিত আছে যে) শাফেঈ বলেছেন, ولا يثبت عن علي আর (এ বর্ণনা) আলী (রাঃ) হতে সাব্যস্ত নয়।[৪১২]

সুতরাং এই আছারটি ত্রুটিযুক্ত (যঈফ)। কোন নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিছ অত্র আছারকে ছহীহ বলেন নি। সুতরাং রাবীদের ছিক্বাহ আখ্যাদানকে উল্লেখ করা উক্ত ‘জার্‌হ মুফাস্‌সার’-এর মোকাবেলায় বর্জনীয়।

(২) এই আছারের মধ্যে রুকূ-এর স্পষ্টতা নেই। অর্থাৎ এটি ‘আম’ বা ‘সার্বজনীন অর্থবাহী’। আর রফউল ইদায়েনের

---

৪০৮. আস-সুনানুল কুবরা ২/৮০, ৮১।

৪০৯. আহমাদ, আল-মাসায়েল ১/২৪৩।

৪১০. ইবনে সাইয়েদুন নাস, শরহে তিরমিযী, ‘জালাউল আয়নাঈন’ বইয়ের বরাতে পৃঃ ৪৮।

৪১১. আল-বাদরুল মুনীর ৩/৪৯৯।

৪১২. বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা ২/৮১।

হাদীছসমূহ 'খাছ' (বিশেষায়িত) এবং সুস্পষ্ট। এটি গত হয়েছে যে, 'খাছ' প্রাধান্য পায় 'আম'-এর উপর।

নতুবা রফউল ইদায়েন বর্জনকারীগণ (বিতরের ছলাতের মধ্যে) কুনূতে ও দু'ঈদে রফউল ইদায়েন কেন করেন?

যদি আমীরু মুমিনীন-এর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত এই বর্ণনাকে গ্রহণ করে নেয়া যায় তবে তার ব্যাপক অর্থবোধকতার কারণে ঈদায়েন এবং কুনূতের রফউল ইদায়েন খতম হয়ে যায়। আর যদি তা অপরাপর দলীলসমূহ দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে থাকে, তবে 'রুকূর সময় বা নিকটে'-ছহীহায়নের মারফূ' ও ব্যাখ্যাসংবলিত হাদীছসমূহের কারণে (রুকূ'র আগে ও রফউল ইদায়েন করা) কেন নির্দিষ্ট নয়।

(৭) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ، ثُمَّ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا سَجَدَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَا يَفْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ

(৭) (হাদীছের হাফেয ছাহাবী, ফক্বীহ, ইমাম, আমাদের নন্দিত) সাইয়েদুনা আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ছালাত শুরু করতেন তখন তাকবীর বলতেন। অতঃপর তার দু'হাতকে কাঁধ পর্যন্ত তুলতেন। আর যখন রুকূ' করতেন তখন তদ্রূপই করতেন। আর যখন (রুকূ' হতে উঠার পরে) সিজদা করতেন তখনও আগের মতই (রফউল ইদায়েন) করতেন। এবং সিজদা হতে মাথা উত্তোলন করার সময় এমনটি করতেন

না। যখন দু' রাকআত হতে দাঁড়াতেন তখনও আগের মত (হাত উত্তোলন) করতেন।[৪১৩]

ইবনে জুরায়েজ 'সামা'-এর বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

সতর্কীকরণ : এই বর্ণনাটির সনদ যুহরীর তাদলীসের কারণে যঈফ। একে পূর্বোক্ত বর্ণনাসমূহের সাক্ষীরূপে পেশ করা হয়েছে।

কতিপয় লোক সাইয়েদুনা আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে এমন দু'টি রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন যেগুলিতে রুকূ'র আগে এবং পরে রফউল ইদায়েনের উল্লেখ নেই।[৪১৪] আমরা সাব্যস্ত করে এসেছি যে, অনুল্লেখ হওয়াই কোন বস্তুর (অস্তিত্ব) না থাকাকে অপরিহার্য করে না।

সামনে আসবে যে, সাইয়েদুনা আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) রফউল ইদায়েনের (হাদীছের) রাবী এবং আমলকারী ছিলেন। সুতরাং স্পষ্ট বর্ণনার বিপরীতে অস্পষ্ট এবং অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনাসমূহকে পেশ করা বাতিল।

(৮) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ , قَالَ: هَلْ أُرِيكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ " فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ , ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ لِلرُّكُوعِ , ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ , ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ , ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا فَاصْنَعُوا وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

(৮) সাইয়েদুনা আবূ মূসা আল-আশআরী (রাঃ) বলেছেন যে, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত

---

৪১৩. ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/৬৯৪, ৬৯৫, ১/৩৪৪; 'আল-ইলাল' গ্রন্থে ইমাম দারাকুৎনীর নিকটে এর সাক্ষীমূলক বর্ণনা আছে। যেমনটি 'আত-তালখীছুল হাবীর' গ্রন্থে (১/২১৯) আছে। এর প্রতিটি রাবী ছিক্বাহ।

৪১৪. নূরুছ ছাবাহ পৃঃ ৭২, ৭৪।

পড়িয়ে দেখিয়ে দিব? অতঃপর তিনি তাকবীর বললেন। এবং তার দু'হাতকে উর্দ্ধে তুললেন। অতঃপর তিনি তাকবীর দিলেন ও রুকূর জন্য দু'হাত তুললেন। এরপর তিনি বললেন, 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ'। তারপর তিনি রফউল ইদায়েন করলেন। এরপর বললেন, এভাবেই (ছালাত আদায়) কর। আর তিনি দু' সিজদার মাঝে রফউল ইদায়েন করেননি।[৪১৫]

সনদটির তাহক্বীক্ব :

এই হাদীছটি সনদের দৃষ্টিকোণ হতে ছহীহ। এর প্রতিটি রাবী ছিক্বাহ। আর এর মধ্যে কোন 'ইল্লাতে ক্বাদিহা' (গোপন ত্রুটি) নেই।

(১) দালাজ বিন আহমাদ ইমাম দারাকুৎনীর উস্তাদ, ছিক্বাহ-ছাবত ছিলেন।[৪১৬]

(২) আব্দুল্লাহ বিন শীরাওয়াইহ ঐক্যমতে ছিক্বাহ ছিলেন।[৪১৭]

(৩) ইসহাক্ব বিন রাহাওয়াইহ প্রসিদ্ধ, ছিক্বাহ ইমাম এবং (গ্রন্থ) প্রণেতা ছিলেন। তাঁর হাদীছসমূহ ছহীহায়নে বিদ্যমান আছে। এবং তার 'আল-মুসনাদ' গ্রন্থটিও সুপ্রসিদ্ধ। (বর্ণনা আছে যে) ইমাম নাসাঈ বলেছেন, ثقة مامون امام তিনি ছিক্বাহ, নিরাপদ ইমাম।[৪১৮]

ইখতিলাত্বের দাবীর খন্ডনের জন্য অধ্যয়ন করুন।[৪১৯]

---

৪১৫. সুনানে দারাকুৎনী হা/১১১১, ১/২৯২, সনদ ছহীহ।
৪১৬. তারীখে বাগদাদ ৮/৩৮৮।
৪১৭. তাযকিরাতুল হুফফায, ক্রমিক নং ৭২৫, ২/৭০৬।
৪১৮. হাফেয যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্ফায ২/৪৩৪।
৪১৯. সিয়ারু আলামিন নুবালা ১১/৩৭৭, ৩৭৮।

(৪) নাযর বিন শুমায়ল ছিক্বাহ-ছাবত।[৪২০]

(৫) হাম্মাদ বিন সালামাহ ছিক্বাহ ছিলেন।[৪২১]

হাম্মাদ হতে নাযর বিন শুমায়ল-এর বর্ণনা ছহীহ মুসলিমে বিদ্যমান রয়েছে।[৪২২]

সুতরাং হাম্মাদের 'ইখতিলাত্ব'-এর পূর্বে নাযর শ্রবণ করেছেন।

(৬) আযরাক্ব বিন ক্বায়েস ছিক্বাহ।[৪২৩]

(৭) হিত্ত্বান বিন আব্দুল্লাহ ছিক্বাহ।[৪২৪]

হিত্ত্বান (রহঃ) সাইয়েদুনা আবূ মূসা আল-আশআরী (রাঃ) হতে এই রেওয়ায়াত (বর্ণনা) করছেন। এই মারফু হাদীছটি সনদের দৃষ্টিকোণ থেকে ছহীহ। এবং মাওকূফরূপেও ছহীহ সনদে বর্ণিত আছে।[৪২৫]

অতএব মারফূ ও মাওকূফ- উভয়ই ভাবেই (এই হাদীছটি) ছহীহ। আল্লাহই ভাল জানেন।

(৯-১০) رَأَيْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ "، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: " صَلَّيْتُ خَلْفَ عَبْدِ اللهِ بْنِ

---

৪২০. তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৭১৩৫।
৪২১. আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল ৩/১৪২, 'ইবনে মাঈন হতে', এর সনদ ছহীহ।
৪২২. মিয্যী, তাহযীবুল কামাল ৭/২৫৮, মুদ্রিত।
৪২৩. তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৩০২।
৪২৪. তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ১৩৯৯।
৪২৫. মাসায়েলে আহমাদ বিন হাম্বল, ছালেহ বিন আহমাদ বিন হাম্বলের বর্ণনা পৃঃ ১৭৪, মাওকূফ এবং এর সনদটি ছহীহ...; আবূ বকর মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম ইবনুল মুনযির নিশাপুরী, আল-আওসাত্ব, পান্ডুলিপি ১/১৪৮, মুদ্রিত ৩/১৩৮, সনদ ছহীহ।

الزُّبَيْرِ، فَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ "، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ": صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ " وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، " فَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

(৯-১০) আত্বা বিন আবী রাবাহ (রহঃ) বলেছেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের-এর পিছে ছালাত আদায় করেছি। তিনি ছালাত শুরু করার সময়, রুকূ'র আগে ও রুকূ'র পরে রফউল ইদায়েন করতেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের বললেন, আমি আবূ বকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ)-এর পিছে ছালাত আদায় করেছি। তিনি ছালাত শুরু করার সময়, রুকূ' করার আগে ও রুকূ'র পরে রফউল ইদায়েন করতেন। আবূ বকর বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিছে ছালাত আদায় করেছি। তিনি ছালাত শুরু করার সময়, রুকূ'র আগে ও রুকূ'র পরে রফউল ইদায়েন করতেন।

ইমাম বায়হাক্বী, হাফেয যাহাবী এবং (হাফেয) ইবনে হাজার বলেছেন, এর (হাদীছের) রাবীগণ ছিক্বাহ।[৪২৬]

---

৪২৬. বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা ২/৩৭, এবং তিনি বলেছেন, এর রাবীগণ ছিক্বাহ; যাহাবী, আল-মুহাযযাব ফী ইখতিছার আস-সুনানুল কাবীর হা/১৯৪৩, ২/৪৯, এবং তিনি বলেছেন, এর রাবীগণ ছিক্বাহ; ইবনে হাজার

সনদটির তাহক্বীক্ব :

আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আছ–ছাফফার আয-যাহেদ সম্পর্কে হাফেয যাহাবী বলেছেন, الشَّيْخُ الإِمَامُ المحدِّث القُدْوَة তিনি শায়খ, ইমাম, আদর্শবান মুহাদ্দিছ।[৪২৭]

তাঁকে বায়হাক্বীসহ অন্যরা ছিক্বাহ বলেছেন। হাকেম এবং যাহাবী তার বর্ণনাকৃত হাদীছকে 'ছহীহায়নের শর্তের উপর ছহীহ' বলে তার তাওছীক্ব করেছেন।[৪২৮]

তার জীবনী নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহে উল্লেখ আছে- 'আখবারু আছবাহান'[৪২৯], 'আল-আনসাব'[৪৩০], 'আল-মুনতাযাম'[৪৩১], 'আল-ইবার'।[৪৩২]

তিনি ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল আহমাদ বিন হাম্বল হতে 'আল-মুসনাদুল কাবীর' গ্রন্থটি শ্রবণ করেছেন।[৪৩৩]

মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আছ–ছাফফার 'আবূ ইসমাঈল আস-সুলামী' হতে হাদীছ শ্রবণ করেছেন।[৪৩৪]

তিনি মুদাল্লিস রাবী ছিলেন না।[৪৩৫]

আসক্বালানী, আত-তালখীছুল হাবীর হা/৩২৮, ১/২১৯, তিনি বলেছেন, এর রাবীগণ ছিক্বাহ।

৪২৭. সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৫/৪৩৭।

৪২৮. দেখুন : আল-মুসতাদরাক হা/৮২, ১/৩০।

৪২৯. ২/১৭২।

৪৩০. ৩/৫৪৬।

৪৩১. ৬/৩৬৮।

৪৩২. ২/২৫০।

৪৩৩. আন-নুবালা ১৫/৪৩৭।

৪৩৪. দেখুন : আল-মুসতাদরাক হা/৪০৩, ১/১১৭।

সুতরাং তাঁর 'আনাআনা' ইত্তিছাল-এর উপর ধর্তব্য হয়ে থাকে।

মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আবূ ইসমাঈল আস-সুলামী ছিক্বাহ ছিলেন।[৪৩৬]

নাসাঈ, দারাকুৎনী, হাকেম, আবূ বকর, খাল্লাল ও ইবনে হিব্বান ইত্যাদি তাঁকে ছিক্বাহ বলেছেন।[৪৩৭]

ইবনে আবী হাতিমের উক্তি 'তাঁর সম্পর্কে মুহাদ্দিছগণ বিরূপ মন্তব্য করেছেন' কয়েকটি কারণে প্রত্যাখ্যাত-

(১) ইনি অধিকাংশের (মুহাদ্দিছদের) তাওছীক্বের খেলাফ।

(২) এই সমালোচনাটি অব্যাখ্যাকৃত।

(৩) তার সমালোচককে জানা যায় না।

হাফেয আহমাদ বিন আলী আসক্বালানী (ইবনে হাজার আসক্বালানী) বলেছেন, ثقة حافظ لم يتضح كلام أبي حاتم فيه তিনি ছিক্বাহ, (হাদীছের) হাফেয, তাঁর বিষয়ে ইবনে আবী হাতিমের (বিরূপ) মন্তব্যটি সুস্পষ্ট হয়নি।[৪৩৮]

'আবুন নু'মান মুহাম্মাদ ইবনুল ফাযল আরিম' কুতুবে সিত্তার কেন্দ্রীয় রাবী। তাঁকে আবূ হাতিম ইত্যাদি বিদ্বানগণ ছিক্বাহ

---

৪৩৫. টীকা : 'জালাউল আয়নাইন বি-তাখরীজি রিওয়ায়াতে জুযই রফ'ইল ইদায়েন পৃঃ ১৮, আমাদের শায়খ ফায়যুর রহমান আছ-ছাওরী।

৪৩৬. সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৩/২৪২।

৪৩৭. তাহযীবুত তাহযীব ৯/৫৩, ৫৪।

৪৩৮. আত-তাক্বরীব, রাবী নং ৫৭৩৮।

বলেছেন। হাফেয যাহাবী বলেছেন, তিনি হাফেয, ছাবত, ইমাম।[৪৩৯]

তিনি শেষ বয়সে মস্তিষ্ক বিকৃতির শিকার হয়ে গিয়েছিলেন।[৪৪০]

তিনি ইখতিলাত্বের শিকার হয়েছিলেন।[৪৪১]

এমনকি তাঁর বিবেক-বুদ্ধি লোপ পেয়ে গিয়েছিল।[৪৪২] এটা বলে হাফেয যাহাবী এই আলোচনার অকাট্য ফায়ছালা করেছেন যে, تغير قبل موته فما حدث তার মৃত্যুর আগে হিফয পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। এরপর তিনি আর হাদীছ বর্ণনা করেননি।[৪৪৩]

দ্বিতীয় এই যে, তার পিছে এই হাদীছের রাবী আবূ ইসমাঈল আস-সুলামী ছালাত পড়েছেন। যার বিবেক-বুদ্ধি লোপ পেয়ে গিয়েছিল তার পিছে সেই ছালাত পড়ে যার নিজেরই বিবেক-আকল লোপ পেয়ে গিয়েছে! সুতরাং এই বর্ণনা ইখতিলাত্বের আগের এবং একেবারেই ছহীহ। *আল্লাহই ভাল জানেন।*

পূর্বোল্লিখিত হাদীছসমূহের সারাংশ : রুকূর পূর্বে ও পরে রফউল ইদায়েন-কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হতে নিম্নোক্ত ছাহাবাগণ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন-

---

৪৩৯. সিয়ারু আলামিন নুবালা ১০/২৬৫।

৪৪০. তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৬২২৬, তার শব্দগুলি হল - ثقة ثبت تغير في اخر عمره তিনি ছিক্বাহ-ছাবত, তার শেষ জীবনে স্মৃতি বিভ্রাট ঘটেছিল।

৪৪১. হাদ্য়ুস সারী পৃঃ ৪৪১।

৪৪২. আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল ৮/৫৯।

৪৪৩. আল-কাশিফ, ক্রমিক নং ১৫৯৭, ৩/৭৯।

(১) সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)।[৪৪৪]

(২) সাইয়েদুনা মালিক ইবনুল হুয়ায়রেছ (রাঃ)।[৪৪৫]

(৩) সাইয়েদুনা ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ)।[৪৪৬]

(৪) সাইয়েদুনা আবূ হুমায়েদ আস-সা'য়েদী (রাঃ)।[৪৪৭]

(৫) সাইয়েদুনা আবূ ক্বাতাদা (রাঃ)।[৪৪৮]

(৬) সাইয়েদুনা সাহল বিন সা'দ আস-সা'য়েদী (রাঃ)।[৪৪৯]

(৭) সাইয়েদুনা আবূ উসায়েদ আস-সা'য়েদী (রাঃ)।[৪৫০]

(৮) সাইয়েদুনা মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ (রাঃ)।[৪৫১]

(৯) সাইয়েদুনা আলী বিন আবী ত্বালিব (রাঃ)।[৪৫২]

(১০) সাইয়েদুনা আবূ মূসা আশআরী (রাঃ)।[৪৫৩]

(১১) সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ)।[৪৫৪]

(১২) সাইয়েদুনা আবূ বকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ)।[৪৫৫]

(১৩) সাইয়েদুনা জাবির বিন আব্দুল্লাহ আল-আনছারী (রাঃ)।[৪৫৬]

---

৪৪৪. ছহীহ বুখারী হা/৭৩৫, ৭৩৬, ৭৩৮; ছহীহ মুসলিম হা/৩৯০।
৪৪৫. ছহীহ বুখারী হা/৭৩৭; ছহীহ মুসলিম হা/৩৯১।
৪৪৬. ছহীহ মুসলিম হা/৪০১; ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/৬৯৮।
৪৪৭. ছহীহ ইবনে হিব্বান, আল-ইহসান হা/১৮৭৩।
৪৪৮. ছহীহ ইবনে হিব্বান, আল-ইহসান হা/১৮৭৩।
৪৪৯. ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/১৮৬৮।
৪৫০. ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/১৮৬৮।
৪৫১. বুখারী, জুযউ রফ'ইল ইদায়েন হা/৫, সনদ হাসান।
৪৫২. ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/৫৮৪।
৪৫৩. সুনানে দারাকুৎনী হা/১১২৪, ১/২৯২, সনদ ছহীহ।
৪৫৪. বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা ২/৭৩, সনদ ছহীহ।
৪৫৫. বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা ২/৭৩, সনদ ছহীহ।
৪৫৬. মুসনাদুস সার্রাজ হা/৯২, ১/৬২, সনদ হাসান।

এই তাহক্বীক্ব থেকে প্রতীয়মান হল যে, রফউল ইদায়েনের হাদীছসমূহ 'মুতাওয়াতির'। নিম্নোক্ত ইমামগণ রফউল ইদায়েনের (হাদীছ) মুতাওয়াতির হওয়াকে স্পষ্টরূপে বলেছেন-

(১) আল-কাত্তানী।[৪৫৭]

(২) ইবনুল জাওযী (ঐ)।

(৩) ইবনে হাজার আসক্বালানী।[৪৫৮]

(৪) যাকারিয়া আনছারী (ঐ)।

(৫) মুহাম্মাদ মুরতাযা আল-হুসায়নী আয-যুবায়দী।[৪৫৯]

(৬) ইবনে হাযম।[৪৬০]

(৭) আস-সুয়ূত্বী।[৪৬১]

(৮) ইরাক্বী।[৪৬২]

(ঝ) আস-সাখাবী।[৪৬৩]

(ঞ) মূফিকুদ্দীন ইবনে কুদামা।[৪৬৪]

(ট) শামসুদ্দীন ইবনে কুদামা।[৪৬৫]

(ঠ) ইবনে তায়মিয়া।[৪৬৬]

---

৪৫৭. নাযমুল মুতানাছির মিনাল হাদীছিল মুতাওয়াতির হা/৬৭ পৃঃ ৯৬, ৯৭।
৪৫৮. ফাৎহুল বারী ১/২০৩।
৪৫৯. লুক্বাতুল লাআলী আল-মুতানাছিরাহ ফিল আহাদীছিল মুতাওয়াতিরাহ পৃঃ ২০৫।
৪৬০. হাশিয়াতুল লুক্বাতিল লা'আলী পৃঃ ২০৫।
৪৬১. ক্বাত্বফুল আযহার আল-মুতানাছিরাহ হা/৩৩, পৃঃ ৯৫।
৪৬২. আত-তাক্বঈদু ওয়াল–ঈযাহ শরহ মুক্বাদ্দামা ইবনে ছালাহ পৃঃ ২৭০।
৪৬৩. দেখুন : ফাৎহুল মুগীছ শরহ আলফিইয়াতুল হাদীছ ৩/৪১।
৪৬৪. আল-মুগনী ১/২৯৫, মাসআলা নং ৬৯০।
৪৬৫. আশ-শারহুল কাবীর ১/৫৩৮, ৫৩৯।

(ড) আব্দুল আযীয আল-ফারহারী।[৪৬৭]

ফায়েদা : ইমাম ইছত্বাখরী, আল্লামা সুয়ূত্বী, আশরাফ আলী থানবী দেওবন্দী ও মুহাম্মাদ ইউসুফ লুধিয়ানবী দেওবন্দী ও অন্যান্যদের নিকটে ঐ হাদীছটি 'মুতাওয়াতির' যাকে কম পক্ষে দশজন রাবী বর্ণনা করেছেন।[৪৬৮]

সুতরাং রফউল ইদায়েনের প্রমাণটি অকাট্যরূপে প্রমাণিত। এতে অণু পরিমানও সন্দেহ নেই।

*****

৪৬৬. আল-ক্বাওয়ায়িদুন নূরানিইয়া পৃঃ ৪৮।

৪৬৭. কাউছারুন নাবী পৃঃ ১০।

৪৬৮. দেখুন : তাদরীবুর রাবী ২/১৭৯; ক্বাত্বফুল আযহার আল-মুতানাছিরাহ ১/২১; বাওয়াদিরুন নাওয়াদির পৃঃ ১৩৬; তুহফায়ে ক্বাদিয়ানিয়াত ১/১৭)।

(السنن الكبرى للبيهقي 73/2 وقال: رواته ثقات) 123 ع ف

(سنن دارقطني 292/8 وقال ابن حجر: رجاله ثقات ، التلخيص (219/1) X 123 ع ف

(صحيح ابن خزيمة (344/1) X 1234 ع

(من طريق ابن الزناد وسنده حسن) صحيح ابن خزيمة ، صحيح ابن حبان قال الترمذي في السنن : هذا حديث حسن صحيح وصححه أحمد بن حنبل ، نصب الراية 412/1 وابن تيمية، الفتاوى الكبرى (105/1) X 4123 ع

عباس بن سهل الساعدي - فليح بن سليمان (سنن ابن ماجه وغيره) 123 ع
محمد بن عمرو بن عطاء - عبدالحميد بن جعفر (صحيح ابن خزيمة ، صحيح ابن حبان) وقال الترمذي: هذا الحديث حسن صحيح 1234 ع

علقمة بن وائل (صحيح مسلم وغيره) 123 ع
كليب ... (صحيح ابن حبان وغيره) 123 ع

نصر بن عاصم (صحيح مسلم و صحيح ابن حبان) 123 ع
أبو قلابة (صحيح بخاري ، وصحيح مسلم) 123 ع ف

أبو الزبير (مسائل أحمد بن حنبل 244/1 إسناده صحيح) ف
طاؤس (مصنف عبدالرزاق 69/2 وإسناده صحيح) ف
محارب بن دثار (جزء رفع اليدين للبخاري رقم 48 وإسناده صحيح) 123 ف
نافع صحيح بخاري) 1234 ع ف
سالم - الزهري (صحيح بخاري و صحيح مسلم) X 123 ع

سنن ابن ماجه

تحقیق حافظ زبیر علی زئی

রফউল ইদায়েন বর্জনকারীদের সন্দেহসমূহ

প্রথম সংশয় : সাইয়েদুনা জাবের বিন সামুরাহ (রাঃ)-এর বর্ণনা

কতিপয় লোক সাইয়েদুনা জাবির বিন সামুরাহ (রাঃ) -এর বর্ণিত হাদীছকে রফউল ইদায়েনের বিপরীতে পেশ করেছেন, خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের মাঝে বের হয়ে আসলেন। এবং বললেন, তোমাদের কি হল যে তোমরা হাত উত্তোলন করছ; যেন তা অবাধ্য ঘোড়ার লেজের ন্যায়। (বরং) তোমরা ছালাতে স্থির থাক (ছহীহ মুসলিম হা/৪৩০, ১/১৮১)'।

প্রথম জবাব :

যেভাবে কুরআন মাজীদ নিজের ব্যাখ্যা স্বয়ং প্রদান করে; তদ্রুপ হাদীছ হাদীছকে ব্যাখ্যা করে। সাইয়েদুনা জাবের বিন সামুরাহ (রাঃ) বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিছে ছালাত পড়তাম। (তো ছালাতের শেষে) 'আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ' বলার সময় হাত দ্বারা ইশারাও করতাম। এটি দেখে রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমাদের একি হল? তোমরা তোমাদের হাত দ্বারা এমনভাবে ইশারা করছ যেন তা অবাধ্য ঘোড়ার লেজের ন্যায়। তোমাদের মধ্য হতে যখন কেউ (ছালাতের শেষে) সালাম ফেরাবে তখন স্বীয় (মুসলিম) ভাইয়ের প্রতি মুখ ফিরিয়ে স্রেফ 'আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ' বলবে। এবং হাত দ্বারা

ইশারা করবে না (ছহীহ মুসলিম হা/৪৩০, ১/১৮১, দারুস সালাম পাবলিকেশনের হাদীছ নং ৯৭১)।

সাইয়েদুনা জাবের বিন সামুরাহ (রাঃ)-এর আরেকটি রেওয়ায়াতে আছে যে, রাসূল (ছাঃ) -এর সাথে যখন আমরা ছালাত পড়তাম তখন (ছালাতের শেষে) ডানে বামে 'আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ' বলার সময় হাত দ্বারা ইশারাও করতাম। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা তোমাদের হাতকে ঐভাবে ইশারা করছ যেভাবে অবাধ্য ঘোড়ার লেজ নড়তে থাকে। তোমাদের জন্য এটিই যথেষ্ট যে, তোমরা বসাবস্থায় উরুর উপর হাত রেখে ডানে বামে মুখ ফিরিয়ে 'আস-সালামু আলাইকুম ওয়া-রহমাতুল্লাহ' বলবে (ছহীহ মুসলিম হা/৪৩০, দারুস সালাম পাবলিকেশনের হাদীছ নং ৯৭০)।

'অবাধ্য ঘোড়ার লেজ' শব্দগুলি তিনটি হাদীছে বিদ্যমান আছে। যা সবগুলি প্রকৃত ঘটনার স্পষ্ট দলীল। সুতরাং এই হাদীছ দ্বারা (রফউল ইদায়েন না করার) দলীল গ্রহণ করা পুরোপুরিভাবেই বাতিল।

দ্বিতীয় জবাব :

সকল মুহাদ্দিছের এর উপর ইজমা আছে যে, এই হাদীছের সম্পর্ক তাশাহহুদের সাথে রয়েছে। রুকূ'র আগে ও রুকূ' হতে উঠার সময়ের সাথে নয়। 'খায়রুল কুরূন'-এর মধ্যে কেউই এই হাদীছ দ্বারা রফউল ইদায়েনের (মাসআলার) নিষেধাজ্ঞার পক্ষে দলীল গ্রহণ করেন নি। যেমন নিম্নোক্ত মুহাদ্দিছগণ এই হাদীছের উপর 'সালাম' -এর অনুচ্ছেদ বেঁধেছেন-

(১) আল্লামা নববী

باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ‘ছালাতে স্থিরতা বজায় রাখার আদেশ ও হাত দ্বারা ইশারা এবং তা উত্তোলন করার নিষেধাজ্ঞার অনুচ্ছেদ’ (শরহে মুসলিম, নববীর শরহ সহ ৪/১৫২)।

(২) আবূ দাঊদ بَابٌ فِي السَّلَامِ

‘সালাম ফেরানোর অনুচ্ছেদ’ (দেখুন : সুনানে আবূ দাঊদ হা/৯৯৮, ৯৯৯)।

(৩) শাফেঈ بَابُ السَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ ‘ছালাতে সালাম ফেরানোর অনুচ্ছেদ’ (কিতাবুল উম্ম ১/১২২)

(৪) নাসাঈ

‘ছালাতে হাত দ্বারা সালাম করা ও সালাম ফেরানোর সময় হাত রাখার স্থানের অনুচ্ছেদ’ (আল-মুজতাবা তথা সুনানে নাসাঈ হা/১১৮৫; নাসাঈ কুবরা হা/১১০৭ -এর আগে ‘দুহাত দ্বারা সালাম ফেরানোর অনুচ্ছেদ’; সুনানে নাসাঈ হা/১৩২৭; নাসাঈ কুবরা হা/১২৪৯-এর আগে)

(৫) ত্বাহাবী

بَابٌ السَّلَامُ فِي الصَّلَاةِ , كَيْفَ هُوَ؟

‘ছালাতে কিভাবে সালামে ফেরাতে হবে অনুচ্ছেদ’ (শরহ মাআনিল আছার ১/২৬৮, ২৬৯)।

(৬) বায়হাক্বী

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْإِيمَاءِ بِالْيَدِ عِنْدَ التَّسْلِيمِ مِنَ الصَّلَاةِ

‘ছালাতে সালাম ফেরানোর সময় হাত দ্বারা ইশারা করা অপছন্দনীয়-এর অনুচ্ছেদ’ (আস-সুনানুল কুবরা ২/১৮১)

কোন মুহাদ্দিছই এর উপর ‘মানউ রফইল ইদায়েন ইনদার রুকূ‘ ওয়ার-রফউ মিনহু’ (রুকূ‘র আগে ও রুকূ‘র পর হতে উঠার সময় রফউল ইদায়েন করা নিষেধ)-এর অনুচ্ছেদ বাঁধেন নি। মুহাদ্দিছগণের এই ইজমাঈ অনুচ্ছেদ রচনা করণের দ্বারা প্রতিভাত হয়েছে যে, এই হাদীছের সাথে সম্পর্ক স্রেফ তাশাহহুদের রফউল ইদায়েনের সাথে রয়েছে। রুকূ‘র আগে ও রুকূ‘র পরে রফউল ইদায়েনের সাথে এর (এই হাদীছের) কোনই সম্পর্ক নেই।

হাফেয ইবনে হাজার বলেছেন, (সাইয়েদুনা জাবের বিন সামুরাহ (রাঃ) -এর প্রথম হাদীছটি) দ্বারা রুকূ‘র সময়ে রফউল ইদায়েনের নিষেধাজ্ঞার দলীল আনয়ন করা ঠিক নয়। কেননা প্রথম হাদীছটি দ্বিতীয় দীর্ঘ হাদীছের সংক্ষিপ্তরূপ (আত-তালখীছুল হাবীর ১/২২১)।

ইমাম বুখারী বলেছেন, এই বিষয়টি প্রসিদ্ধ আছে যে, এতে কোনই ইখতিলাফ নেই যে, এ হাদীছটির সম্পর্ক তাশাহহুদের সাথে আছে (আত-তালখীছুল হাবীর ১/২২১; জুযউ রফ‘ইল ইদায়েন হা/৩৭)।

অনুরূপ অর্থ সংবলিত কথা হাফেয ইবনে হিব্বানও বলেছেন (ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/১৮৭৭, ৩/১৭৮)।

ছহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যাতা নববী বলেছেন, এই হাদীছ দ্বারা রুকূ‘র আগে ও রুকূ‘ থেকে মাথা উঠানোর সময় রফউল ইদায়েনের বর্জনের উপর দলীল গ্রহণকারীগণ চরম অজ্ঞ। আর বিষয় এই যে, রুকূ‘র সময় রফউল ইদায়েন করা ছহীহ ও প্রমাণিত। যার খন্ডন হতে পারে না। অতঃপর ‘নাহী খাছ’ স্বীয় ‘মাওরিদে খাছ’ -এর উপরে ধর্তব্য হবে। যেন উভয়ের মাঝে সমতা ও সমন্বয় হয়

এবং (ধারণাপ্রসূত) বৈপরীত্য দূর হয় (আল-মাজমূ' শারহুল মুহাযযাব ৩/৪০৩; হাশিয়াতুস সিন্ধী আলান নাসাঈ পৃঃ ১৭৬)।

হাফেয ইবনুল মুলাক্কিন (মৃঃ ৮০৪ হিঃ) বলেছেন, من أقبح الجهالات لسنة سيدنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم –؛ لأنه لم يرد في رفع الأيدي في الركوع والرفع منه، وإنما كانوا يرفعون أيديهم في حالة السلام من الصلاة، ويشيرون بها إلى (الجانبين) يريدون بذلك السلام على من (على) الجانبين، وهذا لا (اختلاف) فيه بين أهل الحديث ومن له أدنى اختلاط بأهله 'এই হাদীছ থেকে দলীল গ্রহণ করা চূড়ান্ত পর্যায়ের অজ্ঞতা। যে হাদীছটিকে সুন্নাত হিসাবে অনুমোদন দেয়া হয়েছে। কেননা, এই হাদীছটি রুকূ'র আগে ও রুকূ'র পরে রফউল ইদায়েন করার বিষয়ে বর্ণিত হয় নি। তাঁরা তো ছালাতে সালাম ফেরানোর সময় হাত দিয়ে ইশারা করতেন। এ বিষয়টি নিয়ে আহলেহাদীছদের মাঝে কোনই ইখতেলাফ নেই। আর যে ব্যক্তির সাথে হাদীছের অণু পরিমাণ সম্পর্কও আছে সেও স্বীকার করে থাকে (যে, এই হাদীছটিকে রুকূ'র আগে ও রুকূ'র পরে রফউল ইদায়েন করার বিপক্ষে পেশ করা ভুল)। {আল-বাদরুল মুনীর ৩/৪৮৫}

তৃতীয় জবাব :

যদি এই হাদীছটি রফউল ইদায়েনের নিষেধের উপর দলীল হয়, তবে রফউল ইদায়েন বর্জনকারীগণ নিম্নোক্ত স্থানসমূহে কেন রফউল ইদায়েন করেন-

(ক) তাকবীরে তাহরীমা।

(খ) বিতর (ছালাত)।

(গ) দু' ঈদ।

যদি রুকূ'র রফউল ইদায়েনের আমল এই হাদীছ দ্বারা নিষিদ্ধ হয়, তবে উপরোল্লিখিত তিনটি স্থানে রফউল ইদায়েন উত্তম পদ্ধতি অনুসারে নিষিদ্ধ হতে হবে।

তাদের যা জবাব রয়েছে তা আমাদেরও জবাব। যদি সেগুলির (উক্ত তিনটি স্থানের) 'তাখছীছ' অন্যান্য হাদীছসমূহের সাথে হয়; তবে রুকূ'র রফউল ইদায়েনের তাখছীছও অন্যান্য হাদীছসমূহ দ্বারা আছে।

চতুর্থ জবাব :

রফউল ইদায়েন বর্জনকারীদের পেশকৃত হাদীছে রুকূ'র রফউল ইদায়েনের উল্লেখ ও স্পষ্টতা নেই। অনুমোদনকারীদের পেশকৃত হাদীছসমূহে রুকূর রফউল ইদায়েনের উল্লেখ এবং সুস্পষ্টতা রয়েছে। সুতরাং ব্যাখ্যাকৃত বিষয়কে দ্ব্যার্থবোধক বিষয়ের উপরে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

হাফেয ইবনে হাজার বলেছেন, وَهَذَا الْمُفَسَّرُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُبْهَمِ আর এই ব্যাখ্যাকৃত বিষয়টি দূর্বোধ্য বিষয়টির উপরে প্রাধান্যপ্রাপ্ত (ফাতহুল বারী ১০/২৮৩, হা/৫৮২৭ দ্রঃ; উপরন্তু দেখুন : ১০/৩৪৭)।

পঞ্চম জবাব :

যদি এই হাদীছের বাক্যটিকে রফউল ইদায়েনের উপরে গণ্য করা হয় তবে প্রতীয়মান হয় যে, রফউল ইদায়েন করা একটি কদর্য কাজ। যেহেতু রুকূর রফউল ইদায়েন নবী (ছাঃ) হতে

ছহীহ সনদে ধারাবাহিকতার সাথে প্রমাণিত আছে এবং যেহেতু নবী (ছাঃ) নিকৃষ্ট কাজ করতে পারেন না; তাই প্রতীয়মান হল যে, উক্ত হাদীছের সাথে রুকূ'র রফউল ইদায়েনের সাথে কোনই সম্পর্ক নেই। নতুবা নবী (ছাঃ)-এর কাজকে নিকৃষ্ট হিসাবে স্বীকার করতে হবে। *নাঊযুবিল্লাহ।* যার কল্পনা থেকেও আমরা আশ্রয় চাই।

সতর্কীকরণ : কতিপয় লোক 'প্রথম জবাব'-এর জবাব প্রদান করতে চেষ্টা করেছেন যে, 'এই হাদীছটি বিভিন্ন ঘটনার সাথে সংযুক্ত আছে' -তাদের এই দাবী ভুল।

হাফেয আব্দুল মান্নান ছাহেব নুরপূরী 'আব্দুর রশীদ কাশ্মীরী (দেওবন্দী)' -এর নামে স্বীয় অমুদ্রিত পত্রে লিখেছেন যে, 'জাবের বিন সামুরার রেওয়ায়াতে তো রুকূ'র সাথে সংশ্লিষ্ট রফউল ইদায়েনকে নিষেধ করার সরাসরি কোন আলামতই নেই। চাই দু'টি ঘটনা বানানো হোক (না কেন)। কেননা, একটি ঘটনায় সালাম ফেরানোর রফউল ইদায়েনের উদ্দেশ্য না হওয়ার দ্বারা রুকূ'র রফউল ইদায়েনের উদ্দিষ্ট্য হওয়াকে আবশ্যিক করে না। সুতরাং এই রেওয়ায়াতকে রুকূ'র রফউল ইদায়েনের নিষিদ্ধ হওয়ার দলীল বানানো স্রেফ বলপ্রয়োগ ও গোয়ার্তুমি'।

দ্বিতীয় সংশয় : ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর হাদীছ

سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَصَلَّى، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ (বলা হয়ে থাকে) সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বলেছেন, আমি কি

তোমাদেরকে রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত পড়াব না? তারপর তিনি ছালাত পড়লেন। প্রথমবার ব্যতীত তিনি আর হাত উত্তোলন করেন নি (সুনানে তিরমিযী হা/২৫৭, ১/৫৯, ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীছটি হাসান; ইবনে হাযম, আল-মুহাল্লা ৪/৮৭, ৮৮, মাসআলা- ৪৪২, এবং তিনি বলেছেন, 'নিশ্চয়ই এই হাদীছটি ছহীহ')।

তাহক্বীক্ব : এই হাদীছটি ইল্লাতে কাদিহার কারণে ত্রুটিযুক্ত। আর সনদ ও মতন-উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই যঈফ।

নিম্নোক্ত ইমামগণ (এবং হাদীছের আলেমগণ) এই হাদীছকে যঈফ ও 'মালূল (গোপন ত্রুটিযুক্ত) বলেছেন।

প্রথম জবাব :

অধিকাংশ মুহাদ্দিছই এই হাদীছটিকে যঈফ ও ত্রুটিযুক্ত বলেছেন।-

(১) শায়খুল ইসলাম, মুজাহিদ, ছিক্বাহ, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১৮১ হিঃ) বলেছেন, لَمْ يَثْبُتْ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ ইবনে মাসঊদের (প্রতি সম্বন্ধযুক্ত) হাদীছটি প্রমাণিত হয় নি (সুনানে তিরমিযী হা/২৫৬, ১/৫৯, সনদ ছহীহ)।

বর্তমানে কতিপয় লোক ইবনুল মুবারক (রহঃ) -এর সমালোচনাটি এই হাদীছ থেকে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু নীচের মুহাদ্দিছ ইমাম ও আলেমগণ ইবনুল মুবারকের সমালোচনাকে ইবনে মাস'ঊদের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত এই বিতর্কিত বর্ণনাটির সাথে সম্পর্কযুক্ত বলেছেন।

১. তিরমিযী (সুনানে তিরমিযী হা/২৫৪, ১৫৬)।

২. ইবনুল জাওযী। তিনি বলেছেন, وَ قَالَ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ لَا يَثْبُتُ هَذَا الْحَدِيثُ এতে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক বলেছেন, এই হাদীছটি প্রমাণিত হয় নি (আত-তাহক্বীক্ব ১/২৭৮, আরেকটি সংস্করণ ১/৩৩৫)।

৩. ইবনে আব্দুল হাদী (আত-তাহক্বীক্ব ১/২৭৮)।

৪. নববী (আল-মাজমূ‘ শারহুল মুহাযযাব ৩/৪০৩)।

৫. ইবনে কুদামাহ (আল-মুগনী ১/২৯৫, মাসআলা- ৬৯০)।

৬. ইবনে হাজার (আত-তালখীছুল হাবীর হা/৩২৮, ১/২২২)।

৭. শাওকানী (নায়লুল আত্বার ২/১৮০, আরেকটি সংস্করণ হা/৬৬৮, ১/৬৯৬)।

৮. বাগাবী (শরহে সুন্নাহ হা/৫৬১, ৩/২৫)।

৯. বায়হাক্বী (আস-সুনানুল কুবরা ২/৭৯; মা‘রিফাতুস সুনান ওয়াল আছার ১/৫৫১)।

হাদীছের কোন ইমামই এটি বলেন নি যে, ইবনুল মুবারকের সমালোচনাটি ইবনে মাসঊদের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়।

(২) ইমাম শাফেঈ (মৃঃ ২০৪ হিঃ) রফউল ইদায়েন না করার হাদীছগুলিকে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন যে, এগুলি প্রমাণিত নয় (দেখুন : কিতাবুল উম্ম ৭/২০১, ‘ছালাতে রফউল ইদায়েন করার অনুচ্ছেদ’; বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা ২/৮১; ফাৎহুল বারী ২/২২০)।

(৩) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (মৃঃ ২৪১ হিঃ) এই বর্ণনার উপর বিরূপ মন্তব্য করেছেন। (দেখুন : জুযউ রফ‘ইল ইদায়েন হা/৩২; মাসায়েলে ইমাম আহমাদ, আব্দুল্লাহ বিন আহমাদের বর্ণনা ১/২৪০, অনুচ্ছেদ-৩২৬)।

(৪) আবূ হাতেম আর-রাযী (মৃঃ ২৭৭ হিঃ) বলেছেন, هَذَا خطأٌ يُقَالُ: وَهِمَ فِيهِ الثَّوْرِيُّ، وَرَوَى هَذَا الحديثَ عَنْ عاصمٍ جماعةٌ ، فَقَالُوا كلُّهم: إنَّ النبيَّ (ص) افتتَحَ، فَرَفَعَ يدَيه، ثُمَّ رَكَعَ، فطبَّق، وجعَلَها بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ. وَلَمْ يقُلْ أحدٌ ما رواه الثوريّ এটি ভুল। বলা হয়, সুফিয়ান ছাওরী এতে (হাদীছটি সংক্ষেপে বর্ণনায়) ভ্রমে পতিত হয়েছেন। একটি জামা‘আত আছেম (বিন কুলায়েব) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নিশ্চয়ই নবী (ছাঃ) ছালাত শুরু করলেন। এরপর তিনি হাত উত্তোলন করলেন। অতঃপর তিনি রুকূ‘ করলেন ও তাত্ববীক্ব করলেন। আর স্বীয় হাত দুহাঁটুর মধ্যখানে স্থাপন করলেন। সুফিয়ান ছাওরী যা বর্ণনা করেছেন তা কেউই বলেননি (ইলালুল হাদীছ হা/২৫৮, ১/৯৬)।

(৫) ইমাম দারাকুৎনী (মৃঃ ৩৮৫ হিঃ) একে গায়ের মাহফূয (অসংরক্ষিত) বলেছেন (দেখুন : দারাকুৎনী, আল-ইলাল ৫/১৭৩, মাসআলা-৮০৪)।

(৬) হাফেয ইবনে হিব্বান (মৃঃ ৩৫৪ হিঃ) ছালাত (অধ্যায়ে) বলেছেন, وهو في الحقيقة أضعف شيء يعول عليه؛ لأن له عللا تبطله ‘এই বর্ণনাটি প্রকৃত পক্ষে সবার্ধিক যঈফ। কেননা তাতে যেসকল ত্রুটি রয়েছে সেগুলি তাকে বাতিল করছে (আত-তালখীছুল হাবীর হা/৩২৮, ১/২২২; আল-বাদরুল মুনীর ৩/৪৯৪)।

(৭) ইমাম আবূ দাঊদ আস-সিজিস্তানী (মৃঃ ২৭৫ হিঃ) বলেছেন, هَذَا حَدِيثٌ مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ وَلَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ
এই হাদীছটি একটি দীর্ঘ হাদীছের সংক্ষিপ্তরূপ। আর এই শব্দে হাদীছটি ছহীহ নয়' (সুনানে আবী দাঊদ, হিমছ কপি হা/৭৪৮, ১/৪৭৮; বায়তুল আফকার আদ-দাওলিয়াহ'র কপি পৃঃ ১০২; নুসখাহ মাকতাবাতুল মা'আরিফ, রিয়াদ পৃঃ ১২১; মিশকাতুল মাছাবীহ হা/৮০৯ পৃঃ ৭৭, প্রকাশিত : ১৩২৬ হিঃ)।

ইমাম আবূ দাঊদ ও ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর হাদীছ

১৪ শত হিজরীতে কতিপয় ব্যক্তি ইমাম আবূ দাঊদের এই হাদীছের উপর সমালোচনার বিষয়টি অস্বীকার করেন। এবং মিশকাত প্রণেতার কতিপয় ভ্রান্তি একত্রিত করে এই ফায়ছালা দিয়েছেন যে, এই উক্তিটি আবূ দাঊদর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করাও ভুল। অথচ নিম্নোক্ত আলেমগণ এই বক্তব্যকে ইমাম আবূ দাঊদের প্রতি সম্পৃক্ত করেছেন-

(১) ইবনুল জাওযী (মৃঃ ৫৯৭ হিঃ) বলেছেন, وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ আর আবূ দাঊদ বলেছেন, (হাদীছটি) ছহীহ নয়' (আত-তাহক্বীক্ব ফী ইখতিলাফিল হাদীছ ১/২৭৮)।

(২) ইবনু আব্দুল বার্র আল-আন্দালুসী (মৃঃ ৪৬৩ হিঃ) বলেছেন, وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي حَدِيثِ عاصم بن كليب عن عبد الرحمان بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً هَذَا حَدِيثٌ يُخْتَصَرُ مِنْ حَدِيثٍ

طَوِيلٍ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى 'ইবনে মাসঊদ বলেছেন, আমি তোমাদেরকে কি রাসূল (ছাঃ) -এর ছালাত পড়িয়ে দেখাব না? তারপর তিনি ছালাত আদায় করলেন। আর তিনি একবার ব্যতিত রফউল ইদায়েন করেন নি- হাদীছটি সম্পর্কে আবূ দাঊদ বলেছেন, এই হাদীছটি একটি দীর্ঘ হাদীছের সংক্ষিপ্তসার। এই অর্থে হাদীছটি ছহীহ নয়' (আত-তামহীদ ৩/২২০)।

(৩) ইবনে আব্দুল হাদী (মৃঃ ৭৪৪ হিঃ) [আত-তানক্বীহ ১/২৭৮]

(৪) ইবনে হাজার আসক্বালানী (মৃঃ ৮৫২ হিঃ) [আত-তালখীছুল হাবীর ১/২২২]

(৫) ইবনুল মুলাক্কিন (আল-বাদরুল মুনীর ৩/৪৯৩)।

(৬) ইবনুল ক্বাত্তান আল-ফাসী (বায়ানুল ওয়াহমি ওয়াল ঈহাম ফী কুতুবিল আহকাম ৩/৩৬৫, ৩৬৬, উক্তি নং ১১০৯)।

(৭) শামসুল হক্ব আযীমাবাদী (মৃঃ ১৩২৯ হিঃ) বলেছেন, وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ مَوْجُودَةٌ فِي نُسْخَتَيْنِ عَتِيقَتَيْنِ عِنْدِي وَلَيْسَتْ فِي عَامَّةِ نُسَخِ أَبِي دَاوُدَ الْمَوْجُودَةِ عِنْدِي 'আমার কাছে থাকা দুটি পুরাতন নুসখাতে এই ইবারতটি বিদ্যমান। তবে আমার কাছে থাকা আবূ দাঊদের সাধারণ নুসখাগুলিতে (বাক্যটি) নেই (আউনুল মাবূদ ৩/৪৪৯)'। প্রতীয়মান হল যে, উক্ত ইবারত ইমাম আবূ দাঊদেরই এবং এই হাদীছেরই উপর রয়েছে।

(৮) ইয়াহ্ইয়া বিন আদম (মৃঃ ২০৩ হিঃ) [দেখুন : জুযউ রফইল ইদায়েন হা/৩২; আত-তালখীছুল হাবীর ১/২২২]

(৯) আবূ বকর আহমাদ বিন আমর বিন বাযযার (মৃঃ ২৯২ হিঃ) এই হাদীছের উপর সমালোচনা করেছেন (আল-বাহরুয যাখখার হা/১৬০৮, ৫/৪৭; উপরন্তু দেখুন আত-তামহীদ ৯/২২০, ২২১)।

(১০) মুহাম্মাদ বিন ওয়ায্যাহ (মৃঃ ২৮৯ হিঃ) রফউল ইদায়েন না করার সকল হাদীছকে যঈফ বলেছেন (আত-তামহীদ ৯/২২১, সনদ শক্তিশালী)।

(১১) ইমাম বুখারী (মৃঃ ২৫৬ হিঃ)। দেখুন : জুযউ রফইল ইদায়েন (হা/৩২), আত-তালখীছুল হাবীর (১/২২২), আল-মাজমূ‘ শারহুল মুহাযযাব (৩/৪০৩)।

(১২) ইবনুল ক্বাত্ত্বান আল-ফাসী (মৃঃ ৬২৮ হিঃ) হতে যায়লাঈ হানাফী বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এই সংযোজনকে (দ্বিতীয়বার আর হাত তুলতেন না) ভুল বলেছেন (নাছবুর রায়াহ ১/৩৯৫)। আমি এই বক্তব্যটি ‘বায়ানুল ওয়াহমি ওয়াল ঈহাম’ গ্রন্থে পাইনি (৩/৬৫-৩৬, উক্তি-১১০৯)। তবে ইশারা অবশ্যই রয়েছে (পৃঃ ৩৬৬)।

(১৩) আব্দুল হক্ব আল-ইশবীলী বলেছেন, হাদীছটি ছহীহ নয় (আল-আহকামুল উসত্বা ১/৩৯২)।

(১৪) ইবনুল মুলাক্কিন (মৃঃ ৮০৪ হিঃ) যঈফ বলেছেন (আল-বাদরুল মুনীর ৩/৪৯৩)।

(১৫) আল-হাকেম (মৃঃ ৪০৫ হিঃ)। [বায়হাক্বী, ‘আল-খিলাফিইয়াত’ বাদরুল মুনীর-এর বরাতে ৩/৪৯৩]

(১৬) নববী (মৃঃ ৬৭০ হিঃ) বলেছেন, اتَّفقُوا عَلَى تَضْعِيفه মুহাদ্দিছগণ এর (হাদীছটির) যঈফ আখ্যাদানের উপর একমত হয়েছেন (খুলাছাতুল আহকাম হা/১৮০, ১/৩৫৪, অর্থাৎ ইমাম তিরমিযী ব্যতিত প্রাচীনকালের সকল মুহাদ্দিছের এই হাদীছ যঈফ হওয়ার উপরে ইজমা আছে)।

(১৭) ইমাম দারেমী (মৃঃ ২৮০ হিঃ)। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম রচিত ‘তাহযীবুস সুনান’-এর (২/৪৪৯)-বরাতে। [এই উদ্ধৃতিটি আমি ছহীহ সনদে পাইনি]

(১৮) বায়হাক্বী (মৃঃ ৪৫৮ হিঃ)। তাহযীবুস সুনান (২/৪৪৯) এবং নববীর শারহুল মুহাযযাব (৩/৪০৩) গ্রন্থদ্বয়ের বরাতে। [এই উদ্ধৃতিটিও আমি ছহীহ সনদে পাইনি]

(১৯) মুহাম্মাদ বিন নাছর আল-মারওয়াযী (মৃঃ ২৯৪ হিঃ) নাছবুর রায়াহ (১/৩৯৫) -এর বরাতে, আব্দুল হক্ব আল-ইশবীলী, আল-আহকামুল ওয়াসিত্বী (১/৩৬৭)।

(২০) ইবনু কুদামা (মৃঃ ৬২০ হিঃ) বলেছেন, তিনি যঈফ (আল-মুগনী ফিয-যুআফা ১/২৯৫, মাসআলা-৬৯০)।

(২১) কুরতুবীও ইবনে মাসঊদ এবং বারা-এর হাদীছ ইত্যাদিকে ‘ছহীহ নয়’ বলেছেন (আল-মুফহিম ২/১৯)।

এনারা সবাই উম্মতে মুসলিমার সুপ্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন। তাঁদের এই রেওয়ায়াতকে ঐক্যমতানুসারে যঈফ ও ত্রুটিযুক্ত আখ্যায়িত করা তিরমিযী এবং ইবনে হাযমের ‘তাছহীহ’-এর উপর প্রতিটি দিক দিয়েই অগ্রগামী। সুতরাং কোনরূপ সংশয় এবং সন্দেহ ছাড়াই এই হাদীছটি যঈফ। ‘ইলালে হাদীছের দক্ষ আলেমগণ

যদি ছিক্বাহ রাবীদের রেওয়ায়াতকে যঈফ বলেন তবে তাঁদের তাহক্বীক্বকে গ্রহণ করতে হবে। কারণ তারা এই বিষয়ে দক্ষ। আর হাদীছের বিষয়ে তাঁদের তাহক্বীক্ব দলীল হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় জবাব :

এই হাদীছটি সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) -এর উপর ভিত্তিশীল। যা এর (হাদীছটির) তাখরীজ হতে স্পষ্ট হয়ে আছে। সুফিয়ান ছাওরী ছিক্বাহ, (হাদীছের) হাফেয, ইবাদতগুযার হওয়ার সাথে সাথে মুদাল্লিসও ছিলেন (দেখুন : তাক্বরীবুত তাহযীব, জীবনী ক্রমিক নং ২৪৪৫)।

তাঁকে নিম্নোক্ত হাদীছের ইমামগণ মুদাল্লিস বলেছেন-

(১) ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল-ক্বাত্ত্বান (কিতাবুল ইলাল ওয়া মা'রিফাতুর রিজাল লি-আহমাদ ১/২০৭, নং ১১৩০; খত্বীব, আল-কিফায়াহ পৃঃ ৩৬২, সনদ ছহীহ)।

(২) বুখারী (তিরমিযী, আল-ইলালুল কাবীর ২/৯৬৬; আত-তামহীদ ১/৩৪)।

(৩) ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন (আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল ৪/২২৫, সনদ ছহীহ)।

(৪) আবূ মুহাম্মাদ আল-মাক্বদেসী (ক্বাছীদাহ ফিল মুদাল্লিসীন পৃঃ ৪৭, ২য় কবিতা)

(৫) ইবনুত তুরকুমানী হানাফী (আল-জাওহারুন নাক্বী ৮/২৬২, এবং তিনি বলেছেন, ছাওরী মুদাল্লিস। তিনি 'আন আন' শব্দে হাদীছ বর্ণনা করেন)।

(৬) ইবনে হাজার আসক্বালানী (ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন, আল-মারতাবাতুছ ছানিয়াহ পৃঃ ৩২; তাক্বরীবুত তাহযীব, জীবনী ক্রমিক নং ২৪৪৫)।

(৭) যাহাবী (মীযানুল ই'তিদাল ২/১৬৯, তিনি বলেন, أنه كان يدلس عن الضعفاء، ولكن له نقد وذوق، ولا عبرة لقول من قال: يدلس ويكتب عن الكذابين 'সুফিয়ান যঈফ রাবীদের হতে তাদলীস করতেন। কিন্তু তার হাদীছ সমালোচনা এবং গবেষণার যোগ্যতা আছে। তিনি তাদলীস করতেন এবং কাযযাবদের থেকে হাদীছ লিপিবদ্ধ করতেন- যারা এই কথা বলেছেন তাদের এ বক্তব্যে কোনই শিক্ষণীয় বিষয় নেই)।

আরো বলেছেন, وَرُبَّمَا دَلَّسَ عَنِ الضُّعَفَاءِ، 'আর তিনি কখনো কখনো যঈফ রাবী থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন' (সিয়ারু আলামিন নুবালা ৭/২৪২)। এবং তিনি আরো বলেছেন, لِأَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنِ الضُّعَفَاءِ. 'কেননা তিনি যঈফ রাবীদের থেকে হাদীছ বর্ণনা করতেন' (প্রাগুক্ত ৭/২৭৪)

হাফেয যাহাবীর সাক্ষ্য দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, সুফিয়ান (রহঃ) যঈফ লোকদের হতে তাদলীস করতেন। স্মর্তব্য যে, যে যঈফ রাবীদের থেকে তাদলীস করে তার আন যোগে ('সামা'র স্পষ্টতা ছাড়া) রেওয়ায়াত যঈফ হয়।

আবূ বকর আছ-ছয়রাফী (মৃঃ ৩৩০ হিঃ) 'কিতাবুদ দালায়েল' গ্রন্থে বলেছেন, গায়ের ছিক্বাহ হতে তাদলীস প্রকাশিত হয়েছে এমন প্রত্যেক রাবীর হাদীছ ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য নয় যতক্ষণ

না সে বলে যে, 'আমাকে হাদীছ বর্ণনা করেছে বা আমি শ্রবণ করেছি' দেখুন : যারাকশী, আন-নুকাত পৃঃ ১৮৪; শরহে আলফিইয়া আল-ইরাক্বী বিত-তাবছিরাতি ওয়াত-তাযকিরাহ (১/১৮৩, ১৮৪)।

(৮) ছালাহুদ্দীন আল-আলাঈ (জামে'উত তাহছীল ফী আহকামিল মারাসীল পৃঃ ৯৯)। এবং তিনি বলেছেন, من يدلس عن أقوام مجهولين لا يدري من هم كسفيان الثوري সুফিয়ান ছাওরী ঐ সকল মাজহূল রাবী থেকে তাদলীস করতেন যাদেরকে জানা যায় না।

(৯) হাফেয ইবনে রজব (শরহে ইলালুত তিরমিযী ১/৩৫৮)। এবং তিনি বলেছেন, সুফিয়ান ছাওরী এবং অন্যরা ঐ সকল রাবী হতেও তাদলীস করেছেন যাদের থেকে তারা হাদীছ শ্রবণ করেন নি।

(১০) আবূ নু'আইম আল-ফাযল বিন দুকায়েন আল-কূফী (তারীখে আবী যুর'আহ আদ-দিমাশক্বী, রাবী নং ১১৯৩, সনদ ছহীহ)।

(১১) আবূ আছেম আয-যাহ্হাক বিন মাখলাদ আন-নাবীল (সুনানে দারাকুৎনী হা/৩৪২৩, ৩/২০১, সনদ ছহীহ)।

(১২) আলী ইবনুল মাদীনী (খত্বীব, আল-কিফায়াহ পৃঃ ৩৬২, সনদ ছহীহ)।

(১৩) আবূ যুর'আহ ইবনুল ইরাক্বী বলেছেন, তিনি একজন প্রসিদ্ধ মুদাল্লিস রাবী ছিলেন (কিতাবুল মুদাল্লিসীন, রাবী নং ২১)।

(১৪) 'আল-মুসতাদরাক' -এর প্রণেতা হাকেম (হাকেম, মারিফাতু উলূমিল হাদীছ পৃঃ ১০৫, ১০৬, নং ২৫১-২৫৩)।

(১৫) আয়নী। তিনি বলেছেন, وسُفْيَان من المدلسين، والمدلس لَا يُحْتَج بعنعنته إِلَّا أَن يثبت سَمَاعه من طَرِيق آخر সুফিয়ান ছাওরী অন্যতম মুদাল্লিস রাবী। আর মুদাল্লিস রাবীর আনআনাহ দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না। তবে যদি অন্য সনদে 'সামা' -এর প্রমাণ পাওয়া যায় (তবে দলীল হিসাবে গৃহীত হবে) (উমদাতুল ক্বারী ৩/১১২)।

(১৬) কিরমানী (শরহে ছহীহ বুখারী হা/২১৩, ৩/৬২)

(১৭) ইবনে হিব্বান (আল-ইহসান (নতুন মুদ্রণ) ১/৬১)

(১৮) সুয়ূত্বী (আসমাউ মান উরিফা বিত-তাদলীস, নং ২৪)।

(১৯) আল-হালাবী (আত-তাবঈন ফী আসমা আল-মুদাল্লিসীন পৃঃ ২৭)।

(২০) ক্বাসত্বালানী বলেছেন, সুফিয়ান একজন মুদাল্লিস রাবী। আর মুদাল্লিস রাবীর আনআনাহ দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না। তবে অন্য সনদে 'সামা' - প্রমাণিত হয় (তবে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যাবে)। (ইরশাদুস সারী শরহ ছহীহ বুখারী ১/২৮৬)।

সরফরায ছফদর দেওবন্দী তাক্বলীদী স্বীয় গ্রন্থ 'আহসানুল কালাম' -এ লিখেছেন, 'আবূ ক্বিলাবাহ যদিও ছিক্বাহ ছিলেন কিন্তু গযবের মুদাল্লিস ছিলেন। আবূ ক্বিলাবাহ যার সাক্ষাৎ লাভ করেছেন তার থেকে এবং যার সাথে সাক্ষাৎ হয় নি তার থেকেও তাদলীস করতেন' (আহসানুল কালাম ২/১১১)।

যদি হাফেয যাহাবীর কথার ভিত্তিতে তাবেঈ আবূ ক্বিলাবাহ (রহঃ)-কে 'গযবের মুদাল্লিস' বলা যেতে পারে তবে হাফেয ইবনে রজবের কথার ভিত্তিতে সুফিয়ান-কে 'গযবের মুদাল্লিস' কেন বলা যেতে পারে না?

‘নাও! তোমার নিজের ফাঁদে শিকার এসে গিয়েছে’

অথচ আবূ ক্বিলাবাহ মুদাল্লিস ছিলেন না। ইমাম আবূ হাতেম আর-রাযী তার উপরে (আনীত) তাদলীসের অপবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। অধ্যয়ন করুন : আল-জারহু ওয়াত-তাদীল (৫/৮)।

আবূ ক্বিলাবাহ’র মুআনআন রেওয়ায়াত সমূহকে অসংখ্য মুহাদ্দিছ কেরাম যেমন বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও যাহাবী ইত্যাদি ছহীহ বলেছেন।

পূর্ববর্তীদের (ইমামদের) মোকাবেলায় পরবর্তীদের বক্তব্য কখন শ্রবণযোগ্য হতে পারে? কোন মুহাদ্দিছ বা ফক্বীহ এটিও কি বলেছেন যে, আবূ ক্বিলাবাহ যঈফ রাবীসমূহ থেকে তাদলীস করতেন?

আবূ ক্বিলাবাহ তাদলীস করতেন না। তার আনআনাকে নাকচ করা ও যঈফ রাবীসমূহ হতে তাদলীসকারী সুফিয়ান ছাওরীর ‘আনআনা’কে কবুল করা ইনছাফকে হত্যা করার নামান্তর। আল্লাহ তা‘আলা যালিমদের থেকে অবশ্যই হিসাব গ্রহণ করবেন। সেদিন তাঁর পাকড়াও থেকে কেউই বাঁচতে পারবে না।

সতর্কীকরণ : আল্লামা শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) একটি সনদকে আবূ ক্বিলাবাহ’র আনআনার কারণে যঈফ বলেছেন (টীকা : ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ ৩/২৬৮, হা/২০৪৩ দ্রঃ)।

তিনি বলেছেন, إسناده ضعيف لعنعنة أبي قلابة فإنه مذكور بالتدليس

আবূ ক্বিলাবাহ’র আনআনাহর কারণে এই হাদীছের সনদটি যঈফ। কেননা তিনি তাদলীসের সাথে উল্লেখিত হয়েছেন।

অথচ আবূ ক্বিলাবাহ’র মুদাল্লিস হওয়া সঠিক নয়। যারা কয়েকশ বছর পর তাকে মুদাল্লিস রাবী বলেছেন তারা তাকে প্রথম স্তরে (যাদের মুআনআন রেওয়ায়াতসমূহ তাদের নিকটে ছহীহ হয়ে থাকে) গণ্য করেছেন। তার (আবূ ক্বিলাবাহ’র) যঈফ রাবীসমূহ থেকে তাদলীস করাও প্রমাণিত নয়। তার বর্ণনাকে তো আল্লামা আলবানী যঈফ বলেছেন। কিন্তু (উছূল হতে বের হয়ে এসে) যঈফ রাবী সমূহ হতে তাদলীসকারী সুফিয়ান ছাওরী (যিনি হাকেমের কথানুসারে তৃতীয় স্তরের মুদাল্লিস) -এর রফউল ইদায়েন না করার যে বর্ণনাটিকে মিশকাতের টিকায় ছহীহ বলেছেন।

আমরা দলীল দ্বারা সাব্যস্ত করেছি যে, আল্লামা আলবানী (রহঃ) -এর এই ছহীহ আখ্যাদানটি ভুল। এবং মুহাদ্দিছদের মূলনীতির বিপরীত। সুতরাং (এটি) প্রত্যাখ্যাত। [তিরমিযীর টীকায় অনুরূপ ভুল করেছেন আল্লামা মুহাম্মাদ শাকের রহিমাহুল্লাহ।-অনুবাদক]

যুগের স্বর্ণ শায়খ আব্দুর রহমান আল-মুআল্লিমী আল-ইয়ামেনীও এই বর্ণনাকে সুফিয়ান ছাওরীর আনআনার কারণে ত্রুটিযুক্ত বলেছেন (আত-তানকীল বিমা ফী তানীবিল কাউছারী মিনাল আবাত্বীল ২/২০)।

সারাংশ এই যে, সুফিয়ান ছাওরী মুদাল্লিস ছিলেন। বরং সরফরায খান ছফদরের তাহক্বীক্ব অনুপাতে ‘গযবের মুদাল্লিস ছিলেন’।

সুতরাং তার মুআনআন বর্ণনা মুতাবাআতের অনুপস্থিতিতে যঈফ হয়ে থাকে।

মুদাল্লিস-এর আনআনা

হাফেয ইবনে ছালাহ (মৃঃ ৬৪৩ হিঃ) বলেছেন, وَالْحُكْمُ بِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنَ الْمُدَلِّسِ حَتَّى يُبَيِّنَ قَدْ أَجْرَاهُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيمَنْ عَرَفْنَاهُ دَلَّسَ مَرَّةً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ বিধান এটাই যে, মুদাল্লিস রাবী স্রেফ ঐ সকল বর্ণনাই কবুল করা হবে যেগুলিতে তিনি 'সামা'-কে স্পষ্ট করেছেন। এই বিধানটি ইমাম শাফেঈ (রাঃ) আমাদের পরিচিত কেবল মাত্র একবার তাদলীসকারীর ক্ষেত্রেও জারী করতেন। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত। (উলূমুল হাদীছ ওরফে মুকাদ্দামা ইবনে ছালাহ পৃঃ ৯৯; উপরন্তু দেখুন : আর-রিসালাহ আশ-শাফেঈ পৃঃ ৩৮০, অনুচ্ছেদ-১০৩৫)।

ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন বলেছেন, 'মুদাল্লিস রাবী স্বীয় তাদলীসকৃত বর্ণনার ক্ষেত্রে দলীল হতে পারে না (আল-কিফায়াহ পৃঃ ৩৬৪, সনদ ছহীহ, শব্দগুলি হল-لَا يَكُونُ حُجَّةً فِيمَا دَلَّسَ)।

সুতরাং সুফিয়ান (রহঃ) (যিনি যঈফ এবং অজ্ঞাত রাবীসমূহের থেকে তাদলীস করতেন) -এর এই মুআনআন (আন সম্বলতি) রেওয়ায়াতটি যঈফ। আর ছহীহ হাদীছের মোকাবেলায় যঈফের অস্তিত্ব থাকা ও না থাকা উভয়ই সমান ।

'ত্বাবাক্বায়ে ছানিয়াহ' তথা দ্বিতীয় স্তরের রাবীর আলোচনা :

উপরোক্ত বিশদ আলোচনা হতে প্রতীয়মান হল যে, সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) গযবের মুদাল্লিস ছিলেন। সুতরাং তাঁকে দ্বিতীয় স্ত

রে উল্লেখ করা ভুল। কিন্তু হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ) তাঁকে দ্বিতীয় স্তরে উল্লেখ করেছেন (ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন পৃঃ ৩২)। হাফেয ইবনে হাজারের পূর্বেই হাকেম নিশাপুরী তাকে তৃতীয় স্তরে উল্লেখ করেছেন (মারিফাতু উলূমিল হাদীছ পৃঃ ১০৬; জামেউত তাহছীল পৃঃ ৯৯)।

হাকেম নিশাপুরী হাফেয ইবনে হাজারের চাইতে অধিক দক্ষ ও পূর্বের (ইমাম) ছিলেন। আর নিম্নোক্ত বক্তব্যসমূহ দ্বারা হাকেমের বক্তব্য ঠিক এবং হাফেয ইবনে হাজারের বক্তব্য ভুল প্রমাণিত হয় (দেখুন পৃঃ ৩৪৬)।

ফায়েদা-১ : সুফিয়ান ছাওরী নীচের উস্তাদসমূহ হতে তাদলীস করতেন না- হাবীব বিন আবী ছাবেত, সালামাহ বিন কুহাইল ও মনছূর (ইত্যাদি) (তিরমিযী, আল-ইলালুল কাবীর ২/৯৬৬; ইবনে আবদুল বার্র, আত-তামহীদ ১/৩৪; শরহে ইলালুত তিরমিযী ২/৭৫১)। [দেখুন : পৃঃ ৩৪৬]

ফায়েদা-২ : সুফিয়ান ছাওরী হতে ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল-ক্বাত্তানের বর্ণনা 'সামা' -এর উপর গণ্য হয়। তাহক্বীক্বের জন্য অধ্যয়ন করুন : কিতাবুল ইলালুল ওয়া মারিফাতুর রিজাল (১/২০৭, নং ১১৩০), আল-কিফায়াহ (খত্বীব পৃঃ ৩৬২, সনদ ছহীহ), তাহযীবুত তাহযীব (১১/১৯২, ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল-ক্বাত্তানের জীবনী দ্রষ্টব্য)।

ফায়েদা-৩ : যদি মুদাল্লিসের (পক্ষে কোন) গ্রহণযোগ্য মুতাবাআত প্রমাণিত হয় তবে তার বর্ণনা শক্তিশালী হয়ে যায়। সুফিয়ান ছাওরী এই বর্ণনায় (ইবনে মাসঊদ (রাঃ) -এর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত বর্ণনায়) আছেম বিন কুলাইব হতে মুনফারিদ আছেন

তথা এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আর তার কোনই গ্রহণযোগ্য মুতাবাআত নেই। অতএব, এই রেওয়ায়াতটি যঈফ।

তৃতীয় জবাব :

সুফিয়ান ছাওরীর এই হাদীছে রুকূ'র আগে ও পরে রফউল ইদায়েনের উল্লেখ নেই। সুতরাং এই বর্ণনাটি 'মুজমাল'। যদি একে সার্বজনীন মর্মবাহী ধারণা করা হয় তবে (প্রমাণিত হবে যে) খোদ রফউল ইদায়েন বর্জনকারীরাই এই হাদীছের উপরে আমল করেন না।-

(১) তারা বিতর ছালাতে তাকবীরে তাহরীমার পরে রুকূ'র আগে রফউল ইদায়েন করেন।

(২) তারা দু'ঈদের ছালাতে তাকবীরে তাহরীমার পরে রফউল ইদায়েন করেন।

যদি বিতর ও দু'ঈদের (ছালাতে রফউল ইদায়েন করার) তাখছীছ অন্য বর্ণনাসমূহ দ্বারা সাব্যস্ত হয়, তবে রুকূ'র আগে এবং পরে রফউল ইদায়েনও ছহীহায়নের বর্ণনাসমূহ দ্বারা সাব্যস্ত আছে।

এই হাদীছ থেকে যারা দলীল গ্রহণকারীদের জন্য যরূরী হল তারা এই হাদীছের ব্যাপকতা হতে বিতর এবং দু'ঈদের রফউল ইদায়েনকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করবে। যা তাদের জবাব তা আমাদেরও জবাব।

সতর্কীকরণ : রুকূ'র আগে এবং পরে রফউল ইদায়েনের নিষিদ্ধতা কিংবা বর্জন করা কোন ছহীহ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত হয় নি (রফউল ইদায়েন) বর্জনকারীদের পেশকৃত সকল হাদীছ বাতিল, যঈফ ও প্রত্যাখ্যাত [আরো তাহক্বীক্বের জন্য দেখুন : হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িমের 'আল-মানারুল মুনীফ' (পৃঃ ১৩৭)]

চতুর্থ জবাব :

যেমনটি উপরে গত হয়েছে, এই হাদীছে রুকূ'র আগে ও পরে রফউল ইদায়েনের উল্লেখ নেই। ইমাম, ফক্বীহ, মুহাদ্দিছ আবূ দাঊদ (রহঃ) এই যঈফ হাদীছের উপরে অনুচ্ছেদ বেঁধেছেন- بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عِنْدَ الرُّكُوعِ 'যারা রুকূ'র সময় রফউল ইদায়েন উল্লেখ করেন নি তার অনুচ্ছেদ' (সুনানে আবী দাঊদ হা/৭৪৮, ১/৪৭৭)।

আর এই বিষয়টি সাধারণ ছাত্ররাও অবগত আছে যে, (প্রমাণ থাকার পরে) অনুল্লেখ থাকা কোন বস্তুর অস্তিত্বহীন হওয়াকে অপরিহার্য করে না।

ইবনুত তুরকুমানী হানাফী (মৃঃ ৭৪৫ হিঃ) বলেছেন, ومن لم يذكر الشيء ليس بحجة على من ذكره যে কোন বস্তুকে উল্লেখ করে নি; তা ঐ লোকের উপর দলীল নয় যে কোন বিষয়কে উল্লেখ করে (আল-জাওহারুন নাক্বী ৪/৩১৭)।

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ, (হাদীছের) হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী (মৃঃ ৮৫২ হিঃ) বলেছেন, وَلَا يلْزم من عدم ذكر الشَّيْء عدم وُقُوعه কোন বস্তুর অনুল্লেখ থাকা উক্ত বস্তুর না থাকাকে আবশ্যিক করে না (আদ-দিরায়াহ হা/২৯২, ১/২২৫, 'পানি চাওয়া' অনুচ্ছেদ)।

সুতরাং ইমাম সুফিয়ান ছাওরীর (রুকূর রফউল ইদায়েনের) উল্লেখবিহীন এই যঈফ হাদীছ দ্বারাও রুকূ'র আগে ও পরে রফউল ইদায়েন বর্জন করা প্রমাণিত হতে পারে না।

পঞ্চম জবাব :

সুফিয়ানের হাদীছে 'না বোধক' রয়েছে। আর ছহীহায়েন ইত্যাদি মুতাওয়াতির হাদীছসমূহতে 'হ্যাঁ বোধক' আছে। আর এই বিষয়টি সাধারণ ছাত্ররাও জানেন যে, 'হ্যাঁ বোধক' (বক্তব্য) 'না বোধক'-এর উপরে প্রাধান্য পায়।

আল্লামা নববী বলেছেন, أَنَّ أَحَادِيثَ الرَّفْعِ أَوْلَى لِأَنَّهَا إِثْبَاتٌ وَهَذَا نَفْيٌ فَيُقَدَّمُ الْإِثْبَاتُ لِزِيَادَةِ الْعِلْمِ রফউল ইদায়েন করার হাদীছসমূহ মানার ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য। কারণ এগুলি 'হ্যাঁ বোধক' হাদীছ। আর সুফিয়ানের রফউল ইদায়েন না করার যঈফ হাদীছটি 'না বোধক'। অতএব অতিরিক্ত ইলম প্রদানের কারণে 'হ্যাঁ বোধক' হাদীছ 'না বোধক'র চাইতে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত (আল-মাজমূ' শারহুল মুহাযযাব ৩/৪০৩)।

হানাফীরা এটি বলেন যে, কারখী হানাফীও (মৃঃ ৩১৭ হিঃ) হ্যাঁ বোধককে না বোধকের উপর আমলের অধিক উপযুক্ত বলেছেন (দেখুন : নূরুল আনওয়ার পৃঃ ১৯৭)।

আরো তাহক্বীক্বের জন্য দেখুন : নাছবুর রায়াহ (১/৩৫৯) ও ফাৎহুল বারী (১/৩৩৩)।

ষষ্ঠ জবাব :

কতিপয় আলেম বলেছেন যে, এই হাদীছটির উদ্দেশ্য এই যে, (ইবনে মাসঊদ রাঃ) তাকবীরে তাহরীমার সাথে স্রেফ একবার রফউল ইদায়েন করেছেন, বার বার করেননি (অধ্যয়ন করুন : মিশকাতুল মাছাবীহ হা/৮০৯, পৃঃ ৭৭)।

নববী (মৃঃ ৬৭৬ হিঃ) বলেছেন, ذكره اصحابنا قالوا صَحَّ وَجَبَ تَأْوِيلُهُ عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ لَا يَعُودُ إِلَى الرَّفْعِ فِي ابْتِدَاءِ اسْتِفْتَاحِهِ وَلَا فِي أَوَائِلِ بَاقِي رَكَعَاتِ الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ وَيَتَعَيَّنُ تَأْوِيلُهُ جَمْعًا بَيْنَ الْأَحَادِيثِ

আমাদের সাথীগণ উল্লেখ করেছেন যে, যদি এ হাদীছটি ছহীহ হত তবে তার সারমর্ম এই হত যে, ইবনে মাসঊদ (রাঃ) ছালাতের শুরুতে ও অবশিষ্ট রাকআতের শুরুতে দ্বিতীয়বার রফউল ইদায়েন করতেন না (এই হাদীছের সাথে রুকূ' সংক্রান্ত রফউল ইদায়েনের কোনই সম্পর্ক নেই)। এই তাবীলের সাথে সাথে সকল হাদীছের উপরে আমল হয়ে যায় (আল-মাজমূ' ৩/৪০৩)।

সপ্তম জবাব :

এই হাদীছটি যদিও ছহীহ হত তবুও মানসূখই হত।

ইমাম আহমাদ ইবনুল হুসায়েন আল-বায়হাক্বী বলেছেন, وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ فِي الِابْتِدَاءِ قَبْلَ أَنْ يُشْرَعَ رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الرُّكُوعِ، ثُمَّ صَارَ التَّطْبِيقُ مَنْسُوخًا، وَصَارَ الْأَمْرُ فِي السُّنَّةِ إِلَى رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ، وَرَفْعِ الرَّأْسِ مِنْهُ، وَخَفِيَا جَمِيعًا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ হতে পারে যে, শুরুতে রফউল ইদায়েন করার আমল অব্যাহত ছিল। যে সময় রফউল ইদায়েন শরীআতভুক্ত হয় নি। তারপরে ইবনে মাসঊদ (রাঃ) এর তাত্বীক্ব করা রহিত হয়ে গেছে। তারপরে রুকূ'র আগে ও পরে রফউল ইদায়েন করার সুন্নাত আরম্ভ হয়ে যায়। আর এ বিষয় দু'টিই ইবনে মাসঊদ (রাঃ) -এর কাছে গোপন থেকে গিয়েছিল (মারিফাতুস সুনান ওয়াল-আছার, পাণ্ডুলিপি ১/২২০; আত-তাহক্বীক্ব আর-রাসেখ ফী আন্না আহাদীছা রফইল ইদায়েন লাইসা লাহা নাসিখ পৃঃ ১১৮, শায়খ ইমাম হাফেয গোন্দলবী)।

সতর্কীকরণ : এটি ইলযামী জবাব। নতুবা বাস্তবতা এই যে, এই হাদীছটি সাইয়েদুনা ইবনে মাসঊদ (রাঃ) থেকে প্রমাণিত-ই নয়।

ইমাম বায়হাক্বীর দাবীর সত্যায়ন এ থেকেও হয় যে, ইমাম হাফেয আব্দুল্লাহ বিন ইদরীস (ইজমানুপাতে ছিক্বাহ) স্বয়ং এই হাদীছটিকে এই সনদেরই সাথে 'আছেম বিন কুলায়েব' হতে বর্ণনা করেছেন (মুসনাদে আহমাদ ১/৪১৮, সনদ ছহীহ)।

এতে রুকূ'তে 'তাত্ববীক্ব'-এর উল্লেখ আছে যা ঐক্যমতানুসারে রহিত। (রুকূ'র সময় হাঁটুতে হাত না রেখে দু'হাতকে দু'উরুর মাঝখানে জড়ো করে রাখাকে 'তাত্ববীক্ব' বলা হয়।-অনুবাদক)।

শেষ কথা :

হাফেয ইবনে হাযম (রহঃ) 'আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)' -এর এই হাদীছটি সম্পর্কে লিখেছেন, - وَلَوْلَا هَذَا الْخَبَرُ لَكَانَ رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ كُلِّ رَفْعٍ وَخَفْضٍ وَتَكْبِيرٍ وَتَحْمِيدٍ فِي الصَّلَاةِ -: فَرْضًا যদি এই হাদীছটি বর্ণনা হ'ত না তবে প্রতিবার নত হওয়ার সময়, উঠার সময়, তাকবীর বলার সময়, তাহমীদ বলার সময় রফউল ইদায়েন করা ফরয হ'ত (আল-মুহাল্লা ৪/৮৮)।

উপরোক্ত তাহক্বীক্বের আলোকে ইবনে হাযমের পেশকৃত হাদীছটি কতিপয় ত্রুটির যঈফ এবং দলীলের অযোগ্য।

সুতরাং পাঠকগণ ফায়ছালা করুন যে, ইবনে হাযমের নিকটে রফউল ইদায়েনের কোন অবস্থানটি ধর্তব্য হচ্ছে?

ইবনে হাযমের নিকটে এটি কি ফরয হয়ে যায় না?

	مصححين لهذا الحديث
-1	عبدالله بن المبارك (سنن الترمذي 59/1)
-2	الشافعي (شرح الزرقاني على الموطأ 158/1)
-3	يحيى بن آدم (التلخيص الحبير 222/1)
-4	احمد بن حنبل (التمهيد 219/9)
-5	البخاري (التلخيص الحبير، جزء رفع اليدين ص 88)
-6	أبو داود (السنن 478/1، التمهيد 220/9)
-7	أبو حاتم الرازي (علل الحديث 96/1)
-8	دارقطني (التلخيص، العلل 346/1)
-9	ابن حبان (التلخيص الحبير 448/2)
-10	أبوبكر البزار (التمهيد 220/9، 221)
-11	محمد بن وضاح (ايضا)
-12	ابن القطان (نصب الراية 395/1)
-13	يحيى (حاشية جلاء العينين ص 88)
-14	ابن الملقن (ايضا)
-15	الحاكم (ايضا)
-16	النووي (ايضا)
-17	الدارمي (تهذيب السنن 449/2)
-18	البيهقي (المجموع للنووي 403/3)
-19	ابن عبدالبر (مرعاة المفاتيح 323/2)
-20	ابن قدامة (المغني 295/1)

	مصححين لهذا الحديث
1	ترمذي حسن له
2	ابن حزم صحيح له
	بعض المعاصرين

عبدالله بن مسعود — علقمة — عبدالرحمن بن الأسود — عاصم بن كليب — سفيان الثوري — وكيع

- محمد بن إسماعيل الأحمسي، أبو حامد بن بلال، أبو طاهر الفقيه، البيهقي في الكبرى 78/2
- يحيى بن يحيى، محمد بن النعمان
- نعيم بن حماد، ابن أبي داود — طحاوى معاني الآثار (224/1)
- احمد بن حنبل (المسند 442/1) العلل (116/1) ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (275/1)
- أبوبكر بن أبي شيبة المصنف (236/1) وعنده عبدالله بن الأسود (!)
- هناد ..... الترمذى ... (سنن 40/2 ح 257)
- عثمان ابن أبي شيبة، أبو داود (477/1 ح748) و أخرجه البيهقي (78/2)
- محمود بن غيلان المروزي، النسائي (195/2 ح 1058)
- زهير بن حرب، محمد بن إسماعيل صائغ، محمد بن عبدالله بن ايمن

عبدالله بن محمد الباجي

حمام

ابن حزم
المحلى 87/4

عبدالله بن المبارك — سويد بن نصر — نسائي (182/2)

তৃতীয় ধোঁকাবাজি : বারা বিন আযেব (রাঃ)-এর হাদীছ

يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ لِافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ , رَفَعَ يَدَيْهِ , حَتَّى يَكُونَ إِبْهَامَاهُ قَرِيبًا مِنْ شَحْمَتَيْ أُذُنَيْهِ ثُمَّ لَا يَعُودُ

ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদ আব্দুর রহমান বিন আবী লায়লা হতে, তিনি বারা বিন আযেব হতে -সনদে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (ছাঃ) ছালাতের শুরুতে রফউল ইদায়েন করতেন। এমনকি তিনি তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলিকে কানের লতি পর্যন্ত তুলতেন। অতঃপর তিনি আর এমন (হাত উত্তোলন) করতেন না (ত্বাহাবী, মা'আনিল আছার ১/২২৪; সুনানে আবী দাঊদ হা/৭৪৯, ৭৫২)।

تیسرا شبہ: حدیث البراء بن عازب رضی اللہ عنہ

يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان النبي ﷺ إذا كبر لإ فتتاح الصلوة رفع يديه حتى يكون ابها ماه قريباً من شحمتي أذنيه ثم لا يعود .

یزید بن ابی زیاد نے (عبدالرحمٰن) بن ابی لیلیٰ عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ کی سند سے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ شروع نماز میں رفع الیدین کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کے انگوٹھے کانوں کی لوتک ہوجاتے تھے پھر آپ دوبارہ نہیں کرتے تھے۔

[معانی الآثار للطحاوی ۱/۲۲۴ وسنن ابی داود: ۷۴۹، ۷۵۲]

جس روایت میں رفع الیدین کے نہ کرنے کا ذکر نہیں ہے = O
جس روایت میں رفع الیدین کے نہ کرنے کا ذکر ہے = x

البراء بن عازب رضی اللہ عنہ — عبدالرحمٰن بن ابی لیلیٰ — یزید بن ابی زیاد

1 اسماعیل بن زکریا (سنن دارقطنی) x
2 صالح بن عمر (مسند ابی یعلیٰ) O وفی نسخہ x
3 موسیٰ بن محمد الانصاری (التمہید لابن عبدالبر) O
4 الجراح ابووکیع (العلل لاحمد بن حنبل) O
5 اسباط بن محمد (مسند احمد) O
6 عبداللہ بن ادریس (ابویعلیٰ) O (راجع جلاء العینین ص96)
7 خالد بن عبداللہ (دارقطنی) O
8 شریک (سنن ابی داود) X
9 شعبہ (مسند احمد وصرح یزید بالسماع عندہ) O
10 زہیر (ابوداود وذکرہ معلقاً) O
11 ہشیم — (مصنف ابن ابی شیبہ) O؛ (مسند احمد بن حنبل) O؛ زکریا بن یحییٰ الواسطی (مسند ابی یعلیٰ) O
12 سفیان — عبداللہ بن محمد الزہری (ابوداود) O؛ (مسند الحمیدی) O
13 الثوری — (مصنف عبدالرزاق) O؛ محمد بن یوسف (جزء البخاری) O؛ ابراہیم بن خالد (دارقطنی) O؛ مؤمل بن اسماعیل — ابوبکرہ (طحاوی 197/1) O

প্রথম জবাব :

এই হাদীছটির ভিত্তি ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদ আল-কুরাশী আল-হাশিমী আল-কূফীর উপর রয়েছে। যিনি যঈফ ও শী'আ ছিলেন।

ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদের পরিচিতি :

যে সকল ইমাম তাঁর সমালোচনা করেছেন :

(১) শু'বাহ বলেন, ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদ একজন রেফাঈ ছিলেন (আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল ৯/২৬৫)।

(২) আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীছের হাফেয ছিলেন না। তিনি এমন ছিলেন না। তিনি শক্তিশালী রাবী ছিলেন না (প্রাগুক্ত)।

(৩) ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেছেন, তার বর্ণিত হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না।তিনি যঈফুল হাদীছ ছিলেন। তিনি শক্তিশালী নন (ইবনু আদী, আল-কামিল ৭/২৭২৯)।

(৪) আবূ যুরআহ বলেছেন, তিনি একজন কূফী ছিলেন। তিনি দুর্বল রাবী। তার বর্ণিত হাদীছ লিপিবদ্ধ করা যাবে তবে দলীল হিসাবে পেশ করা যাবে না (আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল)।

(৫) ইবনুল মুবারক বলেছেন, তার হাদীছ ছুড়ে ফেল (আয-যু'আফা আল-কাবীর,উক্বায়লী,৩৮০)

(৬) ওয়াকী' বলেছেন, হাদীছ বর্ণনায় তিনি কিছুই নন (প্রাগুক্ত)।

(৭) আবু উসামা বলেছেন, তিনি যদি আমার কাছে পঞ্চাশ বারও কসম খান তবুও আমি তার কথা বিশ্বাস করবো না (প্রাগুক্ত)।

(৮) ইমাম উক্বায়লী তাকে 'আয-যুআফা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (প্রাগুক্ত)।

(৯) ইমাম নাসাঈ বলেছেন, তিনি শক্তিশালী নন (আয-যুআফা ওয়াল মাতরূকীন রাবী নং ৬৫১)।

(১০) ইমাম জাওযাজানী বলেছেন, 'আমি শুনেছি যে, মুহাদ্দিছগণ তার বর্ণিত হাদীছকে যঈফ বলেছেন' (আহওয়ালুর রিজাল, রাবী নং ১৩৫)।

(১১) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বলেছেন, তাঁর হাদীছ তেমন নয় (কিতাবুল ইলাল ওয়া মা'রিফাতুর রিজাল ২/৩৩)।

(১২) ইবনে আদী বলেছেন, ইয়াযীদ একজন কূফার অধিবাসী শী'আ ছিলেন। দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও তার হাদীছ লেখা যাবে (আল-কামিল ৭/২৭৩০)।

(১৩) ইমাম ইবনে হাযম তাকে যঈফ বলেন (আল-মুহাল্লা ৭/৪৮৪)

(১৪) ইমাম বায়হাক্বী তাকে 'শক্তিশালী নন' বলেছেন (আস-সুনানুল কুবরা ২/২৬)।

(১৫) ইমাম হায়ছামী বলেছেন, তিনি যঈফ রাবী (মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৫/৭১)।

(১৬) হাফেয ইবনে কাছীর বলেছেন, তিনি যঈফ (তাফসীর ইবনে কাছীর ২/৯৮, ৪/১১২)।

(১৭) ইবনুত তুরকুমানী হানাফী বলেছেন, তিনি যঈফ রাবী (আল-জাওহারুন নাক্বী ২/২০৮)।

(১৮) ইমাম আবূ দাঊদ বলেছেন, এমন কাউকে জানি না যিনি তার হাদীছকে বর্জন করেছেন। এবং অন্যান্য রাবীগণ তার চাইতে আমার নিকটে অধিক প্রিয় (হাফেয মিযযী, তাহযীবুল কামাল ৩/১৫৩৪)।

(১৯) ইমাম ইবনে ক্বানি‘ তাকে যঈফ বলেছেন (তাহযীবুত তাহযীব ১১/২৮৮)।

(২০) ইমাম হাকিম আবূ আহমাদ বলেছেন, তিনি মুহাদ্দিছগণের নিকটে শক্তিশালী নন (প্রাগুক্ত পৃঃ ২৮৯)।

(২১) ইমাম আল-বারবীজী বলেন, তিনি হাদীছ বর্ণনায় শক্তিশালী নন (প্রাগুক্ত)।

(২২) ইমাম ইবনে খুযায়মাহ বলেন, তিনি হাদীছের সনদ, মতন উলট পালট করতেন (প্রাগুক্ত)।

(২৩) ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি ছহীহ হাদীছ বর্ণনা করেন নি। তিনি দুর্বল রাবী ছিলেন। অত্যধিক ভুল করতেন। তাকে যখন ‘তালক্বীন’ করা হত তখন তিনি তালক্বীন কবুল করে ফেলতেন (প্রাগুক্ত)।

(২৪) ইমাম ইবনে ফুযায়েল বলেছেন, তিনি শী‘আদের উচ্চ পর্যায়ের ইমাম ছিলেন (প্রাগুক্ত)।

(২৫) হাফেয ইবনে হাজার বলেছেন, তিনি একজন বয়োজেষ্ঠ, যঈফ রাবী ছিলেন। তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। তিনি তালক্বীন কবুল করা শুরু করে দিয়েছিলেন। আর তিনি একজন শী‘আ মতাবলম্বী ছিলেন (তাক্বরীবুত তাহযীব)।

(২৬) হাফেয যাহাবী বলেন, বাজে স্মৃতিশক্তির কারণে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন (আল-মুগনী ফিয-যু‘আফা, রাবী নং-৭১০১)।

(২৭) ইমাম ইবনুল মাদীনী তার হাদীছকে যঈফ বলেছেন (আয-যুআফা, ইমাম উক্বায়লী ৪/৩৮০)।

(২৮) সুফিয়ান বিন উয়ায়নাহ আদৌ তার হেফয শক্তির প্রশংসা করেন না (ইমাম শাফেঈ, আল-উম্ম ১/১০৪)।

(২৯) হাফেয ইবনে হিব্বান তাকে ‘আয-যুআফা’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (আল-মাজরূহীন ৩/৯৯)।

(৩০) ইমাম হাকিম আবূ আব্দুল্লাহ তার হেফয শক্তির কথা উল্লেখ করেছেন। যখন তার বয়স বেড়ে গেল তখন তার হেফয শক্তি খারাপ হয়ে গেল। আর তিনি সনদসমূহ উলট পালট করে ফেলতেন এবং মতনসমূহে বৃদ্ধি করে ফেলতেন। অথচ তিনি তা পার্থক্য করতে পারতেন না (নাছবুর রায়াহ ১/৪০২)।

যে সকল ইমাম তার প্রশংসা করেছেন :

(১) হাফেয ইবনে শাহীন তাকে ‘আছ-ছিক্বাত’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (আছ-ছিক্বাত, রাবী নং ১৫৬১)।

(২) ইমাম আহমাদ ছালেহ বলেছেন, তিনি একজন ছিক্বাহ রাবী ছিলে। যারা তার বিষয়ে বিরূপ মন্তব্য করেছেন তাদের বক্তব্য আমাকে বিস্মিত করে না (ইবনু শাহীন, আছ-ছিক্বাত, সনদ বিহীন)।

(৩) ইমাম আল-ইজলী বলেন, তিনি একজন কূফী ছিলেন। তার হাদীছ বিধিসম্মত। আর তিনি শেষ বয়সে তালক্বীন কবুল করতেন (মা‘রিফাতুছ ছিক্বাত, রাবী নং ২০১৯)।

(৪) ইয়াকূব বিন সুফিয়ান বলেন, তিনি ন্যায়-পরায়ণ ও নির্ভরশীল ছিলেন (তাহযীবুত তাহযীব)।

(৫) ইমাম ইবনে সা‘দ বলেন, তিনি ছিক্বাহ রাবী ছিলেন। তবে তিনি শেষ জীবনে ইখতিলাতের শিকার হয়ে গিয়েছিলেন। ফলে তিনি আশ্চর্য বিষয়সমূহ উপস্থাপন করতেন (আত্ব-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা ৬/৩৪০)।

প্রতীয়মান হল যে, আসমাউর রিজালের অধিকাংশ ইমামদের নিকটে ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদ আল-হাশেমী হচ্ছেন যঈফ। তার যঈফ হওয়ার কারণ তার মন্দ হিফয ও অত্যধিক মাত্রায় ভুল করা। যেই ইমামগণ তাকে ছিক্বাহ বা সত্যবাদী বলেছেন তা অধিকাংশের মোকাবেলায় প্রত্যাখ্যাত।

বূছীরী ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদ সম্পর্কে বলেছেন, وَضَعفه الْجُمْهُور জমহুর মুহাদ্দিছ তাকে যঈফ বলেছেন (যাওয়ায়েদ ইবনে মাজাহ হা/২১১৬)।

হাফেয ইবনে হাজার বলেছেন, وَالْجُمْهُور على تَضْعِيف حَدِيثه আর জমহুর মুহাদ্দিছ তার বর্ণিত হাদীছকে যঈফ বলেছেন (হাদ্য়ুস সারী পৃঃ ৪৫৯)।

সুনানে আবী দাঊদ (হা/৩১৫৩, ২/৯৩) -এর (রফউল ইদায়েন না করার) হাদীছটি সম্পর্কে আশরাফ আলী থানবী দেওবন্দী লিখেছেন, 'ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদের কারণে যঈফ বলেছেন' (নাশরুত ত্বাইয়েব ফী যিকরিন নাবী আল-হাবীব পৃঃ ২৪৪)।

সতর্কীকরণ : হাদীছের ইমামগণ ঐক্যমতানুসারে এটি পরিষ্কার করেছেন যে, ইয়াযীদ এই বিতর্কিত বর্ণনাটি ইখতিলাত্বের শিকার হওয়ার পরে বর্ণনা করেছেন। যার বিবরণ সামনে আসছে।

দ্বিতীয় জবাব :

এই রেওয়ায়াতটি ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদ ইখতিলাত্বের (শিকার হওয়ার) পরে বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান বিন উয়ায়নাহ বলেছেন, ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদ আমাদেরকে মক্কায় হাদীছ শুনিয়েছেন যে, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ আব্দুর রহমান বিন আবী লায়লা হতে, তিনি বারা বিন আযেব হতে। তিনি বলেছেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে দেখেছি যে, তিনি যখন ছালাত শুরু করতেন তখন রফউল ইদায়েন করতেন (ইবনে হিব্বান, কিতাবুল মাজরূহীন ৩/১০০, সুফিয়ান পর্যন্ত এর সনদ ছহীহ; মুসনাদুল হুমায়দী হা/৭২৪, অন্য সংস্করণ হা/৭৪১)।

অর্থাৎ এই পুরাতন বর্ণনায় রফউল ইদায়েন না করার (তিনি আর হাত উত্তোলন করলেন না ইত্যাদি) উল্লেখ নেই।

সুফিয়ান বিন উয়ায়নাহ বলেছেন, অতঃপর আমি কূফাতে আগমণ করলাম এবং ইয়াযীদের সাথে দেখা করলাম। আমি তাকে উক্ত হাদীছটি বর্ণনা করতে শুনলাম। তিনি 'তিনি আর হাত উত্তোলন করলেন না' -কথাটি বৃদ্ধি করে দিয়েছিলেন। আমার ধারণা যে, কূফাতে তাকে তালক্বীনে পতিত করা হয়েছিল। অর্থাৎ, এই বাক্যটি তার যবান দ্বারা উচ্চারণ করিয়ে নেয়া হয়েছে (শাফেঈ, কিতাবুল উম্ম ১/১০৪)।

ইমাম দারাকুৎনীও এই কথা বলেছেন যে, ইয়াযীদ শেষ বয়সে তালক্বীন কবুল করে এই বাক্যটি বৃদ্ধি করে দিয়েছেন (সুনানে দারাকুৎনী হা/১১১৮, ১/২৯৪)।

হাফেয ইবনে হিব্বান বলেছেন, هَذَا خبر عول عَلَيْهِ أهل الْعرَاق فِي نفي رفع الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاة عِنْدَ الرُّكُوع وَعند رفع الرَّأْس مِنْهُ وَلَيْسَ فِي الْخَبَر ثُمَّ لم يعد وَهَذِه الزِّيَادَة لقنها أهل الْكُوفَة يزِيد بن أبي زِيَاد فِي آخر عمره فتلقن كَمَا قَالَ سُفْيَان بن عُيَيْنَة أَنه سَمعه قَدِيما بِمَكَّة يحدث بِهَذَا

الحَدِيث بِإِسْقَاط هَذِه اللَّفْظَة وَمن لم يكن الْعلم صناعته لَا يذكر لَهُ الِاحْتِجَاج بِمَا يشبه هَذَا من الْأَخْبَار الْوَاهِيَة ইরাকবাসীরা এই হাদীছটিকে রুকূ‘র আগে ও পরে রফউল ইদায়েন না করার নির্ভরযোগ্য দলীল হিসাবে পেশ করে থাকেন। এবং অত্র হাদীছের ‘অতঃপর তিনি আর হাত উত্তোলন করতেন না’ -বর্ধিতাংশটুকু ছিল না। কূফীগণ ইয়াযীদ বিন যিয়াদের মস্তিষ্ক বিকৃতির পরে তালক্বীন হিসাবে উক্ত বর্ধিতাংশুটুকু প্রচার করে দিয়েছেন। বিধায় ইয়াযীদ উক্ত তালক্বীনকে কবুল করে ফেলেন। যেমনটি সুফিয়ান বিন উয়ায়নাহ বলেছেন যে, তিনি মক্কায় তাঁকে অতিরিক্ত অংশটুকু ব্যতিরেকেই সেই হাদীছটি বর্ণনা করতে শুনেছেন। আর যে ব্যক্তি ইলমে হাদীছের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন তিনি আদৌ উক্ত অত্যন্ত দুর্বল হাদীছকে দলীলরূপে বর্ণনা করতেন না (এই ইবারতে ‘লাম’ বৃদ্ধি করা হয়েছে- আল্লাহই ভালো জানেন) {আল-মাজরূহীন ৩/১০০}।

মুহাদ্দিছগণের এই স্পষ্ট আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদ আল-কূফী আশ-শীঈ (শী‘আ) স্বীয় জীবনের প্রথমদিকে এই রেওয়ায়াতকে ‘তিনি আর হাত উত্তোলন করতেন না’ -এর সংযোজন ব্যতিরেকে বর্ণনা করতেন। পরবর্তীতে যখন বার্ধক্যের কারণে তার হিফয খারাপ হয়ে গেল তখন তিনি ‘সমসাময়িক ব্যক্তি’দের তালক্বীন কবুল করে (অতঃপর তিনি হাত তুলতেন না) বাক্যটি বর্ধিত করেন। অতএব এই রেওয়ায়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হালাল নয়।

তৃতীয় জবাব :

ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদ মুদাল্লিস ছিলেন (হাফেয আলাঈ, জামেউত তাহছীল ফী আহকামিল মারাসীল পৃঃ ১১২, নং-৬২; হাকেম, উলূমুল হাদীছ পৃঃ ১০৫; আবূ মাহমূদ আল-মাক্বদেসী, ক্বাদীছাহ ফিল মুদাল্লিসীন, কবিতা নং ৬; রিসালাহ আস-সুয়ূত্বী ফিল মুদাল্লিসীন, রাবী নং ৬৭; আবূ যুর‘আহ আল-ইরাক্বী, জীবনী নং ৭১; যাহাবী, আর-জূযাহ; ইবনে হাজার, ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন ১১২/৩, ৩য় স্তর।

তাঁকে ইমাম দারাকুৎনী ও হাকেম ইত্যাদি (হাদীছের ইমামগণ) মুদাল্লিস বলেছেন।

ইয়াযীদ বিন যিয়াদ হতে রফউল ইদায়েন না করার তথা ‘অতঃপর তিনি আর হাত তুলতেন না’ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন শব্দসমূহের সাথে যত রেওয়ায়াতই পাওয়া যায়, কোনটিতেই ‘সামা ’-এর স্পষ্টতা নেই। শুবাহ’র বর্ণনায় ‘সামা’-এর স্পষ্টতা আছে। কিন্তু তাতে রফউল ইদায়েন না করার উল্লেখ নেই।

সুতরাং প্রতীয়মান হল যে, এই বর্ণনাটি মুদাল্লিস রাবী ইয়াযীদের আনআনা’র কারণে যঈফ।

স্মর্তব্য যে, মুদাল্লিসের আনআনা হাদীছের বিশুদ্ধতার পরিপন্থী।

চতুর্থ জবাব :

মুহাদ্দিছগণের ইজমা আছে যে, এই হাদীছটি যঈফ। এবং না করার (‘তিনি আর হাত তুলতেন না’ অংশটুকু) ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদ বৃদ্ধি করেছেন।

ইবনুল মুলাক্কিন বলেছেন, فهو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ ‘এই হাদীছের যঈফ হওয়ার পক্ষে হাদীছের হাফেযদের মধ্যে ইজমা

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে’ (আল-বাদরুল মুনীর ৩/৪৮৭; নায়লুল আওত্বার ২/১৮০)।

উদাহরণস্বরূপ নিম্নোক্ত মুহাদ্দিছগণ বিশেষভাবে উক্ত হাদীছকে যঈফ হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন-

(১) সুফিয়ান বিন উয়ায়নাহ।

(২) শাফেঈ।

(৩) হুমায়দী।

(৪) আহমাদ বিন হাম্বল।

(৫) ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন [ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন বলেছেন, বারা বিন আযেবের হাদীছে আছে, ‘নিশ্চয়ই নবী (ছাঃ)-রফউল ইদায়েন করতেন’ এটি ছহীহুল ইসনাদ নয়’ (দূরীর বর্ণনা ৩/২৬৪)]।

(৬) দারেমী।

(৭) বুখারী।

(৮) ইবনে আব্দুল বার।

(৯) বায়হাক্বী।

(১০) ইবনুল জাওযী (আল-বাদরুল মুনীর ৩/৪৮৭)।

(১১) বাযযার (আয়নী, উমদাতুল ক্বারী-এর বরাতে ৫/২৭৩; আত-তালখীছুল হাবীর ১/২২১)।

কোন একজন ইমাম বা মুহাদ্দিছও এই হাদীছকে ছহীহ বা হাসান বলেননি।

পঞ্চম জবাব :

এই কথার উপরেও হাদীছের ইমামগণের ইজমা আছে যে, ইয়াযীদ আল-কূফীর হাদীছে ‘তিনি আর এমনটি করতেন না’ বাক্যটি মুদরাজ (যা প্রবেশ করানো হয়েছে)।

হাফেয ইবনে হাজার বলেছেন, وَاتَّفَقَ الْحُفَّاظُ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ: " ثُمَّ لَمْ يَعُدْ " مُدْرَجٌ فِي الْخَبَرِ مِنْ قَوْلِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ. وَرَوَاهُ عَنْهُ بِدُونِهَا شُعْبَةُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَخَالِدٌ الطَّحَّانُ، وَزُهَيْرٌ، وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْحُفَّاظِ হাদীছের হাফেযগণ এর উপরে একমত হয়েছেন যে, উক্ত হাদীছে ‘তিনি আর হাত তুলেন নি’ -অংশটুকু ইয়াযীদ বিন যিয়াদ কর্তৃক বৃদ্ধিকৃত। তার থেকে শুবাহ, ছাওরী, খালেদ আত-ত্বাহ্হান ও অন্যরা উক্ত হাদীছকে বর্ধিতাংশটুকু ব্যতিরেকেই বর্ণনা করেছেন (আত-তালখীছুল হাবীর ১/২২১)।

উপরন্তু অধ্যয়ন করুন : ‘চতুর্থ জবাব’ এবং ‘আল-মুদরাজ ইলাল মুদরাজ’ (সুয়ূত্বী হা/৪ পৃঃ ১৯)।

ষষ্ঠ জবাব :

সাইয়েদুনা ইবনে মাসঊদ (রাঃ) -এর প্রতি সম্বন্ধিত হাদীছটির তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ জবাবগুলি পুণরায় অধ্যয়ন করুন। এই হাদীছের উপরও ঐ অভিযোগসমূহ-ই প্রতিষ্ঠিত আছে।

সারাংশ এই যে, এই হাদীছটি যঈফ। এবং এর সারমর্ম স্বচ্ছ নয়।

সতর্কীকরণ : মুহাম্মাদ বিন আবী লায়লা উক্ত হাদীছকে عَنْ أَخِيهِ عِيسَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ‘তার ভাই ঈসা হতে, তিনি আল-হাকাম থেকে, তিনি আব্দুর

রহমান বিন আবী লায়লা হতে, তিনি বারা বিন আযেব হতে' সনদে বর্ণনা করেছেন (সুনানে আবী দাঊদ হা/৭৫২, ১/৪৭৯)। ইমাম আবূ দাঊদ বলেছেন, هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ 'এই হাদীছটি ছহীহ নয়'।

এতে ইল্লাতে ক্বাদিহা (মারাত্মক ত্রুটি) এই যে, মুহাম্মাদ বিন আবী লায়লা এই হাদীছটি ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদ হতে শ্রবণ করেছিলেন। (ছিক্বাহ ইমাম) মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন নুমায়ের হতে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বর্ণনা করেছেন যে, আমি মুহাম্মাদ বিন আবী লায়লার গ্রন্থে দেখেছি যে, তিনি এই হাদীছকে ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদ থেকে বর্ণনা করছিলেন (আহমাদ বিন হাম্বল, কিতাবুল ইলাল হা/৬৯৩, ১/১৪৩, সনদ ছহীহ; বায়হাক্বী, মা'রিফাতুস সুনানি ওয়াল আছার ১/২১৯ (পাণ্ডুলিপি)।

এর উপর (বিদ্যমান) ফাঁদ এই যে, মুহাম্মাদ বিন আবী লায়লা স্বয়ং যঈফ। এমনকি ত্বাহাবী হানাফী পর্যন্ত তাঁকে مُضْطَرِبُ الْحِفْظِ جِدًّا 'খুবই গোলমেলে স্মৃতির অধিকারী' বলেছেন (মুশকিলুল আছার ৩/২২৬)।

যায়লাঈ হানাফী তাকে যঈফ বলেছেন (নাছবুর রায়াহ ১/৩১৮)।

আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী দেওবন্দী বলেছেন, 'অর্থাৎ তিনি মুহাদ্দিছগণের মতই আমার নিকটেও যঈফ' (ফায়যুল বারী ৩/১৬৮)।

সুতরাং এই মুতাবা'আতটি প্রত্যাখ্যাত। আসল ভিত্তি মুহাম্মাদ বিন আবী লায়লার উস্তাদ ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদ একজন কূফী, শী'আ, মুদাল্লিস-এর উপর রয়েছে।

চতুর্থ সংশয় :

মুহাম্মাদ বিন জাবের আস-সুহায়মী-এর হাদীছ

مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلْقَمَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إِلَّا عِنْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

'মুহাম্মাদ বিন জাবের (স্বীয় মন গড়া সনদের সাথে) সাঈয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি নবী (ছাঃ) ও আবূ বকর (রাঃ) -এর সাথে ছালাত আদায় করেছি। তাঁরা দু'জনেই ছালাতের সূচনা ব্যতীত আর হাত উত্তোলন করেননি'।

ইমাম দারাকুৎনী বলেছেন, এই হাদীছটি স্রেফ মুহাম্মাদ বিন জাবের বর্ণনা করেছেন। আর তিনি যঈফ ছিলেন (সুনানে দারাকুৎনী হা/১১৩৩, ১/২৯৫, তিনি বলেছেন, تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ وَكَانَ ضَعِيفًا)।

প্রথম জবাব :

এই হাদীছটি মাওযূ' (বানোয়াট)। একে কোন ইমামই ছহীহ বলেন নি। বরং অসংখ্য ইমাম একে স্পষ্টভাবে যঈফ বা জাল বলেছেন।

(১) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বলেছেন, 'এই হাদীছটি মুনকার'। আর তিনি এই হাদীছটিকে কঠোরভাবে অস্বীকার করেছেন (কিতাবুল ইলাল ক্রমিক ৭০১, ১/১৪৪)।

(২) ইমাম হাকেম বলেছেন, هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ এই সনদটি যঈফ (বায়হাক্বী, মারিফাতুস সুনান ওয়াল আছার ১/২২০)। তিনি এই হাদীছটিকে 'মাক্বলূব' ও অসংরক্ষিত বলেছেন (বায়হাক্বী, আল-খিলাফিইয়াত, আল-বাদরুল মুনীর-এর বরাতে ৩/৪৯৪)।

(৩) দারাকুৎনী (আস-সুনান ১/২৯৫)।

(৪) বায়হাক্বী (আস-সুনানুল কুবরা ২/৮০)।

(৫) ইবনুল জাওযী বানোয়াট বলেছেন (আল-মাওযূ'আত ২/৯৬)।

(৬) ইবনুল ক্বায়সারানী (তাযকিরাতুল হুফফায পৃঃ ৭৮)।

(৭) আল্লামা শাওকানী (আল-ফাওয়ায়েদুল মাজমূ'আহ ফিল আহাদীছিল মাওযূ'আহ পৃঃ ২৯)।

(৮) ইবনুল ক্বাইয়িম (আল-মানারুল মুনীফ পৃঃ ১৩৮)।

(৯) ইবনু আর্রাক্ব (তানযীহুশ শারী'আহ ২/১০১)।

দ্বিতীয় জবাব :

এর রাবী মুহাম্মাদ বিন জাবের যঈফ।

মুহাম্মাদ বিন জাবের আল-ইয়ামামী (জারূহ ও তা'দীলের আলোকে) :

(১) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল তার থেকে কেউ হাদীছ বর্ণনা করতেন না কেবলমাত্র নিকৃষ্ট ব্যক্তিগণ ছাড়া। আর কখনো কখনো তিনি হাদীছ লিখতে গিয়ে লাহেক্ব করতেন (তাহযীবুত তাহযীব এবং অন্যান্য)।

(২) ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন,তিনি একজন যঈফ রাবী ছিলেন। কেবল মাত্র নিকৃষ্টরা ছাড়া তার হাদীছ আর কেউই বর্ণনা করতেন না (প্রাগুক্ত)।

(৩) ইমাম আমর বিন আলী বলেছেন,তিনি একজন ছদূক্ব রাবী। প্রায়শঃ ভ্রমে পতিত হতেন। তিনি মাতরূকুল হাদীছ ছিলেন (ঐ)।

(৪) ইমাম বুখারী বলেছেন, তিনি শক্তিশালী নন। মুহাদ্দিছগণ তার বিষয়ে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। আর তিনি মুনকার হাদীছসমূহ বর্ণনা করতেন (ঐ)।

(৫) ইমাম আবূ দাঊদ বলেছেন, তিনি কিছুই নন (ঐ)।

(৬) ইমাম নাসাঈ তাকে যঈফ বলেছেন (ঐ)।

(৭) ইমাম ইবনে মাহদী তাকে যঈফ বলেছেন (ঐ)।

(৮) ইমাম ইয়া'কূব বিন উয়ায়নাহ তাকে যঈফ বলেছেন (ঐ)।

(৯) ইমাম ইজলী তাকে যঈফ বলেছেন (ঐ)।

(১০) হাফেয ইবনে হিব্বান বলেছেন, তিনি ছিলেন একজন অন্ধ। যা হাদীছে নেই তা তিনি হাদীছের সাথে জুড়ে দিতেন। তার সামনে যা বর্ণনা করা হত তা তিনি চুরী করতেন এবং সেগুলি বর্ণনা করতেন (ঐ)।

(১১) ইমাম দারাকুতনী তাকে যঈফ বলেছেন (ঐ)।

(১২) হাফেয যাহাবী তাকে যঈফ বলেছেন (ঐ)।

(১৩) ইমাম বায়হাক্বী তাকে যঈফ বলেছেন (ঐ)।

(১৪) ইমাম উক্বায়লী তাকে 'আয-যুআফা' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন (ইমাম উক্বায়লী, আয-যুআফা, ইমাম উক্বায়লী)।

(১৫) হাফেয যায়লাঈ তাকে যঈফ বলেছেন (নাছবুর রায়াহ)।

(১৬) ইমাম হাকিম তাকে যঈফ বলেছেন (ইমাম বায়হাক্বী, আল-মারেফাহ ১/৫২৫ (ক্বাফ/২২০)।

(১৭) হাফেয হায়ছামী বলেছেন, তিনি একজন যঈফ রাবী। তাকে একাধিকজন ছিক্বাহ বলেছেন (মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৪/২৯৫)।

(১৮) আস-সাম'আনী ইবনু হিবক্ষানের অনুরূপ বক্তব্য উল্লেখ করেছেন (আল-আনসাব ৩/২২৯)।

(১৯) ইবনুল ক্বাইয়িম তার সমালোচনা করেছেন (আল-মানারুল মুনীফ)।

(২০) হাফেয ইবনে হাজার বলেছেন, তিনি একজন সত্যবাদী। তার রচিত গ্রন্থাবলী ধক্ষংস হয়ে গেছে। তার হিফয শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। (সনদ ও মতনে) প্রচুর পরিমাণে উলট পালট করে ফেলেছেন। আর তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তালক্বীন কবুল করা শুরু করে দিয়েছিলেন। আবূ হাতিম তাকে ইবনে লাহীআহ'র চাইতে বেশী অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন (তাক্বরীবুত তাহযীব)।

উক্ত অধিকাংশ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামদের মোকাবেলায় স্রেফ দুজন ব্যক্তি তার প্রশংসা করেছেন-

(১) যুহলী বলেছেন, وقال لا باس فيه তার মাঝে কোন সমস্যা নেই (তাহযীবুত তাহযীব)।

(২) ইসহাক্ব বিন আবী ইসরাঈল (নাছবুর রায়াহ, 'ইবনে আদী'-এর বরাতে)।

এই বিশদ আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, মুসলিম ও মুমীনদের অধিকাংশ মহান (ইমাম) তাকে তার মন্দ হিফয, 'ইখতিলাত্ব' ও 'তালক্বীন' কবুল ও 'ইলহাক্ব ফিল কুতুব' -এর কারণে যঈফ ও পরিত্যাক্ত বলেছেন।

খুবই উদারপন্থী ইমাম আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেছেন, محمد بن جابر ساقط الحديث عند أهل العلم আহলে ইলমদের নিকটে মুহাম্মাদ বিন জাবির একজন 'সাক্বিতুল হাদীছ' (আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল ৭/২২০)।

হাফেয নূরুদ্দীন আল-হায়ছামী বলেছেন, وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ الْيَمَامِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَقَدْ وُثِّقَ এতে মুহাম্মাদ বিন জাবের আল-ইয়ামামী আছেন। আর তিনি জমহুর (মুহাদ্দিছদের) নিকটে যঈফ। তাকে ছিক্বাহও বলা হয়েছে (এই তাওছীক্বটি প্রত্যাখ্যাত। সম্ভবত এই কারণেই হাফেয হায়ছামী তার জন্য 'ছীগায়ে তামরীয' বা দুর্বলতাসূচক শব্দ ব্যবহার করেছেন) {মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৫/১৯১}।

তৃতীয় জবাব :

শেষ জীবনে মুহাম্মাদ বিন জাবের ইখতিলাত্বের শিকার হয়ে গিয়েছিলেন [অধ্যয়ন করুন : ইবনুল কায়াল, আল-কাওয়াকিবুন নায়রাত ফী মা'রিফাতি মান ইখলাত্বা মিনার রুয়াতিছ ছিক্বাত পৃঃ ৪৯৫; আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল; সিয়ারু আলামিন নুবালা ৮/২৩৮)।

তাঁর থেকে তাঁর পুরাতন ছাত্রগণ এই হাদীছটি বর্ণনা করতেন না। বরং পরবর্তী একজন ছাত্র ইসহাক্ব বিন আবী ইসরাঈল এই

হাদীছটি বর্ণনা করেন। যিনি ১৫১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন (তাহযীবুত তাহযীব ১/১৯৬)।

মুহাম্মাদ বিন জাবের আনুমানিক ১৭০ হিজরীর কিছু বছর পরে মৃত্যুবরণ করেছেন (আন-নুবালা ৮/২৩৮)।

অর্থাৎ তার ইন্তেকালের সময় উপরোল্লিখিত ইসহাক্ব প্রায় ২০ বা কিছু বেশী বয়সী যুবক ছিলেন। সুতরাং তিনি এই হাদীছটি মুহাম্মাদ বিন জাবিরের ইখতিলাত্বের পরে শ্রবণ করেছিলেন।

চতুর্থ জবাব :

হাম্মাদ বিন আবী সুলায়মান শেষ বয়সে ইখতিলাত্বের শিকার হয়েছিলেন। ইবনে সাদ বলেছেন, اختلط في آخر عمره তিনি শেষ জীবনে ইখতিলাত্বে পতিত হয়েছিলেন (তাহযীবুত তাহযীব ৩/১৫)।

হাফেয নূরুদ্দীন আল-হায়ছামী বলেছেন, وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادٍ إِلَّا مَا رَوَاهُ عَنْهُ الْقُدَمَاءُ: شُعْبَةُ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالدَّسْتَوَائِيُّ، وَمَنْ عَدَا هَؤُلَاءِ رَوَوْا عَنْهُ بَعْدَ الِاخْتِلَاطِ হাম্মাদের কেবলমাত্র ঐ সকল হাদীছসমূহই গ্রহণ করা হয়ে থাকে যেগুলি তার প্রাচীন ছাত্র শু‘বাহ, সুফিয়ান ছাওরী এবং দাসতাওয়াঈ বর্ণনা করেছেন। তারা ব্যতীত বাকি সবাই তার ইখতিলাত্বে পতিত হওয়ার পরে তার থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছিলেন (মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১/১১৯, ১২০)।

অতএব প্রতীয়মান হল যে, হাম্মাদ হতে মুহাম্মাদ বিন জাবের ইখতিলাত্বের পরে হাদীছ শ্রবণ করেছেন।

এই ইলালে ক্বাদিহাগুলির দ্বারা প্রতিভাত হল যে, এই হাদীছটি যঈফ এবং বাতিল। এবং এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা প্রত্যাখ্যাত।

পঞ্চম সংশয় : বানোয়াট বর্ণনাসমূহ

কতিপয় মিথ্যুক রফউল ইদায়েনের বিপরীতে এমন কিছু বর্ণনাসমূহ পেশ করেছেন যেগুলি ঐক্যমতে মাওযূ ও কপোলকল্পিত। যেমন-

(১) সাইয়েদুনা ইবনে ওমর (রাঃ) -এর প্রতি সম্বন্ধিত একটি হাদীছ সম্পর্কে ইমাম হাকেম বলেছেন, ‘এটি জাল হাদীছ’। হাফেয ইবনে হাজার হাকেমকে সমর্থন করেছেন (আদ-দিরায়াহ ১/১৫২)।

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম বলেছেন, وَمَنْ شَمَّ رَوَائِحَ الْحَدِيثِ عَلَى بُعْدٍ شَهِدَ بِاللَّهِ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ যে ব্যক্তি দুর হতেও হাদীছের সুগন্থি পেয়েছে; সে আল্লাহর কসম খেয়ে বলবে যে, এটি একটি জাল হাদীছ’ (আল-মানারুল মুনীফ হা/৩১৪, পৃঃ ১৩৮)।

(২) একটি বর্ণনাকে সাইয়েদুনা আনাস (রাঃ) -এর প্রতি সম্বন্ধিত হয়েছে (আল-লাআলী আল-মাছনূ‘আহ ফিল আহাদীছিল মাওযূআহ ২/১৯)।

এই সনদটি বানোয়াট। এবং এর তৈরীকারী হলেন মুহাম্মাদ বিন উকাশা। মুহাম্মাদ বিন উকাশা একজন প্রসিদ্ধ মিথ্যুক ছিলেন (অধ্যয়ন করুন : মীযানুল ইতিদাল ৫/৩২৪, যঈফ রাবী সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহ দ্রঃ)।

তার থেকে মামূন বিন আহমাদ (নামক) আরেক মিথ্যুক এই বর্ণনাটি চুরি করেছেন (আদ-দিরায়াহ ১/১৫২)।

(৩) অনুরূপভাবে আবক্ষাদ বিন যুবায়ের নামী কোন এক ব্যক্তির প্রতি এই বর্ণনাটি সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। যেখানে **প্রথমত :** ইনক্বিত্বা' তথা সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে (শর্ত এই যে, রাবীর তাওছীক্ব ও ইরসালকে ইলযামীস্বরূপ গ্রহণ করা)।

দ্বিতীয়ত : আবক্ষাদ বিন যুবায়ের অজ্ঞাতপরিচয়। (স্মর্তব্য যে, ইনি আবক্ষাদ বিন আব্দুল্লাহ 'ইবনুয যুবায়ের' নন)।

তৃতীয়ত : তার কতিপয় রাবীদের মাঝে চিন্তার আপত্তিও রয়েছে (আদ-দিরায়াহ ১/১৫২)।

চতুর্থত : এই সনদের মধ্যে 'হাফছ বিন গিয়াছ' (নামক) মুদাল্লিস রাবী আছেন। আর এটি হল মুআনআন বর্ণনা।

হাফেয ইবনু ক্বাইয়িম এই বর্ণনা সম্পর্কে বলেছেন, وهو موضوع এটি বানোয়াট (আল-মানারুল মুনীফ ফিছ-ছহীহ ওয়ায-যঈফ হা/৩১৫, পৃঃ ১৩৯)।

মিথ্যা বর্ণনা দ্বারা স্রেফ তারাই দলীল গ্রহণ করে যারা স্বয়ং মিথ্যাবাদী।

ষষ্ঠ সংশয় : অনুল্লেখ থাকা

কতিপয় লোক রফউল ইদায়েন বর্জনের অকেজো বর্ণনাগুলির মাঝে এই বর্ণনাগুলিকেও অনুপ্রবেশ করানোর ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। যেগুলিতে রফউল ইদায়েন করা বা না করার উল্লেখ নেই। এটি ঐ লোকদের পরিপূর্ণ জাহালতের স্পষ্ট দলীল। নতুবা তাদের আবশ্যক হয়ে যায় যে, তাকবীরে তাহরীমা, কুনূত ও দু'ঈদের রফউল ইদায়েন যেন না করেন। কেননা অসংখ্য ছহীহ হাদীছে এগুলির উল্লেখ পর্যন্ত নেই।

আমরা সূচনাতে স্পষ্ট করেছি যে, (কোন কিছুর উল্লেখ থাকা প্রমাণিত হওয়ার পরে) অনুল্লেখ থাকার দ্বারা উক্ত বিষয়টির অস্তিত্ব না থাকা আবশ্যক করে না। সুতরাং এই দলীল গ্রহণ একেবারেই প্রত্যাখ্যাত।

একইভাবে 'হাত তেলা হবে না' -এর বর্ণনায় রুকূর' (আগে এবং পরে) রফউল ইদায়েনের উল্লেখ নেই। দ্বিতীয় এই যে, এর প্রধান রাবী মুহাম্মাদ বিন আবী লায়লা হচ্ছেন যঈফ। যেমনটি শক্তিশালী দলীলসমূহ দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে। (বলা হয় যে) ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক 'মুহাম্মাদ বিন আবী লায়লা'র উক্ত 'لا ترفع الايدي' বর্ণনা সম্পর্কে বলেছেন, هَذَا من فواحش بن أبي ليلى এটি ইবনে আবী লায়লার অত্যধিক ক্রটিসম্পন্ন বর্ণনাসমূহের মধ্য হতে একটি (ইবনে হিব্বান, আল-মাজরূহীন ২/২৪৬)।

আর এতে আরো অনেক দোষ-ক্রটি আছে। তৃতীয় এই যে, উক্ত হাদীছে কুনূত্ব ও দু'ঈদে রফউল ইদায়েন করার কথাও উল্লেখ নেই। তো উক্ত দু' স্থানে কিসের দলীলের ভিত্তিতে রফউল ইদায়েন করা হয়?

সপ্তম সংশয় :

মানসূখ-এর দাবী

কতিপয় লোক চূড়ান্ত গোয়ার্তুমির প্রমাণ দিতে গিয়ে রফউল ইদায়েনের রহিত হওয়ার ভিত্তিহীন দাবী করেছেন। এই দাবী কতিপয় দলীলের আলোকে বাতিল-

(১) এর কোন ছহীহ ও সুস্পষ্ট নাসেখ (রহিতকারী দলীল) দলীল নেই।

(২) ছাহাবা (রাঃ) এবং তাবেঈন (রহঃ) এর বরকতময় যুগে রফউল ইদায়েনের উপর আমল হত। আর রফউল ইদায়েনের বর্জন কোন একজন ছাহাবী থেকেও ছহীহ সনদে সাব্যস্ত নেই। যার বিশদ বিবরণ সামনে আসছে।

(৩) রফউল ইদায়েন বর্জন করাই তো প্রমাণিত নয়। সুতরাং মানসূখ-এর দাবী কেমন?

(৪) 'নাসেখ' ও 'মানসূখ'-এর উপর সম্পর্কে যে সকল গ্রন্থ লিখিত হয়েছে যেমন কিতাবুল হাযেমী, কিতাব ইবনে শাহীন, কিতাব ইবনুল জাওযী ইত্যাদি। এই গ্রন্থগুলির লেখকগণ এই মাসআলাকে তাদের গ্রন্থে উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি। কেউ কি আছেন! যিনি এই বিষয়ের কোন একটি গ্রন্থ হতে এই মাসআলাটি বের করে আমাদেরকে দেখাবেন?

(৫) আমি রফউল ইদায়েনের দলীলসমূহের মধ্য হতে ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত করেছি যে, নাবী (ছাঃ) ৯ম ও ১০ম হিজরীতে রফউল ইদায়েন করতেন। এখন আমাদেরকে ছহীহ হাদীছের দ্বারা জানিয়ে দিন যে, কোন হিজরী সনে রফউল ইদায়েন রহিত কিংবা বর্জিত হয়েছে?

(৬) আল্লাহর কাছে পানাহ চাই! যদি রফউল ইদায়েন রহিত হয়ে থাকে, তাহলে তাকবীরে তাহরীমা, কুনূত্ব ও দু'ঈদের (রফউল ইদায়েন) কিভাবে এই রহিতকরণ থেকে রেহাই পেল?

(৭) নবী (ছাঃ) এর সারা জীবনে স্রেফ একটি ছালাতেরও প্রমাণ নেই যে, তিনি রফউল ইদায়েন করেন নি। যখন বর্জন করাই প্রমাণিত হয় নি তখন রহিত হওয়া প্রমাণিত হবে কিভাবে?

(৮) আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) রফউল ইদায়েন বর্জনকারীকে কংকর ছুঁড়ে মারতেন (দ্রষ্টব্য : জুযউ রফইল ইদায়েন হা/১৫, সনদ ছহীহ)। কোন ছাহাবীই কাউকে রফউল ইদায়েন না করার কারণে প্রহার করেন নি। সুতরাং মানসূখের দাবী বাতিল।

(৯) রফউল ইদায়েন-এর হাদীছসমূহে 'كَانَ' (অতীতকালীন ক্রিয়া) শব্দটি এসেছে। হাফেয যায়লাঈ হানাফী বলেছেন, كَانَ শব্দটি সর্বদা অব্যাহত থাকার দাবী করে (নাছবুর রায়াহ ১/৩১)। এখানে কোন 'ক্বারীনায়ে ছারিফাহ'-ও নেই। সুতরাং প্রতীয়মান হল যে, হানাফীদের নিকটে, নবী করীম (ছাঃ) সর্বদাই রফউল ইদায়েন করতেন। অতএব রহিত হওয়ার দাবী বাতিল।

(১০) হাফেয ইবনু ক্বাইয়িম বলেছেন, وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ الْمَنْعُ مِنْ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ كلها باطلة عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يصح منها شيء.

كَحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "إِنَّمَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ"

ছালাতে রুকূ'র ও রুকূ' থেকে উঠার পরে রফউল ইদায়েন নিষেধকারী সকল হাদীছই বর্জনীয়। এগুলির মধ্য হতে একটি হাদীছও ছহীহ নয়। যেমন সাঈয়েদুনা ইবনে মাসঊদ (রাঃ) -এর প্রতি সম্পর্কিত হাদীছটি। যেখানে তিনি স্রেফ প্রথমবার রফউল ইদায়েন করেছেন (এই বর্ণনাটি বাতিল) (আল-মানারুল মুনীফ পৃঃ ১৩৭)।

রহিত হওয়ার দাবীদারদের উপর আবশ্যক যে, আগে (রফউল ইদায়েন) বর্জন প্রমাণ তো করুন!

তাহক্বীক্বের সারাংশ : রসূলুল্লাহ (ছাঃ) রুকূ‘র আগে ও পরে রফউল ইদায়েন করতেন। এ বিষয়টি নিম্নোক্ত ছাহাবাগণ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন- ইবনে ওমর, মালেক ইবনুল হুয়ায়রেছ, ওয়ায়েল বিন হুজর, আবূ হুমায়েদ আস-সায়েদী, আলী বিন আবী ত্বালিব, আবূ মূসা আল-আশ‘আরী, আবূ বকর আছ-ছিদ্দীক্ব, আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের, আবূ ক্বাতাদা, সাহল বিন সা‘দ আস-সায়েদী, আবূ উসায়েদ, মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ এবং জাবের ইত্যাদি ছাহাবাগণ (রাঃ) (এই বর্ণনাগুলির সনদসমূহ ছহীহ)। এর বিপরীতে কোন একটিও ছহীহ বা হাসান সনদে রফউল ইদায়েনের বর্জন স্পষ্টরূপে প্রমাণিত নয়। সুতরাং মুসলমানদের জন্য যরূরী হল যে, সে প্রতিটি ছালাতে রফউল ইদায়েন করবে। ইমাম আলী বিন আব্দুল্লাহ আল-মাদীনী (ছিক্বাহ ইমাম) রফউল ইদায়েনের একটি হাদীছের পরে বলেছেন, حَقٌّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ এই হাদীছের ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য আবশ্যক যে, তারা ছালাতে রফউল ইদায়েন করবে (ছহীহ বুখারী, টীকা সহকারে, নুসখায়ে শু‘আব ১/১৮৮, নুসখায়ে পাকিস্তান ১/১০২; ফাতহুল বারী ২/১৭৫; জুযউ রফইল ইদায়েন হা/১, ২; আত-তালখীছুল হাবীর হা/২২৭, ১/২১৮)।

দেখুন! এনার আপিলের উপর কে লাবক্ষায়ক বলে!

***

দ্বিতীয় অধ্যায়

ছাহাবা (রাঃ)-এর আছার সমূহ

ছহীহ ও হাসান হাদীছসমূহ দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, নিম্নোক্ত ছাহাবীগণ (রাঃ) রুকূ‘র আগে ও পরে রফউল ইদায়েন করতেন-

১. আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)।

সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) থেকে নিম্নোক্ত তাবেঈনগণ রফউল ইদায়েন (বিষয়ক হাদীছ) বর্ণনা করেছেন

(১) নাফে রহিমাহুল্লাহ (ছহীহ বুখারী হা/৭৩৯)।

(২) মুহারিব বিন দিছার (জুযউ রফইল ইদায়েন হা/৪৮, সনদ ছহীহ; মুসনাদে আবী ইয়ালা ২/২৪২, সনদ হাসান)।

(৩) ত্বাউস (জুযউ রফইল ইদায়েন হা/২৮)।

(৪) সালেম (বুখারী, জুযউ রফইল ইদায়েন হা/৭৭, সনদ ছহীহ)।

(৫) আবুয যুবায়ের (মাসায়েলে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, আব্দুল্লাহ বিন আহমাদের রেওয়ায়াত ১/২৪৪, সনদ ছহীহ)।

বরং (তাবেঈ) ইমাম নাফে‘ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, أَنَّ ابْنَ عُمَرَ , كَانَ إِذَا رَأَى رَجُلًا لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ , وَإِذَا رَفَعَ رَمَاهُ بِالْحَصَى ইবনে ওমর (রাঃ) কোন ব্যক্তিকে দেখতেন যে, সে রুকূ‘র আগে ও পরে রফউল ইদায়েন বর্জন করছে; তবে তাকে পাথর ছুঁড়ে মারতেন (বুখারী, জুযউ রফইল ইদায়েন হা/১৫, সনদ ছহীহ)।

নববী বলেছেন, بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيحِ عَنْ نَافِعٍ নাফে হতে এটা ছহীহ সনদে বর্ণিত (আল-মাজমূ‘ শরহুল মুহাযযাব ৩/৪০৫)।

ইবনুল মুলাক্কিন বলেছেন, بإسناد صحيح عن نافع নাফে হতে এটা ছহীহ সনদে বর্ণিত (আল-বাদরুল মুনীর ৩/৪৭৮)।

২. মালেক ইবনুল হুয়ায়রেছ (ছহীহ বুখারী হা/৭৩৭; ছহীহ মুসলিম হা/৩৯১)

৩. আবূ মূসা আল-আশআরী (রাঃ)। (সুনানে দারাকুৎনী হা/১১১১, ১/২৯২, সনদ ছহীহ; মাসায়েলে ইমাম আহমাদ, রেওয়ায়াতে ছালেহ পৃঃ ১৭৪; ইবনুল মুনযির, আল-আওসাত্ব ৩/১৩৮, সনদ ছহীহ)।

৪. আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ) [বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা ২/৭৩, সনদ ছহীহ]।

৫. আবূ বকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) [বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা ২/৭৩, সনদ ছহীহ]।

৬. আনাস বিন মালেক (রাঃ) [বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা ২/৭৩, সনদ ছহীহ]।

বুখারী বলেছেন, حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ , عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ , قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ , وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ , كُلَّمَا رَكَعَ وَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعَ সাইয়েদুনা আনাস (রাঃ) ছালাতের শুরুতে, রুকূ‘র আগে ও পরে মাথা উঠানোর সময় রফউল ইদায়েন করতেন (জুযউ রফ‘ইল ইদায়েন হা/২০, আরো দেখুন : জুযউ রফইল ইদায়েন হা/৬৫, সনদ ছহীহ)।

৭. আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)।

ইমাম বুখারী বলেছেন, حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ , حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَكَانَ " يَرْفَعُ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ সাঈয়েদুনা আবূ হুরায়রা (রাঃ) তাকবীরে তাহরীমা দেবার সময়, রুকূ করার জন্য তাকবীর বলার সময় ও রুকূ হতে উঠার সময় রফউল ইদায়েন করতেন (জুযউ রফউল ইদায়েন হা/২২, সনদ ছহীহ)।

৮. আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) রুকূ‘র আগে ও পরে রফউল ইদায়েন করতেন (মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২৪৩১, ১/২৩৫, সনদ হাসান)।

এর রাবী হলেন ছহীহ মুসলিমের রাবী ও ছিক্বাহ-ছদূক্ব।

আবূ হামযাহ ইমরান বিন আবী আত্বা আল-আসাদীকে নিম্নোক্ত আলেমগণ ছিক্বাহ বলেছেন-

(১) আহমাদ বিন হাম্বল।

(২) ইবনে মাঈন।

(৩) ইবনে নুমায়ের।

(৪) ইবনে হিব্বান।

(৫) মুসলিম (তার হাদীছের তাখরীজ সহকারে)।

(৬) যাহাবী (সিয়ারু আলামিন নুবালা ৫/৩৮৭)।

আর নিম্নোক্ত আলেমগণ তাকে যঈফ বলেছেন-

(১) আবূ যুরআহ।

(২) আবূ হাতেম।

(৩) নাসাঈ।

(৪) আবূ দাঊদ (তাহযীবুত তাহযীব হতে সংক্ষেপিত)।

অতএব অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মতানুসারে আবূ হামযাহ একজন ছিক্বাহ ও ছদূক্ব।

সতর্কীকরণ : সাইয়েদুনা ইবনে আবক্কাসের প্রতি সম্বন্ধিত 'তাফসীরে ইবনে আব্বাস'-এর সকল বর্ণনাই মিথ্যা ও বানোয়াট। এর প্রধান রাবী মুহাম্মাদ মারওয়ান আস-সুদ্দী, কালবী ও আবূ ছালেহ- তিনজনই কায্যাব (মিথ্যুক রাবী)। যেমনটি সামনে আসছে। সুতরাং এই নামসর্বস্ব তাফসীর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা কারোর জন্যই হালাল নয়। দ্বিতীয় বিষয় এই যে, এই তাফসীরেও রফউল ইদায়েনের বিরোধী কোন সম্পষ্ট বক্তব্য বিদ্যমান নেই।

(৯) ছাহাবায়ে কেরামগণের (রাঃ) রফউল ইদায়েন করা

ইমাম বায়হাক্বী বলেছেন,

وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدُ الْمَلك بْنُ يُوسُفَ الْأَخْرَمُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى، أنبأ ابْنُ الْمُبَارَك، أنبأ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَفْعِ الْيَدَيْنِ، فِي الصَّلَاة، فَقَالَ: هُوَ شَيْءٌ يُزَيِّنُ بِهِ الرَّجُلُ صَلَاتَهُ، كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الافْتِتَاحِ، وَعِنْدَ الرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ

তাবেঈ সাঈদ বিন জুবায়ের (রহঃ)-কে রফউল ইদায়েন করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বললেন, এটি এমন বস্তু যার দ্বারা মুছাল্লী তার ছালাতকে সৌন্দর্যমন্ডিত করেন। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবা কেরামগণ (রাঃ) ছালাতের শুরুতে, রুকূ' করার সময় ও রুকূ' হতে মাথা উঠানোর পরে রফউল ইদায়েন করতেন (বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা ২/৭৫, সনদ ছহীহ)।

সনদের তাহক্বীক্ব :

এই সনদটি একেবারেই ছহীহ। ধারাবাহিকভাবে রাবীদের পর্যালোচনা করা হল-

(১) ইমাম 'মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-হাকেম' প্রসিদ্ধ ইমাম ও সত্যবাদী। তিনি 'মুসতাদরাক'-এর প্রণেতা (আরো পর্যালোচনার জন্য অধ্যয়ন করুন : সিয়ারু আলামিন নুবালা **১৭/১৬২**; মীযানুল ইতিদাল ৩/৬০৮; তাযকিরাতুল হুফফায ৩/১০৩৯; তারীখে বাগদাদ ৫/৪৭৩; সামআনী, আল-আনসাব ১/৪৩২; ইবনুল জাওযী, আল-মুনতাযাম ৭/২৭৪; আল-ইবার ৩/৯১; আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়া **১১/৩৫১**)।

এনার উপরে (আনীত) সমালোচনা বাতিল।

(২) মুহাম্মাদ বিন ছালেহ বিন হানী ছিক্বাহ ছিলেন (আল-মুনতাযাম ৪/৮৬)।

(৩) ইয়াকূব বিন ইউসূফ আল-আখরাম হতে তাঁর পুত্র ইমাম, হাফেয, মুতক্বিন, হুজ্জাত মুহাম্মাদ বিন ইয়াকূব বিন ইউসুফ আন-নিশাপুরী, ইবনুশ শারক্বী, ইয়াহ্ইয়া আল-আমবারী, মুহাম্মাদ বিন ছালেহ এবং অন্য আরেকটি জামাআত হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তিনি মিশরে পড়াশোনা করেছেন। কুতায়বাহ এবং অন্যান্যদের থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। আর তার থেকে ইমাম মুসলিম হাদীছটি লিপিবদ্ধ করেছেন। হাফেয যাহাবী বলেছেন, وَكَانَ لبيبًا نبيلًا فقيهًا، كثير العلم এবং তিনি প্রজ্ঞাবান, অভিজাত, ফক্বীহ, অত্যধিক জ্ঞানী ছিলেন (তারীখুল ইসলাম ২১/৩৩৮)। আর তিনি ২৮৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন।

তাঁকে ইমাম আবূ হাযেম আমর বিন আহমাদ আল-আবদাবী ছিক্বাহ বলেছেন (বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা ৫/২৩০)।

(৪) আল-হাসান বিন ঈসা ছিক্বাহ ছিলেন (তাক্বরীবুত তাহযীব, জীবনী নং ১২৮৮)।

(৫) ইবনুল মুবারক ছিক্বাহ-ছাবত, ফক্বীহ, আলেম, দানশীল মুজাহিদ ছিলেন (আত-তাক্বরীব, জীবনী নং ৩৫৭০)।

(৬) আব্দুল মালেক বিন আবী সুলায়মান প্রসিদ্ধ ছিক্বাহ ছিলেন (মীযানুল ইতিদাল ২/৬৫৬)।

তাকে ইমাম আহমাদ ও ইমাম ইবনে মাঈন ছিক্বাহ বলেছেন। 'ওয়াহম'-এর ব্যাপক অপবাদ দ্বারা তার প্রতিটি হাদীছ নিক্ষিপ্ত (বাতিল) হতে পারে না। কে আছে যার ভুল হয় না? স্মতর্ব্য যে, তাঁর এই বর্ণনাটি কোন ছিক্বাহ রাবীর বিপরীত নয়।

(৭) তাবেঈ সাঈদ বিন জুবায়ের ছিক্বাহ-ছাবত, ফক্বীহ ছিলেন (আত-তাক্বরীব, জীবনী নং ২২৭৮)।

সারমর্ম এই যে, অত্র আছারটির সনদ একেবারেই ছহীহ। আর এ আছারটি এই বিষয়ের পরিষ্কার দলীল যে-(১) রফউল ইদায়েন হল ছালাতের সৌন্দর্য। (২) ছাহাবায়ে কেরাম রফউল ইদায়েন করতেন।

সাঈদ বিন জুবায়ের প্রসিদ্ধ জলীলুল কদর তাবেঈ ছিলেন। যাকে তার সত্য সাক্ষ্য দেবার কারণে শহীদ করে দেয়া হয়েছিল। তার সাক্ষ্য হতে প্রতীয়মান হল যে, (সকল) ছাহাবা (রাঃ) রুকূ'র আগে ও পরে রফউল ইদায়েন করতেন। তিনি কোন একজন ছাহাবীকেও বাদ দেন নি। সুতরাং রফউল ইদায়েনের পক্ষে

ছাহাবীদের ইজমা প্রমাণিত হয়েছে। আরো দেখুন : জুযউ রফইল ইদায়েন (হা/২৯, সনদ ছহীহ)।

কিন্তু যে ব্যক্তি 'আমি মানি না' 'আমি মানি না' -এর পুনরাবৃত্তি করে তার কি কোন চিকিৎসা আছে?

(রফউল ইদায়েন) বর্জনকারী ও নিষেধকারীদের (পেশকৃত) আছারসমূহ

পূর্বের পৃষ্ঠাসমূহে প্রমাণ করা হয়েছে যে, সকল ছাহাবা (রাঃ) রফউল ইদায়েন করতেন। হুজ্জাতুল ইসলাম, ফক্বীহ ও মুহাদ্দিছগণের ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারী (রহঃ) বলেছেন, 'কোন একজন ছাহাবী হতেও রফউল ইদায়েন না করা প্রমাণিত নেই' (জুযউ রফইল ইদায়েন হা/৪০, ১৭৬; আল-মাজমূ শারহুল মুহাযযাব ৩/৪০৫)।

এই অনুচ্ছেদে রফউল ইদায়েন অস্বীকারকারীগণ যে সকল আছার পেশ করেন সেগুলির সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ পর্যালোচনা তুলে ধরা হল-

(১) সাইয়েদুনা ওমর (রাঃ)-এর প্রতি সম্পর্কিত আছার

إِبْرَاهِيم عَنِ الْأَسْوَدِ , قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ , ثُمَّ لَا يَعُودُ আসওয়াদ বলেছেন, আমি ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ)-কে দেখেছি যে, তিনি শুরুতে তাকবীর দেবার সময় রফউল ইদায়েন করতেন। অতঃপর আর করতেন না (ত্বাহাবী, মাআনিল আছার ১/২২৭)।

ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ আল-হাকেম আন-নিশাপুরী এই বর্ণনার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছেন যে, এ বর্ণনাটি শায। এর দ্বারা

দলীল প্রতিষ্ঠা হয় না। ছহীহ হাদীছসমূহে আছে যে, সাইয়েদুনা ওমর (রাঃ) রুকূ‘র আগে ও পরে রফউল ইদায়েন করতেন (নাছবুর রায়াহ ১/৪০৫; আল-বাদরুল মুনীর ৩/৫০১)।

ইমাম আবূ যুরআহ রাযী ‘আল-হাসান বিন আইয়াশ’-এর মোকাবেলায় সুফিয়ান ছাওরীর এই রেওয়ায়াতকে ‘অধিকতর ছহীহ’ বলেছেন যেখানে ‘অতঃপর তিনি আর করতেন না’ বাক্যটি উল্লেখ নেই (ইবনে আবী হাতেম, ইলালুল হাদীছ ১/৯৫)।

ইবনে জাওযী বলেছেন, ‘এই আছারটি ছহীহ (প্রমাণিত) নয়’ (আল-বাদরুল মুনীর ৩/৫০১; আত-তাহক্বীক্ব ফী ইখতিলাফিল হাদীছ ১/১২৮২, আত-তানক্বীহ সহ)।

ইমাম আবূ যুরআহ, ইমাম হাকেম ও জমহুরদের তাহক্বীক্ব ইমাম ত্বাহাবীর তাহক্বীক্বের উপরে প্রাধান্য পাবে।

দ্বিতীয় এই যে, এ সনদে ইবরাহীম নাখাঈ কূফী (নামে) মুদাল্লিস রাবী আছেন (ইবনে হাজার, ত্বাবাকাতুল মুদাল্লিসীন পৃঃ ২৮, জীবনী নং ৩৫; হাফেয ছালাহুদ্দীন কায়কালাদী আল-আলাঈ, জামেউত তাহছীল ফী আহকামিল মারাসীল পৃঃ ১০৪; হাকেম, মা‘রিফাতু উলূমিল হাদীছ পৃঃ ১০৮; আবূ যুরআহ ইবনুল ইরাক্বী, আল-মুদাল্লিসীন ক্রমিক ২; সুয়ূত্বী, আল-মুদাল্লিসীন ক্রমিক ১; হালাবী, আত-তাবঈন ক্রমিক ১৪)।

আর এ বর্ণনাটি ‘মুআনআন’।

ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর হাদীছের অধীনে আলোচনা করা হয়েছে যে, মুদাল্লিসের ‘আন’ শব্দযোগের বর্ণনা যঈফ হয়। আল্লামা নববী বলেছেন, وَالْمُدَلِّسُ إِذَا عَنْعَنَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ بِالِاتِّفَاقِ আর মুদাল্লিস রাবী

যখন ‘আন আন’ শব্দে হাদীছ বর্ণনা করেন; তখন ঐক্যমতানুসারে তার দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না (নাছবুর রায়াহ ২/৩৪)।

একটি ত্রুটি এটাও রয়েছে যে, যদি সাইয়েদুনা ওমর (রাঃ) রফউল ইদায়েন না করতেন তবে তার জলীলুল কদর ও ফক্বীহ পুত্র আব্দুল্লাহ (রাঃ)-ও রফউল ইদায়েন করতেন না। অথচ বিষয়টি এর বিপরীতে রয়েছে। ইবনে ওমর (রাঃ) রফউল ইদায়েন করতেন। বরং রফউল ইদায়েন বর্জনকারীকে মারতেন। সুতরাং এই বর্ণনা ছহীহ নয়।

আরেকটি জবাব এটাও যে, এই বর্ণনা দ্বারা রফউল ইদায়েন অস্বীকারীদের দলীল গ্রহণ করা শুদ্ধ নয়। এই লোকেরা কুনূত, বিতর, দু’ঈদে রফইল ইদায়েন করেন। যদি সাইয়েদুনা ওমর (রাঃ)-এর প্রতি সম্বন্ধিত এই আছারটি ছহীহ হত, তবে দলীল গ্রহণ করা যেত যে, তিনি তাকবীরে তাহরীমার পরেও (কুনূত, বিতর ও দু’ঈদে) রফউল ইদায়েন করেননি (!)। তাহলে এই লোকেরা কেন করেন? যদি কুনূত, বিতর ও দু’ঈদের (ছালাতে রফউল ইদায়েন করার) ‘তাখছীছ’ অন্যান্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত থাকে, তবে রুকূ‘র আগে ও পরে রফউল ইদায়েনের তাখছীছও অন্যান্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত আছে। রফউল ইদায়েন অস্বীকারকারীদের উচিৎ যে, এমন কোন স্পষ্ট, ছহীহ আছার পেশ করা যেথায় পরিষ্কার থাকতে হবে যে, অমুক ছাহাবী রুকূ‘র আগে ও পরে রফউল ইদায়েন করেননি বা করতেন না। আসল বিবাদ তো রুকূ‘র (আগে ও পরের) রফউল ইদায়েন নিয়ে। যখন দাবী ‘খাছ’ হবে তখন দলীলও ‘খাছ’ হতে হবে।

(২) সাইয়েদুনা আলী (রাঃ)-এর প্রতি সম্বন্ধিত আছার

عَنْ أَبِي بَكْرٍ النَّهْشَلِيِّ ثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ مِنْ الصَّلَاةِ، ثُمَّ لَا يَعُود সাইয়েদুনা আলী (রাঃ) ছালাতের শুরুতে প্রথম তাকবীর বলার সময় রফউল ইদায়েন করতেন। অতঃপর আর করতেন না (ত্বাহাবী, মাআনিল আছার ১/২২৫; নাছবুর রায়াহ ১/৪০৬)।

প্রথম জবাব :

(১) বর্ণিত আছে যে, সুফিয়ান ছাওরী এই আছারকে অস্বীকার করেছেন (বুখারী, জুযউ রফইল ইদায়েন হা/১১)।

(২) ইমাম ওছমান বিন সাঈদ আদ-দারেমী একে অত্যন্ত দুর্বল বলেছেন (বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা ২/৮০, ৮১; মারিফাতুস সুনান ওয়াল আছার ১/৫৫০)।

(৩) ইমাম শাফেঈ একে 'অপ্রমাণিত' বলেছেন (বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা ২/৮১)।

(৪) ইমাম আহমাদ একে অস্বীকার করেছেন (আহমাদ, আল-মাসায়েল ১/৩৪৩)।

(৫) ইমাম বুখারী সমালোচনা করেছেন (জুযউ রফইল ইদায়েন হা/১১)।

(৬) ইবনুল মুলাক্কিন বলেছেন, ضعيف لا يصح عنه এই আছারটি যঈফ। তার থেকে শুদ্ধরূপে প্রমাণিত নয় (আল-বাদরুল মুনীর ৩/৪৯৯)।

দ্বিতীয় জবাব :

উক্ত হাদীছে রুকূ'র উল্লেখ নেই। অর্থাৎ এই আছারটি 'আম'। আর রফউল ইদায়েনের রেওয়ায়াতসমূহ (বিশেষভাবে আলী (রাঃ)-এর হাদীছটি) 'খাছ'। আর এই উছূল আছে যে, খাছ 'আম'-এর উপরে অগ্রগণ্য হয়। নতুবা রফউল ইদায়েন অস্বীকারকারীগণ কেন কুনূত ও দু'ঈদে রফউল ইদায়েন করেন? (উপরন্তু দেখুন : পৃঃ ১১৭)।

(৩) সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)-এর প্রতি সম্বন্ধিত আছার

একটি বর্ণনা সম্পর্কে আমরা পূর্বে প্রমাণ করে এসেছি যে, (সেটি) যঈফ ও বাতিল।

অন্য আছারটি নিম্নরূপ- ইবরাহীম নাখাঈ বলেছেন, আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)- কোন ছালাতেই রফউল ইদায়েন করতেন না। কেবল ছালাতের শুরুতে করতেন। (ত্বাহাবী, নাছবুর রায়াহ-এর বরাতে ১/৪০৬)।

প্রথম জবাব :

সাইয়েদুনা ইবনে মাসঊদ (রাঃ) ৩২ কিংবা ৩৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন (তাহযীবুত তাহযীব ৬/২৫; তাক্বরীবুত তাহযীব, জীবনী নং ৩৬১৩)। আর ইবরাহীম বিন ইয়াযীদ নাখাঈ ৩৭ হিজরীর পরে জন্ম গ্রহণ করেছেন (অধ্যয়ন করুন : তাহযীবুত তাহযীব ১/১৫৫)।

অতএব এটা মুনক্বাতি' (বিচ্ছিন্ন বর্ণনা)।

যদি বলা হয় যে, এই বর্ণনাটি ইবরাহীম নাখাঈ একাধিক ব্যক্তি হতে শ্রবণ করেছেন বা একটি জামাআত থেকে শুনেছেন (নাছবুর রায়াহ ১/৪০৬, ৪০৭)। তবে এর জবাব এই যে, 'একাধিক' বা

‘জামাআত’-উভয়টিই অজ্ঞাত ও অনির্দিষ্ট। সুতরাং তাদের থেকে দলীল গ্রহণ করা সংশয়পূর্ণ। হাফেয গোন্দলবী (রহঃ) বলেছেন, ‘কিন্ত এ থেকে এটা প্রমাণিত হয় না যে, ঐ বর্ণনাটি স্বয়ং দলীলযোগ্যও হতে পারে। কেননা দলীল হওয়া বা না হওয়া তো সনদের সম্পৃক্ততা বা বিচ্ছিন্নতা ও ছহীহ হওয়া বা যঈফ হওয়ার উপরে সীমাবদ্ধ’।

এ ভাষ্যটি ইবরাহীমের রেওয়ায়াতের দলীলযোগ্য হওয়ার পক্ষে প্রমাণস্বরূপ নয়।

প্রথমত : এ জন্য যে, সম্ভবত দুই তিনজন কূফী একত্রিত হয়ে তাকে হাদীছটি শুনিয়েছেন। আর তারা তিন জনই দুর্বল স্মৃতির অধিকারী।

দ্বিতীয়ত : জানা নেই যে, কয়জনের সনদের ধারাবাহিকতা আব্দুল্লাহ পর্যন্ত কয়জনের সূত্রে পৌঁছেছে? কতিপয় সময়ে তাবেঈন ও ছাহাবীদের মাঝে দু’ চারজন বরং সাতজনের মাধ্যমও থাকে। তাঁদের সম্পর্কে গবেষণা করা অত্যন্ত যরূরী।

তৃতীয়ত : সম্ভবত ইবাহীমের নিকটে তিনি ছিক্বাহ হবেন। কিন্তু অন্যান্য হাদীছের ইমামদের নিকটে তিনি যঈফ। علي مقدم والجرح التعديل আর তাদীলের উপরে জার্‌হ অগ্রগণ্য হয়। ‘তাদীলে মুবহাম’ মুকাল্লিদদের নিকটে প্রেমাস্পদ হতে পারে। (কিন্তু) একজন গবেষণাপিয়াসু ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট নয়।

তাদের প্রতারণাসমূহের কারণে আলোকে ‘জার্‌হ’ এবং ‘তাদীল’র একজন অত্যন্ত বড় ইমাম এই ফায়ছালা প্রদান করেছেন যে, ইবরাহীম হতে আব্দুল্লাহ’র বর্ণনাসমূহ যঈফ হয়। অর্থাৎ হাফেয

যাহাবী রচিত ‘মীযানুল ই‘তিদাল’ গ্রন্থে (১/৩৫) বলা হয়েছে, قلت: استقر الأمر على أن إبراهيم حجة، وأنه إذا أرسل عن ابن مسعود وغيره فليس ذلك بحجة আমি (যাহাবী) বলেছি, বিষয়টি এর উপরে স্থির হয়েছে যে, নিশ্চয় ইবরাহীম নাখাঈ একজন হুজ্জত। আর যখন তিনি ইবনে মাসঊদ সহ অন্যান্যদের থেকে মুরসাল রেওয়ায়াত বর্ণনা করেন তখন তা দলীল নয়’ (আত-তাহক্বীক্ব আর-রাসেখ পৃঃ ১৪০, ১৪১)।

ইমাম শাফেঈ বলেছেন, ‘ইবরাহীম নাখাঈ যদি আলী ও আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ হতে (হাদীছ) বর্ণনা করেন তবে তা কবুল করা যাবে না। কেননা তিনি উভয়ের কারোর সাক্ষাৎ পান নি’ (কিতাবুল উম্ম ১/২৭১, ২৭২/৭, মিশর থেকে প্রকাশিত)।

উক্ত ইবারতের সারাংশ হল, আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ হতে ইবরাহীম নাখাঈর বর্ণনাকে ইমাম শাফেঈ ও হাফেয যাহাবী যঈফ আখ্যা দিয়েছেন।

(৪) সাইয়েদুনা ইবনে ওমর (রাঃ)-এর প্রতি নিসবতকৃত আছার

أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَلَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاة মুজাহিদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি ইবনে ওমর (রাঃ)-এর পিছে ছালাত আদায় করেছি। ছালাতের মধ্যে তিনি শ্রেফ প্রথম তাকবীরের সময় হাত উত্তোলন করতেন (মাআনিল আছার ১/২২৫; নাছবুর রায়াহ ১/৪০৯)।

প্রথম জবাব :

ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন (রহঃ) বলেছেন, حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ حُصَيْنٍ إِنَّمَا هُوَ تَوَهُّمٌ مِنْهُ لَا أَصْلَ لَهُ হুছাইন থেকে আবূ বকরের বর্ণনায় ভুল হয়েছে। এর কোন ভিত্তি নেই (জুযউ রফইল ইদায়েন হা/১৬; নাছবুর রায়াহ ১/৩৯২)।

এ বর্ণনার উপরে ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈনের 'জার্হ' -টি খাছ এবং 'মুফাস্সার'। এর বিপরীতে রফউল ইদায়েন অস্বীকারকারীগণ লক্ষবার প্রচেষ্টা করুন না কেন, এই হাদীছটি সর্বতোবস্থায় বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত। হাদীছের সমালোচকদের মাঝে ইবনে মাঈনের যে স্থান রয়েছে তা প্রাথমিক তালেবে ইলমের কাছেও গোপন নয়।

এই বর্ণনা সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বলেছেন, 'আবূ বকর বিন আইয়াশ হুছাইন থেকে, তিনি ইবনে ওমর হতে অত্র হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। আর তা বাতিল' (মাসায়েলে ইমাম আহমাদ, ইবনে হানী-এর বর্ণনায় ১/৫০)।

ইমাম দারাকুৎনী বলেছেন, قاله أبو بكر بن عياش عن حصين، وهو وهم منه، أو من حصين 'এটা আবূ বকর বিন আইয়াশ হুছাইন হতে বলেছেন। আর এটা তার ভুল। অথবা হুছাইনের ভুল' (আল-ইলাল ১৩/১৬, ২৯০২)।

হাদীছের ইমামগণ এই বর্ণনাকে ভ্রান্ত ও ভুলও বলেছেন। সুতরাং তার এই বর্ণনা বাতিল ও ভিত্তিহীন।

চূড়ান্ত নির্দেশনা : লেখকের পূর্বের তাহক্বীক্ব এই ছিল যে, আবূ বকর বিন আইয়াশ (রহঃ) জমহুর মুহাদ্দিছদের নিকটে যঈফ। যখন দ্বিতীয়বার তাহক্বীক্ব করলাম তখন প্রতীয়মান হল যে, তিনি

জমহুর মুহাদ্দিছদের নিকটে সত্যবাদী ও আস্থাভাজন রাবী। সুতরাং আমি আমার পূর্বের তাহক্বীক্ব হতে প্রকাশ্যে প্রত্যাবর্তন করছি (দেখুন : মাসিক আল-হাদীছ (হাযারো) ২৮, পৃঃ ৫৪, রচনাকাল : ২২শে রবী'উছ ছানী ১৪২৭ হিঃ)।

আবূ বকর বিন আইয়াশের তাওছীক্ব ও তাক্ববিয়াত হওয়ার নিম্নোক্ত আলেমদের হতে প্রমাণিত হয়েছে-

(১) বুখারী (তিনি তার হাদীছকে স্বীয় 'ছহীহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন)।

(২) ইবনে খুযায়মাহ (তিনি তার হাদীছকে স্বীয় 'ছহীহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন)।

(৩) তিরমিযী (তিনি তার হাদীছের মধ্যে বলেছেন, হাদীছটি হাসান ছহীহ হা/৪৫৬)।

(৪) হাকেম (আল-মুতাদরাক হা/৪৯০৩, ৩/২০০)।

(৫) হাফেয যাহাবী (তিনি তার 'আস-সিয়ার' গ্রন্থে একে ছহীহ বলেছেন ১/৪৬৫)।

(৬) হায়ছামী (দেখুন : মাজমা'উয যাওয়ায়েদ ৯/১৮০; কাশফুল আসতার হা/২৬২৩; আল-ইহসান, নতুন মুদ্রণ হা/৬৯৭০; ছহীহা হা/২১৯৭)।

(৭) ইবনুল জারূদ (আল-মুনতাক্বা হা/৩৩১)

(৮) আয-যিয়া আল-মাক্বদেসী (আল-মুখতারাহ ১/২২৫, ২/১১৪)।

(৯) আবূ আওয়ানাহ (মুসনাদে আবী আওয়ানাহ ৩/১৮৬, ৪/১১৭)।

(১০) আল-বূছীরী ('আবু ইসহাক্ব হতে, তিনি ছিলাহ হতে তিনি আম্মার হতে' (সনদটিকে) হাসান বলেছেন। আর তিনি তার হাদীছকে ছহীহ বলেছেন; আছ-ছহীহাহ হা/১৫৯৬]।

(১১) ইমাম ইজলী তাকে ছিক্বাহ বলেছেন (মারিফাতুছ ছিক্বাত)।

(১২) ইমাম আবূ হাতেম আর-রাযী তাকে ثقة ছিক্বাহ বলেছেন (ইলালুল হাদীছ হা/২২৩৩)।

(১৩) আহমাদ বিন হাম্বল বলেছেন, ثقة وربما غلط তিনি ছিক্বাহ তবে কদাচিৎ ভুল করতেন (আল-ইলাল হা/৩১৫৫; আক্বওয়ালে আহমাদ ৪/১৯৪)।

(১৪) ইবনুল মুবারক তার প্রশংসা করেছেন (أثني عليه) (আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল ৯/৩৪৯, সনদ ছহীহ)।

(১৫) আব্দুর রহমান বিন মাহদী (তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করতেন)। (প্রাগুক্ত, সনদ ছহীহ)।

(১৬) ইবনে আদী।

(১৭) ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন (তারীখে ওছমান বিন সাঈদ আদ-দারেমী)।

(১৮) মুসলিম (তিনি তার থেকে ছহীহ মুসলিমের ভূমিকাতে হাদীছ বর্ণনা করেছেন)।

(১৯) ইবনুল জাওযী বলেছেন, وكان ثقة متشددا في السنّة، إلا أنه ربما أخطأ في الحديث তিনি ছিক্বাহ ও সুন্নাত পালনে কঠোর ছিলেন। তবে মাঝে মাঝে হাদীছ বর্ণনায় ভুল করতেন (আল-মুনতাযাম ৯/২৩২)।

(২০) ইয়াযীদ বিন হারূন (তারীখে বাগদাদ ১৪/৩৮০)।

(২১) ইবনে আম্মার (তারীখে বাগদাদ ১৪/৩৮০)।

(২২) হাফেয আবূ নুআইম ইসপাহানী (তিনি তাকে 'হিলইয়াতুল আউলিয়া' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং তার বর্ণিত হাদীছকে ছহীহ বলেছেন। দেখুন : হিলইয়াতুল আউলিয়া ৮/৩১৩)।

(২৩) বাগাবী (তার হাদীছকে ছহীহ বলেছেন) {শরহে সুন্নাহ হা/১৮৩৫, ৬/৩৯৬}।

(২৪) ইবনে হিব্বান।

(২৫) ইবনে হাজার আসক্বালানী (তাক্বরীবুত তাহযীব এবং অন্যান্য)।

তাহক্বীক্বের সারাংশ : মুহাদ্দিছ কেরামের স্পষ্ট আলোচনা অনুযায়ী আবূ বকর বিন আইয়াশের যে সকল বর্ণনায় ভুল-ত্রুটি হয়েছে; সেগুলি বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সকল বর্ণনাগুলিতে তিনি সত্যবাদী ও হাসানুল হাদীছ। *ওয়াল-হামদুলিল্লাহ।*

আবূ বকর বিন আইয়াশের রফউল ইদায়েন বর্জনের রেওয়ায়াতকে ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ইত্যাদি ভিত্তিহীন ও বাতিল ইত্যাদি বলেছেন। সুতরাং এই বর্ণনাটি যঈফ ও বর্জনযোগ্য-ই হয়েছে।

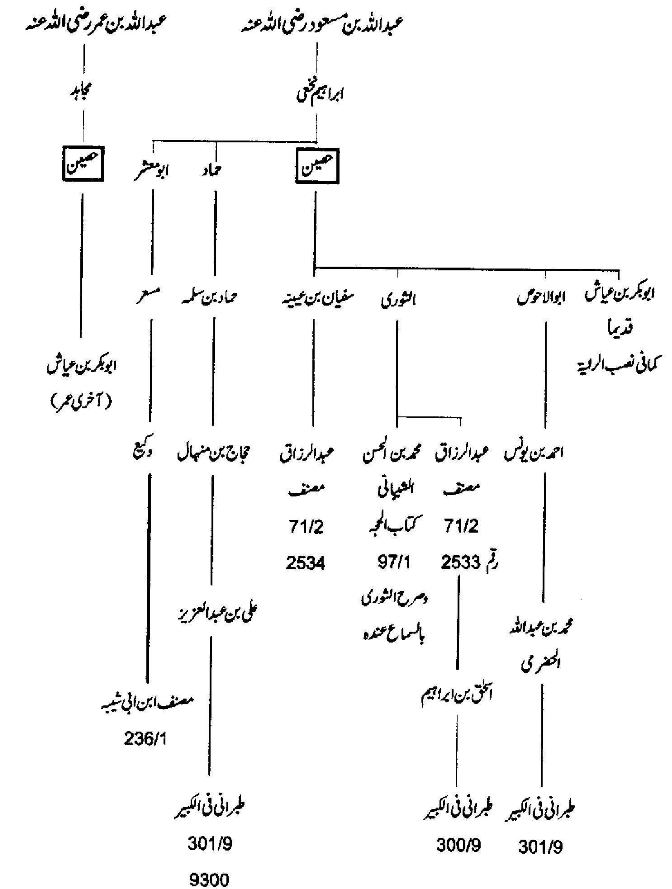
দ্বিতীয় জবাব :

আবূ বকর বিন আইয়াশের শেষ জীবনে মস্তিষ্ক বিকৃতির শিকার হয়েছিলেন (ইবনুল কায়াল, আল-কাওয়াকিবুন নায়রাত ফী মা'রিফাতি মান ইখতালাত্বা মিনার রুওয়াত আছ-ছিক্বাত পৃঃ ৪৩৯, ৪৪৪; নাছবুর রায়াহ ১/৪০৯; আল-ইগতিবাত্ব বি-মা'রিফাতি মান রুমিয়া বিল-ইখতিলাত্ব পৃঃ ২৬)।

হাফেয ইবনে হিব্বানও 'কিতাবুছ ছিক্বাত' গ্রন্থে এর স্পষ্ট করেছেন যে, ইবনে আইয়াশ যখন বয়স্ক হয়ে যান তখন তাঁর হিফয শক্তি খারাপ হয়ে যায়। যখন তিনি বর্ণনা করতেন তখন তার ভুল হত। বিশুদ্ধ বক্তব্য এই যে, যে বিষয়ে তার মতিভ্রম হয়েছে তা ত্যাগ করতে হবে। এবং ভুল হয়নি এমন রেওয়ায়াতের মধ্যে তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করতে হবে (আত-তাহযীব ১২/৩৯)।

ইমাম বুখারী বিস্তারিত বলেছেন যে, পূর্বে আবূ বকর বিন আইয়াশ উক্ত বর্ণনাকে হুছাইন হতে, তিনি ইবরাহীম হতে, তিনি ইবনে মাসঊদ হতে'-মুরসাল (মুনক্বাত্বি') মাওকূফ (হিসাবে) বর্ণনা করতেন। আর এই বক্তব্যটি মাহফূয (সংরক্ষিত)। প্রথম কথা হল, (এই বিতর্কিত হাদীছটিতে) অতিমাত্রায় ভুল রয়েছে। কেননা তিনি এতে ইবনে ওমরের ছাত্রদের বিরোধীতা করেছেন (নাছবুর রায়াহ ১/৪০৯)।

ইমাম বুখারীর এই বক্তব্যটি 'জার্হ মুফাস্সার'। যে যখম নির্মূল হবার নয়। এক্ষণে আপনারা হুছাইন থেকে এই বর্ণনার তাখরীজ লক্ষ্য করুন-



উক্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হতে প্রতীয়মান হল যে, আবূ বকর বিন আইয়াশের শেষ জীবনে হিফয খারাপ হয়ে যাবার পরে যে রেওয়ায়াতগুলি বর্ণনা করেছেন সেগুলিতে তিনি অসংখ্য ছিক্বাহ রাবীর বিরোধীতা করেছেন। সুতরাং তাঁর বর্ণনা শায হয়েছে। আর 'শায' প্রত্যাখ্যাত হাদীছের একটি প্রকার। এ কারণেই ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল সহ অন্যরা (এই হাদীছটিকে) যঈফ বলেছেন। অত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার পরও যদি কোন ব্যক্তি এই হাদীছের বিশুদ্ধতার উপরে হঠকারিতা করে তবে তাকে কোন মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসা করানো উচিৎ।

অন্য আরেকটি সনদ :

মুহাম্মাদ বিন হাসান আশ-শায়বানী বলেছেন,

قَالَ مُحَمَّدٌ , أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةِ افْتِتَاحِ الصَّلاةِ، وَلَمْ يَرْفَعْهُمَا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ মুহাম্মাদ বিন আবান বিন ছালেহ আব্দুল আযীয হতে বর্ণনা করেছেন যে, আমি ইবনে ওমর (রাঃ)-কে দেখেছি যে, তিনি ছালাতের তাকবীরের সময় কান পর্যন্ত হাত উঠাতেন। এ ব্যতীত তিনি আর হাত তুলতেন না (মুওয়াত্বা মুহাম্মাদ বিন হাসান আশ-শায়বান পৃঃ ৯২)।

জবাব :

এই সনদটি খুবই যঈফ।

(১) ইমাম আবূ হানীফার ছাত্র মুহাম্মাদ বিন হাসান আশ-শায়বানী অত্যন্ত দুর্বল। জমহুর মুহাদ্দিছ তার উপর সমালোচনা করেছেন।

ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন বলেছেন, كذاب جهمي তিনি জাহমী, মিথ্যুক (উক্বায়লী, কিতাবুয যু'আফা ৪/৫২, সনদ ছহীহ)।

নাসাঈ তাকে বলেছেন, ضعيف তিনি যঈফ (জুযউন ফী আখিরী কিতাবিয যু'আফা ওয়াল-মাতরূকীন পৃঃ ২৬৬)।

ইবনে আদী বলেছেন, আহলেহাদীছগণ (মুহাদ্দিছ এবং হাদীছের আনুগত্যকারীগণ) তাঁর বর্ণনাকৃত হাদীছসমূহ থেকে অমুখাপেক্ষী রয়েছেন (আল-কামিল ৬/২১৮)।

আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, মুহাম্মাদ বিন হাসান একজন জাহমী ছিলেন (আবূ যুরআহ, কিতাবুয যুআফাহ পৃঃ ৫৭০)।

আমর বিন আলী আল-ফাল্লাহ বলেছেন, ضعيف তিনি যঈফ (তারীখে বাগদাদ ২/১৮১, সনদ ছহীহ)।

'মুহাম্মাদ বিন আল-হাসান আশ-শায়বানী'-এর বিরুদ্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ 'জার্হ' -এর জন্য আমার তাহক্বীক্বী প্রবন্ধ 'আন-নাছরুর রবক্ষানী ফী তারজামাতি মুহাম্মাদ বিন হাসান আশ-শায়বানী' দেখুন। মাসিক 'আল-হাদীছ' (হাযারো) (৭ : পৃঃ ১১, নং ২০) হতে প্রকাশিত।

(২) মুহাম্মাদ বিন আবান বিন ছালেহ জুফী যঈফ রাবী। জমহুর মুহাদ্দিছগণ তার সমালোচনা করেছেন (দেখুন : লিসানুল মীযান ৫/১২২)।

নাসাঈ বলেছেন, كوفي ضعيف তিনি যঈফ (রাবী) এবং কূফার অধিবাসী (কিতাবুয যু'আফা ওয়াল মাতরূকীন, জীবনী নং ৫১২)।

ইমাম বুখারী বলেছেন, بالقوي وليس আর তিনি শক্তিশালী নন (কিতাবুয যু'আফা, আমার তাহক্বীক্বকৃত, জীবনী নং ৩২১)। উদ্দেশ্য এই যে, এই সনদটিও জাল, বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত।

এই তাহক্বীক্ব থেকে ইমাম বুখারীর এই বক্তব্যটি ছহীহ প্রমাণিত হল যে, কোন একজন ছাহাবী থেকেও রফউল ইদায়েন করা প্রমাণিত নয়।

তৃতীয় অধ্যায়

তাবেঈনদের (রহঃ) আছারসমূহ :

প্রকৃত হুজ্জত ও দলীল কুরআন, সুন্নাত ও ইজমা। তাবেঈনদের আছারসমূহ শ্রেফ এই উদ্দেশ্যেকে সামনে রেখে লিপিবদ্ধ করছি যে, খায়রুল কুরূনে রফউল ইদায়েনের সুন্নাতের উপরে লাগাতার ও কোনরূপ বিচ্ছিন্নতা ব্যতিরেকে আমল অব্যাহত ছিল। অতএব (রফউল ইদায়েন) রহিত হওয়ার দাবী বাতিল।

নিম্নোক্ত তাবেঈদের থেকে ছহীহ সনদের সাথে রুকূ'র আগে ও পরে রফউল ইদায়েন করা বা স্বীকৃতি প্রমাণিত আছে-

(১) আবূ ক্বিলাবাহ (মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২৪৩৭, ১/২৩৫, সনদ ছহীহ; জুযউ রফইল ইদায়েন হা/৫৫)।

(২) মুহাম্মাদ বিন সীরীন (মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২৪৩৬, ১/২৩৫, সনদ ছহীহ; ইমাম বায়হক্বী 'আল-খিলাফিইয়াত' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন (পাণ্ডুলিপি), পৃঃ ১০৪, সনদ ছহীহ)।

(৩) ওয়াহ্‌ব বিন মুনাবিক্ষহ (মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক্ব হা/২৫২৪, ২/৬৯; আত-তামহীদ ৯/২২৮; আর আব্দুর রাযযাক্ব তার থেকে (বর্ণনা করার সময়) 'সামা'-এর বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন)।

(৪) সালেম বিন আব্দুল্লাহ।

(৫) ক্বাসেম বিন মুহাম্মাদ।

(৬) আত্বা।

(৭) মাকহূল (জুযউ রফই'ল ইদায়েন হা/৬২, সনদ হাসান)

(৮) নুমান বিন আবী আইয়াশ (জুযউ রফইল ইদায়েন হা/৫৯, সনদ হাসান)।

(৯) ইবনে আবক্ষাসের ছাত্র ত্বাউস (মুসনাদে আহমাদ হা/৫০৩৩, ২/৪৪, সনদ ছহীহ)।

(১০) হাসান বছরী (মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২৪৩৫, ১/২৩৫, সনদ ছহীহ, এর কিছু শাহেদ আছে)।

كاملة عشرة تلك

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) ও রফউল ইদায়েন

ইমাম বুখারী 'জুযউ রফইল ইদায়েন' গ্রন্থে বলেছেন,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ مُسْهِرٍ , حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ , حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْمُهَاجِرِ قَالَ: "كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ يَسْأَلُنِي أَنْ أَسْتَأْذِنَ لَهُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَاسْتَأْذَنْتُ لَهُ عَلَيْهِ فَقَالَ: الَّذِي جَلَدَ أَخَاهُ فِي أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ؟ إِنْ كُنَّا لَنُؤَدَّبُ عَلَيْهِ , وَنَحْنُ غِلْمَانٌ بِالْمَدِينَةِ. فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ আমর বিন মুহাজির বলেছেন, আব্দুল্লাহ বিন

আমর আমাকে বললেন, আমাকে ওমর বিন আব্দুল আযীযের নিকেট নিয়ে চল। আমি যখন ওমর বিন আব্দুল আযীযের কাছে তার কথা উল্লেখ করলাম তখন তিনি বললেন, এ সেই আব্দুল্লাহ বিন আমের; যিনি তার ভাইকে রফউল ইদায়েন করার কারণে মেরেছিলেন। আমাদেরকে রফউল ইদায়েন করার আমল শিখানো হত যখন আমরা মদীনায় ছিলাম। ফলে তিনি তাকে তার নিকটে আনয়ন করার অনুমতি প্রদান করেন নি (পান্ডুলিপি, পৃঃ ৬, মুদ্রিত কপি, পৃঃ ১৭; আত-তামহীদ ৯/২১৮)।

এ আছারটির সনদ ছহীহ।

(১) মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ (আল-বুখারী আবূ আহমাদ আল-বীকান্দী) ছিক্বাহ (তাক্বরীবুত তাহযীব, জীবনী নং ৫৪১৭)।

(২) আব্দুল আলা বিন মুসহির ছিক্বাহ, মর্যদাসম্পন্ন (তাক্বরীবুত তাহযীব, জীবনী নং ৩৭৩৮)।

(৩) আব্দুল্লাহ ইবনুল আলা বিন যাবর ছিক্বাহ ছিলেন (আত-তাক্বরীব, জীবনী নং ৩৫২১)

(৪) আমর ইবনুল মুহাজির ছিক্বাহ ছিলেন (আত-তাক্বরীব, জীবনী নং ৫১২০)।

সারাংশ হল, এই সনদ একেবারেই ছহীহ।

ইবনে আব্দুল বার্র-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, ওমর বিন আব্দুল আযীয বলেছেন, سَالِمٌ قَدْ حَفِظَ عَنِ أَبِيهِ সালেম স্বীয় পিতা (আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) থেকে (রফউল ইদায়েনের হাদীছ) মুখস্ত করেছেন (আত-তামহীদ ৯/২১৯, সনদ ছহীহ)।

প্রতীয়মান হল যে, প্রসিদ্ধ তাবেঈ ও ন্যায়-পরায়ণ খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) রফউল ইদায়েনের প্রবক্তা ও আমলকারী ছিলেন। বরং রফউল ইদায়েন করার বাধা প্রদানকারীর সাথে সাক্ষাৎ করার অনুমতি পর্যন্ত দিতেন না। এটাই রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্যের জাযবা।

চতুর্থ অধ্যায়

সম্মানিত ইমামগণ ও রফউল ইদায়েন

আসল হুজ্জাত কুরআন, হাদীছ ও ইজমা। সম্মানিত ইমামদের উক্তিসমূহ সালাফে ছালেহীনদের বুঝ অনুপাতে, সাক্ষীস্বরূপ ও তাঁদের অনুসারীদের পরিতৃপ্তির জন্য পেশ করা যাচ্ছে। যেন তাদের উপর এই বিষয়টি প্রমাণ করা যায় যে, ছহীহ হাদীছের উপরে আমল করতে গিয়ে জলীলুল কদর ইমামগণও (রহঃ) রফউল ইদায়েন করতেন।

(১) ইমাম মালেক বিন আনাস (রহঃ) :

(১) তিরমিযী, আরেযাতুল আহওয়াযী সহ (২/৫৭); জামে‘ তিরমিযী, আহমাদ শাকেরের তাখরীজ সহ (হা/২৫৬, ২/৩৭)।

(২) ইরাক্বী, ত্বরহুছত তাছরীব (২/২৫৩, ২৫৪)।

(৩) ইবনে আব্দুল বার্র, আত-তামহীদ (৯/২১৩, ২২২, ২২৩)।

(৪) ইবনুল জাওযী, আল-মাউযূ‘আত (২/৯৮)।

(৫) আল-ইসতিযকার (২/১২৪)।

(৬) নববী, শরহে মুসলিম (৪/৯৫)।

(৭) আল-মাজমূ‘ শারহুল মুহাযযাব (৩/৩৯৯)।

(৮) ইবনে কুদামা, আল-মুগনী (১/২৯৪)।

(৯) ইবনে রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ (১/১৩৩)।

(১০) নায়লুল আওত্বার (২/১৮০, ৪/১৮০)।

(১১) খাত্তাবী, মাআলিমুস সুনান (১/১৯৩)।

(১২) বাগাবী, শরহে সুন্নাহ (৩/২৩)।

(১৩) ইবনে হাযম, আল-মুহাল্লা (৪/৮৭)।

(১৪) কুরতুবী, আল-মুফহিম (২/১৯)।

এই সকল গ্রন্থসমূহে ইমাম মালেকের রফউল ইদায়েনের উল্লেখ আছে।

আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহ্হব বলেছেন, رأيت مالك بن أنس يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع من الركوع আমি ইমাম মালেক বিন আনাসকে দেখেছি যে, তিনি ছালাতের শুরুতে, রুকূ'র আগে ও রুকূ' হতে মাথা উঠার সময় রফউল ইদায়েন করতেন (ইবনে আসাকির, তারীখে দিমাশক্ব ৫৫/১৩৪, সনদ হাসান)।

ফক্বীহ আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন জাবের বিন হাম্মাদ আল-মারওয়াযী বলেছেন, আমি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল হাকাম হতে এই বিষয়টির উল্লেখ করলাম। তখন তিনি বলেছেন, هذا قول مالك وفعله الذي مات عليه وهو السنة وأنا عليه وكان حرملة على هذا এটা ইমাম মালেকের সর্বশেষ বক্তব্য ও আমল। যার উপরে অটল থাকাবস্থায় তিনি মারা যান এবং এটাই সুন্নাত। আমি এর উপরে রয়েছি (রফউল ইদায়েন করি)। আর হারমালাহ (বিন ইয়াহইয়া) এর উপর-ই আমল করতেন (তারীখে দিমাশক্ব ৫৫/১৩৪, সনদ হাসান)।

প্রতীয়মান হল যে, ইমাম মালেক (জীবনের) আমৃত্যু রুকূর' আগে এবং পরে রফউল ইদায়েন করতেন। আল্লাহ তাঁর উপর রহমত করুন।

ইমাম খাত্তাবী এবং ইমাম বাগাবী-এর স্পষ্টতা করেছেন যে, ইমাম মালেকের শেষ আমল ছিল রফউল ইদায়েন করা (মাআলিমুস সুনান ১/১৬৭, হা/২৩৬ দ্রঃ; শরহে সুন্নাহ হা/৫৬১, ৩/২৩)।

বরং আবুল আব্বাস আল-কুরতুবী বলেছেন যে, أَنَّ الرَّفْعَ فِي الْمَوَاطِنِ الثَّلَاثَةِ هُوَ آخِرُ أَقْوَالِهِ وَأَصَحُّهَا উক্ত তিন স্থানে রফউল ইদায়েন করা ইমাম মালেকের শেষ এবং সবচাইতে বিশুদ্ধ বক্তব্য ছিল (ত্বরহুত তাছরীব ১/২৫৪, শব্দগুলি তার; আল-মুফহিম ২/১৯)।

এর মোকাবেলায় (বলা হয় যে) স্রেফ 'সুহনূন' ইমাম মালেক হতে রফউল ইদায়েন না করা বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এই বর্ণনা শায এবং বর্জনকৃত।

(২) ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আশ-শাফেঈ (রহঃ) :

১. শাফেঈ, কিতাবুল উম্ম (১/১০৪)।

২. জামে' তিরমিযী (হা/২৫৬ দ্রঃ, ২/৩৭)।

৩. নববী, শরহে মুসলিম (৪/৯৫)।

৪. ইবনে দাক্বীক্ব আল-ঈদ, ইহকামুল আহকাম শরহে উমদাতুল আহকাম (১/২২০)।

ইমাম শাফেঈ থেকে রফউল ইদায়েন 'মুতাওয়াতির' রূপে প্রমাণিত আছে।

(৩) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল :

১. সুনানে তিরমিযী (হা/২৫৬ দ্রঃ, ২/৩৭)।
২. মাসায়েলে ইমাম আহমাদ (পৃঃ ৭০)।
৩. আল-ইসতিযকার (২/১২৬)।
৪. যিকরু মিহনাতিল ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বিন ইসহাক্ব (পৃঃ ১১০, ১১১)।

ইমাম আবূ দাঊদ বলেছেন, 'আমি ইমাম আহমাদকে দেখেছি যে, তিনি রুকূ'র আগে ও পরে ছালাত শুরু করার ন্যায় কান বরাবর রফউল ইদায়েন করতেন। আর কতিপয় সময়ে ছালাত শুরু করার সময়ে কিছুটা নিম্নে হাত উত্তোলন করতেন। আমি ইমাম আহমাদকে বলতে শুনেছি যে, যখন তাকে বলা হল যে, একজন ব্যক্তি রফউল ইদায়েন করা সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ শ্রবণ করে; তবুও রফউল ইদায়েন করে না। তো তার ছালাত পরিপূর্ণ হবে কি? তখন তিনি বললেন, পুরো ছালাত হওয়া তো আমার জানা নেই। হ্যাঁ, সে ছালাত ত্রুটিপূর্ণ হবে' (মাসায়েলে ইমাম আহমাদ, ইমাম আবী দাঊদের বর্ণনা পৃঃ ৩৩)।

যে ব্যক্তি রফউল ইদায়েন করে না তার ছালাতকে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ত্রুটিযুক্ত বলেছেন (আরো দেখুন : আল-মানহাজ আল-আহমাদ ১/১৫৯)।

(৪) ইমাম আওযাঈ (রহঃ) :

ইমাম আবূ আমর আব্দুর রহমান বিন আমর আল-আওযাঈ (ফক্বীহ, ছিক্বাহ জলীলুল কদর ছিলেন) বলেছেন, 'আমাদের কাছে এই বক্তব্য পৌঁছেছে যে, যে সুন্নাতের উপরে হেজাযের আলেমগণ, বছরার আলেম এবং সিরিয়ার আলেমগণ ইজমা করেছেন তা হল, ছালাতের শুরুতে, রুকূ' করার সময় তাকবীর

বলার সময়, সেজদার জন্য ঝুঁকে যাবার সময় (এখানে রুকূ'কেই উদ্দেশ্য করেছেন। কারণ তার পরে রুকূ' থেকে মাথা উঠানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে), এবং রুকূ' থেকে মাথা উঠানোর সময় রফউল ইদায়েন করা। স্রেফ কূফীগণ এই মাসআলাতে উম্মাতে মুসলিমার (ইজমার) বিরোধীতা করেছেন। আওযাঈকে বলা হল যে, যদি রফউল ইদায়েন হতে কিছু কম করে? তখন তিনি বললেন, এটা তার ছালাতের ঘাটতি (প্রাগুক্ত; আত-ত্বাবারী, আত-তামহীদ গ্রন্থের বরাতে ৯/২২৬, ইমাম ত্বাবারীর সনদটি ছহীহ)।

পঞ্চম অধ্যায়

রফউল ইদায়েন করা যরূরী

দলীল-১ : রফউল ইদায়েন করার বর্ণনাসমূহ ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিম সহ অন্যান্য গ্রন্থে রয়েছে। আর না করার একটি বর্ণনাও ছহীহ নয়। সুতরাং রফউল ইদায়েন করা-ই সাব্যস্ত আছে।

দলীল-২ : রফউল ইদায়েন না করা নবী (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত নেই। না ছহীহ সনদের দ্বারা আর না হাসান সনদে।

(রফউল ইদায়েন) না করার সকল বর্ণনাই যঈফ, ত্রুটিযুক্ত।

দলীল-৩ : কতিপয় ছাহাবী রফউল ইদায়েন করার হুকুম প্রদান করেছেন (দেখুন : সুনানে দারাকুতনী হা/১১১১, ১/২৯২, সনদ ছহীহ)।

দলীল-৪ : রফউল ইদায়েন করার বর্ণনাসমূহ 'মুতাওয়াতির'।

দলীল-৫ : অসংখ্য ছাহাবী থেকে রফউল ইদায়েন করা ছহীহ বা হাসান সনদে প্রমাণিত আছে। আর না করা কোন একজন ছাহাবী থেকেও প্রমাণিত নয়।

দলীল-৬ : সাইয়েদুনা ইবনে ওমর (রাঃ) রফউল ইদায়েন বর্জনকারীকে কংকর ছুঁড়ে মারতেন। রফউল ইদায়েন করার কারণে কোন ছাহাবী কাউকেও মারেন নি।

দলীল-৭ : কতিপয় আলেম রফউল ইদায়েন করাকে ছালাতের সৌন্দর্য বলেছেন। কোন একজন আলেমও রফউল ইদায়েন না করাকে ছালাতের সৌন্দর্য বলেন নি।

দলীল-৮ : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের নির্ভরযোগ্য আলেমগণ রফউল ইদায়েন করার পক্ষে গ্রন্থসমূহ রচনা করেছেন। যেমন ইমাম বুখারী ইত্যাদি। কোন গ্রহণযোগ্য আলেম রফউল ইদায়েন না করার পক্ষে কোন গ্রন্থ রচনা করেন নি।

দলীল-৯ : প্রত্যেকটি রফউল ইদায়েনের সাথে প্রতিটি আঙ্গুলের বিনিময়ে একটি নেকী পাওয়া যায়।

ইমাম ত্বাবারানী বলেছেন, حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي ابْنُ هُبَيْرَةَ، أَنَّ أَبَا الْمُصْعَبَ مِشْرَحَ بْنَ الْمُقْرِئُ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ، يَقُولُ: إِنَّهُ يُكْتَبُ هَاعَانَ الْمَعَافِرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ أُصْبُعٍ حَسَنَةٌ أَوْ دَرَجَةٌ فِي كُلِّ إِشَارَةٍ يُشِيرُهَا الرَّجُلُ بِيَدِهِ فِي الصَّلَاةِ بِكُلِّ
'সাইয়েদুনা উক্ববাহ বিন আমের (রাঃ) বলেন, ছালাতে যে ব্যক্তি ইশারা করে তার প্রতিটি ইশারার বিনিময়ে একটি আঙ্গুলের উপরে একটি করে নেকী বা স্তর মিলবে (আল-মু'জামুল কাবীর হা/৮১৯, ১৭/২৯৭, সনদ হাসান)।

সনদটির তাহক্বীক্ব :

উক্ববাহ বিন আমের একজন প্রসিদ্ধ ছাহাবী (রাঃ)। তিনি মিশরী ও ফক্বীহ, ফাযেল ছিলেন (তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৪৬৪১)।

মিশরাহ বিন আহান-এর পরিচিতি :

(১) ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন বলেছেন, তিনি ছিক্বাহ (তারীখে দারেমী আন ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন, রাবী নং ৭৫৫; কিতাবুল জারহি ওয়াত-তাদীল ৮/৪৩২, সনদ হাসান)।

(২) আহমাদ বিন হাম্বল বলেছেন, তিনি পরিচিত ব্যক্তি (ইবনে আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল ৮/৪৩২, সনদ হাসান)।

(৩) ইবনুল ক্বাত্তান তাকে ছিক্বাহ বলেছেন (বায়ানুল ওয়াহমি ওয়াল ঈহাম ৩/৫০৪, অনুচ্ছেদ-১২৭৭; নাছবুর রায়াহ ৩/২৪০)।

(৪) যাহাবী বলেছেন, তিনি সত্যবাদী (মীযানুল ইতিদাল ৪/১১৭)। এবং তিনি বলেছেন, তিনি ছিক্বাহ (যাহাবী, আল-কাশিফ ৩/১২৯)।

(৫) তিরমিযী তার একটি বর্ণনাকে 'হাসান গরীব' বলেছেন (জামে' তিরমিযী হা/৩৬৮৬, ৫/৬১৫; কিতাবুল মানাক্বিব, মানাক্বিবে ওমর বিন খাত্ত্বাব-এর অনুচ্ছেদে উক্ত তাওছীক্ব বিদ্যমান)।

(৬) আব্দুল হক্ব আল-ইশবীলী তার বর্ণনাকৃত হাদীছকে 'এর সনদ হাসান' বলেছেন (আল-আহকামুল উসত্বা ৩/১৫৬, ১৫৭; 'আল-মুহাল্লিল' এর অনুচ্ছেদ)।

(৭) ইবনে আদী বলেছেন, أَرْجُو أَنَّهُ لا بَأْسَ بِهِ আমি আশা করি তার মাঝে কোন সমস্যা নেই (ইবনে আদী, আল-কামিল ৬/২৪৬০; তাহযীবুত তাহযীব ১০/১৪১)।

(৮) হাফেয হায়ছামী তার (বর্ণনাকৃত) হাদীছকে 'হাসান' বলেছেন (মাজমা'উয যাওয়ায়েদ ২/১০৩)।

(৯) ইমাম হাকেম তার হাদীছকে 'ছহীহুল ইসনাদ' বলেছেন (আল-মুসতাদরাক হা/২৮০৪, ২/১৯৮, ১৯৯)।

(১০) ইবনে তায়মিয়া 'মিশরাহ বিন আহান'র হাদীছকে 'হাসান' বলেছেন (ইবত্বালুল হিয়াল পৃঃ ১০৫, ১০৬; ইরওয়াউল গালীল হা/১৮৯৭, ৬/৩১০)।

সতর্কীকরণ : ইবনে হিব্বান তাকে 'কিতাবুছ ছিক্বাত' (৫/৪৫২, তিনি বলেছেন, তিনি ভুল করতেন ও ছিক্বাহ রাবীদের বিপরীত করতেন) এবং 'কিতাবুয যুআফা' (আল-মাজরূহীন ৩/২৮, তিনি বলেছেন, তিনি উক্ববাহ বিন আমের হতে মুনকার হাদীছসমূহ বর্ণনা করতেন। তার মুতাবাআত করা হয় না) গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখ করেছেন। অতএব তার উভয় বক্তব্যই বর্জিত হয়ে গেছে (দেখুন : মীযানুল ইতিদাল ২/৫৫২)।

ইবনে হিব্বান উক্বাহ বিন আমের হতে মিশরাহ বিন আহানের বর্ণিত হাদীছকে 'ছহীহ ইবনে হিব্বান'-এ লিপিবদ্ধ করার দ্বারা সাব্যস্ত করেছেন যে, তার 'জার্হ' রহিত (দেখুন : আল-ইহসান হা/৬০৫৪, অন্য সংস্করণ হা/৬০৮৬)।

অন্যদিকে :

(১) হাফেয মুনযিরী 'তার দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না' বলেছেন (?)। এর বিপরীতে হাফেয মুনযিরী মিশরাহ বিন আহান-এর বর্ণনাকে 'উত্তম সনদের দ্বারা' বলেছেন (আত-তারগীবু ওয়াত-তারহীব হা/৫০৬৪, ৪/৩০৬)।

এটা তার পক্ষ হতে মিশরাহকে ছিক্বাহ আখ্যাদান। সুতরাং তার 'তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না' বক্তব্যটি রহিত ও বর্জিত হয়ে গেছে।

(২) হাফেয দারামী 'তিনি এমনটি (শক্তিশালী নন। আর তিনি সত্যবাদী' বলেছেন (তারীখে উছমান আদ-দারেমী, রাবী নং ৭৫৫)।

প্রতীয়মান হল যে, অধিকাংশ বড় মুহাদ্দিছগণের নিকটে তিনি ছিক্বাহ। আর (তার উপর আরোপিত) 'জার্হ' প্রত্যাখ্যাত।

কাবার উপর কামান ছোঁড়ার ঘটনা :

এই ঘটনাটি বানোয়াট ও মিথ্যা। মূসা বিন দাউদ বলেছেন, 'আমার কাছে এই বিষয়টি পৌঁছেছে যে, ইনি হাজ্জাজের সেনাবাহিনীতে ছিলেন ও কাবার উপরে কামান দ্বারা হামলা করেছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি' (দেখুন : উক্বায়লী, কিতাবুয যু'আফা ৪/২২২; তাহযীবুত তাহযীব ১০/১৪১)।

মূসা বিন দাউদ এটি বলেন নি যে, কিভাবে ও কোন সূত্রে এ বিষয়টি তার কাছে পৌঁছেছে। তিনি যখন সনদই উল্লেখ করেন নি তখন তার বক্তব্য দ্বারা দলীল গ্রহণ করা বাতিল হয়েছে।

দ্বীনের ভিত্তি সনদের উপরে। হাফেয যাহাবীও 'বলা হয়েছে' বাক্যটি 'মীযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে লিখার দ্বারা এ বর্ণনাটির বাতিল হওয়ার প্রতি ইশারা করেছেন।

এই ধরণের সনদবিহীন বক্তব্য দিয়ে কোন ছিক্বাহ রাবীকে যঈফ স্থির করা যেতে পারে?

প্রতীয়মান হল যে, মিশরাহ বিন আহান মক্কার বিরুদ্ধে হামলার অপবাদ থেকে মুক্ত ও বেগুনাহ। এ কারণেই তো আসমাউর রিজালের জলীলুল কদর ইমাম (ইয়াহইয়া) বিন মাঈন তাকে ছিক্বাহ বলেছেন।

(৩) আব্দুল্লাহ বিন হুবায়রা ছিক্বাহ ছিলেন (তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৩৬৭৮)।

(৪) আব্দুল্লাহ বিন লাহী‘আহ আল-মিছরী একজন বিতর্কিত রাবী। তার কতিপয় বর্ণনা ছহীহ মুসলিমে সাক্ষ্যস্বরূপ বিদ্যমান। কতিপয় তাকে সত্যবাদী, মুতক্বিন, এবং ছিক্বাহ বলেছেন। আর কতিপয় তাকে ‘যঈফ, তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না’ ইত্যাদি বলেছেন। তিনি ‘মুদাল্লিস’ও ছিলেন। কতিপয়ের বক্তব্যনুপাতে শেষ বয়সে ইখতিলাত্বের শিকার হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ইমাম আব্দুল গনী বিন সাঈদ আল-আযদী বলেছেন, যখন ‘উবাদালাহ’ ইবনে লাহীআহ হতে বর্ণনা করেন তখন তা ছহীহ। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, ইবনে ওয়াহ্‌ব এবং (আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদ) আল-মুক্বরী (এনাদেরকে একত্রে উবাদালাহ বলা হয়। (তাহযীবুত তাহযীব ৫/৩৩০)।

এই কথাটিই ইমাম আস-সাজী ও ইমাম আল-ফাল্লাসও বলেছেন (মীযানুল ইতিদাল ২/৪৭৭)।

এটা হল ‘তা‘দীলে মুফাস্‌সার’। যা ‘জারহ মুবহাম’-এর উপর প্রাধাণ্য পায়।

স্মতর্ব্য যে, আল-মুক্বরীর বর্ণনাকে কেউই যঈফ বলেননি।

(৫) আবূ আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদ আল-মুক্বরী ছিক্বাহ, মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন (আত-তাক্বরীব, রাবী নং ৩৭১৫)।

(৬) বিশর বিন মূসা ছিক্বাহ, বিশ্বস্ত ছিলেন। (তারীখে বাগদাদ, রাবী নং ৩৫২৩, ৭/৮৬)।

তাকে ইমাম দারাকুৎনী ছিক্বাহ-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বলেছেন (তারীখে বাগদাদ ৭/৮৭, সনদ ছহীহ)।

প্রতীয়মান হল যে, এ সনদটি শক্তিশালী।

হাফেয নূরুদ্দীন আল-হায়ছামী এই সনদের বিষয়ে বলেছেন, رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ একে ইমাম ত্বাবারানী বর্ণনা করেছেন। আর এই সনদটি হাসান (মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৩/১০৩)।

সরফরায খান ছফদর দেওবন্দী লিখেছেন, ‘আর আল্লামা হায়ছামী যদি তাঁর সময়ে ছহীহ ও যঈফের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা না থাকে তবে আর কার আছে?’ (আহসানুল কালাম ১/২৩৩, টীকা দ্রঃ)

এই হাদীছের মর্ম :

(১) ইমাম বায়হাক্বী বলেছেন,

هَانِئٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ
.......حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ
صَلَّى اللّٰهُ قَالَ إِسْحَاقُ: وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ
فَلَهُ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ، وَعِنْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ، :عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِكُلِّ إِشَارَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ

(ইমাম) ইসহাক্ব (বিন রাহাওয়াইহ) বলেছেন, ছাহাবী উক্ববাহ বিন আমের (রাঃ) বলেছেন, যখন রুকূ‘র পূর্বে ও পরে রফউল

ইদায়েন করা হয় তখন প্রতিটি আঙ্গুলের ইশরার বিনিময়ে দশ নেকী পাওয়া যায় (বায়হাক্বী, মারিফাতুস সুনান ওয়াল আছার (পান্ডুলিপি) ১/২২৫, 'ইসহাক্ব বিন রাহাওয়াইহ' পর্যন্ত এর সনদটি ছহীহ)।

(২) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রফউল ইদায়েনের আলোচনায় বলেছেন, يُرْوَى عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قال في من رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ: لَهُ بِكُلِّ إِشَارَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ উক্ববাহ বিন আমের হতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি ছালাতে রফউল ইদায়েন করার বিষয়ে বলেছেন, রফউল ইদায়েনকারী ছালাতের মধ্যে প্রতিটি আঙ্গুলের ইশারায় দশটি করে নেকী পায় (মাসায়েলে ইমাম আহমাদ, আব্দুল্লাহর বর্ণনা ১/২৩৭; আত-তালখীছুল হাবীর ১/২২০)।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের এই বর্ণনাটি পুরো সনদের সাথে ছালেহ বিন আহমাদ বিন হাম্বলের বর্ণনায় 'মাসায়েলে আহমাদ' গ্রন্থে (পান্ডুলিপি, পৃঃ ১৭৪) বিদ্যমান।

(৩) হাফেয হায়ছামীও এ বক্তব্যটি রফউল ইদায়েনের অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন।

এই ইমামদের মোকাবেলায় শ্রেফ আলী মুত্তাক্বী হিন্দী (হানাফী) جواز الإشارة بالأصبع فيه وقت قراءة التشهد 'তাশাহহুদ পড়ার সময় আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করার বৈধতা'-এর অনুচ্ছেদ বেঁধেছেন (কানযুল উম্মাল ৭/৪৮১)।

অথচ ইমাম ইসহাক্ব বিন রাহাওয়াইহ, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, হাফেয হায়ছামী ও ইমাম বায়হাক্বী প্রমুখ এই হাদীছকে রফউল ইদায়েনের সাথে সম্পর্কিত বলেছেন; সুতরাং তাদের তাহক্বীক্ব অগ্রগণ্য।

দ্বিতীয় এই যে, এই আছারটির সম্পর্ক উভয়ের সাথে রয়েছে। রুকূ'র রফউল ইদায়েনের সাথেও আবার তাশাহহুদের ইশারা করার সাথেও। আলী মুত্তাক্বী এটি বলেন নি যে, অত্র হাদীছের সাথে রফউল ইদায়েনের সম্পর্ক নেই।

দলীল-১০ : কতিপয় নির্ভরযোগ্য ইমাম রফউল ইদায়েন বর্জনকারীর ছালাতকে হ্রাসপ্রাপ্ত বলেছেন। যেমন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইমাম আওযাঈ ইত্যাদি। আর কোন একজন আস্থাভাজন আলেমও রফউল ইদায়েনকারীর ছালাতকে (ছওয়াবের দিক দিয়ে) হ্রাসপ্রাপ্ত বলেননি।

সুতরাং প্রতীয়মান হল যে, রফউল ইদায়েন করাই অগ্রগণ্য। এবং রফউল ইদায়েন করতে হবে।

অমা আলায়না ইল্লাল বালাগ।

হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ

(ছফর ১৪১০ হিজরী)

{সম্পাদিত মুদ্রণ : রজব ১৪২৭ হিজরী}

সংযোজন-১

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ 'যে রাসূলের আনুগত্য করল সে নিশ্চিৎরূপে আল্লাহরই আনুগত্য করল' (নিসা ৪/৮০)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ 'যে আমার আনুগত্য করল সে জান্নাতে প্রবেশ করল' (ছহীহ বুখারী হা/৭২৮০)।

সিজদায় রফউল ইদায়েনের মাসআলা

কতিপয় লোক সিজদায় রফউল ইদায়েন করার বর্ণনাগুলি পেশ করে এ বিষয়টি সাব্যস্ত করতে চেষ্টা করেন যে, সিজদাতেও রফউল ইদায়েন করা সুন্নাত। অথচ এই সকল বর্ণনাগুলির মধ্য হতে একটিও উছূলে হাদীছের আলোকে প্রমাণিত নেই। এই প্রসঙ্গে মারফূ' বর্ণনাগুলির সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ পর্যালোচনা নিম্নরূপ-

(১) মালেক ইবনুল হুয়ায়রেছ (রাঃ)

ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي صَلَاتِهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ

মালিক ইবনুল হুয়ায়রেছ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নবী (ছাঃ)-কে ছালাতে দু'হাত তুলতে দেখেছেন যখন তিনি রুকূ' করতেন, রুকূ' হতে মাথা তুলতেন। আর যখন তিনি সিজদা করতেন ও সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন তখন তাঁর হাতদ্বয় কানের লতি বরাবর হত (নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা হা/৬৭২, ১/২২৮, শব্দগুলি তার। নাসাঈ, আস-সুনানুল মুজতাবা হা/১৮৬, ১/১২৯; আত-তালীক্বাতুস সালাফিইয়া আলা তাছহীফিন ফীহ; ইবনে হাযম, আল-মুহাল্লা, নাসাঈর সূত্রে, ৪/৯২, মাস'আলা নং-৪৪২; নাসাঈ হতে ফাতহুল বারী গ্রন্থে হা/৭৩৯-এর অধীনে ২/২২৩)।

এই হাদীছের উপর পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা গত হয়েছে। সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, 'আল-মুজতাবা' (সুনানে নাসাঈ)-তে عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ 'শুবাহ বর্ণনা করেছেন ক্বাতাদা হতে'-এর শব্দগুলি বিকৃতি ও ভুল। সঠিক শব্দগুলি হল سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ 'সাঈদ বর্ণনা করেছেন ক্বাতাদা হতে'। যেমনটি 'আল-মুজতাবা'র আসল (গ্রন্থ) 'আস-সুনানুল কুবরা'-এর মধ্যে রয়েছে। 'আল-মুজতাবা' এই (আস-সুনানুল কুবরা) গ্রন্থটির সংক্ষিপ্তরূপ (হাশিয়াতুস সিন্ধী আলান নাসাঈ ১/৩; যাফরুল মুহাছছিলীন বি-আহওয়ালীল মুছান্নীন, ইয়ানী হালাতে মুছান্নিফীন দরসে নিযামী পৃঃ ১০৭)।[৪৬৯]

যখন আসল গ্রন্থে 'সাঈদ' রয়েছে তখন তার সংক্ষিপ্তসার বা নির্বাচিত গ্রন্থে 'শুবাহ' বনে যাওয়া কিরূপে ছহীহ হতে পারে? উস্তাদ মুহতারাম জনাব আত্বাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানী (রহঃ) ও উস্তাদ আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন শাকের (রহঃ) ইত্যাদিও একে 'তাছহীফ' বলেছেন (আত-তালীক্বাতুস সালাফিইয়া পৃঃ ১২৯ ইত্যাদি)।

বরং আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী দেওবন্দী ও মুহাম্মাদ ইউসুফ বানূরী দেওবন্দীও একে 'তাছহীফ' (ভুল)-ই বুঝতেন। যেমনটি গত হয়েছে।

---

৪৬৯. ইমাম নাসাঈ তার 'আস-সুনানুল কুবরা' -গ্রন্থটির সংক্ষিপ্তসার হিসাবে 'আল-মুজতাবা' রচনা করেছেন। যা সুনানে নাসাঈ নামে পরিচিত। এটা কুতুবে সিত্তার অন্যতম গ্রন্থ।-অনুবাদক

নাসাঈর 'আস-সুনানুল মুজতাবা' গ্রন্থের অন্য স্থানসমূহেও লেখকদের ভুলের কারণে 'সাঈদ'-কে 'শুবাহ' লেখা হয়েছে। যেমন কিতাবুল জানায়েয, অনুচ্ছেদ নং ১০৬, কবরসমূহকে মসজিদরূপে গ্রহণ করা (হা/২০৪৮, আত-তালীক্বাতুস সালাফিইয়া ১/২৩৩), এই বর্ণনাটিই নাসাঈর আস-সুনানুল কুবরা কুবরা গ্রন্থে (হা/২১৭৩, ১/৬৫৮) এবং অন্যান্যতে 'সাঈদ'-এর সনদে রয়েছে। আর এটাই সঠিক।

হাফেয ইবনে হিব্বান (রহঃ) পরিপূর্ণ তাহক্বীক্ব করতে গিয়ে বলেছেন যে, লেখকদের ভুলের কারণে সাঈদ 'শুবাহ' এবং শুবাহ 'সাঈদ' বনে গিয়েছে (দ্রষ্টব্য : কিতাবুল মাজরূহীন ১/৫৯)।

এই পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, এই হাদীছের রাবী হলেন সাঈদ (বিন আবী আরূবাহ)। যার উস্তাদ 'ক্বাতাদা' একজন প্রসিদ্ধ মুদাল্লিস (দ্রষ্টব্য : কুতুবুত তাদলীস এবং ফাৎহুল বারী হা/৭১৩৫, ৭১৩৬-এর অধীনে ১৩/১০৯)। আর তিনি 'আন' শব্দযোগে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। উছূলে হাদীছে এ বিষয়টি স্থির আছে যে, মুদাল্লিসের 'আন' যুক্ত বর্ণনা গায়ের ছহীহায়নে 'সামা' এবং 'নির্ভরযোগ্য মুতাবাআত' ব্যতিত যঈফ হয়। অতএব এই সনদটি যঈফ। 'ক্বাতাদা' হতে হিশাম আদ-দাসতাওয়াঈর বর্ণনাটিও ক্বাতাদার 'আনআনা'র কারনে যঈফ (নাসাঈ, আল-মুজতাবা হা/১০৮৮)।

সিজদায় রফউল ইদায়েনের প্রবক্তাদের সব চেয়ে ছহীহ হাদীছের এই হল অবস্থা। এরই উপরে তাদের অন্যান্য বর্ণনাগুলির অবস্থান অনুধাবন করে নিন।

(২) ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ)

وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ أَيْضًا رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ 'আর যখন তিনি সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন, তখনও রফউল ইদায়েন করতেন। এমনকি ছালাত সমাপ্ত করে ফেলতেন' (আবূ দাঊদ, আউনুল মাবূদ হা/৭২৩, ১/২৬৩)।

এ হাদীছে ' السُّجُودِ ' (সিজদাসমূহ) শব্দটি 'মাছদার' বা মূলধাতু। যা একবচন ও বহুবচন-উভয়ের উপরেই বলা যায়। সুতরাং অপরাপর দলীলসমূহের আলোকে এই হাদীছের উদ্দেশ্য এই যে, তিনি চার সিজদার পরে (তাশাহহুদের পরে) উঠতেন তখন রফউল ইদায়েন করতেন। অন্য কথায়, দু' রাকআত পড়ে তৃতীয় রাক'আতের জন্য উঠার পরের রফউল ইদায়েন (কথা অত্র হাদীছে উল্লেখ) আছে। অতএব এই হাদীছ দ্বারা দু'সিজদার মাঝে 'রফউল ইদায়েন'কে টেনে আনা ঠিক নয়। সাইয়েদুনা ওয়ায়েল (রাঃ)-এর কতিপয় বর্ণনায় إِذَا رَكَعَ وَإِذَا سَجَد 'যখন রুকূ' করতেন ও যখন সিজদা করতেন'-এর শব্দসমূহও এসেছে (সুনানে দারাকুতনী হা/১১০৮, ১/২৯১)।

এ (হাদীছের) মর্ম এই যে, যখন তিনি রুকূ' (করার ইচ্ছা) করতেন তখন রফউল ইদায়েন করতেন। আর যখন তিনি সিজদা করার ইচ্ছা করতেন তখন রফউল ইদায়েন করতেন।

এ দু'টো রফউল ইদায়েন রুকূ'র আগে ও পরের। সিজদা ও বসে থাকার অবস্থার নয়। আর আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর হাদীছের মর্মই এটা। যেটি আবূ দাঊদ, ইবনে খুযায়মাহ ইত্যাদি বর্ণনা করেছেন।

(৩) আনাস বিন মালেক (রাঃ)

حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

ছাক্বাফী আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন হুমায়দ হতে, তিনি আনাস হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (ছাঃ) রুকূ‘ ও সিজদায় রফউল ইদায়েন করতেন (মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ১/২৩৫)।

এতে মুদাল্লিস রাবী হুমায়দ আত-ত্বাবীল রয়েছেন। সুতরাং এই সনদটি যঈফ। আর ‘ فِي الرُّكُوعِ ’ দ্বারা রুকূ‘র পূর্বে ও ‘ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ’ দ্বারা সিজদার পূর্বের (রফউল ইদায়েন) উদ্দেশ্য। অর্থাৎ এই দু’টো রফউল ইদায়েন ক্বিয়ামের সাথে সম্পৃক্ত, বসার সাথে নয়।

আবূ ইয়ালা আল-মূছিলী বলেছেন-

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে দেখেছি যে, তিনি যখন ছালাত শুরু করতেন, যখন রুকূ‘ করতেন আর যখন রুকূ‘ থেকে মাথা তুলতেন তখন রফউল ইদায়েন করতেন (মুসনাদে আবী ইয়ালা হা/১০৩৮, ৬/৪২৪, ৪২৫)।

{হুমাঈদ আত-ত্বাবীলের রেওয়ায়াতটি ছহীহ। দেখুন তাহক্বীক্বী মাক্বালাত ৫/২১৫।-লেখক}

এই বর্ণনাটি উপরের হাদীছটিকে ব্যাখ্যা করেছে। আর একজন সাধারণ ছাত্রও এ কথাটা জানে যে, হাদীছ হাদীছের ব্যাখ্যা করে থাকে।

(৪) আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (রাঃ)

وَصَلَّى بِهِمْ يُشِيرُ بِكَفَّيْهِ حِينَ يَقُومُ وَحِينَ يَرْكَعُ وَحِينَ يَسْجُدُ وَحِينَ يَنْهَضُ لِلْقِيَامِ، فَيَقُومُ فَيُشِيرُ بِيَدَيْهِ ‘লোকদের নিয়ে ছালাত আদায় করার সময়, দাঁড়ানোর সময়, রুকূ‘ করার সময়, সিজদাহ করার সময় দু’হাত উত্তোলন করতেন। এবং (দু’রাকাআত শেষে) উঠার সময়ে দাঁড়ানোর পরে দু’হাত তুলতেন’ (আবূ দাঊদ হা/৭৩৯; আউনুল মাবূদ ১/২৬৯)।

এর সনদটি ইবনে লাহীআহ’র তাদলীস এবং মায়মূনের অজ্ঞাত হওয়ার দরূণ যঈফ। ইবনে লাহীআহ প্রসিদ্ধ মুদাল্লিস রাবী। (দ্রষ্টব্য : কুতুবুল মুদাল্লিস)। এবং তিনি ‘আন’ শব্দে রেওয়ায়াতটি বর্ণনা করেছেন। এর রাবী মায়মূন আল-মাক্কী একজন মাজহূল রাবী (আত-তাক্বরীব, রাবী নং ৭০৫৪)।

মায়মূন থেকে শ্রেফ ইবনে হুবায়রাহ বর্ণনা করেছেন (তাহযীবুত তাহযীব)।

এমন রাবী যার ছাত্র কেবলমাত্র একজন হয় এবং কেউই যাকে ছিক্বাহ বলেন নি, এমন রাবী ‘মাজহূলুল আইন’ হন। ‘মাজহূলুল আইন’ রাবীর বর্ণনা মুহাদ্দিছদের নিকটে যঈফ হয়। এর মতনের মর্মও সেটা নয় যা কতিপয় আলেম টেনে এনেছেন। বরং সঠিক মর্ম এই যে, তিনি ক্বিয়াম (তাকবীরে ঊলা) করার সময় রফউল ইদায়েন করতেন। এবং রুকূ‘ করার সময় (রুকূ‘র পরে ক্বিয়ামের

মাঝে) সিজদা করার পূর্বে রফউল ইদায়েন করতেন। আর যখন তিনি (দু' রাক'আত পড়ে) দাঁড়াতেন তখন রফউল ইদায়েন।

প্রতীয়মান হল যে, এর দ্বারা সিজদার মাঝে বসা অবস্থায় রফউল ইদায়েন প্রমাণিত করা ছহীহ নয়। নতুবা বলে দিন যে, রুকূ'র পরের রফউল ইদায়েন কোথায় আছে?

(৫) আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ

فَكَانَ إِذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الْأُولَى فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهَا رَفَعَ يَدَيْهِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ

'যখন তিনি প্রথম সেজদাটি করতেন তখন মাথা তুলতেন। তিনি তার হস্তদ্বয়কে মুখের সম্মুখ পর্যন্ত তুলতেন' (আবূ দাঊদ হা/৭৪০, ১/২৬৯; নাসাঈ, আল-মুজতাবা, আত-তালীক্বাতুস সালাফিইয়া সহ হা/১১৪৭, ১/১৩৫)।

নাযর বিন কাছীরের দুর্বলতার কারণে এই সনদটি যঈফ (দেখুন : তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৭১৪৭)।

(৬) প্রতিটি তাকবীরের সাথে (রফউল ইদায়েন করা)

কতিপয় যঈফ বর্ণনায় كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ 'তিনি প্রতিটি তাকবীরের সময় হাত তুলতেন' বাক্যটি এসেছে। যেমন-

* উমায়র বিন ক্বাতাদা হতে... (সুনানে ইবনে মাজাহ হা/৮৬১)। বূছীরী 'যাওয়াদ' গ্রন্থে বলেছেন, 'এই সনদের মধ্যে রিফদাহ বিন কুযাআহ নামক যঈফ রাবী আছেন। এবং আব্দুল্লাহ স্বীয় পিতা থেকে কিছুই শ্রবণ করেননি'।

'রিফদাহ'র প্রতি জার্হ সম্পর্কে অবগত হতে 'তাহযীবুত তাহযীব' ও 'তাক্বরীবুত তাহযীব' ইত্যাদি (গ্রন্থসমূহ) অধ্যয়ন করুন।

* 'জাবের বিন আব্দুল্লাহ হতে'... (মুসনাদে আহমাদ ৩/৩১০)।

এর সনদে হাজ্জাজ বিন আরত্বাত নামক মুদাল্লিস রাবী রয়েছেন। এবং তিনি 'আন' শব্দযোগে বর্ণনা করেন।

নাছর বিন বাব জমহুর মুহাদ্দিছদের নিকটে যঈফ ও সমালোচিত। সুতরাং এই সনদটি যঈফ। এই বর্ণনাগুলির মর্মও এই নয় যে, সিজদার মাঝে রফউল ইদায়েন করতে হবে। বরং مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ 'প্রতিটি তাকবীরের সাথে'-এর উদ্দেশ্য ঐটাই যা وَيَرْفَعُهُمَا فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ يُكَبِّرُهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلَاتُهُ 'আর তিনি প্রত্যেক তাকবীরের সাথে দু'হাত তুলতেন। তিনি রুকূ' করার আগে তাকবীর বলতেন। যতক্ষণ না ছালাত শেষ হত'-এর রয়েছে (আবূ দাঊদ হা/৭২২, ১/২৬৩, এটি ছহীহ হাদীছ)।

সারাংশ এই যে, সিজদায় রফউল ইদায়েন রাসূল (ছাঃ) হতে ছহীহ সনদ এবং স্পষ্টতার সাথে প্রমাণিত নেই। যে ব্যক্তি এর প্রমাণিত হওয়ার দাবী করে তার নিকটে আমাদের দরখাস্ত যে, স্রেফ একটি ছহীহ বা হাসান হাদীছ উপস্থাপন করুন যেখানে রুকূ'র পরের রফউল ইদায়েনের স্পষ্টতার পরে সিজদায় কাঁধ বা কান বরাবর রফউল ইদায়েনের স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে।

সতর্কীকরণ-১ : জনাব মুহাম্মাদ হুসাইন সালাফী 'সিজদায় রফউল ইদায়েন করা সুন্নাত' নামক একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন। যেখানে যঈফ ও বাতিল বর্ণনাসমূহকে ছহীহ বা হাসান বলা হয়েছে। *ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন।*

তিনি কিছু রেওয়ায়াতের মর্মকেও ভুলভাবে বর্ণনা করেছেন। হাফেয মুহাম্মাদ আইয়ূব ছাবের ছাহেব 'আউনুল মালিকিল মাবূদ ফী তাহক্বীক্বি আহাদীছি রফইল ইদায়েন ফিস সুজূদ' নামী গ্রন্থ দ্বারা মুহাম্মাদ হুসাইন ছাহেবের উত্তম জবাব প্রদান করেছেন। যা 'মাকতাবাতুস সুন্নাহ' প্রকাশ করেছে।

সতর্কীকরণ-২ : জনাব আবূ হাফছ বিন ওছমান বিন মুহাম্মাদ আল-ওছমানী আদ-দাজিলী আরবী ভাষায় 'ফাযলুল ওয়াদূদ ফী তাহক্বীক্বি রফইল ইদাইন লিস-সুজূদ' নামী একটি পুস্তিকা লিখেছেন। এই পুস্তিকার মৌলিক বর্ণনাসমূহের জবাব এই প্রবন্ধে এসে গিয়েছে।

অমা আলায়না ইল্লাল বালাগ।

রফউল ইদায়েনের হুকুম ও সাইয়েদুনা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)

ছালাতে রুকূ'র আগে ও পরে রফউল ইদায়েন করা মুতাওয়াতির হাদীছসমূহ দ্বারা প্রমাণিত আছে (ক্বাত্বফুল আযহার আল-মুতানাছিরাহ ফিল আখবারিল মুতাওয়াতিরাহ হা/৩৩; নাযমুল মুতানাছির মিনাল হাদীছিল মুতাওয়াতির হা/৬৭; লাফযুল লাআলী আল-মুতানাছিরাহ ফিল হাদীছিল মুতাওয়াতিরাহ হা/৬২)।

ছাহাবায়ে কেরাম যেমন আমীরুল মূমিনীন সাইয়েদুনা আবূ বকর, আমীরুল মুমিনীন সাইয়েদুনা ওমর ও আমীরুল মুমিনীন সাইয়েদুনা আলী প্রমুখদের থেকেও পরিষ্কারভাবে রফউল ইদায়েন প্রমাণিত আছে। *আল্লাহ তাঁদের সকলের উপরে সন্তুষ্ট হউন।*

বরং আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীছ ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন, لَا يَرْفَعُ يَدَيْه وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ

আর কোন একজন ছাহাবী থেকেও এটা প্রমাণিত হয়নি যে, তারা রফউল ইদায়েন করতেন না (জুযউ রফইল ইদায়েন হা/৭৬)।

এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে আমীরুল মুমিনীন ফিল সাইয়েদুনা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর হাদীছটি সনদের তাহক্বীক্বসহ পেশ করা যাচ্ছে। যদ্বারা প্রমাণ হয় যে, কথা ও কাজে- উভয়রূপেই রফউল ইদায়েন করা প্রমাণিত আছে। *আল-হামদুলিল্লাহ।*

আব্দুল্লাহ ইবনুল ক্বাসেম বলেছেন, بَيْنَمَا النَّاسُ يُصَلُّونَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ خَرَجَ عَلَيْهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: أَقْبِلُوا عَلَيَّ بوجوهكم، أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي كَانَ يُصَلِّي وَيَأْمُرُ بِهَا، فَقَامَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، حَتَّى حَاذَى بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ كَبَّرَ، ثُمَّ رَكَعَ، وَكَذَلِكَ حِينَ رَفَعَ، فَقَالَ لِلْقَوْمِ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا

লোকেরা রাসূল (ছাঃ)-এর মসজিদে ছালাত আদায় করছিলেন। হঠাৎ তাদের মাঝে ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) উদয় হলেন ও বললেন, লোকেরা! তোমরা আমার প্রতি তোমাদের মুখ ফেরাও। আমি তোমাদেরকে রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাতে পড়িয়ে দেখাচ্ছি যা তিনি পড়তেন এবং যার হুকুম তিনি দিতেন। তারপর তিনি কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ালেন। এরপর তিনি কাঁধ বরাবর হাত তুললেন ও আল্লাহু আকবার বললেন। তারপর তিনি স্বীয় দৃষ্টিকে নত করলেন। এরপর তিনি রফউল ইদায়েন করলেন। এমনকি তার দু'হাত কাঁধ বরাবর হয়ে গেল। অতঃপর তিনি তাকবীর

বললেন ও রুকূ‘ করলেন। আর অনুরূপভাবে রফউল ইদায়েন করলেন। যখন তিনি রুকূ‘ হতে দাঁড়ালেন তখন তিনি (ছালাতের পরে) লোকদেরকে বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে এইভাবে ছালাত পড়াতেন (নাছবুর রায়াহ ১/৪১৬; মুসনাতুল ফারূক্ব ১/১৬৫, ১৬৬; শরহে সুনানে তিরমিযী, ইবনে সাইয়েদুন নাস ২/২১৭, শব্দগুলি তার)

এখন এই হাদীছের বর্ণনাকারীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হল-

(১) আবূ বকর (রাঃ)-এর দাস আব্দুল্লাহ ইবনুল ক্বাসেম

তিনি আব্দুল্লাহ বিন ওমর, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ও আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (রাঃ) প্রমুখের ছাত্র। তার থেকে ফুযায়েল বিন গাযওয়ান, কুর্রাহ বিন খালেদ এবং আবূ ঈসা সুলায়মান বিন কায়সান আল-খুরাসানী (হাদীছ) বর্ণনা করেছেন (বুখারী, আত-তারীখুল কাবীর ৫/১৭৩; ইবনে আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৫/১৪০,১৪১, শব্দগুলি ইবনে আবী হাতিমের)।

ইমাম বুখারী ও আবূ হাতিম আর-রাযী তাঁকে সমালোচনা করেননি। হাফেয ইবনে হিব্বান তাকে ছিক্বাহ বলেছেন (ইবনে হিব্বান, কিতাবুত ছিক্বাত ৫/৪৬; তাহযীবুল কামাল ১০/৪২১; তাহযীবুত তাহযীব ৫/৩১৪; খাযরাজী, খুলাছাতু তাহযীবিল কামাল পৃঃ ২১০)।

যাফর আহমাদ থানবী দেওবন্দী বলেছেন, ‘আর অনুরূপভাবে প্রত্যেক ঐ রাবী যাকে ইমাম বুখারী স্বীয় তারীখ গ্রন্থসমূহে উল্লেখ করে কোন সমালোচনা করেননি; তারা ছিক্বাহ। কারণ তার স্বভাব ছিল যে, তিনি জারহ ও মাজরূহীনদেরকে উল্লেখ করতেন। এটা

ইবনে তায়মিয়া বলেছেন’ (ক্বওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীছ, পৃঃ ২২৩; ইলাউস সুনান, খন্ড-১৯)।

যাফর আহমাদ থানবী ছাহেবের এই বক্তব্য অপ্রণিধানযোগ্য। তা সত্ত্বেও দেওবন্দীদের উচিৎ উক্ত উছূলকে সামনে রেখে উপরোক্ত রাবীকে ছিক্বাহ হিসাবে স্থির করা।

ইবনুল ক্বাত্তান আল-ফাসী উল্লিখিত আব্দুল্লাহ ইবনুল ক্বাসেমকে ‘মাজহূল’ বলেছেন (তাহযীবুত তাহযীব ৫/৩১৪)।

এই ‘জার্‌হ’ কতিপয় কারণে বাতিল-

(১) যখন তাওছীক্ব প্রমাণিত হয়ে যায় তখন মাজহূল বা মাসতূর ইত্যাদি উক্তিসমূহ স্বতন্ত্রভাবেই প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায়। এমন কতই না রাবী আছেন যাদেরকে ইমাম আবূ হাতিম মাজহূল বলেছেন। পক্ষান্তরে অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ তাদেরকে ছিক্বাহ বলেছেন। আর তাদের তাওছীকের উপর-ই আমল রয়েছে। দেখুন : ক্বাওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীছ (পৃঃ ২৬৭)।

(২) ইবনুল ক্বাত্তান আল-ফাসীর একটি খাছ উছূল আছে যে, তিনি এমন রাবীকে মাজহূল বলে দিতেন যার তাওছীক্ব পরিষ্কারভাবে (তার সমকালীনদের থেকে) পাওয়া যায় না। অথচ এমন রাবী ছহীহায়নেও বিদ্যমান আছে। দেখুন : ক্বওয়ায়েদে দেওবন্দিয়া ফী উছূলিল হাদীছ (পৃঃ ২০৫)।

(৩) উছূলে হাদীছে এটা নির্ধারিত আছে যে, যার থেকে দু’জন ছিক্বাহ রাবী (হাদীছ বা আছার) বর্ণনা করেন তিনি ‘মাজহূলুল আইন’ নন। বরং ‘তাওছীক্ব’ না পাওয়ার অবস্থায় (তাকে) ‘মাজহূল’ বা ‘মাসতূর’ বলা হয়। এমন ব্যক্তির বর্ণনা ইমাম আবূ

হানীফার নিকটে কবুলযোগ্য (ক্বওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীছ পৃঃ ২০৪)।

এ বক্তব্যটি যদিও অনগ্রাধিকার প্রাপ্ত তবুও ঐ লোকদের গভীর চিন্তা করা যরূরী যারা 'আজলা আলামি আন্নাল ফাৎওয়া আলা ক্বওলিল ইমাম'-এর ন্যায় গ্রন্থ রচনা করেন ও প্রচার করেন যে, 'কিন্তু ইমাম ব্যতীত অন্য কারো উক্তি দ্বারা আমাদের বিরুদ্ধে দলীল প্রতিষ্ঠা করা বিবেক বর্হিভূত কাজ' (ঈযাহুল আদিল্লাহ পৃঃ ২৭৬)।

তারা কেন কতিপয় ছিক্বাহ রাবীকে 'মাসতূর' বা 'মাজহূলুল হাল' বলে প্রত্যাখ্যান করেন?

এনাদের উছূল এতই বিরোধপূর্ণ যে, প্রতিটি সুস্থ মানুষ অবগত হওয়ার পরে পেরেশান হন যে, এর মাঝে সমন্বয় হবে কিভাবে? যেমন যাফর আহমাদ থানবী ছাহেব বলেছেন, 'আমরা হানাফীদের নিকটে তিন শতকের মাসতূর রাবীর বর্ণনা কবুলযোগ্য (ছহীহ দলীল)' (ইলাউস সুনান ৩/২০৪)।

তিনি আরো বলেছেন, 'এবং তিনটি স্বর্ণালী শতকের মধ্যে কোন রাবীর মাজহূল হওয়া আমাদের নিকটে ক্ষতিকর নয়' (ঐ, পৃঃ ১৯৭)।

অথচ একই খন্ডে এই থানবী ছাহেব (যাফর আহমাদ) বলেছেন, 'আমি বলেছি, এতে একজন মাজহূল ব্যক্তি (আল-হারিছের একজন বংশধর যিনি ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর ছাত্র ছিলেন) রয়েছেন। সুতরাং, এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা ঠিক নয়' (পৃঃ ১৬১)। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন।

থানবী ছাহেবের এই সাংঘর্ষিক, প্রতিকুল পলিসির কারণে একজন আরব মুহাক্কিক্ব শায়খ আদ্দাব মাহমূদ আল-হামশ 'ইলাউস সুনান' সম্পর্কে বলেছেন, 'এই গ্রন্থটি তিনটি ভূমিকাসমেত একুশ খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। আর এই গ্রন্থে বিপদসমূহ ও লজ্জাদায়ক বক্তব্য রয়েছে' (রুওয়াতিল হাদীছ আল্লাযীনা সাকাতা আলায়হিম আয়েম্মাতুল জারহি ওয়াত-তাদীল পৃঃ ২৭)।

(৪) সুনানে আবূ দাঊদ (হা/১৫১৪) ও সুনানে তিরমিযী (হা/৩৫৫৯)-এর একটি বর্ণনা عَنْ أَبِي نُصَيْرَةَ، عَنْ مَوْلًى لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ 'আবূ নুছায়রাহ হতে, তিনি আবূ বকরের দাস হতে, তিনি আবূ বকর হতে'-এর সনদে (বর্ণিত) আছে।

এ সম্পর্কে হাফেয ইবনে কাছীর বলেছেন, وَقَوْلُ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ بِذَاكَ، فَالظَّاهِرُ إِنَّه لِأَجْلِ جَهَالَةِ مَوْلَى وَالتِّرْمِذِيِّ: لَيْسَ إِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ تَابِعِيٌّ كَبِيرٌ، وَيَكْفِيهِ نِسْبَتُهُ إِلَى أَبِي أَبِي بَكْرٍ، وَلَكِنَّ جَهَالَةَ مِثْلِهِ لَا تَضُرُّ؛ لِأَنَّهُ بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَهُوَ حديث حسن والله أعلم আলী ইবনুল মাদীনী ও তিরমিযীর এই বক্তব্য রয়েছে যে, উক্ত হাদীছটির সনদ বাহ্যিকভাবে আবূ বকরের দাসের মাজহূল হওয়ার কারণে শক্তিশালী নয়। কিন্তু এমন ব্যক্তির জাহালত ক্ষতিকর নয়। কেননা তিনি বড় তাবেঈ ছিলেন। আর তার জন্য আবূ বকরের প্রতি সম্বন্ধকরণই যথেষ্ট। তাই এ হাদীছটি হাসান। আল্লাহই ভাল জানেন (তাফসীর ইবনে কাছীর ২/১০৬, অন্য সংস্করণ ১/৪১৬)।

এই বক্তব্যটি যদিও অনগ্রাধিকার প্রাপ্ত, কিন্তু প্রতীয়মান হল যে, আব্দুল্লাহ ইবনুল ক্বাসেম হাফেয ইবনে কাছীরের নিকটে 'হাসানুল হাদীছ'।

হাফেয যায়লাঈ বলেছেন, 'কিন্তু তার অজ্ঞাত হওয়া ক্ষতিকর নয়। কেননা, আবূ বকরের প্রতি তার সম্বন্ধকরণ-ই যথেষ্ট' (ইতহাফুল মুত্তাক্বীন ৫/৫৯)।

(৫) ইমাম আবূ দাঊদ আব্দুল্লাহ ইবনুল ক্বাসেমের একটি হাদীছের উপর চুপ থেকেছেন (আবূ দাঊদ হা/১৭৯৩)।

মুনযিরী প্রমুখ আবূ দাঊদের চুপ থাকার ভিত্তিতে হাদীছকে 'হাসান' বলতেন (ক্বওয়ায়েদে থানবী পৃঃ ৮৭)।

এই কথাটিও অনগ্রগণ্য। তবুও তাদের বিরুদ্ধে দলীল যাদের নিকটে আবূ দাঊদের চুপ থাকা হাদীছের হাসান হওয়ার দলীল হয়ে থাকে।

ফায়েদা : আমাদের শায়খুল উস্তাদ হাফেয আব্দুল হামীদ আযহার হাফিযাহুল্লাহ আবূ দাঊদের চুপ থাকার উপরে একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন। যেখানে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, ইমাম আবূ দাঊদের কোন বর্ণনায় চুপ থাকা তার (অত্র বর্ণনাটির) হাসান হওয়ার দলীল নয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, আব্দুল্লাহ ইবনুল ক্বাসেম একজন হাসানুল হাদীছ। একথা বিবেকবর্হির্ভূত যে, সাঈয়েদুনা আবূ বকর (রাঃ)-এর আযাদকৃত দাসের সাথে সাঈয়েদুনা ওমর (রাঃ)-এর সাক্ষাৎ প্রমাণিত হয়নি। সুতরাং, সমসাময়িক হওয়ার কারণে অগ্রগণ্য বক্তব্য এটাই যে, এই সনদটি মুত্তাছিল। আব্দুল্লাহ ইবনুল ক্বাসেম সম্পর্কে হাফেয মিয্যী

লিখেছেন, তিনি ওমর বিন খাত্ত্বাবকে দেখেছেন (তাহযীবুল কামাল ১০/৪২১)।

(২) আবূ ঈসা সুলায়মান বিন কায়সান আল-খুরাসানী :

তাঁর থেকে একটি জামা'আত হাদীছ বর্ণনা করেছেন। হাফেয ইবনে হিব্বান ও হাফেয যাহাবী তাকে ছিক্বাহ বলেছেন (আল-কাশিফ ৩/৩২১)।

সুতরাং ইবনুল ক্বাত্তানের 'তার জীবনী অজ্ঞাত' বক্তব্যটি বাতিল।

(৩) হাইওয়াহ বিন শুরায়হ :

তিনি ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিম ও সুনানে আরবাআ'র রাবী এবং ছিক্বাহ (তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ১৬০০)।

(৪) আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহ্‌ব আল-কুরাশী :

তিনি ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিম ও সুনানে আরব'আর রাবী, ছিক্বাহ, হাদীছের হাফেয, আবেদ ছিলেন (তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৩৬৯৪)।

(৫) হাজ্জাজ বিন ইবরাহীম আল-আযরাক্ব :

তিনি এই হাদীছকে ইবনে ওয়াহ্‌ব থেকে বর্ণনা করেছেন। যেমনটি ইবনে সাঈয়েদুন নাস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে একটি জামাআত বর্ণনা করেছেন। আর আবূ হাতেম আর-রাযী (হাজ্জাজ বিন ইবরাহীমকে) ছিক্বাহ বলেছেন (আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল ৩/১৫৪; তারীখে বাগদাদ ৮/২৩৯)।

বরং তাকে ইবনে হিব্বান ও ইজলী এবং অন্যরাও ছিক্বাহ বলেছেন (আছ-ছিক্বাত ৮/২০৩)।

তাক্বরীবুত তাহযীব গ্রন্থে রয়েছে, তিনি ছিক্বাহ, ফাযেল ছিলেন (তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ১১১৮)।

(৬) আহমাদ ইবনুল হাসান আত-তিরমিযী :

তিনি হাজ্জাজ বিন ইবরাহীম হতে বর্ণনা করেছেন, ছহীহ বুখারীর রাবী এবং ছিক্বাহ-হাফেয (তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ২৫)।

(৭) আবূ বকর মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব বিন খুযায়মাহ :

তিনি আহমাদ ইবনুল হাসান আত-তিরমিযী হতে বর্ণনা করেছেন। 'ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ' গ্রন্থের প্রণেতা। এবং সুপ্রসিদ্ধ ছিক্বাহ ইমাম বরং শায়খুল ইসলাম ছিলেন (দেখুন : সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৪/৩৪৫, রাবী নং ৩৮২)।

(৮) আবূ আহমাদ আল-হুসাইন বিন আলী বিন মুহাম্মাদ বিন ইয়াহ্ইয়া :

তিনি ইবনে খুযায়মাহ হতে বর্ণনা করেছেন। খত্বীব বলেছেন, 'তিনি ছিক্বাহ, হুজ্জাত ছিলেন' (তারীখে বাগদাদ ৪/৭৪, রাবী নং ৪১৫৪)।

(৯) আবূ আব্দুল্লাহ আল-হাফেয :

তিনি হুসাইন হতে বর্ণনাকারী হাকেম নিশাপুরী। তিনি 'আল-মুসতাদরাক আলাছ ছহীহায়ন' গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি প্রসিদ্ধ ছিক্বাহ-সত্যপরায়ণ ইমাম।

(১০) 'আল-খিলাফিইয়াত' গ্রন্থের প্রণেতা ইমাম বায়হাক্বী :

তিনি হাকেম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি প্রসিদ্ধ, ঐক্যমতনুসারে ছিক্বাহ ইমাম ছিলেন এবং 'আস-সুনানুল কুবরা' ইত্যাদি গ্রন্থের প্রণেতা।

এই তাহক্বীক্ব হতে প্রতীয়মান হল যে, এই সনদটি হাসান।

আমীরুল মুমিনীন ওমর (রাঃ) থেকে রফউল ইদায়েন প্রমাণিত হওয়ার সাথে এর একাধিক শাহেদও বিদ্যমান আছে। যেমন-

হাদীছ-১ : হাকাম-এর হাদীছ :

তিনি বলেন, আমি ত্বাঊসকে দেখেছি যে, তিনি ছালাতের শুরুতে হাত তুলতেন। আর যখন তিনি রুকূ' করতেন ও রুকূ' হতে মাথা উত্তোলন করতেন তখন উভয় হাতকে তুলতেন। আমি তার কতিপয় সঙ্গী সাথীকে জিজ্ঞাসা করলাম। তারা বললেন, তিনি হাদীছটি ইবনে ওমর হতে, তিনি ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন (বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা ২/৭৪)।

একে হাকেম 'মাহফূয' তথা সংরক্ষিত বলেছেন। এখানে 'কতিপয় সাথী' ক্ষতিকর নয়। কেননা খত্বীব বাগদাদী এই হাদীছের উপরে 'মান ইজতাযাআ বিস-সামাইন নাযিল মা'আ কাউনিল লাযী হাদ্দাছা আনহু মাওজূদান'-এর অনুচ্ছেদ বেঁধে এই কথা প্রমাণিত করেছেন যে, হাকাম বিন উতায়বা এই হাদীছটি ত্বাঊসের সামনে বর্ণনা করেছেন (আ-জামেউল আখলাক্ব আর-রাবী ওয়া আদাবুস সামে' ১/১১৬, ১১৭)।

যেহেতু ত্বাঊসের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন সাব্যস্ত নয়। সুতরাং এই বর্ণনাটি 'ত্বাঊস হতে হাকাম' (সনদটি) মুত্তাছিল। এর উপরে 'আল-ইমাম' গ্রন্থকারের জারূহ করা ঠিক হয় নি।

হাদীছ-২

سَالِمٍ حَدِيث خَلَفِ بْنِ أَيُّوبَ الْبَلْخِيّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ

খালাফ বিন আইয়ূব মালেক বিন আনাস হতে, তিনি যুহরী থেকে, তিনি সালেম থেকে, তিনি তার পিতা (ইবনে ওমর) হতে, তিনি ওমর হতে' (নাছবুর রায়াহ ১/৪১৬)।

ইমাম দারাকুৎনী বলেছেন, কেউই খালাফের মুতাবাআত করেন নি।

খালাফ বিতর্কিত রাবী। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করা হত, তাহযীবুল কামাল ৫/৪৭৩।

সতর্কীকরণ : এই বর্ণনার সনদটি যঈফ।

হাদীছ-৩ :

رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: رَأَيْت عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ، وَفِيهِ مَنْ يُسْتَضْعَفُ رَفَعَ

রাশেদ বিন সাদ মুহাম্মাদ বিন সাহম হতে, তিনি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব হতে। তিনি বলেছেন, আমি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাবকে কাঁধ বরাবর হাত তুলতে দেখেছি যখন তিনি ছালাত শুরু করতেন। আর যখন তিনি রুকূ' করতেন ও রুকূ' থেকে মাথা তুলতেন (তখনও হাত তুলতেন)। এখানে একজন রাবী আছেন যাকে যঈফ বলা হয়েছে' (নাছবুর রায়াহ ১/৪১৭)।

মুহাম্মাদ বিন সাহমের জীবনী বুখারীর 'আত-তারীখুল কাবীর' গ্রন্থে ও ইবনে আবী হাতিমের 'আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল' গ্রন্থে উল্লেখ আছে। ইবনে হিব্বান তাকে 'আছ-ছিক্বাত'-এ উল্লেখ করেছেন (আছ-ছিক্বাত ৭/৪২৫)।

রাশেদ বিন সাদ অত্যধিক ইরসাল (মুরসাল হাদীছ বর্ণনা) করতেন (তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ১৮৫৪)।

আর যদি এর দ্বারা রিশদীন বিন সাদ উদ্দেশ্য হয় তবে তিনি যঈফ (ঐ, রাবী নং ১৯৪২, সংক্ষেপিয়ত)। প্রতীয়মান হল যে, এই বর্ণনার সনদটিও যঈফ। এর অন্যান্য শাহেদও আছে।

একটি বর্ণনায় এসেছে যে, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) প্রথম তাকবীরে রফউল ইদায়েন করতেন। অতঃপর তিনি আর এরূপ করতেন না (ত্বাহাবী এবং বায়হাক্বী, নাছবুর রায়াহ-এর বরাতে ১/৪০৫, 'আসওয়াদ হতে ইবরাহীম'-এর বর্ণনায়)।

এর সনদ ইবরাহীম নাখাঈর তাদলীসের কারণে যঈফ। আর এত অন্যান্য ত্রুটিসমূহও আছে।

এই সংক্ষিপ্ত তাহক্বীক্ব থেকে প্রতীয়মান হল যে, রুকূ'র আগে ও পরে রফউল ইদায়েন করা রাসূল (ছাঃ) থেকে সাব্যস্ত। এবং সাইয়েদুনা ওমর (রাঃ) থেকে কাজেও প্রমাণিত আছে এবং কথাতেও।

'তিনি এ সম্পর্কে হুকুম দিতেন' (কথাটি) দ্বারা হুকুম সাব্যস্ত হয়। আর এর সমর্থন এই হাদীছ দ্বারাও হয় যে, যেথায় রাসূল (ছাঃ) মালেক ইবনুল হুয়ায়রেছ (রাঃ)-কে হুকুম দিয়েছিলেন যে, صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، 'তোমরা ঐ ভাবে ছালাত পড় যেভাবে আমাকে পড়তে দেখ' (ছহীহ বুখারী হা/৬৩১, ১/৮৮)।

আর মালেক ইবনুল হুয়ায়রেছ (রাঃ) থেকে-ই প্রমাণিত আছে যে, রাসূল (ছাঃ) রফউল ইদায়েন করে ছালাত পড়তেন (ছহীহুল বুখারী হা/৭৩৭, ১/১০২; ছহীহ মুসলিম হা/৩৯১)।

সুতরাং রফউল ইদায়েনের হুকুম প্রমাণিত হয়ে গেছে।

সাইয়েদুনা ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর উপর্যুক্ত হাদীছ হতে কতিপয় মাসায়েল প্রতীয়মান হয়। যেমন-

(১) ছাত্রদেরকে শেখানোর জন্য উস্তাদ স্বয়ং তাদেরকে ছালাত পড়িয়ে শিখাবেন।

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রফউল ইদায়েনের হুকুম দিতেন।

(৩) সাইয়েদুনা ওমর (রাঃ) সুন্নাতের আনুগত্য ও সুন্নাত প্রচারের জযবা মুবারকে বিহক্ষল ছিলেন।

(৪) প্রত্যেক ছালাতে যথাসম্ভব কেবলার দিকে মুখ ফেরানো যরূরী।

(৫) কাঁধ বরাবর রফউল ইদায়েন করা ছহীহ ও 'গায়ের মানসূখ' তথা রহিত নয়।

(৬) রফউল ইদায়েনের রহিত হওয়া প্রমাণিত নয়। যদি এমনটি কোন বিষয় হয়ে থাকত তবে লোকদের মধ্য হতে কোন ব্যক্তির তো আমীরুল মুমিনীনের বিরুদ্ধে সমালোচনা করা উচিৎ ছিল। কিন্তু এমনটি আদৌ বর্ণিত নেই।

(৭) প্রথমে রফউল ইদায়েন করা তারপর তাকবীর বলা ছহীহ। এমনিভাবে অন্যান্য হাদীছের আলোকে প্রথমে তাকবীর বলা ও পরে রফউল ইদায়েন করা বা তাকবীরের সাথে রফউল ইদায়েন করাও সঠিক।

(৮) ছালাতে দৃষ্টি অবনত রাখতে হবে।

(৯) ثم قام قدر ما يقرأ بأم القرأن وسورة من المفصل 'অতঃপর তিনি উম্মুল কুরআন ও একটি মুফাছ্ছাল সূরা পাঠ করার সময় পরিমাণ

দাঁড়িয়ে থাকলেন'-বাক্য দ্বারা ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করার শারঈ বৈধতা প্রমাণিত হয়।

(১০) রুকূ'তে হাঁটুর উপরে কব্জি বিছিয়ে রাখা সঠিক।

(১১) তাদীলে আরকান তথা ধীর স্থির বজায় রাখা যরূরী।

(১২) রুকূ ও সিজদায় স্রেফ তিনবার তাসবীহ পাঠ করা ছহীহ।

(১৩) যদি ছালাত দু'রাক'আত বিশিষ্ট হয় তবে দ্বিতীয় রাক'আতের শেষে তাশাহহুদে 'তাওয়ার্রুক' করা সঠিক ও সুন্নাতসম্মত। ثم صلى ركعة اخرى مثلها ثم استوى جالسا فنحى رجليه عن مقعدته والزم مقعدته الارض 'অতঃপর তিনি অনুরূপ আরেক রাক'আত পড়লেন। তারপর তিনি বসে পড়লেন। এরপর তার পা দুটো নিতম্ব থেকে বের করে দিলেন। ও নিতম্বকে যমীনে লাগিয়ে দিলেন'।

(১৪) ছালাত থেকে বের হওয়ার পদ্ধতি হল সালাম দেওয়া (আস-সালামু আলাইকুম তথা সালাম ফেরানো)।

রফউল ইদায়েনের বিরুদ্ধে একটি নতুন রেওয়ায়াত আখবারুল ফুক্বাহা ওয়াল মুহাদ্দিছীন ?

রফউল ইদায়েনের মাসআলার বিরুদ্ধে একটি নতুন রেওয়ায়াত গ্রহণ (আবিষ্কার) করা হয়েছে। যেটিকে কিছুকাল থেকে খুবই জোরে-সোরে লেখনী ও বক্তৃতায় বর্ণনা করা হচ্ছে। সাম্প্রতিক 'তারকে রফয়ে ইদায়েন' নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে। যেখানে এই বর্ণনাটিকে 'আখবারুল ফুক্বাহা ওয়াল মুহাদ্দিছীন'-এর উদ্ধৃতিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অতএব এই বর্ণনারও তাহক্বীক্ব তুলে ধরা হল-

বর্ণনাটির মতন :

আখবারুল ফুক্বাহা ওয়াল মুহাদ্দিছীনে বলা হয়েছে, 'আমাকে ওছমান বিন মুহাম্মাদ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমাকে উবায়দুল্লাহ বিন ইয়াহইয়া বলেছেন, আমাকে ওছমান বিন সাওয়াদাহ বিন আবক্ষাদ হাদীছ বর্ণনা করেছেন হাফছ বিন মায়সারাহ হতে, তিনি যায়দ বিন আসলাম হতে, তিনি আব্দুল্লাহ হতে, তিনি ইবনে ওমর হতে। তিনি বলেছেন, আমরা মক্কায় থাকাকালীন ছালাতের শুরুতে ও ছালাতের ভিতরে রুকূ' করার সময় রফউল ইদায়েন করতাম। যখন রাসূল (ছাঃ) হিজরত করে মদীনায় চলে গেলেন তখন তিনি ছালাতের ভিতরে রুকূ' করার সময় রফউল ইদায়েন করাকে বর্জন করলেন এবং ছালাতের শুরুতে রফউল ইদায়েন করা স্থির রাখলেন' (পৃঃ ২১৪, নং ৩৭৮, তারকে রফয়ে ইদায়েন পৃঃ ৪৯১)।

রফউল ইদায়েন বর্জনকারীদের পেশকৃত এই বর্ণনাটি কয়েকটি কারণে মাওযূ' (বানোয়াট) ও বাতিল।

দলীল-১ : 'আখবারুল ফুক্বাহা ওয়াল মুহাদ্দিছীন' নামক গ্রন্থটির শুরুতে (পৃঃ ৫) এই গ্রন্থটির কোন সনদ উল্লেখ নেই। আর শেষে লেখা হয়েছে যে, 'গ্রন্থটি পরিপূর্ণ হয়ে গেল। আর সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য যেমন প্রশংসার তিনি প্রাপ্য। এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তার পরিবারের উপরে দরূদ বর্ষিত হোক। শাবান ৪৮৩ হিজরী (পৃঃ ২৯৩)'।

'আখবারুল ফুক্বাহা' গ্রন্থের উপরোল্লিখিত লেখক মুহাম্মাদ ইবনুল হারেছ আল-ক্বায়রুওয়ানী (মৃঃ ৩৬১ হিঃ) -এর মৃত্যুর একশ বাইশ (১২২) বছর পরে এই 'আখবারুল ফুক্বাহা' গ্রন্থটির

সমাপ্তকারী ও লেখক কে ? এটা প্রতীয়মান নয়। সুতরাং এই গ্রন্থটি মুহাম্মাদ বিন হারেছ আল-ক্বায়রুওয়ানীর গ্রন্থ হওয়া প্রমাণিত নয়।

দলীল-২ : এর রাবী উছমান বিন মুহাম্মাদের নির্দিষ্টকরণ প্রমাণিত নয়। কোন দলীল ব্যতিরেকেই এর দ্বারা 'ওছমান বিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন মুদরিক'-কে উদ্দেশ্য করা ভুল। এই ইবনে মুদরিকের সাথে মুহাম্মাদ বিন হারেছ আল-ক্বায়রুওয়ানীর সাক্ষাৎ-এর কোনই প্রমাণ নেই।

হাফেয যাহাবী লিখেছেন, عُثْمَان بن مُحَمَّد بن خشيش القيرواني عَن ابْن غَانِم قَاضِي إفريقية أَظُنهُ كَانَ كذابا 'ইবনে গানেম ক্বাযী আফরীক্বী থেকে ওছমান বিন মুহাম্মাদ বিন খশীশ আল-ক্বায়রুওয়ানী বর্ণনা করতেন। আমার ধারণা, এই লোক কাযযাব ছিল' (আল-মুগনী ফিয-যুআফা, নং ৪০৫৯, ২/৫০)।

ওছমান বিন মুহাম্মাদ হলেন 'মিথ্যুক' যিনি 'ক্বায়রুওয়ানী' ছিলেন। আর মুহাম্মাদ বিন হারেছও ক্বায়রুওয়ানী ছিলেন। সুতরাং প্রকাশ এটাই হচ্ছে যে, ওছমান বিন মুহাম্মাদ দ্বারা এখানে এই কাযযাবই উদ্দেশ্য।

স্মর্তব্য যে, ওছমান বিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন মুদরিকের ছিক্বাহ হওয়ার বিষয়টি প্রতীয়মান নয়। মুহাম্মাদ ইবনুল হারেছ ক্বায়রুওয়ানী-এর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত গ্রন্থটিতে লেখা হয়েছে যে, 'খালেদ বিন সাদ বলেছেন, উছমান বিন মুহাম্মাদ ইলম তালাশের প্রতি মনোযোগ দানকারীর মধ্য হতে ছিলেন। তিনি মাসআলা মাসায়েল পড়াতেন। এবং ফযীলতের সাথে দলীল দস্তাবেজ

লিখেছেন। তিনি স্বীয় এলাকার মুফতী ছিলেন। তিনি ৩২০ হিজরী শতকে মারা যান'। (আখবারুল ফুক্বাহা ওয়াল মুহাদ্দিছীন পৃঃ ২১৬)।

এই ইবারতে তাওছীক্বের নাম-নিশানা নেই।

গোলাম মুছত্বাফা নূরী ব্রেলভী উক্ত ইবারতের অনুবাদটি নিম্নরূপ লিখেছেন, 'জনাব খালেদ বিন সাদ বলেছেন যে, ওছমান বিন মুহাম্মাদ তাদের মধ্য থেকে ছিলেন যারা আমার থেকে ইলম হাছিল করেছেন ও মাসায়েলের দরস গ্রহণ করেছিলেন। আর ইনি শক্ত করে গিঁট বাঁধতেন ও ফযীলতের অধিকারী। আর তিনি নিজের এলাকার মুফতী ছিলেন' (তারকে রফয়ে ইদায়েন পৃঃ ৪৯৩)!!

দলীল-৩ : ওছমান বিন সাওয়াদাহ বিন আবক্ষাদের জীবনী 'আখবারুল ফুক্বাহা ওয়াল মুহাদ্দিছীন' ব্যতীত আর কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। 'আখবারুল ফুক্বাহা' গ্রন্থে লিখিত আছে যে, 'ওছমান বিন মুহাম্মাদ বলেছেন, ওবায়দুল্লাহ বিন ইয়াহ্ইয়া বলেন, ওছমান বিন সাওয়াদাহ ক্বাযী ও হাকিমদের নিকটে ছিক্বাহ ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন'।

যেহেতু উছমান বিন মুহাম্মাদ 'মাজরূহ' বা 'মাজহূল' ব্যক্তি। সুতরাং উবায়দুল্লাহ বিন ইয়াহ্ইয়া হতে এই তাওছীক্ব প্রমাণিত নয়।

ফলাফল : ওছমান বিন সাওয়াদাহ 'মাজহূলুল হাল' রাবী। তার জন্ম ও মৃত্যুও অজ্ঞাত।

দলীল-৪ : ওছমান বিন সাওয়াদাহ'-এর 'হাফছ বিন মায়সারাহ'র সাথে সাক্ষাৎ হওয়া বা তার সমকালীন হওয়া প্রমাণিত নয়। হাফছ ১৮১ হিজরীতে মারা গেছেন।

দলীল-৫ : মুহাম্মাদ বিন হারিছের গ্রন্থসমূহে 'আখবারুল কুযাতি ওয়াল মুহাদ্দিছীন' এর নাম তো পাওয়া যায়। কিন্তু 'আখবারুল ফুক্বাহা ওয়াল মুহাদ্দিছীন'-এর নাম পাওয়া যায় না (দেখুন : ইবনে মাকূলা, আল-ইকমাল ৩/২৬১; সামআনী, আল-আনসাব ২/৩৭২)।

আমাদের এই যুগের সমকালীনদের মধ্যে ওমর রাযা কুহালা 'আখবারুল ফুক্বাহা ওয়াল মুহাদ্দিছীন' গ্রন্থটির নাম উল্লেখ করেছেন (মুজামুল মুআল্লিফীন ৩/২০৪)।

একইভাবে তদানিন্তন খায়রুদ্দীন আয-যিরকলীও এই গ্রন্থটির উল্লেখ করেছেন (আল-ইলাম ৬/৭৫)।

দলীল-৬ : রফউল ইদায়েনের বিরোধীগণ যে হাদীছ থেকে দলীল গ্রহণ করেন তার শুরুতে লিখিত আছে যে, 'এবং তিনি রফউল ইদায়েন সম্পর্কিত একটি হাদীছ সনদসমেত বর্ণনা করতেন। এটা গরীব হাদীছসমূহের মধ্য হতে একটি। আর আমি মনে করি যে, এটি শায বর্ণনাগুলির অন্যতম' (আখবারুল ফুক্বাহা ওয়াল মুহাদ্দিছীন পৃঃ ২১৪)।

এটা সাধারণ ছাত্রও জানে যে, 'শায' রেওয়ায়াত যঈফ হয়।

গোলাম মুছত্বাফা নূরী ছাহেব 'পূর্ণাঙ্গ সততা'-এর দ্বারা কার্য সম্পাদন করতে গিয়ে من شواذها-এর দোষটুকু গোপন করে ফেলেছেন।

উপরোক্ত দলীলসমূহ সনদের সাথে সংশ্লিষ্ট। এক্ষণে মতনের পর্যলোচনা তুলে ধরা হল-

দলীল-৭ : এ বর্ণনার মতনে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মদীনায় হিজরত করার পরে রুকূ‘ সম্বলিত রফউল ইদায়েন বর্জন করেছিলেন। অথচ ছহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীছসমূহ দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনা মুনাওয়ারায় রফউল ইদায়েন করতেন।

আবূ ক্বিলাবাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত যে, মালিক বিন হুয়ায়রেছ (রাঃ) যখন ছালাত পড়তেন তখন তাকবীরের সাথে রফউল ইদায়েন করতেন। আর যখন রুকূ‘ করতেন তখন রফউল ইদায়েন করতেন। এবং যখন রুকূ‘ হতে মাথা তুলতেন তখন রফউল ইদায়েন করতেন। অতঃপর বলতেন, রাসূল (ছাঃ) এমনটিই করতেন (ছহীহ মুসলিম হা/৩৯১, ১/১৬৮; ছহীহ বুখারী হা/৭৩৭, ১/১০২)।

মালিক বিন হুয়ায়রেছ আল-লায়ছী (রাঃ) ঐ সময় রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এসে ছিলেন যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) (মদীনা মুনাওয়ারায়) তাবূক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন (দেখুন : ফাৎহুল বারী হা/৬২৮, ২/১১০)।

ওয়ায়েল বিন হুজর আল-হাযরামী (রাঃ) হতে বর্ণনা আছে যে, তিনি নবী (ছাঃ)-কে দেখেছেন, তিনি ছালাতের শুরুতে, রুকূ‘র আগে ও রুকূ‘র পরে রফউল ইদায়েন করতেন (ছহীহ মুসলিম হা/৪০১, ১/১৭৩)।

আয়নী হানাফী লিখেছেন, وَوَائِل بن حجر أسلم فِي الْمَدِينَة فِي سنة تسع من الْهِجْرَة ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) মদীনায় ৯ম হিজরীতে মুসলমান হয়েছিলেন (উমদাতুল ক্বারী ৫/২৭৪)।

নবম হিজরীতে যে প্রতিনিধি দল রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে আগমন করেছিলেন, হাফেয ইবনে কাছীর তাদের মধ্যে ওয়ায়েল বিন হুজরের আগমণও উল্লেখ করেছেন (আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়া ৫/৭১)।

এর পরে তিনি (পরের বছরে দশম হিজরীতে) দ্বিতীয়বার এসেছিলেন। এই বছরও তিনি রফউল ইদায়েনরই দৃশ্য অবলোকন করেছিলেন (সুনানে আবী দাঊদ হা/৭২৭; ছহীহ ইবনে হিব্বান, আল-ইহসান হা/১৮৫৭, ৩/১৬৯)।

প্রতীয়মান হল যে, মুহাম্মমাদ (ছাঃ) মদীনা মুনাওয়ারাতেও রফউল ইদায়েন বর্জন করেননি। বরং তিনি (ছাঃ) মদীনাতেও রুকূ‘র আগে ও পরে রফউল ইদায়েন অব্যাহত রেখেছিলেন। এতেই প্রতীয়মান হয় যে, ‘আখবারুল ফুক্বাহা’-এর বর্ণনাটি মাউযূ‘ বা বানোয়াট।

দলীল-৮ : সাইয়েদুনা আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতের শুরুতে, রুকূ‘র আগে ও রুকূ‘র পরে রফউল ইদায়েন করতেন। (ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/৬৯৪, ৬৯৫, ১/৩৪৪, সনদ হাসান)।

এই বিষয়টি সাধারণ ছাত্ররাও জানেন যে, আবূ হুরায়রা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে মদীনা মুনাওয়ারাতে এসেছিলেন। তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর (জীবনের) শেষ চারটি বছর একসাথে ছিলেন।

সাইয়েদুনা আবূ হুরায়রা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর ইন্তেকালের পরে রুকূ'র আগে ও রুকূ'র পরে রফউল ইদায়েন করতেন (বুখারী, জুযউ রফইল ইদায়েন হা/২২০, আমার তাহক্বীক্বকৃত)।

উপরোল্লিখিত এই রেওয়াতের মধ্যে সাইয়েদুনা আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর ছাত্র ও ইমাম আবূ হানীফার উস্তাদ আত্বা বিন আবী রাবাহ-ও রুকূ'র আগে ও পরে রফউল ইদায়েন করতেন। (জুযউ রফইল ইদায়েন হা/৬২, সনদ হাসান)।

প্রতীয়মান হল যে, মদীনা মুনাওয়ারাতে রুকূ'র সাথে জড়িত রফউল ইদায়েন আদৌ বর্জিত বা রহিত হয় নি। সুতরাং 'আখবারুল ফুক্বাহা'-এর বর্ণনাটি মিথ্যা।

দলীল-৯ : প্রসিদ্ধ তাবেঈ নাফে' (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) ছালাতের শুরুতে, রুকূ'র আগে ও রুকূ'র পরে ও দু'রাকআত পড়ার পরে দাঁড়ানোর সময় (চারটি স্থানে) রফউল ইদায়েন করতেন (ছহীহ বুখারী হা/৭৩৯, ২/১০২)।

এটা হতেই পারে না যে, সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)-এর বর্ণনা মোতাবেক রফউল ইদায়েন রহিত হয়ে যায়; তারপরও আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) রফউল ইদায়েন করতেই থাকবেন। তিনি (রাঃ) তো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আনুগত্য করায় সর্বাগ্রে ছিলেন।

দলীল-১০ : নাফে' বলেছেন যে, সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) যে ব্যক্তিকে রুকূ'র আগে ও রুকূ'র পরে রফউল ইদায়েন না করতে দেখতেন, তাকে তিনি কংকর ছুঁড়ে মারতেন (জুযউ রফইল ইদায়েন হা/১৫, সনদ ছহীহ)।

ইমাম নববী এই হাদীছের সম্পর্কে বলেছেন, 'নাফে' পর্যন্ত ছহীহ সনদ দ্বারা' (আল-মাজমূ' শারহুল মুহাযযাব ৩/৪০৫)।

এটা কিরূপে সম্ভব যে, ইবনে ওমরের বর্ণনানুপাতে রফউল ইদায়েন রহিত হয়ে যায়, আবার উক্ত রহিতকরণের পরেও সাইয়েদুনা ইবনে ওমর (রাঃ) ঐ অজ্ঞাত, মাজহূল, জাহেলকে মারতেন যে রফউল ইদায়েন করত না। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, কোন একজন ছাহাবী থেকেও রফউল ইদায়েন না করা প্রমাণিত নয় (দেখুন : জুযউ রফ'ইল ইদায়েন হা/৪০, ৭৬; নববী, আল-মাজমূ' ৩/৪০৫)।

প্রতীয়মান হল যে, রফউল ইদায়েন বর্জনকারী ব্যক্তি কোন ছাহাবীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। বরং কোন অজ্ঞাতপরিচয় ও অজানা ব্যক্তি ছিলেন।

গবেষণার সারাংশ : উপরোক্ত দলীলসমূহ দ্বারা এই বিষয়টি দিবাকরের চাইতেও স্পষ্ট হয় যে, 'আখবারুল ফুক্বাহা ওয়াল মুহাদ্দিছীন' এর বর্ণনাটি মাওযূ' ও বাতিল। সুতরাং গোলাম মুছত্বফা নূরী ব্রেলভী ছাহেবের একে 'ছহীহ হাদীছ' বলা মিথ্যাচার ও প্রত্যাখ্যাত।

অমা আলায়না ইল্লাল বালাগ।

(২১ই মুহাররম ১৪২৬ হিজরী)

রুকূর আগে ও পরে রফউল ইদায়েন
একটি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ

তাকবীরে তাহরীমার সময় রফউল ইদায়েনের সুন্নাত (আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে) ও মুসতাহাব হওয়ার উপর সবার ঐক্যমত

আছে। রুকূ‘র আগে ও রুকূ‘র পরে রফউল ইদায়েন করা নিম্নোক্ত ছহীহ হাদীছসমূহ দ্বারা প্রমাণিত আছে-

(১) يَدَيْهِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلاَةِ رَفَعَ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ، وَيَفْعَلُ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَيَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَلاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا ذَلِكَ فِي السُّجُودِ

(১) আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখেছি যে, তিনি যখন ছালাতে দাঁড়াতেন তখন হাত দুটোকে কাঁধ বরাবর তুলতেন। তিনি রুকূ‘ করার সময়ে তাকবীর তাহরীমা বলার সময়ও এমনটিই করতেন। আর যখন রুকূ‘ হতে মাথা তুলতেন তখনও এমনটিই করতেন। এবং তিনি বলতেন সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ, তিনি সেজদায় রফউল ইদায়েন করতেন না (বুখারী হা/৭৩৬; মুসলিম হা/৩৯০, দারুস সালাম পাবলিকেশনের হাদীছ নং ৮৬১-৮৬৩)।

(২) وَإِذَا أَرَادَ أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ، إِذَا صَلَّى كَبَّرَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ هَكَذَا

(২) (প্রসিদ্ধ তাবেঈ) আবূ ক্বিলাবাহ (রহঃ) বলেছেন, তিনি মালেক বিন হুয়ায়রেছকে দেখেছেন যে, যখন তিনি ছালাত পড়তেন তখন তিনি তাকবীর বলতেন ও রফউল ইদায়েন করতেন। আর যখন রুকূ‘ করার ইচ্ছা করতেন তখনও হাত তুলতেন। যখন রুকূ‘ থেকে মাথা তুলতেন তখনও হাত তুলতেন।

আর তিনি হাদীছ বর্ণনা করতেন যে, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এমনটাই করতেন (মুসলিম হা/৩৯১/২৪; বুখারী হা/৭৩৭)।

(৩) ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি নবী (ছাঃ)-কে দেখেছেন যে, যখন তিনি ছালাতে প্রবেশ করতেন তখন তাকবীর বললেন এবং (কান বরাবর) রফউল ইদায়েন করলেন। অতঃপর স্বীয় ডান হাতকে বাম হাতের উপরে রাখলেন এবং কাপড়কে গুছিয়ে নিলেন। তারপর যখন রুকূ‘ করতে চাইলেন তখন কাপড় থেকে হাত বের করে রফউল ইদায়েন করলেন। এরপর তাকবীর বলে রুকূ‘ করলেন। তারপর সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বললেন এবং রফউল ইদায়েন করলেন। অতঃপর যখন সিজদা করলেন তখন স্বীয় দু’হাতের মাঝ বরাবর সেজদা করলেন (মুসলিম হা/৪০১/৫৪)।

আবূ হুমাইদ আস-সায়েদী (রহঃ)-এর রেওয়ায়াতের সারাংশ এই যে, ছালাতের শুরুতে, রুকূ‘র আগে, রুকূ‘ হতে উঠার পরে এবং দুরাকআত হতে উঠার পরে রফউল ইদায়েন করতেন। অন্যান্য ছাহাবায়ে কেরামগণ এই হাদীছের সত্যায়ন করেছেন। আল্লাহ তাঁদের সবার উপরে রাযী হৌন (আবূ দাঊদ হা/৭৩০, সনদ ছহীহ)।

উপরন্তু নিম্নোক্ত ছাহাবায়ে কেরামগণ থেকেও প্রমাণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রুকূ‘র আগে ও রুকূ‘র পরে রফউল ইদায়েন করতেন-

(৪) আলী বিন আবী ত্বালিব (রাঃ) : বুখারী, জুযউ রফইল ইদায়েন, আমার তাহক্বীক্বকৃত হা/১, সনদ হাসান; আবূ দাঊদ হা/৭৪৪, ৭৬১; তিরমিযী হা/৩৪২৩, তিনি বলেছেন, ‘এই

হাদীছটি হাসান ছহীহ’; ইবনে মাজাহ হা/৮৬৪; ইবনে খুযায়মাহ (হা/৫৮৪) এবং আহমাদ বিন হাম্বল ছহীহ বলেছেন, নাছবুর রায়াহ ১/৪১৩।

এর রাবী আব্দুর রহমান বিন আবী যিনাদ ‘হাসানুল হাদীছ’ (সিয়ারু আলামিন নুবালা ৮/১৬৮, ১৭০)।

(৫) আবূ হুরায়রা (রাঃ) : (ইবনে খুযায়মাহ হা/৬৯৪, ৬৯৫, সনদ হাসান)।

(৬) আবূ মূসা আল-আশআরী (রাঃ) : (দারাকুৎনী হা/১১১১, ১/২৯২, সনদ ছহীহ)

(৭) আবূ বকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) : (বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা ২/৭৩, এবং তিনি বলেছেন ‘এর প্রতিটি রাবীই ছিক্বাহ’। আর এর সনদটি ছহীহ)।

(৮) জাবের বিন আব্দুল্লাহ আল-আনছারী (রাঃ) : (মুসনাদুস সার্রাজ, পান্ডুলিপি, পৃঃ ৫২, মুদ্রিত হা/৯২, সনদ হাসান; ইবনে মাজাহ হা/৮৬৮, আবুয যুবায়ের আল-মাক্কী ‘সামা’-এর বিষয়টি পরিষ্কার করেছেন। আর আবূ হুযায়ফাহ হাসানুল হাদীছ রাবী)।

(৯) আবূ ক্বাতাদা (রাঃ) : (আবূ দাঊদ হা/৭৩০, সনদ ছহীহ)।

প্রতীয়মান হল যে, রুকূ‘র আগে ও রুকূ‘র পরে রফউল ইদায়েনের বর্ণনা ‘মুতাওয়াতির’ স্তরের (দেখুন : নাযমুল মুতানাছির ফিল হাদীছিল মুতাওয়াতির পৃঃ ৩১, ৩২)।

নবী করীম (ছাঃ)-এর ইন্তেকালের পরে নিম্নোক্ত ছাহাবায়ে কেরামগণ রুকূ‘র আগে ও রুকূ‘র পরে (কোনরূপ অস্বীকৃতি ব্যতিরেকেই) রফউল ইদায়েন করতেন। আল্লাহ তাঁদের সকলের উপরে সন্তুষ্ট হৌন।

(১) আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) : (বুখারী হা/৭৩৯, সনদ ছহীহ। যারা ত্রুটি বর্ণনা করেছেন তারা ভুল করেছেন। ইমাম বাগাবী বলেছেন, এই হাদীছটি ছহীহ, শরহে সুন্নাহ ৩/২১)

(২) মালিক ইবনুল হুয়ায়রেছ (রাঃ) : (বুখারী হা/৮৭৩; মুসলিম হা/৩৯১)।

(৩) আবূ মূসা আল-আশআরী (রাঃ) : (দারাকুৎনী হা/১১১১, ১/২৯২, সনদ ছহীহ)।

(৪) আবূ বকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) : (বায়হাক্বী ২/৭৩, সনদ ছহীহ)।

(৫) আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (রাঃ) : (বায়হাক্বী ২/৭৩, এবং তিনি বলেছেন, ‘এর প্রতিটি রাবী ছিক্বাহ’। আর এর সনদ ছহীহ)।

(৬) আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) : (আব্দুর রাযযাক্ব ‘আল-মুছান্নাফ’ গ্রন্থে হা/২৫২৩, ২/৬৯; ইবনে আবী শায়বাহ /২৩৫, সনদ হাসান)।

(৭) আনাস বিন মালেক (রাঃ) : (জুযউ রফউল ইদায়েন হা/২০, সনদ ছহীহ)।

(৮) জাবের (রাঃ) : (মুসনাদুস সার্রাজ, পান্ডুলিপি পৃঃ ২৫, সনদ হাসান)।

(৯) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) : (জুযউ রফউল ইদায়েন হা/২২, সনদ ছহীহ)।

(১০) ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) : (বায়হাক্বী, আল-খিলাফিইয়াত, ইবনে সাইয়েদুন নাসের শরহে তিরমিযীর বরাতে (পান্ডুলিপি) ২/২১৭, সনদ হাসান)।

প্রসিদ্ধ তাবেঈ, ইমাম সাঈদ বিন জুবায়ের (রহঃ) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-গণ ছালাতের শুরুতে, রুকূ‘র সময়, রুকূ‘ থেকে মাথা উঠানোর পরে রফউল ইদায়েন করতেন (বায়হাক্বী আস-সুনানুল কুবরা ২/৭৫, সনদ ছহীহ)।

ছাহাবায়ে কেরামদের এই আছারসমূহের মোকাবেলায় কোন একজন ছাহাবী থেকেও ছহীহ বা হাসান সনদে রুকূ‘র আগে ও পরে রফউল ইদায়েন বর্জন করা প্রমাণিত নয়। আল্লাহ তাঁদের উপরে সন্তুষ্ট হৌন।

‘আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীছ’ ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন, কোন একজন ছাহাবী থেকেও রফউল ইদায়েন না করা প্রমাণিত নয়’ (জুযউ রফইল ইদায়েন হা/৭৭; নববী, আল-মাজমূ‘ শারহুল মুহাযযাব ৩/৪০৫)।

সুতরাং প্রতীয়মান হল যে, রফউল ইদায়েনের আমলের উপরে ছাহাবায়ে কেরামদের ইজমা প্রতিষ্ঠিত আছে। রাযিআল্লাহু আনহুম আজমাঈন।

যদি রফউল ইদায়েন রহিত বা বর্জিত হত তবে ছাহাবায়ে কেরাম ঐক্যমতনুসারে এর উপরে আমল করতেন না। তাঁদের ঐক্যমত ও ইজমা এটাই সাব্যস্ত করছে যে, রফউল ইদায়েনের বর্জন বা রহিত হওয়ার দাবী সরাসরি-ই বাতিল। রফউল ইদায়েনের বিরুদ্ধবাদীদের ধোঁকাবাজির প্রমাণপুষ্ট জবাব সামনে আসছে। ইনশাআল্লাহু তাআলা।

উক্ববাহ বিন আমের (রাঃ) বলেছেন যে, ছালাতে ব্যক্তি যে ইশারা করে; তো প্রতিটি ইশারার বিনিময়ে (প্রতিটি আঙ্গুলের বিনিময়ে

ইশারার) এক নেকী বা স্তর পাওয়া যায় (ত্বাবারানী, আল-মুজামুল কাবীর হা/৮১৯, ১৭/২৯৭, সনদ হাসান)।

এই আছারটি হুকুমগত মারফূ‘। এবং মারফূ‘রূপেও বর্ণিত আছে (দেখুন : সিলসিলাহ ছহীহাহ হা/৩২৮৬, ৭/৮৪৮)। কুরানের ‘উমূম’ও (আনআম ৬/১৬১) এর সমর্থক। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ, ফক্বীহ, ইমাম ইসহাক্ব বিন রাহাওয়াইহ উক্ত আছার থেকে এটা সাব্যস্ত করেছেন যে, রুকূ‘র আগে ও পরে রফউল ইদায়েনের উপরে প্রতিটি ইশারার বদলে দশটি নেকী পাওয়া যায়’। {দ্রষ্টব্য : বায়হাক্বী, মারিফাতুস সুনান ওয়াল আছার ১/২২৫, (পান্ডুলিপি) সনদ ছহীহ}।

আহলে সুন্নাতের ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) ও এই আছার দ্বারা ছালাতে রফউল ইদায়েন করার উপরে দলীল গ্রহণ করেন (দেখুন : মাসায়েলে আহমাদ, আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ-এর বর্ণনা ১/২৩৭; আত-তালখীছুল হাবীর ১/২২০)।

রফউল ইদায়েনের বিরোধীদের ধোঁকাবাজির প্রমাণপুষ্ট জবাব :

এখন রফউল ইদায়েনের বিরোধী, বর্জনকারী ও রহিত হওয়ার দাবীদারদের প্রতারণাসমূহের সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ জবাব তুলে ধরা হল-

(১) আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত পড়াবো না?

অতঃপর তিনি ছালাত আদায় করলেন ও শ্রেফ প্রথবার রফউল ইদায়েন করলেন।[৪৭০]

---

৪৭০. আবূ দাঊদ হা/৭৪৮, عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ يَعْنِي ابْنَ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ بْن مَسْعُودٍ بِه ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا حَدِيثٌ مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ وَلَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ 'সুফিয়ান ছাওরী আছেম বিন কুলাইব হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ হতে, তিনি আলক্বামা হতে, তিনি ইবনে মাসঊদ হতে' সনদে বর্ণিত আছে। আর ইমাম আবূ দাঊদ বলেছেন, 'এটা একটি দীর্ঘ হাদীছের সংক্ষিপ্তরূপ। এই শব্দে হাদীছটি ছহীহ নয়'; তিরমিযী হা/২৫৭, তিনি বলেছেন, 'এই হাদীছটি হাসান ছহীহ' ; নাসাঈ হা/১০২৭, ১০৫৯, সনদের দিক থেকে এই বর্ণনাটি যঈফ]।

এই বর্ণনার সনদে ইমাম সুফিয়ান বিন সাঈদ আছ-ছাওরী (রহঃ) নামক রাবী রয়েছেন, যিনি মুদাল্লিস এবং 'আন' শব্দে (হাদীছটি বর্ণনা) করেছেন। সুতরাং উছূলে হাদীছের আলোকে এই সনদটি যঈফ।

সুফিয়ান ছাওরীর ছাত্র আবূ আছেম (আয-যাহ্হাক বিন মাখলাদ আন-নাবীল) একটি বর্ণনা সম্পর্কে বলেছেন, نَرَى أَنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ إِنَّمَا دَلَّسَهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ 'আমরা এটাই অনুধাবন করেছি যে, অবশ্যই সুফিয়ান ছাওরী এই বর্ণনায় আবূ হানীফা থেকে তাদলীস করেছেন' (সুনানে দারাকুৎনী হা/৩৪২৩, ৩/২০১, সনদ ছহীহ)।

হাফেয ইবনে হিব্বান আল-বুসতী বলেছেন, وأما المدلسون الذين هم ثقات وعدول فإنا لا نحتج بأخبارهم إلا ما بينوا السماع فيما رووا مثل الثوري والأعمش وأبي إسحاق وأضرابهم আর মুদাল্লিসগণ যারা ছিক্বাহ ও ন্যায়-পরায়ণ; যেমন ছাওরী, আ'মাশ ও আবূ ইসহাক্ব (আস-সাবীঈ) সহ অন্যান্যগণ। আমরা তাদের (বর্ণনাকৃত) হাদীছসমূহ দ্বারা দলীল গ্রহণ করি না। তবে যদি তারা 'সামা'-কে স্বচ্ছরূপে উল্লেখ করেন [আল-ইহসান, প্রকাশ : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ ১/১৬১, ১ নং হাদীছের আগে।

ক্বাসত্বালানী, আয়নী ও কিরমানী বলেছেন, সুফিয়ান (ছাওরী) মুদাল্লিস রাবী। আর মুদাল্লিসের 'আন' শব্দ যোগে সম্বলিত বর্ণনা দলীল নয়। যদি না অন্য সনদে (এই বর্ণনার) 'সামা'র স্পষ্টতা সাব্যস্ত হয় (ক্বাসাত্বালানী, ইরশাদুস সারী শরহে ছহীহিল বুখারী ১/২৮৬; আয়নী, উমদাতুল ক্বারী ৩/১১২; শারহুল কিরমানী ৩/৬২)।

ইবনুত তুরকুমানী হানাফী বলেছেন, الثوري مدلس وقد عنعن 'ছাওরী মুদাল্লিস রাবী। আর তিনি এই হাদীছটি আন আন শব্দে বর্ণনা করেছেন' (আল-জাওহারুন নাক্বী ৮/৩৬২)।

পুঙ্খাপুঙ্খরূপে জানতে আমার পুস্তিকা দেখুন : 'আত-তাসীস ফী মাসআলাতিত তাদলীস' (পৃঃ ২০, ৩২)।

সতর্কীকরণ-১ : সুফিয়ান ছাওরীর এই মু'আন'আন বর্ণনার না কোন 'মুতাবাআত' আছে আর না কোন 'শাহেদ'। দারাকুৎনীর 'আল-ইলাল'-এর 'মুতাবাআত' সম্বলিত বরাতটি সনদহীন হওয়ার কারণে বর্জিত।

সতর্কীকরণ-২ : ইমাম ইবনুল মুবারক, শাফেঈ, আবূ দাঊদ ও দারাকুৎনী সহ অন্যান্যগণ বা জমহুর মুহাদ্দিছগণ উক্ত বর্ণনাকে অপ্রমাণিত ও যঈফ বলেছেন।

(২) (ছিক্বাহ তাবেঈ) আব্দুর রহমান বিন আবী লায়লা হতে ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদ আল-কূফী বর্ণনা করেছেন যে, বারা বিন

আযেব (রাঃ) বলেছেন, অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ছালাত শুরু করতেন তখন কান বরাবর হাত তুলতেন। অতঃপর আর (রফউল ইদায়েন) করতেন না (আবূ দাঊদ হা/৭৫২, এবং তিনি বলেছেন, এই হাদীছটি ছহীহ নয়)।

এই বর্ণনাটি ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদের কারণে যঈফ। ইয়াযীদকে জমহুর মুহাদ্দিছ যঈফ বলেছেন। ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদের মুতাবা'আতের মাঝে 'মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবী লায়লার একটি বর্ণনা পেশ করা হয় {আবূ দাঊদ হা/৭৪৯, সনদ যঈফ, মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান এই বর্ণনাটি ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদের থেকে গ্রহণ করেছেন। (কিতাবুল ইলাল, আহমাদ বিন হাম্বল ১/১৪৩, হা/৬৯৩; বায়হাক্বী, মারিফাতুস সুনানি ওয়াল আছার (পান্ডুলিপি) ১/২১৯, সুতরাং এই মুতাবা'আতটি বাতিল}।

এই বর্ণনায় 'মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবী লায়লা' জমহুর মুহাদ্দিছদের নিকটে যঈফ (দ্রষ্টব্য : আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী আদ- দেওবন্দী, ফায়যুল বারী ৩/১৬৮)।

(৩) বাতিল সনদের মাধ্যমে আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, 'আমি নবী (ছাঃ), আবূ বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)-দের সাথে ছালাত পড়েছি। তাঁরা ছালাতের শুরুতে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত হাত উঠাতেন না' (দারাকুৎনী হা/১১২০, ১/২৯৫, তিনি বলেছেন, تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ وَكَانَ ضَعِيفًا মুহাম্মাদ বিন জাবের এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি যঈফ ছিলেন)।

এর বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ বিন জাবের জমহুর মুহাদ্দিছদের নিকটে যঈফ (মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৫/১৯১)।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল 'মুহাম্মাদ বিন জাবের'-এর এই বর্ণনা সম্পর্কে বলেছেন, এই হাদীছটি মুনকার (কিতাবুল ইলাল হা/৭০১, ১/৫১৪৪, ক্রমিক ৭০১)।

হাকেম নিশাপুরী বলেছেন, هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ এই সনদটি যঈফ (বায়হাক্বী, মারিফাতুস সুনানি ওয়াল আছার ১/২২০)।

এই বর্ণনার আরেকটি দোষ এই যে, হাম্মাদ বিন আবী সুলায়মান একজন 'মুখতালিত্ব' রাবী।[৪৭১]

(৪) কতিপয় লোক হাবীবুর রহমান আযামী দেওবন্দীর তাহক্বীক্বকৃত প্রকাশিত 'মুসনাদে হুমায়দী' থেকে একটি বর্ণনা فَلَا يَرْفَع 'তিনি হাত তুলতেন না' (হা/৬১৪) পেশ করেন। অথচ মুসনাদে হুমায়দীর দু'টি প্রাচীন কপিতে ও হুসাইন সালীম আসাদ দারানী (আশ-শামী)-এর তাহক্বীক্বকৃত প্রকাশিত মুসনাদে হুমায়দীতে فَلَا يَرْفَع 'তিনি হাত তুলতেন না' শব্দগুলি নেই। বরং

---

৪৭১. দেখুন : মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১/৯১১, ১২০, তিনি বলেছেন, لَمْ يَقْبَلْ حَمَّادٍ مِنْ حَدِيثِ

وَمَنْ عَدَا هَؤُلَاءِ رَوَوْا إِلَّا مَا رَوَاهُ عَنْهُ الْقُدَمَاءُ: شُعْبَةُ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْهُ بَعْدَ الاخْتِلَاطِ হাম্মাদ বিন সুলায়মানের বর্ণিত স্রেফ ঐ সকল হাদীছ কবুল করা যাবে যেগুলি তার পুরাতন ছাত্রগন বর্ণনা করেছেন। যেমন শুবাহ, সুফিয়ান ছাওরী এবং দাসতাওয়াঈ। এনারা ব্যতীত বাকি সবাই তার ইখতেলাত্বের শিকার হবার পরে বর্ণনা করেছেন।

রফউল ইদায়েনের সত্যায়ন রয়েছে (প্রকাশিত : দারুস সাক্বা, দামেশক্ব, দরিয়া হা/৬২৬, ১/৫১৫)।

হুসাইন আদ-দারানীর কপি থেকে উল্লিখিত হাদীছটির সনদ ও মতন তুলে ধরা হল- أَخْبَرَنِي :حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثنا الزُّهْرِيُّ، قَالَ إِذَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا فَلَا يَرْفَعُ وَلَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مِنَ الرُّكُوعِ

‘হুমায়দী আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, সুফিয়ান আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, যুহরী আমাদেরকে হাদীছ বলেছেন। তিনি বলেন, সালিম বিন আব্দুল্লাহ তার পিতা হতে আমাকে সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,আমি রাসূল (ছাঃ)-কে দেখেছি যে, তিনি যখন ছালাত শুরু করতেন তখন তিনি হাত তুলতেন। আর যখন তিনি রুকূ‘ করার ইচ্ছা করতেন ও রুকূ‘ থেকে মাথা তুলার পরে (হাত তুলতেন)। এবং তিনি দু’সিজদায় হাত তুলতেন না (মুসনাদে হুমায়দী হা/৬২৬)’।

আবূ নুআঈম ইছপাহানী ‘আল-মুসতাখরাজ আলা ছহীহ মুসলিম’ গ্রন্থে মুসনাদে হুমায়দীর এই বর্ণনাটি এই সনদ ও মতনের সাথে বর্ণনা করেছেন (হা/৮৫৬, ২/১২)।

(৫) কতিপয় লোক মুসনাদে আবূ আওয়ানাহর একটি বর্ণনাকে উপস্থাপন করেন। যেথায় ولا يرفعهما ‘তিনি হাত দুটি তুলতেন না’-এর পূর্বে ‘و ’ (এবং) বাদ পড়ে গিয়েছে। অথচ মুসনাদে

আবী আওয়ানাহর দু’টি পান্ডুলিপিতে এই ‘ و’ বিদ্যমান। যদ্বারা রফউল ইদায়েনের সত্যায়ন হয়, অস্বীকৃতি নয়।

(৬) কতিপয় লোক এমন বর্ণনা পেশ করেন যেখানে রফউল ইদায়েনের বর্জন করার উল্লেখ থাকে না। যেমন ‘আল-মুদাওয়ানাতু কুবরা’র বর্ণনা (১/৭১) ইত্যাদি। অথচ একটি হাদীছে উল্লেখ থাকার পরে অন্য হাদীছে অনুল্লেখ থাকার দ্বারা ‘না থাকা’- কে অপরিহার্য করে না (দ্রষ্টব্য : ইবনুত তুরকুমানী হানাফী, আল-জাওহারুন নাক্বী ৪/৩১৭; আদ-দিরায়াহ মা‘আ আল-হিদায়া ১/১৭৭)।

দ্বিতীয় এই যে, ‘আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা’ অপ্রমাণিত ও অনির্ভরযোগ্য একটি গ্রন্থ। দেখুন : আমার গ্রন্থ ‘আল-ক্বওলুল মাতীন ফিল জাহরি বিত-তামীন’ (পৃঃ ৭৩)।

(৭) কতিপয় লোক সাইয়েদুনা জাবের বিন সামুরাহ (রাঃ)-এর বর্ণনা পেশ করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের কাছে আসলেন এবং বললেন, ‘কি ব্যাপার আমি তোমাদেরকে ঐ ভাবে হাত উঠা-নামা করতে দেখছি যেন তা অবাধ্য ঘোড়ার লেজের মত। ছালাতে স্থিরতা অবলম্বন কর’ (মুসলিম হা/৪৩০, দারুস সালামের হাদীছ নং ৯৬৮)।

এই বর্ণনাটি ‘মুসনাদে আহমাদ’ গ্রন্থে (হা/২১১৬৬, ৫/৯৩) وَهُمْ قُعُودٌ ‘তারা বসে ছিলেন’ শব্দাবলীসমেত সংক্ষিপ্তাকারে বিদ্যমান রয়েছে। যার দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, এই হাদীছ দাঁড়ানো অবস্থার রফউল ইদায়েনের বিরোধী নয়। বরং তাতে (তাশাহহুদে) বসাবস্থায় হাত তুলতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমনটি শী‘আ

'হযরতগণ' করেন। যা আজোও অবলোকন করা যেতে পারে। শী'আদের প্রত্যাখ্যাত হাদীছকে আহলে সুন্নাতের বিরুদ্ধে পেশ করা বড় যুলুম।

এই জন্যই ইমাম বুখারী (রহঃ) উক্ত হাদীছে থেকে দলীল গ্রহণকারীদেরকে لا يعلم 'ইলম বিহীন' বলে স্থির করেছেন (জুযউ রফইল ইদায়েন, আমার তাহক্বীক্বকৃত হা/৩৭)।

ইমাম নববী উক্ত হাদীছ হতে দলীল গ্রহণকরাকে নিকৃষ্টতম অজ্ঞতা বলেছেন (আল-মাজমূ' শারহুল মুহাযযাব ৪/৪০৩)।

মাহমূদ হাসান দেওবন্দী (মাল্টার বন্দী) বলেছেন যে, 'অবশিষ্ট ঘোড়ার লেজের বর্ণনা দ্বারা জবাব দেয়া ইনছাফের দৃষ্টিকোণ থেকে দুরস্ত নয়। কেননা তা সালাম সম্পর্কিত। ছাহাবা বলেন, আমরা সালাম ফেরানোর সময়ও হাত দ্বারা ইশারা করতাম। রাসূল (ছাঃ) তা করতে নিষেধ করেছেন' (আল-ওয়ারদুয শাযী আলা জামে' আত-তিরমিযী পৃঃ ৬৩; তাক্বারীরে শায়খুল হিন্দ পৃঃ ৬৫)।

মুহাম্মাদ তাক্বী ওছমানী দেওবন্দী বলেছেন, 'কিন্তু ন্যায়ের কথা এই যে, উক্ত হাদীছ থেকে হানাফীদের দলীল গ্রহণ করা দ্ব্যর্থবোধক ও কমজোর' (দরসে তিরমিযী ২/৩৬)।

প্রতীয়মান হল যে, রুকূ'র আগে ও পরে রফউল ইদায়েনের বিপরীত একটি বর্ণনাও প্রমাণিত নয়।

মাসআলায়ে রফউল ইদায়েন ও ত্বাহেরুল ক্বাদিরী ছাহেব

আল-হামদুলিল্লাহি রবিব্বল আলামীন। ওয়াছ-ছালাতু ওয়াস-সালামু আলা রসূলিহীল আমীন। আম্মা বা'দ :

'পিএইচ ডি' ডিগ্রিধারী ডক্টর ত্বাহেরুল ক্বাদিরী ছাহেব 'আল-মিনহাজুস সাবি মিনাল হাদীছিন নববী' নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেখানে তিনি ব্রেলভী মাসলাককে প্রমাণ করার জন্য পুরো প্রচেষ্টা করেছেন। উক্ত গ্রন্থের ২২৩ পৃষ্ঠায় তিনি 'তাকবীরে ঊলা কে ইলাওয়াহ নামায মেঁ রফয়ে ইদায়েন না কারনে কা বায়ান' (তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত ছালাতে রফউল ইদাইন না করার বর্ণনা) শীর্ষক শিরোনাম এনে রফউল ইদায়েনের বিরুদ্ধে ১৪টি বর্ণনা উদ্ধৃতিসহ পেশ করেছেন (পৃঃ ২২৩-২২৯)।

এই প্রবন্ধে উক্ত বর্ণনাসমূহের বিশ্লেষণ ও তাহক্বীক্ব তুলে ধরা হল-

সতর্কীকরণ : সংক্ষিপ্ত করার জন্য আরবী ইবারত ও অসংখ্য তাখরীজ বাদ দেয়া হয়েছে। স্রেফ ১২/২৫৯ নং ইবারতকে আরবী ইবারত সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে।

ত্বাহেরুল ক্বাদিরী ছাহেবের প্রথম দলীল (১/২৪৮) : হযরত ইমরান বিন হুছাইন বলেছেন, তিনি হযরত আলী (রাঃ)-এর সাথে বছরাতে ছালাত পড়েছেন। তো তিনি আমাদেরকে ঐ ছালাত স্মরণ করিয়ে দেন যে ছালাত আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদায় করতাম। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখনই উঠতেন এবং নত হতেন তখনই তাকবীর বলতেন (ছহীহ বুখারী হা/৮৫১, ১/২৭১) [আল-মিনহাজুস সাবী পৃঃ ২২৩]।

বিশ্লেষণ : আমাদের নুসখাতে এই বর্ণনারটির নাম্বার হল ৭৮৪। এই হাদীছে রফউল ইদায়েন করা বা না করার কোন উল্লেখ নেই। বরং স্রেফ এই মাসআলাটিই উল্লেখ আছে যে, রাসূল (ছাঃ) (সিজদা হতে) উঠতে এবং নত হবার সময় তাকবীর বলতেন।

সকল আহলেহাদীছ এই মাসআলার উপরে আমল করেন। ওয়াল-হামদুলিল্লাহ।

এই বর্ণনায় প্রথমে রফউল ইদায়েন করারও উল্লেখ নেই। উছূলের মধ্যে এই মাসআলাটি স্থির রয়েছে যে, একটি বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে আর অপর বর্ণনায় অনুল্লেখ রয়েছে; সেক্ষেত্রে অনুল্লেখ থাকা 'উল্লেখ না' হওয়ার (অস্তিত্বহীন হওয়ার) দলীল হয় না।

ইবনুত তুরকুমানী হানাফী লিখেছেন, ومن لم يذكر الشئ ليس بحجة على من ذكره 'এবং যে ব্যক্তি উল্লেখ করে না; তার বক্তব্য ঐ লোকের বিরুদ্ধে দলীল নয় যে উল্লেখ করেছেন' (আল-জাওহারুন নাক্বী ৪/৩১৭)।

আহমাদ রেযা ব্রেলভী লিখেছেন যে, 'এবং সতর্ক ও অসতর্ক ব্যক্তির মাঝে চূড়ান্ত ফায়ছালা হয়ে থাকে। আল্লাহই ভাল জানেন' (ফাতাওয়া রিযভিয়া ৫/২০৮; প্রকাশ : রেযা ফাউন্ডেশন, জামেআ নিযামিয়া রেযভিয়া, লাহোর)।

যেমনভাবে এই বর্ণনাটিকে প্রথম তাকবীরের রফউল ইয়াদায়েনের বিরুদ্ধে পেশ করা ভুল। তেমনিভাবে রুকূ'র আগে ও রুকূ'র পরে রফউল ইদায়েনের বিরুদ্ধে পেশ করাও ভুল (দেখুন : ৩য় দলীল, বিশ্লেষণ সহকারে ৩/২৫০)।

দ্বিতীয় দলীল (২/২৪৯) : হযরত আবূ সালামাহ হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) তাকে ছালাত পড়াতেন। তিনি যখনই নত হতেন ও উঠতেন তখনই তাকবীর বলতেন। যখন তিনি ছালাত থেকে অবসর হলেন তখন বললেন, 'তোমাদের চাইতে আমার ছালাত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাতের সাথে বেশী

সাদৃশ্যপূর্ণ' {(ছহীহ বুখারী হা/৭৫২, ১/২৭২; ছহীহ মুসলিম হা/৩৯২, ১/৩৯২); আল-মিনহাজুস সাবী পৃঃ ২২৩}।

বিশ্লেষণ : ছহীহ বুখারীর এই বর্ণনাটি আমাদের নুসখাতে ৭৮৫ পৃষ্ঠাতে রয়েছে। ছহীহ মুসলিমের দারুস সালামের নুসখাতে এর নং হচ্ছে ৮৬৮।

এই বর্ণনাতেও রফউল ইদায়েন না করার কোনই উল্লেখ নেই। বরং (সিজদায়) নত হতে ও মাথা তোলার সময় তাকবীর বলার উল্লেখ রয়েছে। সুতরা এই বর্ণনাকেও রফউল ইদায়েনের বিরুদ্ধে পেশ করা ভুল।

জ্ঞাতব্য : আত্বা (বিন আবী রাবাহ) বলেছেন, আমি আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করেছি। তিনি তাকবীর বলার সময়, রুকূ' করার সময় (ও রুকূ' হতে উঠার সময়) রফউল ইদায়েন করতেন (বুখারী, জুযউ রফইল ইদায়েন, ইমাম বুখারী, আমার তাহক্বীক্বকৃত হা/২২, সনদ ছহীহ)।

তৃতীয় দলীল (৩/২৫০) : হযরত মুত্বার্রিফ বিন আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেছেন যে, আমি ও হযরত ইমরান বিন হুছাইন 'হযরত আলী বিন আবী ত্বালিব' (রাঃ)-এর পিছে ছালাত আদায় করেছি। যখন তিনি সাজদা করলেন তখন তাকবীর বললেন। যখন মাথা উত্তোলন করলেন তখন তাকবীর বললেন। আর যখন দু'রাকআত থেকে উঠলেন তখন তাকবীর বললেন। যখন ছালাত পূর্ণ হয়ে গেল তখন ইমরান বিন হুছায়েন (রাঃ) আমার হাত ধরে বললেন, তিনি আমাকে মুহাম্মাদ মুছত্বাফা (ছাঃ)-এর ছালাত স্মরণ করিয়ে দিলেন। (কিংবা বললেন) তিনি আমাকে মুহাম্মাদ মুছত্বাফা (ছাঃ)-এর ছালাতের অনুরূপ ছালাত পড়ালেন {ছহীহ বুখারী

হা/৭৫৩, ১/২৭২; ছহীহ মুসলিম হা/৩৯৩, ১/২৯৫ (মিনহাজুস সাবী পৃঃ ২২৪)}।

বিশ্লেষণ : এই বর্ণনা ছহীহ বুখারী (হা/৭৮৬) ও ছহীহ মুসলিমে (দারুস সালাম পাবলিকেশনের ক্রমিক অনুসারে হা/৮৭৩) বিদ্যমান। কিন্তু এই বর্ণনাতেও রফউল ইদায়েন না করার কোন-ই উল্লেখ নেই। বরং সাজদায় ও দু'রাকআত হতে দাঁড়ানোর সময় তাকবীর বলার বিষয়টি রয়েছে। সুতরাং উক্ত হাদীছকেও রফউল ইদায়েনের বিপরীতে পেশ করা প্রত্যাখ্যাত। নতুবা এই পদ্ধতিতে দলীল গ্রহণ করার কারণে তাকবীরে তাহরীমার রফউল ইদায়েনও বর্জিত বা রহিত হয়ে যাবে!

জ্ঞাতব্য : সাইয়েদুনা আলী বিন আবী ত্বালিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী (ছাঃ) ছালাতের জন্য দাঁড়ানোর সময়, রুকূ' করার সময়, রুকূ' হতে উঠার সময় ও দু' রাকআত পড়ে উঠার সময় রফউল ইদায়েন করতেন (বুখারী, জুযউ রফইল ইদায়েন হা/১, সনদ হাসান, শব্দগুলি তার; সুনানে তিরমিযী হা/৩৪২৩, তিনি বলেছেন, (এটা) হাসান ছহীহ; ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/৫৮৪; ছহীহ ইবনে হিব্বান, উমদাতুল ক্বারীর বরাতে, আইনী ৫/২৭৭)। এই হাদীছের রাবী 'আব্দুর রহমান বিন আবী যিনাদ'-এর (বর্ণিত) হাদীছ হাসান হয়ে থাকে (দেখুন : সিয়ারু আলামিন নুবালা ৮/১৬৮, ১৭০)।

মুহাদ্দিছ কেরামদের নিকটে সাইয়েদুনা আলী (রাঃ) থেকে রফউল ইদায়েন বর্জন করা প্রমাণিত নেই (দ্রষ্টব্য : বুখারী, রফউল ইদায়েন হা/১১, আমার তাহক্বীক্বকৃত; বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা ২/৮০, ৮১; মাসায়েলে আহমাদ ১/৩৪৩)।

চতুর্থ দলীল (৪/২৫১) : হযরত আবূ বকর বিন আব্দুর রহমান 'হযরত আবূ হুরায়রা' (রাঃ)- কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ছালাতের জন্য দাঁড়াতেন তখন দাঁড়ানোর সময় তাকবীর বলতেন। তারপর রুকূ' করার সময় তাকবীর বলতেন। এরপর সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলতেন যখন তিনি রুকূ' হতে স্বীয় পৃষ্ঠ মোবারককে সিধা করতেন। অতঃপর সোজা দাঁড়ানোর পর 'রবক্ষানা লাকাল হামদ' বলতেন। তারপর নত হওয়ার (সিজদা করার) সময় তাকবীর বলতেন। এরপর সিজদা করার সময় তাকবীর বলতেন তারপর সিজদা থেকে মাথা উঠানোর সময় তাকবীর বলতেন। অতঃপর পুরো ছালাতে এমন করতেন এমনকি ছালাত পুরো হয়ে যেত। আর যখন দু' রাকআতের শেষে বসার পরে দাঁড়াতেন তখন তাকবীর বলতেন {(ছহীহ বুখারী হা/৭৫৬, ১/২৭২; ছহীহ মুসলিম হা/৩৯২, ১/২৯৩) মিনহাজুস সাবী পৃঃ ২২৫}।

বিশ্লেষণ : এই হাদীছটি আমাদের নুসখাতে, ছহীহ বুখারী (হা/৭৮৯) ও ছহীহ মুসলিমে (দারুস সালাম হা/৮৬৮) রয়েছে। এই বর্ণনাতেও রফউল ইদায়েন বর্জনের কোন বিষয় উল্লেখ নেই। বরং 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' এবং 'রবক্ষানা লাকাল হামদ' বলার সাথে সাথে তাকবীরসমূহের বর্ণনা রয়েছে। সুতরাং এই হাদীছকেও রফউল ইদায়েনের বিরুদ্ধে পেশ করা ভুল। মুহাদ্দিছ কেরামদের মধ্য হতে কোন নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিছ এমন বর্ণনাকে রফউল ইদায়েনের বিরুদ্ধে পেশ করেন নি। ২ নং হাদীছের বিশ্লেষণে লেখক প্রমাণ করেছেন যে, সাইয়েদুনা আবূ হুরায়রা (রাঃ) রুকূ'র আগে ও পরে রফউল ইদায়েন করতেন। সুতরাং

রাবীর আমলের পরে উক্ত হাদীছ থেকে রফউল ইদায়েন বর্জনের মাসআলাকে টেনে আনা হাদীছের রাবীর সাথে স্পষ্টভাবে বিরোধীতা করার নামান্তর।

পঞ্চম দলীল (৫/২৫২) : আবূ সালামাহ আব্দুর রহমান হতে বর্ণনা আছে যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) ছালাতে তাকবীর বলতেন। চাই তা ফরয হোক বা অন্য (ছালাত) হোক। রমযান মাসে হোক বা অন্য কোন মাসে। যখন দাঁড়াতেন এবং রুকূ' করতেন তখন তাকবীর বলতেন। তারপর 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতেন। এরপর সিজদা করার পূর্বে 'রবক্কানা ওয়ালাকাল হামদ' বলতেন। তারপর যখন সিজদার জন্য ঝুঁকতেন তখন 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। তারপর যখন সিজদা হতে মাথা তুলতেন তখন তাকবীর বলতেন। যখন দ্বিতীয় সিজদাহ করতেন তখন তাকবীর বলতেন। তারপর যখন সিজদা থেকে মাথা তুলতেন তখন তাকবীর বলতেন। এরপর যখন দ্বিতীয় রাকআতের বৈঠক থেকে দাঁড়াতেন তখন তাকবীর বলতেন। আর প্রতিটি রাকআতেই এমনটি করতেন এমনকি ছালাত পূর্ণ করে ফেলতেন। অতঃপর অবসর হওয়ার পরে বলতেন, কসম ঐ সত্ত্বার যার কুদরতী মুষ্টিতে আমার জান! তোমাদের সবার চাইতে আমার ছালাত রাসূলুল্লাহর ছালাতের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। হুযূরে আকরাম (ছাঃ) মৃত্যু অবধি এই পন্থায় ছালাত আদায়

করেছেন {(ছহীহ বুখারী হা/৭৭০, ১/২৭৬) মিনহাজুস সাবী পৃঃ ২২৬}।[৪৭২]

বিশ্লেষণ : এই হাদীছটি আমাদের ছহীহ বুখারীর নুসখায় ৮০৩ নং এ রয়েছে। এই হাদীছেও 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' এবং 'রবক্কানা ওয়ালাকাল হামদ' ও তাকবীরসমূহের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু রফউল ইদায়েন না করার কোনই উল্লেখ নেই। অতএব এমন হাদীছকে রফউল ইদায়েনের বিপরীতে পেশ করা ভুল।

২ নং হাদীছে এই বিষয়টি প্রমাণ করা হয়েছে যে, সাইয়েদুনা আবূ হুরায়রা (রাঃ) রুকূ'র আগে ও রকূ'র পরে রফউল ইদায়েন করতেন। এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, নবী (ছাঃ)-এর শেষ ছালাত ঐটাই যা আবূ হুরায়রা (রাঃ) পড়তেন। এইভাবে দলীল গ্রহণের দ্বারা স্বয়ক্রিয়ভাবেই প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ) শেষ জীবন পর্যন্ত রফউল ইদায়েন করতেন। তাঁর থেকে রফউল ইদায়েন বর্জন করা কোন ছহীহ হাদীছ বা হাসান হাদীছ দ্বারা অবশ্যই প্রমাণিত নয়।

ষষ্ঠ দলীল (৬/২৫৩) : হযরত আবূ ক্বিলাবাহ থেকে বর্ণিত যে, হযরত মালিক বিন হুয়ায়রেছ (রাঃ) স্বীয় সাথীদের বলেছেন যে, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত বলে দিব না? আর এটা ছালাতের নির্দিষ্ট ওয়াক্ত ব্যতীত অন্য সময়ের কথা। তিনি এক পাশে দাঁড়ালেন। তারপর রুকূ করার সময় তাকবীর বললেন। তারপর মাথা তুললেন ও কিছুক্ষণ মাথা উঠিয়ে

---

৪৭২. ত্বাহেরুল কাদরী ছাহেব এখানে 'কুদরতী মুষ্টি' বলেছেন যা স্পষ্ট ভ্রান্ত আক্বীদা লালনের পরিণাম। আল্লাহর হাতকে কুদরত বলে অপব্যাখ্যা করা হারাম।-অনুবাদক

থাকলেন। এরপর সিজদা করলেন। তারপর কিছুক্ষণ মাথা উঠিয়ে রাখলেন, আবার সিজদা করলেন। এরপর কিছুক্ষণ যাবৎ মাথা উঠিয়ে রাখলেন। তিনি আমাদের বুযুর্গ আমর বিন সালামাহ্‌র মত করে ছালাত পড়লেন। আইয়ূব বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এমন একটি কাজ করতেন যা আমি কোন ব্যক্তিকে করতে দেখিনি। তিনি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় রাকআতে বসতেন। তিনি বলেছেন, আমি হুযূর (ছাঃ)-এর কাছে হাযির হলাম। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিছে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, যখন তুমি ঘরে প্রত্যাবর্তন করবে তখন অমুক ছালাত অমুক ওয়াক্তে পড়বে। যখন ছালাতের সময় হবে তখন তোমাদের মধ্য হতে একজন আযান প্রদান করবে। আর যে বয়সে বড় সে তোমাদের ইমাম হবে {(ছহীহ বুখারী হা/৭৮৫, ১/২৮২) মিনহজুস সাবী পৃঃ ২২৬, ২২৭}।

বিশ্লেষণ : আমাদের ছহীহ বুখারীর নুসখাতে এই হাদীছটি ৮১৮, ৮১৯ নং-এ রয়েছে। এই হাদীছেও রফউল ইদায়েন না করার কোনই উল্লেখ নেই। পক্ষান্তত্বরে ত্বাহেরুল ক্বাদিরীর দলীল গ্রহণের বিপরীতে সরাসরি আবূ ক্বিলাবাহ তাবেঈ (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি সাইয়েদুনা মালেক ইবনুল হুয়ায়রেছ (রাঃ)-কে রুকূর আগে ও রুকূর পরে রফউল ইদায়েন করতে দেখেছেন এবং বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও এমনটিই করেছেন (ছহীহ বুখারী হা/৭৩৭; ছহীহ মুসলিম হা/৩৯১, দারুস সালাম পাবলিকেশনের হাদীছ নং ৮৬৪, শব্দগুলি তার)।

আপনারা দেখেছেন যে, এই 'মুত্তাফাক্ব আলাইহ' হাদীছ থেকে দু'টি মাসআলা প্রমাণিত-

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রুকূর আগে ও রুকূর পরে রফউল ইদায়েন করতেন।

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে তাবেঈ আবূ ক্বিলাবাহ্‌র সামনে সাইয়েদুনা মালেক ইবনুল হুয়ায়রেছ (রাঃ) রুকূর আগে ও রুকূর পরে রফউল ইদায়েন করতেন।

সুতরাং যে ব্যক্তি রফউল ইদায়েন বর্জন বা রহিত হওয়ার দাবীদার, তার দাবী বাতিল।

সম্মানিত পাঠক! আপনারা দেখেছেন যে, ত্বাহেরুল ক্বাদিরী ছাহেব সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ছয়টি অপ্রাসঙ্গিক হাদীছ পেশ করেছেন যেগুলির সাথে রফউল ইদায়েন বর্জনের কোনই সম্পর্ক নেই।

এক্ষণে তাঁর উপস্থাপিত অপরাপর হাদীছসমূহের বিশ্লেষণ তুলে ধরা হল-

সপ্তম দলীল (৭/২৫৪) : 'হযরত আলক্বামা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলে আকরাম (ছাঃ)-এর ছালাত পড়াবো না? রাবী বলেন, অতঃপর তিনি ছালাত পড়ালেন এবং একবার ব্যতীত আর হাত তুলেন নি'। ইমাম নাসাঈর বর্ণনাকৃত রেওয়ায়াতে আছে যে, 'অতঃপর তিনি আর হাত তুলেন নি' {(আবূ দাঊদ হা/৭৪৮, ১/২৮৬; তিরমিযী হা/২৫৭, ১/২৯৭; নাসাঈ হা/১০২৬, ২/১৩১; বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা হা/৬৪৫, ১০৯৯, ১/২২১, ৩৫১; মুসনাদে আহমাদ ১/৩৮৮, ৪৪১; মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২৪৪১, ১/২১৩) মিনহাজুস সাবী পৃঃ ২২৭}।

বিশ্লেষণ : এই সকল গ্রন্থসমূহে এই হাদীছটি عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ 'সুফিয়ান আছ-ছাওরী আছেম হতে, তিনি কুলাইব হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ হতে, তিনি আলক্বামা হতে' সনদে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) প্রসিদ্ধ মুদাল্লিস (রাবী)।

ইবনুত তুরকুমানী হানাফী বলেছেন, الثوري مدلس ছাওরী মুদাল্লিস রাবী' (আল-জাওহারুন নাক্বী ৮/২৬২)।

আয়নী হানাফী বলেছেন, সুফিয়ান মুদাল্লিসদের মধ্য হতে একজন। আর মুদাল্লিস রাবীর 'আন' শব্দে বর্ণিত হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না। যদি তার 'সামা'-এর স্বচ্ছতা অন্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় (তবে দলীল গ্রহণ করা যাবে) {উমদাতুল ক্বারী ৩/১১২, হা/২১৪-এর অধীনে}।

এই কথাই ক্বাসত্বালানীও লিখেছেন (ইরশাদুস সারী ১/২৮৬)।

আহমাদ রেযা খান ব্রেলভী বলেছেন যে, আর মুহাদ্দিছদের মূলনীতিতে মুদাল্লিসের 'আনআনা' কবুলযোগ্য নয় (ফাতাওয়া রিযভিয়া ৫/২৬৬, তাহক্বীক্বকৃত মুদ্রণ)।

মুহাম্মাদ আব্বাস রেযভী ব্রেলভী লিখেছেন, অর্থাৎ সুফিয়ান মুদাল্লিস রাবী। এই হাদীছটি তিনি আছেম বিন কুলায়েব থেকে 'আন' শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। আর উছূলে মুহাদ্দিছদের অধীনে, মুদাল্লিসের আনআনাহ কবুলযোগ্য নয়। যেমনটি সামনে বর্ণনা করা হবে ইনশাআল্লাহ (মুনাযেরে হী মুনাযেরে পৃঃ ২৪৯, প্রকাশ : মাকতাবা জামালে কারাম দারবার মার্কেট, লাহোর)।

এই উদ্ধৃতিসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয়েছে যে, ডক্টর ছাহেবের পেশকৃত এই হাদীছটি গায়ের মকবূল, অগ্রহণীয় ও বর্জিত।

অষ্টম দলীল (৮/২৫৫) : হাসান বিন আলী, মুআবিয়া, খালেদ বিন আমর ও আবূ হুযায়ফাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, সুফিয়ান স্বীয় সনদের সাথে হাদীছ বর্ণনা করেছেন (যে, হযরত আব্দুল্লাহবিন মাসঊদ রাঃ) প্রথম দফায় কেবল হাত তুলতেন। আর কতিপয় বলেছেন, একবারই হাত তুলতেন {(আবূ দাঊদ হা/৭৪৯, ১/২৮৬) মিনহাজুস সাবী, পৃঃ ২২৮}।

বিশ্লেষণ : এই হাদীছটিও সুফিয়ান ছাওরীর তাদলীসের কারণে যঈফ। (দেখুন : হাদীছ নং ৭/২৫৪ -এর বিশ্লেষণ;) স্মর্তব্য যে, আবূ হুযায়ফাহ এবং অন্যরা নন। বরং তারা হাদীছ বর্ণনাকারী ছিলেন।

নবম দলীল (৯/২৫৪) : হযরত বারা বিন আযেব (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুযূর নবী আকরাম (ছাঃ) যখন ছালাত শুরু করতেন তখন উভয় হাত কান বরাবর তুলতেন। অতঃপর এমনটি আর করতেন না {(আবূ দাঊদ হা/৭৫০, ১/২৮৭; মুছান্নাফ আব্দুর রায্যাক্ব হা/২৫৩০, ২/৭০; মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২৪৪০, ১/২১৩; সুনানে দারাকুৎনী ১/২৯৩; শরহে মাআনিল আছার হা/১১৩১, ১/২৫৩) মিনহাজুস সাবী, পৃঃ ২২৮}।

বিশ্লেষণ : এই হাদীছের আসল রাবী হলেন ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদ আল-কূফী। তার সম্পর্কে মুহাদ্দিছ দারাকুৎনী বলেছেন, ضعيف يخطئ كثيرا তিনি যঈফ। অত্যধিক ভুল করতেন (সুওয়ালাতুল বারক্বানী লিদ-দারাকুত্বনী, নং ৫৬১)।

বায়হাক্বী বলেছেন, غَيْرُ قَوِيٍّ তিনি শক্তিশালী নন (আস-সুনানুল কুবরা ২/২৬)।

হাফেয ইবনে হাজার বলেছেন, وَالْجُمْهُور على تَضْعِيف জমহূর তার হাদীছকে যঈফ বলতেন (হাদয়ুস সারী পৃঃ ৪৫৯)।

বূছীরী বলেছেন, الجمهور وضعفه জমহূর তাকে যঈফ বলেছেন (যাওয়ায়েদ সুনানে ইবনে মাজাহ হা/২১১৬)।

আসমাউর রিজালের প্রসিদ্ধ ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন (মৃঃ ২৩৩ হিঃ) এই হাদীছের সম্পর্কে বলেছেন, এই হাদীছটির সনদ ছহীহ নয়' (তারীখে ইবনে মাঈন, দূরীর বর্ণনা, রাবী নং ১২৩৯, ৩/২৬৪)।

ডক্টর ছাহেবের এই ধরণের কমজোর ও অপরিপক্ক বর্ণনা পেশ করা উচিৎ হয় নি।

দশম দলীল (১০/২৫৭) : হযরত আসওয়াদ বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) স্রেফ তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত তুলতেন। অতঃপর ছালাতে আর কোন স্থানে হাত তুলতেন না। আর এই আমল তিনি হুযূর নবী আকরাম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন {(খাওয়ারিযমী হাদীছটি 'জামে' আল-মাসানীদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন ১/৩৫৫) মিনহাজুস সাবী পৃঃ ২২৮}।

বিশ্লেষণ : ত্বাহেরুল ক্বাদরী ছাহেবের তাখরীজ 'আবূ হানীফা হাদীছটি বর্ণনা করেছেন' -হতে প্রতীয়মান হয় যে, এটা ইমাম আবূ হানীফা বর্ণনা করেছেন। অথচ এটা বলা ভুল। কেননা একে খাওয়ারিযমী (মৃঃ ৬৬৫ হিঃ) আবূ মুহাম্মাদ আল-বুখারী, তিনি রাজা বিন আব্দুল্লাহ আন-নাহশালী থেকে, তিনি শফীক্ব বিন

ইবরাহীম হতে, তিনি আবূ হানীফা হতে' -এর সনদে বর্ণনা করেছেন (জামেউল মাসানীদ ১/৩৫৫)।

আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহবিন মুহাম্মাদ বিন ইয়াকূব আল-বুখারী আল-হারেছী সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাফেয (হাকেম কাবীর) বলেছেন, كان عبد الله بن محمد بن يعقوب الاستاد ينسج الحديث উস্তাদ আব্দুল্লাহবিন মুহাম্মাদ বিন ইয়াকূব হাদীছ বানাতেন (বায়হাক্বী, কিতাবুল ক্বিরাআত হা/৩৮৮ পৃঃ ১৭৮, (আরেকটি সংস্করণ) পৃঃ ১৫৪, ১৫৫, সনদ ছহীহ)।

এই ব্যক্তিকে কেউই ছিক্বাহ বলেন নি। তার উপরে চরম সমালোচনার জন্য দেখুন : 'মীযানুল ইতিদাল' (২/৪৯৬), 'লিসানুল মীযান' (৩/৩৪৮,৩৪৯), আল-কাশফুল হাছীছ আম্মান রুমিয়া বি-ওয়াযইল হাদীছ (পৃঃ ২৪৮)।

হাফেয যাহাবী তাকে 'দীওয়ানুয যুআফা ওয়াল-মাতরূকীন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (পৃঃ ১৭৬, রাবী নং ২২৯৭)।

রাজা বিন আব্দুল্লাহ আন-নাহশালীর জীবনী ও সত্ত্বা অজ্ঞাত পরিচয় রয়েছে।

প্রমাণিত হল যে, এই বর্ণনাটি মাউযূ' (বানোয়াট)। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-থেকে প্রমাণিত-ই নয়। সুতরাং 'আবূ হানীফা বর্ণনা করেছেন' বলা অত্যন্ত বড় ভুল।

এগারোতম দলীল (১১/২৫৮) : 'হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আমি হুযূর নবী আকরাম (ছাঃ), আবূ বকর ও ওমর (রাঃ)-এর পিছে ছালাত পড়েছি। এই সকল হযরত স্রেফ ছালাতের শুরুতে স্বীয় হাত উঁচু করতেন' {(সুনানে

দারাকুত্বনী ১/২৯৫; মুসনাদে আবী ইয়ালা হা/৫০৩৯, ৮/৪৫৩; বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা ২/৭৯; মাজমাউয যাওয়ায়েদ ২/১০১) মিনহাজুস সাবী পৃঃ ২২৮, ২২৯}।

বিশেস্নষণ : এই বর্ণনার আসল রাবী মুহাম্মাদ বিন জাবের জমহূর মুহাদ্দিছদের নিকটে যঈফ।

যায়লাঈ হানাফী বলেছেন, وَمُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ: ضَعِيفٌ 'আর মুহাম্মাদ বিন জাবের একজন যঈফ (রাবী) (নাছবুর রায়াহ ১/৬১)'।

যে রাবী খোদ হানাফীদের নিকটেও যঈফ তার বর্ণনা ডক্টর ছাহেব কেন পেশ করছেন?

এই রেওয়ায়াত ইমাম দারাকুৎনী (রহঃ) 'সুনানে দারাকুৎনী'-তে বর্ণনা করার পরে বলেছেন, تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ وَكَانَ ضَعِيفًا মুহাম্মাদ বিন জাবের একক হয়েছেন। আর তিনি যঈফ ছিলেন (হা/১১২০, ১/২৯৫)।

'মুসনাদে আবী ইয়ালা'র মুহাক্বিক্ব হুসাইন সালীম আসাদ লিখেছেন, إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ 'এর সনদ যঈফ' (৮/৪৫৩)।

স্মর্তব্য যে, এই নুসখার বরাতই ডক্টর ছাহেব দিয়েছেন।

ইমাম বায়হাক্বী এই রেওয়ায়াতটি বর্ণনা করে ইমাম দারাকুৎনী হতে নকল করেছেন যে, মুহাম্মাদ বিন জাবের যঈফ ছিলেন (আস-সুনানুল কুবরা ২/৭৯, ৮০)।

ইমাম বায়হাক্বী স্বয়ং অন্য স্থানে 'মুহাম্মাদ বিন জাবের আল-ইয়ামামী'-কে 'যঈফ' লিখেছেন (আস-সুনানুল কুবরা ১/১৩৪, ১৩৫)।

হাফেয হায়ছামী এই হাদীছকে 'মাজমাউয যাওয়ায়েদ' গ্রন্থে উল্লেখ করার পরে বলেছেন, رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ الْيَمَامِيُّ، وَقَدِ اخْتَلَطَ عَلَيْهِ حَدِيثُهُ، وَكَانَ يُلَقَّنُ فَيَتَلَقَّنُ الْحَنَفِيُّ এই হাদীছকে আবূ ইয়ালা বর্ণনা করেছেন। আর এতে মুহাম্মাদ বিন জাবের হানাফী (বনূ হানীফা গোত্রের একজন ব্যক্তি) ইয়ামামী রয়েছেন। তার হাদীছ তার উপরে গোঁজামিল হয়ে গিয়েছিল। আর তিনি তালক্বীন কবুল করে নিয়েছিলেন? {পাঞ্জাবী ভাষায় 'লাঈ লাগ} (২/১০১)

হাফেয হায়ছামী অন্য স্থানে বলেছেন, وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ السُّحَيْمِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ এতে জাবের বিন মুহাম্মাদ আস-সুহায়মী (আল-ইয়ামামী) যঈফ (মাজমউয যাওয়ায়েদ ৬/২৮৮, 'بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَوَدِ وَالْقِصَاصِ، وَمَنْ لَا قَوَدَ عَلَيْهِ' অনুচ্ছেদ)।

আপনারা দেখেছেন যে, এই বর্ণনার রাবীকে উল্লেখকারী মুহাদ্দিছগণও যঈফ-ই বলেছেন। কিন্তু তারপরও ডক্টর ছাহেব এমন কমজোর বর্ণনাকে স্বীয় দলীলের পক্ষে পেশ করছেন।

এই হাদীছ সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বলেছেন, هذا منكر حديث 'এই হাদীছটি মুনকার' (আল-মাসায়েল, আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ'র বর্ণনায়, রাবী নং ৩২৭, ১/২৪২)।

বারোতম দলীল (১২/২৫৯) : عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ: حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، :لَا يَرْفَعُهُمَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ 'হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখেছি যে, তিনি (ছাঃ) ছালাত শুরু করার সময় স্বীয় হাতকে কাঁধ বরাবর তুলতেন। এবং যখন রুকূ করতে চাইলেন এবং রুকূ হতে মাথা উঠাতে চাইলেন তখন হাত উত্তোলন করেন নি। আর কতিপয় বলেছেন, দু'সিজদার মাঝে তিনি হাত উত্তোলন করেন নি' {আবূ আওয়ানাহ হা/১৫৭২, ১/৪২৩ (মিনহাজুস সাবী পৃঃ ২২৯)}।

বিশ্লেষণ : এই বর্ণনাটি মুসনাদে আবী আওয়ানাহ'র দু'টো পাণ্ডুলিপিতে নিম্নোক্ত শব্দাবলী সহকারে বিদ্যমান আছে- عَنْ سَالِمٍ، إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ :وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَا يَرْفَعُهُمَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ السَّجْدَتَيْنِ،

তন্মধ্যে একটি পাণ্ডুলিপি আমাদের উস্তাদ মুহতারাম, পীরে ঝান্ডা শায়খুল ইসলাম আবুল ক্বাসেম মুহিবক্ষুল্লাহ শাহ রাশেদী (রহঃ)-এর 'কুতুব খানায়ে সাঈদিইয়াহ'-তে বিদ্যমান। আর অন্য নুসখাটি মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে।

ত্বাহেরুল ক্বাদরী ছাহেব এই হাদীছের ভুল অনুবাদ করেছেন। অথচ বিশুদ্ধ অনুবাদ নিম্নরূপ- 'সালেম স্বীয় পিতা (আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ছালাত শুরু করতেন তখন রফউল ইদায়েন

করতেন। এমনকি উভয় (হাত) বরাবর হয়ে যেত। এবং কতিপয় বলেছেন, তার কাঁধ বরাবর হয়ে যেত। আর যখন রুকূ করার ইচ্ছা করতেন এবং রুকূ হতে মাথা তোলার পরে (রফউল ইদায়েন করতেন) এবং দু'হাত উত্তোলন করতেন না। আর কতিপয় বলেছেন, এবং তিনি সিজদার মাঝে রফউল ইদায়েন করতেন না। আর অর্থ একই"।

প্রতীয়মান হল যে, لَا يَرْفَعُهُمَا 'তিনি দু'হাত তুলতেন না' এর সম্পর্ক بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ সাজদার সাথে রয়েছে। مِنَ الرُّكُوعِ 'রুকূ হতে'-এর সাথে নয়। وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ 'আর অর্থ একই'-শব্দাবলীও পরিষ্কার ভাবে একেই সমর্থন করছে। কিন্তু শত আফসোস হয় যে, ডক্টর ছাহেব দেওবন্দীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই রেওয়ায়াতকে রফউল ইদায়েনের বিরুদ্ধে পেশ করেছেন। অথচ এই হাদীছটি রফউল ইদায়েনের সত্যায়নের সাথে 'সালিম তার পিতা হতে' সনদের দ্বারা ছহীহ বুখারী (হা/৭৩৬) এবং ছহীহ মুসলিমে (হা/৩৯০, দারুস সালাম পাবলিকেশনের অনুসারে হা/৮৬১)-এ বিদ্যমান আছে।

মুহাদ্দিছ আবূ আওয়ানাহ আল-ইসফারাঈনী'র বর্ণনায় তার তিনজন উস্তাদের নাম উল্লেখ রয়েছে-আব্দুল্লাহ বিন আইয়ূব আল-মাখরামী, সাদান বিন নাছর এবং শু'আইব বিন আমর (দেখুন : ২/৯০)।

সা'দান বিন নাছরের বর্ণনা 'আস-সুনানুল কুবরা-বায়হাক্বী'-তে وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ 'আর তিনি দু'সিজদার মাঝে রফউল ইদায়েন

করতেন না’-এর শব্দাবলী রয়েছে (২/৬৯)। যখন عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيه ‘সালিম তার পিতা হতে’ বর্ণনায় ছহীহ মুসলিমে وَلَا يَرْفَعُهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْن ‘আর তিনি দু’ সিজদার মাঝে হস্তদ্বয় তুলতেন না’ (হা/৩৯০, দারুস সালাম পাবলিকেশনের ক্রমিক হাদীছ নং ৮৬১)-এ শব্দগুলি রয়েছে। আবূ আওয়ানাহ (রহঃ) রাবীদের মাঝে শব্দসমূহের এই পার্থক্য وَلَا يَرْفَعُهُمَا ‘আর তিনি হস্তদ্বয় তুলতেন না’ এবং وَلَا يَرْفَعُ ‘তিনি (হাত) তুলতেন না’ একত্র করে وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ ‘আর অর্থ একই’ বলে এটা প্রমাণিত করেছেন যে, রফউল ইদায়েন না করার সম্পর্ক সিজদার সাথে সম্পৃক্ত, রুকূর পরের সাথে নয়।

প্রতীয়মান হল যে, وَلَا يَرْفَعُهُمَا ‘আর তিনি হস্তদ্বয়কে তুলতেন না’ বাক্যকে রুকূর আগে ও রুকূর পরের রফউল ইদায়েনের সাথে জুড়িয়ে দেওয়া ভুল।

তেরোতম দলীল (১৩/২৬০) : হযরত আসওয়াদ বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত ওমর বিন খাত্ত্বাব (রাঃ)-কে ছালাত আদায় করতে দেখেছি। তিনি (রাঃ) তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় দু’হাত তুলতেন। অতঃপর (অবশিষ্ট ছালাতে হাত) উঠাতেন না {ত্বাহাবী, শরহে মাআনিল আছার হা/১৩২৯, ১/২৯৪) (আল-মিনহাজুস সাবী পৃঃ ২২৯}।

বিশ্লেষণ : ডক্টর ছাহেবের কাছে মারফূ‘ হাদীছ খতম হয়ে গেছে। এখন তিনি আছার পেশ করা শুরু করেছেন।

ডক্টর ছাহেবের এই পেশকৃত আছারের একজন রাবী হচ্ছেন ইবরাহীম বিন ইয়াযীদ আন-নাখাঈ (রহঃ) {দেখুন : হাকেম, মারিফাতুল উলূমিল হাদীছ পৃঃ ১০৮; সুয়ূত্বী, আসমাউ মান উরিফা বিত-তাদলীস, আবূ যুরআহ ইবনুল ইরাক্বী, কিতাবুল মুদাল্লিসীন ক্রমিক ২; আত-তাবঈন লি-আসমা আল-মুদাল্লিসীন, সিবতু ইবনুল আজমী ক্রমিক ২}।

এই বর্ণনাটি ‘আন’ দ্বারা বর্ণিত। সুতরাং যঈফ। দেখুন : সপ্তম দলীল (৭/২৫৪)-এর বিশ্লেষণ।

এর বিপরীতে সাইয়েদুনা ওমর (রাঃ) হতে ছালাতের শুরুতে, রুকূর আগে ও রুকূর পরে রফউল ইদায়েন প্রমাণিত আছে (দেখুন : ইবনে সাইয়েদুন নাস, শরহে সুনানুত তিরমিযী ২/২১৭, পাণ্ডুলিপি) এর সনদটি হাসান।

সাইয়েদুনা ওমর (রাঃ)-এর পুত্র সাইয়েদুনা ইবনে ওমর (রাঃ) হতে রুকূর আগে ও পরে রফউল ইদায়েন করা প্রমাণিত আছে (ছহীহ বুখারী হা/৭৩৯)। বরং তিনি কোন ব্যক্তিকে দেখতেন যে, সে রুকূর আগে ও পরে রফউল ইদায়েন করে না; তো তিনি তাকে কংকর দিয়ে মারতেন (বুখারী, জুযউ রফইল ইদায়েন, আমার তাহক্বীক্বকৃত হা/১৫, সনদ ছহীহ)।

সুতরাং এটা হতেই পারে না যে, তাঁর পিতা সাইয়েদুনা ওমর (রাঃ) রফউল ইদায়েন করতেন না।

তিনি ব্যতীত নিম্নোক্ত ছাহাবায়ে কেরাম থেকেও রফউল ইদায়েন করা প্রমাণিত আছে-

(১) মালিক ইবনুল হুয়ায়রেছ (রাঃ) {ছহীহ বুখারী হা/৭৩৭; ছহীহ মুসলিম হা/৩৯১ /৮৬৪}।

(২) আবূ মূসা আল-আশ‘আরী (রাঃ) {মাসায়েলে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ছালেহ বিন আহমাদ বিন হাম্বল-এর বর্ণনা (পান্ডুলিপি) পৃঃ ১৭৪, সনদ ছহীহ}।

(৩) আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (রাঃ) {আস-সুনানুল কুবরা ২/৭৩, সনদ ছহীহ}।

(৪) আবূ বকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) [আস-সুনানুল কুবরা ২/৭৩, সনদ ছহীহ]।

(৫) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)। [জুযউ রফইল ইদায়েন, বুখারী হা/২২, সনদ ছহীহ; আরো দেখুন : ২/৩৪৯-এর বিশ্লেষণ]।

(৬) আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)। [মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ১/২৩৫]।

(৭) আনাস বিন মালেক (রাঃ) [জুযউ রফইল ইদায়েন বুখারী হা/২০, সনদ ছহীহ]।

(৮) জাবের বিন আব্দুল্লাহ আল-আনছারী (রাঃ) [মুসনাদুস সার্রাজ হা/৯২, ১/৬২, ৬৩, সনদ ছহীহ]।

প্রসিদ্ধ তাবেঈ সাঈদ বিন জুবায়ের (রহঃ) বলেছেন যে, ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ছালাতের শুরুতে, রুকূর সময় ও রুকূ থেকে মাথা উঠানোর পরে রফউল ইদায়েন করতেন (বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা ২/৭৫, সনদ ছহীহ)।

আছারের ব্যাপারেও রফউল ইদায়েন অস্বীকারকারীদের ঝুঁলি একেবারেই শুন্য।

চোদ্দতম ও শেষ দলীল (১৪/২৬১) : আছেম বিন কুলায়েব তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আলী (রাঃ) স্রেফ তাকবীরে তাহরীমার সময়ই হাত তুলতেন। অতঃপর ছালাতের

মাঝে (হাত) তুলতেন না’ [(ইবনে আবী শায়বাহ হা/২৪৪৪, ১/২১৩) মিনহাজুস সাবী পৃঃ ২২৯]

বিশ্লেষণ : এটাও মারফূ‘ হাদীছ নয়। বরং একটি অপ্রমাণিত আছার। আর ডক্টর ছাহেবের উক্ত গ্রন্থের সর্বশেষ দলীল। (দ্রষ্টব্য : মিনহাজুস সাবী মিনাল হাদীছ আন-নববী পৃঃ ২২৯)।

এই আছারকে কোন নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিছ ছহীহ বলেন নি। পক্ষান্তরে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল এর উপরে সমালোচনা করেছেন। (দ্রষ্টব্যঃ আল-মাসায়েল, আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ-এর বর্ণনায় নং ৩২৯, ১/২৪৩)।

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন, فَلَمْ يَثْبُتْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْهُمْ عِلْمُنَا فِي تَرْكِ رَفْعِ الْأَيْدِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ

উক্ত আলেমদের মধ্য হতে কোন একজনের কাছেও রফউল ইদায়েন বর্জন করার ইলম না নবী (ছাঃ) থেকে ছিল। আর না নবী (ছাঃ)-এর কোন ছাহাবী থেকে যে, তিনি রফউল ইদায়েন করতেন না (জুযউ রফ‘ইল ইদায়েন হা/৪০)।

প্রতীয়মান হল যে, ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর নিকটে এই বর্ণনা প্রমাণিত নয়।

ইবনুল মুলাক্কিন (মৃঃ ৮০৪ হিঃ) বলেছেন, فأثر علي رضي الله عنه ضعيف لا يصح عنه، وممن ضعفه البخاري আর আলী (রাঃ)-এর (প্রতি সম্বন্ধিত) আছারটি যঈফ। তার থেকে ছহীহ সাব্যস্ত নয়। একে

যঈফ আখ্যাদানকারীদের মধ্যে ইমাম বুখারীরও আছেন' (আল-বাদরুল মুনীর ৩/৪৯৯)।

এর বিপরীতে সাইয়েদুনা আলী (রাঃ) থেকে প্রমাণিত আছে যে, নবী (ছাঃ) রুকূর আগে ও পরে রফউল ইদায়েন করতেন। দ্রষ্টব্য : তৃতীয় দলীল (৩/২৫০)-এর বিশ্লেষণ। এই বর্ণনাকে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ছহীহ বলেছেন (ইলালুল খাল্লাল, আল-বাদরুল মুনীর-এর বরাতে ৩/৪৬৬)।

আপনারা দেখেছেন যে, রফউল ইদায়েনের বিরুদ্ধে ত্বাহেরুল ক্বাদিরী ছাহেব তিন ধরণের বর্ণনা পেশ করেছেন। (১) অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনাসমূহ। (২) যঈফ বর্ণনাসমূহ। (৩) যঈফ আছারসমূহ। অথচ ছহীহ হাদীছসমূহ ও আছার দ্বারা রফউল ইদায়েন (রুকূর আগে ও পরে) করাই সাব্যস্ত হয়েছে।

সম্ভবত এই কারণেই শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী বলেছেন যে, وَالَّذِي يرفع أحب إِلَيّ مِمَّن لَا يرفع যে ব্যক্তি রফউল ইদায়েন করে সে আমার কাছে ঐ ব্যক্তি হতে বেশী প্রিয় যে রফউল ইদায়েন করে না (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ২/১০; আযকারুছ ছালাহ ওয়া হাইআতুহাল মানদূব ইলায়হা)।

এই বক্তব্য ইলযামী হিসাবে পেশ করা হল। সম্মানিত পাঠকদের নিকটে আবেদন যে, যদি তারা আরো গবেষণা করতে চান তবে বুখারীর জুযউ রফ‘ইল ইদায়েন ও ইবনুল মুলাক্কিনের আল-বাদরুল মুনীর-এর প্রতি প্রত্যাবর্তন করে। অমা আলায়না ইল্লাল বালাগ।

(৮ই মুহার্রম, ১৪২৭ হিঃ)।

সাইয়েদুনা ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত তাফসীর ও রফউল ইদায়েন বর্জন করা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, خَاشِعُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ আর ঐ লোক যারা স্বীয় ছালাতে খুশূ রাখে (মুমিনূন ২৩/২)।

কতিপয় বলেন যে, এই আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যায় সাইয়েদুনা ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, وَلَا يرفعون أَيْديهم فِي الصَّلَاة 'আর তারা ছালাতে স্বীয় হাত উঠাতেন না' (দেখুন : ইবনে আবক্ষাসের প্রতি সম্পৃক্ত তাফসীর পৃঃ ২১২)

কতিপয় লোক উপরোক্ত আয়াতের নিম্নোক্ত অনুবাদ করেন, যারা ছালাতে রফউল ইদায়েন করেন না' (মাজমূআ রাসায়েলে উকাড়বী ১/১৮২; তাহক্বীক্বে মাসআলায়ে রফ‘ইল ইদায়েন পৃঃ ৬)।

আরয হল যে, এই তাফসীর পুরোটাই মিথ্যা ও বানোয়াট। সাইয়েদুনা ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে (এমনটি) প্রমাণিত-ই নেই।

এই তাফসীরের শুরুতে নিম্নোক্ত সনদ লিপিবদ্ধ হয়েছে, أخبرنَا عبد أَبُو عبد الله قَالَ الله الثِّقَة بن الْمَأْمُون الْهَرَوِيّ قَالَ أخبرنَا أَبِي قَالَ أخبرنَا أخبرنَا ابو عبيد الله مَحْمُود بن مُحَمَّد الرَّازِيّ قَالَ أخبرنَا عمار بن عبد قَالَ أخبرنَا عَلِيّ بن إِسْحَق السَّمرقَنْدِي عَن مُحَمَّد بن الْمجِيد الْهَرَوِيّ مَرْوَان عَن الْكَلْبِيّ عَن ابي صَالح عَن ابْن عَبَّاس قَالَ

{তানবীরুল মিক্ববাস, ফীরোযাবাদী, তাফসীরে ইবনে আব্বাস, আদাবুশ শাফেঈ পৃঃ ২}

এই তাফসীরের মূল রাবী (১) মুহাম্মাদ বিন মারওয়ান আস-সুদ্দী এবং (২) মুহাম্মাদ বিন সায়েব-উভয়ই মিথ্যুক।

মুহাম্মাদ বিন মারওয়ান আস-সুদ্দীর পরিচয়

মুহাম্মাদ বিন মারওয়ান আস-সুদ্দীর সম্পর্কে মুহাদ্দিছীনদের কতিপয় বক্তব্য নিম্নরূপ-

(১) বুখারী বলেছেন, سَكَتُوا عَنْهُ মুহাদ্দিছগণ তার সম্পর্কে চুপ থেকেছেন তথা 'ইনি মাতরূক' (আত-তারীখুল কাবীর ১/২৩২)। لا يكتب حديثه ألبتة 'তার হাদীছ আদৌ লিপিবদ্ধ করা যাবে না' (আ-যুআফা আছ-ছাগীর, রাবী নং ৩৫০)।

(২) ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেছেন, لَيْسَ بِثِقَة তিনি ছিক্বাহ নন (আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল ৮/৮৬, সনদ ছহীহ)।

(৩) আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, متروك الحديث هو ذاهب الحديث لا يكتب حديثه البتة 'তিনি যাহেবুল হাদীছ, মাতরূকুল হাদীছ ছিলেন। তার হাদীছ অবশ্যই লেখা যাবে না (আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল ৮/৮৬)।

(৪) নাসাঈ বলেছেন, يروي عَن الْكَلْبِيّ مَتْرُوك الحَدِيث তিনি কালবী থেকে বর্ণনা করতেন, তিনি মাতরূকুল হাদীছ (আয-যু'আফা ওয়াল-মাতরূকীন, রাবী নং ৫৩৮)।

(৫) ইয়া'কূব বিন সুফিয়ান আল-ফারেসী বলেছেন, 'তিনি যঈফ, ছিক্বাহ নন' (আল-মারিফাতু ওয়াত-তারীখ ৩/১৮৬)।

(৬) ইবনু হিব্বান বলেছেন, كَانَ مِمَّن يروي الموضوعات عَن الْأَثْبَات لَا الِاعْتِبَار وَلَا الِاحْتِجَاج بِهِ بِحَال من الْأَحْوَال يحل كِتَابَة حَدِيثه إِلَّا عَلَى جِهَة

'তিনি ছিক্বাহ রাবী থেকে মাউযূ' রেওয়ায়াত বর্ণনা করতেন। নিরীক্ষা ব্যতিরেকে তার হাদীছ বর্ণনা করা হালাল নয়। কোন অবস্থাতেই তার থেকে দলীল গ্রহণ করা জায়েয নেই' (আল-মাজরূহীন ২/২৮৬)।

(৭) ইবনে নুমায়ের বলেছেন, 'তিনি কায্যাব' (উক্বায়লী, আয-যুআফা আল-কাবীর ৪/১৩৬, সনদ হাসান, স্মর্তব্য যে, 'আয-যুআফা আল-কাবীরে' ভুলক্রমে ইবনে নুমায়ের-এর পরিবর্তে ইবনে নুছায়ের ছাপা হয়েছে)।

(৮) হাফেয হায়ছামী বলেছেন, وَهُوَ مَتْرُوكٌ 'তিনি মাতরূক' (মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৮/৯৯)। أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفِهِ 'মুহাদ্দিছগণ তার যঈফ হওয়ার উপরে ইজমা করেছেন' (মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১/২১৪)।

(৯) হাফেয যাহাবী বলেছেন, 'তিনি কূফী, মাতরূকুল হাদীছ' (দিওয়ানুয যু'আফা, রাবী নং ৩৯৬৯)।

(১০) হাফেয ইবনে হিব্বান বলেছেন, مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ وَهُوَ 'তিনি মিথ্যার দোষে দুষ্ট' (তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৬২৮৪)।

দেওবন্দী জামাআতের নিকটে বর্তমান যুগের 'ইমামে আহলে সুন্নাত' সরফরায খান ছফদর ছাহেব লিখেছেন, 'আর মুহাম্মাদ বিন মারওয়ান আস-সুদ্দী আছ-ছাগীরের জীবনীও শুনে নিন'। ইমাম বুখারী বলেছেন, তার রেওয়ায়াত কখনোও নেয়া যেতে পারে না (বুখারী, যু'আফায়ে ছগীর পৃঃ ২৯)।

ইমাম নাসাঈ বলেছেন যে, 'তিনি মাতরূকুল হাদীছ' (যুআফায়ে ইমাম নাসাঈ পৃঃ ৫২)।

আল্লামা যাহাবী লিখেছেন যে, মুহাদ্দিছ আলেমগণ তাকে বর্জন করেছেন। আর কতিপয় তাকে মিথ্যা বলার অপবাদও লাগিয়েছেন। ইমাম ইয়াহ্‌ইয়া বিন মাঈন বলেছেন যে, তিনি ছিক্বাহ নন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বলেছেন যে, আমি তাকে ত্যাগ করেছিলাম। ইবনে আদীর বর্ণনা রয়েছে যে, তার বর্ণনায় মিথ্যাচার একেবারেই স্পষ্ট হয়ে আছে (মীযানুল ইতিদাল ৩/১৩২)।

ইমাম বায়হাক্বী বলেছেন, 'তিনি মাতরূক' (কিতাবুল আসমা ওয়াছ-ছিফাত পৃঃ ৩৯৪)।

হাফেয ইবনে কাছীর বলেছেন যে, 'তিনি একেবারেই পরিত্যাজ্য' (তাফসীর ইবনে কাছীর ৩/৫১৫)।

আল্লামা সুবকী লিখেছেন যে, তিনি যঈফ ছিলেন (শিফাউস সাক্বাম পৃঃ ৩৭)।

আল্লামা মুহাম্মাদ ত্বাহের লিখেছেন যে, তিনি কায্‌যাব ছিলেন (তাযকিরাতুল মাউযূআত পৃঃ ৯০)।

জারীর বিন আব্দুল হামীদ বলেছেন যে, তিনি কায্‌যাব ছিলেন। ইবনে নুমায়ের বলেছেন, তিনি কিছুই নন। ইয়াকূব বিন সুফিয়ান বলেছেন যে, তিনি যঈফ। ছালেহ বিন মুহাম্মাদ বলেছেন যে, তিনি যঈফ ছিলেন। وَكَانَ يَضَعُ 'তিনি হাদীছ বানাতেন'। আবূ হাতিম বলেছেন যে, তিনি মাতরূকুল হাদীছ। তার হাদীছ কস্মিনকালেও লেখা যাবে না' (ইয়ালাতুর রায়ব পৃঃ ৩১৬)।

(২) উপরোল্লিখিত ব্যক্তি (সরফরায খান ছফদর) অপর এক স্থানে লিখেছেন, 'ছূফী ছাহেব স্বীয় আকাবেরদের আনুগত্য করতে গিয়ে

তো প্রচুর বর্ণনা পেশ করেছেন। কিন্তু তার (তা) উপকারী হয় নি। কেননা 'সুদ্দী' রেওয়ায়াতের মধ্যে কিছুই নন। ইমাম ইবনে মাঈন বলেছেন যে, তার বর্ণনায় দুর্বলতা (প্রকাশিত) হত। ইমাম জাওযাজানী বলেছেন যে, هو كذاب شتام তিনি মহা মিথ্যুক, তিরস্কারকারী ছিলেন। ইমাম ত্বাবারী বলেছেন যে, তার বর্ণনা দ্বারা দলীল গ্রহণ করা শুদ্ধ নয়।... এই বর্ণনার আরো আলোচনার জন্য 'ইযালাতুর রায়ব'-এ দেখুন। এই অজ্ঞাত ও যঈফ বর্ণনাসমূহ থেকে কোন মাসআলা প্রমাণিত হতে পারে না' (তাফরীহুল খাওয়াত্বির ফী রাদ্দি তানবীরুল খাওয়াত্বির পৃঃ ৭৭, নং ৭৮)।

(৩) সরফরায ছাহেব তার অন্য আরেকটি গ্রন্থে লিখেছেন, সুদ্দীর নাম মুহাম্মাদ বিন মারওয়ান।.......... ইমাম আহমাদ বলেছেন যে, আমি তাকে একেবারেই বর্জন করেছি। (হতবুদ্ধিকর বিষয় এই যে, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের মত হাদীছের সমালোচক তো তার হাদীছকে বর্জন করেছেন। কিন্তু মৌলভী নাঈমুদ্দীন ছাহেব ও তার জামা'আত তার রেওয়ায়াত থেকে...) {তানক্বীদে তামীন পৃঃ ১৬৮}।

(৪) তিনি তার অপর আরেকটি গ্রন্থে লিখেছেন যে, 'সুদ্দী কায্‌যাব ও হাদীছ জালকারী' (ইতমামুল বুরহান পৃঃ ৪৫৫)। 'ছগীরের নাম মুহাম্মাদ বিন মারওয়ান'। ইমাম জারীর বিন আব্দুল হামীদ বলেছেন যে, তিনি কায্‌যাব। ছালেহ বিন মুহাম্মাদ বলেছেন যে, তিনি হাদীছ জাল করতেন। বাকি মুহাদ্দিছগণও তার উপরে কঠিণ জারহ করেছেন। ন্যায়ের সাথে বলুন তো, এমন মিথ্যুক রাবীর

রেওয়ায়াত দ্বারা দ্বীনী কোন মাসআলাটি সাব্যস্ত হয় বা হতে পারে'? (ইতমামুল বুরহান পৃঃ ৪৫৮)।

সরফরায খান ছফদর দেওবন্দী লিখেছেন যে, আপনারা সুদ্দীর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরে থাকুন। আর এটাই আপনাদের জন্য মঙ্গলময় হউক' (ইতমামুল বুরহান পৃঃ ৪৫৭)।

সরফরায খান ছাহেব আরো বলেছেন, আপনি খায়েন-এর বরাতে 'সুদ্দী কায্যাব'-এর নিকতনে আশ্রয় নিয়েছেন। যা আপনার ইলমী নৈপুন্যতার জন্য যথেষ্ট। আর এই 'কলঙ্ক' (সুদ্দীর মত মিথ্যুককে আঁকড়ে ধরার কলঙ্ক) আপনার ললাটে সর্বদাই আলোকিত হতে থাকবে (ইতমামুল বুরহান পৃঃ ৪৫৮)।

সতর্কীকরণ : বর্তমানে রফউল ইদায়েনের বিরুদ্ধে 'তাফসীরে ইবনে আব্বাস' নামী গ্রন্থ থেকে দলীল গ্রহণকারীগণ সরফরায খান ছাহেবের বক্তব্যনুপাতে সুদ্দীর ঘরে আশ্রয় নিয়েছেন। আর তাদের ললাটে অবমাননার এই কলঙ্ক চমকাতে থাকবে।

'মুহাম্মাদ ইবনুস সায়েব আল-কালবী'র পরিচিতি

মুহাম্মাদ ইবনুস সায়েব, আবুন নাযর আল-কালবী সম্পর্কে মুহাদ্দিছ কেরামদের কতিপয় বক্তব্য নিম্নরূপ-

(১) সুলায়মান আত-তায়মী বলেছেন, كان بالكوفة كذابان احدهما الكلبي কূফায় দু'জন মিথ্যুক ছিলেন। কালবী তাদের মধ্য হতে একজন (আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল ৭/২৭০, সনদ ছহীহ)।

(২) কুর্রাহ বিন খালেদ বলেছেন, 'লোকেরা এটি বুঝতো যে, কালবী মিথ্যা কথা বলত' (আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল ৭/২৭০, সনদ ছহীহ)।

(৩) সুফিয়ান ছাওরী বলেছেন, 'আমাদেরকে কালবী বলেছেন যে, যা কিছু আমার সনদ দ্বারা 'আবী ছালেহ হতে, তিনি ইবনে আব্বাস হতে'-বর্ণনা করা হয় তা মিথ্যা। এটা বর্ণনা করা যাবে না (আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল ৭/২৭১, সনদ ছহীহ)।

(৪) ইয়াযীদ বিন যুরায়ে' বলেছেন, কালবী সাবাঈ ছিলেন (আল-কামিল, ইবনে আদী ৫/২১২৮, সনদ ছহীহ)।

(৫) মুহাম্মাদ বিন মাহরান বলেছেন, কালবীর তাফসীর বাতিল (আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল ৭/২৭১, সনদ ছহীহ)।

(৬) জাওযাজানী বলেছেন, তিনি কায্যাব, নিক্ষিপ্ত (আহওয়ালুর রিজাল, রাবী নং ৩৭)।

(৭) ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন বলেছেন, তিনি কিছুই নন (তারীখে ইবনে মাঈন, দূরীর বর্ণনা, রাবী নং ১৩৪৪)।

(৮) আবূ হাতিম আর-রাযী বলেছেন, الناس مجتمعون على ترك حديثه لا يشتغل به هو ذاهب الحديث তার হাদীছ বর্জন করার বিষয়ে মুহাদ্দিছদের ইজমা রয়েছে। তিনি হাদীছ চর্চায় মশগূল থাকতেন না। তার হাদীছ স্মরণ থাকে না (আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল ৭/২৭১)।

(৯) হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী বলেছেন, المفسر متهم بالكذب ورمي بالرفض তিনি একজন মুফাসসির, মিথ্যার দোষে অভিযুক্ত। আর তাকে রাফেযী হওয়ার অপবাদ দেয়া হয়েছে (তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৫৯০১)।

(১০) হাফেয যাহাবী বলেছেন, 'মুহাদ্দিছগণ তাকে ত্যাগ করেছেন' (আল-মুগনী ফিয-যু'আফা, রাবী নং ৫৫৪৫)।

কালবী সম্পর্কে সরফরায খান ছাহেব লিখেছেন, কালবীর অবস্থাও শুনে নিন...কালবীর নাম হল 'মুহাম্মাদ ইবনুস সায়েব বিন বিশ্‌র আবুন নাযর আল-কালবী'। ইমাম মু'তামির বিন সুলায়মান স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কূফায় দু'জন বড় বড় মিথ্যুক ছিলেন। কালবী তাদের মধ্য হতে অন্যতম ছিলেন। এবং লায়ছ বিন আবী সুলায়েমের বর্ণনা আছে যে, কূফায় দু'জন বড় বড় মিথ্যুক ছিলেন। একজন কালবী অপরজন আসাদী। ইমাম ইয়াহ্‌ইয়া বিন মাঈন বলেন, 'তিনি কিছুই নন'। ইমাম বুখারী বলেছেন যে, ইমাম ইয়াহ্‌ইয়া এবং ইবনে মাহদী তার বর্ণনাকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করেছিলেন। ইমাম ইবনে মাহদী বলেছেন যে, আবূ জুয বলেন, 'আমি ঐ কথার সাক্ষী দিচ্ছি যে, কালবী কাফের'। আমি যখন এই কথা ইয়াযীদ বিন যুরায়ে' থেকে বর্ণনা করলাম তখন তিনিও বলতে লাগলেন যে, আমিও তার থেকে এটাই শ্রবণ করেছি যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সে কাফের। আমি তাকে কুফরের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, কালবী বলে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর কাছে ওহী নিয়ে আসতেন। একবার নবী (ছাঃ) হাজত সারার জন্য দাঁড়ালেন। আর তার স্থানে আলী (রাঃ) বসে যান। তখন জিবরাঈল (আঃ) তাঁর (আলী রাঃ) উপরেই ওহী অবতীর্ণ করেন।

অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আঃ) মাওরেদে অহী এবং মাহবেত্বে অহী-কে চিনতে পারেন নি। এবং হযরত জিবরাঈল (আঃ) আলী (রাঃ)-কে রাসূল মনে করে তাকে ওহী শুনিয়ে যান।... আর আল্লাহই ভাল জানেন যে, এই সহজ-সরল জিবরাঈল (আঃ)

আগে পিছে কি কি হোঁচট খেয়েছেন এবং কার কার উপরে অহী অবতীর্ণ করে দিয়ে গিয়েছেন। আর প্রতীয়মান নয় তিনি হযরত আলী (রাঃ)-কেও উক্ত গোপন অহী থেকে কিছু বলে থাকবেন হয়ত। হতে পারে এটা নবীর পরপরই আলীর খিলাফত সংক্রান্ত অহী যা জিবরাঈল (আঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর কানে ফুঁক দিয়ে গিয়েছিলেন হয়তো। যরূরী কিছু কথা হয়ে থাকবে। কালবীর কথা তো কারণ বিহীন হতে পারে না। আর কালবীর উক্ত মতবাদের অধীনে খুবই সম্ভব হতে পারে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) প্রথমেই ভুল করে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে অহী শুনিয়ে থাকবেন হয়ত এবং অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল হয়ত। আর খুবই সম্ভব হতে পারে যে, তিনি হযরত আলীই (রাঃ) হয়ে থাকবেন। শেষে কালবীর কোন ভাইর যদি এই ধারণা থাকে যে, 'জিবরাঈলের আসা মানেই স্রষ্টার আগমন; (অহী) পেশ করা হয় মুহাম্মাদকে তবে উদ্দেশ্য হল আলী'। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আস্ত াগফিরুল্লাহ তাআলা। কালবী তো হযরত জিবরাঈল (আঃ), জনাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও অহীকে একটি নাটক ও খেলা বানিয়ে রেখেছেন। আল্লাহ তা'আলার কাছে পানাহ চাই। অতঃপর তার কাছে পানাহ চাই (ছফদর)।

বরং কালবী স্বয়ং এই কথা বলেছেন যে, আমি যখন 'আবূ ছালেহ হতে, তিনি ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে'-(সনদে) কোন রেওয়ায়াত ও হাদীছ তোমাদের কাছে বর্ণনা করি তখন (তা) মিথ্যা হয়ে থাকে। ইমাম আবূ হাতিম বলেছেন, সম্মানিত সকল মুহাদ্দিছগণ এর উপরে একমত যে, তিনি মাতরূকুল হাদীছ। তার কোন রেওয়ায়াতকে উপস্থাপন করা শুদ্ধ নয়। ইমাম নাসাঈ বলেছেন,

তিনি ছিক্বাহ নন এবং তার বর্ণনা লেখাও যাবে না। আলী ইবনুল জুনাইদ, হাকেম, আবূ আহমাদ এবং দারাকুতনী বলেছেন যে, তিনি মাতরূকুল হাদীছ। জাওযাজানী বলেছেন, তিনি কায্যাব ও বর্জিত। ইবনে হিব্বান বলেছেন, তার বর্ণনা চরম মিথ্যাচার (যা) একেবারেই প্রকাশ্য। তার থেকে দলীল গ্রহণ ছহীহ নয়। সাজী বলেছেন যে, তিনি মাতরূকুল হাদীছ এবং খুবই যঈফ ও কমজোর ছিলেন। কেননা তিনি চরমপন্থী শীআ। হাফেয আবূ আব্দুল্লাহ হাকেম বলেছেন, আবূ ছালেহ থেকে তিনি মিথ্যা রেওয়ায়াতসমূহ বর্ণনা করতেন। হাফেয ইবনে হাজার লিখেছেন, সকল আহলে ছিক্বাত তার সমালোচনার উপর একমত হয়েছেন। এবং এর উপরেও একমত যে, আহকাম ও শাখাগত মাসআলাতেও তার কোন রেওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য নয়।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বলেছেন, 'কালবীর তাফসীর শুরু হতে শেষ পর্যন্ত মিথ্যা। এগুলি অধ্যয়ন করাও জায়েয নেই' (তাযকিরাতুল মাউযূআত পৃঃ ৮২)।

আল্লামা ত্বাহের হানাফী লিখেছেন যে, তাফসীরের মধ্যে অত্যন্ত কমজোর রেওয়ায়াতের মধ্য থেকে কালবীর 'আবূ ছালেহ হতে তিনি ইবনে আব্বাস থেকে'- (এই সনদটি) অন্যতম। আর যখন মুহাম্মাদ বিন মারওয়ান আস-সুদ্দী আছ-ছাগীর তাতে যোগ হন তবে তা মিথ্যার সিলসিলাহ হয় (তাযকিরাতুল মাউযূআত পৃঃ ৮৩; ইতক্বান ২/১৮৯)। আর এই রেওয়ায়াতে ভাল (রাবী) থেকে এই দু'টি 'নিকৃষ্ট' (রাবী) একত্রিত হয়েছেন (ইযালাতুর রায়ব পৃঃ ৩১৬, ৩১৬; আরো দেখুন : তানক্বীদে মাতীন পৃঃ ১৬৭, ১৬৯)।

উক্ত সনদের তৃতীয় রাবী আবূ ছালেহ বাযাম যঈফ।

আবূ ছালেহ বাযাম-এর পরিচিতি

(১) আবূ হাতিম আর-রাযী বলেছেন, يكتب حديثه ولا يحتج به 'তার হাদীছ লেখা যাবে না। এবং তার দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না' (আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল ২/৪৩২)।

(২) নাসাঈ বলেছেন, ضَعِيف كُوفِي তিনি যঈফ, কূফার অধিবাসী (আয-যু'আফা ওয়াল মাতরূকীন, রাবী নং ৭২)।

(৩) বুখারী তাকে 'কিতাবুয যু'আফা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (জীবনী নং ; তুহফাতুল আক্বীয়া পৃঃ ২১)।

(৪) হাফেয যাহাবী বলেছেন, ضَعِيف الحَدِيث তিনি যঈফুল হাদীছ (দীওয়ানুয যু'আফা, রাবী নং ৫৪৪)।

(৫) হাফেয ইবনে হাজার বলেছেন, ضعيف يرسل 'তিনি যঈফ। ইরসাল (মুরসাল রেওয়ায়াত বর্ণনা) করতেন' (তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৬৩৪)।

কতিপয় আলেম উপরোল্লিখিত বাযাম-কে ছিক্বাহও বলেছেন। কিন্তু জমহুর মুহাদ্দিছগণের 'জারহ'-এর মোকাবেলায় এই 'তাওছীক্ব' পরিত্যাজ্য।

'তানবীরুল মিক্বাস'-এর উক্ত সনদ সম্পর্কে হাফেয জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী লিখেছেন, 'সকল সনদে মধ্যে সবচেয়ে কমজোর হল 'কালবী আবূ ছালেহ হতে, তিনি ইবনে আব্বাস হতে-সনদটি। এবং এই রেওয়ায়াতে যদি মুহাম্মাদ বিন সুদ্দী আছ-ছাগীরও শামিল হয়ে যান তবে এই সনদটিকে 'সিলসিলাতুল কাযিব' (মিথ্যুকদের ধারাবাহিকতাপূর্ণ সনদ) বলা হয় (আল-ইতক্বান ফী উলূমিল কুরআন ২/৪১৬)।

প্রকাশ থাকে যে, এই সনদের মিথ্যুক রাবীদের ধারাবাহিকতা আবূ ছালেহ পর্যন্ত রয়েছে। 'ছাহাবা কেরাম (রাঃ) সকলেই ন্যায়-পরায়ণ'-এটা সার্বজনীন মূলনীতি। অবশ্যই তাঁদের থেকে পরবর্তী বর্ণনাকরীদের ন্যায়-পরায়ণ, ছিক্বাহ (আস্থাভাজন) ও ছদূক্ব (সত্যপরায়ণ) হওয়া যরূরী। এটাও একটি সাবর্জনীন মূলনীতি।

উক্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হতে প্রতীয়মান হল যে, এই তাফসীর (তানবীরুল মিক্ববাস) সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) থেকে প্রমাণিত নয়। বরং এটা মারওয়ান বিন সুদ্দী ও কালবীর মনগড়া তাফসীর (গ্রন্থ)। এতে তারা মিথ্যা বর্ণনা করতে গিয়ে ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর প্রতি সম্বন্ধিত করেছেন।

সতর্কীকরণ : স্বয়ং সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) থেকে রুকূর আগে এবং পরে রফউল ইদায়েন করা প্রমাণিত আছে।

আবূ হামযাহ (তাবেঈ ইমরান বিন আবী আত্বা আল-আসাদী) (রহঃ) বলেছেন, 'আমি (সাইয়েদুনা) ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে দেখেছি যে, 'তিনি ছালাতের শুরুতে, রুকূর আগে ও রুকূর পরে মাথা উঠানোর সময় হাত তুলতেন' (মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২৪৩১, ১/২৩৫, সনদ হাসান)।

এই রেওয়ায়াতটি 'মাসায়েলে ইমাম আহমাদ' (আব্দুল্লাহ বিন আহমাদের বর্ণনা হা/৩৩১, ১/৪, ২৪), মুছান্নাফ আব্দুর রায্যাক্ব (হা/২৫২৩, ২/৬৯) এবং বুখারীর জুযউ রফইল ইদায়েন (হা/২১) ইত্যাদি গ্রন্থসমূহেও বিদ্যমান।

ত্বাউস (তাবেঈ) বলেছেন যে, 'আমি আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসকে ছালাতে রফউল ইদায়েন করতে দেখেছি' (জুযউ রফইল ইদায়েন হা/২৮, সনদ ছহীহ)।

সাইয়েদুনা ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর ছালাতে রফউল ইদায়েন করা এই বিষয়ের প্রকাশ্য দলীল যে, ছালাতে রফউল ইদায়েন করা খুশূ' ও খুযূ'র বিরোধী নয়।

সতর্কীকরণ : এই বানোয়াট তাফসীরে থেকে উকাড়বীর অনুবাদ ও দলীল গ্রহণ করার পদ্ধতিতেও আপত্তি রয়েছে।

সাইয়েদুনা আবূ হুমাইদ আস-সায়েদী (রাঃ)-এর প্রসিদ্ধ হাদীছ

দশজন ছাহাবায়ে কেরামের সম্মেলনে সাইয়েদুনা আবূ হুমাইদ আস-সায়েদী (রাঃ) যে হাদীছটিকে বর্ণনা করেছেন; সর্বাগ্রে সুনানে আবূ দাঊদ থেকে তার মতন (হাদীছের মূল ভাষ্য) ও অনুবাদ তুলে ধরা হল। তারপর এর তাহক্বীক্ব, রাবীদের সংরক্ষণ ও প্রত্যাখ্যানকারীদের বদ ধারণাসমূহ ও খেয়ানতগুলির জবাব প্রদত্ত হবে।

ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) বলেছেন :

সাঈয়েদুনা আবূ হুমায়েদ সায়েদী (রাঃ) দশজন ছাহাবা কেরামের মজলিসে; যেখানে (সাঈয়েদুনা) আবূ ক্বাতাদা (রাঃ)ও ছিলেন, বলেছেন, আমি তোমাদের চাইতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাতকে (ভালভাবে) জানি। তারা বললেন, কিভাবে? আল্লাহ্‌র কসম! আপনি না আমাদের চাইতে রাসূল (ছাঃ)-এর ইত্তিবা' করেছেন আর না আমাদের আগে তার ছাহাবী হয়েছেন। তিনি (আবূ হুমায়েদ সায়েদী (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ। ছাহাবা (রাঃ) বললেন, তাহলে পেশ কর। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ছালাতের জন্য দাঁড়াতেন তখন দু' হাত কাঁধ বরাবর তুলতেন। তারপর তাকবীর বলতেন। এ পর্যন্ত যে তার সকল হাড় স্বীয় স্থানে স্থির হয়ে যেত। এরপর তিনি (ছাঃ) ক্বিরাআত পাঠ

করতেন। অতঃপর তাকবীর বলতঃ কাঁধ বরাবর হাত তুলতেন। অতঃপর রুকূ করতেন ও স্বীয় হাতের তালু হাঁটুর উপরে রাখতেন। তারপর (পিঠ সোজা করার ক্ষেত্রে) স্থির হতেন। না তিনি মাথা বেশী ঝুঁকাতেন আর না বেশী উঠিয়ে রাখতেন। অতঃপর মাথা উত্তোলন করার পরে 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতেন। অতঃপর কাঁধ বরাবর ধীরতার সাথে হাত তুলতেন। তারপর আল্লাহু আকবার বলতেন। তারপর যমীনের দিকে ঝুঁকতেন। তিনি তাঁর হাতকে দু' দিক থেকে দূরে রাখতেন। এরপর তিনি মাথা উত্তোলন করতেন এবং স্বীয় বাম পা-কে বিছিয়ে তার উপরে বসতেন। তিনি সেজদায় পায়ের আঙ্গুলসমূহ খোলা রাখতেন। তারপর তিনি সেজদা করতেন। অতঃপর আল্লাহু আকবার বলতেন ও সেজদা থেকে মাথা উঠাতেন। তিনি স্বীয় বাম পা-কে বিছিয়ে বসতেন এমনকি সকল হাড় আপন জায়গাতে পৌঁছে যেত। অতঃপর দ্বিতীয় রাকা'আতেও এমনটি করতেন। তারপর যখন তিনি দু' রাকা'আত হতে দাঁড়াতেন তখন তাকবীরে তাহরীমা বলতেন এবং কাঁধ বরাবর হাত তুলতেন। যেমনটি তিনি ছালাতের শুরুতে করতেন। অতঃপর অবশিষ্ট ছালাতও এভাবেই পড়তেন। এমনকি শেষ সেজদা হয়ে যেত যেখানে সালাম ফেরানো হত। তিনি তাওয়ার্রুক করে বসতঃ বাম পাকে (ডান পায়ের) পিছে রাখতেন। তারা (রাঃ) বললেন, আপনি সত্য বলেছেন। তিনি (ছাঃ) এভাবেই ছালাত পড়তেন (সুনানে আবী দাঊদ হা/৭৩০, 'ছালাত অধ্যায়', 'ছালাতের আরম্ভ' অনুচ্ছেদ, এর সনদ ছহীহ)।

এই হাদীছের সনদ একেবারেই ছহীহ। এখন বিস্তারিত তাহক্বীক্ব লক্ষ্য করুন।

নূরুল বাছর ফী তাওছীক্ব আব্দুল হামীদ বিন জাফর

প্রসিদ্ধ (হাদীছ) বর্ণনাকারী আব্দুল হামীদ বিন জাফর বিন আব্দুল্লাহ ইবনুল হাকাম বিন রাফে' আল-আনছারী থেকে বর্ণনা আছে-

আমাকে মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আত্বা (আল-কুরাশী আল-আমিরী আল-মাদানী) হাদীছ শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমি (সাঈয়েদুনা) আবূ হুমাইদ আস-সায়েদী (রাঃ)-কে আবূ ক্বাতাদা (রাঃ) সহ (সাঈয়েদুনা) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দশজন ছাহাবীর মাঝে বলতে শুনেছেন যে...

সারমর্ম : এই হাদীছে এটাও এসেছে যে, নবী (ছাঃ) ছালাতের শুরুতে, রুকূর আগে ও রুকূর পরে রফউল ইদায়েন করতেন (সুনানে আবী দাঊদ হা/৭৩০, সনদ ছহীহ; তিরমিযী হা/৩০৪, তিনি বলেছেন, হাসান ছহীহ; ইবনে খুযায়মাহ হা/৫৮৭, ৫৮৮; ইবনে হিব্বান, আল-ইহসান হা/১৮৬৪; বুখারী একে 'জুযউ রফ'ইল ইদায়েন' গ্রন্থে ছহীহ বলেছেন হা/১০২; ইবনে তায়মিয়াহ, আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা ১/১০৫; মাজমূ' ফাতাওয়া ২২/৪৫৩; ইবনুল ক্বাইয়িম, তাহযীবুস সুনান আবী দাঊদ ২/৪১৬; খাত্ত্বাবী, মাআলিমুস সুনান ১/১৯৪)।

এই হাদীছকে একাধিক আলেম ছহীহ বলেছেন। যেমন (১) তিরমিযী। (২)) ইবনে খুযায়মাহ। (৩) ইবনে হিব্বান। (৪) বুখারী। (৫) ইবনে তায়মিয়া। (৬) ইবনুল ক্বাইয়িম। (৭) খাত্ত্বাবী। আল্লাহ তাঁদের সকলের উপরে রহমত করুন।

এই হাদীছের রাবীদের সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ পরিচিতি নিম্নরূপ-

(১) আব্দুল হামীদ বিন জাফর (রহঃ)

(১) ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন তাকে ছিক্বাহ বলেছেন (তারীখে উছমান বিন সাঈদ আদ-দারেমী, রাবী নং ২৬৩, ৬১০)।

(২) আহমাদ বিন হাম্বল বলেছেন, তিনি ছিক্বাহ। তাকে নিয়ে অসুবিধা নেই (তাহযীবুল কামাল ১১/৪১; কিতাবুল জারহি ওয়াত তা'দীল ৬/১০, সনদ ছহীহ)।

(৩) ইবনে সা'দ বলেছেন, তিনি ছিক্বাহ। অত্যধিক হাদীছ বর্ণনাকারী (আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা ১০/৪০০; তাহযীবুল কামাল ১১/৪২)।

(৪) সাজী বলেছেন, 'তিনি ছিক্বাহ-ছদূক্ব' (তাহযীবুত তাহযীব ৬/১১২)।

(৫) ইয়াকূব বিন সুফিয়ান আল-ফারেসী তাকে ছিক্বাহ বলেছেন (কিতাবুল মা'রিফাতি ওয়াত তারীখ ২/৪৫৮)।

(৬) ইবনে শাহীন তাকে 'কিতাবুছ ছিক্বাত'-এ উল্লেখ করেছেন (পৃঃ ১৫৯, উক্তি নং ৯১০)।

(৭) আলী ইবনুল মাদীনী বলেছেন, তিনি আমাদের নিকটে ছিক্বাহ (সুওয়ালাতু মুহাম্মাদ বিন উছমান বিন আবী শায়বাহ, নং ১০৫)।

(৮) তারা ছাড়াও মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (ছহীহ মুসলিম হা/২৫/৫৩৩)।

(৯) তিরমিযী। (১০) ইবনে খুযায়মাহ। (১১) বুখারী আব্দুল হামীদ বিন জা'ফরের হাদীছকে ছহীহ বলার দ্বারা তাকে ছিক্বাহ বলেছেন।

(১২) যাহাবী বলেছেন, 'আল-ইমাম, আল-মুহাদ্দিছ, আছ-ছিক্বাহ' (সিয়ারু আলামিন নুবালা ৭/২০, ২১)।

(১৩) ইবনে নুমায়ের তাকে ছিক্বাহ বলেছেন (তাহযীবুত তাহযীব ৬/১১২)।

(১৪) ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল-ক্বাত্ত্বান তাকে ছিক্বাহ বলতেন (তাহযীবুত তাহযীব ৬/১১২)।

(১৫) আবূ হাতিম আর-রাযী বলেছেন, তিনি সত্যবাদী স্তরের।

(১৬) ইবনে 'আদী বলেছেন, আশা করি তার মাঝে কোন অসুবিধা নেই। আর তিনি তার হাদীছ লিপিবদ্ধ করতেন (ঐ, ৬/১১২)।

(১৭) ইবনে হিব্বান বলেছেন, অন্যতম ছিক্বাহ, নির্ভরযোগ্য (ব্যক্তি) (ছহীহ ইবনে হিব্বান বি-তারতীবি ইবনে বুলবান, তাহক্বীক্বকৃত নুসখাহ ৫/১৮৪, হা/১৮৫৬-এর আগে)।

(১৮) ইবনুল ক্বাত্ত্বান আল-ফাসী বলেছেন, আর আব্দুল হামীদ ছিক্বাহ রাবী (বায়ানুল ওয়াহমি ওয়াল ঈহাম ফী কিতাবিল আহকাম হা/১২৮৭, ৩/৫১৪)।

(১৯) আব্দুল হক্ব আল-ইশবীলী 'আব্দুল হামীদ জাফর'-এর উক্ত হাদীছকে 'ছহীহ মুত্তাছিল' বলেছেন (বায়ানুল ওয়াহমি ওয়াল ঈহাম ২/৪৬২, হা/৪৬২)।

(২০) হাকিম নিশাপুরী এই হাদীছকে ছহীহ বলেছেন (আল-মুসতাদরাক ১/৫০০, হা/১৮৪২)।

(২১) বূছীরী এই হাদীছের ব্যাপারে 'এই সনদটি ছহীহ' বলেছেন (যাওয়ায়েদ ইবনে মাজাহ হা/১৪৩৪)।

(২২) ইবনে তায়মিয়া। (২৩) খাত্ত্বাবী। (২৪) এবং ইবনুল ক্বাইয়িম তার বর্ণনাকৃত হাদীছকে ছহীহ বলেছেন।

(২৫) বায়হাক্বী 'আব্দুল হামীদ জাফর'কে ত্বাহাবী কর্তৃক 'জার্‌হ' করাকে বর্জনীয় বলেছেন (মা'রিফাতুস সুনান ১/৫৫৮, ৭৮৬-এর আগে)।

(২৬) ইবনুল জারূদ মুনতাক্বা গ্রন্থে বর্ণনা করে তার হাদীছকে ছহীহ বলেছেন (আল-মুনতাক্বা হা/১৯২)।

(২৭) যায়লাঈ হানাফী বলেছেন, কিন্তু অধিকাংশ আলেমই তাকে ছিক্বাহ বলেছেন (নাছবুর রায়াহ ১/৩৪৪, এরপর যায়লাঈর 'এই হাদীছে নিশ্চয় তিনি ভুল করেছেন' লেখা জমহুরদের মোকাবেলায় প্রত্যাখ্যাত)।

(২৮) আয-যিয়াউল মাক্বদেসী তার হাদীছকে ছহীহ বলেছেন (দেখুন : আল-মুখতারাহ হা/৩৮৪, ১/৫১৬)।

(২৯) আবূ নু'আইম ইছপাহানী।

(৩০) আবূ আওয়ানাহ আল-ইসফারাঈনী আব্দুল হামীদ বিন জা'ফরের হাদীছকে ছহীহ বলেছেন (দেখুন : আবূ নু'আইম আল-মুসনাদুল মুসতাখরাজ আলা ছহীহ মুসলিম হা/১১৭৫, ২/১৩৪; মুসনাদে আবী আওয়ানাহ ১/৩৯১)।

(৩১) নাসাঈ বলেছেন, তার ব্যাপারে কোন অসুবিধা নেই (তাহযীবুত তাহযীব ৬/১১২)।

এই সংখ্যাগরিষ্ঠ বিদ্বানদের তাওছীক্বের মোকাবেলায় (১) সুফিয়ান ছাওরী। (২) ত্বাহাবী। (৩) ইয়াহ্‌ইয়া বিন সাঈদ আল-ক্বাত্ত্বান। (৪) নাসাঈ এবং (৫) আবূ হাতিম আর-রাযীর 'জার্‌হ' রয়েছে। যা জমহুরদের তা'দীলের বিপরীত হওয়ার কারণে প্রত্যাখ্যাত।

সুফিয়ান ছাওরীর 'জার্‌হ' করার কারণ হল তাক্বদীরের মাসআলা। এর প্রত্যাখ্যান যাহাবী 'লা জবাব'-রূপে প্রদান করেছেন (দেখুন : সিয়ারু আলামিন নুবালা ৭/২১)।

ছিক্বাহ রাবীর উপরে ক্বাদরিয়া ইত্যাদির 'জার্‌হ' প্রত্যাখ্যাত। ইয়াহ্‌ইয়া আল-ক্বাত্ত্বান, নাসাঈ ও আবূ হাতিম আর-রাযীর জার্‌হ তাদের তা'দীলের সাথে সাংঘর্ষিক। ত্বাহাবীর 'জার্‌হ'-কে বায়হাক্বী খন্ডন করেছেন। নাসাঈর বক্তব্য 'তার ব্যাপারে কোন অসুবিধা নেই'-এর জন্য দেখুন : 'তাহযীবুল কামাল' (১১/৪১), 'সিয়ারু আলামিন নুবালা' (৭/২১) এবং যাহাবীর 'তারীখুল ইসলাম' (৯/৪৭)।

তাহক্বীক্বের সারাংশ : আব্দুল হামীদ বিন জা'ফর ছিক্বাহ এবং ছহীহুল হাদীছ রাবী। আল-হামদুলিল্লাহ।

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম 'আব্দুল হামীদ বিন জা'ফর'-এর উপরে কৃত 'জার্‌হ'-কে বর্জিত বলেছেন (তাহযীবুস সুনান, আউনুল মা'বূদ সহ ২/৪২১)।

উল্লিখিত আব্দুল হামীদকে ত্বাহাবী কর্তৃক জার্‌হ করা জমহুরদের বিপরীত হওয়ার কারণে বাতিল। আবূ হাতিমের জার্‌হ ছহীহ সনদের সাথে পাওয়া যায় নি। আর যদি পাওয়াও যায় তবুও জমহুরদের বিপরীত হবার কারণে পরিত্যাজ্য (আরো দ্রষ্টব্যঃ তাওছীক্বকারী : ১৫ জন)।

ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিম এবং সুনানে আরবাআ'র প্রধান রাবী মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আত্বা আল-কুরাশী আল-আমিরী আল-মাদানীর সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণ পরিচিতি পেশ করা হল।

(২) মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আত্বা

(১) আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেছেন, তিনি ছিক্বাহ (আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল ৮/২৯, সনদ ছহীহ)।

(২) আবূ হাতিম আর-রাযী বলেছেন, 'তিনি ছিক্বাহ, ছালেহুল হাদীছ' (আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল ৮/২৯)।

(৩) ইবনে সা'দ বলেছেন, 'আর তিনি ছিক্বাহ। তার অসংখ্য হাদীছ রয়েছে' (আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা, আল-ক্বিসমুল মুতামাম্মিম পৃঃ ১২৩, ১২৪)।

(৪) ইবনে হিব্বান তাকে 'কিতাবুছ ছিক্বাত' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন (৫/৩৬৮)।

(৫) বুখারী। (৬) মুসলিম। (৭) তিরমিযী। (৮) ইবনে খুযায়মাহ। (৯) খাত্ত্বাবী।

(১০) ইবনে তায়মিয়াহ। (১১) ইবনুল জারূদ (আল-মুনতাক্বা, ক্রমিক ১৯২)।

(১২) ইবনুল ক্বাইয়িম তার হাদীছকে ছহীহ বলেছেন। এবং বলেছেন, তিনি সত্যবাদী, আমানতদার, ছিক্বাহ প্রসিদ্ধ কিবারে তাবেঈনদের একজন (তাহযীবুস সুনান, আউনুল মা'বূদ সহ ২/৪২১)।

(১৩) যাহাবী বলেছেন, 'তিনি অন্যতম ছিক্বাহ রাবী' (সিয়ারু আলামিন নুবালা ৫/২২৫)।

(১৪) ইবনে হাজার আসক্বালানী বলেছেন, তিনি ছিক্বাহ..... ووهم من قال إن القطان تكلم فيه أو إنه خرج مع محمد ابن عبد الله ابن حسن ابن عمرو ابن علقمة الآتي فإن ذاك هو ابن আর তারা ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছেন যারা বলেছেন যে, আল-ক্বাত্ত্বান তার বিষয়ে বিরূপ মন্তব্য

করেছেন। বা তিনি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন হাসানের সাথে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। যদি তাই হয়, তবে তিনি ইবনে আমর বিন আলক্বামা। যার বিবরণ আসবে (তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৬১৮৭)।

(১৫) বলা হয় যে, নাসাঈ বলেছেন, তিনি ছিক্বাহ রাবী। (তাহযীবুল কামাল ১৭/১১২)।

(১৬) আবূ আওয়ানাহ আল-ইসফারাঈনী (মুসনাদে আবী আওয়ানাহ ১/২৬৯)।

(১৭) আবূ নু'আইম ইছপাহানী তার হাদীছকে ছহীহ বলেছেন (আল-মুসতাখরাজ আলা ছহীহ মুসলিম হা/৭৯৩, ১/৩৯৬)।

যিয়াউল মাক্বদেসী তার হাদীছকে 'আল-মুখতারাহ' গ্রন্থে বর্ণনা করার পরে ছহীহ বলেছেন (আল-মুখতারাহ হা/৯৬, ১৩/৬৩)।

(১৯) হাকেম তার হাদীছকে শায়খাইনের শর্তে ছহীহ বলেছেন (আল-মুসতাদরাক হা/১৪০৬, ১/৩৮১)।

(২০) আবুয যিনাদ আব্দুল্লাহ বিন যাকওয়ান আল-মাদানী বলেছেন, তিনি আমার কাছে সত্যবাদী (তাহযীবুল কামাল ১৭/১১২)।

(২১) ইবনুল ক্বাত্তান আল-ফাসী বলেছেন, তিনি অন্যতম ছিক্বাহ' (নাছবুর রায়াহ ২/৩৭১; বায়ানুল ওয়াহমি ওয়াল ঈহাম হা/২৫৪০, ৫/৩৬৭)।

(২২) আবূ মুহাম্মাদ (আব্দুল হক আল-ইশবীলী) তার হাদীছসমূহকে ছহীহ বলেন। (বায়ানুল ওয়াহমি ওয়াল ঈহাম ৫/৩৬৮)।

(২৩) যায়লাঈ হানাফী ইবনুল ক্বাত্তানের তাওছীক্ব বর্ণনা করে খন্ডন করেন নি। (নাছবুর রায়াহ ২/৩৭১)।

(২৪) মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আত্বার হাদীছ দ্বারা আইনী হানাফী দলীল গ্রহণ করেছেন। (দেখুন : আইনী, শরহ সুনানে আবী দাঊদ হা/১২৫৬০, ৫/১৭৭)।

(২৫) নববী মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আত্বার হাদীছ থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন এবং তাকে ছহীহ বা হাসান বলেছেন (দেখুন : খুলাছাতুল আহকাম হা/১০৪১, ১০৪৪, ১/৩৪৪, হা/১২৪৫, পৃঃ ৩৯৪)।

(২৬) হুসাইন আল-মাসঊদ আল-বাগাবী তার হাদীছকে ছহীহ বলেছেন (শরহে সুন্নাহ হা/৫৫৭, ১৩/১৫)।

এই অত্যধিক সংখ্যক ব্যক্তির বিপরীতে ইবনুল ক্বাত্তান আল-ফাসী 'মুহাম্মাদ বিন আমর'-এর উপরে ইয়াহ্য়াহ বিন সাঈদ আল-ক্বাত্তান ও সুফিয়ান ছাওরীর 'জার্হ' নকল করেছেন। (তাহযীবুত তাহযীব ৯/৩৭৪)।

এই জার্হ দু'টি কারণে পরিত্যাজ্য-

(১) এটা জমহুরের খেলাফ।

(২) এই 'জার্হ'-এর সম্পর্ক মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আত্বার সাথে নয়। বরং মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আলক্বামা আল-লায়ছীর সাথে রয়েছে (দেখুন : তাহযীবুত তাহযীব ৯/৩৭৪, অন্য সংস্করণ ৯/৩৩২)

সতর্কীকরণ : মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আলক্বামা আল-লায়ছীর বিরুদ্ধে সমালোচনামূলক বক্তব্যও প্রত্যাখ্যাত। তিনি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মতে সত্যবাদী ও হাসানুল হাদীছ। আল-হামদুলিল্লাহ।

তাহক্বীক্বের সারমর্ম

মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আত্বা আল-মাদানী ইজমানুপাতে বা জমহুরদের মতে ছিক্বাহ ও ছহীহুল হাদীছ রাবী।

সতর্কীকরণ : আহমাদ ইয়ার নাঈমী ব্রেলভী রেযাখানী মিথ্যা ও বানোয়াট কাহিনীর প্রদর্শনী করতে গিয়ে লিখেছেন যে, 'মুহাম্মাদ বিন আমর এমন একজন মিথ্যুক রাবী যে, তার সাথে আবূ হুমাইদ সায়েদীর আদৌ সাক্ষাৎ হয় নি। কিন্তু তিনি বলেন, 'আমি তার থেকে শুনেছি'। এমন মিথ্যুক রাবীর বর্ণনা বানোয়াট বা অন্ততপক্ষে (তিনি) প্রথম স্তরের মুদাল্লিস' (জাআল হাক্ব ২/৬৫, ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : 'রফউল ইদায়েন করা নিষেধ' দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)।

মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আত্বা আল-মাদানী (রহঃ)-কে কোন মুহাদ্দিছই মিথ্যুক বলেন নি। সুতরাং প্রতীয়মান হল যে, আহমাদ ইয়ার নাঈমী স্বয়ং একজন বড় মিথ্যুক বর্ণনাকারী। এই আহমাদ ইয়ার নাঈমী ঐ ব্যক্তি যিনি লিখেছেন যে, কুরআনে বলা হয়েছে, 'ওয়া কাছীরুম মিনহুম আলাল হুদা, ওয়া কাছীরুম মিনহুম হাক্বা আলাইহিমুয যালালাহ' (জাআল হাক্ব ২/৩৯, চতুর্থ অনুচ্ছেদ : 'ইমামের পিছে মুক্তাদী ক্বিরাআত পড়বে না' ২য় পরিচ্ছেদ)।

অথচ কুরআনে কারীম-এ আহমাদ ইয়ারের বর্ণনাকৃত (উপরোল্লিখিত) আয়াতটি বিদ্যমান নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপরে মিথ্যা বলতে লজ্জাবোধ করেন না সে ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আত্বা ও ছিক্বাহ রাবীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা লিখতে গিয়ে কখন্ লজ্জাবোধ করে?

সাইয়েদুনা আবূ ক্বাতাদা (রাঃ)-এর মৃত্যু সন

কতিপয় লোক এই কথা বলেন যে, সাইয়েদুনা আবূ ক্বাতাদা (রাঃ) সাইয়েদুনা আলী (রাঃ)-এর যামানায় মারা গেছেন। এই লোকদেরকে খন্ডন করার জন্য জমহুর মুহাদ্দিছদের বক্তব্যসমূহ ও দাঁত ভাঙ্গা দলীলসমূহ পেশ করা হল। যেগুলির দ্বারা এটা সাব্যস্ত হয় যে, সাইয়েদুনা আলী (রাঃ)-এর ইন্তেকালের বহুত পরে সাইয়েদুনা আবূ ক্বাতাদা (রাঃ) ৫৪ হিজরীতে মারা গিয়েছেন।

(১) ইমাম লায়ছ বিন সা'দ আল-মিছরী (মৃঃ ১৭৫ হিঃ) বলেছেন যে, আবূ ক্বাতাদা (রাঃ) ৫৪ হিজরীতে মারা গেছেন (ইমাম ইয়াকূব বিন সুফিয়ান, কিতাবুল মা'রিফাতি ওয়াত-তারীখ ৩/৩২২, সনদ ছহীহ; বায়হাক্বী, মা'রিফাতুস সুনানি ওয়াল-আছার হা/৭৮৭, ১/৫৫৮, সনদ ছহীহ)।

(২) সাঈদ বিন উফাইর (মৃঃ ২২৬ হিঃ) বলেছেন, আবূ ক্বাতাদা (রাঃ) ৫৪ হিজরীতে মারা গেছেন (তারীখে বাগদাদ ১/১৬১, ক্রমিক ১০, সনদ ছহীহ)।

(৩) মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন নুমাইর (মৃঃ ২৩৭ হিঃ) বলেছেন, আবূ ক্বাতাদা (রাঃ) ৫৪ হিজরীতে মারা গেছেন (ত্বাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর হা/৩২৭৫, ৩/২৪০, সনদ ছহীহ)।

(৪) ইয়াহ্ইয়া বিন আব্দুল্লাহ বিন বুকাইর (মৃঃ ২৩১ হিঃ) বলেছেন, আবূ ক্বাতাদা (রাঃ) ৫৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন (ত্বাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর হা/৩২৭৪, ৩/৪০, সনদ ছহীহ)।

(৫) ইবরাহীম ইবনুল মুনযির (মৃঃ ২৩৪ হিঃ) বলেছেন, আবূ ক্বাতাদা (রাঃ) ৫৪ হিজরীতে মারা গেছেন (আবূ নু'আইম

ইছপাহানী, মা'রিফাতুছ ছাহাবা হা/১৯৯১, ২/৭৪৯; হাকেম, আল-মুসতাদরাক ৩/৪৮০)।

(৬) ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন (মৃঃ ২৩৩ হিঃ) থেকে বর্ণনা রয়েছে যে তিনি বলেছেন, তিনি ৫৪ হিজরীতে মারা গেছেন (দূলাবী, কিতাবুল কুনা ১/৯৪)।

(৭) আবূ জা'ফর বিন আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস বলেছেন, তিনি মদীনায় ৫৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন (ইবনে আসাকির, তারীখে দিমাশক্ব ১১৫/১৭)।

(৮) ইবনুল বারক্বী বলেছেন, তিনি ৫৪ হিজরীতে মারা গেছেন (তারীখে দিমাশক্ব ১৭/১০৭)।

(৯) আবূ আহমাদ আল-হাকেম বলেছেন, তিনি ৫৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন (তারীখে দিমাশক্ব ১৭/১০৭)।

(১০) তিরমিযী বলেছেন, তিনি ৫৪ হিজরীতে মারা গেছেন (ইবনুল ক্বাইয়িম, তাহযীবুস সুনান ওয়াল-আছার, আউনুল মা'বূদ সহ ২/৪২২)।

(১১) আবূ আব্দুল্লাহ বিন মান্দা আল-হাফেয বলেছেন, তিনি ৫৪ হিজরীতে মারা গেছেন (ঐ, ২/৪২২; মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল-আছার ১/৫৫৮)।

(১২) ইমাম বায়হাক্বী বলেছেন, ইতিহাসবীদদের এর উপরে (ইমাম বায়হাক্বীর যুগে) ইজমা রয়েছে যে, আবূ ক্বাতাদা (রাঃ)-এর মওত ৫৪ হিজরীতে হয়েছে (মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল-আছার ১/৫৫৮, হা/৭৮৭-এর পূর্বে)।

(১৩) যাহাবী বলেছেন, তিনি ৫৪ হিজরীতে মারা গেছেন (তাজরীদু আসমা আছ-ছাহাবা ২/১৯৪; আল-ইলাম বি-ওয়াফায়াতিল আলাম ১/৩৭, রাবী নং ১৩১)।

(১৪) ইবনে কাছীর তাকে ৫৪ হিজরীর মৃত্যুবরণকারীদের মাঝে উল্লেখ করেছেন (আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়া ৮/৭০)।

(১৫) ইবনে হিব্বান বলেছেন, তিনি ৫৪ হিজরীতে মারা গেছেন (আছ-ছিক্বাত ৩/৭৪)।

(১৬) খলীফাহ বিন খাইয়াত্ব বলেছেন, তিনি ৫৪ হিজরীতে মারা গেছেন (তারীখে খলীফা বিন খাইয়াত্ব পৃঃ ২২৩)।

(১৭) ইমাম বুখারী তাকে ৫০ হিজরীর পরে ৬০ হিজরী পর্যন্ত ওয়াফায়াতের মধ্যে উল্লেখ করেছেন (আত-তারীখুছ ছাগীর ১/১৩১)।

(১৮) ইবনে হাজার আসক্বালানী বলেছেন, তিনি ৫৪ হিজরীতে মারা গেছেন (তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৮৩১১)।

(১৯) ইবনুল জাওযী বলেছেন, তিনি ৫৪ হিজরীতে মারা গেছেন (আল-মুনতাযাম ৫/২৬৮)।

(২০) ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলী বলেছেন, তিনি ৫৪ হিজরীতে মারা গেছেন (শাযারাতুয যাহাব ১/৬০)।

(২১) আইনী হানাফী (!) বলেছেন, (একটি উক্তির মধ্যে) তিনি ৫৪ হিজরীতে মারা গেছেন (উমদাতুল ক্বারী হা/১৫৩, ২/২৯৪, 'ডান হাতে ইস্তিনজা করার নিষেধাজ্ঞা'র অনুচ্ছেদ)।

এই বহুল সংখ্যাক মুহাদ্দিছদের মোকাবেলায় হাবীবুল্লাহ ডায়ারবী দেওবন্দী হায়াতী হায়ছাম বিন আদী (মহামিথ্যুক) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, (সাইয়েদুনা) আবূ ক্বাতাদা (রাঃ) ৩৮ হিজরীতে

মারা গিয়েছেন (নূরুছ ছাবাহ পৃঃ ২০৭)। হাম্বল বিন ইসহাক্ব বলেছেন, আমি অবগত হয়েছি যে, তিনি ৩৮ হিজরীতে মারা গেছেন (তারীখে বাগদাদ ১/১৬১)।

এই বক্তব্যসমূহ জমহুরদের খেলাফ হওয়ার কারণে বর্জিত। হায়ছাম বিন আদীর (কায্যাব) এর বিরুদ্ধে 'সমালোচনা'-এর জন্য দেখুন : 'মীযানুল ইতিদাল' (৪/৩২৪, ক্রমিক নং ৯৩১১) ও অন্যান্য 'আল-মাজরূহীন'-এর গ্রন্থসমূহ।

ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন বলেছেন, তিনি কূফী, ছিক্বাহ রাবী নন, একজন মহামিথ্যুক' (আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল ৯/৭৫, সনদ ছহীহ)।

কি মনে হয় যদি আমরাও হায়ছাম বিন আদীর (মিথ্যুক) মোকাবেলায় মুহাম্মাদ বিন ওমর আল-ওয়াক্বিদীর (অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মতে কায্যাব) রেওয়ায়াত পেশ করে দেই? যা তিনি ইয়াহ্ইয়া বিন আব্দুল্লাহ বিন আবী ক্বাতাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সাইয়েদুনা আবূ ক্বাতাদা (রাঃ) মদীনায় ৫৪ হিজরীতে মারা গেছেন (ত্বাবাক্বাতে ইবনে সাদ ৬/১৫, ওয়াক্বিদী পর্যন্ত সনদ ছহীহ)।

স্মর্তব্য যে, হানাফী ও ব্রেলভী এবং কতিপয় দেওবন্দীদের নিকটে ওয়াক্বিদী মিথ্যুক নন।

ইবনে হুমাম হানাফী বলেছেন, وَهَذَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ عِنْدَنَا إِذَا وَثَّقْنَا الْوَاقِدِيَّ 'আর এটা আমাদের নিকটে দলীল হবে যখন তাকে ওয়াক্বিদী ছিক্বাহ বলবেন' (ফাৎহুল ক্বাদীর ১/৬৯)।

আহমাদ রেযা খান ব্রেলভী বলেছেন, ইমাম ওয়াক্বিদী আমাদের আলেমদের নিকটে ছিক্বাহ' (ফাতাওয়া রিযভিয়া, নতুন সংস্করণ ৫/৫২৬; উপরন্তু দেখুন : মুনীরুল আইন ফী হুকমি তাক্ববীলিল ইবহামাঈন পৃঃ ৯১; আল-আমনু ওয়াল-উলা পৃঃ ৭৬, ৭৭)।

আব্দুল হক দেওবন্দী বলেছেন, 'কেননা, ওয়াক্বিদীর রেওয়ায়াত যদিও হালাল ও হারামের মাসআলার মধ্যে দলীল নয় এবং হাদীছের মাঝে তিনি যঈফ; কিন্তু ইতিহাসে তার বর্ণনাকে জমহূরগণ মেনে নিতেন' (হাক্বায়েকুস সুনান ১/২৮৬)।

(উপরন্তু দেখুন : আছারুস সুনান হা/৭-এর অধীনে; মুহাম্মাদ ইদরীস কান্দালবী, সীরাতুল মুছত্বাফা ১/৭৭, ৮০)।

একটি রেওয়ায়াতের পর্যালোচনা

কতিপয় লোক মূসা বিন আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদের বর্ণনাকে পেশ করেছেন যে, সাইয়েদুনা আবূ ক্বাতাদা (রাঃ)-এর জানাযা সাইয়েদুনা আলী (রাঃ) পড়িয়েছেন.....।

এই বর্ণনাটির বিষয়ে হাদীছের ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) বলেছেন, وَهُوَ غَلَطٌ لِإِجْمَاعِ أَهْلِ التَّوَارِيخِ 'এই বর্ণনা ঐহিতহাসিকদের ইজমার দ্বারা ভুল প্রমাণিত' (মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল-আছার ১/৫৫৮)।

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম বলেছেন, আর ইমামগণ মূসা (বিন আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদ)-এর এই বর্ণনাটিকে ভুল বলেছেন। আর যে সকল উক্ত বর্ণনাকে অনুসরণ করেছেন (ত্বাহাবী হানাফী) তাদেরকেও তারা ভুল বলেছেন। ইমামগণ বলেছেন, এই বর্ণনাটি ত্রুটিযুক্ত' (তাহযীবুস সুনান ২/৪২৩)।

জমহূর ইমামদের মোকাবেলায় বিপরীতে দেওবন্দী ও ব্রেলভী এবং কতিপয় হানাফীদের এই বর্ণনাকে ছহীহ বলা ভুল। দ্বিতীয় বিষয় এই যে, এই বর্ণনায় উপরোল্লিখিত মূসা সাইয়েদুনা আলী (রাঃ) থেকে 'সামা'র ব্যাখ্যা দেন নি। আর এই কথার কোনই প্রমাণ নেই যে, তিনি সাইয়েদুনা আলী (রাঃ)-এর যামানায় বিদ্যমান ছিলেন।

বিশেষ সতর্কীকরণ : আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল আযীয আল-বাগাবী (রহঃ)-এর 'মু'জামুছ ছাহাবা' গ্রন্থে লেখা আছে যে, 'মূসা আল-আনছারী হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমাদের কাছে আলী (রহঃ) আগমন করলেন। তারপর তিনি আবূ ক্বাতাদার জানাযা পড়ালেন এবং সাত তাকবীর বললেন' (হা/৪৩৬, ২/৪০)।

এর সনদ ইসমাঈল বিন আবী খালেদ নামক মুদাল্লিস রাবীর তাদলীসের কারণে যঈফ। উপরোল্লিখিত ইসমাঈলের তাদলীসের জন্য দেখুন : ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন (২/৩৬, অগ্রাধিকার মতে, তিনি তৃতীয় স্তরের), মীযানুল ই'তিদাল (১/৪২০), আলাঈ, জামে'উত তাহছীল (পৃঃ ১০৫), আবূ যুরআহ বিন ইরাক্বী, আল-মুদাল্লিসীন (রাবী নং ৩), সুয়ূত্বী, আল-মুদাল্লিসীন (পৃঃ ৩), হালবী, আল-মুদাল্লিসীন (পৃঃ ১৪) এবং আবূ মাহমূদ আল-মাক্বদেসী'র মানযূমাহ।

কতিপয় লোক শা'বীর (তাবেঈ) মুনক্বাত্বি' (বিচ্ছিন্ন) রিওয়ায়াতটি পেশ করেন। আমি এই রিওয়ায়াতটি সনদ সহকারে পাই নি। কিছু লোক 'ইমাম হাসান বিন উছমান'-এর বক্তব্যকে কোন সনদ ব্যতিরেকেই পেশ করেছেন। দেখুন : নূরুছ ছাবাহ (পৃঃ ২০৬)।

হাসান বিন উছমান নামের দু'জন রাবীর উল্লেখ 'লিসানুল মীযান' (২/২১৯, ২২০) গ্রন্থে আছে ও এই দু'জনই সমালোচিত।

একটি তাৎপর্যপূর্ণ দলীল

(তাবেঈ) ইমাম নাফে' (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, (সাইয়েদুনা) আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) উম্মে কুলছূম বিনতে আলী (রাঃ)-এর জানাযা পড়েছেন। লোকদের মধ্যে (সাইয়েদুনা) আবূ সাঈদ ও (সাইয়েদুনা) আবূ ক্বাতাদা (রাঃ) জীবিত ছিলেন (সুনানে নাসাঈ হা/১৯৮০, ৪/৭১, সনদ ছহীহ; মুছান্নাফ আব্দুর রায্যাক্ব হা/৬৩৩৭, ৩/৪৬৫, সনদ ছহীহ; ইবনুল জারূদ, মুনতাক্বা হা/৫৪৫)।

আম্মার বিন আবী আম্মার মাওলা হারেছ বিন নওফেল হতে বর্ণনা আছে যে, আমি একজন মহিলা (উম্মে কুলছূম) এবং তার ছেলের জানাযা পড়েছি। জানাযা আদায়কারীর মধ্যে (সাইয়েদুনা) আবূ সাঈদ আল-খুদরী, (সাইয়েদুনা) ইবনে আব্বাস, (সাইয়েদুনা) আবূ ক্বাতাদা এবং (সাইয়েদুনা) আবূ হুরায়রা (রাঃ) বিদ্যমান ছিলেন (সুনানে নাসাঈ হা/১৯৭৯, ৪/৭১, সনদ ছহীহ)।

যে মহিলার জানাযা পড়ানো হয়েছিল তিনি উম্মে কুলছূম ছিলেন (সুনানে আবী দাউদ হা/৩১৯৩, সাক্ষীমূলক বর্ণনা দ্বারা এটা ছহীহ)।

ইবনে সাদ উম্মে কুলছূম (রাঃ)-এর জীবনীতে (জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন) আম্মার বিন আবী আম্মার হতে বর্ণনা করেছেন যে, আমি তাঁর জানাযায় হাযির ছিলাম। তার জানাযা সাঈদ ইবনুল আছ (রাঃ) পড়িয়েছিলেন। যিনি সে সময়

মুসলমানদের আমীর ছিলেন (ত্বাবাক্বাতে ইবনে সাদ ৮/৪৬৪, ৪৬৫, সনদ ছহীহ)।

আব্দুল্লাহ আল-বাহী বলেছেন, আমি হাযির ছিলাম যখন (সাইয়েদুনা) আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) উম্মে কুলছূম (রাঃ)-এর জানাযা পড়েছিলেন (ত্বাবাক্বাতে ইবনে সাদ ৮/৪৬৪, সনদ ছহীহ)।

আম্মার বিন আবী আম্মার হতে-ই বর্ণনা আছে যে, আমি জানাযায় হাযির ছিলাম। আর লোকদের মাঝে (সাইয়েদুনা) আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ), (সাইয়েদুনা) আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ), (সাইয়েদুনা) আবূ ক্বাতাদা (রাঃ) এবং (সাইয়েদুনা) আবূ হুরায়রা (রাঃ) বিদ্যমান ছিলেন (বুখারী, আত-তারীখুছ ছাগীর ১/১২৯, সনদ ছহীহ, 'আত্বা হলেন ইবনু আবী রাবাহ')।

সুনানে নাসাঈ ইত্যাদি গ্রন্থে রয়েছে যে, সেসময় (মদীনায়) লোকদের ইমাম (আমীর) ছিলেন সাঈদ ইবনুল আছ (নাসাঈ হা/১৯৮০, ৪/৭১, সনদ ছহীহ)।

সাইয়েদুনা সাঈদ ইবনুল আছ (রাঃ) ৪৮ হিজরী থেকে ৫৫ হিজরী পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন (তাহযীবুস সুনান ২/৪২৩)। তিনি সাইয়েদুনা মুআবিয়া (রাঃ)-এর শাসনামলে কয়েক দফা ওলী (আমীর) হয়েছিলেন (যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ৪/২২৫)।

সাইয়েদুনা মুআবিয়া (রাঃ) ৬০ হিজরীতে মারা গেছেন (তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৬৭৫৮)।

সাইয়েদুনা সাঈদ ইবনুল আছ (রাঃ) ৬০ হিজরীর পূর্বে মারা গেছেন। (মতান্তরে) ৫৮ হিজরী ইত্যাদি (দেখুন : তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ২৩৩৭, এবং তারীখের গ্রন্থসমূহ)।

এই কথাটি বুদ্ধিবৃত্তিকরূপে (অনুধাবন করা) অসম্ভব যে, ৩৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি ৫০ হিজরী ও ৬০ হিজরীর মাঝে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির জানাযাতে শামিল হয়েছেন। সুতরাং উপরোক্ত বর্ণনাসমূহ অকাট্য 'নছ' ও সুস্পষ্ট দলীল যে, সাইয়েদুনা আবূ ক্বাতাদা (রাঃ) ৫০ হিজরীর পরে (৫৪ হিজরী) মারা গেছেন। তিনি সাইয়েদুনা আলী (রাঃ)-এর যামানায় মারা যান নি। এটা এমন একটি দলীল যে, যার কোন জবাব কোন হানাফী ও দেওবন্দী এবেং ব্রেলভীর কাছে নেই। আল-হামদুলিল্লাহ।

তাহক্বীক্বের সারাংশ : সাইয়েদুনা আবূ ক্বাতাদা (রাঃ) থেকে মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আত্বার বর্ণনা মুনক্বাতি্ব (বিচ্ছিন্ন) নয় বরং মুত্তাছিল। ত্বাহাবী এবং তার মুকাল্লিদদের এই দাবী যে, 'সাইয়েদুনা আলী (রাঃ)-এর যুগে সাইয়েদুনা আবূ ক্বাতাদা (রাঃ) মারা গেছেন' -ভুল ও বাতিল। ছহীহ ও মুত্তাছিল বর্ণনা উক্ত দাবীকে ভুল ও বাতিল স্থির করছে।

আরো একটি দাঁত ভাঙ্গা দলীল

(বর্ণিত আছে যে) মুহাল্লাব বিন আবী ছুফরাহ ৪৪ হিজরীতে ক্বাযাবীলে (হিন্দ-এ) হামলা করেছিলেন। কাবুলের কয়েদীদের মধ্যে মাকহূল, ইবনে ওমরের দাস নাফে', আইয়ূব আস-সাখতিয়ানির পিতা কায়সান এবং সালেম আল-আফত্বাস ছিলেন (তারীখে খলীফাহ বিন খাইয়াত্ব পৃঃ ২০৬, যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ৪/১২, 'চুয়াল্লিশ হিজরীরের ঘটনাসমূহ')।

প্রতীয়মান হল যে, নাফে' (রহঃ)-কে মদীনা তাইয়েবায় ৪৪ হিজরীর পর আনা হয়।

নাফে বলেন, 'আমি ইবনে আব্বাস, আবূ হুরায়রাহ, আবূ সাঈদ ও আবূ ক্বাতাদার প্রতি তাকালাম এবং বললাম, এটা কি? তারা বললেন, এটা সুন্নাত' (সুনানে নাসাঈ হা/১৯৮০, ৪/৭১, সনদ ছহীহ)।

এ থেকেও এটাই সাব্যস্ত হল যে, সাইয়েদুনা আলী বিন আবূ ত্বালেব (রাঃ)-এর ওফাত (৪০ হিজরীর) পরে হয়েছে। আর কম পক্ষে ৪৪ হিজরী বা তার পরও সাইয়েদুনা আবূ ক্বাতাদা (রাঃ) জীবিত ছিলেন। সুতরাং হানাফীগণ, দেওবন্দী ও ব্রেলভীদের এই প্রোপাগান্ডা যে 'সাইয়েদুনা আবূ ক্বাতাদা (রাঃ) ৪০ হিজরীর মাঝেই মারা গেছেন' ভিত্তিহীন।

আরেকটি দলীল

শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী বলেন যে, ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমের সম্পর্কে সকল মুহাদ্দিছ একমত যে, এর সকল মুত্তাছিল ও মারফূ' হাদীছ নিশ্চিরূপে ছহীহ। এই দু'টো গ্রন্থ স্বীয় লেখক পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে পৌঁছেছে। যে এগুলির সম্মান করে না সে বেদ'আতী। যে মুসলমানদের বিপরীত পথে চলে' (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ (উর্দূ) ১/২৪২, অনুবাদ : আব্দুল হক হক্কানী)।

রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী বলেছেন, 'কিন্তু বুখারী অন্যতম সর্বাধিক ছহীহ গ্রন্থ। যা চোদ্দ তারীখে উল্লিখিত রয়েছে তা সবচেয়ে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত' (তালীফাতে রশীদিয়াহ পৃঃ ৩৩৭)।

মুফতী তাক্বী উছমানী বলেছেন, যে পর্যন্ত ছহীহাইন ও মুওয়াত্ত্বার সম্পর্ক রয়েছে, সেগুলি সম্পর্কে ঐকমত রয়েছে যে, এগুলির সকল হাদীছ স্বতন্ত্রভাবে ছহীহ (দরসে তিরমিযী ১/৬৩)।

আহমাদ রেযা খান ব্রেলভীর নিকটে ছহীহাইনের উচ্চতর স্থান রয়েছে। তিনি কোন ব্যক্তিতে সম্বোধন করতে গিয়ে লিখেছেন, ‘কি কসম খেয়ে বসলে যে, ছহীহাইনের হাদীছকেই প্রত্যাখ্যান করে দিবে!.... ছহীহাইনের সাথে বৈরিতা কতদূর বৃদ্ধি পাবে’ (ফাতাওয়া রিযভিয়া (নতুন) ৫/১৮০)।

আহমাদ রেযা খান লিখেছেন, ‘এই মর্মেও লজ্জা হয়নি যে এই মুহাম্মাদ বিন ফুযাইল ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমের রাবী’ (ফাতাওয়া রিযভিয়া ৫/১৭৪)

মুহাদ্দিছীন কেরাম ও আহলেহাদীছদের নিকটেও ছহীহাইনের সকল মুসনাদ মুত্তাছিল মারফূ‘ হাদীছ ছহীহ। দেখুন : ইবনে কাছীরের ইখতিছারু উলূমিল হাদীছ (পৃঃ ২৩, ৩৩), ইবনে ছালাহ্‌র উলূমুল হাদীছ (পৃঃ ৪১, ৪২, অন্য সংস্করণ, পৃঃ ৯৭) এবং ছানাউল্লাহ আয-যাহেদী (আহলেহাদীছ) -এর পুস্তিকা ‘আহাদীছুছ ছহীহাইন বাইনায যন্নী ওয়াল ইয়াক্বীন’। আল-হামদুলিল্লাহ।

ছহীহ বুখারীতে রয়েছে, ‘মুহাম্মাদ বিন আত্বা হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলের (ছাঃ)-এর একদল ছাহাবীদের সাথে বসে ছিলেন। আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাতের বিষয়টি উল্লেখ করলাম। তখন আবূ হুমাইদ আস-সায়িদী বললেন.....’ (কিতাবুল আযান হা/৮২৮, ‘তাশাহহুদে বসা সুন্নাত’ অনুচ্ছেদ)।

এই ছহীহ হাদীছ হতে অকাট্য ও নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হল যে-

(১) মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আত্বা ছাহাবায়ে কেরামদের মাঝে বিদ্যমান ছিলেন।

(২) উক্ত মজলিসে নবী (ছাঃ)-এর ছালাতের উল্লেখ হয়েছিল।

(৩) সাইয়েদুনা আবূ হুমাইদ আস-সায়িদী (রাঃ) ‘মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আত্বা’র সামনে হাদীছ শুনিয়েছিলেন। অবশিষ্ট থাকল এই বিষয়টি যে, সেই মজলিসে কোন্ কোন্ ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বিদ্যমান ছিলেন? তাদের মধ্য হতে সাইয়েদুনা আবূ ক্বাতাদা (রাঃ)-এর উল্লেখ আব্দুল হামীদ বিন জাফর (ছিক্বাহ)-এর ‘মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আত্বা হতে’-এর সনদে বর্ণিত হাদীছের মধ্যে বিদ্যমান।

আর হাদীছ হাদীছকে ব্যাখ্যা প্রদান করে। আল-হামদুলিল্লাহ।

আরো একটি দলীল

মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আত্বার রেওয়ায়াতের সমর্থন এ থেকেও হয় যে, মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব (বিন ইয়াসার) ‘আব্বাস বিন সাহল বিন সা‘দ আস-সায়িদী হতে বর্ণনা করেছেন যে, كُنْتُ بِالسُّوقِ مَعَ أَبِي قَتَادَةَ , وَأَبِي أُسَيْدٍ , وَأَبِي حُمَيْدٍ كُلُّهُمْ يَقُولُ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالُوا لِأَحَدِهِمْ: صَلِّ :: আমি বাজারে আবূ ক্বাতাদা, আবূ উসাইদ, আবূ হামীদের সাথে ছিলাম। তাঁদের প্রত্যেকেই এই কথা বলছিল যে, আমি তোমাদের চাইতে বেশী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত সম্পর্কে জানি। তখন তারা একজনকে বললেন, তুমি ছালাত পড়...’ (জুযউ রফইল ইদায়েন, আমার তাহক্বীক্বকৃত হা/৬, ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/৬৮১; ইতহাফুল মাহরাহ বি-আত্বরাফিল ‘আশারাহ ১৪/৮২, হা/১৭৪০)

এই রেওয়ায়াতটি হাসান। ইবনে ইসহাক্ব ‘সামা’র বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন।

হাদীছের মধ্যে মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব বিন ইয়াসারের স্থান

মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব সম্পর্কে মুহাদ্দিছগণের ইখতেলাফ রয়েছে। ইমাম মালেক ও অন্যরা তাকে কায্যাব বলেছেন। কিন্তু জমহুর মুহাদ্দিছ তাকে ছিক্বাহ, ছদূক্ব, ছহীহুল হাদীছ এবং হাসানুল হাদীছ বলেছেন। যায়লাঈ হানাফী বলেছেন, وَابْنُ إِسْحَاقَ الْأَكْثَرُ عَلَى تَوْثِيقِهِ আর ইবনে ইসহাক্বকে অধিকাংশই ছিক্বাহ বলেছেন (নাছবুর রায়াহ ৪/৭)।

আইনী হানাফী বলেছেন, لِأَن ابْن إِسْحَاق من الثِّقَات الْكِبَار عِنْد الْجُمْهُور অবশ্যই ইবনে ইসহাক্ব জমহুর মুহাদ্দিছগণের নিকটে বড় ছিক্বাতের (ছিক্বাহ রাবীদের) একজন (উমদাতুল ক্বারী ৭/২৭০)।

মুহাম্মাদ ইদরীস কান্দালবী দেওবন্দী বলেছেন, জমহুর আলেমগণ তাকে ছিক্বাহ বলেছেন (সীরাতুল মুছত্বাফা ১/৭৬)।

উপরন্তু দেখুন : তাবলীগী নেছাব, মুহাম্মাদ যাকারিয়া কান্দালবী দেওবন্দী (পৃঃ ৫৯৫), ফাযায়েলে যিকর (পৃঃ ১১৭)।

আহমাদ রেযা খান ব্রেলভী বলেছেন, মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব একজন তাবেঈ, ছিক্বাহ, সিয়ার ও মাগাযীর ইমাম (আল-আমনু ওয়াল উলা পৃঃ ১৭০)।

আহমাদ রেযা খান আরো বলেছেন, আমাদের ওলামায়ে কেরামদের (ক্বাদ্দাসাত আসরারুহুম) নিকটেও মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্বের তাওছীক্ব-ই অগ্রগণ্য (মুনীরুল আইন ফী তাক্ববীলিল ইবহামাঈন পৃঃ ১৪৫, টিকা)।

সতর্কীকরণ : জমহুরদের এই তাওছীক্ব ও তাদীলের বিপরীতে সরফরায খান ছফদর দেওবন্দী লিখেছেন, মুহাম্মাদ বিন

ইসহাক্বকে যদিও ইতিহাস ও মাগাযীর ইমাম ধরা হয়, কিন্তু মুহাদ্দিছীন ও আরবাবে জার্হ ও তাদীলের প্রায় পঁচানবক্ষই জনের একটি জামাআত এই কথার উপরে একমত যে, হাদীছ বর্ণনায় বিশেষ করে সুনান ও আহকামের মধ্যে তার বর্ণনা কোনভাবেই দলীল হতে পারে না। আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে তার বর্ণনা থাকা আর না থাকা সমান (আহসানুল কালাম ২/৭০, ২য় প্রকাশ)।

এটা বলা যে, 'মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্বের উপরে পঁচানবক্ষই জনের একটি জামাআতের মুহাদ্দিছগণ জার্হ করেছেন'-সফদর ছাহেবের বড় ধরণের মিথ্যা।

কতিপয় লোক ইবনে ইসহাক্বের আহকাম সংক্রান্ত বর্ণনায় সমালোচনা করেছেন। কিন্তু জমহুর মুহাদ্দিছগণ আহকামেও তাকে ছহীহুল হাদীছ ও হাসানুল হাদীছ বলেছেন।

কতিপয় বরাত নিম্নরূপ-

(১) ইবনে খুযায়মাহ (হা/১৫, ১/১১ ইত্যাদি)।

(২) ইবনে হিব্বান (আল-ইহসান হা/১০৭৭, অন্য সংস্করণ হা/১০৮০ ইত্যাদি)।

(৩) তিরমিযী (হা/১১৫, তিনি বলেছেন, এই হাদীছটি হাসান ছহীহ)।

(৪) হাকেম (আল-মুসতাদরাক হা/১৭৮৬, ১/৪৮৬, আর তিনি বলেছেন, এই হাদীছের সনদটি ছহীহ)।

(৫) যাহাবী (তালখীছুল মুসতাদরাক ১/৪৮৬, তিনি ছহীহ বলেছেন)।

মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্বের বর্ণিত ইমামের পিছে ফাতেহা পাঠ করার হাদীছকে নিম্নোক্ত আলেমগণ ছহীহ, হাসান ও জাইয়েদ বলেছেন-

(৬) দারাকুৎনী (হা/১২০০, ১/৩১৭, ৩১৮, তিনি বলেছেন, এর সনদ হাসান)।

(৭) বায়হাক্বী (কিতাবুল ক্বিরাআত খলফাল ইমাম, হা/১১৪, পৃঃ ৫৮, তিনি বলেছেন, 'আর এই সনদটি ছহীহ')।

(৮) আবূ দাঊদ (আত-তালখীছুল হাবীর-এর বরাতে হা/৩৪৪, ১/২৩১)।

(৯) খাত্তাবী (মাআলিমুস সুনান হা/২৫২, ১/১৭৭, তিনি বলেছেন, 'এর সনদ জাইয়েদ। এর উপর কোন অপবাদ নেই ইত্যাদি')।

(১০) ইবনুল জারূদ (আল-মুনতাক্বা হা/২৩১)।

(১১) ইবনুল মুলাক্কিন (আল-বাদরুল মুনীর ৩/৫৪৭, তিনি বলেছেন, এই হাদীছটি জাইয়েদ)।

(১২) ইবনে ইলান (আল-ফুতূহাতে রবক্ষানিইয়াহ ২/১৯৩, 'ছহীহ, এতে কোন ত্রুটি নেই')।

(১৩) যিয়াউল মাক্বদেসী (তিনি তার 'আল-মুখতারাহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন হা/৪১১-৪১৪, ৮/৩৩৯-৩৩৪)।

প্রতীয়মান হল যে, জমহুর মুহাদ্দিছ ও আলেমদের নিকটে মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব বিন ইয়াসারের হাদীছ আহকামের ক্ষেত্রেও ছহীহ বা হাসান হয়। সুতরাং জমহুর বিদ্বানদের বিপরীতে কতিপয় মুহাদ্দিছের ভিত্তিতে এই প্রোপাগান্ডা করা যে, 'আহকামের মধ্যে তার হাদীছ দলীল নয়'-ভুল ও প্রত্যাখ্যাত।

নাম সর্বস্ব ইযতিব্বরাবের দাবী

কতিপয় লোক এই দাবী করেছেন যে, সাঈয়েদুনা আবূ হুমাইদ আস-সায়িদী (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীছটি মুযত্বারিব। তাদের বর্ণনাকৃত 'ইযতিরাবী' সনদসমূহ ও সেগুলির পর্যালোচনা নিম্নরূপ-

(১) মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আত্বা বর্ণনা করেছেন আবূ হুমাইদ আস-সায়িদী (রাঃ) হতে। (ছহীহ বুখারী হা/৮২৮; সুনানে আবী দাঊদ হা/৭৩০)

* এই সনদটি একেবারেই সঠিক।

(২) মুহাম্মাদ বিন আমর বলেন, আমাকে মালেক হাদীছ শুনিয়েছেন আইয়াশ হতে বা আব্বাস বিন সাহল হতে (বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা ২/১০১)।

* এর রাবী ঈসা বিন আব্দুল্লাহ বিন মালিক 'মাজহূলুল হাল' রাবী। তাকে ইবনে হিব্বান বাদে আর কেউই ছিক্বাহ বলেন নি। সুতরাং এই সনদটি যঈফ। মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আত্বা হতে প্রমাণিতই নয়। শায়খ আলবানী (রহঃ)-ও এই হাদীছ যঈফ-ই বলেছেন (সুনানে আবূ দাঊদ, হা/৭৩৩ পৃঃ ১১৮)।

সতর্কীকরণ : বায়হাক্বীর 'আস-সুনানুল কুবরা' গ্রন্থে 'আমাকে মালেক সংবাদ দিয়েছেন'-এর বাক্যটি ভুল। সঠিক হল 'বনু মালিকের কোন একজন'। দেখুন : বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা (২/১১৮) এবং ছহীহ ইবনে হিব্বান (আল-ইহসান হা/১৮৬৩; অন্য সংস্করণ, তাহক্বীক্বকৃত হা/১৮৬৬, ৫/১৮১)।

(৩) মুহাম্মাদ বিন আমর 'আব্বাস বিন সাহল হতে, তিনি আবূ হুমাইদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন (বায়হাক্বী ২/১১৮)।

* এর সনদ ঈসা বিন আব্দুল্লাহ বিন মালেক (মাজহূলুল হাল)-এর কারণে যঈফ। এই যঈফ বর্ণনাটিই সুনানে আবূ দাঊদে (হা/৭৩৩) 'মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আত্বা আব্বাস বিন সাহল হতে কিংবা আইয়াশ বিন সাহল হতে'-এর সনদে রয়েছে।

(৪) মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আত্বা একজন ব্যক্তি হতে, তিনি আবূ হুমাইদ আস-সায়িদী (রাঃ)...[সংক্ষেপিত] (ত্বাহাবী, শরহে মাআনিল আছার ১/২৫৯)।

* এর সনদ যঈফ। এর রাবী আব্দুল্লাহ বিন ছালেহ কাতিবুল লায়ছ বিতর্কিত রাবী। যদি ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন, বুখারী, আবূ যুরআহ ও আবূ হাতিম প্রমুখ দক্ষ বিদ্বানগণ তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন তবে বর্ণনাটি ছহীহ। অন্যান্যদের (থেকে) বর্ণনায় মুলতবি করা হয় (দেখুন : হাদয়ুস সারী মুক্বাদ্দামা ফাৎহুল বারী পৃঃ ৪১৪)।

ত্বাহাবীর উভয় উস্তাদ ফাহদ ও ইয়াহ্ইয়া বিন ওছমান আহলে হিযকের (হাদীছের বিষয়ে দক্ষদের) মধ্যে নন। সুতরাং এই সনদটি যঈফ। উপরন্তু দেখুন : মীযানুল ইতিদাল (৬/৪৪০-৪৪৫), তাক্বরীবুত তাহযীব (রাবী নং ৩৩৮৮) ও আল-জাওহারুন নাক্বী (১/৩০৯)।

দ্বিতীয় এই যে, উছূলে হাদীছের একটি অনুমোদনযোগ্য মাসআলা এই যে, যদি একজন ছিক্বাহ রাবী স্বীয় উস্তাদ থেকে সামার স্পষ্টতার (আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, আমি শুনেছি ইত্যাদি) সাথে রেওয়ায়াত বর্ণনা করেন এবং একই বর্ণনা যদি তার এবং তার উস্তাদের মাঝে কারো সূত্রে বর্ণনা করেন তবে উভয় বর্ণনাই মাহফূয হয়। তবে গ্রহণযোগ্যতা ঐ বর্ণনাটির-ই হয়ে থাকে যেখানে তিনি তার উস্তাদের থেকে হাদীছের সামাকে স্পষ্ট করেছেন (বিস্তারিত দেখুন : মুকাদ্দামা ইবনে ছালাহ পৃঃ ২৮৯, ২৯০, অন্য সংস্করণ পৃঃ ৩৯২, ৩৯৩, ৩৭ তম প্রকার, 'মারিফাতুল মাযীদ ফী মুত্তাছিলিল আসানীদ')।

যেমন ছহীহ বুখারীর একটি বর্ণনা 'মুজাহিদ ইবনে আব্বাস থেকে'-এর সনদে রয়েছে (বুখারী হা/২১৬)। অথচ অন্য বর্ণনায় 'মুজাহিদ ত্বাউস থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে'- এসেছে (বুখারী হা/১৩৬১)।

ছহীহ বুখারীর এই দুটো রেওয়ায়াতই ছহীহ। একে মুযত্বারিব বলা ভুল।

সতর্কীকরণ : আর যদি উভয় সনদেই এভাবে হয় যে, (১) 'মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আত্বা আবূ হুমায়েদ আস-সায়িদী হতে' (২) মুহাম্মাদ বিন আমর একজন ব্যক্তি হতে, তিনি আবূ হুমাইদ হতে'-

মনে করুন যে, প্রথম সনদে সামার স্পষ্টতা নেই। এবং দ্বিতীয় সনদে একজন মাজহুল রাবী আছেন। তবে নিশ্চিতরূপে এমন বর্ণনা যঈফ হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের বর্ণনাকৃত হাদীছে সামার স্পষ্টতাও রয়েছে। সুতরাং তিনি 'একজন ব্যক্তি হতে' সনদে যঈফ নন। বরং এটা ছহীহ হওয়ার শর্তে তার সাহায্যকারী বর্ণনা হয়ে যায় । তৃতীয় এই যে, আত্ত্বাফ বিন খালেদের সনদে 'ব্যক্তি' দ্বারা উদ্দেশ্য 'আব্বাস বিন সাহল'। যেমনটি ঈসা বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মালেকের (মাজহুলুল হাল) যঈফ হাদীছের মধ্যে স্পষ্ট হয়েছে (দেখুন : আল-ইহসান হা/১৮৬৬)।

হাফেয ইবনে হিবক্ষানের নিকটে এই হাদীছটি মুহাম্মাদ বিন আমর সাইয়েদুনা আবূ হুমাইদ আস-সায়িদী (রাঃ) থেকেও শ্রবণ করেছেন এবং আব্বাস বিন সাহল থেকেও শ্রবণ করেছেন (আল-ইহসান, তাহক্বীক্বকৃত নুসখাহ ৫/১৮২)।

ফায়যুল বারীর টিকায় লেখা হয়েছে যে, 'যঈফ হাদীছের সাথে দুটি সম্ভাব্য অর্থের মধ্য হতে একটি অর্থ নির্দিষ্ট করাতে কোন অসুবিধা নেই' (২/৪২১)।
স্মর্তব্য যে, ইবনে হিব্বান ও আবূ দাঊদের এই যঈফ রেওয়ায়াতটি যেথায় আব্বাস বিন সাহলের উল্লেখ আছে; তাকে নিমাবী হানাফী 'এর সনদ ছহীহ' লিখেছেন (আছারুস সুনান হা/৪৪৯)।
তাহক্বীক্বের সারাংশ : আব্দুল হামীদ বিন জাফর বর্ণিত এই বর্ণনাটি ছহীহ (বিশুদ্ধ) ও মাহফূয। আর এর উপরে ইযত্বিরাবের সমালোচনা বাতিল ও বর্জিত।

***

ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইয়াহ্ইয়া আয-যুহলীর ঘোষণা

সাইয়েদুনা আবূ হুমাঈদ আস-সায়িদী (রাঃ)-এর ছাহাবাদের মজলিসে বর্ণনাকৃত হাদীছটি 'ফুলায়হ বিন সুলায়মান বলেন, আমাকে আব্বাস বিন সাহল আস-সায়িদী হাদীছ বর্ণনা করেছেন'- সনদেও বর্ণিত আছে (সুনানে ইবনে মাজাহ হা/৮৬৩, সনদ হাসান; ফুলায়হ বিন সুলায়মান ছহীহায়নের রাবী। আর জমহুর তাঁকে ছিক্বাহ বলেছেন)।
এই হাদীছে ছালাতের শুরুতে, রুকূর আগে ও রুকূর পরে তিন স্থানে রফউল ইদায়েন করার প্রমাণ রয়েছে। এই হাদীছটি সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও অসংখ্য মুহাদ্দিছদের উস্তাদ ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইয়াহ্ইয়া (আয-যুহলী, মৃঃ ২৫৮ হিঃ) বলেছেন, مَنْ

سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ، ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ – يَعْنِي إِذَا رَكَعَ – وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَصَلَاتُهُ نَاقِصَةٌ
যে এই হাদীছটি শ্রবণ করল এবং রফউল ইদায়েন করল না- অর্থাৎ রুকূর আগে ও রুকূর পরে রফউল ইদায়েন করল না-তার ছালাত নাক্বেছ (বাতিল) (ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/৫৮৯, ১/২৯৮, সনদ ছহীহ)।
স্মর্তব্য যে, ইমাম যুহলীর এই বক্তব্য কোন হাদীছ বা আছারে সালাফে ছালেহীনদের বিপরীত নয়।

কতিপয় সুক্ষ্ম বিষয় ও জ্ঞাতব্য

(১) ইমাম আবূ হাতিম আর-রাযী 'মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আত্বা আবূ হুমায়দ আস-সায়িদী হতে' -হাদীছটিকে 'এবং হাদীছটির ভিত্তি ছহীহ' বলার পরে 'তারপর হাদীছটি মুরসাল হয়ে গেছে' অর্থাৎ মুরসাল বলেছেন (উলূমুল হাদীছ হা/৪৬১, ১/৩৬, তাহক্বীক্বকৃত নুসখাহ হা/৪৬১, ১/৪২৪)।
যেহেতু মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আত্বা (ছিক্বাহ) সাইয়েদুনা আবূ হুমায়দ আস-সায়িদী (রাঃ) হতে 'সামা'র স্পষ্টতা (ব্যাখ্যা) করেছেন, সেজন্য আবূ হাতিমের উক্ত বর্ণনাকে মুরসাল বলা ভুল।
(২) আব্দুল হামীদ বিন জাফর সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেছেন, তিনি সত্যবাদি স্তরের (আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল ৬/১০, ইলালুল হাদীছ হা/১১৪০, ১/৩৮৯, তাহক্বীক্বকৃত নুসখাহ ২/৫০)।
এর বিরুদ্ধে আবূ হাতিমের সমালোচনামূলক বক্তব্য 'তার দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না' (মীযানুল ইতিদাল ২/৫৩৯, ক্রমিক

৪৭৬৭) ছহীহ সনদ পাওয়া যায় নি। সুতরাং এই জার্হটি ইমাম আবূ হাতিম হতে প্রমাণিত-ই নয়।

(৩) সাইয়েদুনা আবূ উসাঈদ মালেক বিন রাবীআহ (রাঃ)-এর মৃত্যু সাল সম্পর্কে ভীষণ মতানৈক্য রয়েছে। কতিপয় বলেছেন, ৩০ হিজরী, কতিপয় বলেছেন, ৬০ বা ৭০ বা ৮০ কিংবা ৪০ হিজরী। দেখুন : তাক্বরীবুত তাহযীব (ক্রমিক ৬৪৩৬), আল-ইছাবাহ (পৃঃ ১১৫৫, ১১৫৬)।

সুতরাং কতিপয় ব্যক্তির দৃঢ়তার সাথে তাঁর মৃত্যু ৩০ হিজরী বলা ভুল।

চতুর্থ স্তরের রাবী আবুয যুবায়ের মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বিন তাদরুস আল-মাক্কী বলেছেন, 'আমি আবূ উসাঈদ আস-সায়িদী ও ইবনে আব্বাস হতে শ্রবণ (হাদীছ) করেছি' (ত্বাবারানী, আল-মুজামুল কাবীর হা/৫৯৫, ১৯/২৬৮, ২৬৯, সনদ হাসান; হায়ছামী 'মাজমাউয যাওয়ায়েদ' গ্রন্থে বলেছেন 'আর এর সনদটি হাসান' (৪/১১১৪)।

যখন চতুর্থ স্তরের তাবেঈর সামা সাইয়েদুনা আবূ উসাঈদ (রাঃ) থেকে ছহীহ প্রমাণিত আছে তখন তৃতীয় স্তরের তাবেঈর (শ্রবণ করা) কেন সম্ভব নয়? এ থেকেও 'আল্লামা, হাফেয, ছাদেক্ব' আলী বিন মুহাম্মাদ আল-মাদায়েনীর ঐ বক্তব্যর সমর্থন হয় যে, সাইয়েদুনা আবূ উসায়দ (রাঃ) ৬০ হিজরীতে মারা গিয়েছেন। হাফেয যাহাবীর এই বক্তব্যকে 'আর এটা দূরবর্তী' (সিয়ারু আলামিন নুবালা ২/৫৩৮) স্বয়ং (তার) দূরবর্তী হওয়া ও আপত্তিকর।

(৪) সাইয়েদুনা মুহাম্মাদ বিন মাসলামা (রাঃ)-এর মৃত্যু সনেও ইখতেলাফ রয়েছে। কতিপয় ৪৩ হিজরী ও কতিপয় ৪৬ হিজরী এবং ৪৭ হিজরী বলেছেন। দেখুন : তাহযীবুল কামাল (১৭/২৪০)। তার সঠিক মৃত্যু সন অজ্ঞাত রয়েছে।

এটা বলা যে, সাইয়েদুনা মুহাম্মাদ বিন মাসলামা (রাঃ) ৪০ হিজরীতে মারা গেছেন- দাবীটি দলীলবিহীন।

একইভাবে কতিপয় লোকের এটা বলা যে, সাইয়েদুনা মুহাম্মাদ বিন মাসলামা (রাঃ) ৪০ হিজরীর পূর্বে অন্তর্নিহিত হয়েছেন- সঠিক নয়।

(৫) ইমাম লায়ছ বিন সাদ, ইমাম সাঈদ বিন উফায়র, ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন এবং ইমাম তিরমিযী ইত্যাদি বিদ্বানগণ বলেছেন যে, সাইয়েদুনা আবূ ক্বাতাদা (রাঃ) ৫৪ হিজরীতে মারা গিয়েছেন। এইসব ইমামদেরকে প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে এক বেআদব ব্যক্তি লিখেছেন, 'এরা সবাই মুশরিক ও শয়তানী কারবারকারী ছিলেন' !

এর এটাই জবাব যে, 'আল্লাহ্র লানত হোক যালেমদের উপরে'। উম্মাতে মুসলিমার জলীলুল কদর ছিক্বাহ ইমামদেরকে 'মুশরিক' ও 'শয়তানী কাজ কারবারী'-উক্তিকারী ব্যক্তি চরম বেআদব ও গোমরাহ।

(৬) কখনো এমন হয় যে, রাবী একটি রেওয়ায়াত বর্ণনা করেন। তাঁর কতিপয় ছাত্র সেটাকে পরিপূর্ণভাবে, দীর্ঘরূপে এবং কতিপয় ছাত্র সংক্ষিপ্তরূপে ও নির্যাস বর্ণনা করেন।

যেমন ছহীহ বুখারীতে ‘মুসীউছ ছালাত’ (ছালাতে ভুলকারী জনৈক মুছল্লী)-এর হাদীছে রয়েছে যে, নবী (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ‘যখন ছালাতে দাঁড়াবে তখন তাকবীর বলবে’ (হা/৭৫৭, কিতাবুল আযান, ‘ইমাম ও মুক্তাদির কিরা’আত পড়া ওয়াজিব’ অনুচ্ছেদ)।

এতে কিবলার প্রতি মুখ করার কোনই উল্লেখ নেই। অথচ কেবলামুখী হওয়া ছালাতের রুকন ও ফরয (এই হাদীছে) ওযূরও কোন বর্ণনা নেই।

এই হাদীছের অন্য সনদে এসেছে যে, তিনি (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ যখন ছালাতে দাঁড়াবে তখন ওযূ করবে। অতঃপর কিবলামুখী হবে। তারপর তাকবীর বলবে (ছহীহ বুখারী হা/৬২৫১, ‘অনুমতি প্রার্থনা’ অধ্যায়, ‘যে জবাব দিল ও বলল, তোমার উপর সালাম বর্ষিত হোক’ অনুচ্ছেদ)।

এখন যদি কোন হাদীছ অস্বীকারকারী এই বলে চেঁচামেচি শুরু করে দেয় যে, ‘প্রথম হাদীছে কিবলামুখী হওয়া ও ওযূর কথা উল্লেখ নেই। আলোচনার সময়ে অনুল্লেখের বিষয়টি গোপন করা হয়েছে যা ইহূদীদের স্বভাব।

তো উক্ত গোমরাহ ও বেআকুফদের চেঁচামেচি বাতিল এবং প্রত্যাখ্যাত। তাদেরকে বুঝাতে হবে যে, একটি ছহীহ হাদীছে উল্লেখ হয়েছে ও অন্য ছহীহ হাদীছে উল্লেখ হয় নি; তাহলে অনুল্লেখ থাকাটা না থাকার দলীল নয়। হাদীছসমূহের সকল সনদ

ও মতন একত্রিত করে সমিলিত ভাবার্থ-এর উপরে আমল করতে হবে।

আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী দেওবন্দী বলেছেন, ‘এবং জেনে রাখ যে, হাদীছকে টুকরো আকারে করে জমা করা হয়েছে। ফলে একটি অংশ একজন রাবীর কাছে থাকে ও অন্য অংশটি অন্য কারো নিকটে (থাকে)। সুতরাং উচিৎ হল যে, হাদীছসমূহের সকল সনদ (এবং মতন) সমূহ জমা করে সম্মিলিত অর্থের উপরে আমল করা। আর প্রতিটি অংশকে স্বয়ং সম্পূর্ণ হাদীছ বানানো যাবে না’ (ফায়যুল বারী ৩/৪৫৫)।

আহমাদ রেযা খান ব্রেলভী বলেছেন যে, ‘এমন শত শত উদাহরণ পাওয়া যায় যে, একই হাদীছকে অর্থগত রেওয়ায়াত কোন্ কোন্ প্রকারে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। কেউ পুরাটাই, কেউ একটি অংশ, কেউ অন্য অংশটি, কেউ একভাবে, কেউ অন্যভাবে (বর্ণনা করেন)। সনদসমূহ জমা করার দ্বারা পুরো বিষয়টি জানা যায়’ (ফাতাওয়া রিযভিয়া, নতুন কপি ৫/৩০১)।

সুতরাং, যারা এই চেঁচামেচি করছেন যে, ছহীহ বুখারীতে সাঈয়েদুনা আবূ হুমায়দ আস-সায়িদী (রাঃ)-এর হাদীছে রুকূর আগে ও পরে রফউল ইদায়েন করার কথা নেই; তাদের এই চেঁচামেচি ভূল ও প্রত্যাখ্যাত।

একটি গুরুত্বপূর্ণ সুক্ষ্ম বিষয়

ছহীহ সনদে সাব্যস্ত আছে যে, সাইয়েদুনা আবূ হুরায়রা (রাঃ) ছালাতের শুরুতে, রুকূর আগে ও রুকূর পরে রফউল ইদায়েন করতেন (বুখারী, জুযউ রফইল ইদায়েন হা/২২, সনদ ছহীহ)।

আর এটাও বর্ণিত আছে যে, সাইয়েদুনা আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতের শুরুতে, রুকূর আগে, রুকূর পরে ও দু' রাকআত হতে উঠার পরে রফউল ইদায়েন করতেন (ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/৬৯৪, ৬৯৫, ১/৩৪৪, ৩৪৫; হাফেয ইবনে হাজার তার 'মুওয়াফাক্বাতুল খবারিল খবার' (১/৪০৯, ৪১০) গ্রন্থে বলেছেন, এই হাদীছটি ছহীহ)।

ইবনে জুরায়জ হাদীছ শ্রবণের ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। আর ইয়াহ্ইয়া বিন আইয়ূব আল-গাফিক্বীর উপরের সমালোচনা পরিত্যাজ্য। তিনি জমহুরদের নিকটে ছিক্বাহ ও ছদূক্ব। আর ওছমান ইবনুল হাকাম তার মুতাবাআত করেছেন। এই বর্ণনায় এই বাড়তিটুকুও আছে যে, 'আর মুহাম্মাদ (ছাঃ) সিজদা থেকে মাথা উত্তোলনের সময় রফউল ইদায়েন করতেন না'।

সতর্কীকরণ : এই রেওয়ায়াতটি হানাফীদের উছূলের আলোকে তো ছহীহ। কিন্তু আমার নিকটে যুহরীর তাদলীসের কারণে যঈফ। সুতরাং এই সুক্ষ্ম বিষয়ের দলীল গ্রহণ করার বিষয়টি মাওকূফ বর্ণনা ও সম্মিলিত হাদীছসমূহের উপর ভিত্তিশীল।

ছহীহ বুখারীতে সাইয়েদুনা আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর ছালাতের বিস্তারিত উল্লেখ বিদ্যমান। কিন্তু তথায় ছালাতের শুরুতে, রুকূর আগে ও পরে আর দু' রাকআত হতে দাঁড়ানোর পর রফউল ইদায়েনের উল্লেখ নেই। এই হাদীছের শেষে লেখা হয়েছে যে, সাইয়েদুনা আবূ হুরায়রা (রাঃ) স্বীয় ছালাতের সম্পর্কে বলেছেন, إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلاَتَهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا 'রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত

এমনটিই ছিল তাঁর দুনিয়া হতে চলে যাওয়া পর্যন্ত' (ছহীহ বুখারী, ফাৎহুল বারী সহ হা/৮০৩, ২/২৯০)।

এই বর্ণনা হতে প্রতীয়মান হল যে, সাইয়েদুনা আবূ হুরায়রা (রাঃ) ঐ ছালাতই পড়তেন যা নবী (ছাঃ)-এর সর্বশেষ ছালাত ছিল। এক্ষণে যেহেতু মুহাম্মাদ (ছাঃ) এর ওফাতের পর সাইয়েদুনা আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে মাওকূফরূপে ছালাতের শুরুতে, রুকূর আগে এবং পরে রফউল ইদায়েন করার প্রমাণ আছে; সুতরাং এতে স্বংক্রিয়ভাবেই সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে যে, নবী (ছাঃ) মৃত্যু পর্যন্ত রফউল ইদায়েন করতেন। যে ব্যক্তির এতে মতানৈক্য রয়েছে তার উচিৎ সাইয়েদুনা আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে ছহীহ বা হাসান সনদের সাথে রফউল ইদায়েনের বর্জন করার প্রমাণ পেশ করা।

এই ইসতিদলালের পরে 'আত-তাহক্বীক্ব আর-রাসিখ ফী আহাদীছি রফইল ইদায়েন লায়সা লাহা নাসিখ' অধ্যয়ন করার সুযোগ হয়েছিল। তখন বড়ই খুশী হয়েছিলাম যে, আমাদের উস্তাদের উস্তাদ (শায়খুশ শুয়ূখ) হাফেয মুহাম্মদ গোন্দালবী (রহঃ)ও এই দলীলটি গ্রহণ করে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মৃত্যু পর্যন্ত রফউল ইদায়েন করা প্রমাণ করেছেন। দেখুন : আত-তাহক্বীক্ব আর-রাসেখ (হা/৯, পৃঃ ৯০, ৯১)। আল-হামদুলিল্লাহ।

যদি কোন ব্যক্তি এটি কথা বলে যে, সাইয়েদুনা আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে সিজদায় রফউল ইদায়েনেরও প্রমাণ আছে (সুনানে ইবনে মাজার বরাতে হা/৮৬০, পৃঃ ৬২; মুসনাদে আহমাদ হা/৬১৬৩, ২/১৩২)।

তবে নিবেদন এই যে, এই বর্ণনাটি যঈফ।

ইসমাঈল বিন আইয়াশের সিরিয়া ও হিজাজের অধিবাসী ব্যতীত অন্যদের থেকে বর্ণিত রেওয়ায়াত যঈফ হয়ে থাকে। দেখুন : সুনানে তিরমিযী (হা/১৩১, 'অপবিত্র ও হায়েযার বিধান' অনুচ্ছেদ), তাহযীবুল কামাল (২/২১৪-২১৭)।

ছালেহ বিন কায়সান মাদানী (ও হিজাজী) ছিলেন (দ্রষ্টব্য : তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ২৮৮৪)।

এই যঈফ সনদটি দিয়ে দলীল গ্রহণ করা বর্জনীয়। শায়খ আলবানী (রহঃ)-এর বড় রকমের ভ্রান্তি হয়েছে। তিনি কোন দলীল ব্যতিরেকেই একে ছহীহ বলেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন।

(৭) কতিপয় লোক এই দাবী করেছেন যে, এই হাদীছের মতনে ইযত্বিরাব রয়েছে। ইযত্বিরাবের কারণ এই যে, ত্বাহাবী (১/১২৭), সুনানে আবী দাঊদ (হা/৭৩০, ১/১০৬)-এর মধ্যে তাওয়ার্রুকের উল্লেখ আছে। কিন্তু সুনানে আবী দাঊদে (হা/৭৩৩, ১/১০৭) তাওয়ার্রুক না করার কথা আছে।

আরয এই যে, وَلَمْ يَتَوَرَّكْ 'তিনি তাওয়ার্রুক করেন নি'-বর্ণনাটি (সুনানে আবী দাঊদ হা/৭৩৩) সনদের দিক দিয়ে যঈফ। যেমনটি এই প্রবন্ধে গত হয়েছে। এর রাবী ঈসা বিন আব্দুল্লাহ বিন মালেক 'মাজহূলুল হাল'। তাকে হাফেয ইবনে হিব্বান ব্যতিরেকে আর কেউই ছিক্বাহ বলেন নি। 'মাজহূলুল হাল' রাবীর বর্ণনায় ইযত্বিরাব প্রমাণ করা তাদের কাজ যারা দিন-রাত সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ করার চেষ্টায় রত। স্মর্তব্য যে, কতিপয় বর্ণনায় 'তারা সকলেই বললেন, তুমি সত্য বলেছ' এবং

কতিপয় বর্ণনায় এই বাক্যটি না থাকা ইযত্বিরাবের দলীল নয়। যেমনটি এই প্রবন্ধে বিস্তারিত এবং প্রমাণপুষ্ট ভাবে প্রমাণিত করা হয়েছে।

আলোচনা ও তাহক্বীক্বের সারাংশ : এই প্রবন্ধের সকল তাহক্বীক্বের সারাংশ এই যে, আব্দুল হামীদ বিন জাফর (ছিক্বাহ)-এর মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আত্বা আল-মাদানী থেকে সাইয়েদুনা আবূ হুমাঈদ আস-সায়িদী (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীছটি একেবারেই ছহীহ। যেখানে এসেছে যে, নবী করীম (ছাঃ) ছালাতের শুরুতে, রুকূর আগে ও পরে রফউল ইদায়েন করতেন.....।

এই হাদীছটি একেবারেই ধুলিকণা মুক্ত। এখানে কোন ধরণের ইযত্বিরাব নেই। জমহুর মুহাদ্দিছগণ একে ছহীহ বলেছেন। ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর জামাআতের এই হাদীছকে সত্যায়ন করা এর স্পষ্ট দলীল যে, নবী করীম (ছাঃ) ওফাত পর্যন্ত রফঈল ইদায়েন করতেন।

***



نور العینین فی اثبات رفع الیدین 274

ماسٹر امین اوکاڑوی دیوبندی کا اللہ تعالیٰ پر بہتان

নূরুল ক্বামারায়ন ফী ইছবাতি রফইল ইদায়েন আনওয়ার খূরশীদ দেওবন্দীর গ্রন্থ ‘হাদীছ আওর আহলেহাদীছ’-এর অনুচ্ছেদ ‘তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত রফউল ইদায়েন করা উচিৎ নয়’-এর পরিপূর্ণ জবাব

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ‘তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে’ (আহযাব ৩৩/২১)।

মুখবন্ধ

আল-হামদুলিল্লাহি রবিব্বল আলামীন। ওয়াছ-ছালাতু ওয়াস-সালামু আলা রসূলিহিল আমীন। আম্মা বা'দ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতের শুরুতে, রুকূর আগে ও পরে রফউল ইদায়েন করতেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, 'আবূ ক্বিলাবাহ হতে বর্ণিত যে, তিনি মালেক বিন হুয়ায়রেছ (রাঃ)-কে দেখেছেন যে, তিনি যখন ছালাত শুরু করতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং দু'হাত উত্তোলন করতেন। আর যখন রুকূ করতেন তখন করার ইচ্ছা করতেন তখনও দু'হাত তুলতেন। আবার যখন রুকূ থেকে মাথা তুলতেন তখনও তার উভয় হাত উত্তোলন করতেন। এবং বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরূপ করেছেন' (বুখারী হা/৭৩৭, ১/১০২; মুসলিম হা/৯১, ১/১৬৮, মুসলিমের হাদীছটির শেষে আছে-وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ هَكَذَا)।

বিশেস্নষণ : এই ছহীহ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত হল যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রুকূর আগে ও রুকূর পরে রফউল ইদায়েন করতেন। এর বিপরীতে কোন ছহীহ হাদীছে রুকূর আগে ও রুকূর পরে স্বচ্ছতার সাথে রফউল ইদায়েন বর্জন বা রহিত হওয়া আদৌ প্রমাণিত নেই।

ছালাতে রফউল ইদায়েন করার মাসআলা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও বিতর্কিত মাসআলা। আহলে সুন্নাতের উচ্চ স্তরের আলেমগণ এই মাসআলার প্রমাণে গ্রন্থ সমূহ রচনা করেছেন। যেমন আমীরুল

মুমিনীন ফিল হাদীছ ইমাম বুখারীর (রহঃ) 'জুযউ রফইল ইদায়েন' গ্রন্থটি। কিন্তু আহলে সুন্নাতের কোন বড় আলেম রফউল ইদায়েন বর্জন করার পক্ষে কোন গ্রন্থ রচনা করেন নি।

লেখক 'নূরুল আইনাইন ফী ইছবাতি রফইল ইদায়েন' নামী একখানা গ্রন্থ রচনা করেছেন। যার কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থে রফউল ইদায়েনের প্রমাণ হওয়া ও বিরুদ্ধবাদীদের ধোঁকাবাজির 'লা জওয়াব' জবাব দেয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত কারো পক্ষ থেকে উক্ত গ্রন্থের কোন জবাব আসে নি। আল-হামদুলিল্লাহ।

আনওয়ার খূরশীদ দেওবন্দী আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। 'হাদীছ আওর আহলেহাদীছ'-এই গ্রন্থে তিনি 'বর্জন' করার একটি অনুচ্ছেদ বেঁধে রফউল ইদায়েনের মাসআলাকেও স্পর্শ করেছেন। লেখক 'নূরুল ক্বামারায়ন' নামী গ্রন্থে তার পরিপূর্ণ জবাব লিখেছিলেন যা প্রকাশ করে প্রচার করা হয়েছে। নূরুল ক্বামারায়ন গ্রন্থে আনওয়ার ছাহেবের সকল ধোঁকাবাজির 'লা জবাব' ও 'দাঁত-ভাঙ্গা' উত্তর প্রদান করা হয়েছে। তিনি প্রতুত্তরে নিরবতা অবলম্বন করেছেন। নূরুল ক্বামারায়ন গ্রন্থেটির মাধ্যমে সাধারণ জনতার অনেক উপকার সাধিত হয়েছে। এক্ষণে ঐ জবাবটিকেই আনওয়ার খুরশীদ ছাহেবের আসল ইবারতের সাথে নতুনরূপে প্রকাশ করা হচ্ছে।

ছালাতে রুকূর আগে ও পরে রফউল ইদায়েন করা মুতাওয়াতির তথা অবিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণিত। (দেখুন : নাযমুল মুতানাছির মিনাল হাদীছিল মুতাওয়াতির পৃঃ ৯৬, ৯৭; লুক্বাতুল লাআলী আল-

মুতানাছিরাহ ফিল আহাদীছিল মুতাওয়াতিরাহ পৃঃ ২০৭; সুয়ূত্বী, ক্বত্বফুল আযহার আল-মুতানাছিরাহ পৃঃ ৩১, ৩২)।

রফউল ইদায়েনের বর্জিত হওয়া বা রহিত হওয়া না তো নবী (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত আছে আর না কোন ছাহাবী (রাঃ) থেকে।

সাইয়েদুনা সাঈদ বিন জুবায়র (রহঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর (সকল) ছাহাবা কেরাম (রাঃ) ছালাতের শুরুতে, রুকূর সময় ও রুকূ হতে মাথা তোলার সময় রফউল ইদায়েন করতেন' (বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা ২/৭৫, সনদ ছহীহ)।

আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ রইল যে, তিনি আমার এই গ্রন্থকে সুন্নাতের প্রসার-প্রচারের ও আমার জন্য পরকালের সঞ্চয় বানিয়ে দেন। *আমীন।*

হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ (রহঃ)

(৮ই আগস্ট ২০০৪ইং)।

****

মাসআলা রফউল ইদায়েন ও হাদীছ আওর আহলেহাদীছ

আনওয়ার খুরশীদ দেওবন্দী স্বীয় গ্রন্থ 'হাদীছ আওর আহলেহাদীছ'-গ্রন্থে 'তারকে রফউল ইদায়েন ফী গায়রিল ইফতিতাহ'-অনুচ্ছেদের অধীনে ৩৮ টি মারফূ' হাদীছ এবং কতিপয় আছারে ছাহাবা (রাঃ) ও আছারে তাবেঈন পেশ করে এই দাবী করেছেন যে, 'তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত রফউল ইদায়েন করা উচিৎ নয়'।

এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে তার উল্লিখিত 'দলীলসমূহ'-এর পর্যালোচনা ও রফউল ইদায়েনের প্রমাণে কতিপয় দলীল পেশ করা হল-

সর্ব প্রথম আরয এই যে, যখন 'তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত রফউল ইদায়েন না করা উচিৎ' তখন হানাফী, ব্রেলভী ও দেওবন্দী আলেমগণ বিতর ও দু ঈদের ছালাতে রফউল ইদায়েন কেন করেন? যদি তারা বলেন যে, বিতর ও দু ঈদের তাখছীছ অন্য ছহীহ হাদীছের দলীলসমূহ দ্বারা প্রমাণিত আছে, তবে আরয এই যে, রুকূর আগে ও পরে ও দু রাকআতের পরে রফউল

ইদায়েনের ‘তাখছীছ’ও অন্যান্য ছহীহ দলীলসমূহ দ্বারা প্রমাণিত আছে। সুতরাং এই ছহীহ সুন্নাতটিকে অস্বীকার করা হচ্ছে কেন?

এখন আনওয়ার খূরশীদ দেওবন্দী ছাহেবের ‘দলীলসমূহ’ ও সেগুলির উপরে সংক্ষিপ্ত নযর দিন-

হাদীছ-১

হযরত ইমাম যুহরী (রহঃ) হযরত সালেম (রহঃ) থেকে এবং তিনি স্বীয় পিতা হযরত আব্দুল্লাহবিন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখেছি যে, যখন তিনি ছালাত শুরু করতেন তখন দু’ কাঁধ বরাবর হাত তুলতেন। আর যখন তিনি রুকূ করার ইচ্ছা করতেন এবং রুকূ হতে মাথা তুলতেন তখন হাত উত্তোলন করতেন না। আর কতিপয় বলেছেন, তিনি দু’সিজদায় হাত তুলতেন না। সকল রাবীদের হাদীছের অর্থই এক।

পর্যালোচনা : (১) মুসনাদে আবী ‘আওয়ানাহ- এর বিদ্যমান নুসখাটি হিন্দুস্তানী দেওবন্দীদের প্রকাশিত। যেটাকে তারা কতিপয় নুসখা হতে প্রকাশিত করেছেন। যার একটি নুসখা শাহ ইহসানুল্লাহ আস-সিন্ধী (রহঃ)-এর ‘আল-মাকতাবাতুর রশীদিয়াহ’-এর মালিকানাভুক্ত (ছহীহ আবূ ‘আওয়ানাহ ১/৪২৩)। উক্ত কপির ৩১২ পৃষ্ঠায় উপরোল্লিখিত হাদীছটি রয়েছে। যার **মতন** এই রূপ- وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَلَا يَرْفَعُهُمَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ ‘আর তিনি রুকূ হতে মাথা উত্তোলন করার পরে (হাত তুলতেন); এবং হাত দুটি

তুলতেন না। কতিপয় বলেছেন, তিনি দু’ সিজদায় হাত তুলতেন না। আর এর অর্থ একই’।

এই মতনই আনওয়ার ছাহেবের ‘হাদীছ আওর আহলেহাদীছ’ (চতুর্থ মুদ্রণ) -এর ৯১২ পৃষ্ঠায় আছে। ছহীহ আবী ‘আওয়ানাহর আরেকটি নুসখাহ জামেআ ইসলামিয়া, মদীনা মুনাওয়ারাতে বিদ্যমান। তাতেও নুসখায়ে রশীদিয়ার অনুরূপ ‘মতন’ রয়েছে। সুতরাং সাব্যস্ত হল যে, দু’টি পান্ডলিপির কপিতেই ‘و’ বিদ্যমান। যা হিন্দুস্তানী প্রকাশকগণ গোপন করেছেন। এ ব্যতীত দুনিয়ার যেখানেই ছহীহ আবী ‘আওয়ানাহ প্রকাশিত হয়েছে; হিন্দুস্তানী নুসখার ছবি রয়েছে।

(২) ছহীহ আবী ‘আওয়ানাহর উল্লিখিত হাদীছটি ছহীহ মুসলিমে এবং অন্যান্য গ্রন্থেও (হা/৩৯০, ১/১৬৮) ‘و’ সহকারে আছে।

(৩) উপরোল্লিখিত বর্ণনায় ইমাম আবূ আওয়ানাহর কমপক্ষে তিনজন উস্তাদ আছেন। (ক) আব্দুল্লাহ বিন আইয়ূব। (খ) সাদান বিন নাছর। (গ) শুআইব বিন আমর।

তাদের মধ্য থেকে সাদান বিন নাছরের বর্ণনা বায়হাক্বীর ‘আস-সুনানুল কুবরা’ (২/৬৯) গ্রন্থে রফউল ইদায়েনের প্রমাণ এবং ‘و’ সহকারে বিদ্যমান।

(৪) ইমাম আবূ ‘আওয়ানাহ বলেছেন, حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، بِنَحْوِهِ ‘আমাদেরকে রবী‘ বিন সুলায়মান হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি শাফেঈ হতে, তিনি ইবনে উয়ায়নাহ হতে’ (২/৯০)।

এই বর্ণনাটি শাফেঈর 'কিতাবুল উম্ম' (১/১০৩) গ্রন্থে 'و' সহকারে এবং রফউল ইদায়েনের দলীলের সাথে বিদ্যমান। ইমাম আবূ 'আওয়ানাহ মূলত রাবীদের মতানৈক্য বর্ণনা করে এই কথাটি বুঝাতে চেয়েছেন যে, কতিপয় রাবী 'তিনি দুসিজদায় হাত তুলতেন না' (বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা ২/৬৯; কিতাবুল উম্ম ১/১০৩) এবং কতিপয় বলেছেন 'আর তিনি দু' সিজদায় দু' হাত তুলতেন না'-শব্দাবলী বর্ণনা করেছেন। অথচ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ 'মর্ম একই' রয়েছে (ছহীহ মুসলিম হা/৩৯০, ১/১৬৮)।

ইমাম আবূ 'আওয়ানাহ (রহঃ)-এর সমর্থন এ থেকেও হয় যে, ইমাম শাফেঈর 'কিতাবুল উম্ম' ইত্যাদিতে এই বর্ণনাটিই রফউল ইদায়েনের প্রমাণের সাথে মজূদ আছে।

(৫) লেখক স্বীয় গ্রন্থ 'নূরুল আঈনাঈন ফী ইছবাতি রফ'ইল ইদায়েন'-এর মধ্যে এটা প্রমাণ করেছেন যে, সুফিয়ান বিন উয়ায়নাহ (রহঃ)-এর এই বর্ণনাটিই ত্রিশ জনেরও অধিক ইমাম এবং রাবী রফউল ইদায়েন করার দলীলের সাথে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে ইমাম যুহরী (রহঃ) থেকেও এই বর্ণনাটিই নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রমাণিত আছে। হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ) বলেছেন, فإن الرواية عن الزهري بهذا السند بالغه مبلغ القطع بإثبات في الموطأ وسائر كتب أهل الحديث الرفع عند الركوع وعند الإعتدال وهي (লিসানুল মীযান ৫/২৮৯, মুহাম্মাদ বিন উকাশাহ-এর জীবনী)।

ইমাম হাযেমী (রহঃ) বলেন, وَمِمَّنْ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ،

وَلَمْ يُخْتَلَفْ عَلَيْهِ فِيهِ، وَلَا اضْطِرَابَ فِي مَتْنِهِ، 'আর সালিম থেকে বর্ণনাকারীদের মধ্য থেকে যুহরীও আছেন। এতে তার উপরে না কোন মতানৈক্য করা হয়েছে আর না কোন ইযতিরাব আছে' (মুক্বাদ্দামা কিতাবুল ই'তিবার ফিন-নাসিখি ওয়াল-মানসূখ মিনাল আছার পৃঃ ১৬, সূচনা নং ১৯, দ্বিতীয় সংস্করণ পৃঃ ৬১)।

(৬) ইমাম আবূ 'আওয়ানাহ এই হাদীছের বিরুদ্ধে রফউল ইদায়েনের সত্যায়নে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন। সুতরাং এটা হতেই পারে না যে, উক্ত অনুচ্ছেদের অধীনে রফউল ইদায়েন না করার কোন হাদীছ তিনি এনেছেন।

একজন ব্যক্তি দোকানের উপরে বোর্ড লাগিয়েছেন 'গোশতের দোকান'। অথচ তিনি দোকানের অভ্যন্তরে মনিহারীর মাল পত্র সাজিয়ে রেখেছেন। কোন ব্যক্তি তাকে কি বিবেকসম্পন্ন ভাবতে পারে? যখন সাধারণ ব্যক্তি এমনটি করেন না তখন ইমাম আবূ 'আওয়ানাহ থেকে এমনটি সংঘটিত হওয়া কিভাবে সম্ভব?

(৭) বর্তমান যুগের পূর্বে কোন হানাফীই আবূ 'আওয়ানাহ-এর উপরোল্লিখিত হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করেন নি। যদি এমন কোন হাদীছ থাকতো তবে হানাফীদের পূর্ববর্তীগণ অবশ্যই তা থেকে দলীল গ্রহণ করতেন।

(৮) এই বর্ণনার মধ্যে ولا يرفع 'তিনি হাত তুলতেন না' ও ولا يرفعهما 'তিনি দুহাত তুলতেন না'-উভয় বাক্যটিতে সিজদায় রফউল ইদায়েন করা নিষেধ রয়েছে; রুকূর রফউল ইদাইনের ব্যাপারে নয়।

(৯) ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে একাধিক ছিক্বাহ রাবী রফউল ইদায়েনের সত্যায়ন বর্ণনা করেছেন। যেমন সালেম বিন আব্দুল্লাহ, নাফে ও মুহারিব বিন দিছার (রহঃ) ইত্যাদি বিদ্বানগণ।

(১০) ইবনে ওমর (রাঃ) যাকে রফউল ইদায়েন না করতে দেখতেন তাকে কংকর মারতেন (জুযউ রফইল ইদায়েন হা/১৫ পৃঃ ৫৩; নববী একে ছহীহ বলেছেন, আল-মাজমূ‘ শারহুল মুহায্যাব ৩/৪০৫)।

হাদীছ-২ :

ইমাম যুহরী বলেছেন যে, আমাকে সালেম বিন আব্দুল্লাহ স্বীয় পিতা আব্দুল্লাহ বিন ওমর হতে সংবাদ প্রদান করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখেছি যে, তিনি যখন ছালাত শুরু করতেন তখন রফউল ইদাঈন করতেন কাঁধ বরাবর। আর যখন রুকূ করতে ইচ্ছা করতেন এবং রুকূ তার মাথা উঠাতেন তখন রফউল ইদায়ন করতেন না। আর তিনি দুসিজদার মাঝে (রফউল ইদায়ন) করতেন না (মুসনাদে হুমায়দী ১/২৭৭)।

পর্যালোচনা :

(১) মুসনাদে হুমায়দীর বিদ্যমান নুসখাটি হাবীবুর রহমান আযামী দেওবন্দী ‘নুসখায়ে দেওবন্দীয়া’ (নূশতাহ, ১৩২৪ হিঃ) থেকে প্রকাশ করেছেন (মুসনাদে হুমায়দী ১/৩, মুক্বাদ্দামা)।

আযমী ছাহেব (পৃঃ ২৪, মুক্বাদ্দামার পরে) দামেশক্বের মাকতাবা যাহেরিয়ার কথাও উল্লেখ করেছেন। এর লিপিবদ্ধ করণের সনটি হল ৬৮৯ হিজরী (মুসনাদে হুমায়দী ১/১৯)।

নুসখায়ে যাহেরিয়ার উল্লিখিত নুসখার পূর্ণাঙ্গ ফটোকপি আমার কাছে রয়েছে। এর ১০০ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হাদীছটির মতনটি

নিম্নরূপ রয়েছে- ‘এবং রুকূর পরে মাথা তোলার পরে আর দু’সিজদায় হাত তুলতেন না’-মতনের সাথে রয়েছে। অর্থাৎ এতে فَلَا يَرْفَعُ (তিনি হাত তুলতেন না)-এ শব্দাবলীর সাথে নেই।

(২) মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমার আরব ছাত্র বন্ধুগণ মাকতাবা যাহেরিয়ার অন্য একটি মুসনাদে হুমায়দীর (পরিপূর্ণ) সংস্করণ পাঠিয়েছিলেন। যা প্রায় সাত শত হিজরী সনে লিখিত। এর উপরে ইমাম ইবনে কুদামাহ সহ অন্যান্যদের সামাআতও রয়েছে। উক্ত কপির ১২৮ পৃষ্ঠায় আলিফ-এর উপর এই বর্ণনাটিই ‘এবং রুকূর পরে মাথা তোলার পরে আর দু’সিজদায় হাত তুলতেন না’-মতনের সাথে রয়েছে। فَلَا يَرْفَعُ শব্দাবলীর সাথে নেই।

সুতরাং প্রমাণিত হল যে, হাদীছের মতনে فَلَا يَرْفَعُ শব্দগুলি ১৩ এবং ১৪ শত হিজরীর হিন্দুস্তানী কপিকারকদের ভ্রান্তি।

(৩) মুসনাদে হুমায়দীর বর্তমান কপিটি (আযমীর তাহক্বীক্বকৃত) ভুলে ভরা। আমি মুসনাদে হুমায়দীর তাহক্বীক্বে (যা দারুস সালাম, রিয়াদ থেকে ইনশাআল্লাহ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে) উক্ত কপির প্রায় চারশত ভুল সনাক্ত করেছি। পাঠকদের কাছে দরখাস্ত যে, চিন্তা-গবেষণা করে আযামী ছাহেবের কপিটির কোন একটি পৃষ্ঠা বের করবেন আর টিকা পড়বেন। আপনার কাছে প্রতিভাত হবে যে, প্রতিটি পৃষ্ঠায় ভুল ও ভ্রান্তিসমূহ বিদ্যমান। যেমন (হা/৪৬৯, ১/২২২) আমাকে সংবাদ দিয়েছেন আবুশ শাছা জাবের বিন যায়েদ। তিনি বলেছেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি’। অথচ এই সনদটি নিশ্চিৎরূপে ভুল।

জাবের বিন যায়েদ হলেন তাবেঈ। নবী (ছাঃ)-এর সাথে তার সাক্ষাৎ কোন ভাবেই প্রমাণিত নয়। পুঙ্খানুপঙ্খ বলার স্থান এটা নয়। নতুবা আমি এমন অসংখ্য উদাহরণ উল্লেখ করতাম। অতএব এমন ভুল কপির ভিত্তিতে ছহীহ, মুত্তাফাক্ব আলাইহি হাদীছসমূহকে বিকৃত করা চূড়ান্ত পর্যায়ের নিকৃষ্ট অপকর্ম।

(৪) বর্তমান যুগের পূর্বে কোন হানাফী এই হাদীছকে নিজের দলীলের মধ্যে পেশ করেন নি।

(৫) সুফিয়ান বিন উয়ায়নাহ (রহঃ) থেকে রফউল ইদায়েনের দলীল হল 'মুতাওয়াতির'।

(৬) যুহরী (রহঃ) থেকে রফউল ইদায়েনের দলীল হল 'মুতাওয়াতির'।

(৭) ইবনে ওমর (রাঃ) হতে কতিপয় ছাত্র রফউল ইদায়েনের প্রমাণ বর্ণনা করেছেন।

(৮) ইবনে ওমর (রাঃ) রফউল ইদায়েন বর্জনকারীকে কংকর মারতেন।

(৯) কোন গ্রন্থের কোন কপি হতে যদি কোন বিতর্কিত রেওয়ায়াত বর্ণনা করা হয় তবে উক্ত গ্রন্থের বিদ্যমান অন্যান্য কপিটিগুলিকেও নযরে রাখতে হবে (বিস্তারিত দেখুন : পৃঃ ২০২, মুক্বাদ্দামা ইবনে ছালাহ)।

(১০) ইমাম হুমায়দী হতে বর্ণিত যে, যে ব্যক্তি ইবনে ওমরের হাদীছটি অবগত হওয়ার পরও রফউল ইদায়েন করবে না তার ছালাত ফাসেদ (নষ্ট) বা নাক্বেছ (ত্রুটিযুক্ত) (দেখুন : আত-তামহীদ ৯/২২৫)।

যখন ইমাম হুমায়দী রফউল ইদায়েনের ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তা তখন এটা কিভাবে হতে পারে যে তিনি রফউল ইদায়েনের বিপরীত হাদীছ বর্ণনা করবেন ?

হাদীছ-৩ :

আব্দুল্লাহ বিন ওমর হতে বর্ণিত যে, নবী (ছাঃ) ছলাতের শুরুতে রফউল ইদায়েন করতেন। অতঃপর তিনি আর এমনটি করতেন না (বায়হাক্বী, আল-খিলাফিইয়াত, নাছবুর রায়াহ গ্রন্থের বরাতে ১/৪৪)।

পর্যালোচনা : নাছবুর রায়ার উপরোল্লিখিত পৃষ্ঠায় এই হাদীছটির পর লিখিত হয়েছে- قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: قَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا بَاطِلٌ مَوْضُوعٌ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُذْكَرَ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الْقَدْحِ 'বায়হাক্বী বলেছেন, হাকেম বলেছেন, এই বাতিল, মাওযূ'। আর সমালোচনার উদ্দেশ্য ব্যতীত এটা বর্ণনা করা জায়েয নয়।

অর্থাৎ এই বর্ণনাটি বাতিল ও মনগড়া। আনওয়ার খূরশীদ দেওবন্দী মুকাল্লিদ বর্ণনাকারীদের ন্যায় মৌনতা সহকারে উক্ত সমালোচনাকে গোপন করেছেন।

হাদীছ-৪ :

'সালেম বিন আব্দুল্লাহ তার পিতা হতে বলেছেন যে, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ছালাত শুরু করার জন্য তাকবীর দিতেন তখন কাধ বরাবর হাত তুলতেন' (আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা ১/৬৯)।

পর্যালোচনা : এই হাদীছে রফউল ইদায়েনের কোন উল্লেখ নেই।

ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ)-এর 'মারিফাতুস সুনানি ওয়াল আছার' (হা/৭৫৯, ১/৫৪০, ৫৪১, প্রকাশ : বৈরূত, লেবানন) গ্রন্থে ইবনে ওয়াহ্বের এই বর্ণনাটিই রুকূর আগে ও রুকূর পরে রফউল ইদায়েনের প্রমাণের সহিত বিদ্যমান (উপরন্তু দেখুন : আত-তামহীদ ৯/২১০, ২১১)।

'আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা' ইমাম মালেকের গ্রন্থ নয়। 'মুদাওয়ানা'র প্রণেতা হতে 'সুহনূন' পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন সনদটি অজ্ঞাত রয়েছে। সুতরাং এই গ্রন্থটি পুরোটাই সনদবিহীন। একজন প্রসিদ্ধ আলেম আবূ ওছমান সাঈদ বিন মুহাম্মাদ বিন ছুবাঈহ ইবনুল হাদ্দাদ আল-মাগরিবী 'সুহনূন'-এর ছাত্র, যিনি মুজতাহিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন (সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৪/২০৫)।

তিনি মুদাওয়ানা'র খন্ডনে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন (ঐ, পৃঃ ২০৬)।

তিনি মুদাওয়ানাকে 'মুদাওয়াদাহ' তথা 'ঘুণে ধরা' গ্রন্থ বলতেন। (আল-'ইবার ফী খাবারি মান গাবার ১/৪৪৩, ওফায়াত, হিজরী সন-৩০২ হিজরী)।

আব্দুর রহমান বিন ক্বাসেম ইমাম মালেক হতে যে মাসায়েল বর্ণনা করেছেন সেগুলি সম্পর্কে ইমাম আবূ যুর'আহ আর-রাযী বলেছেন, فالناس يتكلمون في هذه المسائل 'লোকেরা এই মাসআলাগুলি বিরূপ মন্তব্য করেছেন' (আবূ যুর'আহ আর-রাযী, কিতাবুয যু'আফা, পৃঃ ৫৩৪)।

হাদীছ-৫ : (সূত্র অস্পষ্ট)।

পর্যালোচনা :

(১) এই বর্ণনা দ্বারা রফউল ইদায়েন বর্জন করা প্রমাণিত হয় না।

(২) স্বয়ং ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে ছহীহ সনদে রফউল ইদায়েন করা প্রমাণিত আছে (মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২৪৩১, ১/২৩৫, সনদ হাসান; জুযউ রফ'ইল ইদায়েন হা/২১)।

(৩) আনওয়ার খুরশীদের পেশকৃত গ্রন্থ 'কিতাবুল আসতার'-এর টিকায় হাবীবুর রহমান আ'যামী দেওবন্দী লিখেছেন, 'হায়ছামী বলেছেন, এতে ইবনে আবী লায়লা নামী রাবী রয়েছেন যার স্মৃতি অত্যন্ত বাজে' (মাজমা'উয যাওয়ায়েদ ২/১০৩)।

উপরন্তু একই পৃষ্ঠায় মুহাদ্দিছ বায্যারের সমালোচনামূলক উক্তিও বিদ্যমান আছে।

(৪) আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (দেওবন্দী) উক্ত রাবী মুহাম্মাদ বিন আবী লায়লা সম্পর্কে বলেছেন, 'তিনি আমার নিকটে এবং মুহাদ্দিছদের নিকটে যঈফ রাবী' (ফায়যুল বারী ৩/১৬৮)।

(৫) এর একজন রাবী আল-হাকাম বিন উতায়বাহ মুদাল্লিস (সুয়ূত্বী, আসমাউল মুদাল্লিসীন পৃঃ ৯৬)।

মুদাল্লিস রাবী সম্পর্কে সরফরায খান ছফদর বলেছেন, মুদাল্লিস রাবী 'আন' দ্বারা বর্ণনা করেন তবে তা দলীল নয়। কিন্তু যদি 'তাহদীছ' করেন বা তার কোন ছিক্বাহ সমর্থনকারী থাকেন (তবে দলীল হিসাবে বিবেচ্য হবে)। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, ছহীহায়নের তাদলীস ক্ষতিকর নয়। সেগুলি অন্য সনদসমূহ 'সামা'র উপরে গণ্য হয় (মুক্বাদ্দামা নববী পৃঃ ১৮; ফাৎহুল মুগীছ পৃঃ ৭৭; তাদরীবুর রাবী পৃঃ ১৪৪; খাযায়েনুস সুনান ১/১)।

হাদীছ-৬ :

ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত যে, নবী (ছা) বলেছেন, সাতটি অঙ্গের উপর সিজদা করতে হবে। উভয় হাত, উভয় পা, উভয় হাটু এবং কপালের উপর। আর যখন বায়তুল্লাহকে দেখবে তখন হাত তুলবে। আর ছাফা-মারওয়ার উপর, আরাফার ময়দানে থাকার সময়, পাথর নিক্ষেপের সময় (রময়ে জিমারের) সময়। আর ছালাতের জন্য যখন ইক্বামত দেয়া হয়ে যায় (ত্বাবারানী, আল-মুজামুল কাবীর হা/১২২৮২)।

পর্যালোচনা :

(১) এই রেওয়ায়াতে রফউল ইদায়েন না করার কোনই উল্লেখ বিদ্যমান নেই। উপরন্তু দেখুন : পূর্বোক্ত হাদীছ (নং ৫)।

(২) আত্বা ইবনুস সায়েব (রহঃ) শেষ জীবনে ইখতেলাত্বের শিকার হয়েছিলেন (আল-কাওয়াকিবুন নায়রাত পৃঃ ৬১-৬৫)।

আমার জানামতে এর কোন প্রমাণ নেই যে, ওয়ারাক্বা আত্বা হতে ইখতেলাত্বের পূর্বেই হাদীছ শ্রবণ করেছিলেন।

হাদীছ-৭-১৪ :

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত পড়াবো না? এরপর তিনি ছালাত পড়লেন। স্রেফ প্রথমবার ব্যতীত আর তিনি হাত তুলেন নি (তিরমিযী হা/২৫৭)।

হাদীছ-৮ :

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত পড়াবো না? এরপর তিনি ছালাত পড়লেন।

স্রেফ প্রথমবার ব্যতীত আর তিনি হাত তুলেন নি (আবূ দাঊদ হা/৭৪৮)।

হাদীছ-৯ :

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাতের সংবাদ দিব না? এরপর তিনি দাড়ালেন এবয় রফউল ইদায়েন করলেন। স্রেফ প্রথমবার ব্যতীত আর তিনি হাত তুলেন নি (নাসাঈ হা/১০২৬)।

হাদীছ-১০ :

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত পড়াবো না? এরপর তিনি ছালাত পড়লেন। স্রেফ প্রথমবার ব্যতীত আর তিনি হাত তুলেন নি (নাসাঈ হা/১০৫৮)।

হাদীছ-১১ : আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত পড়াবো না? এরপর তিনি ছালাত পড়লেন। স্রেফ প্রথমবার ব্যতীত আর তিনি হাত তুলেন নি (মুসনাদে আহমাদ হা/৩৬৮১)

হাদীছ-১২ :

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত পড়াবো না? এরপর তিনি ছালাত দেখাব না? তিনি স্রেফ প্রথমবার ব্যতীত আর তিনি হাত তুলেন নি (মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২৪৪১)

হাদীছ-১৩ :

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ বলেছেন, আমি অবশ্যই তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত পড়ে দেখাব? এরপর তিনি ছালাত

পড়লেন। স্রেফ প্রথমবার ব্যতীত আর তিনি হাত তুলেন নি (বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা হা/২৫৩১)।

হাদীছ-১৪ :

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ বলেছেন, নবী (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি প্রথম তাকবীরে হাত তুলতেন। এরপর তিনি হাত তুলেন নি (শারহু মাআনিল আছার হা/১৩৪৯)।

পর্যালোচনা :

(১) এই সব কয়টি বর্ণনাতেই সুফিয়ান ছাওরী আছেন। যিনি প্রতিটি সনদেই 'আন' শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। ইবনুত তুরকুমানী হানাফী লিখেছেন, ছাওরী একজন মুদাল্লিস রাবী। আর তিনি 'আন আন' দ্বারা (এটা) বর্ণনা করেছেন। (আল-জাওহারুন নাক্বী ৮/৩৬২)।

সরফরায খান ছফদর ছাহেব হায়াতী দেওবন্দী, মাস্টার আমীন উকাড়বী হায়াতী দেওবন্দী, শের মুহাম্মাদ ছাহেব মামাতী দেওবন্দী, মুহাম্মাদ শরীফ সাহেব কোটালভী ব্রেলভী ও নিমাবী ইত্যাদি বিদ্বানগণও সুফিয়ান ছাওরীর মুদাল্লিস হওয়া স্বীকার করেছেন (খাযায়েনুস সুনান ২/৭৭; মাজমূ'আ রাসায়েল ৩/৩৩১; আয়নায়ে তাসকীনুছ ছুদূর পৃঃ ৯০, ৯২ ইত্যাদি; ফিক্বহুল ফাক্বীহ পৃঃ ১৩৪; আছারুস সুনান হা/৩৮৪, পৃঃ ১২৬, আরেকটি সংস্করণ পৃঃ ১৯৪)।

মুদাল্লিস রাবীর 'আনআনা' সম্পর্কে সরফরায খান ছফদর দেওবন্দীর তাহক্বীক্ব ৫ নং হাদীছের জবাবে গত হয়েছে। আহমাদ রেযা খান ছাহেব ব্রেলভী বলেছেন, এবং মুদাল্লিসের 'আনআনা'

জমহুর মুহাদ্দিছদের মনোনীত ও নির্ভরযোগ্য মাযহাবে প্রত্যাখ্যাত এবং অনির্ভরযাগ্য (ফাতাওয়া রিযভিয়া ৫/১৪৫)।

এবং তিনি আরো লিখেছেন, আর মুদাল্লিসের 'আনআনা' মুহাদ্দিছদের উছূলের ভিত্তিতে কবুলযোগ্য নয় (ঐ পৃঃ ২৬৬)।

হাদীছ-১৫ :

পর্যালোচনা : জামেউল মাসানীদ গ্রন্থে সনদটি নিম্নরূপ- 'আবূ মুহাম্মাদ আল-বুখারী হাদীছটি রাজা বিন আব্দুল্লাহ আন-নাহশালী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি শাক্বীক্ব বিন ইবরাহীম থেকে। তিনি আবূ হানীফা (রাঃ) হতে'।

এর প্রথম রাবী আবূ মুহাম্মাদ আল-বুখারী আল-হারিছী একজন মহামিথ্যুক (দেখুন : আল-কাশফুল হাছীছ আম্মান রুমিয়া বি-ওয়ায'ইল হাদীছ পৃঃ ২৪৮; মীযানুল ই'তিদাল ২/৪৯৬; লিসানুল মীযান ৩/৩৪৮, ৩৪৯)।

দ্বিতীয় রাবী অজ্ঞাত পরিচয়। আর তৃতীয় জন বিতর্কিত। সুতরাং এই সনদটি বানোয়াট ও বাতিল।

হাদীছ-১৬ :

হযরত বারা বিন আযেব (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ছালাত শুরু করতেন তখন তিনি হস্তদ্বয়কে কান বরাবর তুলতেন। এরপর আর কোন স্থানে তিনি এমনটা করতেন না (আবূ দাঊদ হা/৭৪৯)।

হাদীছ-১৭ : সূত্র অস্পষ্ট।

হাদীছ-১৮ : সূত্র অস্পষ্ট।

হাদীছ-১৯ : সূত্র অস্পষ্ট।

হাদীছ-২০ : সূত্র অস্পষ্ট।

হাদীছ-২১ : সূত্র অস্পষ্ট।

হাদীছ-২৩ : সূত্র অস্পষ্ট।

পর্যালোচনা :

এর (উক্ত হাদীছগুলির) রাবী ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদ জমহুরদের নিকটে যঈফ।

হাফেয ইবনে কাছীর বলেছেন, يَزِيد بْنِ أَبِي زِيَادٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ 'ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদ যঈফ রাবী' (তাফসীর ইবনে কাছীর ৪/১১৩, আশ-শূরা, আয়াত-২৩, ২৪)।

'নামাযে পয়গম্বর (ছাঃ)'-এর লেখক মুহাম্মাদ ইলিয়াস ফয়ছাল লিখেছেন, যায়লাঈ বলেছেন যে, এতে ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদ রয়েছেন। আর তিনি যঈফ (পৃঃ ৮৫)।

'নামাযে নববী মুদাল্লাল সিন্ধী' গ্রন্থের প্রথম খন্ডের প্রণেতা আলী মুহাম্মাদ ছাহেব হক্কানী দেওবন্দী বলেছেন, (পৃঃ ১৬৯)।

এর মর্মার্থ ইলিয়াস ফয়ছাল ছাহেবের ভাষায় ইতিপূর্বে গত হয়েছে।

(২) ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদ মুদাল্লিস রাবী (সুয়ূত্বী, আসমাউল মুদাল্লিসীন পৃঃ ১০৭)।

এবং রফউল ইদায়েন না করার (তিনি আর এমনটি করলেন না ইত্যাদি) বর্ণনার কোন সনদেই তিনি 'সামা'র স্পষ্টতা (ব্যাখ্যা) করেন নি। ইমাম শুবাহ'র যে সনদে সামার স্পষ্টতা আছে সেখানে প্রথম তাকবীরের পর দ্বিতীয়বার রফউল ইদায়েন করার নিষেধাজ্ঞা বিদ্যমান নেই।

(৩) ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদের শেষ বয়সে হিফয খারাপ হয়ে গিয়েছিল (শায়খ আব্দুল ক্বাইউম আব্দু রব নবী, মুলহাক্ব আল-কাওয়াকিবুন নায়রাত পৃঃ ৫০৯, ৫১০)।

ইয়াযীদ এই বর্ণনাটি ইখতিলাত্বের পর বর্ণনা করেছেন (সুনানে দারাকুৎনী ২/২৯৪)।

(৪) মুহাদ্দিছগণের এর উপরে ঐক্যমত রয়েছে যে, 'তিনি আর এমনটি করেন নি'-কথাটি ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদের প্রবেশকৃত বক্তব্য। (নায়লুল আওত্বার ২/১৮০, উপরন্তু দেখুন : সুয়ূত্বী, আল-মুদরাজ ইলাল মুদরাজ পৃঃ ১৬; আত-তালখীছুল হাবীর ১/২২১)।

(৫) অসংখ্য মুহাদ্দিছ যেমন ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন ইত্যাদি বিদ্বানগণ এই হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন।

আরো জানতে এই গ্রন্থের পূর্বের পৃষ্ঠাগুলি দেখুন।

হাদীছ-২২ : সূত্র অস্পষ্ট।

হাদীছ-২৪ : অস্পষ্ট

হাদীছ-২৫ : অস্পষ্ট

হাদীছ-২৬ : অস্পষ্ট

হাদীছ-২৭ : অস্পষ্ট

হাদীছ-২৮ : সূত্র অস্পষ্ট।

পর্যালোচনা :

মুহাম্মাদ বিন আবী লায়লা যঈফ রাবী। যেমনটি ৫ নং হাদীছের, পর্যালোচনা নং ৩, ৪-এ গত হয়েছে। ত্বাহাবী হানাফীও তাঁকে مُضْطَرِبُ الْحِفْظِ جِدًّا (মুশকিলুল আছার ৩/২২৬)।

ইবনে আবী লায়লা এই বর্ণনাটি ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদ হতে শ্রবণ করেছিলেন (দেখুন : আহমাদ বিন হাম্বল, কিতাবুল ইলাল ১/১৪৩)।

হাদীছ-২৯ :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا আবূ হুরায়রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ছালাতে প্রবেশ করতেন তখন তিনি তার দুহাত প্রসারিত করে উপরে তুলতেন (আবূ দাঊদ হা/৭৫৩)।

পর্যালোচনা : এই বর্ণনায় প্রথম তাকবীরের পরে রফউল ইদায়েন না করার কোনই উল্লেখ নেই। সুনানে আবী দাউদের এই কপিতেই (হা/৭৩৮)-এর উপরে আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা রয়েছে। যেথায় তিনি সাইয়েদুনা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে রুকূর আগে ও পরের রফউল ইদায়েন বর্ণনা করেছেন (১/১০৮)।

ইমাম ইবনে খুযায়মাহ (রহঃ) এই হাদীছকে স্বীয় 'ছহীহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন (হা/৬৯৫, ১/৩৪৪, ৩৪৫)।

হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ) বলেছেন, এটা ছহীহ হাদীছ' (মুওয়াফাক্বাতিল খাবারিল খাবার ১/৪০৯, ৪১০)।

হাদীছ-৩০ :

হযরত নুআইম মুজমির এবং হযরত আবূ জাফর কারী (রহঃ) হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন তিনি ছালাত শুরু করতেন এবং উঠা-নামার সময়ে তাকবীর বলতেন তখন তিনি রফউল ইদাইন করতেন। আর তিনি বলতেন, আমার

ছালাত তোমাদের চাইতে রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ (আত-তামহীদ লিমা ফিল মুওয়াত্তা মিনাল মাআনী ওয়াল-আসানীদ)।

পর্যালোচনা : এই বর্ণনায় রুকূ'র আগে এবং পরে রফউল ইদায়েন বর্জন করার কোন উল্লেখ নেই। উছূলে (মূলনীতির মধ্যে) এই কথার অনুমোদন আছে যে, অনুল্লেখ থাকা অস্তিত্ব না থাকাকে অপরিহার্য করে না (দেখুন : আদ-দিরায়াহ মা'আল হিদায়াহ ১/১৭৭; আল-জাওহারুন নাক্বী ৪/৩১৭ ইত্যাদি)।

এর পূর্বে হাদীছে আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রফউল ইদায়েনের প্রমাণ আলোচিত হয়েছে (জুযউ রফ'ইল ইদায়েন হা/২২ পৃঃ ২২, এর সনদটি ছহীহ)।

বরং একটি রেওয়ায়াতে তার থেকে এটাও এসেছে যে, أُقْسِمُ بِاللَّهِ إِنْ كَانَتْ لَهِيَ صَلَاتُهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا আমি আল্লাহর ক্বসম খেয়ে বলছি, যদি এটাই হয় তবে তাই তার ছালাত। আমৃত্যু তিনি এই ছালাত পড়েছেন' (ইবনুল আরাবী, আল-মু'জাম ১/২২৬)।

এর রাবী মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন উছমাহ আর-রামলীর জীবনী পাই নি। কিন্তু ত্বাবারানীর 'মুসনাদুশ শামিঈন' গ্রন্থে (২/৩৫) কতিপয় হাদীছে তার মুতাবা'আত (সমর্থনমূলক বর্ণনা) রয়েছে। পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা সামনে আসছে ইনশাআল্লাহ।

হাদীছ-৩১ :

হযরত আলী (রাঃ) নবী (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (ছাঃ) ছালাতের শুরুতে রফউল ইদাইন করতেন। এরপর আর এমনটা করতেন না (আল-ইলালুল ওয়ারিদাহ; দারাকুতনী)।

পর্যালোচনা :

(১) এই বর্ণনাটির উপরে ইমাম দারাকুৎনী সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, وَوَهِمَ فِي رَفْعِه 'তিনি মারফূ' রূপে বর্ণনা করতে গিয়ে ভ্রান্তিতে পড়েছেন' (আল-ইলালুল-ওয়ারিদাহ ৪/১০৭)।

(২) দ্বিতীয় এই যে, 'আল-ইলালুল ওয়ারিদাহ' গ্রন্থে উপরোল্লিখিত আব্দুর রহীম পর্যন্ত সনদ নেই। সুতরাং এই বর্ণনাটি সনদবিহীন হওয়ার কারণে বর্জিত।

হাদীছ-৩২ : (সূত্র অস্পষ্ট)

পর্যালোচনা : এই বর্ণনায় রফউল ইদায়েন বর্জনের কোনই উল্লেখ নেই। দ্বিতীয়ত এই যে, এই বর্ণনাটি বাতিল। ইবনে আদীর 'আল-কামিল' গ্রন্থের উপরোল্লিখিত পৃষ্ঠার পূর্বে (পৃঃ ২০৮৫) ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর বক্তব্য রয়েছে যে, كثير بن عَبد الله أبوهاشم الأبلي منكر الحديث، عَن أَنَس 'কাছীর বিন আব্দুল্লাহ আবূ হাশিম আল-আবলা আনাস হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে মুনকারুল হাদীছ'।

আর ইমাম নাসাঈর বক্তব্য লেখা হয়েছে যে, كثير أَبُو هاشم يروي، عَن أَنَس متروك الحديث 'কাছীর আবূ হাশিম আনাস থেকে বর্ণনা করতেন। তিনি মাতরূকুল হাদীছ'।

ইমাম বুখারীর কোন রাবীকে 'মুনকারুল হাদীছ' বলে সমালোচনা করা (তাঁর নিকটে) অত্যন্ত কঠিন সমালোচনা (দেখুন : মীযানুল ইতিদাল ১/৬ ইত্যাদি; ক্বাওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীছ-এর

বরাতে, লেখক : যাফর আহমাদ থানবী দেওবন্দী পৃঃ ১৫৭, আবূ গুদ্দাহ্র টিকা নং ১)।

বরং 'তাহযীবুত তাহযীব' গ্রন্থে (৮/৪১৮, অন্য সংস্করণ, পৃঃ ৩৭৪) লেখা হয়েছে যে, وقال الحاكم زعم أنه سمع من أنس وروى عنه أحاديث يشهد القلب أنها موضوعة 'আর হাকেম বলেছেন, তিনি দাবী করেছেন যে তিনি আনাস থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তিনি তার থেকে এমন হাদীছ বর্ণনা করেছেন, হৃদয় সাক্ষ্য দেয় যে এগুলি মাওযূ'।

হাদীছ-৩৩ :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِد، عَنْ سَعِيد، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، وَحَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، وَيَزِيدَ بْنِ مُحَمَّد، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْنَا صَلاَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ: أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلاَ قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ القِبْلَةَ، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى، وَنَصَبَ اليُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ اليُسْرَى، وَنَصَبَ الأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَسَمِعَ اللَّيْثُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، وَيَزِيدُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَلْحَلَةَ، وَابْنُ حَلْحَلَةَ مِنْ ابْنِ عَطَاءٍ، قَالَ أَبُو صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ: كُلُّ فَقَارٍ، وَقَالَ ابْنُ

الْمُبَارَكِ: عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَهُ، كُلُّ فَقَارٍ

(বুখারী হা/৮২৮)।

পর্যালোচনা : এই বর্ণনাটি একেবারেই ছহীহ। কিন্তু এতে রুকূ'র আগে এবং পরের রফউল ইদায়েন বর্জনের কোনই উল্লেখ বিদ্যমান নেই। মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আত্বা'র এই বর্ণনাটিই অন্য সনদে রুকূ'র আগে ও পরে রফউল ইদায়েন করার প্রমাণ সহ সুনানে আবী দাউদ (হা/৭৩০, ১/১০৬), সুনানে তিরমিযী (হা/৩০৪, ১/৬৭) গ্রন্থেও বিদ্যমান। একে ইমাম ইবনে খুযায়মাহ (হা/৫৮৭, ৫৮৮) এবং ইমাম ইবনে হিব্বান (আল-মাওয়ারিদ হা/৪৪২, ৪৯১, ৪৯২) ইত্যাদি বিদ্বানগণ ছহীহ বলেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেছেন, এ হাদীছটি হাসান ছহীহ'। একে ইমাম বুখারী (রহঃ), ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) এবং ইমাম ইবনে ক্বাইয়িম (রহঃ) ইত্যাদি বিদ্বানগণ ছহীহ বলেছেন। সুতরাং আনওয়ার খুরশীদ ছাহেবের বিস্তারিত বর্ণনাকে ত্যাগ করে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকে দলীল গ্রহণ করা ঠিক নয়। স্মর্তব্য যে, উল্লিখিত হাদীছের রাবী আব্দুল হামীদ বিন জা'ফর জমহুর মুহাদ্দিছদের নিকটে ছিক্বাহ (নাছবুর রায়াহ ১/৩৪৪)।

হাদীছ-৩৪ :

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ، أَنَّ أَبَا مَالِكٍ الْأَشْعَرِيَّ جَمَعَ قَوْمَهُ فَقَالَ: " يَا مَعْشَرَ الْأَشْعَرِيِّينَ اجْتَمِعُوا وَاجْمَعُوا نِسَاءَكُمْ، وَأَبْنَاءَكُمْ أُعَلِّمْكُمْ

صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي صَلَّى لَنَا بِالْمَدِينَةِ فَاجْتَمَعُوا، وَجَمَعُوا نِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ، فَتَوَضَّأَ وَأَرَاهُمْ كَيْفَ يَتَوَضَّأُ، فَأَحْصَى الْوُضُوءَ إِلَى أَمَاكِنِهِ حَتَّى لَمَّا أَنْ فَاءَ الْفَيْءُ، وَانْكَسَرَ الظِّلُّ قَامَ، فَأَذَّنَ فَصَفَّ الرِّجَالَ فِي أَدْنَى الصَّفِّ، وَصَفَّ الْوِلْدَانَ خَلْفَهُمْ، وَصَفَّ النِّسَاءَ خَلْفَ الْوِلْدَانِ، ثُمَّ أَقَامَ الصَّلَاةَ، فَتَقَدَّمَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ يُسِرُّهُمَا، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَاسْتَوَى قَائِمًا، ثُمَّ كَبَّرَ، وَخَرَّ سَاجِدًا، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَانْتَهَضَ قَائِمًا، فَكَانَ تَكْبِيرُهُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ سِتَّ تَكْبِيرَاتٍ، وَكَبَّرَ حِينَ قَامَ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ أَقْبَلَ إِلَى قَوْمِهِ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: احْفَظُوا تَكْبِيرِي، وَتَعَلَّمُوا رُكُوعِي وَسُجُودِي؛ فَإِنَّهَا صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي كَانَ يُصَلِّي لَنَا كَذِي السَّاعَةِ مِنَ النَّهَارِ

(মুসনাদে আহমাদ হা/২২৯০৬)।

পর্যালোচনা : এই বর্ণনার একজন রাবী শাহর বিন হাওশাবের উপরে যথেষ্ট সমালোচনা আছে। কিন্তু অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বক্তব্যে তিনি একজন হাসানুল হাদীছ রাবী। কেননা তিনি জমহুরদের নিকটে একজন ছিক্বাহ আখ্যাপ্রাপ্ত রাবী। আরও এই যে, এখানে রুকূ'র আগে ও পরে রফউল ইদায়েন না করার কথা কোথায় উল্লেখ রয়েছে ? অযথা অনুল্লেখ সংক্রান্ত রেওয়ায়াতকে বর্ণনা করার দ্বারা স্বীয় গ্রন্থের পুরুত্ব বৃদ্ধি করা কোন ধরণের দ্বীনের খেদমত ?

হাদীছ-৩৫ :

عَنْ عَبَّادِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْهَا فِي شَيْءٍ حَتَّى يَفْرُغَ

আবক্ষাদ বিন যুবাইর হতে বর্ণিত যে, নিশ্চয়ই রাসূল (ছাঃ) যখন ছালাত শুরু করতেন তখন ছালাতের শুরুতে হাত তুলতেন। এরপর ছালাত সমাপ্ত করা পর্যন্ত তিনি আর রফউল ইদাইন করতেন না (নাছবুর রায়াহ ১/৪০৪)।

পর্যালোচনা :

(১) এই সনদের একজন রাবী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব-এর নির্দিষ্ট পরিচয় জানা যরূরী। এটা স্পষ্ট করা হোক যে, এই সম্মানিত ব্যক্তিটি কে?

(২) হাফছ বিন গিয়াছ মুদাল্লিস রাবী (সুয়ূত্বী, আসমাউল মুদাল্লিসীন পৃঃ ৯৬)।

অতএব এর 'সামা'-এর স্পষ্ট ব্যাখ্যা করা হোক।

আবূ ইউসূফ মুহাম্মাদ ওলী দারবীশ (উস্তাদ, আল-জামে'আতুল ইসলামিয়া, বানূরী টাউন) স্বীয় 'দা পায়গাম্বার খোদা (ছাঃ) মূনাহ' গ্রন্থে লিখেছেন যে, মুদাল্লিসের আনআনাহ দ্বারা বর্ণিত রেওয়ায়াত কারো নিকটেও কবুলযোগ্য নয় (পৃঃ ৩২২)।

(৩) (এই) রেওয়ায়াতটি মুনক্বাত্বি'। ইমাম ইরাক্বী মুরসাল বর্ণনা সম্পর্কে বলেছেন, وَرَدَّهُ جَمَاهِرُ النُّقَّادِ ... لِلجَهْلِ بِالسَّاقِطِ فِي الإِسْنَادِ 'আর জমহুর মুহাদ্দিছগণ মুরসাল বর্ণনাকে এই কারণে বাতিল করেছেন যে, এই সনদে পতিত রাবী অজ্ঞাত পরিচয় হয়ে থাকেন' (আল-ফিইয়াতুল ইরাক্বী পৃঃ ১৪৩, মাআ ফাৎহিল বাক্বী; আল আল-ফিইয়াতু মাআ ফাৎহিল মুগীছ ১/১৩৪)।

অর্থাৎ মুরসাল বর্ণনাকে জমহুর মুহাক্কিক্বগণ প্রত্যাখ্যান করেছেন।

হাদীছ-৩৬ :

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ

জাবের বিন সামুরাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদের কাছে বের হয়ে আসলেন। তিনি বললেন, তোমাদের কি হল যে, আমি তোমাদেরকে এমনভাবে হাত তুলতে দেখছি যেন তা অবাধ্য ঘোড়ার লেজের ন্যায়? তোমরা ছালাতে স্থির হয়ে থাকবে (মুসলিম হা/৪৩০)।

হাদীছ-৩৭ :

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ رَافِعُو أَيْدِينَا فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: مَا بَالُهُمْ رَافِعِينَ أَيْدِيَهُمْ فِي الصَّلَاةِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمُسِ، اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ

জাবের বিন সামুরাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদের কাছে বের হয়ে আসলেন। এমতাবস্থায় যে, আমরা রফউল ইদাইন করছিলাম। তিনি বললেন, তাদের কি হল যে, তারা ছালাতে দুষ্ট ঘোড়ার লেজের মত রফউল ইদাইন করে। (বরং) তোমরা ছালাতে স্থির হয়ে থাকবে (নাসাঈ হা/১১৮৪)।

পর্যালোচনা :

(১) এতে রুকূ'র আগে এবং পরে রফউল ইদায়েনের কোনই উল্লেখ বিদ্যমান নেই। বরং এই বর্ণনাটি তাশাহহুদে রফউল

ইদায়েন করা সম্পর্কে। যেমনটি ছহীহ মুসলিমের অন্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।

(২) মুহাদ্দিছ কেরামগণ (যেমন ইমাম নাসাঈ, ইমাম আবূ দাঊদ, নববী, আল্লাহ তাঁদের উপরে রহম করুন) এবং মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী ('আল-হুজ্জাতু আলা আহলিল মাদীনা' গ্রন্থে) এর উপরে (এই হাদীছের উপরে) সালামের অনুচ্ছেদ বেঁধেছেন।

(৩) কোন মুহাদ্দিছ-ই এই হাদীছকে রফঊল ইদায়েন বর্জন করার অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেন নি।

(৪) এই বিষয়টির উপরে আলেমদের ইজমা আছে যে, জাবের বিন সামুরা (রাঃ)-এর এই বর্ণনার সাথে ক্বিয়াম সংশ্লিষ্ট রফঊল ইদায়েনের কোনই সম্পর্ক নেই। বরং স্রেফ তাশাহহুদের রফঊল ইদায়েনের সাথেই সম্পর্ক রয়েছে (দেখুন : জুযউ রফ'ইল ইদায়েন, পৃঃ ১০১; আত-তালখীছুল হাবীর ১/২২১)।

(৫) যে কাজ স্বয়ং রাসূলু (ছাঃ) হতে প্রমাণিত হয়েছে তাকে দুষ্ট ঘোড়ার লেজের সাথে সাদৃশ্য করা চূড়ান্ত ভুল ও তিরস্কার যোগ্য অপকর্ম।

(৬) যদি এই হাদীছ দ্বারা রফঊল ইদায়েনের রহিতকরণ বা নিষিদ্ধতা প্রমাণিত করা যায়, তাহলে হানাফী, দেওবন্দী এবং ব্রেলভী হযরতগণ (১) প্রথম তাকবীরে (২) বিতর (৩) দু'ঈদে রফঊল ইদায়েন কেন করেন?

যদি সেগুলির তাখছীছ অন্য দলীলসমূহ দ্বারা প্রমাণিত থাকে তবে রুকূ'র আগে এবং পরে রফঊল ইদায়েনের তাখছীছও মুতাওয়াতির হাদীছসমূহ দ্বারা প্রমাণিত (দ্রষ্টব্য : আল্লামা সুয়ূত্বী'র

ক্বাত্বফুল আযহার আল-মুতানাছিরাহ ফিল আহাদীছিল মুতাওয়াতিরাহ হা/৩৩)।

(৭) তামীম বিন ত্বরফাহ (রহঃ)-এর বর্ণনা রফঊল ইদায়েনের বিরোধীগণ ক্বিয়ামের রফঊল ইদায়েন সম্পর্কে পেশ করেন। অথচ এই বর্ণনাটিই মুসনাদে আহমাদ (৫/৯৩) গ্রন্থে وَهُمْ قُعُوْدٌ 'তাঁরা বসেছিলেন'-এর বাক্য সহকারেও মজূদ আছে। অর্থাৎ তাঁরা বসেছিলেন।

(৮) কতিপয় আলেম এই হাদীছ থেকে দলীল গ্রহণ কারীদেরকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন। যেমন ইমাম নববী বলেছেন, 'সুন্নাহ সম্পর্কে সবচেয়ে কদর্য শ্রেণীর জাহেল' (আল-মাজমূ' শারহুল মুহায্যাব ৪/৪০৩)।

(৯) এই হাদীছের রাবীগণ যেমন ইমাম মুসলিম, ইমাম আহমাদ এবং ইমাম আবূ দাঊদ (আল্লাহ তাঁদের উপরে রহম করুন)-এর মধ্য হতে কোন একজন হতেও এই হাদীছের ভিত্তিতে রফঊল ইদায়েনকে রহিত বলা বা রহিত অনুধাবন করা প্রমাণিত নেই।

(১০) কতিপয় দেওবন্দী আলেম এই হাদীছের দ্বারা রফঊল ইদায়েনের রহিত হওয়ার দলীল গ্রহণের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছেন। যেমন মাহমূদ হাসান দেওবন্দী বলেছেন, 'ঘোড়ার লেজের হাদীছ দ্বারা জবাব প্রদান করা ইনছাফের দৃষ্টিতে দুরস্ত নয়। কেননা তা সালামের সম্পর্কে যে, ছাহাবী বলেছেন, আমরা ছালাতে সালাম ফেরানোর সময় হাত দ্বারা ইশারা করতাম। তিনি (মুহাম্মাদ ছাঃ) তাঁদেরকে মানা করেছেন (আল-ওয়ারদুশ শাযী

'আলা জামে' তিরমিযী পৃঃ ৬৩; তাক্বারীরে হযরত শায়খুল হিন্দ পৃঃ ৬৫)।

মুহাম্মাদ তাক্বী ওছমানী '(দেওবন্দী গবেষণা মহলে যার উচ্চ স্থান রয়েছে) বলেছেন, কিন্তু ইনছাফের কথা এই যে, এই হাদীছ থেকে হানাফীদের দলীল গ্রহণ করা সংশয়পূর্ণ ও কমজোর...' (দরসে তিরমিযী ২/৩৬)।

কারই বা জানা ছিল যে, আনওয়ার খুরশীদ ছাহেবের মত এমন পরবর্তী লোকও আসবেন যিনি ইনছাফকে হত্যা করে জাবের বিন সামুরা (রাঃ)-এর উপরোল্লিখিত হাদীছটি এবং যঈফ হাদীছসমূহ ও মাওযূ' এবং অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনাসমূহ পেশ করে স্বীয় দেওবন্দী সাধারণ জনতাকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করতে থাকবেন।

এই ধরণের কুচক্রীদের দ্বারা সাদা-সিধা আম জনতার উপর চরম প্রভাব ফেলে। যার উল্লেখ মৌলবী আশেক্ব ইলাহী মিরাঠী ছাহেব করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আসল বিষয় এই ছিল যে, কতিপয় হানাফী আহলেহাদীছ তথা বর্তমানের গায়ের মুক্বাল্লিদদেরকে রফউল ইদায়েনের কারণে কাফের বলা শুরু করে দিয়েছিল। আর এটা চরম পর্যায়ের ভুল ছিল' (তাযকিরাতুল খলীল পৃঃ ১৩২, ১৩৩)।

হাদীছ-৩৮ :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي إِلَّا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَحِينَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَيَنْظُرُ إِلَى الْبَيْتِ، وَحِينَ يَقُومُ عَلَى الصَّفَا، وَحِينَ يَقُومُ عَلَى الْمَرْوَةِ، وَحِينَ يَقِفُ مَعَ النَّاسِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وبِجَمْعٍ، وَالْمَقامَيْنِ حِينَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (ছাঃ) বলেছেন, সাতটি স্থানে রফউল ইদাইন করতে হয়। ১. ছালাতের শুরুতে। ২. মসজিদুল হারামে প্রবেশকালে। ৩. কাবা ঘরে তাকানোর সময়। ৪. ছাফা ও মারওয়া পাহাড়ে দাড়িয়ে থাকার সময়ে। ৫. আরাফা ও মুযদালিফাতে লোকদের সাথে অবস্থানকালে। ৬. জামরায় পাথ নিক্ষেপের সময়ে (ত্বাবারানী, আল-মুজামুল কাবীর হা/১২০৭২)।

পর্যালোচনা : এই বর্ণনার সনদে ঐ মুহাম্মাদ বিন আবী লায়লা (যঈফ রাবী) বিদ্যমান যার উল্লেখ হাদীছ নং ৫, পর্যালোচনা নং ৩, ৪-এ গত হয়েছে। এর সনদে আরোও কতিপয় ত্রুটি বিদ্যমান। যেমন হাকাম বিন উতায়বাহ (মুদাল্লিস রাবী) এর 'আন 'আনাহ' ইত্যাদি।

সারকথা : আনওয়ার খূরশীদ দেওবন্দী সর্বমোট আটত্রিশটি মারফূ' বর্ণনা পেশ করেছেন। তন্মধ্যে দশটি (রফউল ইদায়েনের আসল) বিষয় বস্তু থেকে সম্পর্কহীন (৪, ৫, ২৩, ২৯, ৩০, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৩৭)।

এই বর্ণনাগুলিতে রুকূ'র আগে এবং পরে রফউল ইদায়েন না করার কোনই উল্লেখ নেই। উক্ত দশটির মধ্যে চতুর্থটি হল সংক্ষিপ্ত, পঞ্চম এবং তেইশতমটি যঈফ; বত্রিশতমটি বাতিল; চৌত্রিশতমটি সন্দেহযুক্ত; অবশিষ্ট বর্ণনাসমূহ সনদের দিক থেকে ছহীহ। কিন্তু সেগুলি থেকে রফউল ইদায়েন না করা বা রহিত হওয়া কোনভাবেই প্রমাণিত নয়। অবশিষ্ট ২৮টি বর্ণনার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা নিম্নরূপ-

(১, ২ নং) তাহরীফ তথা বিকৃত করা হয়েছে, (৩ নং) বাতিল, মাওযূ‘ (৬ নং হতে ১৪) যঈফ, (১৫ নং) মাওযূ‘, (১৬ থেকে ২২ নং পর্যন্ত) যঈফ, (২৪ হতে ২৮ নং পর্যন্ত) যঈফ, (৩১ নং) যঈফ, (৩৫ নং) যঈফ, মুরসাল এবং (৩৮ নং) হল যঈফ।

তন্মধ্যে কতিপয় বর্ণনাসমূহকে আট বার ও কতিপয়কে সাত বার উল্লেখ করা হয়েছে। এখন আপনাদের খেদমতে রুকূ‘র আগে ও পরে রফউল ইদায়েনের প্রমাণ ছহীহ হাদীছসমূহ দ্বারা পেশ করা যাচ্ছে।

রুকূ‘র আগে ও পরে উঠার পর রফউল ইদায়েন করার দলীল

হাদীছ-১ : সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, ‘আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখেছি যে, যখন তিনি ছালাতে দাঁড়াতেন তখন তিনি কাঁধ বরাবর হাত তুলতেন। আর তিনি এমনটি করতেন যখন রুকূ‘র জন্য তাকবীর বলতেন এবং যখন রুকূ‘ হতে মাথা উত্তোলন করতেন। এবং তিনি বলতেন সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ। তিনি সেজদায় এমনটি (হাত তোলা) করতেন না’ (ছহীহ বুখারী হা/৭৩৬, ১/১০২, ছহীহ মুসলিম হা/৩৯০, ১/১৬৮)।

এই হাদীছের রাবী ইবনে ওমর (রাঃ)-ও রুকূ‘র আগে এবং পরে রফউল ইদায়েন করতেন (ছহীহ বুখারী হা/৭৩৯, পৃঃ ১০২; ইমাম বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ ৩/২১, তিনি বলেছেন, এই হাদীছটি ছহীহ)।

বরং তিনি যদি কোন লোককে দেখতেন যে, উপরোল্লিখিত রফউল ইদায়েন করছে না, তবে তাকে তিনি কংকর ছুঁড়ে মারতেন (বুখারী, জুযউ রফ‘ইল ইদায়েন হা/১৫, পৃঃ ৫৩, একে

ইমাম নববী ‘আল-মাজমূ‘ শারহুল মুহায্যাব’ গ্রন্থে (৩/৪০৫) ছহীহ বলেছেন)।

হাদীছ-২ : মালেক ইবনুল হুরাইরিছ (রাঃ)-ও রুকূ‘র আগে ও পরে রফউল ইদায়েন (এর রেওয়ায়াত) বর্ণনা করেছেন (ছহীহ বুখারী হা/৭৩৭, ১/১০২; ছহীহ মুসলিম হা/৩৯১, পৃঃ ১৬৮)।

নবী (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরেও মালেক ইবনুল হুরাইরেছ (রাঃ)-এর এই আমলই ছিল (ঐ)।

হাদীছ-৩ : ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) ৯ম হিজরীতে মুসলমান হয়েছিলেন (আইনী হানাফী, উমদাতুল ক্বারী ৫/২৭৪)।

তিনিও নবী করীম (ছাঃ) হতে রুকূ‘র আগে ও পরে রফউল ইদায়েন করা বর্ণনা করেছেন (ছহীহ মুসলিম হা/৪০১, ১/১৭৩)।

এই ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ব্যতিতও নিম্নোক্ত ছাহাবী (রাঃ) গণ-ও নবী (ছাঃ) থেকে উপরোল্লিখিত রফউল ইদায়েন করা বর্ণনা করেছেন।

হাদীছ-৪ :

فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ নবী (ছাঃ)-এর দশজন ছাহাবীদের মধ্যে আবূ হুমাঈদ আস-সা‘য়িদী (রাঃ) (বর্ণনা করেছেন)। (সুনানে তিরমিযী হা/৩০৪, ১/৬৭, তিনি বলেছেন, হাদীছটি হাসান ছহীহ; ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ ১/২৯৭, হা/৫৮৭; ছহীহ ইবনে হিব্বান, আল-ইহসান হা/১৮৬৪, ৩/১৭১; ছহীহ ইবনুল জারূদ হা/১৯২, পৃঃ ৭৪, ৭৫, একে ছহীহ বলেছেন ইমাম বুখারী, ইবনে তায়মিয়া এবং ইবনুল ক্বাইয়িম ইত্যাদি)।

হাদীছ-৫ : আবূ হুরায়রা (রাঃ) (সুনানে আবী দাঊদ হা/৭৩৮, ১/১০৮, ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/৬৯৪, ৬৯৫, একে হাফেয ইবনে হাজার ছহীহ বলেছেন যা গত হয়েছে)।

হাদীছ-৬ : আবূ বকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) (বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা ২/৭৩, এবং তিনি বলেছেন, এর রাবীগণ ছিক্বাহ; আর যাহাবী এবং ইবনে হাজার তাকে সমর্থন করেছেন। এবং এর সনদ ছহীহ)।

হাদীছ-৭ : আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবায়ে (রাঃ) (ঐ)।

হাদীছ-৮ : আলী বিন আবী ত্বালিব (রাঃ) (সুনানে তিরমিযী হা/৩৪২৩, ২/১৮০, তিনি বলেছেন, হাদীছটি হাসান ছহীহ; ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/৫৮৪, ১/২৯৪, ২৯৬ ; ছহীহ ইবনে হিব্বান যেমনটি আয়নীর ‘উমদাতুল ক্বারী’ গ্রন্থে (৫/২৭৭) আছে। আর একে ছহীহ বলেছেন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইবনে তায়মিয়া ইত্যাদি বিদ্বানগণ)।

হাদীছ-৯ : আবূ মূসা আশ‘আরী (রাঃ) (সুনানে দারাকুৎনী ১/২৯২, হা/১১১১, এর রাবীগণ ছিক্বাহ। যেমনটি ‘আত-তালখীছুল হাবীর’ গ্রন্থে (১/২১৯, হা/৩২৮) রয়েছে। আর এর সনদ ছহীহ)।

হাদীছ-১০ : জাবের বিন আব্দুল্লাহ {(সুনানে ইবনে মাজাহ হা/৮৬৮, পৃঃ ৬২), আবুয যুবায়ের-এর সামা‘র ব্যাখ্যা ‘মুসনাদুস সার্রাজ’ গ্রন্থে (পাণ্ডুলিপি, পৃঃ ২৫, (মুদ্রিত) হা/৯৬) বিদ্যমান। এবং এর সনদটি হাসান।}

এনারা ব্যতিত আরো অনেক ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) যেমন ওমর (রাঃ), আনাস (রাঃ) ইত্যাদি থেকে উপরোল্লিখিত রফউল ইদায়েন বর্ণিত আছে।

আশরাফ আলী থানবী দেওবন্দী বলেছেন, আর যখন কোন হাদীছ দশজন ছাহাবী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয় তখন তা মুতাওয়াতির, অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মতের ভিত্তিতে। যেমনটি ‘তাদরীবুর রাবী’ গ্রন্থে রয়েছে।

(বাওয়াদিরুন নাওয়াদির পৃঃ ১৩৬; তাদরীবুর রাবীর বরাত পেতে দেখুন ২/১৭৭; এবং এতে রয়েছে, ইছত্বাখ্রী বলেছেন, মুতাওয়াতির হল কমপক্ষে দশজন। আর এটাই মনোনীত মত। কেননা তা ‘জুমূউল কাছরাহ’-এর প্রথম সংখ্যা)।

অতএব প্রমাণিত হল যে, রফউল ইদায়েনের প্রমাণ সংক্রান্ত হাদীছগুলি মুতাওয়াতির। এই জন্য অসংখ্য আলেম রফউল ইদায়েনকে মুতাওয়াতির বলেছেন। যেমন সুয়ূত্বী, কাত্তানী, ইবনুল জাওযী, ইবনু হাজার এবং যুবায়দী ইত্যাদি। আল্লাহ তাঁদেরকে রহম করুন।

আনওয়ার খুরশীদ ছাহেব ও আছারে ছাহাবা

বর্ণনা-১ :

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ বলেছেন, আমি নবী (ছাঃ), হযরত আবূ বকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ) এর সাথে ছালাত পড়েছি। তারা স্রেফ ছালাতের শুরুতে রফউল ইদাইন করেছেন। মুহাদ্দিছ ইসহাক্ব বিন আবী ইসরাঈল বলেছেন যে, পুরো ছালাতে আমিও এমনটা করে থাকি (সুনানে দারাকুত্বনী হা/১১৩৩; বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা হা/২৫৩৪)।

আমি বলছি (আলী যাঈ) : উল্লিখিত বরাত দু'টি উভয় গ্রন্থেই (দারাকুৎনী ও বায়হাক্বী) লিপিবদ্ধ করা হয়েছে- تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ وَكَانَ ضَعِيفًا 'মুহাম্মাদ বিন জাবের এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি যঈফ ছিলেন' (এই মুহাম্মাদ বিন জাবেরকে জমহুর মুহাদ্দিছগণ যঈফ বলেছেন)

বর্ণনা-২ :

হযরত আলক্বামা বলেছেন যে, আমি হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)-এর পিছে ছালাত পড়েছি। তখন তিনি রুকূতে যাওয়ার সময় এবং রুকূ হতে মাথা উঠানোর সময়ে রফউল ইদাইন করেননি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে, আপনি রফউল ইদাইন কেন করেন নি? তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), হযরত আবূ বকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ)-এর পিছে ছালাত পড়েছি। তারা সবাই রফউল ইদাইন করেন নি। বরং তারা স্রেফ সেই তাকবীরেই হাত তুলতেন যদ্দারা ছালাত শুরু করা হয়ে থাকে (বাদায়েউছ ছানায়ে ফী তারতীবিশ শারায়ে ১/২০৭)।

আমি বলছি : এই মনগড়া বর্ণনাটি কাসানী হানাফী কোন সনদ ছাড়া বর্ণনা করেছেন। দুনিয়ার কোন হাদীছ গ্রন্থে এই বর্ণনা সনদ সহকারে বিদ্যমান নেই (আমার জানামতে)।

সুতরাং এমন মাওযূ' ও মনগড়া বর্ণনাসমূহ পেশ করে আহলেহাদীছদেরকে ছহীহ হাদীছ হতে কিরূপে সরানো যেতে পারে?!

বর্ণনা-৩ : (সূত্র অস্পষ্ট)

আমি বলছি : এতে মুদাল্লিস (রাবী) ইবরাহীম নাখাঈ রয়েছেন (সুয়ূত্বী, আসমাউল মুদাল্লিসীন পৃঃ ৯৩, রাবী নং ১)। এবং তিনি 'আন' শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন বিধায় এই সনদটি যঈফ। (আরো তাহক্বীক্বের জন্য দেখুন : পৃঃ ১৬৩, ১৬৪)।

স্বয়ং ওমর (রাঃ) হতে রফউল ইদায়েনের প্রমাণ আছে (হাফেয ইবনে কাছীর, মুসনাদুল ফারূক্ব ১/১৬৪-১৬৬; আল-জামে' লি-আখলাক্বির রাবী ওয়া আদাবিস ওয়াস-সামী' ১/১১৮ ইত্যাদি)।

বর্ণনা-৪ :

হযরত আছেম বিন কুলাইব স্বীয় পিতা হতে বর্ণনা করেছেন-যিনি আলী (রাঃ)-এর শাগরেদ ছিলেন- যে, আলী (রাঃ) স্রেফ প্রথম তাকবীরে রফউল ইদাইন করতেন যার মাধ্যমে ছালাত শুরু করা হয়। এরপর তিনি আর কোথাও হাত তুলতেন না (মুওয়াত্ত্বা ইমাম মুহাম্মাদ হা/১০৯)

আমি বলছি : আমাদের নুসখায় ইমাম বায়হাক্বীর 'আস-সুনানুল কুবরা' গ্রন্থে (২/৮০) এই বর্ণনা বিদ্যমান আছে। আর এর বিরুদ্ধে ইমাম উছমান বিন সাঈদ আদ-দারেমীর সমালোচনাও লিপিবদ্ধ আছে। সুফিয়ান ছাওরী উক্ত বর্ণনাকে অস্বীকার করেছেন। আর ইমাম বুখারী ইত্যাদি বিদ্বানগণ যঈফ বলেছেন (দেখুন : নূরুল আইনাইন পৃঃ ১৬১)।

এই বর্ণনা ও এর পূর্বের বর্ণনাটি স্বীয় দাবীর উপরে স্পষ্ট নয়। কেননা সেগুলিতে কুনূত ও ঈদাঈনের রফউল ইদায়েনের তাখছীছ বিদ্যমান নেই।

বর্ণনা-৫ :

হযরত ইবরাহীম নাখাঈ (রহঃ) বলেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ছালাতের শুরু ব্যতীত আর কোথাও রফউল ইদাইন করতেন না (শারহু মাআনিল আছার হা/১৩৬৩)।

আমি বলছি : এই বর্ণনাটি চরমভাবে বিচ্ছিন্ন। ইবনে মাসঊদ (রাঃ) ৩২ বা ৩৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আর ইবরাহীম নাখাঈ ৩৭ হিজরীর পরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন (উপরন্তু দেখুন : পৃঃ ১৬৭, ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এই সনদের উপরে জোরালো সমালোচনা করেছেন)।

বর্ণনা-৬ :

হযরত ইমাম মুহাম্মাদ বলেছেন যে, আমাদেরক খবর দিয়েছেন ইমাম মালেক। আর ইমাম মালেক বলেছেন, আর আমাকে খবর দিয়েছেন নুআইম মুজমির এবং জাফর ক্বারী। উভয়ই হযরত যে, আবূ হুরায়রা (রাঃ) তাদেরকে ছালাত পড়াতেন। তিনি প্রতিটি উঠা-নামায় তাকবীর বলতেন। আবূ জাফর ক্বারী বলেছেন যে, হযরত আবূ হুরায়রা ছালাতের শুরুতে তাকবীরে তাহরীমার সময় রফউল ইদাইন করতেন (মুওয়াত্ত্বা ইমাম মুহাম্মাদ হা/১০৪; কিতাবুল হুজ্জাহ ১/৯৫)।

আমি (আলী যাঈ) বলছি : এই বর্ণনা সম্পর্কে আলোচনা ৩০ নং হাদীছে গত হয়েছে। এবং ছাফ ছাফ এটাই প্রমাণিত করা হয়েছে যে, আবূ হুরায়রা (রাঃ) রুকূ‘র আগে ও পরে রফউল ইদায়েনের প্রবক্তা ও আমলকারী ছিলেন।

বর্ণনা-৭ : (সূত্র অস্পষ্ট)।

আমি (আলী যাঈ) বলছি : জাবেরুল জু‘ফী (মিথ্যুক) এবং মুহারিব বিন দিছার (ছিক্বাহ) -এর উভয় বর্ণনাই রফউল ইদায়েন

করার পক্ষে শক্তিশালী দলীল। অবশিষ্ট থাকল, কতিপয় ছাত্রের ইলম হাছিলের জন্য দলীল জিজ্ঞাসা করা। তো এটা সমালোচনার দলীল নয়। খোদ সালেম (রহঃ) প্রমুখ থেকে রফউল ইদায়েন করা প্রমাণিত। সুতরাং জাবিরুল জু‘ফীর মত কায্যাব এবং অন্যান্য গায়ের ছিক্বাহ রাবীদের বর্ণনাসমূহের ভিত্তিতে ইমাম ইবনে ওমর (রাঃ)-এর উপরে কিভাবে অভিযোগ হতে পারে ? আর যদি হয়েও থাকে তবে ছাহাবীর কথা মানতে হবে নাকি পরবর্তীতে আগমনকারী কোন ব্যক্তির, যার বক্তব্য, কাজ বরং তার পুরো সত্ত্বা কোন ছাহাবীর পায়ের ধূলারও সমান নয়।

বর্ণনা-৮ :

মুজাহিদ বলেছেন, আমি ইবনে ওমর-এর পিছে ছালাত আদায় করেছি। তিনি ছালাতে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত আর কোথাও রফউল ইদাইন করেন নি (শারহু মাআনিল আছার হা/১৩৫৭)।

মুজাহিদ বলেছেন, ইবনে ওমরকে আমি ছালাতের সূচনা ব্যতীত আর কোথাও রফউল ইদাইন করতে দেখিনি (মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ১/১৩০)।

আমি (আলী যাঈ) বলছি : ক্বারী আবূ বকর বিন আইয়াশের এই বর্ণনাকে আনওয়ার খুরশীদ ছাহেব ১, ২ ও ৪ নং- এ তিনবার বর্ণনা করেছেন। অথচ বর্ণনাটি একই। আমাদের লাইব্রেরীতে (প্রকাশ : দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়া, বৈরূত, লেবানন) ‘মারিফাতুস সুনান ওয়াল আছার’-এর যে নুসখাটি বিদ্যমান আছে তার ১ম খন্ডের ৫৫৬ পৃষ্ঠায় এই বর্ণনাটি রয়েছে। ইমাম বায়হাক্বী এর বিরুদ্ধে ইমাম বুখারীর সমালোচনা বর্ণনা করেছেন। ইমাম

বুখারীর এই তাহক্বীক্ব রয়েছে যে, আবূ বকর বিন আইয়াশ এই রেওয়ায়াত ইখতিলাতের পরে বর্ণনা করেছেন (পৃঃ ৫৫৭)। ইমাম ইবনে মাঈন বলেছেন যে, এই রেওয়ায়াতটি আবূ বকর বিন আইয়াশের ভ্রান্তি। এর কোনই ভিত্তি নেই (জুযউ রফইল ইদায়েন হা/১৬, পৃঃ ৫৬)।

এই ধরণের যঈফ বর্ণনাসমূহ দ্বারা রহিত করণের প্রতি আকৃষ্ট করার প্রচেষ্টা করা হয়ে থাকে। অথচ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে রফউল ইদায়েনের প্রমাণ ছহীহ বুখারী ইত্যাদিতে ছহীহ সনদসমূহের সহিত বর্ণিত আছে। যেমনটি গত (আলোচিত) হয়েছে।

বর্ণনা-৯ :

আব্দুল আযীয বিন হাকীম বলেছেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর- কে দেখেছি যে, তিনি ছালাতের সূচনালগ্নে প্রথমবার তাকবীরের সময় কান বরাবর হাত তুলতেন। এ ব্যতীত আর তিনি রফউল ইদাইন করতেন না (মুওয়াত্ত্বা ইমাম মুহাম্মাদ হা/১০৮)।

আমি বলছি : আমাদের মুওয়াত্ত্বার কপিতে এই বর্ণনাটি ৯৩, ৯৪ পৃষ্ঠায় বিদ্যমান। এই সনদের একজন রাবী মুহাম্মাদ বিন আবান বিন ছালেহ। যার সম্পর্কে এই মুওয়াত্ত্বার টিকায় (আত-তা'লীকুল মুমাজ্জাদ পৃঃ ৭৪, টিকা নং ৫) আব্দুল হাঈ লাখনোবী লিখেছেন, 'মুহাম্মাদ বিন আবান বিন ছালেহকে হাদীছ সমালোচনাকারীর একটি জামাআত যঈফ বলেছেন'।

অতঃপর তিনি উপরোল্লিখিত মুহাম্মাদ বিন আবানের উপরে আবূ দাঊদ, ইবনে মাঈন, বুখারী, নাসাঈ প্রমুখ বিদ্বানদের সমালোচনা সমূহ নকল করেছেন।

বর্ণনা-১০ :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ، عَنْ مَيْمُونِ الْمَكِّيِّ، أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، «وَصَلَّى بِهِمْ يُشِيرُ بِكَفَّيْهِ حِينَ يَقُومُ وَحِينَ يَرْكَعُ وَحِينَ يَسْجُدُ وَحِينَ يَنْهَضُ لِلْقِيَامِ، فَيَقُومُ فَيُشِيرُ بِيَدَيْهِ» فَانْطَلَقْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ إِنِّي رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى صَلَاةً لَمْ أَرَ أَحَدًا يُصَلِّيهَا فَوَصَفْتُ لَهُ هَذِهِ الْإِشَارَةَ، فَقَالَ: إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْتَدِ بِصَلَاةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ

(আবূ দাঊদ হা/৭৩৯)।

আমি বলছি : এই বর্ণনার রাবী মায়মূন আল-মাক্কী সম্পর্কে খলীল আহমাদ সাহারানপূরী আম্বিঠভী বলেছেন, 'তিনি অজ্ঞাত পরিচয়' (বাযলুল মাজহূদ ৪/৪১১, ৪৫৯)।

তিনি আরো বলেছেন, 'সনদটিতে আব্দুল্লাহ বিন লাহীআহ রয়েছেন। আর তিনি যঈফ' (পৃঃ ৪১১)।

এই বর্ণনায় মুখতালিতের ইখতিলাত্ব ও মুদাল্লিসের 'আনআনা'ও বিদ্যমান। সুতরাং এ থেকে দলীল গ্রহণ করা খুবই তিরস্কারযোগ্য মন্দ কর্ম।

বর্ণনা-১১ : (সূত্র অস্পষ্ট)।

আমি (আলী যাঈ) বলছি : এই বর্ণনার সনদটি যঈফ ও মুরসাল। যেমনটি (পৃঃ ৯, হাদীছ নং ৩৫)-এর মধ্যে আলোচিত হয়েছে।

আনওয়ার খুরশীদ ছাহেবের পেশকৃত আছারে ছাহাবা শেষ হয়ে গেল।

এই আছারগুলি সম্পর্কে আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীছ ইমাম বুখারী (রহঃ) এর ঘোষণা হল- 'কোন ছাহাবী হতেও রফউল ইদায়েন না করা প্রমাণিত নেই' (জুযউ রফ'ইল ইদায়েন হা/৪০ পৃঃ ১১০, হা/৭৬ পৃঃ ১৫২; আল-মাজমূ' শারহুল মুহায্যাব ৩/৪০৫)।

এক্ষণে আপনাদের খেদমতে ঐ ছাহাবায়ে কেরামদের নাম বরাতসহ পেশ করা যাচ্ছে। যারা রফউল ইদায়েনের প্রবক্তা ও আমলকারী ছিলেন।

আছারে ছাহাবা ও রফউল ইদায়েনের প্রমাণ

(১) ইবনে ওমর (রাঃ) {ছহীহ বুখারী হা/৭৩৯}।

(২) মালেক ইবনুল হুয়ায়রেছ (রাঃ) {ছহীহ বুখারী হা/৭৩৭; ছহীহ মুসলিম হা/৩৯১}।

(৩) আবূ মূসা আল-আশআরী (রাঃ) {সুনানে দারাকুৎনী হা/১১১১, ১/২৯২, সনদ ছহীহ}।

(৪) আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (রাঃ) {বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা ২/৭৩}।

(৫) আবূ বকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) {ঐ ২/৭৩}।

(৬) আবূ হুরায়রা (রাঃ) {বুখারী, জুযউ রফইল ইদায়েন হা/২২, সনদ ছহীহ}।

(৭) আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) {মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ১/২৩৫, সনদ ছহীহ}।

(৮) আনাস (রাঃ) {জুযউ রফ'ইল ইদায়েন হা/২০, সনদ ছহীহ}।

(৯) জাবের (রাঃ) {মুসনাদুস সার্রাজ হা/৯২, সনদ হাসান}।

(১০) ওমর (রাঃ) {মুসনাদুল ফারূক্ব ১/১৬৫, ১৬৬, সনদ হাসান}।

(প্রসিদ্ধ তাবেঈ) সাঈদ বিন জুবায়ের (রহঃ) বলেছেন, 'রাসূলু (ছাঃ)-এর ছাহাবায়ে কেরামগণ ছালাতের শুরুতে, রুকূর সময় এবং রুকূ হতে মাথা উঠানোর পর রফউল ইদায়েন করতেন' (বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা ২/৭৫)।

এর সনদ একবোরেই ছহীহ।

এগুলি ব্যতীত আরো অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে। দেখুন : জুযউ রফ'ইল ইদায়েন ইত্যাদি। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, ছাহাবায়ে কেরাম থেকেও রফউল ইদায়েনের প্রমাণ-ই প্রমাণিত আছে। নিষেধ বা রহিত কোনটাই নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় নি।

*****

আছারে তাবেঈন ও রফউল ইদায়েন বর্জনকরণ

এর পরে আনওয়ার খূরশীদ ছাহেব আছারে তাবেঈন পেশ করেছেন। তার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা পেশ করা হল-

বর্ণনা-১ :

আবূ ইসহাক্ব বলেছেন, আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ এবং আলীর শাগরেদরা ছালাতের শুরু ব্যতীত আর হাত তুলতেন না (মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২৪৪৬)।

আমি (আলী যাঈ) বলছি : আব্দুল্লাহও আলীর এই সঙ্গীদের মধ্য হতে কোন একজনেরও নাম বর্ণনা করা হয় নি। অতএব এ সকল ব্যক্তি অজ্ঞাত পরিচয়। আর যদি তাদের দ্বারা ছিক্বাহ আলেমগণ উদ্দেশ্য ছিল তবে তাদের নাম প্রকাশ না করার কারণটি কি?

দ্বিতীয় এই যে, এই আছারটি যদি ছহীহ হয়ে থাকে তবে হানাফী, দেওবন্দী, ব্রেলভী আলেমগণ কেন এর বিরোধীতা করেন?

বিতরের কুনূত ও দু'ঈদে রফউল ইদায়েনকারীগণ এই আছার পেশ করতে পারেন না। কেননা এর নিশানায় তাদের এই দু'টি (বিতরের কুনূতে ও দু' ঈদে) রফউল ইদায়েনও চলে আসে।

'যা তোমাদের জবাব তা আমাদেরও জবাব'।

বর্ণনা-২ :

হযরত আব্দুল মালিক বলেছেন, আমি শাবী, ইবরাহীম নাখাঈ এবং আবূ ইসহাক্ব সাবীঈকে দেখেছি যে, তারা ছালাতের শুরু ব্যতীত আর রফউল ইদাইন করতেন না (মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ১/২১৪)।

আমি বলছি : এর বিস্তারিত জবাব সামনে আসছে। ইনশাআল্লাহ।

বর্ণনা-৩ :

ইমাম শাবী হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি তাকবীরে তাহরীমার সময় কেবল রফউল ইদাইন করতেন। এরপর আর করতেন না (মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২৪৪৪)।

আমি বলছি : আশআছ দ্বারা উদ্দেশ্য আশআছ বিন সাওয়ার আল-কিন্দী। তাকে জমহুর আলেমগণ যঈফ বলেছেন। ছহীহ মুসলিমে তার বর্ণনা মুতাবা'আত-এর মধ্যে আছে। ইমাম আহমাদ, ইবনে মাঈন, নাসাঈ ও দারাকুৎনী ইত্যাদি বলেছেন, 'তিনি যঈফ' (দ্রষ্টব্য : তাহযীবুত তাহযীব ১/৩০৮, ৩০৯)।

সুতরাং এই সনদটি যঈফ।

বর্ণনা-৪ :

হযরত হুছাইন ও মুগীরা হযরত ইবরাহীম নাখাঈ হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, যখন তুমি ছালাত শুরু করবে তখন হাত তুলবে। এরপর আর হস্তদ্বয় উত্তোলন করবে না (মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২৪৪৫)।

আমি বলছি : এর বিশদ জবাব সামনে আসছে।

বর্ণনা-৫ :

হযরত ইবরাহীম নাখাঈ বলেছেন, তুমি ছালাতের শুরু ব্যতীত অবশিষ্ট স্থানগুলিতে রফউল ইদাইন করবে না (ঐ হা/২৪৪৭)।

আমি বলছি : এর সনদ হাসান।[৪৭৩]

বর্ণনা-৬ :

হযরত জাবের হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আসওয়াদ বিন ইয়াযীদ এবং হযরত আলক্বামা ছালাতের শুরুতে রফউল ইদাইন করতেন। এরপর আর এমনটা করতেন না (ঐ হা/২৪৫৩)।

আমি বলছি : জাবের জুফী যঈফ, রাফেযী ও মুদাল্লিস (রাবী ছিলেন)। (দ্রষ্টব্য : মুদাল্লিসীন-এর গ্রন্থসমূহ)।

৪৭৩. হাসান হলেও এটা তাবেঈর উক্তি মাত্র। সুতরাং এর উপর আমল করা যাবে না। কেননা এটা ছহীহ হাদীছগুলির বিরোধী।-অনুবাদক

ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন, 'আমি জাবের জু'ফীর চাইতে বড় মিথ্যাবাদী আর কাউকে দেখিনি' (যায়লাঈ হানাফী, নাছবুর রায়াহ ২/৪৯; তিরমিযী, আল-ইলালুছ ছগীর পৃঃ ৮৯১, সনদ হাসান)।

বর্ণনা-৭ :

হযরত ইসমাঈল বলেছেন যে, হযরত ক্বায়স বিন আবী হাযিম ছালাতের সূচনাতে রফউল ইদাইন করতেন। এরপর তিনি এমনটা করতেন না (ঐ হা/২৪৪৯)।

আমি বলছি : ইসমাঈল বিন আবী খালেদ একজন মুদাল্লিস রাবী। (রিসালাহ : সুয়ূত্বী'র আসমাউ মান উরিফা বিত-তাদলীস, রাবী নং ৩)। তিনি এই বর্ণনায় 'সামা'র স্পষ্টতা প্রদান (ব্যাখ্যা প্রদান) করেন নি। সুতরাং এই বর্ণনাটি যঈফ।

বর্ণনা-৮ :

হযরত সুফিয়ান বিন মুসলিম জুহানী বলেছেন যে, হযরত আব্দুর রহমান বিন আবী লায়লা ছালাতের প্রথমে হাত তুলতেন যখন ইমাম তাকবীর বলে (ঐ হা/২৪৫১)।

আমি বলছি : সুফিয়ান বিন মুসলিম, যদি তাছহীফ না হয়ে থাকে, তবে তার জীবনী আমি পাইনি।

বর্ণনা-৯ :

হযরত ত্বালহা বলেছেন যে, হযরত খায়ছামা এবং হযরত ইবরাহীম নাখাঈ উভয়ই স্রেফ ছালাতের শুরুতে রফউল ইদাইন করতেন (ঐ হা/২৪৪৮)।

আমি বলছি : হাজ্জাজ বিন আরত্বাত যঈফ হওয়ার সাথে সাথে মুদাল্লিসও।

সুয়ূত্বী 'আসমাউল মুদাল্লিসীন' গ্রন্থে বলেছেন, তিনি তাদলীসের সাথে প্রসিদ্ধ' (পৃঃ ৯৫)।

আল্লামা যায়লাঈ হানাফী বলেছেন, وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ضَعِيفٌ আর হাজ্জাজ বিন আরত্বাত একজন যঈফ রাবী (নাছবুর রায়াহ ১/৯২)।

আছারে তাবেঈনদের উপরে পর্যালোচনা শেষ হল।

সম্মানিত পাঠকগণ! আনওয়ার খুরশীদ ছাহেবের পেশকৃত আছারে তাবেঈনদের মধ্য থেকে স্রেফ তিনটি আছার (ইবরাহীম নাখাঈ, আমের আশ-শা'বী, আবূ ইসহাক্ব) সনদের দৃষ্টিকোণ হতে ছহীহ। বাকি সকল আছার মুহাদ্দিছদের উছূলের আলোকে যঈফ ও অগ্রহণযোগ্য। এই তিনটি আছারও রুকূ'র আগে ও পরে রফউল ইদায়েন না থাকার পক্ষে সুস্পষ্ট দলীল নয়। হানাফী, ব্রেলভী ও দেওবন্দী আলেমগণ বিতর ও দু' ঈদে রফউল ইদায়েন করেন। যা এই দু'টি আছারের (বাহ্যত) বিপরীত। যদি তারা এটা বলেন যে, বিতর ও দু' ঈদের রফউল ইদায়েনের তাখছীছের আলাদা দলীলসমূহ প্রমাণিত। তবে বিনীত আরয এই যে, রুকূ'র আগে ও পরে রফউল ইদায়েনের তাখছীছ মুতাওয়াতির হাদীছসমূহ দ্বারা প্রমাণিত।

সুতরাং আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে এই দু'টি আছার থেকে দলীল গ্রহণ করা ঠিক নয়।

দ্বিতীয় এই যে, যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরাম থেকে রফউল ইদায়েন করা ছহীহ হাদীছসমূহ দ্বারা প্রমাণিত আছে

তখন কোন্ এমন মুমিন রয়েছেন, যিনি নীচে নেমে এক-আধজন তাবেঈ'র আমল দেখবেন!!
আনওয়ার খূরশীদ ছাহেব এবং তার সঙ্গী-সাথীদের প্রশান্তির জন্য কতিপয় তাবেঈ'র ছহীহ বর্ণনাসমূহ পেশ করা হল। যারা রফউল ইদায়েনের প্রবক্তা ও বাস্তয়বায়নকারী ছিলেন।

রফউল ইদায়েনের প্রমাণ ও তাবেঈগণ

(১) মুহাম্মাদ (ইবনে সীরীন রহিমাহুল্লাহ) রুকূ'র আগে ও পরে রফউল ইদায়েন করতেন (মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ১/২৩৫ হাদীছটি মুআয হতে, তিনি ইবনে আওন হতে বর্ণিত। আর এর সনদটি ছহীহ)।
(২) আবূ কিলাবা বছরী (ঐ, 'ইবনে উলাইয়া থেকে, তিনি খালেদ থেকে। এর সনদটি ছহীহ)।
(৩) ওয়াহ্‌ব বিন মুনাবিহ্ (মুছান্নাফ আব্দুর রায্‌যাক্ব হা/২৫২৪, ২/৬৯, এর সনদ ছহীহ; আত-তামহীদ ৯/২২৮, আব্দুর রায্‌যাক্ব সামা-এর স্পষ্ট করেছেন)।
(৪) সালিম বিন আব্দুল্লাহ আল-মাদানী (জুযউ রফইল ইদায়েন, বুখারী হা/৬২, পৃঃ ১৩৬, সনদ হাসান)।
(৫) আল-ক্বাসেম বিন মুহাম্মাদ বিন আল-মাদানী (ঐ হা/৬২, সনদ হাসান)।
(৬) আত্বা বিন আবী রাবাহ আল-মাক্কী (ঐ হা/৬২, সনদ হাসান)।
(৭) মাকহুল আশ-শামী (ঐ হা/৬২, সনদ হাসান)।
(৮) নুমান বিন আবী আইয়াশ (জুযউ রফইল ইদায়েন হা/৫৯ পৃঃ ১৩৫, এর সনদ হাসান)।

(৯) ত্বাউস (বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা ২/৭৪, সনদ ছহীহ)।
(১০) সাঈদ বিন জুবাঈর (ঐ পৃঃ ৭৫, সনদ ছহীহ)।
(১১) ক্বাসেম বিন মুখায়মারা রুকূ'র সময় রফউল ইদায়েনের প্রবক্তা ছিলেন (জুযউ রফ'ইল ইদায়েন হা/৬০, সনদ ছহীহ)।
(১২) হাসান বছরী (মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২৪৩৫, ১/২৩৫, সনদ ছহীহ)।

রফউল ইদায়েন বর্জন করা ও আলেমগণ

শেষে আনওয়ার খুরশীদ ছাহেব কতিপয় আলেমের বরাতসমূহ পেশ করেছেন যাদের থেকে রফউল ইদায়েন বর্জন করা বর্ণিত আছে-
(১) সুফিয়ান ছাওরী। (২) ইসহাক্ব বিন আবী ইসরাঈল। (৩) ইমাম আবূ হানীফা। (৪) ইমাম মালেক। (৫) ইমাম নববী। (৬) মদীনার অধিবাসীগণ। (৭) কূফার অধিবাসীগণ। (৮) ফুক্বাহাদের ইজমা।
অথচ ইসহাক্ব বিন আবী ইসরাঈল বা সুফিয়ান ছাওরী ব্যতীত তাঁদের উক্তিসমূহ থেকে কোন একটি বক্তব্যও প্রমাণিত নয়।

দলীল-১ :

ইমাম তিরমিযী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আর সুফিয়ান ছাওরী ও কূফাবাসী এরই প্রবক্তা ছিলেন (যে, ছালাতের শুরু ব্যতীত আর রফউল ইদাইন করা যাবে না) (তিরমিযী হা/২৭)।
জবাব : ইমাম তিরমিযী (যিনি সুফিয়ান ছাওরীর মৃত্যুর বহুত পরে জন্ম লাভ করেছেন) এখানে সনদ বর্ণনা করেন নি। যদি কিতাবুল ইলালের ইবারতকে লক্ষ্য করা হয় তবে সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ)-

এর এই বক্তব্যটি মারফূ' হাদীছসমূহ ও আছারে ছাহাবার মোকবোলায় পরিত্যাজ্য।

দলীল-২ :

ইসহাক্ব বিন আবী ইসরাঈল বলেছেন যে, আমরাও একেই প্রত্যেক ছালাতে গ্রহণ করে থাকি (যে, ছালাতের শুরু ব্যতীত আর রফউল ইদাইন করা যাবে না) (দারাকুত্বনী হা/১১৩৩)।

জবাব : ইসহাক্ব বিন আবী ইসরাঈল যদিও ছদূক্ব রাবী তথাপি তিনি মুসলমানদের উচ্চ স্তরের ইমামদের মধ্য হতে নন।

(১) ইমাম বাগাবী বলেছেন, كان ثقة مأمونا إلا أنه كان قليل العقل তিনি ছিক্বাহ, নিরাপদ রাবী। তবে তিনি স্থুল বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন'।

(২) ইমাম আবূ যুর'আহ বলেছেন, 'আমার মতে তিনি মিথ্যা বলতেন না। আর তিনি মুনকার হাদীছ বর্ণনা করতেন'।

(৩) ইমাম আহমাদ বলেছেন, واقفي مشؤم إلا أنه صاحب حديث كيس '(তার সম্পর্কে) আমার অবস্থান (ধারণা) মন্দ। তবে তিনি এক ঝুঁড়ি হাদীছের অধিকারী ছিলেন' (তাহযীবুত তাহযীব ১/১৯৬)

একজন কম আকল সম্পন্ন ব্যক্তির কোন কাজ করা বা না করা দ্বীন-ইসলামের মধ্যে কি গুরুত্ব রাখে?

দলীল-৩ :

হযরত ইমাম মুহাম্মাদ বলেছেন যে, সুন্নাত এটাই যে, মুছল্লী স্বীয় ছালাতের প্রত্যেক উঠা-নামার সময় তাকবীর বলবে। যখন প্রথম সিজদায় যাবে তখন তাকবীর বলবে। যখন দ্বিতীয় সিজদায় যাবে তখন তাকবীর বলবে। রইল রফউল ইদাইনের বিষয়টা, তো

সেটা ছালাতের শুরুতে স্রেফ একবারই করতে হবে কান বরাবর পর্যন্ত। এরপর ছালাতের কোন স্থানেই আর রফউল ইদাইন করা যাবে না। আর এসবই ইমাম আবূ হানীফার বক্তব্য (মুওয়াত্ত্বা ইমাম মুহাম্মাদ হা/১০৪)।

জবাব : ইমাম আবূ হানীফার বক্তব্যটির বর্ণনাকারী হচ্ছেন ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী। তাঁর সম্পর্কে ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন স্বীয় 'তারীখ' (২য় খন্ড, জীবনী ক্রমিক নং ১৭৭০) গ্রন্থে বলেছেন, 'তিনি কিছুই নন'। বরং তার আরেকটি বক্তব্য রয়েছে যে, 'মুহাম্মাদ জাহমী কায্যাব' (উক্বায়লী, কিতাবুয যু'আফা ৪/৫২, এর সনদ ছহীহ)।

সুতরাং এমন ব্যক্তির বর্ণনা করা মুহাদ্দিছগণের নিকটে কিই বা মর্যাদা পেতে পারে?

আর যদি এই বর্ণনাকে ছহীহও স্বীকার করা হয় তবুও দেওবন্দীদের জন্য (এটা) ফলপ্রসু নয়। কেননা এতে বিতর ও দু' ঈদের রফউল ইদায়েনের তাখছীছ বিদ্যমান নেই। যখন ইমাম আবূ হানীফা.... ছহীহ হওয়ার শর্তে.... ছালাতের কোন স্থানে রফউল ইদায়েন না করার প্রবক্তা ও আমলকারী ছিলেন; তখন উনার নাম গ্রহণকারী হযরতগণ বিতর ও দু' ঈদের ছালাতে রফউল ইদায়েন কেন করেন?

দলীল-৪ :

ইমাম মালেক বলেছেন যে, ছালাতের শুরু ব্যতীত আর কোথাও রফউল ইদাইন আছে বলে আমি জানি না....(সূত্র অস্পষ্ট) (আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা ১/১৬৫)।

জবাব : ইমাম মালেকের উদ্ধৃতি 'মুওয়াত্তা' গ্রন্থে হতে নয় বরং সুহনূনের গ্রন্থ 'আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা' (দেখুন : ১/২-এর পৃঃ ৬৮, আমাদের নুসখায় পৃঃ ৭১) থেকে রফউল ইদায়েনের বিরোধীতায় বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ 'মুওয়াত্তা ইমাম মালেক' গ্রন্থে ইমাম মালেক রফউল ইদায়েনের হাদীছ এনেছেন (আব্দুর রহমান বিন ক্বাসেমের বর্ণনা হা/৫৯ পৃঃ ১১৩)। যখন ইমাম মালেকের নিজের গ্রন্থে রফউল ইদায়েনের প্রমাণ মজূদ আছে তখন সুহনূনের সনদবিহীন উদ্ধৃতির কি দরকার?

সুহনূনের যদিও অসংখ্য ইমামের প্রশংসা ও তাওছীক্ব রয়েছে এবং তিনি ছদূক্ব রাবী। কিন্তু ইমাম আবূ ই'য়ালা আল-খলীলী বলেছেন, لَمْ يَرْضَ أَهْلُ الْحَدِيثِ حِفْظَهُ 'আহলেহাদীছগণ (মুহাদ্দিছগণ) তার স্মৃতি শক্তিতে সন্তুষ্ট ছিলেন না' (আল-ইরশাদ ১/২৬৯, রাবী নং ১১২)।

সতর্কীকরণ : 'কিতাবুল মুদাওয়ানাহ' সুহনূন থেকে ছহীহ সনদে প্রমাণিত নয়।

ইমাম মালেক থেকে নিম্নোক্ত ছিক্বাহ রাবীগণ রুকূ'র আগে এবং পরে রফউল ইদায়েন করা বর্ণনা করেছেন-

(১) আশহাব।

(২) ওয়ালীদ বিন মুসলিম।

(৩) সাঈদ বিন আবী মারইয়াম।

(৪) আবূ মুছ'আব।

(৫) ইবনু আব্দিল হাকাম।

(৬) ইবনু ওয়াহক্ষ।

আল্লাহ তাঁদের উপরে রহম করুন (উদ্ধৃতির জন্য দেখুন : নূরুল আইনাইন পৃঃ ১৭৪)।

বরং ইমাম আশহাব বলেছেন যে, ইমাম মালেক মৃত্যু পর্যন্ত রফউল ইদায়েন অব্যাহত রেখেছিলেন (আত-তামহীদ ৯/২২২)।

ইমাম আবুল আব্বাস আল-কুরতুবী (রহঃ), ইমাম খাত্ত্বাবী এবং ইমাম বাগাবী ব্যাখা করেছেন যে, ইমাম মালেকের শেষ আমল ছিল রফউল ইদায়েন করা (ত্বারহুত তাছরীব ১/২৫৪; মা'আলিমুস সুনান ১/১৯৩, শারহুস সুন্নাহ ৩/২৩)।

{বিস্তারিত জানতে দেখুন : নূরুল আইনাইন পৃঃ ১৭৩, ১৭৪}

দলীল-৫ :

নববী বলেছেন যে, এই কথাটির উপর ইজমা আছে যে, তাকবীরে তাহরীমার সময় রফউল ইদাইন করা মুসতাহাব। এ ব্যতীত অন্যান্য স্থানে রফউল ইদাইন করা সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে।...আর এর উপরও ইজমা আছে যে, কোন স্থানেই রফউল ইদাইন করা ওয়াজিব নয় (নববী, শরহে মুসলিম ৪/৯৫)।

জবাব : ইমাম নববী রফউল ইদায়েনের প্রবক্তা ও আমলকারী। সুতরাং তার বক্তব্য দেওবন্দীদের জন্য উপকারী নয়। দ্বিতীয় এই যে, তাকবীরে তাহরীমার সময়ের রফউল ইদায়েন কোন ব্যক্তি যদি জেনে বুঝে বর্জন করে তবে এই 'মুসতাহাব'-এর বর্জন করার উপরে সেই ব্যক্তির কোন গুণাহ হবে নাকি নয়?

চলুন! আল্লাহর নামে শুরু করুন। তাকবীরে তাহরীমা, বিতর ও দু' ঈদের রফউল ইদায়েন স্বীয় ঘরেই শেষ করুন। পরে ফক্বীহ মুহাদ্দিছদের বিপরীতে লিখুন।

দলীল-৬ :

মালেকীরা বলেন যে, তাকবীরে তাহরীমার সময়ে কাধ বরাবর রফউল ইদাইন করা মুসতাহাব। এ ব্যতীত অন্যান্য স্থানে মাকরূহ (আল-ফিক্বহু আলা মাযাহিবিল আরবাআহ ১/২২৬)।

জবাব : এই দাবীর ভিত্তি হল সুহনূনের সনদবিহীন বর্ণনা। যার বিরলতা ও দুর্বলতা আমরা বর্ণনা করেছি। সুতরাং এই দাবী সমাপ্ত।

দলীল-৭ : (সূত্র অস্পষ্ট)।

জবাব : আহলে কূফার ইজমার প্রমাণের জন্য মুহাম্মাদ বিন নাছর আল-মারওয়াযী (রহঃ)-এর মূল গ্রন্থ পেশ করুন। যা তিনি রফউল ইদায়েনের প্রমাণের পক্ষে লিখেছিলেন। এদিক ওদিকের সনদবিহীন বরাতসমূহের দরকার নেই। ইমাম তিরমিযী ইজমার দাবী করেন নি। বরং রফউল ইদায়েনের প্রমাণ সম্বলিত হাদীছকে ছহীহ বলেছেন এবং অসংখ্য ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ও তাবেঈন এবং আয়েম্মায়ে মুসলিমীনদের আমল হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহ তাঁদের সবার উপরে রহম করুন। দ্বিতীয় এই যে, এটা প্রমাণিত করুন যে, রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ থাকার পরও আহলে কূফার ইজমা কি শরঈ দলীল?

দলীল-৮ :

حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ , قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ فَقِيهًا قَطُّ يَفْعَلُهُ , يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي غَيْرِ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى

আবূ বকর বিন আইয়াশ বলেছেন, আমি কোন ফক্বীহকে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত আর কোথাও রফউল ইদাইন করতে দেখিনি (শারহু মাআনিল আছার হা/১৩৬৭)।

জবাব : আনওয়ার খুরশীদ ছাহেব 'আবূ বকর বিন আইয়াশের বর্ণনার উপর কতিপয় ফুক্বীহ'র ইজমাও প্রমাণিত করার চেষ্টা করেছেন (হাদীছ আওর আহলেহাদীছ পৃঃ ৪১৮)।

নিবেদন হল যে, কতিপয় ফুক্বাহাদের এই বাতিল ইজমা যদি দলীল হয়ে থাকে তবে দেওবন্দী আলেমগণ বিতর ও দু' ঈদে রফউল ইদায়েন কেন করেন ?

অসংখ্য ছাহাবী যেমন আবূ বকর, ইবনে ওমর, ইবনে যুবাঈর এবং আবূ হুরায়রা ইত্যাদি (রাঃ) এবং অসংখ্য তাবেঈন যেমন মুহাম্মাদ বিন সীরীন, আবূ বকর, আত্বা ও সাঈদ বিন জুবাঈর ইত্যাদি তাবেঈনগণ (রাঃ) রফউল ইদায়েনের প্রবক্তা এবং আমলকারী ছিলেন।

এনারা কি ফক্বীহদের তালিকার বাইরে?

ফক্বীহদের এ কেমন ভুয়া ইজমা যা থেকে বড় বড় ছাহাবী এবং জলীলুল ক্বদর তাবেঈনগণ খারিজ রয়েছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন।

আয়েম্মায়ে মুসলিমীন ও রফউল ইদায়েন

(১) ইমাম মালেক (দেখুন : সুনানুত তিরমিযী হা/২৫৫)।

(২) ইমাম শাফেঈ (কিতাবুল উম্ম ১/১০৪)।

(৩) ইমাম আহমাদ (মাসায়েলে ইমাম আহমাদ, আবূ দাঊদ আস-সিজিস্তানী পৃঃ ২৩)।

(৪) ইমাম আলী বিন আব্দুল্লাহ আল-মাদীনী (নুসখাহ মিন নুসাখি ছহীহিল বুখারী ১/১০২)।

(৫) ইমাম ইসহাক্ব বিন রাহাওয়াইহ (মারিফাতুস সুনানি ওয়াল-আছার, বায়হাক্বী, পান্ডুলিপি ১/২২৫; জুযউ রফইল ইদায়েন হা/১, ২৯)।

(৬) ইমাম আওযাঈ (আত-তামহীদ ৯/২২৬)।

(৭) ইমাম ইবনুল মুবারক (ইবনে কুতায়বাহ, তাবীলু মুখতালাফিল হাদীছ পৃঃ ৬৬, সনদ ছহীহ)।

(৮) মুহাম্মাদ বিন ইয়াহ্ইয়া আয-যুহলী (ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/৫৮৯, ১/২৯৮)।

(৯) আব্দুর রহমান বিন মাহদী (জুযউ রফইল ইদায়েন হা/১২১, সনদ ছহীহ)।

(১০) আবুল ওয়ালীদ আত-ত্বায়ালিসী (ইবনুল আরাবী, আল-মু‘জাম ২/৪১০, ৪১১)।

(১১) আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাঈর আল-হুমায়দী (জুযউ রফইল ইদায়েন হা/১, পৃঃ ২৮)।

(১২) ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন (ঐ হা/১২১)।

(১৩) আলী ইবনুল হাসান (জুযউ রফইল ইদায়েন হা/৭৫, পৃঃ ২৭)।

(১৪) আব্দুল্লাহ বিন উছমান (ঐ হা/৭৫)।

(১৫) ইয়াহ্ইয়া বিন ইয়াহ্ইয়া (ঐ হা/৭৫)।

(১৬) ঈসা বিন মূসা (ঐ হা/৭৫)।

(১৭) কা‘ব বিন সাঈদ (ঐ হা/৭৫)।

(১৮) মুহাম্মাদ বিন সাল্লাম (ঐ হা/৭৫)।

(১৯) আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল-মুসনাদী (ঐ হা/৭৫)।

(২০) মুহাম্মাদ বিন নাছর আল-মাওয়াযী (মুক্বাদ্দামা ইখতিলাফুল উলামা পৃঃ ১৫)।

(২১) আবূ আহমাদ আল-হাকেম (শিআরু আছহাবিল হাদীছ পৃঃ ৪৭)।

(২২) ইমাম বুখারী ইত্যাদি বিদ্বানগণ। আল্লাহ তাঁদের সবার উপরে রহম করুন।

সারাংশ এই যে, মুসলিমদের ইমামদের সংখ্যা গণনায়ও আহলে রায় তথা হানাফী আলেমগণ খুবই পিছিয়ে আছেন। এক দুজন ইমাম থেকে (অস্পষ্ট) রফউল ইদায়েনের বর্জনের প্রমাণ হয়ে যাওয়া রফউল ইদায়েনের মানসূখের দলীল হতে পারে না।

অদ্ভুত শর্ত সমূহ

দলীলের ময়দানে নিঃস্ব হওয়ার পর আনওয়ার খুরশীদ ছাহেব লিখেছেন, কোন ছহীহ ও স্পষ্ট হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নেই যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) রুকূ‘র আগে এবং পরে রফউল ইদায়েনের হুকুম দিয়েছেন (হাদীছ আওর আলেহাদীছ পৃঃ ৪২৩)।

খুরশীদ ছাহেব এবং তার সাথীদের খেদমতে বিনীত আরয রইল যে, আহলেহাদীছদের জন্য স্রেফ এতটুকুই যথেষ্ট যে, রুকূ‘র আগে এবং পরে রফউল ইদায়েন ছহীহ বুখারী, ছহীহ মুসলিম, ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ, ছহীহ ইবনে হিব্বান এবং ছহীহ ইবনুল জারূদ ইত্যাদি গ্রন্থে মুতাওয়াতির সনদসমূহের সাথে নবী করীম (ছাঃ) হতে প্রমাণিত আছে। আর কোন একটি রেওয়ায়াতেও ছহীহ সনদের সাথে এর বর্জিত হওয়া বা রহিত হওয়া নিশ্চিৎরূপে প্রমাণিত নেই। অবশিষ্ট থাকল এই যে, হুকুম প্রমাণ করুন। তো এটা একটা তর্কমূলক ধোঁকাবাজি বৈ কিছুই নয়। দেওবন্দী ও

ব্রেলভীদের এই অভ্যাস আছে যে, যদি কর্ম প্রমাণিত হয় তবে উক্তির (কওলী হাদীছের) দাবী করেন। যেমন মাসআলায়ে রফউল ইদায়েন। আর যদি উক্তি প্রমাণিত হয়ে থাকে তবে কর্ম'র (ফেলী হাদীছের) দাবী করেন। যেমন মাসআলায়ে বিতর (দেখুন : রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা তরীক্বায়ে নামায পৃঃ ২৫৭)।

যদি কর্ম ও উক্তি উভয়ই প্রমাণিত হয় (যেমন মাসআলা : যখন ইক্বামত দেয়া হয়ে যায় তখন ফরয ছালাত ব্যতীত আর কোন ছালাত নেই) তবে আছারে ছাহাবা পেশ করতে চেষ্টা করেন। আর যদি আহলেহাদীছ কিতাব এবং সুন্নাত এবং আছারে ছাহাবাও পেশ করে দেন যেমন বিতরের মাসআলা। তবে এই বলে প্রত্যাখ্যান করেন যে, 'কিন্তু তাদের (ছাহাবায়ে কেরামদের) স্বীয় ইজতিহাদ ছিল। যা অসংখ্য মারফূ হাদীছের মোকাবেলায় হুজ্জাত নয়' (রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা তরীক্বায়ে নামায পৃঃ ২৫৯)। এটা দ্বীনকে নিয়ে তামাসা করা ব্যতিত আর কি হতে পারে?

এই ধরণের বানোয়াট দাবী ও বাতিল শর্তসমূহের উপর ভিত্তি করে দেওবন্দী এবং ব্রেলভী আলেমদের এই ধারণা আছে যে, তারা সাধারণ মুসলমানদেরকে আহলেহাদীছ আন্দোলনের কিতাব ও সুন্নাতের দাওয়াত হতে দুরে সরিয়ে দিবেন। অথচ অবস্থা এর বিপরীত। এই তিন চার দিন আগের কথা যে, এক দেওবন্দী আলেম কতিপয় যুবককে আনওয়ার খুরশীদ ছাহেবের 'হাদীছ আওর আহলেহাদীছ' গ্রন্থটি প্রদান করেন। দেওবন্দী যুবকগণ এই গ্রন্থটি স্বীয় গ্রামের আহলেহাদীছ আলেম জনাব রহমত ইলাহী

মিরাঠী মুহাম্মাদী ছাহেবের নিকটে নিয়ে আসেন। এই গ্রামটি জি. টি রোড, গোন্দাল স্টাফ, যেলা (অটোক)-এর নিকটে অবস্থিত। আর তার নাম লুন্ডী (আওয়ানাবাদ)। যখন রহমত ইলাহী মুহাম্মাদী ছাহেব 'হাদীছ আওর আহলেহাদীছ' গ্রন্থের ভিতরে পেশকৃত উদ্ধৃতিসমূহে আনওয়ার খুরশীদ ছাহেবের খেয়ানতসমূহ প্রমাণ করে দিলেন তখন তিনজন যুবক আহলেহাদীছ হয়ে যান। এবং প্রকাশ্যে রফউল ইদায়েনের সুন্নাতের উপর আমল করা আরম্ভ করে দেন।

আল্লাহ তাদের পদযুগলকে অবিচল রাখো। আমীন।

একটি জঘন্য ধোঁকাবাজি

আনওয়ার খুরশীদ ছাহেব যে সকল যঈফ, মাওযূ' বা অপ্রাসঙ্গিক ছহীহ 'দলীলসমূহ' পেশ করে লিখেছেন, 'কিন্তু উপরোক্ত হাদীছসমূহ, আছারগুলি ও মুজতাহিদ ইমামগণের বক্তব্যসমূহ ও উম্মাতে ইজমার বিপরীতে গায়ের মুকাল্লিদগণের উক্তি আছে যে, রুকূ' সংশ্লিষ্ট রফউল ইদায়েন করা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা, সুন্নাতে মুতাওয়াতিরাহ। বরং ওয়াজিব। বরং ফরয। না করলে ছালাত ত্রুটিযুক্ত হয়ে যায় বরং বাতিল হয়ে যায়....' (হাদীছ আওর আহলেহাদীছ পৃঃ ৪২৪)

সম্মানিত পাঠকগণ! আপনারা দেখেছেন যে, আনওয়ার খুরশীদ ছাহেব যঈফ, মাওযূ' কিংবা অপ্রাসঙ্গিক হাদীছসমূহ এবং একইভাবে যঈফ সনদের আছার ও অপ্রমাণিত (কতিপয় ব্যতীত) বক্তব্য ও আলেমদের কর্ম পেশ করেছেন। অথচ আমরা ছহীহ, মুতাওয়াতির মারফূ' হাদীছসমূহ, ছহীহ আছারে ছাহাবা, ছহীহ আছারে তাবেঈন এবং ছহীহ ও প্রমাণিত উক্তিসমূহ ও কর্মগুলি

উপস্থাপন করেছি। আপনারা স্বয়ং ফায়ছালা করুন যে, 'হক' কোন দিকে রয়েছে?

(১) রফউল ইদায়েনের প্রমাণ নবী করীম (ছাঃ) থেকে মুতাওয়াতির হাদীছসমূহ দ্বারা পেশ করা হয়েছে। এবং তার নাসখ (রহিত হওয়া) বা তরক (বর্জন হওয়া) নবী (ছাঃ)-এর সারা যিন্দেগীতে কোন একদিন কোন ছালাতে বরং কোন এক রাকআতেও প্রমাণিত নয়। সুতরাং যদি একে আহলেহাদীছ আলেমগণ সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ ও সুন্নাতে মুতাওয়াতিরাহ লিখে থাকেন তবে তাতে নারায হওয়ার কি আছে?

রফউল ইদায়েনের সুন্নাতে মুতাওয়াতিরাহ হওয়া খোদ দেওবন্দী 'আলেমগণ'ও স্বীকার করেছেন। যেমন আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী দেওবন্দী বলেছেন, 'আর এটা জানা উচিৎ যে, সনদ ও মতনের দিক হতে রফউল ইদায়েন করা মুতাওয়াতির। এতে কোন সন্দেহ নেই। এবং এটা মানসূখ নয়। (বরং) এর একটি বর্ণ-ও রহিত হয় নি' (নায়লুল ফারক্বাদাইন পৃঃ ২২)।

প্রায় এই ইবারতই 'ফায়যুল বারী'র টিকায় (২/২৫৫) ও বিন্নূরী'র 'মাআরিফুস সুনান' গ্রন্থেও (২/৪৫৯) বিদ্যমান।

আনওয়ার শাহ ছাহেবের এই সাক্ষ্য সাধারণ সাক্ষ্য নয়। বরং ফেরক্বায়ে দেওবন্দীদের জন্য সর্বদা 'অকাট্য দলীল' ও 'তাৎপর্যপূর্ণ দলীল'। কেননা তাদের নিকটে উপরোল্লিখিত মৌলভী ছাহেবের অত্যন্ত বড় আসন আছে। মৌলবী ছাহেব হলেন ঐ ব্যক্তি যিনি বিতরের হাদীছকে 'শক্তিশালী' স্বীকার করার পর ১৪ বছর তার জবাবের গবেষণায় ব্যায় করেন (দেখুন : ফায়যুল

বারী ২/৩৭৫; আল-আরফুয শাযী ১/১০৭; মা'আরিফুস সুনান ৪/২৬৪; দরসে তিরমিযী ২/২২৪)।

ইমাম হুমায়দী (রহঃ) ইত্যাদি বিদ্বানগণ রফউল ইদায়েনকে ওয়াজিব বলতেন যেমনটি গত (আলোচিত) হয়েছে।

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কোন ব্যক্তির জন্য রফউল ইদায়েন বর্জন করা হালাল নয় (সুবকী, ত্বাবাক্বাতুশ শাফেঈয়া আল-কুবরা ১/২৪২)।

আল্লামা সুবকী এর উপর টিকা লিখেন যে, هَذَا صَرِيح فِي أَنه يُوجب ذَلِك এটা স্পষ্ট দলীল যে তিনি একে ওয়াজিব বলতেন।

ইনি ঐ সুবকী যার সম্পর্কে 'দীপায়গাম্বারে খুদা (ছাঃ) মূনিহ' (পশতু) গ্রন্থাকার লিখেছেন, 'তিনি শায়খুল ইসলাম' (পৃঃ ৪০৩)। ইমাম আহমাদ (রহঃ)ও ঐ ব্যক্তির ছালাতকে ত্রুটিযুক্ত অনুধাবন বুঝতেন যিনি রফউল ইদায়েন করতেন না (মাসায়েলে ইমাম আহমাদ, আবূ দাঊদের বর্ণনা পৃঃ ২৩; ইমাম আহমাদ, আল-মানহাজ ১/১৫৯)।

এই ধরণের বরাতসমূহ ও সুন্নাতে ছহীহাহ মুতাওয়াতিরাহ নযরে রেখে এবং وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي 'ঐভাবে ছালাত আদায় কর যেভাবে আমাকে আদায় করতে দেখছ' হুকুমের ভিত্তিতে যদি কোন আহলেহাদীছ রফউল ইদায়েনেকে ওয়াজিব, ফরয এবং তাকে বর্জন করাকে ছালাতের ত্রুটি ইত্যাদি লিখে দেন তো নারায হওয়ার কারণ কি আছে?

কতিপয় গায়ের আহলেহাদীছ 'আলেমগণ'ও কোন দলীল ছাড়াই রফউল ইদায়েন কারীর ছালাতকে নষ্ট বলেছেন (দেখুন : মা'আরিফুস সুনান ২/৪৫১)।

আনওয়ার খুরশীদ ছাহেব উক্ত নামসর্বস্ব মুফতীদের উপরে নিজের রাগ কেন ঝাড়েন কেন ?

দ্বিতীয় এই যে, আনওয়ার খুরশীদের ছাহেবের উক্তি যে, 'গায়ের মুকাল্লিদদের বক্তব্য আছে' অনেক বড় জঘন্য ধোঁকাবাজি। কেননা, রফউল ইদায়েনের সুন্নাত হওয়া সকল শাফেঈ ও হাম্বলী স্বীকার করেন। এবং কার্যত এই সুন্নাতে মুতাওয়াতিরার উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং অব্যাহত আছেন। মূলত আনওয়ার খুরশীদ ছাহেব এই ধোঁকা দিতে চান যে, রফউল ইদায়েনের দলীল স্রেফ গায়ের মুকাল্লিদীনদের মাসলাক। আর কারো নয়!

আমরা জিজ্ঞাসা করছি যে, শাফেঈ এবং হাম্বলীগণও কি 'গায়ের মুকাল্লিদের গুণের অন্তর্ভুক্ত? এনারা ঐ শাফেঈ যাদের সাথে হানাফীগণ 'রায়' ও 'ইছপাহান' নামক স্থানে দীর্ঘ লড়াই করেছিলেন এবং শেষে পরাজয়কে নিজের জন্য অপরিহার্য করে নিয়েছিলেন? (দেখুন : মুজামুল বুলদান ১/২০৯, ৩/১১৭)।

***

আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ পর্যন্ত তাঁর এই ছালাতই অব্যাহত ছিল

এই রচনার শেষে আনওয়ার খুরশীদ ছাহেবের ' فَمَا زَالَتْ' মাওযূ' বর্ণনাটি পেশ করে আহলেহাদীছদের সাথে ঠাট্টা করেছেন যে, তাদের দাবীর মৌলিক ভিত্তি সম্ভবত এই রেওয়ায়াতটি। যেখানে

ইছমাহ বিন মুহাম্মাদ আল-আনছারী এবং আব্দুর রহমান বিন কুরাঈশ-উভয়ই হাদীছ জালকারী ও মিথ্যুক রাবী। অথচ আহলেহাদীছদের দাবী এই যে, নবী (ছাঃ) থেকে ছহীহ ও মুতাওয়াতির হাদীছসমূহের সাথে রুকূ'র আগে ও পরে রফউল ইদায়েন করা প্রমাণিত আছে। এবং তার নাসখ ও তরক আদৌ প্রমাণিত নেই। হানাফী, ব্রেলভী ও দেওবন্দী হযরতগণ যা পেশ করেন তা হয় তো যঈফ, মাওযূ' বা আসল মাসআলার সাথে অপ্রাসঙ্গিক বা সম্পর্কহীন। এতদসত্ত্বেও এমন বর্ণনাও বিদ্যমান আছে যদ্বারা রাসূল (ছাঃ)-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত রফউল ইদায়েনের প্রমাণ পাওয়া যায়। যেই বর্ণনাগুলির একজন রাবীও কায্যাব, (হাদীছ) জালকারী বা মাতরূক নন। এই প্রসঙ্গে লেখক একটি প্রবন্ধ রচনা করেছেন যা এই প্রবন্ধের শেষে জুড়ে দেয়া হয়েছে।

ইমাম ইসহাক্ব বিন রাহাওয়াইহ উক্ববাহ বিন আমের (রাঃ) -এর এই হাদীছটি দ্বারা যা মারফূ হুকমান, তা থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন যে, রফউল ইদায়েনকারী প্রতিটি আঙ্গুলের বিনিময়ে একটি নেকী পায় (দেখুন : মাজমা'উয যাওয়ায়েদ ২/১০৩; বায়হাক্বী, মারিফাতুস সুনানি ওয়াল আছার ১/৫৬২)।

এই বর্ণনাটি মারফূ'রূপেও বর্ণিত আছে (আস-সিলসিলাতুছ ছহীহাহ হা/৩২৮৬, ৭/৮৪৮)।

এই হাদীছের হিসাবে প্রতিটি আহলেহাদীছ স্রেফ প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাতে চারশত তিন নেকী পায়। পক্ষান্তরে হানাফী হযরতগণ -যাদের ছহীহ আক্বীদা- তারা স্রেফ ৫০ (নেকী) পান। এখন আপনারা খোদ ফায়ছালা করুন যে, পরকালে দৈনিক পাঁচ

ওয়াক্ত ছালাতের বিনিময়ে স্রেফ ৫০ নেকী চান নাকি ৪৩০ নেকী? এছাড়াও এ ব্যতিত অন্যান্য ছালাত তো রয়েছেই।
যে ব্যক্তি এক নেকী নিয়ে আসবে তাকে দশ নেকীর ছওয়াব দেয়া হবে (আনআম ৬/১৬০)।

রাসূল (ছাঃ)-এর ওফাত পর্যন্ত রফউল ইদায়েনের দলীল

ছালাতের শুরুতে, রুকূ'র আগে ও পরে তিন স্থানে রফউল ইদায়েন করা রাসূল (ছাঃ) থেকে মুতাওয়াতিররূপে বর্ণিত (দেখুন : সুয়ূত্বীর ক্বত্বফুল আযহার আল-মুতানাছিরাহ; ক্বাত্তানীর নাযমুল মুতানাছিরাহ; উছূলে হাদীছের গ্রন্থের মধ্যেও এই স্পষ্ট তাওয়াতুরের উল্লেখ রয়েছে (দেখুন : ইরাক্বীর, আত-তাক্বঈদ ওয়াল-ঈযাহ পৃঃ ২৭০)।
কতিপয় গায়ের আহলেহাদীছ আলেমও রফউল ইদায়েনের মুতাওয়াতির হওয়া স্বীকার করেছেন (যেমন দেখুন : কাশ্মীরীর নায়লুল ফারক্বাদাইন পৃঃ ২২; বাগাবীর মা'আরিফুস সুনান, বাগাবী ২/৪৫৮, ৪৫৯)।
সুতরাং রফউল ইদায়েনের মাসআলা সনদগত দলীলের মুখাপেক্ষী নয়। এরপরও কতিপয় লোক এই মহান সুন্নাতের মধ্যে সন্দেহ এবং ধোঁকা সৃষ্টি করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টায় নিয়োজিত। এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে লেখক উক্ত সন্দেহবাদীদের সন্দেহ এবং প্রতারণা দুর করতে গিয়ে এ বিষয়টি প্রমাণিত করেছেন যে, নবী (ছাঃ) মৃত্যু পর্যন্ত রফউল ইদায়েন অব্যাহত রেখেছেন।

সাইয়েদুনা আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর পরিচয়

'ইমাম, ফক্বীহ মুজতাহিদ, হাদীছের হাফেয (আল-হুজ্জাহ, মুমিনদের অতি প্রিয়) রাসূল (ছাঃ)-এর সাথী (সাইয়েদুনা) আবূ

হুরায়রা আদ-দাওসী আল-ইয়ামানী (রাঃ), ছিক্বাহ হাফেযদের নেতা' (সিয়ারু আলামিন নুবালা ২/৫৭৭, বন্ধনীতে উল্লিখিত শব্দাবলী ব্যতিত)।
তিনি সপ্তম হিজরীতে খায়বারের ঘটনায় নবী (ছাঃ)-এর কাছে আগমন করেছিলেন। এবং **১১** হিজরীর রবীউল আউয়াল (রাসুল (ছাঃ)-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত) পর্যন্ত রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে ছিলেন। দিন-রাত রাসূল (ছাঃ) হতে দ্বীনী শিক্ষা হাছিল করেছেন। যেহেতু সাইয়েদুনা আবূ হুরায়রা (রাঃ) নবী (ছাঃ)-এর কাছে তাঁর নবী (ছাঃ)-এর শেষ সময়ে ছিলেন, সেহেতু সাইয়েদুনা আবূ হুরায়রা (রাঃ) ছালাত এবং অন্যান্য যে মাসায়েল নবী (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন তা সর্বশেষ এবং নাসিখ (রহিতকারী)। সাইয়েদুনা আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত ছালাতের কোন মাসআলা লেখকের জানা নেই যা মানসূখ (রহিত) হয়েছে। আল্লাহ ভাল জানেন।

সাইয়েদুনা আবূ হুরায়রা (রাঃ) এবং রফউল ইদায়েন

ইমাম আবূ দাঊদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ আস-সিজিস্তানী (মৃঃ ২৭৫ হিঃ) বলেছেন-
'রাসূল (ছাঃ) যখন তাকবীর বলতেন ছালাতের জন্য তখন স্বীয় দু'হাতকে কাঁধ বরাবর করতেন। আর যখন রুকূ' করতেন তখন এমনটিই করতেন। আর যখন সেজদা হতে উঠতেন তখন এরূপই করতেন। এবং যখন দু' রাকআত থেকে দাঁড়াতেন তখন এমনটিই করতেন (আবূ দাঊদ, আউনুল মা'বূদ সহ হা/৭৩৮;১/২৬৯; আবূ দাঊদ, বাযলুল মাজহূদ সহ ৪/৪৫৮, ৪৫৯)।

এই রেওয়ায়াতটি (দেওবন্দী ও ব্রেলভীদের উছূল মোতাবেক) ছহীহ। একে ইমাম ইবনে খুযায়মাহ তাঁর 'ছহীহ' গ্রন্থে (হা/৬৯৪, ৬৯৫, ১/৩৪৪, ৩৪৫) বর্ণনা করেছেন। হাফেয ইবনে হাজার 'মুওয়াফাক্বাতুল খাবারিল খাবার' গ্রন্থে (১/৪০৯, ৪১০) একে ইবনে খুযায়মাহর সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। এবং বলেছেন, এই হাদীছটি ছহীহ। হাফেয ইবনে আব্দুল বার্র 'আত-তামহীদ' গ্রন্থে (২৩/১৬০) একে আবূ দাঊদের সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন।

সতর্কীকরণ : এই বর্ণনাটির সনদ যুহরীর তাদলীসের কারণে যঈফ। কিন্তু এই বর্ণনার কতিপয় শাওয়াহেদ বিদ্যমান আছে।

সনদের পরিচিতি

(১) আব্দুল মালেক বিন শু'আইব ইবনুল লায়ছ : (তিনি) ছহীহ মুসলিমের ও অন্যান্য গ্রন্থের রাবী। ইমাম নাসাঈ বলেছেন, তিনি আস্থাভাজন। ইবনে হিব্বান ইত্যাদি বিদ্বানগণ তাঁকে ছিক্বাহ বলেছেন। হাফেয যাহাবী (আল-কাশিফ ২/১৮৪) এবং হাফেয ইবনে হাজার (তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৪১৮৫) বলেছেন, তিনি আস্থাভাজন। তাঁর বিরুদ্ধে কোন সমালোচনামূলক বাক্য আমার ইলমে নেই।

(২) শু'আইব ইবনুল লায়ছ : তিনি ছহীহ মুসলিমের রাবী। ইমাম আহমাদ বিন ছালেহ এবং খত্বীব বাগদাদী বলেছেন, তিনি ছিক্বাহ ছিলেন। ইবনে হিব্বান ও ইবনে শাহীন ইত্যাদি বিদ্বানগণ তাঁকে ছিক্বাহ বলেছেন। ইমাম ইবনে ওয়াহক্ষ ও অন্যরা তার প্রশংসা করেছেন।

হাফেয যাহাবী বলেছেন, আর তিনি নির্ভরযোগ্য মুফতী ছিলেন (আল-কাশিফ ২/১২)।

হাফেয ইবনে হাজার বলেছেন, তিনি ছিক্বাহ, অভিজাত ফক্বীহ (তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ২৮০৫)।

(৩) ইমাম লায়ছ বিন সা'দ আল-মিছরী : তিনি ছিহাহ সিত্তার প্রধান রাবী। ও শক্তিশালী ছিক্বাহ (রাবী) ছিলেন।

ইমাম আহমাদ, ইমাম ইবনুল মাদীনী, ইমাম ইবনে মাঈন ও ইমাম ইজলী (মুতাদিল) ও অন্যান্যগণ 'ছিক্বাহ' বলেছেন। হাফেয যাহাবী বলেছেন, তিনি ইমাম, হাদীছের হাফেয, শায়খুল ইসলাম এবং মিসরের আলেম (সিয়ারু আলামিন নুবালা ৮/১৩৬, ১৩৭)।

হাফেয ইবনে হাজার বলেছেন, ছিক্বাহ-ছাব্ত, ফক্বীহ, প্রসিদ্ধ ইমাম (আত-তাক্বরীব, রাবী নং ৫৬৮৪)।

(৪) ইয়াহ্ইয়া বিন আইয়ূব আল-গাফিক্বী আবুল-আব্বাস : তিনি কুতুবে সিত্তার রাবী। 'আয়েম্মায়ে সিত্তাহ' তাঁর থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন (সিয়ারু আলামিন নুবালা ৮/৯)।

ইমাম আহমাদ এবং অন্যান্যগণ তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছেন। ইমাম ইবনে মাঈন এবং ইমাম বুখারী এবং অন্যান্যগণ তাকে ছিক্বাহ বলেছেন। যেহেতু জমহুর মুহাদ্দিছ তাঁকে তাওছীক্ব করেছেন; সুতরাং তিনি হাসানুল হাদীছ। তিনি উক্ত বর্ণনায় একক নন। বরং ওছমান ইবনুল হাকাম আল-জুযামীও একই বর্ণনা ইমাম ইবনে জুরাঈজ হতে বর্ণনা করেছেন (ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ ১/৩৪৪)।

ওছমান ইবনুল হাকামের বিরুদ্ধে ইমাম আবূ হাতিম সাধারণ সমালোচনা করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম আহমাদ বিন ছালেহ,

ইমাম ইবনে হিব্বান (আছ-ছিক্বাত ৮/৪৫২), ইমাম ইবনে খুযায়মাহ এবং হাফেয ইবনে হাজার (তার হাদীছকে ছহীহ বলার দ্বারা) এবং অন্যরা তার তাওছীক্ব করেছেন। ইবনে আবী মারইয়াম তাঁকে 'তিনি শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন' বলতেন (ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/৬৯৫)। ইবনু ইউনুস মিছরী তাঁর প্রশংসা করেছেন।

(৫) আব্দুল মালেক বিন আব্দুল আযীয ইবনুল জুরায়জ : তিনি কুতুবে সিত্তার মারকাযী রাবী। এবং শক্তিশালী ছিক্বাহ ইমাম। ইমাম ইবনে মাঈন, ইবনে হিব্বান এবং ইজলী এবং অন্যরা ছিক্বাহ বলেছেন। হাফেয যাহাবী বলেছেন, তিনি ছিক্বাহ, হাদীছের হাফেয (সিয়ারু আলামিন নুবালা ৬/৩৩২)।

হাফেয ইবনে হাজার বলেছেন, তিনি ছিক্বাহ, ফক্বীহ, ফাযেল। আর তিনি তাদলীস ও ইরসাল (মুরসাল হাদীছ বর্ণনা) করতেন (আত-তাক্বরীব, রাবী নং ৪১৯৩)।

হাফেয হাবীবুল্লাহ ডায়ারবী দেওবন্দীও তাঁকে ছিক্বাহ বলেছেন (দেখুন : নূরুছ ছাবাহ পৃঃ ২২২, ২য় মুদ্রণ)।

একই গ্রন্থের (পৃঃ ১৮) ভূমিকায় ডায়ারভী ছাহেব লিখেছেন, 'ইবনে জুরায়জ একজন রাবী যিনি নয় জন নারীকে মুতআ (বিবাহ) ও যেনা করেছিলেন' (যাহাবীর 'তাযকিরাতুল হুফ্ফায' ইত্যাদি)'।

'তাযকিরাতুল হুফ্ফায' গ্রন্থে (১/১৭০, ১৭১, রাবী নং ১৮৪) 'এবং যেনা' শব্দটি আদৌ বিদ্যমান নেই। আর না অন্য কোন গ্রন্থে এই দুর্গন্ধময় শব্দটি বিদ্যমান আছে। বরং এই শব্দটি ডায়ারভী ছাহেবের মিথ্যাচারসমূহ ও রটনাসমূহের মধ্যে রয়েছে।

অবশিষ্ট থাকল মুতআর বিষয়টি। এটা তো ইবনে জুরায়জের ইজতিহাদী ভুল ছিল। যার সাথে তাঁর আদালাত এবং ছাক্বাহাতের কোনই সম্পর্ক নেই। বরং হাফেয ইবনে হাজারের উক্তি অনুপাতে ইমাম ইবনে জুরাঈজ উক্ত ইজতিহাদ হতে ফিরে এসেছিলেন (দেখুন : ফাতহুল বারী ৯/১৭৩)।

সুতরাং একটি এমন মাসআলার উপর ইমাম ইবনে জুরায়জকে তিরস্কার করা নিকৃষ্ট বিষয় যেখান থেকে তিনি প্রত্যাবর্তন এবং তওবাহ করেছেন।

ইবনে জুরায়জের তাদলীসের অভিযোগ

ডায়ারভী ছাহেব এই রেওয়ায়াতের বিরুদ্ধে (ইবনে জুরায়জের) তাদলীসের অভিযোগও এনেছেন (নূরুছ ছাবাহ পৃঃ ২২২)।

জবাব :

(ক) দেওবন্দীদের পক্ষ থেকে (স্রেফ বিরোধীদের বর্ণনাসমূহের উপরে) তাদলীসের অভিযোগ করা নিতান্তই লজ্জাজনক নিকৃষ্ট কাজ। দেওবন্দীদের 'নির্ভরযোগ্য মৌলভী' যাফর আহমাদ থানভী ছাহেব বলেছেন, 'কুরূনে ছালাছার তাদলীস এবং ইরসাল আমাদের নিকটে ক্ষতিকর নয়' (ইলাউস সুনান ১/৩১৩; আরো দেখুন : ১/৩০, ১৩৭, ২/১২৫, ৩/২৪ ইত্যাদি; থানবী, ক্বাওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীছ পৃঃ ৯৫)।

(খ) 'ছহীহ ইবনে খুযায়মা' গ্রন্থে ইবনে জুরায়জের 'সামা'র স্পষ্টতা বিদ্যমান। সুতরাং তাদলীসের অপবাদ মৌলিকভাবেই বাতিল।

(৬) ইমাম ইবনে শিহাব আয-যুহরী : তিনি কুতুবে সিত্তার প্রধান রাবী ও ইজমানুপাতে ছিক্বাহ। হাফেয ইবনে হাজার বলেছেন,

'তিনি ফক্বীহ, (হাদীছের) হাফেয, তার মর্যাদা, দক্ষতা ও নির্ভরযোগ্যতার উপরে ঐক্যমত রয়েছে' (আত-তাক্বরীব, রাবী নং ৬২৯৬)।

তাঁর উপরে কতিপয় হাদীছ অস্বীকারকারী এবং নাছিবীদের অভিযোগসমূহের বিশদ জবাব আমার প্রবন্ধ 'আল-ক্বওলুছ ছহীহ ফীমা তাওয়াতারা ফী নুযূলিল মাসীহ' গ্রন্থে বিদ্যমান।

সতর্কীকরণ : ইমাম যুহরী মুদাল্লিস রাবী। সুতরাং আমাদের তাহক্বীক্বে এ সনদটি যঈফ। কিন্তু হানাফী আহলে দেওবন্দ এবং আহলে ব্রেলভীদের নিকটে যুহরীর তাদলীস মোটেও ক্ষতিকর নয়।

এই বর্ণনার কতিপয় শাহেদ রয়েছে। যেগুলির দ্বারা এটা হাসান (স্তরে উন্নীত হয়েছে)। আল-হামদুলিল্লাহ।

(৭) আবূ বকর বিন আব্দুর রহমান ইবনুল হারেছ বিন হিশাম : তিনি কুতুবে সিত্তার প্রধান রাবী। তিনি 'সাতজন ফক্বীহর অন্যতম' এবং ঐক্যমতে ছিক্বাহ। হাফেয ইবনে হাজার বলেছেন, তিনি ছিক্বাহ, ফক্বীহ, আবেদ (আত-তাক্বরীব, রাবী নং ৭৯৭৬)।

এই বর্ণনার কতিপয় শাহেদও রয়েছে। যেমন-

(১) ইসমাঈল বিন আইয়াশ (যঈফ) ছালেহ বিন কায়সান (ছিক্বাহ, হিজাযী) হতে, তিনি আব্দুর রহমান আল-আরাজ (ছিক্বাহ) থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে। এটা বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজাহ (হা/৮৬০) এবং আহমাদ (২/১৩২) ইত্যাদি।

এই সনদটি যঈফ।

(২) মুহাম্মাদ বিন মুছআব আল-কুরকুসানী (যঈফ, জমহুর বিদ্বানগণ তাঁকে যঈফ বলেছেন। এবং ইবনে ক্বানে' ও অন্যরা তাঁকে ছিক্বাহ বলেছেন) মালেক হতে, তিনি ইবনে শিহাব আয-যুহরী হতে, তিনি আবূ সালামাহ বিন আব্দুর রহমান থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে (আত-তামহীদ ৭/৭৯, ৮০; দারাকুৎনী, কিতাবুল ইলাল)।

এই সনদটিও যঈফ।

(৩) আমর বিন আলী ইবনে আবী আদী হতে, তিনি মুহাম্মাদ বিন আমর থেকে, তিনি আবূ সালামাহ থেকে, উভয়ই আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে (দারাকুৎনী, আল-ইলাল; আত-তালখীছুল হাবীর ১/২১৯)।

এর সনদটি (আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস থেকে উপর পর্যন্ত) হাসান। কিন্তু নিম্নের সনদটুকু অজ্ঞাত। সুতরাং এই বর্ণনাটি যঈফ ও বর্জিত।

এ ব্যতিরেকে আরোও কতিপয় শাহেদ বিদ্যমান। যেমন সাইয়েদুনা আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে ছহীহ সনদে রফউল ইদায়েন করা প্রমাণিত আছে (জুযউ রফইল ইদায়েন হা/২২)।

এ মাওকূফ, ছহীহ শাহেদটি উক্ত রেওয়াতটিকে হাসান স্তরে পৌঁছিয়ে দেয়।

সারকথা

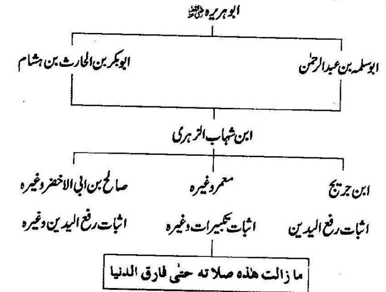
এই রেওয়ায়াতটি মূলত ইমাম যুহরীর উক্ত রেওয়ায়াতটির পরিশিষ্ট এবং সংক্ষিপ্তসার। ইমাম নাসাঈ 'মামার যুহরী হতে, তিনি আবূ বকর বিন আব্দুর রহমান এবং আবূ সালামাহ হতে, তিনি আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে'- সনদের মাধ্যমে এই

রেওয়ায়াতটি বর্ণনা করেছেন যেখানে রফউল ইদায়েনের উল্লেখ নেই। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন, 'আর ঐ সত্তার কসম! যার হাতে আমার জান আছে। অবশ্যই আমি তোমাদের চাইতে রাসূল (ছাঃ)-এর সাদৃশ্যতায় নিকটবর্তী। এটাই তাঁর ছালাত ছিল এ পর্যন্ত যে, তিনি দুনিয়া হতে চলে যান' (সুনানে নাসাঈ হা/১১৫৭, ১/১৭৩)।

একে ইমাম বুখারী (অধ্যয়ন করুন : ফাৎহুল বারী ২/২৬৯, ২৭২, ২৯০) ও অন্যান্যরা কতিপয় সনদের মাধ্যমে ইমাম যুহরী থেকে সংক্ষিপ্তকারে ও দীর্ঘাকারে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম যুহরী সামার স্পষ্টতা প্রদান করেছেন। ছহীহ বুখারী, সুনানে নাসাঈ, সুনানে আবী দাঊদ এবং ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ-এর হাদীছসমূহের সমন্বয় থেকে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ) রুকূ'র আগে এবং পরে রফউল ইদায়েন করতেন। আর দুনিয়া হতে প্রস্থান করা পর্যন্ত এটাই তাঁর তরীকা ছিল। আর যদি কোন ব্যক্তি এটা বলে যে, এ দু'টা আলাদা হাদীছ। তবে তার জবাব হল এই যে, ইমাম যুহরী পর্যন্ত এই হাদীছ একই রয়েছে। ইমাম যুহরীর ছাত্রদের মাঝে মতানৈক্য আছে। কেউ একটি অংশ বর্ণনা করেন আর কেউ অপর অংশটি এবং কেউ উভয় অংশটিই একত্রিত করে বর্ণনা করে দিয়েছেন।

صلوته حتی فارق الدنيا " اوراس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں بے شک تم سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت میں قریب ہوں، آپ کی یہی نماز تھی حتیٰ کہ آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ [سنن النسائی ۱/۱۷۳ ح ۱۱۵۷]

اسے امام بخاری (راجع الفتح ۲/۲۶۹، ۲۷۲، ۲۹۰) وغیرہ نے کئی سندوں کے ساتھ امام زہری سے مختصراً اور مطولاً روایت کیا ہے اور امام زہری نے سماع کی تصریح کر دی ہے۔ صحیح بخاری، سنن نسائی، سنن ابی داود اور صحیح ابن خزیمہ کی احادیث کے مجموعے سے یہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے اور بعد رفع الیدین کرتے تھے اور آپ کا یہی طریقہ تھا حتیٰ کہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ یہ دو علیحدہ حدیثیں ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام زہری تک یہ حدیث ایک ہی ہے۔ آگے امام زہری کے شاگردوں میں اختلاف ہے۔ کوئی ایک ٹکڑا روایت کرتا ہے اور کوئی دوسرا اور کوئی دونوں کو جمع کر دیتا ہے۔



انور شاہ کاشمیری دیوبندی فرماتے ہیں:

" واعلم أن الحديث لم يجمع إلا قطعة قطعة فتكون قطعة عند واحد وقطعة أخرى عند واحد فليجمع طرقه وليعمل با لقدر المشترك ولا يجعل كل قطعة منه حديثاً مستقلاً. "

اور جان لو کہ احادیث کو ٹکڑوں ٹکڑوں کی شکل میں جمع کیا گیا ہے پس ایک ٹکڑا ایک

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে আবূ সালামাহ বিন আব্দুর রহমান এবং আবূ বকর ইবনুল হারিছ বিন হিশাম বর্ণনা করেছেন। উভয়ের থেকে ইবনে শিহাব আয-যুহরী বর্ণনা করেছেন। তার থেকে ইবনে জুরাঈজ, মামার ও অন্যান্যরা এবং ছালেহ বিন আবুল আখযার সহ অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন।

আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী দেওবন্দী বলেছেন, 'এবং জেনে রাখো যে, হাদীছসমূহকে টুকরা টুকরা করে জমা করা হয়েছে। ফলে একটি অংশ একজন রাবীর নিকটে থাকতো আর অন্যটি অন্য জনের কাছে। সুতরাং, উচিৎ হল যে, সকল হাদীছের সনদ সমূহ জমা করে উদ্দিষ্ট্য অর্থের উপরে আমল করা। এবং প্রতিটি টুকরাকে একটি (পূর্ণাঙ্গ) স্বতন্ত্র হাদীছ যেন বানানো না হয়' (ফায়যুল বারী ৩/৪৫৫)।

আহমাদ রেযা খান ব্রেলভী লিখেছেন, শত শত বছর ধরে এর উদাহরণ পাওয়া যাবে যে, একটি হাদীছকেই রেওয়ায়াত বিল-মা'না কোন্ কোন্ প্রকারের ভিত্তিতে বর্ণনা করা হয়। কেউ পুরো, কেউ এক টুকরা, কেউ অন্যটি, কেউ কোন এক ভাবে, কেউ কোন একভাবে। সকল সনদ থেকে পুরো বিষয় অনুধাবন করা যায়' (ফাতাওয়া রিযবিয়া ৫/৩০১, নতুন সংস্করণ)।

একইভাবে এই হাদীছটিই ইমাম যুহরীর নিকটে পূর্ণাঙ্গ আকারে বিদ্যমান ছিল। ইবনে জুরায়জ তার থেকে একটি অংশ বর্ণনা করেছেন এবং মামার অন্য অংশটি। ছালেহ ইবনুল আখযার (যঈফ) ও অন্যরা কতিপয় টুকরাকে একটি হাদীছে একত্রিত করে বর্ণনা করেছেন (দ্রষ্টব্য : ইবনু আবী হাতিম, ইলালুল হাদীছ হা/২৯১)।

সুতরাং একই হাদীছকে অযথা দু'টি হাদীছ বানানো ঠিক নয়। এর অন্য দলীল এই যে, আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে রফউল ইদায়েনের বর্জন নিশ্চিৎরূপে প্রমাণিত নয়। বরং ইমাম বুখারী 'জুযউ রফইল ইদায়েন' (হা/২২) গ্রন্থে তাঁর থেকে ছহীহ সনদের সাথে (রুকূ'র) তাকবীর এবং মাথা উঠানোর সময় রফউল ইদায়েন করা বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেছেন, 'সুলায়মান বিন হারব আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। (তিনি বলেন) আমাদেরকে ইয়াযীদ বিন ইবরাহীম হাদীছ বর্ণনা করেছেন ক্বায়েস বিন সাদ হতে, তিনি আত্বা হতে'।

(১) সুলায়মান বিন হারব কুতুবে সিত্তার প্রধান রাবী এবং ছিক্বাহ ইমাম, (হাদীছের) হাফেয ছিলেন (আত-তাক্বরীব, রাবী নং ২৫৪৫)।

(২) ইয়াযীদ বিন ইবরাহীম কুতুবে সিত্তার রাবী, ছিক্বাহ-ছাবত। তবে ক্বাতাদা থেকে হাদীছ বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন (আত-তাক্বরীব, রাবী নং ৭৬৮৪)।

(৩) ক্বায়স বিন সা'দ ছহীহ মুসলিমের এবং অন্যান্য গ্রন্থের রাবী এবং 'ছিক্বাহ' ছিলেন (তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৫৫৭৭)।

(৪) আত্বা বিন আবী রাবাহ কুতুবে সিত্তার প্রধান রাবী এবং 'ছিক্বাহ, ফক্বীহ, ফাযেল, অত্যধিক ইরসালকারী' ছিলেন (আত-তাক্বরীব, রাবী নং ৪৫৯১)।

সুতরাং এই সনদ একেবারেই ছহীহ।

এই মাওকূফ বর্ণনাটির কতিপয় শাহেদ বিদ্যমান। 'ইবনে ইসহাক্ব আরাজ হতে, তিনি আবূ হুরায়রা হতে'-ও এর শাহেদ (সমর্থনকারী বর্ণনা)। দেখুন : জুযউ রফইল ইদায়েন (হা/১৯)।

এবং কতিপয় শাহেদ সামনে আসছে।

রাবীদের এই অভ্যাস আছে যে, কখনো হাদীছকে সংক্ষিপ্ত করে বর্ণনা করেন এবং কখনো দীর্ঘরূপে (বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন)। অতএব সকল সনদ ও মতন পর্যবেক্ষণে রাখা যরূরী। যেমন এই বর্ণনাই ছহীহ বুখারীতে (২/২৯০, ফাৎহুল বারী সহ) 'শুআইব যুহরী থেকে' সনদে বর্ণিত আছে। এবং সেখানে 'আমি তোমাদের চাইতে রাসূলের ছালাতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এটাই তার ছালাত যা আমৃত্যু ছিল'-এর শব্দগুলি আছে। ২৭২ পৃষ্ঠায় একই বর্ণনায় 'উক্বায়ল যুহরী হতে' সনদে বর্ণিত আছে যেখানে এই শব্দগুলি নেই। ২৬৯ পৃষ্ঠায় 'মালেক যুহরী থেকে' সনদে এই বর্ণনাটিই অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত আছে। যেখানে কতিপয় শব্দাবলী যেমন 'এটাই যদি হয় তবে তিনি দুনিয়া ত্যাগ করা পর্যন্ত এটাই তার ছালাত ছিল'-বিদ্যমান নেই। উক্ত সনদসমূহকে আলাদা আলাদা হাদীছ স্থির করা ঠিক নয়। সেই জন্য ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ ও সুনানে নাসাঈ ইত্যাদি গ্রন্থের হাদীছটি একই।

حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا

এ পর্যন্ত যে তিনি দুনিয়া ত্যাগ করলেন

এই আলোচনার পরে ইমাম আবূ সাঈদ আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন যিয়াদ- ইবনুল আরাবী (মৃঃ ৩৪১ হিঃ) -এর 'কিতাবুল মুজাম' অধ্যয়ন করার সুযোগ হয়েছিল। ইমাম ইবনুল আরাবী বলেছেন- 'সাইয়েদুনা আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন, অবশ্যই আমি তোমাদেরকে রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত পড়াবো। তাতে না বেশী করব আর না কম। তারপর তিনি আল্লাহর কসম খেয়ে বললেন

যে, এটাই তার ছালাত ছিল এমনকি তিনি দুনিয়া হতে প্রস্থান করেন। রাবী বলেছেন, এরপর আমি তাঁর ডান দিকে দাঁড়িয়ে গেলাম যে, দেখি তিনি কি করতে থাকেন। তারপর তিনি ছালাতের সূচনা করলেন। আল্লাহু আকবার বললেন এবং স্বীয় দু'টি হাত উঠালেন। তারপর রুকূ' করলেন ও আল্লাহ আকবার বললেন। এবং তার উভয় হাত উত্তোলন করলেন। অতঃপর সিজদা করলেন। তারপর আল্লাহু আকবার বললেন। তারপর আবার সিজদা করলেন ও আল্লাহু আকবার বললেন এবং স্বীয় ছালাত থেকে অবসর হলেন। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন, আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি! তিনি (ছাঃ)-এর এটাই ছালাত ছিল তাঁর দুনিয়া ত্যাগ করা পর্যন্ত (হা/১৪২, ১/৬২২)।

এই বর্ণনাটির সনদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পেশ করা হল-

(১) আবূ আব্দুল জাবক্ষার আব্দুল্লাহ বিন মা'জ আল-ফিলাসত্বীনীর উল্লেখ ইমাম বুখারীর 'আত-তারীখুল কাবীর' (৫/২০৯) গ্রন্থে এবং ইমাম ইবনে আবী হাতিমের 'আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল' গ্রন্থে (৫/১৭৬) বিদ্যমান। ইবনে হিব্বান তাঁকে 'কিতাবুছ ছিক্বাত' গ্রন্থে (৫/৩০) উল্লেখ করেছেন।

স্মর্তব্য যে, 'মুজাম ইবনুল আরাবী' গ্রন্থে ভুলক্রমে 'আবূ যুরআহ বিন (আমর বিন জারীর) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি দেখেছি' সনদটি প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে। অথচ সঠিক ঐটাই যা পাভুলিপিতে বিদ্যমান ও যেমনটি আমি উপরে লিখেছি। (উপরন্তু দেখুন : মু'জাম ইবনুল আরাবী, অন্য সংস্করণ হা/১৪৪, ১/১৩১, এখানে 'আবূ যুরআহ বিন আব্দুল জাবক্ষার বিন মাজ থেকে বর্ণিত' লেখা হয়েছে)।

(২) আবূ যুরআহ ইয়াহ্ইয়া বিন আবী ওমর আস-সায়বানী ছিক্বাহ ছিলেন (আত-তাক্বরীব, রাবী নং ৭৬১৬)।

(৩) রুদাইহ বিন আত্বিইয়াকে ইবনে হিব্বান 'কিতাবুছ ছিক্বাত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। মারওয়ান বিন মুহাম্মাদ ও দুহাঈম তাকে 'ছিক্বাহ' বলেছেন।

আবক্ষাদ বিন আবক্ষাদ আল-খাওয়াছ (ইবনে মাঈন, ইজলী ও জমহুর তাকে ছিক্বাহ বলেছেন) কতিপয় হাদীছে তার মুতাবাআত উল্লেখ করে করেছেন (ত্বাবারানী, মুসনাদুশ শামিঈন হা/৮৬৮, ২/৩৫)।

(৪) সাওয়ার বিন ওমারাহকে ইবনে মাঈন ও অন্যরা ছিক্বাহ বলেছেন। আবূ হাতিম বলেছেন, তিনি সত্যপরায়ণ। নাসাঈ বলেছেন, তাঁর ব্যাপারে কোন অসুবিধা নেই। ইবনে হিব্বান 'কিতাবুছ ছিক্বাত' গ্রন্থে তাঁকে উল্লেখ করার পর বলেছেন, 'তিনি কদাচিৎ (ছিক্বাহ রাবীদের) বিরোধীতা করতেন'।

যেহেতু উপরোল্লিখিত সাওয়ার জমহুর বিদ্বানদের নিকটে ছিক্বাহ। তাই তাঁর বিরুদ্ধে হাফেয ইবনে হিবক্ষানের সমালোচনাটি প্রত্যাখ্যাত।

(৫) আবূ উবায়দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন ইছমাহ আর-রামলী আল-ক্বাযী আত্বরূশ-এর উল্লেখ হাফেয মিয্যী 'সাওয়ার বিন মুহাম্মাদ উমার'র ছাত্রদের মধ্যে করেছেন (তাহযীবুল কামাল, পাণ্ডুলিপি ১/৫৫৯)। হাফেয ইবনে আসাকির 'তারীখে দিমাশক্ব' গ্রন্থে ইবনুল আরাবীর উস্তাদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। (কিন্তু) আমি তাঁর জীবনী পাই নি। এই ধরণের আরেকজন রাবী হলেন আব্দুর রহমান বিন আহমাদ আল-আরাজ। যার তাওছীক্ব কোন

গ্রন্থেও পাওয়া যায় নি। এরপরও ডায়ারভী ছাহেবের উস্তাদ সরফরায খান ছফদর তার রেওয়ায়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন (দ্রষ্টব্য : তাসকীনুছ ছুদূর পৃঃ ৩২৬)। আবূ উবায়দুল্লাহ আল-ক্বাযীর মুতাবাআত 'মুসনাদুশ শামিঈন' গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

ইমাম ত্বাবারানী বলেছেন-

'আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন, আমি তোমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত পড়িয়ে দেখাবো। আমার সাধ্যমত তাতে না কোন বৃদ্ধি করব আর না কোন কমতি করব। তারপর তিনি আল্লাহু আকবার বললেন ও রফউল ইদায়েন করলেন। এরপর তিনি রুকূ' করলেন। রুকূ' না লম্বা ছিল আর না খাটো। অতঃপর তিনি তাঁর মাথা উত্তোলন করলেন এবং রফউল ইদায়েন করলেন। তারপর আল্লাহু আকবার বললেন (এরপর) সিজদা করলেন' (মুসনাদুশ শামিঈন ২/৩৫)।

আবক্ষাদ বিন আবক্ষাদের উল্লেখ উপরে গত হয়েছে। যাকারিয়া বিন নাফে' থেকে ইয়াকূব বিন সুফিয়ান আল-ফারিসী বর্ণনা করেছেন, বলা হয় যে, ইয়াকূব বলেছেন, আমি প্রায় এক হাজার উস্তাদদের থেকে হাদীছ লিপিবদ্ধ করেছি। তাঁরা সকলেই ছিক্বাহ ছিলেন। ইবনে হিব্বান তাঁকে 'কিতাবুছ ছিক্বাত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, 'তিনি গরীব হাদীছ বর্ণনা করতেন'। সুতরাং এমন রাবীকে শাওয়াহেদের মধ্যে পেশ করা যেতে পারে। হুছাঈন বিন ওয়াহ্ব-এর জীবনী আমি পাইনি।

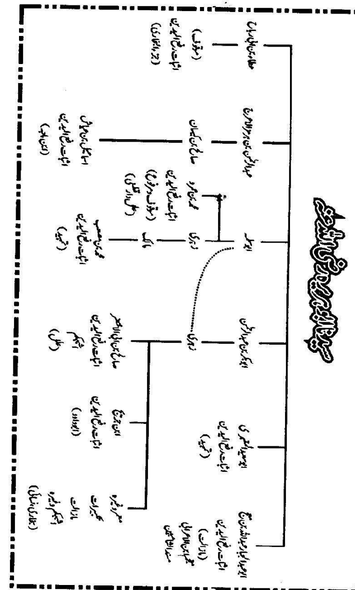
সারকথা : আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে রফউল ইদায়েন এবং তাকবীরসমূহের কতিপয় বর্ণনার সংক্ষিপ্ত তাখরীজ নিম্নরূপ-

اٹھایا اور رفع یدین کیا، پھر اللہ اکبر کہا (پھر اس کے بعد) سجدہ کیا۔ [مسند الشامیین ۳۵/۲]

عباد بن عباد کا تذکرہ اوپر گزر چکا ہے زکریا بن نافع سے یعقوب بن سفیان الفارسی روایت کرتے ہیں: کہا جاتا ہے کہ یعقوب نے کہا: میں نے تقریباً ایک ہزار استادوں سے حدیث لکھی ہے، وہ سب ثقہ تھے۔ ابن حبان نے اسے کتاب الثقات میں ذکر کیا اور کہا: "یغرب" لہٰذا ایسے راوی کو شواہد میں پیش کیا جا سکتا ہے۔

حصین بن وہب کے حالات مجھے نہیں ملے۔

خلاصہ: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفع الیدین اور تکبیرات کی بعض روایات کی مختصر تخریج درج ذیل ہے:



এই পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হল যে, আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে ছহীহ সনদের সাথে রফঊল ইদায়েন করা প্রমাণিত। এবং এটাও প্রমাণিত যে, আবূ হুরায়রা (রাঃ) নবী (ছাঃ)-এর যে ছালাত বর্ণনা করেছেন তা তার শেষ ছালাত ছিল। এ পর্যন্ত যে, তিনি দুনিয়া ত্যাগ করে চলে যান। ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

উপসংহার : এই গ্রন্থে যে সকল হক্বপন্থী আলেম এবং মুসলিমদের ইমামদের উল্লেখ এসেছে তাঁদের উপরে আল্লাহ তাআলার লক্ষ্য-কোটি রহমত বর্ষিত হৌক। আমীন।

হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ (রহঃ)

সম্পাদনা শেষ- ২৩ রজব, ১৪২৭ হিজরী।

****

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

আমরা তিন চারজন সাথী আমাদের গ্রামের একজন যুবক ভাইয়ের মাধ্যমে মৌলভী ছাহেব হতে 'হাদীছ আওর আহলেহাদীছ' গ্রন্থটি চেয়ে নেই। যেন আমাদের মাযহাবের দলীলসমূহ আহলেহাদীছ আলেমদের দেখিয়ে দেই। কিন্তু যখন আমরা আমাদের গ্রামের আহলেহাদীছ মসজিদের খত্বীব রহমত ইলাহী মুহাম্মাদী ছাহবের নিকটে পৌঁছলাম। তখন বিষয়টি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়ে গেল। মুহাম্মাদী ছাহেব আসল হাদীছের গ্রন্থগুলি যখন আমাদের সামনে রাখলেন, তখন আমরা হয়রান হয়ে গেলাম যে, এত্ত খেয়ানত করা হয়েছে? আর অত্র গ্রন্থটির খেয়ানতসমূহ আমাদের জন্য সঠিক পথের কারণ হয়ে গিয়েছে এবং আমরা আহলেহাদীছ হয়ে গেলাম।

(২৬ই মে, ১৯৯৬ইং)

ইফতিখার আহমাদ, খিযির মাহমূদ এবং বখশীশ ইলাহীর স্বাক্ষর নীচের ছবিতে প্রদত্ত হল-

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ہم تین چار ساتھیوں نے اپنے گاؤں کے ایک نوجوان مقصود کے ذریعے مولوی صاحب سے ''حدیث اور اہلحدیث'' کتاب منگوائی تاکہ اپنے مذہب کے دلائل اہلحدیث حضرات کو دکھائیں۔

لیکن جب ہم اپنے گاؤں کی مسجد اہلحدیث کے خطیب رحمت الٰہی محمدی صاحب کے پاس پہنچے تو معاملہ کچھ اور بن گیا۔ محمدی صاحب نے اصل کتابیں حدیث کی جب ہمارے سامنے رکھیں تو ہم حیران ہو گئے کہ اتنی خیانتیں؟ اور اس کتاب کے مصنف کی یہ خیانتیں ہمارے لئے راہ راست کا سبب بن گئیں اور ہم اہلحدیث ہو گئے۔ 26 مئی 1996ء

دستخط افتخار احمد   دستخط خضر محمود   دستخط بخشیش الٰہی

افتخار احمد 26/5/96 مئی   خضر محمود   بخشیش الٰہی 26-5-96

بسم اللہ الرحمن الرحیم

یا حی

Jamia Muhammadi
Masjid Ahl-e-Hadees &
Madarsa Darul-Quran
Wal Hadees Rehmania

Akhter Colony Abbasia Road,
Uch Sharif Bahawalpur

جامع محمدی مسجد اہلحدیث و
مدرسہ دار القرآن و الحدیث رحمانیہ
اختر کالونی عباسیہ روڈ اوچ شریف (بہاولپور)

تاریخ 10/3/2000

محترم جناب فضیلۃ الشیخ ابو الطاہر حافظ زبیر علی زئی صاحب حفظہ اللہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپکے علم وعمل میں برکت عطا فرمائے۔ آمین
گزارش یہ ہے کہ ہمارا تعلق ضلع بہاولپور شہر اوچ سے ہے جو کہ شرک
وبدعت کے گڑھ کے علاوہ مقلدین کا بھی بڑا گڑھ ہے۔ بحمد اللہ یہاں اور جماعت
اہلحدیث کی پہلی مسجد زیر تعمیر ہے اور جماعت اہلحدیث کے چند افراد
ہیں جنکی تعداد تقریباً ۲۰ کے قریب ہے بہرحال آپنے استطاعت
کے مطابق دین حقہ کی تبلیغ جاری ہے اور مقلدین کی طرف سے
ہتھکنڈا بازی بھی شروع ہے بہرحال ہم نے آپکی کتاب سے کچھ رفع
الیدین کی احادیث لکھکر دیں ہیں اور مقلدین کی طرف سے
عدم رفع الیدین کا جواب (؟) لکھا ہے تو وہ تحریر آپکے پاس
روانہ خدمت ہے مہربانی کرکے مدلل جواب لکھکر پیارے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رفع الیدین

مجھ کو واضح کر دیا تھا۔ ہمارے علاقہ میں علماء تو ہیں لیکن آپ کی
کتاب نور العینین مسئلہ رفع الیدین نظر سے گزری ہے اور مسجد کے
سے اور محترم مولانا حبیب الرحمن صاحب جو کہ حنفی تھے اور اب
الحمد للہ اس مسجد میں خطیب ہیں الحمد للہ علی ذالک
اور انہوں نے مسلک اہلحدیث قبول کر لیا ہے اور مہربانی کر کے
اس تحریر کا جواب جلدی جلدی [illegible] روانہ کریں تو [illegible]
۲۰ دن کا مہلت ہے اور جواب مقلدین کو دینا ہے
اللہ تعالیٰ آپکو جزائے خیر دے گا مجھے امید ہے کہ آپ
اس احسن کام میں تاخیر نہ کرتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی اس سنت سے محبت کا ثبوت دیں گے
جزاک اللہ خیرا۔ وتعاونوا علی البر والتقوی۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اخوکم فی الدین۔ حبیب الرحمن [illegible] خطیب جامع مسجد [illegible]
فون 51824 اہلحدیث [illegible] ضلع [illegible]
51621 پنجاب [illegible] 06902

264

بسم اللہ الرحمن الرحیم

جامع محمدی مسجد اہلحدیث و
مدرسہ دار القرآن والحدیث رحمانیہ
اختر کالونی عباسیہ روڈ اوچ شریف بہاولپور

Jamia Muhammadi
Masjid Ahl-e-Hadees &
Madarsa Darul-Quran
Wal Hadees Rehmania

Akhter Colony Abbasia Road,
Uch Sharif Bahawalpur

محترم جناب فضیلۃ الشیخ ابو الطاہر حافظ زبیر علی زئی حفظہ اللہ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم وعمل میں برکت عطا فرمائے۔ (آمین)

گزارش ہے کہ ہمارا تعلق ضلع بہاولپور کے شہر (اوچ) سے ہے جو کہ شرک وبدعت کے گھر کے علاوہ مقلدین کا بھی بول بالا ہے۔ اور جماعت اہلحدیث کی پہلی مسجد زیر تعمیر ہے اور جماعت اہلحدیث کے چند افراد نے جن کی تعداد تقریباً 20 تک ہے۔ بہر حال اپنی استطاعت کے مطابق دین حق کی تبلیغ جاری ہے اور مقلدین کی طرف سے فتویٰ بازی بھی شروع ہے بہر حال ہم نے ایک سائل کو رفع الیدین کی احادیث لکھ کر دی ہیں۔ اور مقلدین کی طرف سے عدم رفع الیدین کا جواب انہوں نے لکھا ہے۔ وہ تحریر آپ کے پاس روانہ خدمت ہے مہربانی کر کے مدلل جواب لکھ کر پیارے رسول ﷺ کی سنت رفع الیدین کو واضح کر دیا جائے ہمارے علاقے میں علماء رہے ہیں لیکن آپ کی کتاب "نور العینین" نظر سے گزری ہے اور جس کو پڑھ کر میرے والد محترم مولانا حبیب الرحمن صاحب جو کہ حنفی تھے اور اب الحمد للہ اسی مسجد میں خطیب ہیں اور انہوں نے مسلک اہلحدیث قبول کر لیا ہے مہربانی کر کے اس تحریر کا جواب جتنی جلدی ہو سکے روانہ کریں تقریباً بیس دن کی مہلت ہے اور جواب مقلدین کو دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے گا مجھے امید ہے کہ آپ اس احسن کام میں تاخیر نہ کرتے ہوئے محمد رسول اللہ ﷺ کی اس سنت سے محبت کا ثبوت دیں گے۔ جواب تقریباً ان کے ڈبل صفحے کا لکھ دیں۔ (جزاک اللہ خیرا)

سندھ کا مناظرہ اور اوکاڑوی صاحب کی شکست

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

ہم آج 22/10/95 کو اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے مسلک اہلحدیث کے دلائل سن لیے ہیں۔ اور یہ دیکھ لیا ہے کہ دیوبندی حضرات جھوٹے ہیں اور انہوں نے شرطیں قبول کرنے کے بعد مناظرہ سے راہ فرار اختیار کی ہے۔ لہٰذا ہم آج سے اپنے اہلحدیث ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے۔ آمین۔

(۱) مختیار علی بروڑو ولد نورالدین بروڑو تعلقہ قمبر [illegible] 22/10/95

(۲) سکندر ولد قیصر خان جاگیرانی، گاؤں گل محمد جاگیرانی۔ تعلقہ قمبر ضلع لاڑکانہ سندھ [illegible] 22/10/95

(۳) حاجی محمد عظیم جاگیرانی گاؤں گل محمد جاگیرانی۔ تعلقہ قمبر۔ ضلع لاڑکانہ سندھ۔ حاجی محمد عظیم 22-10-95

(۴) حاجی محمد مرید ولد قیصر خان جاگیرانی۔ محمد مرید 22/10/95

(۵) منیر احمد ولد حاجی محمد مرید ملوخہ جاگیرانی۔ منیر احمد جاگیرانی

ইমাম সুফিয়ান ছাওরী ও ত্বাবাক্বায়ে ছালেছাহ

প্রশ্ন : সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ)-এর তাদলীস ও মুআনআন বর্ণনা সম্পর্কে আপনার নিকটে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বক্তব্য কোনটি?-

তানভীর হুসাইন শাহ, হরীপুর।

জবাব : সুফিয়ান ছাওরী সম্পর্কে রাজেহ বক্তব্য এই যে, তিনি ছিক্বাহ ইমাম, আমীরুল মুমিনীন হওয়ার সাথে সাথে মুদাল্লিস রাবীও ছিলেন। এবং তিনি যঈফ রাবী ইত্যাদি থেকে তাদলীস করতেন। সুতরাং তার গায়ের ছহীহায়নের মধ্যে মুআনআন বর্ণনা মুতাবাআত এবং সামার ব্যাখ্যা ব্যতিত যঈফ ও প্রত্যাখ্যাত হয়ে থাকে। হাফেয ইবনে হাজার রহিমাহুল্লাহ'র তাঁকে 'ত্বাবাক্বায়ে ছানিয়াহ'-এর মধ্যে গণ্য করা ঠিক হয়নি। বরং তিনি 'ত্বাবাক্বায়ে ছালেছা'র অর্ন্তভুক্ত ব্যক্তি। যেমনটি হাকেম নিশাপূরী তাঁকে 'ত্বাবাক্বায়ে ছালেছা'য় উল্লেখ করেছেন (মা'রিফাতু উলূমিল হাদীছ পৃঃ ১০৬; জামে'উত তাহছীল পৃঃ ৯৯)।

হাফেয ইবনে হিব্বান (রহঃ) বলেছেন, وأما المدلسون الذين هم ثقات وعدول فإنا لا نحتج بأخبارهم إلا ما بينوا السماع فيما رووا مثل الثوري والأعمش وأبي إسحاق وأضرابهم আর মুদাল্লিস ছিক্বাহ রাবীগণ ন্যায় পরায়ণ। আমরা তাদের সামা ব্যাখ্যা সংবলিত হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করি। যেগুলি তারা বর্ণনা করেছেন। যেমন ছাওরী, আমাশ, আবূ ইসহাক্ব এবং তাদের ন্যায় অন্যান্যগণ....(আল-ইহসান ১/৯০, অন্য সংস্করণ, পৃঃ ১৬১, শব্দগুলি তাঁর)।

এই তাহক্বীক্বটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ও সঠিক। আর লেখক এই মতকেই নূরুল আয়নায়ন ও 'আত-তাসীস ফী মাসআলাতিদ তাদলীস' (মাসিক আল-হাদীছ ক্রমিক ৩৩-এ প্রকাশিত) গ্রন্থদ্বয়ে মনোনীত করেছেন।

স্মর্তব্য যে, আব্দুর রশীদ আনছারী ছাহেবের নামে আমার একটি পত্রে (১৯/৮/১৪০৮ হিঃ) সুফিয়ান ছাওরী সম্পর্কে এটা লেখা হয়েছিল যে, 'তিনি ত্বাবাক্বায়ে ছানিয়ার মুদাল্লিস (রাবী)। যার তাদলীস ক্ষতিকর নয়' (জিরাবো পার মাসাহ পৃঃ ৪০)।

আমার এই বক্তব্যটি ভুল। আমি এ থেকে প্রত্যাবর্তন করছি। সুতরাং একে রহিত ও অস্তিত্বহীনের ন্যায় মনে করতে হবে। আইনী হানাফী লিখেছেন, সুফিয়ান মুদাল্লিস রাবী। আর মুদাল্লিস রাবীর আনআনাহ দ্বারা দলীল পেশ করা যায় না অন্য সনদে তার সামার ব্যাখ্যা পাওয়া ব্যতীত' (উমদাতুল ক্বারী ৩/১১২)।

(১১ই মুহার্রম, ১৪৩৪ হিঃ, ১৫ই মার্চ, ২০০৩ ইং)

সতর্কীকরণ : এই প্রশ্ন এবং জবাব 'মাসিক শাহাদাত (ইসলামাবাদ, এপ্রিল, ২০০৩ ইং, পৃঃ ৩৯)-এ প্রকাশিত হয়েছিল। এখন কিছু সংশোধনী সহকারে তাকে দ্বিতীয়বার প্রকাশ করা যাচ্ছে (২ ই আগস্ট, ২০০৭ ইং)।

{মাসিক আল-হাদীছ, হাযরো : ৪২ পৃঃ ২৭, নং ২৯}

***

হাবীবুল্লাহ ডায়ারভী ছাহেব ও তার দলীল গ্রহণের তরীকা

আল-হামদুলিল্লাহি রবিব্বল আলামীন। ছালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তার বিশ্বস্ত রাসূলের উপর। অতঃপর-

এই প্রবন্ধে হাফেয হাবীবুল্লাহ ডায়ারভী হায়াতী দেওবন্দী ছাহেবের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী হতে এমন কিছু মাওযূ‘ ও প্রত্যাখ্যাত রেওয়ায়াত বরাত সমূহ সহকারে পেশ করা হল যেগুলি দ্বারা তিনি দলীল গ্রহণ করেছেন বা দলীল পেশ করেছেন। অতঃপর ডায়ারভী ছাহেবের মিথ্যাচারসমূহ এবং চারিত্রিক কর্মের দশটি দশটি করে নমুনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যেন হাবীবুল্লাহ ডায়াভী ছাহেব এবং তার দলীল গ্রহণের পদ্ধতি সাধারণ মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়।

(১) ডায়ারভী ছাহেব লিখেছেন যে, ‘আর হযরত ইমাম শাফেঈ যখন হযরত ইমাম আবূ হানীফার কবর যিয়ারতের জন্য পৌঁছলেন তখন সেখানে ছালাতে রফউল ইদায়েন বর্জন করেছিলেন। কোন একজন ইমাম শাফেঈকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করল। তখন তিনি বলেছিলেন, এই কবরবাসী থেকে লজ্জাবোধ করি’।

হযরত শাহ রফীউদ্দীন মুহাদ্দিছ দেহলবী (রহঃ) ‘তাকমীলুল আযহান’ গ্রন্থে (পৃঃ ১৫৭) এই ঘটনাকে উল্লেখ করার পরে বলেছেন, এই ঘটনা এই বিষয়টির আলামত যে, ইমাম শাফেঈর নিকটে রুকূ‘র আগে এবং পরে রফউল ইদায়েন করা বাধ্যতামূলক ছিল না (নূরুছ ছাবাহ ফী তারকি রফইল ইদায়েন বা‘দাল ইফতিতাহ, ২য় প্রকাশ, পৃঃ ২৯, ৩০, ১৪০৪ হিঃ)।

এর উপর পর্যালোচনা করতে গিয়ে লেখক লিখেছিলেন, এই ঘটনা বানোয়াট এবং নির্জলা মিথ্যাচার। শাহ রফীউদ্দীনের কোন ঘটনা প্রমাণবিহীন বর্ণনা করা উক্ত ঘটনার বিশুদ্ধতার দলীল নয়। শাহ রফীউদ্দীন এবং ইমাম শাফেঈর মাঝে কয়েকশত বছরের তফাৎ রয়েছে। যেখানে মুসাফিরদের (দুরত্বের কারণে) গর্দানও ভেঙ্গে

যায়। ডায়ারভী ছাহেবের যিম্মাদারী হল যে, তিনি এই ঘটনার পরিপূর্ণ এবং বিস্তারিত সনদ পেশ করবেন। যেন রাবীদের সত্যপরায়ণতা ও মিথ্যাচারিতা প্রতীয়মান হয়। ‘ইসনাদ’ দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। আর সনদবিহীন কারো বক্তব্যের অণু পরিমাণ মূল্যও নেই (নূরুল আয়নাইন ফী মাসআলায়ে রফইল ইদায়েন, প্রথম প্রকাশ : ১৪১৩ পৃঃ ২১)।

এখন পর্যন্তও ডায়ারভী ছাহেব বা তার কোন সঙ্গী এই বানোয়াট এবং প্রত্যাখ্যাত কাহিনীর কোনই সনদ পেশ করেন নি (জুমাদিউল উলা, ১৪৩৭ হিঃ)।

এটা এ বিষয়ের দলীল যে, উক্ত মনগড়া কিচ্ছার কোনই সনদ এই লোকদের কাছে বিদ্যমান নেই।

(২) ডায়ারভী ছাহেব লিখেছেন যে, ‘হযরত ইমাম আবূ হানীফা রফউল ইদায়েন বর্জনের উপর আমল করতেন। এবং একে হুযূর (আঃ)-এর সুন্নাত স্থির করতেন এবং রফউল ইদায়েনকারীকে নিষেধ করতেন। যেমন হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ) লিসানুল মীযান গ্রন্থে (২/৩২২) লিখেছেন, কুতায়বা বলেছেন, আমি আবূ মুক্বাতিল থেকে বলতে শুনেছি যে, আমি আবূ হানীফার পিছে ছালাত পড়েছি ও আমি রফউল ইদায়েন করতে থাকছিলাম। যখন ইমাম আবূ হানীফা সালাম ফিরালেন তখন বললেন, হে আবূ মুক্বাতিল! সম্ভবত তুমিও কোন পাখা বিশিষ্ট্য (প্রাণী) (নূরুছ ছাবাহ পৃঃ ৩১)।

আবূ মুক্বাতিল হাফছ বিন সাল্ম আস-সামারক্বান্দী জমহুর মুহাদ্দিছদের নিকটে মাজরূহ তথা সমালোচিত। ইবনু আদী, ইবনু হিব্বান, এবং জাওযাজানী ও অন্যরা তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনা

করেছেন (দ্রষ্টব্য : আল-কামিল ২/৮০১; আল-মাজরূহীন ১/২৫৬; আহওয়ালুর রিজাল, রাবী নং ৩৭৪)।

আবূ নু‘আইম ইছপাহানী (আল-আছবাহানী) তাকে ‘কিতাবুয যুআফা’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (জন্ম ঃ ৫২)।

হাকেম নিশাপুরী বলেছেন, حَدَّثَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَأَيُّوْبَ السِّخْتِيَانِيّ وَمِسْعَرٍ وَغَيره بِأَحَادِيث مَوْضُوعَة তিনি উবায়দুল্লাহ বিন উমর, আইয়ূব আস-সিখতিয়ানী এবং মিসআর ও অন্যান্যদের থেকে মাউযূ‘ হাদীছসমূহ বর্ণনা করতেন (আল-মাদখাল ইলাছ ছহীহ পৃঃ ১৩০, ১৩১, রাবী নং ৪২)।

হাফেয যাহাবী বলেছেন, তিনি অত্যন্ত যঈফ (দিওয়ানুয যু‘আফা, রাবী নং ১০৫০)।

জমহুরদের এই সমালোচনাগুলির মোকাবেলায় মুহাদ্দিছ খলীলির তাওছীক্ব বর্জনীয়।

ছালেহ বিন আব্দুল্লাহ (আত-তিরমিযী) বলেছেন যে, আমি আবূ মুক্বাতিল আস-সামারকন্দীর সাথে ছিলাম। তিনি লুক্বমানের ওছিয়ত, সাঈদ বিন জুবায়ের হত্যাকান্ড এবং এই ধরণের দীর্ঘ হাদীছসমূহ আউন বিন আবী শাদ্দাদ হতে বর্ণনা করতে লাগলেন। আবূ মুক্বাতিলের ভাতিজা তাকে বললেন, হে চাচা! আপনি এ কথা বলবেন না যে, আমি আউন (বিন আবী শাদ্দাদ) থেকে বর্ণনা করেছি। কেননা, আপনি এগুলি শ্রবণ করেন নি। তিনি বললেন, হে বৎস! এটা ভাল কথা (তিরমিযী, কিতাবুল ইলাল, সুনান সহ, পৃঃ ৯৮২, সনদ ছহীহ)।

প্রতীয়মান হল যে, নিজের ধারণাপ্রসূত ভাল কথার জন্য আবূ মুক্বাতিল সনদসমূহ তৈরী থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন না। এমন একজন কায্যাবের বর্ণনা ডায়ারভী ছাহেব দলীল হিসাবে পেশ করছেন !!

(৩) ডায়ারভী ছাহেব ‘মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা’ এর বরাতে (১/১৬০) লিখেছেন যে, عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَعَلْقَمَةَ، أَنَّهُمَا كَانَا يَرْفَعَانِ أَيْدِيَهُمَا إِذَا افْتَتَحَا ثُمَّ لَا يَعُودَانِ ‘জাবের হতে, তিনি আসওয়াদ এবং আলক্বামা হতে (বর্ণনা করেন) যে, তারা উভয়ই হাত তুলতেন যখন ছালাত শুরু করতেন। অতঃপর আর এমনটি করতেন না’ (নূরুছ ছাবাহ পৃঃ ৪৭)।

এর রাবী জাবেরুল জুফী মুহাদ্দিছদের নিকটে মাজরূহ। হাফেয ইবনে হাজার বলেছেন, তিনি যঈফ, রাফেযী (তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৮৭৮)।

ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন, مَا رَأَيْت أحدا أكذب من جَابر الْجعْفِيّ وَلَا أفضل من عَطاء بن أبي رَبَاح ‘আমি জাবেরুল জুফীর চাইতে বড় মিথ্যুক ও আত্বা বিন আবী রাবাহ’র চাইতে অধিক উত্তম আর কাউকে দেখিনি’ (তিরমিযী, আল-ইলাল পৃঃ ৮৯১, সনদ হাসান)।

খোদ হাবীবুল্লাহ ডায়ারভী ছাহেব লিখেছেন, ‘জাবের বিন ইয়াযীদ জুফী বড় ধরণের মিথ্যুক ও শীআ, খবীছ। কিন্তু আনছারী ছাহেব উক্ত মহামিথ্যুক থেকেও রফউল ইদায়েনের রেওয়ায়াত ‘আর-রাসায়েল’ (পৃঃ ৩৬২, ৩৬৪) ইত্যাদি গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কেননা, মুসলমানদেরকে ধোঁকা দেয়াই হল উদ্দেশ্য (মুক্বাদ্দামা

নূরুছ ছাবাহ পৃঃ ১৯, এই বক্তব্যটি মুক্বাদ্দামাতুল কিতাবের পূর্বে রয়েছে)।

প্রতীয়মান হল যে, নিজের কলম দ্বারাই মিথ্যা বর্ণনা পেশ করে ডায়ারভী ছাহেব আম মসুলমানকে ধোঁকা দিয়েছেন।

(৪) ডায়ারভী ছাহেব স্বীয় নন্দিত আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী দেওবন্দী থেকে (আল-আরফুশ শাযী পৃঃ ৪৮৭) বর্ণনা করে লিখেছেন যে, হযরত ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল হতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি বলতেন যে, যেই মাসআলার উপর ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ), ইমাম আবূ ইউসূফ এবং ইমাম মুহাম্মাদ একমত হয়ে যান; তবে তার বিপরীত কোন কথাই শ্রবণ করা যাবে না। কারণ ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) কিয়াসে অত্যন্ত পারদর্শী (নূরুছ ছাবাহ পৃঃ ৩২)।

কাশ্মীরী ছাহেব ও ডায়ারভী ছাহেবের পেশকৃত এই বর্ণনাটি কেবলমাত্র সনদবিহীন, ভিত্তিহীন এবং মনগড়া।

এর বিপরীতে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বলেছেন, حَدِيثُ أَبِي حَنِيفَةَ ضَعِيفٌ , وَرَأْيُهُ ضَعِيفٌ আবূ হানীফার হাদীছ যঈফ এবং তার রায়ও যঈফ (উক্বায়লী, কিতাবুয যু'আফা ৪/২৮৫, সনদ ছহীহ)।

ইমাম আহমাদ স্বীয় প্রসিদ্ধ কিতাবুল মুসনাদে ইমাম আবূ হানীফার নাম নেয়াও পছন্দ করতেন না (দেখুন : মুসনাদে আহমাদ হা/২৩৪১, ৫/৩৫৭)।

ইমাম আহমাদ হতে ইমাম আবূ হানীফার তাওছীক্ব এবং তা'রীফ আদৌ প্রমাণিত নয়। বরং কঠোর সমালোচনামূলক বক্তব্য প্রমাণিত আছে। বিশদ আলোচনা আমার 'আল-আসানীদুছ

ছহীহাহ ফী আখবারিল ইমাম আবী হানীফাহ' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

ক্বাযী আবূ ইউসূফ সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেছেন, আর আমি তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করি না (তারীখে বাগদাদ ১৪/২৫৯; সনদ ছহীহ; আরো দেখুন : মাসিক 'আল-হাদীছ' সংখ্যা-১৯ পৃঃ ৫১)।

মুহাম্মাদ বিন হাসান আশ-শায়বানী সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলতেন, 'আমি তার থেকে কোন কিছুই বর্ণনা করতাম না (ইমাম আহমাদ, কিতাবুল ইলাল ওয়া মা'রিফাতির রিজাল ২/২৫৮, রাবী নং ১৮৬২, অন্য সংস্করণ, রাবী নং ৫৩২৯)।

ইমাম আহমাদকে কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, এক এলাকায় দু'ধরণের লোক আছে। একটি হল 'আছহাবুল হাদীছ'। যারা রেওয়ায়াতসমূহ তো বর্ণনা করতেন ঠিকই। কিন্তু ছহীহ যঈফ সম্পর্কে কিছু জানেন না। দ্বিতীয়টি হল 'আছহাবুর রায়'। যারা হাদীছে সামান্যই জ্ঞান রাখেন। কাদের থেকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে হবে?

ইমাম আহমাদ জবাবে দিলেন, يُسْأَلُ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ وَلَا يُسْأَلُ أَصْحَابُ الرَّأْيِ، الضَّعِيفُ الْحَدِيثُ خَيْرٌ مِنْ رَأْيِ أَبِي حَنِيفَةَ 'আছহাবুল হাদীছদেরকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। আছহাবুর রায়-দেরকে জিজ্ঞাসা করা যাবে না। যঈফ হাদীছ আবূ হানীফার রায় থেকে উত্তম' (তারীখে বাগদাদ ১৩/৪৪৯, সনদ ছহীহ; ইবনে হাযম, আল-মুহাল্লা, ইবনে হাযম ১/৬৮১; আস-সুন্নাহ, আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ হা/২২৯)।

ডায়ারভী ছাহেব এবং সকল আহলে দেওবন্দ থেকে আদবের সহিত আবেদন রইল যে, কাশ্মীরী ছাহেবের উক্ত বর্ণনাকৃত রেওয়ায়াতের ছহীহ এবং মুত্তাছিল সনদ পেশ করুক।

(৫) ডায়ারভী ছাহেব লিখেছেন,

ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর উস্তাদ হাদীছের হাফেয আবূ বকর বিন আবী শায়বাহ (রহঃ) স্বীয় 'মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ' গ্রন্থে (১/১৫৯) লিখেছেন, 'আশআছ শাবী হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি প্রথম তাকবীরে হাত তুলতেন, অতঃপর আর তুলতেন না' (নূরুছ ছাবাহ পৃঃ ৪৫)।

এই আছারের রাবী আশআছ বিন সাওয়ার জমহুর মুহাদ্দিছদের নিকটে যঈফ। সুতরাং এই বর্ণনা প্রত্যাখ্যাত।

ডায়ারভী ছাহেব একটি বর্ণনার সম্পর্কে নিজের কলমে লিখেছেন, আর এর সনদে আশআছ বিন সাওয়ার আল-কিন্দী আল-কূফী আছেন। যিনি জমহুর বিদ্বানদের নিকটে যঈফ (তাহযীবুত তাহযীব ১/৩৫২, ৩৫৪; তাওযীহুল কালাম পার এক নাযার পৃঃ ২৭৪, ২৭৫)।

(৬) ডায়ারভী ছাহেব লিখেছেন, ইবনে জুরায়জ (নামী) একজন রাবী আছেন যিনি নয়জন নারীদের সাথে মুতআহ (অস্থায়ী চুক্তিভিত্তিক বিবাহ) ও যেনা করেছেন (যাহাবীর তাযকিরাতুল হুফ্ফায ইত্যাদি; নূরুছ ছাবাহ পৃঃ ১৮, ভূমিকা)।

ইবনে জুরায়জ থেকে ছহীহ সনদে নয়জন মহিলার (বা স্রেফ একজন মহিলার সাথেও) সাথে মুতআহ করার কোন প্রমাণ নেই। 'তাযকিরাতুল হুফ্ফায' (১/১৭০, ১৭১, নং ১৬৪) গ্রন্থের সমস্ত উদ্ধৃতি সনদবিহীন ও প্রত্যাখ্যাত। 'যেনা' শব্দটি ডায়ারভী ছাহেব

খোদ বানিয়ে নিয়েছেন। পক্ষান্তরে এর বিপরীতে 'তাযকিরাতুল হুফ্ফায' গ্রন্থে সনদবিহীন ও প্রত্যাখ্যাত বর্ণনা 'বিবাহ করেছেন' শব্দটি আছে (পৃঃ ১৭০)।

ডায়ারভী ছাহেব নিজের লেখনিতে 'মুত'আহ এবং যেনা' কারী ইবনে জুরায়জকে 'ছিক্বাহ' লিখেছেন (নূরুছ ছাবাহ পৃঃ ২২২)। তিনি একই গ্রন্থে ইবনে জুরায়জের বর্ণনার মাধ্যমে দলীল গ্রহণ করেছেন (দ্রষ্টব্য : নূরুছ ছাবাহ পৃঃ ২২)।

(৭) ডায়ারভী ছাহেব লিখেছেন, যেমন ইমাম বুখারীর উস্তাদ, হাফেয আবূ বকর বিন আবী শায়বাহ রহিমাহুল্লাহ 'মুছান্নাফ' গ্রন্থে (১/১৬০) লিখেছেন, 'হযরত আব্দুর রহমান বিন আবী লায়লা স্রেফ শুরুতে রফউল ইদায়েন করতেন' (নূরুছ ছাবাহ পৃঃ ৪৩)।

আরয রইল যে, সুফ্ইয়ান বিন মুসলিম আল-জুহানী একেবারেই অজ্ঞাতপরিচয় ও 'মাজহূল' রাবী। তার তাওছীক্ব কোথাও পাওয়া যায় নি। প্রচুর সম্ভাবনা আছে যে, এটা লিপিবদ্ধকরণ বা মুদ্রণজনিত ভুল। এবং ছহীহ শব্দ 'সুফ্ইয়ান মুসলিম আল-জুহানী হতে' হবে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

মুসলিম বিন সালেম আবূ ফারওয়াহ আল-জুহানী ছদূক্ব রাবী। কিন্তু সুফ্ইয়ান (ছাওরী) প্রসিদ্ধ মুদাল্লিস রাবী। সুতরাং এই অবস্থায়ও সুফ্ইয়ানের তাদলীসের কারণে এই সনদটি যঈফ ও প্রত্যাখ্যাত।

(৮) 'মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ' গ্রন্থের (হা/২৪৪৭, ১/১৬০, আমাদের নুসখা ১/২৩৬) একটি রেওয়ায়াত 'হাজ্জাজ হতে, তিনি ত্বালহা হতে, তিনি খায়ছামা হতে' সনদটি বর্ণনা করার পূর্বে ডায়ারভী ছাহেব মোটা অক্ষরে লিখেছেন যে, 'তাবেঈ হযরত

খায়ছামাহ (রহঃ)ও রফউল ইদায়েন করতেন না’ (নূরুছ ছাবাহ পৃঃ ৪৮)।

আরয হল যে, এই সনদে হাজ্জাজ অনির্দিষ্ট হওয়ার কারণে মাজহূল। যদি এর দ্বারা আবূ বকর (বিন আইয়াশ)-এর উস্তাদ হাজ্জাজ বিন আরত্বাত-কে উদ্দেশ্য করা হয় তবে তাঁর সম্পর্কে ডায়ারভী ছাহেব খোদ লিখেছেন যে, ‘কেননা হাজ্জাজ বিন আরত্বাত যইফ ও মুদাল্লিস ও অত্যধিক ভুলকারী এবং মাতরূকুল হাদীছ’ (নূরুছ ছাবাহ পৃঃ ২২৪)।

এই ‘যঈফ’ এবং ‘মাতরূকুল হাদীছ’ রাবীর বর্ণনাকে ডায়ারভী ছাহেব মুসনাদে আহমাদের বরাতে (৪/৩, পেশকৃত দলীল নং ১৯) পেশ করে দলীল গ্রহণ করেছেন (নূরুছ ছাবাহ পৃঃ ১৬৭, ১৬৮)। এই ধরণের অসংখ্য উদাহরণ এই কথার দলীল যে, যে বর্ণনাটি ডায়ারভী ছাহেবের মনে পছন্দ হয় তিনি সেখান থেকে দলীল গ্রহণ করেন। আর যে বর্ণনা তার মর্জির খেলাফ হয়, তিনি তার বিরুদ্ধে সমালোচনা করে থাকেন।

(৯) ডায়ারভী ছাহেব লিখেছেন,

আর যখন হযরত আলী (রাঃ) কূফায় আগমন করলেন এবং হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর শিক্ষাদান এবং ছাত্রদেরকে দেখলেন তখন অকৃত্রিমরূপে বলে উঠলেন যে, ‘আব্দুল্লাহ্‌র (আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ) ছাত্ররা এই গ্রামের বাতিসমূহ’ (ত্বাবাক্বাত ইবনে সাদ ৬/৪) {নূরুছ ছাবাহ পৃঃ ৫০, ৫১}।

এই বর্ণনা ত্বাবাক্বাতে ইবনে সাদ (আমাদের কপিতে ৬/১০) ও হিলইয়াতুল আউলিয়া গ্রন্থদ্বয়ে (৪/১৭০) মালেক বিন মিগওয়াল

ক্বাসেম (বিন আব্দুর রহমান) হতে, তিনি আলী (রাঃ)-এর সনদে বর্ণিত।

‘ক্বাসেম’ অনির্দিষ্ট রয়েছেন। যদি এর (ক্বাসেম) দ্বারা ‘ক্বাসেম বিন আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ আল-মাসঊদী’ বা ক্বাসেম বিন আব্দুর রহমান আদ-দিমাশক্বী-কে উদ্দেশ্য করা হয় তবে এই বর্ণনা মুনক্বাত্বি‘। সুতরা এটা বাতিল।

(১০) সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)-এর প্রতি একটি তাফসীর সম্বন্ধযুক্ত করা হয়। এই তাফসীরের সবকিছুই মাওযূ‘ ও মনগড়া। এর সনদে মুহাম্মাদ বিন মারওয়ান আস-সুদ্দী ও মুহাম্মাদ ইবনুস সায়েব আল-কালবী-উভয়ই কায্‌যাব রাবী (দেখুন : মাসিক ‘আল-হাদীছ’ সংখ্যা-২৪ পৃঃ ৫০, নং ৫৪)।

এই মাওযূ‘ তাফসীর থেকে ডায়ারভী ছাহেব বর্ণনা করেছেন যে, ‘অপরাগতা ও বিনয় প্রকাশকারী যারা ডানে বায়ে তাকায় না এবং তাদের হাত ছালাতে উত্তোলন করে না’। সম্মানিত পাঠক! হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর এই ফতোয়া তার মারফূ‘ হাদীছের সরাসরি সামঞ্জস্যপূর্ণ যেখানে রফউল ইদায়েন নিষেধ করা হয়েছে’ (নূরুছ ছাবাহ পৃঃ ৭২)।

এই তাফসীরের রাবী সুদ্দী-সম্পর্কে ডায়ারভী ছাহেবের নন্দিত সরফরায খান ছফদর দেওবন্দী লিখেছেন, ‘সুদ্দী কায্‌যাব এবং হাদীছ জালকারী’ (ইতমামুল বুরহান পৃঃ ৪৫৫)।

সরফরায খান ছফদর ছাহেব আরো লিখেছেন, আপনারা সুদ্দীর ‘রজ্জু’ ধরে রাখবেন। আর এটাই আপনাদের জন্য বরকমত হোক (ইতমামুল বুরহান পৃঃ ৪৫৭)।

প্রতীয়মান হল যে, সাইয়েদুনা ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত সুদ্দীর এই তাফসীর পেশ করে ডায়ারভী ছাহেব মিথ্যুক সুদ্দীর রজ্জু আকড়ে ধরেছেন।!

সতর্কীকরণ : সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হতে প্রমাণিত আছে যে, তিনি ছালাতের শুরুতে রুকূ'র আগে এবং রুকূ' থেকে মাথা তুলার সময় রফউল ইদায়েন করতেন (মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২৪৩১, ১/২৩৫, সনদ হাসান)।

সুতরাং এই মাওযূ' তাফসীরের বর্ণনা ছাহাবীর আমলের মোকাবেলায়ও বর্জিত।

এ দশটি বর্ণনা নমুনা হিসাবে পেশ করা হল। যেন সাধারণ মুসলমানের জানা হয়ে যায় যে, হাফেয হাবীবুল্লাহ ডায়ারভী দেওবন্দী মাওযূ ও প্রত্যাখ্যাত বর্ণনাসমূহ দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন ও মনগড়া বর্ণনাসমূহ দলীল হিসাবে উপস্থাপন করেছেন।

ডায়ারভী ছাহেবের দশটি মিথ্যাচার

এখন হাফেয হাবীবুল্লাহ ডায়ারভী ছাহেবের দশটি স্পষ্ট মিথ্যাচার পেশ করা হল-

(১) মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবী লায়লা-সম্পর্কে ডায়ারভী ছাহেব লিখেছেন, 'তারপরও জমহুরের মতে তিনি ছদূক্ব ও ছিক্বাহ ছিলেন' (নূরুছ ছাবাহ পৃঃ ১৬৪)।

ডায়ারভী ছাহেবের এই বর্ণনা সরাসরি মিথ্যার উপর ভিত্তিশীল। এর বিপরীতে বূছীরী বলেছেন, তাকে জমহুর বিদ্বানগণ যঈফ বলেছেন (যাওয়ায়েদ ইবনে মাজাহ হা/৮৫৪)।

ত্বাহাবী বলেছেন, 'তার হিফযে অত্যধিক ইযতিরাব হত' (মুশকিলুল আছার ৩/২২৬)।

বরং ডায়ারভী ছাহেবের আকাবের আলেমদের মধ্য থেকে আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী দেওবন্দী বলেছেন, 'তিনি আমার নিকটে যঈফ। যেমনটি জমহুর বলেছেন' (দ্রষ্টব্য : ফায়যুল বারী ৩/১৬৮)।

(২) ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন 'ইমাম আবূ হানীফা' সম্পর্কে বলেছেন, 'তার হাদীছ লেখা যাবে না' (ইবনু আদী, আল-কামিল ৭/২৪৭৩, সনদ ছহীহ, অন্য সংস্করণ ৮/২৩৬)।

এই বক্তব্যটি মাওলানা ইরশাদুল হক আছারী 'তারীখে বাগদাদ' (১৩/৪৫০) গ্রন্থ থেকে বর্ণনা করার পর ইবনু আদীর 'আল-কামিল' (৭/২৪৭৩) গ্রন্থের বরাত দিয়েছেন (তাওযীহুল কালাম ২/৬৩৩, নতুন সংস্করণ পৃঃ ৯৩৯)।

এর জবাব দিতে গিয়ে ডায়ারভী ছাহেব লিখেছেন, ইবনু আদীর 'আল-কামিল' গ্রন্থে ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন (রহঃ)-এর এই সমালোচনামূলক উক্তি বর্ণিত-ই হয় নি। বরং ইমামে আ'যম (রহঃ) এর জীবনী ২৪৭৪ পৃষ্ঠা হতে শুরু হয়। এটা আছারী ছাহেবের নির্জলা মিথ্যাচার এবং বেঈমানী (তাওযীহুল কালাম পার এক নাযার পৃঃ ৩০৯)।

অথচ ইমাম আবূ হানীফার জীবনী ইবনু আদীর 'আল-কামিল' গ্রন্থে (৭/২৪৭২) থেকে শুরু হয়েছে। যে ব্যক্তি স্বীয় চোখ দিয়ে দেখতে চান, তিনি আমাদের কাছে এসে মূল গ্রন্থ দেখতে পারেন।

ইবনু আদীর কামিল গ্রন্থের উদ্ধৃত পৃষ্ঠায় ইমাম আবূ হানীফার বিরুদ্ধে ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈনের সমালোচনামূলক উক্তি সরাসরি বর্ণিত আছে। সুতরাং ডায়ারভী ছাহেব স্বয়ং মিথ্যা এবং...এর পাপী।

(৩) যঈফ ও বর্জিত সনদের সাথে ইবনু আদীর 'আল-কামিল' গ্রন্থে ইমাম নাযর বিন শুমাঈল হতে বর্ণিত, 'আবূ হানীফা মাতরূকুল হাদীছ। তিনি ছিক্বাহ নন' (৭/২৪৭৪, নতুন কপি ৮/২৩৮)।

এই যঈফ এবং প্রত্যাখ্যাত বক্তব্যটি মাওলানা আছারী ছাহেব ইবনু আদীর কামিল গ্রন্থের বরাতে বর্ণনা করেছেন (তাওযীহুল কালাম ২/৬২৮, নতুন প্রকাশ পৃঃ ৯৩৭)।

এবং এর রাবী আহমাদ বিন হাফছ-এর বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছেন (তাওযীহুল কালাম, প্রথম প্রকাশ ২/৬৩৮)।

এই উদ্ধৃতি সম্পর্কে ডায়ারভী ছাহেব লিখেছেন, 'ইমাম নাযর বিন শুমাঈলের এই উক্তি ইবনু আদীর আল-কামিল গ্রন্থে নেই। এটা মাওলানা আছারী ছাহেবের নির্জলা মিথ্যাচার' (তাওযীহুল কালাম পার এক নাযার পৃঃ ৩১০, ১ম প্রকাশ)।

অথচ এই বক্তব্য ইবনু আদীর 'আল-কামিল' গ্রন্থের দু'টি কপিতেই বিদ্যমান। আর এর রাবী আহমাদ বিন হাছফ সমালোচিত রাবী।

(৪) সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)-এর প্রতি সম্বন্ধিত একটি যঈফ বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি স্রেফ প্রথম তাকবীরের সাথেই হাত তুলতেন। এই হাদীছটি সম্পর্কে হাবীবুল্লাহ ডায়ারভী ছাহেব 'মাওলানা আত্বাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানী (রহঃ)'- হতে

নকল করেছেন যে, তার বক্তব্য 'অতঃপর তিনি আর হাত তুলেন নি'-এ হাদীছের প্রামাণিকতা নিয়ে লোকেরা বিরূপ কথা বলেছেন। আর শক্তিশালী (মত) হল যে, নিশ্চয় এই হাদীছটি প্রমাণিত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদের বর্ণনায়' (নূরুছ ছাবাহ পৃঃ ২৭; আত-তা'লীক্বাতুস সালাফিইয়া-এর বরাতে ১/১২৩)।

এই বর্ণনা 'আত-তা'লীক্বাতুস সালাফিইয়া' গ্রন্থে (১/১২৩, টিকা-৪) 'س'-এর তথা 'হাশিয়াতুস সিন্ধী আলা সুনানিন নাসাঈ' গ্রন্থের বরাতে বর্ণিত আছে। আর একই ইবারত 'হাশিয়াতুস সিন্ধী' বইতে এইভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে (১/১৫৮)।

ডায়ারভী ছাহেব সিন্ধী'র বক্তব্যকে ভূজিয়ানী রহিমাহুল্লাহ্র যিম্মায় লাগিয়ে দিয়েছেন। যা স্রেফ মিথ্যা ও খেয়ানত।

(৫) ডায়ারভী ছাহেব লিখেছেন, যেমন ছহীহ সনদে প্রমাণিত আছে যে, হযরত আবূ ক্বাতাদা (রাঃ)-এর জানাযার ছালাত হযরত আলী (রাঃ) পড়িয়েছেন। দেখুন : মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ৪/১১৫; শারহু মাআনিল আছার ১/২৩৯; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা ৪/৩৬; তারীখে বাগদাদ ১/১৬১; ত্বাবাক্বাতে ইবনে সা'দ ৬/৯ (নূরুছ ছাবাহ পৃঃ ২০৯)।

আরয রইল যে, এই বর্ণনাটির রাবী মূসা বিন আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদের সাথে সাইয়েদুনা আলী (রাঃ)-এর সাক্ষাৎ প্রমাণিত নেই।

ইমাম বায়হাক্বী এই রেওয়ায়াত বর্ণনা করার পরে লিখেছেন, এটা ভুল (আস-সুনানুল কুবরা ৪/৩৬)।

ভুল বর্ণনাকে 'ছহীহ সনদ' বলে উপস্থাপন করা অত্যন্ত বড় মিথ্যাচার।

(৬) ডায়ারভী ছাহেব লিখেছেন, যেমন ইমাম আবূ হাতেম (রহঃ) ইমাম বুখারী (রহঃ)-কে 'মাতরূকুল হাদীছ' বলেছেন (মুক্বাদ্দামা নাছবুর রায়াহ পৃঃ ৫৮; নূরুছ ছাবাহ পৃঃ ১৫৭)।

'মুক্বাদ্দামা নাছবুর রায়াহ' হোক বা 'কিতাবুল জারহি ওয়াত-তা'দীল'-এ হোক কোন গ্রন্থেই ইমাম আবূ হাতেম আর-রাযী (রহঃ) ইমাম বুখারীকে 'মাতরূকুল হাদীছ' বলেন নি। 'অতঃপর উভয়ই তার হাদীছকে বর্জন করলেন'- কথাটিকে 'মাতরূকুল হাদীছ' বানিয়ে দেয়া ডায়ারভী ছাহেবের কুৎসিত মিথ্যাচার।

সতর্কীকরণ : যেহেতু আবূ হাতেম আর-রাযী এবং আবূ যুর'আহ- উভয়ই ইমাম বুখারী হতে বর্ণনা করেছেন (দেখুন : তাহযীবুল কামাল ১৬/৮৬, ৮৭) সেহেতু 'অতঃপর উভয়ই তার হাদীছকে ত্যাগ করেছেন' -বক্তব্যটি রহিত।

(৭) ডায়ারভী ছাহেব লিখেছেন, উভয় সনদে আওযাঈ নামক মুদাল্লিস রাবীও আছেন এবং 'আন' দ্বারা বর্ণনা করেছেন (তাওযীহুল কালাম পার এক নাযার পৃঃ ৩১৩)।

আরয হল যে, আবূ আমর আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন হাফছ বিন মুসলিম আন-নিশাপুরী আল-হিময়ারী আল-হারশী সম্পর্কে হাফেয যাহাবী বলেছেন, হাফেয, ইমামুর রিহাল' এবং যুহলী হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'আবূ আমর হলেন হুজ্জাত' (তাযকিরাতুল হুফ্ফায ৩/৭৯৮, ৩৯৯, রাবী নং ৭৮৮)।

এমন প্রসিদ্ধ ইমামকে হাদীছ সংকলন যুগের পরে ডায়ারভী ছাহেবের 'মাজহূল' বলা বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত।

(৯) সাঈদ বিন ইয়াস আল-জারীরী একজন রাবী যিনি শেষ বয়সে ইখতিলাত্বের স্বীকার হয়েছিলেন। তার ছাত্রদের মধ্য হতে ইমাম ইসমাঈল বিন উলাইয়াও রয়েছেন। যার সম্পর্কে ডায়ারভী ছাহেব লিখেছেন, অথচ এখানে তার ছাত্র ইবনে উলাইয়া আছেন। এবং তিনি পুরাতন শ্রবণকারী ছাত্র নন (তাওযীহুল কালাম পার এক নাযার পৃঃ ১৬২)।

আরয হল যে, (ইবরাহীম বিন মূসা বিন আইয়ূব) আল-আবনাসী (মৃঃ ৮০২ হিঃ) বলেছেন,

وممن سمع منه قبل التغيير شعبة وسفيان الثوري والحمادان وإسماعيل بن علية

তার তাগাইয়ুরের আগে যারা শ্রবণ করেছেন তাদের মধ্যে হলেন শু'বাহ, সুফিয়ান ছাওরী, হাম্মাদ বিন সালামাহ এবং ইসমাঈল বিন উলাইয়াহ (আল-কাওয়াকিবুন নায়রাত ফী মা'রিফাতি মা ইখলাত্বা মিনার রুয়াতিছ ছিক্বাত পৃঃ ৩৬, তাহক্বীক্বকৃত কপি পৃঃ ১৮৩)।

উপরন্তু দেখুন : হাশিয়া নিহায়াতুল ইগতিবাত্ব বিমান রুমিয়া মিনার রুয়াতিল ইখতিলাত্ব পৃঃ ১২৯, ১৩০।

সুতরাং ডায়ারভী ছাহেবের বর্ণনা মিথ্যার উপর ভিত্তিশীল।

(১০) সিজদায় রফউল ইদায়েনের একটি যঈফ হাদীছ সাঈদ (বিন আবী আরূবাহ) থেকে বর্ণিত। যা কপিকারক বা লেখকের ভুলের কারণে নাসাঈর 'আস-সুনানুছ ছুগরা' গ্রন্থের কপিসমূহে 'শুবাহ' বনে গিয়েছে।

এ সম্পর্কে আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী দেওবন্দী বলেছেন, নাসাঈর মধ্যে 'শুবাহ'র বিদ্যমান থাকা ভুল। যেমনটি 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থের ইবারত থেকে প্রতীয়মান হয় (নূরুছ ছাবাহ পৃঃ ২৩০)।

এরপর জবাব দিতে গিয়ে ডায়ারভী ছাহেব লিখেছেন, 'কিন্তু আল্লামা কাশ্মিরীর হাফেয ইবনে হাজার সম্পর্কে এই সুন্দর ধারণা পোষণ করা ঠিক নয়। কেননা যেভাবে শুবাহ (রহঃ) নাসাঈতে বিদ্যমান আছেন তেমনিভাবে ছহীহ আবূ আওয়ানাতেও আছেন। বরং এটা হাফেয ইবনে হাজারের ভুল। এবং আল্লামা সাইয়েদ কাশ্মিরীর স্রেফ ভাল ধারণা' (নূরুছ ছাবাহ পৃঃ ২৩০)।

আরয হল যে, '[শুবাহ] ক্বাতাদা হতে, তিনি নাছর বিন আছেম হতে, তিনি মালেক ইবনুল হুয়ায়রিছ হতে' (নাসাঈ হা/১০৮৬)-সনদসম্বলিত বর্ণনাটি যেখানে সিজদায় রফউল ইদায়েনের উল্লেখ এসেছে; মুসনাদে আবী আওয়ানাতে এই মতনে তা বিদ্যমান নেই (দেখুন : মুসনাদু আবী আওয়ানাহ ২/৯৪, ৯৫)।

সুতরাং এই বিবৃতিতে ডায়ারভী ছাহেব 'মুসনাদু আবী আওয়ানা'র উপর স্পষ্ট মিথ্যাচার করেছেন।

ডায়ারভী ছাহেবের অসংখ্য মিথ্যাচার এবং রটনাসমূহ থেকে এই দশটি মিথ্যাচার 'নমুনা' হিসেবে পেশ করা হল।

ডায়ারভী ছাহেবের কতিপয় নিকৃষ্ট আচরণ!

এখন, শেষে ডায়ারভী ছাহেবের চারিত্রিক কর্ম সমূহের কতিপয় উদ্ধৃতি পেশ করা হল, যেগুলির দ্বারা তার গোপন ব্যক্তিত্ব প্রকাশ হয়ে যায়।

(১) জমহুর মুহাদ্দিছদের নিকটে সত্যবাদী ও হাসানুল হাদীছ রাবী, ছোট তাবেঈ ও ইমাম আবূ হানীফার উস্তাদ মুহাম্মাদ ইসহাক্ব বিন ইয়াসার আল-মাদানী সম্পর্কে

ডায়ারভী ছাহেব লিখেছেন, এই সনদের মধ্যে আবূ ইসহাক্ব দ্বারা মূলত মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব উদ্দেশ্য। যিনি প্রসিদ্ধ হাদীছ বর্ণনাকারী (তাওযীহুল কালাম পার এক নাযার পৃঃ ১১৭)।

প্রত্যেক ব্যক্তিই জানেন যে, পাঞ্জাবী, পশতু এবং উর্দূ ভাষায় 'দালা' হল অনেক বড় (অত্যন্ত নিকৃষ্ট) একটি গালি। এর স্পষ্ট অর্থ জানার জন্য অভিধানের গ্রন্থের প্রতি মনোনিবেশ করা যেতে পারে। এমন পুঁতিগন্ধময় ও বাজারী শব্দসমূহের ব্যাখ্যা করার জন্য মাসিক 'আল-হাদীছ'-এর পাতাসমূহ অনুমতি দেয় না।

(২) ডায়ারভী ছাহেব লিখেছেন, ইমাম তিরমিযী (রহঃ) আয়েম্মায়ে কেরামদের মাসলাককে গোলমেলে করে দিয়েছেন। যার কারণে আল্লামা আইনীর মত মানুষও শুন্য থেকে পতিত হয়েছেন (তাওযীহুল কালাম পার এক নাযার পৃঃ ২৩)।

(৩) আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীছ ইমাম বুখারী (রহঃ) সম্পর্কে ডায়ারভী ছাহেব মোটা কলমে (অক্ষরে) লিখেছেন, 'হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর অস্থিরতা' (নূরুছ ছাবাহ পৃঃ ১৫৪)।

(৪) ইমাম আবূ বকর আল-খত্বীব আল-বাগদাদী সম্পর্কে ডায়ারভী ছাহেব লিখেছেন, 'খত্বীব বাগদাদী অদ্ভুত ব্যক্তি' (তাওযীহুল কালাম পার এক নাযার পৃঃ ১৫৩)।

(৫) প্রসিদ্ধ ছিক্বাহ ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) সম্পর্কে ডায়ারভী ছাহেব লিখেছেন, সম্মানিত পাঠক! এই ইবারতে হযরত ইমাম বায়হাক্বী যবরদস্ত খেয়ানত করার পাপ করেছেন (তাওযীহুল কালাম পার এক নাযার পৃঃ ১৩৬)।

(৬) প্রসিদ্ধ ছিক্বাহ ইমাম দারাকুৎনী (রহঃ) সম্পর্কে ডায়ারভী ছাহেব লিখেছেন, যার দ্বারা দারাকুৎনী (রহঃ)-এর আছাবিয়াত এবং বে-ইনছাফী প্রকাশ হয়' (ঐ পৃঃ ৩০৬)।

(৭) প্রসিদ্ধ ইমামে মুহায্যাব ও হাফেয, ইমাম, আল্লামা, আছ-ছাবত আবূ আলী আন-নিশাপুরী (রহঃ) সম্পর্কে ডায়ারভী ছাহেব লিখেছেন, 'আবূ আলী আল-হাফেয যালেম মানুষ' (তাওযীহুল কালাম পার এক নাযার পৃঃ ৩০৪)।

(৮) আব্দুল হাই লাখনৌবী (হানাফী) সম্পর্কে ডায়ারভী ছাহেব লিখেছেন, 'মাওলানা আব্দুল হাঈ লাখনৌবীর ইবারতে তাহরীফ করা ও হানাফীদেরকে ক্ষতি করার স্বাভাবিক অভ্যাস ছিল' (তাওযীহুল কালাম পার এক নাযার পৃঃ ৪৬)।

(৯) হাবীবুর রহমান আযামী (দেওবন্দী) সম্পর্কে ডায়ারভী ছাহেব লিখেছেন, মাওলানা হাবীবুর রহমান আজীব মাতলামীতে পতিত হয়েছেন যে... (তাওযীহুল কালাম পার এক নাযার পৃঃ ৭২)।

(১০) প্রসিদ্ধ আহলেহাদীছ আলেম মাওলানা ইরশাদুল হক আছারী হাফিযাহুল্লাহ সম্পর্কে ডায়ারভী ছাহেব খাছ যবানে লিখেছেন, 'যদ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, আছারী ছাহেব জানা সত্ত্বেও নাপাকী চাটায় অভ্যস্ত' (তাওযীহুল কালাম পার এক নাযার পৃঃ ১০৫)।

ডায়ারভী ছাহেব আরো লিখেছেন যে, আছারী ছাহেব মামার (রহঃ)-এর দুশমনিতে এতটাই অন্ধ হয়েছেন যে, হুঁশ-অনুভূতি হারিয়ে বসেছে (তাওযীহুল কালাম পার এক নাযার পৃঃ ১৩১)।

আছারী ছাহেব সম্পর্কে ডায়ারভী ছাহেব এক স্থানে স্বীয় 'আভিজাত্য' এই ভাষায় প্রকাশ করেছেন, 'হায়! যালিম ইনসান,

তোকে যদি তোর মা প্রসব না করত' (তাওযীহুল কালাম পার এক নাযার পৃঃ ২০৩)।[৪৭৪]

আপনারা ডায়ারভী ছাহেবের মিথ্যা প্রতিপালন, মিথ্যাচার করা এবং 'মার্জিত' লেখনী অবলোকন করেছেন। যার দ্বারা হাফেয হাবীবুল্লাহ ডায়ারভী হায়াতী দেওবন্দীর অবস্থান এবং মর্তবা পরিষ্কার হয়ে যায়।

وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ তাদের অন্তর যা গোপন করে তা আরো গুরুতর (আলে ইমরান ৩/১১৮)

(১১ জুমাদিউল উলা ১৪২৭ হিঃ)।

***

'সুরূরুল আয়নাইন' গ্রন্থের এক নযর

হাফেয নাদীম যহীর

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। যিনি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক। এবং ছালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তার বিশ্বস্ত রাসূলের উপর।

৪৭৪. শায়খ ইরশাদুল হক্ব আছারী হাফিযাহুল্লাহ দেড় হাজার পৃষ্ঠার অধিক দু'টি বৃহদায়তন গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন যে, ইমামের পিছে ফাতেহা পাঠ করতে হবে। যা দেওবন্দী ও ব্রেলভীদেরকে লা জবাব করে দিয়েছে। সেজনই হাবীবুল্লাহ ডায়ারভীর এতে রাগ!-অনুবাদক

সম্প্রতি হাফেয হাবীবুল্লাহ ডায়ারভী দেওবন্দী ‘উস্তাদ মুহতারাম হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ হাফিযাহুল্লাহ’র গ্রন্থ ‘নূরুল আইনাইন ফী মাসআলা রফইল ইদায়েন’ গ্রন্থটির জবাব দেবার অযথা চেষ্টা করেছেন। কেননা ডায়ারভী ছাহেব যে বিষয়গুলিকে ভিত্তি বানিয়েছেন সেগুলি প্রত্যাবর্তনকৃত বা বানান জনিত ভুল-ত্রুটি। তার আগে ডায়ারভী দেওবন্দীর রচনার পর্যালোচনা করে কতিপয় বিষয় সন্নিবেশিত করা যরূরী-

(১) ফযীলাতুশ শায়খ হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ নিয়মানুসারে ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন যে, ‘আমার স্রেফ ঐ গ্রন্থটাই গ্রহণযোগ্য যার প্রতিটি সংস্করণের শেষে আমার দস্তখত তারীখসহ বিদ্যমান। এই শর্ত ব্যতীত কোন প্রকাশিত গ্রন্থের যিম্মাদার আমি নই’ (আল-ক্বাওলুল মাতীন ফিল জাহরি বিত-তামীন পৃঃ ১২, প্রথম প্রকাশ-১, জানুয়ারী, ২০০৪, ২য় প্রকাশ পৃঃ ১৯, জুন ২০০৭ ইং; মাসিক আল-হাদীছ, সংখ্যা-২৭ পৃঃ ৬০; নাছরুল বারী ফী তাহক্বীক্ব জুযউল ক্বিরাআত লিল-বুখারী পৃঃ ৪১, প্রকাশ প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৫ ইং, দ্বিতীয় প্রকাশ ২০০৬ইং)।

(২) উস্তাদ মুহতারাম হাফিযাহুল্লাহ ‘নূরুল আয়নাইন’র নতুন মুদ্রণের ১৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, ‘এর এই নতুন সংস্করণটাই গ্রহণযোগ্য। উপরন্তু লেখক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন যে, এই সংস্করণে পূর্বের অনাকাঙ্খিত ভুল-ত্রুটি, অন্যান্য (বিষয়) সংশোধন এবং কতিপয় (বিষয়ের) স্পষ্ট ব্যাখ্যাও করা হয়েছে...এখন এই সংস্করণটাই গ্রহণযোগ্য’ (দেখুন : নূরুল আইনাইন, নতুন প্রকাশ, পৃঃ ১২, উপরন্তু দেখুন : মাসিক আল-হাদীছ : ২৩, পৃঃ ৫৮)।

(৩) আনুমানিক ২০০৬ জুলাই ডায়ারভী ছাহেব স্বীয় পুত্র এবং সাথীসহ আমাদের ‘মাকতাবাতুল হাদীছ’ (হাযরো, যেলা : অটোক) এসেছিলেন এবং উস্তাদ মুহতারাম হাফিযাহুল্লাহ-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। আলোচনার সমাপে ফযীলাতুশ শায়খ হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ হাফিযাহুল্লাহ ডায়ারভী ছাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, শুনলাম যে, আপনি নাকি ‘নূরুল আইনাইনে’র জবাব লিখছেন? ডায়ারভী ছাহেব বললেন, জী হ্যা! তখন উস্তাদ মুহতারাম বললেন, জবাব লেখার সময় এই নতুন সংস্করণটি চোখের সামনে রাখবেন কেননা এখন এই সংস্করণটিই বিবেচ্য। কিন্তু এরপরও ডায়ারভী ছাহেব ঐ সকল বিষয়গুলিকেও ভিত্তি বানিয়েছেন যেগুলি থেকে প্রকাশ্যে ঘোষণা করার দ্বারা প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে।

এই কর্ম দ্বারা বেচারা ডায়ারভী ছাহেব নিজের লেখনীর আলোকেই খেয়ানতকারী এবং ধোঁকাবাজ গণ্য হয়েছেন। ডায়ারভী স্বয়ং লিখেছেন যে, ‘কতই না সাহস এবং খেয়ানত ও ধোঁকাবাজি রয়েছে যে, যে পুস্তিকাটি রহিত; তার লেখক তার কর্ম হতে প্রত্যাবর্তন করেছেন; সেই (পুস্তিকাটির) প্রকাশনা অব্যাহত আছে।

কবিতা : ‘মহান ব্যক্তির কাহিনী শ্রবণ করি মধ্যভাগ হতে, না শুরুর খবর জানা আছে আর না শেষের’ (নূরুছ ছাবাহ, ২য় ভাগ পৃঃ ২৪)।

প্রতীয়মান হল যে, প্রত্যাবর্তনকৃত বিষয়টির প্রচার ডায়ারভী ছাহেবের নিকটে খেয়ানত ও ধোঁকাবাজি।

কবিতা : ‘নাও, তোমার ফাঁদে শিকার এসে গেছে’।

এখুন দেখুন যে, ডায়ারভী ছাহেব কতখানি খেয়ানতকারী এবং প্রতারণার সাথে কর্ম সম্পাদন করেন। ডায়ারভী ছাহেব লিখেছেন, 'সুতরাং যুবায়ের আলী যাঈ-এর মিথ্যাচার প্রকাশ হয়ে গেছে। হাফেয ছালাহুদ্দীন সুফিয়ান ছাওরীকে ত্বাবাক্বায়ে ছালেছার মাঝে গণ্য করেছেন' (নূরুছ ছাবাহ, ২য় ভাগ ২/২৪০)।

বিশেস্নষণ : অথচ উস্তাদ মুহতারাম যুবায়ের আলী যাঈ হাফিযাহুল্লাহ নূরুল আইনাইন (২য় প্রকাশ, মার্চ, ২০০৪ ইং, পৃঃ ১২৩) গ্রন্থে পরিষ্কার শব্দে স্পষ্ট করেছেন যে, 'হাফেয আলাঈ-এর উল্লেখ করা আমার ভুল ছিল। সঠিক হল যে, ইমাম হাকেমের বক্তব্য রয়েছে। আল-হামদুল্লিাহ'।

কিন্তু ডায়ারভী ছাহেব অটল রয়েছেন যে, এটা হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ'র মিথ্যাচার। ডায়ারভী ছাহেব নিজের লেখনীর আলোকে খেয়ানতকারী ও প্রতারক প্রমাণিত হয়েছেন।

সতর্কীকরণ : হাফেয আলাঈর বক্তব্যের চাইতে ইমাম হাকেমের বক্তব্য চাঁদের আলোর চাইতেও উত্তম। সুতরাং দলীলটি আরো মযবূত হয়ে গেল। স্মর্তব্য যে, সরফরায খান ছফদর দেওবন্দী ইমাম হাকেমকে হাফেয যাহাবীর বরাতে 'ইমাম, হাফেয ও হুজ্জাত' লিখেছেন (দ্রষ্টব্য : আহসানুল কালাম ১/২৩২)। সুতরাং ইমাম হাকেমের উপরে ডায়ারভীর আক্রোশ প্রকাশ করা প্রত্যাখ্যাত। এখন ডায়ারভী ছাহেবের আরেকটি লেখনীর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়ে দিচ্ছি। আশা করা যায় যে, স্বীয় মন্ত ব্যের উপরে লজ্জিত হয়ে তাওবা করবেন!!

ডায়ারভী ছাহেব লিখেছেন, 'ভুল ও প্রতারণা করা গুনাহ। একে যদি আপনি গুনাহ মনে করেন তবে এই রোগ সেরে যেতে পারে। নতুবা বেশী বিপদে নিমজ্জিত হয়ে যাবেন' (নূরুছ ছাবাহ ২/৪৪)।

ডায়ারভী ছাহেব আরো লিখেছেন, 'মাওলানা যুবায়ের আলী যাঈ লিখেছেন যে, সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) অন্যতম আলেম ইলম এবং যুহদের দিক দিয়ে (আল-কাশিফ ১/৩০০)। তিনি ছহীহ বুখারী এবং ছহীহ মুসলিমের রাবী (তাক্বরীব)। তিনি 'ত্বাবাক্বায়ে ছানিয়া'র মুদাল্লিস রাবী। যার 'তাদলীস' ক্ষতিকর নয়, যদি তা প্রমাণিত হয়। আল্লাহ্ই ভাল জানেন ('ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন' গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করুন)। (জিরাবোঁ পার মাসাহ পৃঃ ৪০, সংকলন ও সজ্জায়ন : আব্দুর রশীদ আনছারী (১ম প্রকাশ)' [(নূরুছ ছাবাহ ২/২৪১)]।

পর্যালোচনা : এখানেও ডায়ারভী ছাহেব পূর্বের রোষ বহাল রেখেছেন। কেননা উস্তাদ মুহতারাম হাফিযাহুল্লাহ এই ইবারত হতে 'মুক্ততা' ঘোষণা করেছেন। যা ছাপিয়ে লোকদের মাঝে সার্বজনীন করা হয়েছে। ফযীলাতুশ শায়খ হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ হাফিযাহুল্লাহ লিখেছেন, 'সুফিয়ান ছাওরী সম্পর্কে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত (অভিমত) এটিই যে, তিনি মুদাল্লিস ও যঈফ রাবীসমূহ এবং অন্যদের থেকে তাদলীস করতেন। সুতরাং তাঁর গায়ের ছহীহায়নে 'মুআনআন' বর্ণনা 'মুতাবাআত' এবং 'সামা'-এর স্পষ্টতা ব্যতীত যঈফ ও প্রত্যাখ্যাত। হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ)-এর তাঁকে 'ত্বাবাক্বায়ে ছানিয়াহ'-তে গণ্য করা ছহীহ নয়। বরং তিনি 'ত্বাবাক্বায়ে ছালেছাহ'র অন্তর্ভুক্ত'। তাছাড়াও শায়খ ছাহেব

লিখেছেন, 'স্মর্তব্য যে, আব্দুর রশীদ আনছারী ছাহেবের নাম আমার একটি পত্রে (৯/৮/১৪০৮ হিঃ) সুফিয়ান ছাওরী সম্পর্কে এটা লিখা হয়েছিল যে, 'ত্বাবাক্বায়ে ছানিয়াহ'র মুদাল্লিস ছিলেন যার তাদলীস ক্ষতিকর নয় (জিরাবোঁ পার মাসাহ পৃঃ ৪০)। আমার এই বক্তব্যটি ভুল। আমি এ থেকে প্রত্যাবর্তন করছি। সুতরাং একে রহিত, অস্তিত্বহীনের ন্যায় অনুধাবন করতে হবে' (মাসিক 'শাহাদাত' ইসলামাবাদ, এপ্রিল ২০০৩, ছফর ১৪২৪ হিঃ, পৃঃ ৩৯)।

ডায়ারভী ছাহেব! আপনার তো নিজের কথার-ও শিষ্টাচার নেই। 'রহিত এবং অস্তিত্বহীনের ন্যায়'-এর প্রচারকে খেয়ানত ও প্রতারণা বুঝেন। এবং স্বয়ং এই কাজ করেই চলেছেন। প্রতারণা করা কে গুনাহকে জানেন। কিন্তু খোদ নিজেই উক্ত গুনাহ বার বার করছেন। এখানে ডায়ারভীর এটাই চয়ন করে যুক্ত করতে মন চাচ্ছে।

ডায়ারভী ছাহেব সমালোচনা নং ১-এর অধীনে লিখেছেন, 'মাওলানা যুবায়ের আলী যাঈ ছাহেব লিখেছেন, মাওলানা সরফরায খান ছফদর দেওবন্দী এবং অন্যরাও মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্বকে ছিক্বাহ বলেছেন'। এছাড়াও লিখেছেন, 'এ কথার খন্ডন করা উত্তম যে মাওলানা যুবায়ের আলী যাঈ ছাহেবের প্রবন্ধে দৃকপাত করা যাবে। মাওলানা আলী যাঈ লিখেছেন, সংক্ষিপ্ত হল, জমহুর আলেমগণ মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্বকে ছিক্বাহ বলে আসছেন। কিন্তু সরফরায রেড পার্টি বরাবরই 'কায্যাব কায্যাব' বলে পুণরাবৃত্তি করতেই থাকেন' (ঐ ২/২৪৭)।

পর্যালোচনা : এই ইবারত দ্বারা ডায়ারভী ছাহেব এই বুঝ দেবার চেষ্টা করছেন যে, এটা ফযীলাতুশ শায়খ হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ হাফিযাহুল্লাহর বৈপরীত্য। অথচ এর দ্বারা তো সরফরায খান ছফদরের বৈপরীত্য স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এক স্থানে মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্বের বর্ণনার মাধ্যমে দলীল গ্রহণ করেন (দ্রষ্টব্য : তাসকীনুছ ছুদূর পৃঃ ৩৪০ ইত্যাদি)। এবং অন্য স্থানে একই মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্বকে কায্যাব ও দাজ্জাল আখ্যা দেন (দ্রষ্টব্য : খাযায়েনুস সুনান ১/১৬; আহসানুল কালাম ২/৮৪)।

এখুন বলুন! কার বৈপরীত্য রয়েছে?

ডায়ারভী ছাহেব লিখেছেন যে, 'মাওলানা যুবায়ের আলী যাঈ ছাহেব লিখেছেন, মিথ্যা তো কেবল ঐ লোকেরা বলে যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে না। আর তারাই হল মিথ্যুক (নামল /১০৫) (তাদাদে রাকআতে ক্বিয়ামে রমাযান পৃঃ ৩৬)।

এখন মাওলানা হাফেয যুবায়ের যাঈ এই আয়াত সূরা নামল থেকে পেশ করেছেন যা একেবারেই মিথ্যা। সূরা নামলের পুরো আয়াত ৯৩-টি। তো এই সূরার এই আয়াতটি ১০৫ নং কিভাবে হতে পারে? (নূরুছ ছাবাহ ২/২৪৮)

পর্যালোচনা : কম্পোজের এই ভুলকে ডায়ারভী ছাহেব মিথ্যাচার কল্পনা করেছেন। অথচ স্পষ্টত এটা কম্পোজকারীর ভুল। যা 'আন-নাহল'-এর পরিবর্তে 'আন-নামল' লেখা হয়েছে। আমাদের নিকটে এর মূল পান্ডুলিপি বিদ্যমান। সেখানেও 'আন-নাহল' লেখা আছে (পৃঃ ১)। দ্বিতীয় এই, তাদাদে রাকআতে ক্বিয়ামে

রমাযান গ্রন্থের এই সংস্করণের ৪৬ পৃষ্ঠায় এই আয়াতটিই সূরা নাহলের বরাতে বিদ্যমান। তৃতীয় এই যে, তরজমা তাফসীরে ওছমানী থেকে নকল করা হয়েছে এবং এর পৃষ্ঠাও দেয়া আছে। যেটা প্রমাণ করে যে, এটা সূরা নাহল-ই। কম্পোজে ভুলক্রমে সূরা নামল লিখা হয়েছে। চতুর্থ এই যে, ডায়ারভী স্বয়ং স্বীকার করেছেন যে, লেখায় বা পড়ায় বেখেয়ালে ভুল হয়ে যেতে পারে। এমন ভুল তো বড় বড় আলেমদের থেকেও হয়ে থাকে (ঐ, ২/৪৩)'। পঞ্চম এই যে, যদি কম্পোজজনিত ভুলকে মিথ্যা ধারণা করা হয় তবে সম্ভবত দুনিয়ার বুকে ডায়ারভী ছাহেবের চাইতে বড় কায্যাব আর কেউই নেই। তিনি তার নতুন গ্রন্থ 'নূরুছ ছাবাহ' (২/৩)-এ দেখে নিন-লেখা হয়েছে 'রফউল ইদায়েন বিন আস-সাজদাতাঈন' ; ৪ পৃষ্ঠায় 'জাবের বিন সামুরাহ'র বদলে 'ছামুরাহ' লেখা হয়েছে। অথচ এই কম্পোজ ডায়ারভী ছাহেব কম্পোজারের সাথে বসে করিয়ে নিয়েছেন (দ্রষ্টব্য : নূরুছ ছাবাহ ২/১০)। স্বয়ং বসে থাকার পরও ভুলসমূহের এই অবস্থা। আর অন্যকে কম্পোজের ভুলের কারণে মিথ্যুক স্থির করছেন তিনি !!

ডায়ারভীর অজ্ঞতাসমূহ

ডায়ারভী নিজের গ্রন্থে (নূরুছ ছাবাহ ২/৪৯, ৫০) প্রায় চারবার 'আবুল আরব'কে 'আবুল গারাব' লিখেছেন। এবং স্বীয় জাহালতকে আরো পরিষ্কার করতে 'ইমামে মাগরিবী' রহমাতুল্লাহ আলাইহ (আবুল গারাব) লিখে দিয়েছেন। এই 'আবুল গারব' কি জিনিস? এটা এমন পর্দা যা ইলমের দ্বারা সরে যায়। আর ডায়ারভীর ইলমের ঘাটতি রয়েছে।

এই ডায়ারভী ছাহেব স্বীয় অজ্ঞতার প্রমাণ আরেকটি স্থানে এভাবে দিয়েছেন যে, 'আল্লামা যাহাবী (রহঃ) হিশাম বিন সাদ-এর জীবনীতে বলেন, আর জমহুরগণ উভয়ের দ্বারা দলীল পেশ করতেন না' (মীযান ৪/২৯৬; তাওযীহুল কালাম পার এক নাযার-এর বরাতে পৃঃ ২৯১)।

অথচ সঠিক হল হিশাম বিন হাস্সান। যাকে ডায়ারভী হিশাম বিন সাদ বানিয়ে দিয়েছেন। এখানেও ডায়ারভী ছাহেবের (রাবী) বাছাই করার ক্ষমতা আমার স্মরণ হচ্ছে।

কবিতা : 'গুল গায়ে গুলশান গায়ে জাঙগাল ধুতরে রাহ গায়ে
উড় গায়ে দানা জাহাঁমে বে শুঊরে রাহ গায়ে'।

একে ডায়ারভী ছাহেবের অজ্ঞতা বলুন বা ডায়ারভী ছাহেবের ক্বায়েদা মোতাবেক মিথ্যাচার-উভয় অবস্থাতেই ডায়ারভী ছাহেবের ব্যক্তিত্বকে চিনতে মুশকিল হবে না।

বিকৃতিকারী কে?

ডায়ারভী লিখেছেন,

হাফেয যুবায়ের আলী ছাহেব লিখেছেন যে, عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ، يَقُولُ: إِنَّهُ يُكْتَبُ فِي كُلِّ إِشَارَةٍ يُشِيرُهَا الرَّجُلُ بِيَدِهِ فِي الصَّلَاةِ بِكُلِّ أُصْبُعٍ حَسَنَةٌ أَوْ دَرَجَةٌ 'আলক্বামা বিন আমের আল-জুহানী বলেন, নিশ্চয় প্রতিটি ইশারায়, যখন ব্যক্তি তার হাত দ্বারা ইশারা ছালাতে তখন প্রতিটি ইশারা হাসানাহ কিংবা দারাজাহ লিখা হয়। এই আছারটি ত্বাবারানী কাবীরে (১৭/২৯৭) আছে। তার একটি শব্দ আলী যাঈ ছাহেব খুইয়ে ফেলেছেন। আর সেটি ছিল, বিকুল্ল-এর পরে ইছবাআইন (নূরুছ ছাবাহ ২/২৫০, ২৫১)।

বিশেস্নষণ : ডায়ারভী ছাহেবের উপরোল্লিখিত ভাষ্যের বিশ্লেষণ নিম্নরূপ-

(১) নূরুল আইনাইনের প্রথম তিনটি সংস্করণে 'ইছবা' শব্দটি কম্পোজের ভুলের কারণে বাদ পড়ে গিয়েছিল। আমাদের নিকটে (নূরুল আয়নাইনের) মূল পান্ডুলিপি বিদ্যমান। এতে 'ইছবা' শব্দটি আছে। আল-হামদুলিল্লাহ।

তাছাড়াও অনুবাদে 'ইছবা'-এর অনুবাদ 'আঙ্গুল' করা হয়েছিল। এতেও প্রতীয়মান হয় যে, কম্পোজকারীর ভুলের কারণে হয়েছে। যে ব্যক্তি কম্পোজকারীর ভুলকে বিকৃতি বা মিথ্যাচার আখ্যা দেন তিনি নিকৃষ্টতম বির্বোধ। এই প্রসঙ্গে পূর্বের পৃষ্ঠাসমূহে যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে।

(২) এ ব্যতিরেকে নূরুল আয়নাইনের নতুন সংস্করণে (পৃঃ ১৮২) এর নিরসনও করা হয়েছে। কিন্তু এর পরও ডায়ারভীর একে বিকৃতি হিসেবে যাহির করা, তার নিজের বক্তব্য অনুসারে খেয়ানত ও প্রতারণা। ডায়ারভী ছাহেব এ কম্পোজ জনিত ভুলকে 'বিকৃতি' বলে চালিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু নিজের দেওবন্দীদের বিকৃতি সমূহ হতে নযর এড়িয়ে চলেন! যারা না কুরআন মাজীদের আদব রেখেছেন আর না হাদীছসমূহের। ডায়ারভী ছাহেব! সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াত এবং মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা এবং সুনানে আবী দাঊদের মধ্যে বিকৃতকারী কারা করেছেন?

কবিতা : হামেঁ ইয়াদ হ্যায় সাব যারা যারা, তুমহেঁ ইয়াদ হো কে না হো।

ডায়ারভীর তাহরীফ তথা বিকৃতিকরণ

ডায়ারভী লিখেছেন, 'এর মাঝে একটি শব্দ আলী যাঈ ছাহেব হারিয়ে ফেলেছেন যে, তা ছিল 'বি-কুলি'-এর পরে 'ইছবাইন'। অর্থাৎ প্রতি দু'আঙ্গুলের ইশারায় এক নেকী বা দারাজাহ পাওয়া যায়। এখন দু' আঙ্গুলের ইশারা কিভাবে হবে?' (নূরুছ ছাবাহ ২/২৫১)।

পর্যালোচনা : হাদীছে 'ইছবা'-এর শব্দটি আছে (দ্রষ্টব্য : আল-মু'জামুল কাবীর ১৭/২৯৭ ইত্যাদি)। কিন্তু ডায়ারভী ছাহেব স্বীয় স্বার্থের খাতিরে 'ইছবা' কে 'ইছবাইন' বানিয়ে দিয়েছেন। যা সরাসরি তাহরীফ (বিকৃতি)। এবং চরম নির্লজ্জতার সাথে এর অনুবাদও 'অর্থাৎ প্রতি দু' আঙ্গুলের ইশারায়'-করেছেন।

কবিতা : আমি তাকে অপবাদ দিচ্ছিলাম; (কিন্তু) নিজেরই দোষ বেরিয়ে আসল।

যখন দলীলসমূহ সাথে থাকে না তখন ডায়ারভীর ন্যায় ব্যক্তিরা এইভাবেই নিকৃষ্ট কর্মের দ্বারা নিজেদের সাধারণ জনতাকে শিশুসুলভ প্রবোধ দেন।

ডায়ারভী ছাহেব ও ইবনু লাহীআহ

ডায়ারভী ছাহেব লিখেছেন, 'এর সনদে আব্দুল্লাহ বিন লাহী'আহ- একজন রাবী আছেন। যিনি অত্যন্ত যঈফ, মুদাল্লিস ও মুখতালিতুল হাদীছ'। ডায়ারভী ছাহেব ইবনু লাহী'আহ-কে 'অত্যন্ত যঈফ' লিখেছেন। যার ভিত্তিতে বেচারা স্বীয় ভর্ৎসনার নিশানায় এসে গিয়েছেন। যেমন সাইয়েদ মাহদী হাসান শাহ জাহানপুরী দেওবন্দী ইবনু লাহীআহর একটি বর্ণনা সম্পর্কে লিখেছেন, 'উল্লিখিত সনদকে যঈফ বলা যঈফ বা দুর্বলদের কাজ'

(মাজমূআ রাসায়েল ১/৩২৩; এছাড়াও দেখুন : ইলাউস সুনান, রচনায় : যাফর আহমাদ থানভী দেওবন্দী ১/৪৪৫, ৪৪৮)।

এটা ডায়ারভী ছাহেবের বিরুদ্ধে শাহ জাহানপুরী দেওবন্দীর ফৎওয়া! অর্থাৎ শাহ জাহানপুরীর নিকটে ডায়ারভী ছাহেব যঈফ।

কবিতা : ঘরে আগুন লেগেছে, ঘরের বাতি দিয়ে।

অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বেঈমানী

উস্তাদ মুহতারাম হাফিযাহুল্লাহ উক্ববাহ বিন আমের (রাঃ)-এর হাদীছের মর্মের অধীনে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল এবং ইমাম ইসহাক্ব বিন রাহাওয়াই (রহঃ)-এর বর্ণনা করেছেন। যেন সাধারণ লোকদের উপরে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, উক্ত আয়েম্মায়ে কেরামদের নিকটেও এই হাদীছ থেকে উদ্দেশ্য হল রুকূ‘ যেতে এবং মাথা উঠানোর সময় রফউল ইদায়েন আছে। কিন্তু ডায়ারভী ছাহেব অপ্রাসঙ্গিক কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন যে, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) এবং ইমাম ইসহাক্ব বিন রাহাওয়াই (রহঃ)-এর সনদবিহীন বক্তব্য হতে হযরত উক্ববাহ (রহঃ)-এর আছারকে রুকূ‘র সময় রফউল ইদায়েন করার উপরে প্রয়োগ করা ঠিক নয়। কেননা এই দু জন ইমামের এবং হযরত উক্ববা বিন আমের (রাঃ) এর মাঝে শত বছরের তফাৎ রয়েছে' (নূরুছ ছাবাহ ২/২৫৪)।

পর্যালোচনা : অথচ এই বক্তব্য হাদীছের দেরায়াতে (ব্যাখ্যায়) পেশ করা হয়েছে, রেওয়ায়েতের মধ্যে নয়। আর উক্ত দু'টো সনদই ছহীহ। কিন্তু ডায়ারভী ছাহেব নিজের মিথ্যাচারকে লুকানোর জন্য স্বীয় অভ্যাসের দরূণ বাধ্য ও বেঈমানীর শিকার রয়েছেন।

ডায়ারভী ছাহেবের লেখনী হতে উপরোল্লিখিত ইবারতের ফায়ছালা সহজেই হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, ডায়ারভী ছাহেব লিখেছেন, 'হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ) উক্ববাহ বিন আমের (রহঃ)-এর আছারকে তাকবীরে তাহরীমার সময় মানতেন। অথচ এই আলেমগণ রুকূ‘র সময় রফউল ইদায়েন করার উপর সংযোজন করেন' (নূরুছ ছাবাহ ২/২৫১)।

জী, ডায়ারভী ছাহেব! হাফেয ইবনে হাজারের সাথে উক্ববাহ বিন আমের (রাঃ)-এর কি সাক্ষাৎ প্রমাণিত? আপনি কি এ বক্তব্য ধারাবাহিক সূত্রের সাথে বর্ণনা করছেন? হাফেয ইবনে হাজার এবং উক্ববাহ বিন আমের (রাঃ)-এর মাঝে শতাব্দী কালের তফাৎ আপনার নযরে আসে না?

কবিতা : বে হায়া বাশ ধুর আঁচে খাওয়াহী কুন

স্মতর্ব্য যে, হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ)-এর হাদীছে উক্ববাহ (রাঃ)-কে উপরোল্লিখিত অনুচ্ছেদের অধীনে বর্ণনা করার দ্বারা রফউল ইদায়েন ইদায়েনের ফযীলত বলে দেয়া উদ্দেশ্য। তাকবীরে ইহরামের সাথে তাখছীছ করা নয়! কেননা হাফেয ইবনে হাজার স্বয়ং উক্ত হাদীছকে 'আত-তালখীছ' গ্রন্থে (১/২২০) রুকূ‘র আগে ও পরে রফউল ইদায়েনের আলোচনার মধ্যে বর্ণনা করেছেন।

ডায়ারভীর খেয়ানত

ডায়ারভী লিখেছেন, 'আল্লামা যাহাবী (রহঃ)-এর প্রত্যাবর্তন : সিয়ারু আলামিন নুবালা গ্রন্থে (১০/২৬৭)-এ একটি রেওয়ায়াত বর্ণনা করার পরে বলেছেন, আরেম এই কথাটা ঐ সময়ে

বলেছিলেন যখন তার বিবেক লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল' (নূরুছ ছাবাহ ২/৩৬০)।

পর্যালোচনা : উপরোল্লিখিত ইবারতে ডায়ারভী ছাহেব অত্যন্ত বড় খেয়ানতের পাপ করেছেন। কারণ এই ইবারতটি আল্লামা যাহাবী (রহঃ)-এর নয়। কিন্তু ডায়ারভী ছাহেব একে আল্লামা যাহাবীর সাথে জুড়ে দিয়েছেন। যা চরম খেয়ানত।

ডায়ারভী ছাহেব যে ইবারতকে আল্লামা যাহাবীর ইবারত বলেছেন তা আবূ উবাঈদ আল-আজুর্রীর বা আবূ দাঊদ-এর প্রতি সম্বন্ধিত (দ্রষ্টব্য : তাহযীবুল কামাল ১৭/১৫৫; সুওয়ালাতু আবী উবাঈদ আল-আজুর্রী (পান্ডুলিপি) ৪/পাতা-১১; উপরন্তু দেখুন : আল-জামে' ফিল-জারহি ওয়াত-তা'দীল ৩/৬৭)।

সম্মানিত পাঠক! যে ব্যক্তি খেয়ানকতকারী, প্রতারক ও বিকৃতকারী দ্বীনের মধ্যে তার অবস্থান কি হবে? এবং তার লেখনীর কেমন মর্যাদা হবে? এর ফায়ছালা আপনারা এখন উত্তমরূপে করতে পারবেন।

ডায়ারভীর ন্যায় হযরতগণ যারা এতগুলি পৃষ্ঠাকে (কলমের কালি দ্বারা) কাল করে দিতে পারেন স্রেফ এ জন্য যে, সাধারণ জনতাকে স্বীয় 'দোদুল্যমান অবস্থা'-কে বহাল রাখতে পারেন।

কবিতা : 'বদনাম হবে না, তাই বলে কি সুনামও হবে না' - মূলনীতির উপর আমল করছেন। আল্লাহ তাদের হেদায়াত করুন।

ছহীহ বুখারীর উপর ডায়ারভীর হামলা

ডায়ারভী লিখেছেন, 'আবুন নুমান মুহাম্মাদ বিন ফাযল আস-সাদূসীর মুনকার বর্ণনাসমূহ খোদ বুখারী শরীফে বিদ্যমান' (নূরুছ ছাবাহ ২/২৫৬)।

ডায়ারভী ছাহেব আলোচনা করার দ্বারা ছহীহ বুখারীর বিশুদ্ধতাকে সন্দেহযুক্ত করতে চান। কিন্তু ডায়ারভী ছাহবের এই আমল ডায়ারভীকেই সন্দেহযুক্ত বানিয়ে দিয়েছে।

কবিতা : 'উভয় দুনিয়া হতে ব্যাকুল হৃদয় তোমায় খুইয়ে দিয়েছে; এর বদৌলতে তোমার ইযযত বরবাদ হয়ে গিয়েছে'।

আহলে দেওবন্দের স্বীকৃত বুযুর্গ শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী বলেছেন, 'ছহীহ বুখারী এবং ছহীহ মুসলিমের সম্পর্কে সকল মুহাদ্দিছ একমত আছেন যে, এর সকল মুত্তাছিল ও মারফূ' হাদীছ নিশ্চিরূপে ছহীহ। এ দু'টি গ্রন্থ স্বীয় গ্রন্থকার পর্যন্ত অবিরত ধারায় পৌঁছেছে। যে এ দু'টিকে সম্মান করে না সে বিদ'আতী; যে মুসলমানদের পথের বিপরীত চলে' (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, আরবী ১/১৩৪, উর্দূ ১/১৩৪, অনুবাদ-আব্দুল হক হক্কানী)।

প্রতীয়মান হল যে, ডায়ারভী শাহ ওয়ালিউল্লাহর নিকটে বিদ'আতী এবং মুসলমানদের বিপরীত পথে চলছে। হয়রানীর কথা এই যে, ডায়ারভী স্বীয় উস্তাদের মস্তক লজ্জায় অবনত করে দিয়েছেন। কেননা তার উস্তাদ সরফরায খান ছফদর দেওবন্দী লিখেছেন, 'আর উম্মাতের এর পক্ষে ইজমা ও ঐক্যমত আছে যে, বুখারী ও মুসলিমের সকল বর্ণনা ছহীহ (টিকা-আহসানুল কালাম ১/১৮৭, অন্য সংস্করণ ১/১৩৪)।

এদিকে ডায়ারভী ছাহেব রইলেন যিনি নিজের উস্তাদের সাথে বিদ্রোহ করে ছহীহ বুখারীর হাদীছসমূহকে মুনকার সাব্যস্ত করার উপর জোশ সে আমাদাহ হয়ে আছে (ফীরোযুল লুগাত পৃঃ ৩৭৩)। এ প্রসঙ্গে আরো কিছু লেখার পরিবর্তে স্রেফ এটাই বলব

যে, '(কবিতা) আপনি আপনার ক্রটির উপরে খানিকটা চিন্তা করুন। আমি যদি বলি তবে শেকায়াত হবে'।

হাফেয হাবীবুল্লাহ ডায়ারভী ছাহেব সাইয়েদুনা জাবের বিন সামুরা (রাঃ)-সনদযুক্ত বর্ণনাটিকেও দলীল হিসাবে পেশ করেছেন। বরং গ্রন্থের শিরোনামের উপরেও সেটা বর্ণনা করেছেন। ইলমী আলোচনা হতে দৃষ্টি সরিয়ে আমরা এ ফলাফলের উপরে পৌঁছেছি যে, এ এই রেওয়ায়াতকে দলীলস্বরূপ পেশ করে ডায়ারভী ছাহেব নিজেকে অপদস্থ করেছেন। এবং স্বীয় আকাবেরদের দৃষ্টিকোণ থেকে আরো নিম্নে পতিত হয়েছেন। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী এবং শাহজাহানপুরীর ফৎওয়ার আওতায় তো প্রথমেই এসে গিয়েছেন। এখন আরো ফৎওয়া লক্ষ্য করুন-

(১) মাহমূদ হাসান দেওবন্দী বলেছেন, 'অবশিষ্ট ঘোড়ার লেজের হাদীছটির দ্বারা জবাব দেয়া ন্যায়ের মানদন্ডে সঠিক নয়। কারণ এটা সালাম সম্পর্কে' (আল-ওয়ারদুশ শাযী আলা জামে আত-তিরমিযী পৃঃ ৬৩)।

(২) মুহাম্মাদ তাক্বী ওছমানী দেওবন্দী বলেছেন, 'কিন্তু ন্যায়ের কথা এই যে, এই হাদীছ দ্বারা হানাফীদের দলীল গ্রহণ হল সংশয়যুক্ত ও কমজোর' (দরসে তিরমিযী ২/৩৬)।

এই লেখনীসমূহ থেকে জানা যায় যে, মাহমূদ হাসান দেওবন্দী ও তাক্বী ওছমানীর নিকটে ডায়ারভী ছাহেব ন্যায়ের নিকটবর্তীও নন। বরং ন্যায়ের বিপরীত প্রান্তের একজন ব্যক্তি।

একটি বিনোদন : ডায়ারভী সাইয়েদুনা জাবের বিন সামুরাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছের প্রসঙ্গে তাক্বী ওছমানীর সাথে লিখিত পত্রালাপ করেছেন। এবং বেশী রশি পেচানোর চেষ্টা করেছেন যে, নিজের

অবস্থান হতে প্রত্যাবর্তন করে নিন। কিন্তু তাক্বী ওছমানী জাহেল ডায়ারভী ছাহেবের রচনাকে দৃকপাতযোগ্য-ই মনে করেন নি। এবং নিজের আগের অবস্থানেই অবিচল রয়েছেন। যা ডায়ারভী ছাহেব এই বাক্যে প্রকাশ করেছেন যে, কিন্তু তাক্বী উছমানী ওয়াদা মোতাবেক না প্রত্যাবর্তন করেছেন আর না এই পত্রের জবাব প্রদান করেছেন (নূরুছ ছাবাহ ২/৩২৮)। বেচারা ডায়ারভী এ ব্যতীত আর কিইবা বলতে পারেন যে-

আকাবেরে উলামায়ে দেওবন্দের পর অন্যান্য আলেমদের ফৎওয়াও লক্ষ্য করুন-

(৩) ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন, وَلَا يَحْتَجُّ بِمِثْلِ هَذَا مَنْ لَهُ حَظٌّ مِنَ الْعِلْمِ 'যার কাছে ইলমের সামান্য অংশ-ও আছে সে এর দ্বারা দলীল পেশ করবে না' (জুযউ রফইল ইদায়েন হা/৩৭)।

(৪) ছহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যাকার আল্লামা নববী বলেছেন, 'এই হাদীছ দ্বারা রুকূ যাওয়ার এবং রুকূ হতে মাথা উত্তোলন করার সময় রফউল ইদায়েন না করার দলীল গ্রহণকারী জাহালতে কবীহার পাপ (নিকৃষ্ট মূর্খতার) করেছে। এবং বিষয় এই যে, রুকূর সময় রফউল ইদায়েন করা ছহীহ এবং প্রমাণিত আছে। যার খন্ডন হতে পারে না' (আল-মাজমূ' শারহুল মুহায্যাব ৩/৪০৩)।

(৫) হাফেয ইবনুল মুলাক্কিন বলেছেন, 'এ হাদীছ দ্বারা (রফউল ইদায়েন বর্জন করার উপর) দলীল গ্রহণ চূড়ান্ত স্তরের নিকৃষ্ট মূর্খতা' (আল-বাদরুল মুনীর ৩/৪৮৫)।

প্রতীয়মান হল যে, ইমাম বুখারী, আল্লামা নববী ও হাফেয ইবনুল মুলাক্কিন-তিনজনের নিকটে ডায়ারভী ছাহেব ইলমহীন ও নিকৃষ্ট স্তরের জাহেল।

সতর্কীকরণ : মাসিক 'আল-হাদীছ' (সংখ্যা-২৭, পৃঃ ২০, নং ৩১)-তে হাবীবুল্লাহ ডায়ারভী ছাহেবের দশটি মিথ্যাচার বরাতসহ নকল করে পাঠকদের বিচারালয়ে পেশ করা হয়েছিল। যার জবাব আজও ডায়ারভীর উপর কর্য হয়ে আছে। শেষে আরয রইল যে, লেখক ডায়ারভী ছাহেবের এই লেখনীর উপরে সরাসরি নযর দিয়েছেন। যদ্বারা সাধারণ জনতা যথেষ্ট সীমানা পর্যন্ত ডায়ারভীকে চিনে ফেলেছেন হয়ত। ইনশাআল্লাহ। [মাসিক 'আল-হাদীছ' (হাযরো), সংখ্যা-৪১, পৃঃ ৪৮, নং ৫৮]

***

সাইয়েদুনা আবূ হুরায়রা (রাঃ) ও রফউল ইদায়েন

ইমাম আবূ ত্বাহের মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-মুখাল্লিছ বলেছেন- حدثنا يحيى قالَ: حدثنا عَمرو بنُ عليٍّ قالَ: حدثنا ابنُ أبي عديٍّ، عن محمدِ بنِ عَمرو، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ،أنَّه كانَ يرفعُ يَديهِ في كلِّ خَفضٍ ورفعٍ ويقولُ: أنا أشبَهُكم صلاةً برسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم আবূ সালামাহ হতে বর্ণিত যে, আবূ হুরায়রা (রাঃ) প্রতিবার নত হওয়ার (রুকূ করার জন্য) সময় ও (রুকূ হতে) উঠার সময় রফউল ইদায়েন করতেন। এবং বলতেন, আমার ছালাত তোমাদের (ছালাতের) চাইতে সর্বাধিক রাসূল (ছাঃ)-এর

ছালাতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ (আল-মুখাল্লিছিইয়াত হা/১২২৯, ২/১৩৯, সনদ হাসান)।

ইয়াহইয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হল ইমাম ইয়াহইয়া বিন মুহাম্মাদ বিন ছায়িদ। এবং তার থেকে এই হাদীছ ইমাম দারাকুৎনীও 'কিতাবুল ইলাল' (৯/২৮৩) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

সতর্কীকরণ : বন্ধনীতে রুকূ' শব্দটির বৃদ্ধিকরণ বুখারীর 'জুযউ রফইল ইদায়েন' (হা/২২) এবং ছহীহ বুখারীর (হা/৭৩৬) এবং অন্যান্য গ্রন্থের ছহীহ হাদীছসমূহ লক্ষ্য রেখে করা হয়েছে। তাছাড়াও স্মর্তব্য যে, সাইয়েদুনা আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর এই ছালাতটিই ছিল যা রাসূল (ছাঃ)-এর সর্বশেষ ছালাত ছিল।

এবং সাইয়েদুনা আবূ হুরায়রা (রাঃ) ছালাতে রুকূর আগে ও পরে রফউল ইদায়েন করতেন। আত্বা বিন আবী রাবাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি (সাইয়েদুনা) আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর সাথে ছালাত পড়েছি। তিনি রফউল ইদায়েন করতেন যখন তাকবীর তাহরীমা বলতেন এবং যখন রুকূ করতেন (এবং যখন রুকূ থেকে উঠতেন)। (দ্রষ্টব্য : জুযউ রফ'ইল ইদায়েন হা/২২, সনদ ছহীহ)।

এ বর্ণনার সনদটি একেবারেই ছহীহ। এবং বন্ধনীর শব্দাবলী অন্য পাণ্ডুলিপির কপি থেকে নেয়া হয়েছে (রফউল ইদায়েনের উপর পুঙ্খানুপঙ্খ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : নূরুল আইনাইন ফী ইছবাতে মাসআলায়ে রফইল ইদায়েন)।

***

অতিরিক্ত সংযোজন-২

এই অনুচ্ছেদে রফউল ইদায়েন ও উছূলে হাদীছ (মাসআলায়ে তাদলীস)-এর সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় উপকারী প্রবন্থসমূহ সংযোজন কর হয়েছে।

ইমাম সুফিয়ান ছাওরীর’র তাদলীস ও ত্বাবাক্বায়ে ছানিয়া?

[এই প্রবন্ধ মূলত ফায়ছাল খান ব্রেলভীর গ্রন্থ ‘রফে ইদায়েন কে মাউয্‘ পার....নূরুল আয়নাইন কা মুহাক্কাক্বানাহ তাজযিয়াহ’-এর জবাবে লিখিত]

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। এবং ছালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তার বিশ্বস্ত রাসূলে উপর। অতঃপর-

হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) ইমাম সুফিয়ান বিন সাঈদ আছ-ছাওরী (রহঃ)-কে মুদাল্লিসদের দ্বিতীয় স্তরে উল্লেখ করেছেন (দ্রষ্টব্য : ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন ২/৫১; আল-ফাৎহুল মুবীন পৃঃ ৩৯)।

ইবনে হাজারের এই তাহক্বীক্বটি কয়েকটি দৃষ্টি কোণ থেকে ভুল। আপাতত যার ত্রিশটি দলীল এবং উদ্ধৃতি পেশ করা হচ্ছে-

(১) ইমাম আবূ হানীফা ‘আছেম বিন আবী রাযীন হতে, তিনি ইবনু আব্বাস হতে’-সনদে একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন যে, ‘মুরতাদ নারীকে হত্যা করা যাবে না’ (সুনানে দারাকুৎনী হা/৩৪২২, ৩/২১০; ইবনু আদী, আল-কামিল ৭/২৪৭২; বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা ৮/২০৩; শাফেঈ, কিতাবুল উম্ম ৬/১৬৭; মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২৮৯৮০, ১০/১৪০)।

ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন (রহঃ) বলেছেন, আবূ হানীফার বিরুদ্ধে তার বর্ণনাকৃত হাদীছটির কারণে (সুফিয়ান) ছাওরী

দোষ বের করতেন। যা আবূ হানীফা ব্যতিত আরে কেউই ‘আছেম বিন আবী রযীন হতে বর্ণনা করেন নি (সুনানে দারাকুৎনী হা/৩৪২০, ৩/২০০, সনদ ছহীহ)।

ইমাম আব্দুর রহমান বিন মাহদী বলেছেন, ‘আমি সুফিয়ান থেকে মুরতাদ সম্পর্কে আছেমের হাদীছ জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তো তিনি বললেন, এই বর্ণনা ছিক্বাহ হতে (বর্ণিত) নেই’ (ইবনু আব্দুল বার্র, আল-ইন্তিক্বা পৃঃ ১৪৮, সনদ ছহীহ)।

এটা ঐ হাদীছ যেটিকে খোদ সুফিয়ান ছাওরী ‘আছেম হতে, তিনি আবূ রাযীন হতে, তিনি ইবনে আব্বাস হতে’-সনদে বর্ণনা করেছেন। তখন তার ছাত্র ইমাম আবূ আছেম (যাহ্হাক বিন মাখলাদ আন-নাবীল) বলেছেন, ‘আমি এটা অনুধাবন করছি যে, সুফিয়ান ছাওরী এই হাদীছে আবূ হানীফা থেকে তাদলীস করেছেন। সুতরাং, আমি উভয় সনদই লিপিবদ্ধ করলাম’ (সুনানে দারাকুৎনী হা/৩৪২৩, ৩/২০১, সনদ ছহীহ)।

এতে প্রতীয়মান হল যে, ইমাম সুফিয়ান ছাওরী নিজের নিকটে গায়ের ছিক্বাহ (যঈফ) রাবী থেকেও তাদলীস করতেন। হাফেয যাহাবী লিখেছেন, তিনি (সুফিয়ান ছাওরী) যঈফ রাবীদের থেকে তাদলীস করতেন’ (মীযানুল ইতিদাল ২/১৬৯; আরো দেখুন : সিয়ারু আলামিন নুবালা ৭/২৪২, ২৭৪)।

উছূলে হাদীছের একটি প্রসিদ্ধ মূলনীতি আছে যে, যে রাবী যঈফ রাবীদের হতে তাদলীস করেন তাঁর ‘আন’ শব্দ যোগে কৃত বর্ণনা যঈফ হয়ে থাকে। হাফেয যাহাবী লিখেছেন, ثم إن كان المدلِّسُ عن شيخِهِ ذا تدليسٍ عن الثقات، فلا بأس. وإن كان ذا تدليسٍ عن الضعفاءِ،

فمردود 'অতঃপর স্বীয় মুদাল্লিস উস্তাদ থেকে তাদলীসকারী যদি ছিক্বাহ থেকে তাদলীস করেন তবে কোন অসুবিধা নেই। আর যদি তাদলীসকারী যঈফ রাবীসমূহ থেকে (বর্ণনা করেন) তবে বর্জিত হয়' (যাহাবী, আল-মাওক্বিযাহ ফী ইলমি মুছত্বালাহিল হাদীছ পৃঃ ৪৫; শরহে কিফায়াতিল হাফাযা পৃঃ ১৯৯)।

আবূ বকর আছ-ছায়রাফী (মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-বাগদাদী আশ-শাফেঈ, মৃঃ ৩২০ হিঃ) স্বীয় গ্রন্থ 'আদ-দালায়েল'-এ বলেছেন, 'যাদের থেকে গায়ের ছিক্বাহ থেকে তাদলীস করার বিষয়টি যাহীর হয়েছে তাদের হাদীছ কবুল করা হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত সে বলবে, আমাকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন কিংবা আমি শুনেছি' (যারকাশী, আন-নুকাত, পৃঃ ১৮৪; আরো দেখুন : ইরাক্বী, আত-তাবছিরা ওয়াত-তাযকিরাহ শরহে আল-ফিইয়া ১/১৮৩, ১৮৪)।

উছূলে হাদীছের এই ক্বায়েদা থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত আছে যে, ইমাম সুফিয়ান ছাওরী (নিজের আমলের পদ্ধতির কারণে) ত্বাবাক্বায়ে ছানিয়ার নন। বরং ত্বাবাক্বায়ে ছালেছার মুদাল্লিস রাবী ছিলেন।

(২) ইমাম আলী বিন আব্দুল্লাহ আল-মাদীনী বলেছেন, লোকেরা সুফিয়ান ছাওরীর হাদীছে ইয়াহইয়া আল-ক্বাত্তানের মুখাপেক্ষী। কেননা তিনি সামার ব্যাখ্যাসহ হাদীছসমূহ বর্ণনা করতেন (খত্বীব, আল-কিফায়াহ পৃঃ ৩৬২, সনদ ছহীহ; ইলমী মাক্বালাত ১/২৬৪)।

এ বক্তব্য হতে দুটি বিষয় প্রমাণিত হয়-

প্রথমত : সুফিয়ান ছাওরী হতে ইয়াহইয়া আল-ক্বাত্তানের বর্ণনা সুফিয়ানের 'সামা'-এর উপর গণ্য হয়।

দ্বিতীয়ত : ইমাম ইবনুল মাদীনী ইমাম সুফিয়ান ছাওরীকে ত্বাবাক্বায়ে উলা বা ছানিয়া-এর মধ্য হতে অনুবধাবন করতেন না। নতুবা ইয়াহইয়া আল-ক্বাত্তানের বর্ণনার মুখাপেক্ষী হওয়ার অর্থ কি?!

(৩) ইমাম ইয়াইয়া বিন সাঈদ আল-ক্বাত্তান বলেছেন, 'আমি সুফিয়ান (ছাওরী) থেকে শ্রেফ ঐ সব কিছুই লিখেছি যেগুলিতে তিনি 'হাদ্দাছানী' বা 'হাদ্দাছানা' বলেছেন' দু'টি হাদীছ ব্যতীত (ইমাম আহমাদ, কিতাবুল ইলাল ওয়া মারিফাতির রিজাল ১/২০৭, রাবী নং ১১৩০, সনদ ছহীহ, অন্য সংস্করণ ১/২৪২, রাবী নং ৩১৮)।

এবং সেই হাদীছ দুটি নিম্নরূপ-

سُفْيَان عَن سماك عَن عِكْرِمَة ومغيرة عَن إِبْرَاهِيم وَإِن كَانَ من قوم عَدو لكم قَالَا هُوَ الرجل يسلم فِي دَار الْحَرْب فَيقْتل فَلَيْسَ فِيهِ دِيَة فِيهِ كَفَّارَة

'সুফিয়ান সিমাক হতে, তিনি ইকরিমাহ এবং মুগীরা হতে, তিনি ইবরাহীম নাখাঈ হতে- (আয়াতটি সম্পর্কে) বলেছেন, সেই ব্যক্তি যে দারুল হারবে ইসলাম কবুল করল এবং তাকে হত্যা করা হল; তার দিয়াত নেই। তার জন্য কাফ্ফারাহ আছে' (কিতাবুল ইলাল ১/২৪২)।

অর্থাৎ ইকরিমাহ ও ইবরাহীম নাখঈ-এর দুটি আছার যা উপরে উল্লেখ করা হল। সেগুলি ব্যতীত ইয়াহইয়া আল-ক্বাত্তানের

সুফিয়ান থেকে প্রতিটি বর্ণনাই সামার উপরে গণ্য হয়। ইয়াহইয়া আল-ক্বাত্তানের বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি সুফিয়ান ছাওরীকে 'ত্বাবাক্বায়ে ছানিয়া'-এর মধ্যে গণ্য করতেন না। নতুবা হাদীছ না লেখাতে লাভটা কি?

(৪) হাফেয ইবনে হিব্বান আল-বুসতী বলেছেন, 'ঐ মুদাল্লিস রাবী যিনি ছিক্বাহ-আদেল; আমরা শ্রেফ তাঁর ঐ বর্ণনাসমূহ হতেই দলীল গ্রহণ করব যেগুলিতে তিনি সামার ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন সুফিয়ান ছাওরী, আমাশ এবং আবূ ইসহাক্ব ইত্যাদি; যারা শক্তিশালী ছিক্বাহ ইমাম ছিলেন' (আল-ইহসান বি-তারতীবি ছহীহ ইবনে হিব্বান ১/৯০, অন্য সংস্করণ ১/১৬১; তৃতীয় সংস্করণ, একটি ভলিউম পৃঃ ৩৬; ইলমী মাক্বালাত ১/২৬৬)।

প্রতীয়মান হল যে, হাফেয ইবনে হিব্বান সুফিয়ান ছাওরী, আমাশকে 'ত্বাবাক্বায়ে ছানিয়া'-এর মধ্যে নয় বরং 'ত্বাবাক্বায়ে ছালেছা'-এর মধ্যে বিবেচনা করতেন।

হাফেয ইবনে হিব্বান আরো বলেছেন, ঐ ছিক্বাহ রাবী যিনি স্বীয় হাদীছসমূহে তাদলীস করতেন। যেমন ক্বাতাদা, ইয়াহইয়া বিন আবী কাছীর, আমাশ, আবূ ইসহাক্ব, ইবনু জুরায়জ, ইবনু ইসহাক্ব, ছাওরী এবং হুশায়ম। কখনো নিজের যে শায়খ থেকে হাদীছসমূহ শ্রবণ করতেন, সেগুলি তাদলীস হিসাবে বর্ণনা করতেন যেগুলি তারা যঈফ এবং দলীলের অযোগ্য লোকদের থেকে শ্রবণ করেছিলেন। সুতরাং মুদাল্লিস যদিচ ছিক্বাহ হয়; যতক্ষণ এটা না বলবে, حَدَّثَنِيْ 'হাদ্দাছানী' বা سَمِعْتُ 'সামিতু'-তবে তার হাদীছ

দ্বারা দলীল গ্রহণ করা জায়েয নয় (আল-মাজরূহীন ১/৯২; ইলমী মাক্বালাত ১/২৬৭)।

এ সাক্ষ্য থেকে দুটি বিষয় প্রকাশ হয়-

প্রথমত : হাফেয ইবনে হিব্বান সুফিয়ান ছাওরী এবং উপরোল্লেখিত অন্যান্যদের বর্ণনা সমূহ দলীল মনে করতেন না যেগুলিতে 'সামা'র স্পষ্টতা নেই।

দ্বিতীয়ত : হাফেয ইবনে হিবক্ষানের নিকটে সুফিয়ান ছাওরী এবং উপরোল্লেখিত অন্যরা যঈফ রাবীদের থেকেও কতিপয় সময়ে তাদলীস করতেন।

(৫) হাকেম নিশাপুরী মুদাল্লিসীসদেরকে 'প্রথম ত্বাবাক্বা'র উল্লেখ করেছেন। যারা ছিক্বাহ রাবী থেকে তাদলীস করতেন। তারপর তিনি দ্বিতীয় জিনস (ত্বাবাক্বায়ে ছানিয়া)-এর উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনি তৃতীয় জিনস (ত্বাবাক্বায়ে ছালিছা)-এর কথা উল্লেখ করেছেন যারা মাজহূল রাবীদের থেকে তাদলীস করতেন (দ্রষ্টব্য : মারিফাতু উলূমিল হাদীছ পৃঃ ১০৬, অনুচ্ছেদ-২৫৩)।

এই ইবারতকে হাফেয আলাঈ নিম্নের শব্দাবলীতে বর্ণনা করেছেন- والثالث من يدلس عن أقوام مجهولين لا يدري من هم كسفيان الثوري 'আর তৃতীয় হল : যারা মাজহূল গোত্রদের সাথে তাদলীস করতেন যাদরেকে জানা যেতনা যে তারা কারা। যেমন সুফিয়ান আছ-ছাওরী' (জামেউত তাহছীল ফী আহকামিল মারাসীল পৃঃ ৯৯)।

এই আরয করা হয়েছিল যে, যঈফ রাবীদের থেকে তাদলীসকারীদের 'মুআনআন' হাদীছ প্রত্যাখ্যাত হয়।

সতর্কীকরণ : ছহীহাইনের মধ্যে মুদাল্লিসদের সকল বর্ণনা সামা বা মুতাবা'আত এবং শাহেদের উপর গণ্য করার কারণে ছহীহ। আল-হামদুলিল্লাহ।

(৬) ১ নং উক্তিতে ইমাম আবূ আছেম আন-নাবীলের বক্তব্য আলোচিত হয়েছে। যার দ্বারা এটা প্রাণিত হয় যে, তিনি নিজের উস্তাদ ইমাম সুফিয়ান ছাওরীকে প্রথম স্তর বা দ্বিতীয় স্তরের বুঝেন নি। নতুবা তার মুআনআন হাদীছকে 'সামা'র উপরে গণ্য করতেন।

(৭) ইমাম সুফিয়ান ছাওরী নিজের উস্তাদ ক্বায়স বিন মুসলিম আল-জাদালী আল-কূফী হতে একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। যার সম্পর্কে ইমাম আবূ হাতিম আর-রাযী বলেছেন, وَلا أظنُّ الثَّوريَّ سَمِعَهُ مِنْ قَيْس؛ أراه مُدَلَّسً 'আমি মনে করি না যে সুফিয়ান ক্বায়স থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। আমি তাকে মুদাল্লাস (তাদলীসকৃত) মনে করি' (ইলালুল হাদীছ হা/২৩৫৫, ২/২৫৪)। প্রতীয়মান হল যে, ইমাম আবূ হাতিম আর-রাযী ইমাম সুফিয়ান ছাওরীকে দ্বিতীয় স্তরে নয় বরং তৃতীয় স্তরের অন্তর্ভুক্ত রাবী মনে করতেন।

(৮) তৃতীয় স্তরের প্রসিদ্ধ মুদাল্লিস ইমাম হুশায়ম বিন বাশীর আল-ওয়াসিত্বী-কে ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেছিলেন, আপনি কেন তাদলীস করেন? অথচ আপনি (অসংখ্য বিষয়) শ্রবণও করেছেন? তখন তিনি বললেন, দু'জন বড় রাবীও তাদলীস করতেন। অর্থাৎ আমাশ ও (সুফিয়ান) ছাওরী (তিরমিযী, আল-

ইলালুল কাবীর ২/৯৬৬, সনদ ছহীহ; আত-তামহীদ ১/২৫; ইলমী মাক্বালাত ১/২৭৫)।

ইমাম ইবনুল মুবারক হুশায়মের উপর কোন খন্ডন করেন নি যে, এই দু'জনই দ্বিতীয় স্তরের মুদাল্লিস ও দ্বিতীয় স্তরের মুদাল্লিস। বরং তার চুপ থাকা এই কথার প্রতি ইশারা যে, তিনি হুশায়মের ন্যায় সুফিয়ান ছাওরী ও আমাশের মুদাল্লিস রাবী হওয়া স্বীকার করে নিয়েছিলেন। অন্য কথায় তিনি সুফিয়ান ছাওরী এবং আমাশকেও তৃতীয় স্তরের মনে করতেন। নতুবা হুশায়মকে অবশ্যই নাকচ করতেন।

(৯) এটা বাস্তব যে, ইমাম হুশায়ম বিন বাশীর তৃতীয় স্তরের মুদাল্লিস ছিলেন। আর এটাও প্রমাণিত যে, তিনি সুফিয়ান ছাওরী ও আমাশকে নিজের মতই মুদাল্লিস রাবী মনে করতেন। অতএব প্রমাণিত হল যে, সুফিয়ান ছাওরী ও আমাশ-উভয়ই হুশায়মের নিকটে প্রথম স্তর বা দ্বিতীয় স্তরের মুদাল্লিস ছিলেন না।

(১০) ইমাম ইয়া'কূব বিন শায়বাহ (রহঃ) বলেছেন, فَأَمَّا مَنْ دَلَّسَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ وَعَمَّنْ لَمْ يَسْمَعْ هُوَ مِنْهُ فَقَدْ جَاوَزَ حَدَّ التَّدْلِيسِ الَّذِي رَخَّصَ فِيهِ مَنْ رَخَّصَ مِنَ الْعُلَمَاءِ 'আর যারা গায়রে ছিক্বাহ এবং যাদের থেকে শ্রবণ করেন নি তাদের হতে তাদলীস করেছেন। তারা তাদলীসের সীমা লঙ্ঘন করেছেন যার বিষয়ে (কতিপয়) আলেমগণ অনুমতি প্রদান করেছেন' (খত্বীব, আল-কিফায়াহ পৃঃ ৩৬/৩৬২, সনদ ছহীহ; যারাকশী, আন-নুকাত পৃঃ ১৮৮)।

ইমাম ইয়াকূব বিন শায়বাহ রহিমাহুল্লাহর এই বক্তব্য থেকে দু'টি বিষয় প্রমাণিত-

প্রথমত : যঈফ রাবীদের থেকে তাদলীসকারীদের সামার স্পষ্টতা ব্যতীত বর্ণনাটি প্রত্যাখ্যাত হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়ত : মুরসাল ও মুনক্বাত্বি‘ বর্ণনা প্রত্যাখ্যাত হয়।

যেহেতু সুফিয়ান ছাওরীর যঈফ রাবীদের থেকে দলীল গ্রহণ করা প্রমাণিত। সেহেতু এ কথাটির আলোকেও তার মুআনআন বর্ণনা প্রত্যাখ্যাত।

(১১) আল্লামা নববী শাফেঈ সুফিয়ান ছাওরী সম্পর্কে বলেছেন, مِنْهَا أَنَّ سُفْيَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْمُدَلِّسِينَ وَقَالَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْمُدَلِّسُ لَا يُحْتَجُّ بِعَنْعَنَتِهِ بِالِاتِّفَاقِ إِلَّا إِنْ ثَبَتَ سَمَاعُهُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ ‘তাদের মধ্য হতে সুফিয়ান (রহঃ) মুদাল্লিস ছিলেন। আর তিনি আলক্বামা হতে প্রথম বর্ণনায় বলেছেন, আর ঐক্যমতানুসারে মুদাল্লিসের আনআনাহ দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না। তবে যদি অন্য সনদে তার সামা সাব্যস্ত হয়’ (শরহে মুসলিম, দরসী নুসখাহ হা/২৭৭, ১/১৩৬;অন্য সংস্করণ ৩/১৭৮, ‘একই উযূ দ্বারা একাধিক ছালাত আদায় করা জায়েয হওয়া’ অনুচ্ছেদ)।

প্রতীয়মান হল যে, আল্লামা নববী হাফেয ইবনে হাজারের স্তরভিত্তিক বিন্যাসকে গ্রহণ করেন নি। বরং সুফিয়ান ছাওরীকে তৃতীয় স্তরের মুদাল্লিস অনুধাবন করতেন। যার ‘আন’ সম্বলিত বর্ণনা সামা বা গ্রহণযোগ্য মুতাবাআত ব্যতিত যঈফ হয়। তবে যদি সামার স্পষ্টতা বা নির্ভরযোগ্য মুতাবআত প্রমাণিত হয়ে যায় (তবে তা গ্রহণযোগ্য নয়)।

(১২) আইনী হানাফী বলেছেন, সুফিয়ান (ছাওরী) মুদাল্লিস রাবীদের মধ্য হতে অন্যতম ছিলেন। আর মুদাল্লিস রাবীর ‘আন’

শব্দযোগে বর্ণনা হুজ্জাত হয় না। তবে যদি অন্য সনদের দ্বারা তার শ্রবণের বিষয়টি প্রমাণিত হয়ে যায়’ (উমদাতুল ক্বারী ৩/১১২; নূরুল আইনাইন, নতুন সংস্করণ পৃঃ ১৩৬; মাসিক আল-হাদীছ হাযরো, সংখ্যা-৬৬ পৃঃ ২৭)।

(১৩) ইবনুত তুরকুমানী হানাফী একটি বর্ণনার উপর সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, الثوري مدلس وقد عنعن ‘এতে তিনটি ক্রুটি আছে। ছাওরী মুদাল্লিস এবং তিনি আনআন শব্দে (রেওয়ায়াতটি বর্ণনা করেছেন)...’ (আল-জাওহারুন নাক্বী ৮/২৬২)।

প্রতীয়মান হল যে, ইবনুত তুরকুমানীর নিকটে সুফিয়ান ছাওরী তৃতীয় স্তরের মুদাল্লিস ছিলেন। এবং তার আনআনা-টি ‘ইল্লাতে ক্বাদেহাহ’।

(১৪) কিরমানী হানাফী শরহে ছহীহ বুখারীতে বলেছেন, ‘অবশ্যই সুফিয়ান (ছাওরী) মুদাল্লিসদের মধ্য হতে ছিলেন। এবং মুদাল্লিসের ‘আন’ শব্দ যোগে বর্ণনা দলীল নয়। কিন্তু অন্য সনদ দ্বারা সামার স্পষ্টতা প্রমাণিত হলে (দলীল হতে পারে)’ (শরহে কিরমানী ৩/৬৩, হা/২১৪-এর আলোচনা দ্রঃ)।

(১৫) ক্বাসত্বালানী শাফেঈ বলেছেন, সুফিয়ান (ছাওরী) মুদাল্লিস। এবং শুধুমাত্র অন্য সনদের মাধ্যমে ‘সামা’র স্পষ্টতা প্রমাণিত হওয়া ব্যতিরেকে মুদাল্লিসের আনআন বর্ণনা দলীলযোগ্য নয় (ইরশাদুস সারী শরহে ছহীহিল বুখারী ১/২৮৬; নূরুল আয়নাইন পৃঃ ১৩৬, নতুন সংস্করণ)।

(১৬) হাফেয যাহাবীর এই উছূল ১ নং অনুচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে যে, যঈফ রাবীদের থেকে তাদলীসকারীদের মুআনআন

বর্ণনা বর্জিত হয়। সুতরাং সাব্যস্ত হল যে, হাফেয যাহাবীর নিকটে সুফিয়ান ছাওরীর আন যুক্ত বর্ণনা প্রত্যাখ্যাত। আর এই যে, তিনি তৃতীয় স্তরের মুদাল্লিস ছিলেন।

(১৭) ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন সুফিয়ান ছাওরীকে তাদলীসকারী (মুদাল্লিস) বলেছেন (দেখুন : কিতাবুল জারহি ওয়াত-তাদীল ৪/২২৫, সনদ ছহীহ; আল-কিফায়াহ পৃঃ ৩৬১, সনদ ছহীহ)।

ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন-কে মুদাল্লিস রাবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, তার বর্ণনা কি দলীল হয় অথবা যখন তিনি حَدَّثَنَا হাদ্দাছানা ও اَخْبَرَنَا আখবারানা বলেন? তখন তিনি জবাবে বললেন, যেখানে (মুদাল্লিস) তাদলীস করেছেন সেখানে তিনি দলীল হবেন না (খত্বীব, আল-কিফায়াহ পৃঃ ৩৬২, সনদ ছহীহ)।

(১৮) হাফেয ইবনুছ ছালাহ আশ-শাহরাযূরী আশ-শাফেঈ সুফিয়ান ছাওরী, সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ, আমাশ, ক্বাতাদা এবং হুশায়ম বিন বাছীর-কে মুদাল্লিসদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। তারপর ফায়ছালা দিয়েছেন যে, মুদাল্লিসের সামা স্পষ্টতাবিহীন বর্ণনা কবুলযোগ্য নয়' (দ্রষ্টব্য : মুক্বাদ্দামা ইবনুছ ছালাহ, উলূমুল হাদীছ, আত-তাক্বঈদু ওয়াল-ঈযাহ পৃঃ ৯৯, ১২তম প্রকার)।

(১৯) হাফেয ইবনু কাছীর ইবনুছ ছালাহ-এর উল্লিখিত ক্বায়েদাকে বহাল রেখেছেন। আর উপরোল্লিখিত ইবারতটিকে কিছুটা সংক্ষিপ্ততার সাথে বর্ণনা করেছেন (দ্রষ্টব্য : ইখতিছারু উলূমিল হাদীছ, তালীক্ব-আলবানী ১/১৭৪)।

(২০) হাফেয ইবনুল মুলাক্কিনও ইবনুছ ছালাহ'র উপরোল্লিখিত ইবারতকে বর্ণনা করেছেন এবং কোন সমালোচনা করেন নি (দ্রষ্টব্য : আল-মুক্বনি' ফী উলূমিল হাদীছ ১/১৫৭, ১৫৮)।

(২১) বর্তমান যুগের প্রসিদ্ধ আলেম এবং আধুনিক কালের স্বর্ণ আল্লামা শায়খ আব্দুর রহমান ইয়াহইয়া আল-মুআল্লিমী আল-ইয়ামানী আল-মাক্কী (রহঃ) রফউল ইদায়েন বর্জন বিষয়ক বর্ণনা (আছেম বিন কুলায়ব হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ হতে,তিনি আলক্বামা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)-কে মালূল বলতে গিয়ে প্রথম ইল্লত হিসাবে এটা বর্ণনা করেছেন যে, সুফিয়ান (ছাওরী) তাদলীস করতেন। এবং কোন সনদে তার সামার স্পষ্টতা নেই (আত-তানকীল বিমা ফী তানীবিল কাউছারী মিনাল আবাত্বীল ২/২০)।

সতর্কীকরণ : আল্লামা ইয়ামানী (রহঃ)-এর এই কথার কোন জবাব আজ পর্যন্ত কেউ দিতে পারেন নি। না কেউ এই হাদীছে সুফিয়ান ছাওরীর সামার স্পষ্টতার প্রমাণ করেছেন আর না গ্রহণযোগ্য মুতাবা'আত পেশ করেছেন। এই লোকেরা যতই জোর করুক, রফউল ইদায়েন বর্জনের (অত্র) বর্ণনাটি 'আন' শব্দ যোগেই রয়েছে।

স্মর্তব্য যে, এ প্রসঙ্গে দারাকুৎনীর 'কিতাবুল ইলাল'-এর উদ্ধৃতি সনদবিহীন হওয়ার কারণে প্রত্যাখ্যাত।

(২২) বর্তমান যুগের একজন প্রসিদ্ধ আলেম শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ)-কে মুদাল্লিস বলেছেন। এবং গায়ের ছহীহাইন ব্যতীত তার মুআনআন

হাদীছকে মালূল বলেছেন (দ্রষ্টব্য : আহকাম এবং মাসায়েল, রচনা : হাফেয আব্দুল মান্নান নুরপুরী ১/২৪৫)।

এই দলীলসমূহ ও ইবারতসমূহের পরে আহলে তাক্বলীদ (আহলে দেওবন্দ ও আহলে ব্রেলভী)-এর কতিপয় উদ্ধৃতি পেশ করা হল-

(২৩) সরফরায খান ছফদর দেওবন্দী কাড়মাঙ্গী একটি বর্ণনার ক্ষেত্রে সুফিয়ান ছাওরীকে তাদলীসের কারণে সমালোচনা করেছেন (দ্রষ্টব্য : খাযায়েনুস সুনান ২/৭৭)।

(২৪) মুহাম্মাদ শরীফ কোটাল্ভী ব্রেলভী সুফিয়ান ছাওরীর একটি বর্ণনার উপর সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'আর সুফিয়ানের বর্ণনাতে তাদলীসের আশঙ্কা আছে' (ফিক্বহুল ফাক্বীহ পৃঃ ১৩৪)।

(২৫) মাস্টার আমীন উকাড়বী দেওবন্দী একটি বর্ণনায় সুফিয়ান ছাওরীকে তাদলীসের কারণে সমালোচনা করেছেন (দেখুন : মাজমূআ রাসায়েল (পুরাতন সংস্করণ) ৩/৩৩১; তাজাল্লিয়াতে ছফদর ৫/৪৭০)।

(২৬) মুহাম্মাদ আব্বাস রেযভী ব্রেলভী লিখেছেন, অর্থাৎ সুফিয়ান মুদাল্লিস রাবী। আর এই বর্ণনা তিনি 'আছেম বিন কুলায়ব' হতে আন শব্দ যোগে সাথে বর্ণনা করেছেন। আর উছূলে মুহাদ্দিছদের অধীনে মুদাল্লিসের আনআনা অগ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে। যেমনটি সামনে ইনশাআল্লাহ বর্ণনা হবে (মুনাযারাহ হী মুনাযারে পৃঃ ২৪৯)।

প্রতীয়মান হল যে, রেযভী ও অন্যান্যদের নিকটে সুফিয়ান ছাওরী তৃতীয় স্তরের মুদাল্লিস রাবী ছিলেন।

(২৭) শীর মুহাম্মাদ মামাতী দেওবন্দী সুফিয়ান ছাওরীর একটি বর্ণনা সম্পর্কে লিখেছেন, আর এখানেও সুফিয়ান ছাওরী আনআনা দ্বারা বর্ণনা করেছেন (আয়েনায়ে তাসকীনুছ ছুদূর পৃঃ ৯২)।

সরফরায খান ছফদরের প্রত্যুত্তরে উপরোল্লিখিত শীর মুহাম্মাদ বলেছেন, মাওলানা ছাহেব খোদ দয়া করে ইনছাফের সাথে বলুন যে, যখন যুহরীর মত মুদাল্লিসের মুআনআন বর্ণনা ছহীহ পর্যন্তও (উন্নীত) হতে পারে না তখন সুফিয়ান বিন সাঈদের মত মুদাল্লিসের বর্ণনা কিরূপে ছহীহ হতে পারে। অথচ সুফিয়ান ছাওরীও এখানে আনআনাহ দ্বারা বর্ণনা করেছেন (আয়েনায়ে তাসকীনুছ ছুদূর পৃঃ ৯০)।

প্রতিভাত হল যে, শীর মুহাম্মাদ মামাতীর নিকটে সুফিয়ান ছাওরী ও ইমাম যুহরী-উভয়ই তৃতীয় স্তরের মুদাল্লিস ছিলেন।

(২৮) নিমাবী তাক্বলীদী সুফিয়ান ছাওরীর বর্ণিত 'আমীন' সংক্রান্ত হাদীছের উপর এই জারহ করেছেন যে, সুফিয়ান কতিপয় সময় তাদলীস করতেন। আর তিনি এটা আন দ্বারা বর্ণনা করেছেন (দ্রষ্টব্য : আছারুস সুনান-এর টিকা পৃঃ ১৯৪, হা/৩৮৪-এর আলোচনা দ্রঃ)।

(২৯) মুহাম্মাদ তাক্বী ওছমানী দেওবন্দী সুফিয়ান ছাওরীর উপর শুবার বর্ণনাকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে বলেছেন, 'সুফিয়ান ছাওরী রহিমাহুল্লাহ স্বীয় মর্যাদাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও কখনো কখনো তাদলীসও করতেন' (দরসে তিরমিযী ১/৫২১)।

(৩০) হুসাঈন আহমাদ মাদানী টান্ডবী দেওবন্দী কংগ্রেসী আমীন-সংক্রান্ত বর্ণনার বিষয়ে বলেছেন, আর সুফিয়ান তাদলীস করেন

(তাক্বরীরে তিরমিযী (উর্দূ) পৃঃ ৩৯১, তারতীব : মুহাম্মাদ আব্দুল ক্বাদের ক্বাসেমী দেওবন্দী)।

এমন আরো অসংখ্য উদ্ধৃতি রয়েছে। যেমন-

আহমাদ রেযা ব্রেলভী শারীক বিন আব্দুল্লাহ আল-ক্বাযী (ত্বাবাক্বায়ে ছানিয়াহ ২/৫৬) সম্পর্কে (সন্তুষ্ট চিত্তে) লিখেছেন যে, 'তাহযীবুত তাহযীব গ্রন্থে বলেছেন যে, আব্দুল হক ইশবীলী বলেছেন, তিনি তাদলীস করতেন। ইবনুল ক্বাত্তান বলেছেন, তিনি তাদলীসে বিখ্যাত ছিলেন' (ফাতাওয়া রিযবিইয়াহ ২৪/২৩৯)।

প্রতীয়মান হল যে, আহমাদ রেযা খানের নিকটে ত্বাবাক্বাতী বিন্যাস ঠিক নয়।

সতর্কীকরণ : মুহাদ্দিছ কেরামগণের বিখ্যাত ক্বায়েদাহ রয়েছে যে, ছহীহায়নের মধ্যে মুদাল্লিসদের আনআনা (আন আন বলে হাদীছ বর্ণনা করা) 'সামা'র উপর গণ্য হয়।

এর খন্ডন করতে গিয়ে আহমাদ রেযা খান বলেছেন, 'এটা কেবলই অন্ধ তাক্বলীদ। যদিও আমরা 'হুসনে যন্ন'-এর অস্বীকারকারী নই। তা সত্ত্বেও তাখমীন (ধারণা প্রসূত কোন কিছু বলা) একেবারে স্পষ্ট বর্ণনা করার ন্যায় হতে পারে না' (ফাতাওয়া রিযবিইয়াহ ২৪/২৩৯)।

আরয এই যে, এটা অন্ধ তাক্বলীদ ও ধারণা নয়। বরং উম্মতের ছহীহাইনকে গ্রহণের কারণে জলীলুল কদর আলেমগণ এ ক্বায়েদাহ বর্ণনা করেছেন যে, ছহীহায়নে মুদাল্লিসের আনআনাহ সামা (কিংবা মুতাবা'আত) উপর গণ্য করা হয় (বিস্তারিত দেখুন : রেওয়ায়াতুল মুদাল্লিসীন ফী ছহীহিল বুখারী, রচনা : ডক্টর

আওয়াদ হুসাঈন আল-খালাফ; রেওয়ায়াতুল মুদাল্লিসীন ফী ছহীহ মুসলিম, রচনা : আওয়াদ হুসাঈন আল-খালাফ)।

এ মোটা বই দুটি দারুল বাশাইর আল-ইসলামিয়া (বৈরূত) থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

উপরোল্লিখিত দলীলসমূহ ও আহলে তাক্বলীদের বরাতসমূহ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানীর ইমাম সুফিয়ান ছাওরীকে মুদাল্লিসদের ২য় স্তরে উল্লেখ করা ভুল। আর স্রেফ এটাই ছহীহ যে, (সুফিয়ান ছাওরী রহিমাহুল্লাহ) তৃতীয় স্তরের মুদাল্লিস রাবী ছিলেন। যার আন শব্দযোগে বর্ণনা গায়ের ছহীহায়নে সামা ও গ্রহণযোগ্য মুতাবাআত ব্যতীত যঈফ হয়ে থাকে।

সতর্কীকরণ : আমাদের এ আলোচনা থেকে অবশ্যই এটা টেনে আনা না হয় যে, আমরা তৃতীয় স্তরের মুদাল্লিসগণ ব্যতিত আন-যুক্ত বর্ণনাসমূহকে দলীল অনুধাবন করি। বরং উপরোল্লিখিত দলীলসমূহ দ্বারা ঐ লোকদের ভুল ধারণা দুর করা উদ্দেশ্য যারা ইমাম সুফিয়ান সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ)-কে তৃতীয় স্তরের মুদাল্লিস রাবী বলে তার আন সম্বলিত বর্ণনাকে ছহীহ স্থির করার পক্ষে নাছোড়বান্দা হয়ে আছেন। আরো দলীল ও স্পষ্টতার জন্য সামনের পৃষ্ঠাসমূহে মনোনিবেশ করুন।

হাফেয ইবনে হাজারের (রাবীদের) স্তর বিভাজন

কতিপয় লোক হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানীর মুদাল্লিসগণের স্তর বিভাজনের উপর অটল থাকেন। তাদের খেদমতে আরয হল যে, হাফেয ইবনে হাজার সুফিয়ান ছাওরী এবং সুফিয়ান বিন

উয়ায়না-উভয়কেই একই স্তরে উপরে-নীচে (একটার পর আরেকটা) উল্লেখ করেছেন।

সুফিয়ান বিন উয়ায়নাহ একটি হাদীছে বর্ণনা করেছেন যার মর্ম নিম্নরূপ- عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ لِعَبْدِ اللهِ: عُكُوفٌ بَيْنَ دَارِكَ وَدَارِ أَبِي مُوسَى لَا تُغَيِّرُ , وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তিনটি মসজিদ ব্যতীত ইতেকাফ হয় না। মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী এবং মসজিদে আক্বছা তথা বায়তুল মাক্বদিস (দ্রষ্টব্য : ত্বাহাবী, শরহে মুশকিলিল আছার হা/২৭৭, ৭/২০১; বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা ৪/৩১৬; যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৫/৮১; যাহাবী বলেছেন 'হাদীছটি ছহীহ, গরীব, عال; মু'জামুল ইসমাঈলী হা/৩২৬)।

সুফিয়ান বিন উয়ায়নাহ থেকে এটা (হাদীছটা) তিন জন রাবী-মাহমূদ বিন আদম আল-মারওয়াযী, হিশাম বিন আম্মার এবং মুহাম্মাদ ইবনুল ফারজ বর্ণনা করেছেন। আর তারা সবাই সত্যবাদী রাবী ছিলেন।

জামে' বিন আবী রাশেদ ছিক্বাহ-ফাযেল ছিলেন (দ্রষ্টব্য : তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৮৮৭, 'তিনি কুতুবে সিত্তার রাবী')।

আবূ ওয়ায়িল শাক্বীক্ব বিন সালামাহ ছিক্বাহ রাবী ছিলেন (দ্রষ্টব্য : তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ২৮১৬, তিনি কুতুবে সিত্তার ও মুখাযরামীন রাবী ছিলেন)।

এই বর্ণনাটি সুফিয়ান বিন উয়ায়নাহ'র তাদলীসের (আন) কারণে যঈফ। যে সকল লোক সুফিয়ান বিন উয়ায়নাহর 'আনআনা'কে ছহীহ বুঝেন বা হাফেয ইবনে হাজারের ২য় স্তরের মধ্যে উল্লিখিতদের মুআনআন বর্ণনাসমূহকে প্রামাণ্যতার প্রবক্তা, তাদেরকে উক্ত তিনটি মসজিদ ব্যতীত প্রতিটি মসজিদেই ইতিকাফ করার জায়েয হওয়াকে অস্বীকার করতে হবে।

শায়খ আলবানী ও (রাবীদের) স্তর বিন্যাস

শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-এর তাদলীস সম্পর্কে আশ্চর্যজনক ও অদ্ভুত অবস্থান ছিল। তিনি সুফিয়ান ছাওরী এবং আমাশ ও অন্যদের মুআনআন বর্ণনাসমূহকে ছহীহ বুঝেছেন। অথচ হাসান বাছরী (দ্বিতীয় স্তরের ২/৪০, ইবনে হাজারের মতে)-এর মুআনআন বর্ণনাসমূহকে যঈফ বলতেন (দ্রষ্টব্য : ইরওয়ালুল গালীল হা/৫০৫, ২/২৮৮)।

বরং শায়খ আলবানী আবূ ক্বিলাবাহ (আব্দুল্লাহ বিন যাঈদ আল-জুরমী, ইবনে হাজারের মতে ১ম স্তরের রাবী ১৫/১)- এর মুআনআন হাদীছের উপর হাত ছাফাঈ করেছেন। তিনি বলেছেন, إسناده ضعيف لعنعنة أبي قلابة فإنه مذكور بالتدليس 'এর সনদ যঈফ আবূ ক্বিলাবাহ্‌র আনআনাহ্‌র জন্য। আর তিনি তাদলীসের সাথে উদ্ধৃত' (হাশিয়া ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/২০৪৩, ৩/২৬৮)।

হাফেয ইবনে হাজার হাসান বিন যাকওয়ান (৩/৭০), ক্বাতাদা (৩/৯২) ও মুহাম্মাদ বিন আজলান (৩/৮৯) এবং অন্যদেরকে তৃতীয় স্তরে উল্লেখ করেছেন। অথচ শায়খ আলবানী তাদের মুআনআন হাদীছকে হাসান বলা থেকে সামান্যতমও অবসাদগ্রস্ত

হন নি (দেখুন : ছহীহ আবী দাঊদ হা/৮, ১/৩৩; সুনানে আবী দাঊদ, তাহক্বীক্ব : আলবানী হা/১১, হাসান বিন যাকওয়ানের বর্ণনায়; ছহীহাহ হা/১৬৪৭, ৪/২০২, ক্বাতাদা-এর বর্ণনায়; ছহীহাহ হা/১১১০, ৩/১০১; ইবনে আজলানের বর্ণনায়)।

প্রতীয়মান হল যে, আলবানী ছাহেব মুদাল্লিসদের কোন স্তরভিত্তিক বিভাজনের প্রবক্তা ছিলেন না। বরং তিনি ইচ্ছামত কতিপয় মুদাল্লিসের মুআনআন বর্ণনাকে ছহীহ বলেছেন। এবং মর্জির খেলাফ কতিপয় (অথবা তাদলীস হতে মুক্ত) মুদাল্লিসের মুআনআন বর্ণনাসমূহকে যঈফ বলেছেন।[৪৭৫] এ প্রসঙ্গে তার কোনই উছূল বা ক্বায়েদাহ ছিল না। সুতরাং তাদলীসের মাসআলায় তাঁর তাহক্বীক্বসমূহ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা ভুল ও প্রত্যাখ্যাত।

মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (আহলেহাদীছ) ইবরাহীম নাখাঈ (২য় স্তরের ২/৩৫)-এর আন-যুক্ত বর্ণনার বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছেন ও বলেছেন, এর সনদে মুদাল্লিস রাবী ইবরাহীম নাখাঈ রয়েছেন। হাফেয (ইবনে হাজার) তাঁকে 'ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন'-এ সুফিয়ান ছাওরীর স্তরে উল্লেখ করেছেন। এবং তিনি একে আসওয়াদ হতে আন শব্দ যোগে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং নিমাবীর নিকটে এই আছারটি কিভাবে ছহীহ হতে পারে? (আবকারুল মিনান পৃঃ ২১৪, অনূদিত, অন্য সংস্করণ, তাহক্বীক্ব : ইবনে আব্দুল আযীম পৃঃ ৪৩৬)।

৪৭৫. শায়খ আলবানীর ইজতিহাদী ভুল ছিল এটা। তিনি মর্জি মোতাবেক যঈফ বলে দিতেন- দাবীটি সঠিক নয়। শায়খ আলী যাঈ এখানে ভুল বলেছেন।-অনুবাদক।

এতে প্রতিভাত হল যে, আহলেহাদীছ আলেমদের নিকটেও এ স্তর বিভাজন অকাট্য ও যরূরী নয়। বরং দলীলসমূহের দ্বারা এর সাথে ইখতিলাফ করা যেতে পারে।

তাক্বলীদপন্থীগণ ও স্তর বিন্যাস

আয়নী, কিরমানী, ক্বাসত্বালানী এবং নববী ও অন্যদের বরাতসমূহ গত (আলোচিত) হয়েছে যে, তারা হাফেয ইবনে হাজারের ২য় স্তরের মুদাল্লিস রাবীদের মুআনআন বর্ণনাসমূহের বিরুদ্ধেও সমালোচনা করতেন। সুতরাং সাব্যস্ত হল যে, এই লোকেরা হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানীর স্তর বিভাজনের প্রবক্তা ছিলেন না। নতুবা এমনটি আদৌ করতেন না।

নিমাবী তাক্বলীদী সাঈদ বিন আবূ আরূবাকে (২য় স্তরের ২/৫০) অতিশয় তাদলীসকারী স্থির করে বলেছেন যে, তিনি এই রেওয়ায়াত আন শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন (দ্রষ্টব্য : আছারুস সুনানের টিকা পৃঃ হা/৫৫০, ১৮৬)।

সরফরায খান ছফদর তাক্বলীদী দেওবন্দী আবূ ক্বিলাবাকে (১ম স্তর ১/১৫) 'গযবের মুদাল্লিস' বলে তার মুআনআন বর্ণনার উপর সমালোচনা করেছেন (দ্রষ্টব্য : আহসানুল কালাম (২য় প্রকাশ) ২/১১১, অন্য সংস্করণ ২/১২৭)।

মুহাম্মাদ শরীফ কোটালবী ব্রেলভী, আব্বাস রিযভী ব্রেলভী ও আমীন উকাড়বী দেওবন্দী প্রমুখদের উদ্ধৃতিসমূহ এই প্রবন্ধে (গত) আলোচিত হয়ে গেছে।

প্রমাণিত হল যে, আহলে তাক্বলীদও এই স্তর বিভাজনকে বিশুদ্ধ (হিসাবে) গ্রহণ করেন না। এটা ভিন্ন বিষয় যে, যখন উপকার ও মর্যি হয় তখন কতিপয় লোক 'ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন'-এর

ত্বাবাক্বাত থেকে দলীল গ্রহণও করেন ও যখন মর্যির খেলাফ হয় তখন উক্ত স্তরসমূহকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করেন।

ফায়েদা : ইমাম শাফেঈ এ উছূল বুঝিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি স্রেফ একবারও তাদলীস করে, তার সেই বর্ণনা কবুলযোগ্য হয় না যেখানে সামার স্পষ্টতা করা হয় না (দ্রষ্টব্য : আর-রিসালাহ পৃঃ ৩৭৯, ৩৮০)।

অবশিষ্ট তিনজন ইমাম (মালেক, আহমাদ ও আবূ হানীফা) হতে এই উছূলের খেলাফ কোন কিছুই প্রমাণিত নেই। সুতরাং যে সকল ইমাম চতুষ্টয় ও চার মাযহাবকেই হক হওয়ার আক্বীদা রাখেন; (তারা) গভীরভাবে চিন্তা করুন যে, তাদলীসের মাসআলায় চার ইমামকে বর্জন করে তারা কোন পথে চলছেন?!

কতিপয় ধোঁকাবাজির জবাব

ইমাম সুফিয়ান ছাওরীর তাদলীসের প্রসঙ্গে কতিপয় মানুষ কিছু অভিযোগ এবং ধোঁকাবাজিও পেশ করতে থাকেন। তাদের লা জবাব এবং দাঁত-ভাঙ্গা জবাব নিম্নরূপ-

(১) যদি কেউ বলে যে, আপনি হাফেয ইবনে হাজারের মুদাল্লিস রাবীদের স্তর বিভাজনের সাথে একমত নন। যেমনটি আপনি মাসিক 'আল-হাদীছ' (সংখ্যা-৩৩ পৃঃ ৫৫) ইত্যাদিতে লিখেছেন। আবার অন্যদিকে আপনি বলছেন যে, সুফিয়ান ছাওরী ও আমাশকে দ্বিতীয় স্তরে উল্লেখ করা ভুল। এবং ঠিক এটাই যে, উভয়ই তৃতীয় স্তরের মুদাল্লিস রাবীদের মধ্য হতে ছিলেন। এটা কি ইযতিরাব (অসংগতি) নয়?

এর জবাব এই যে, আমাদের নিকটে, যে রাবীদের বিরুদ্ধে তাদলীসের অপবাদ আছে, তাদের স্রেফ দু'টি স্তর রয়েছে।

প্রথম স্তর : তারা, যাদের বিরুদ্ধে তাদলীসের অপবাদ বাতিল ও তাহক্বীক্ব দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, তারা তাদলীস করতেন না। যেমন ইমাম আবূ ক্বিলাবাহ ও ইমাম বুখারী ইত্যাদি (এমন রাবীদের মুআনআন বর্ণনা ছহীহ)।

দ্বিতীয় স্তর : তারা, যাদের বিরুদ্ধে তাদলীসের অভিযোগ ঠিকই রয়েছে এবং তাদের তাদলীস করা প্রমাণিত। যেমন ক্বাতাদা, সুফিয়ান ছাওরী, আমাশ ও ইবনু জুরায়জ ইত্যাদি।

এমন রাবীদের প্রতিটি মুআনআন বর্ণনা (ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিম ব্যতীত অন্য গ্রন্থসমূহে) মুতাবাআত ও শাহেদের অনুপস্থিতিতে যঈফ। চাই তাদেরকে হাফেয ইবনে হাজার ও অন্যদের ১ম স্তরে উল্লেখ করা হৌক বা ২য় স্তরে।

এটা তো আমাদের আসল তাহক্বীক্ব। আর অন্য দিকে যখন আমি কোন রাবী যেমন ইমাম সুফিয়ান ছাওরী এবং ইমাম আমাশ সহ অন্যান্যদেরকে ৩য় স্তরে উল্লেখ করেছি তখন এর স্পষ্টতা ঐ সকল লোকদের জন্য ইলযামী জবাব হিসাবে দিয়েছি যারা প্রচলিত স্তর বিভাজনকে পুরোপুরিভাবে দৃঢ় বিশ্বাস করেন। বরং এই বিভাজনকে অন্ধের মত রক্ষাও করে। অন্য ভাষায় এর স্পষ্ট করণের উদ্দেশ্য এই যে, যদি আপনি প্রচলিত স্তর বিভাজনকে অকাট্য ও দৃঢ় অনুধাবন করেন তবে শুনে রাখুন! যে, এই রাবী ১ম বা ২য় স্তরের নয় বরং ৩য় স্তরের রয়েছেন। আর এটাই অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মত। সুতরাং এটা অসংগতিপূর্ণ বক্তব্য নয়। বরং একটা-ই বক্তব্য যা দু'টি ভাষ্য দ্বারা বিবৃত হয়েছে।

(২) যদি কেউ বলেন যে, কিছু বছর পূর্বে আপনি নিজেই একবার সুফিয়ান ছাওরীকে ২য় স্তরে লিপিবদ্ধ করেছিলেন (দ্রষ্টব্য :

জিরাবোঁ পার মাসাহ পৃঃ ৪০-তে আপনার হস্ত স্বাক্ষর ১৯/৮/১৪০৮ হিঃ)।

তো এর জবাব এই যে, 'বহু দিন পূর্বেই আমি এই ঘোষণাও প্রকাশ করে দিয়েছিলাম যে, আমার এ কথাটি ভুল। আমি এ থেকে প্রত্যাবর্তন করছি। সুতরাং একে রহিত বা অস্তিত্বহীনের ন্যায় অনুধাবন করতে হবে....' (মাসিক শাহাদাত, ইসলামাবাদ, প্রকাশিত এপ্রিল সংখ্যা ২০০৩; জুযউ রফইল ইদাইন পৃঃ ২৬)।

সুতরাং রহিত ও প্রত্যাবর্তনকৃত বিষয়ে অভিযোগ করা বাতিল (আরো দেখুন : মাসিক আল-হাদীছ : ৪২ পৃঃ ২৮, অত্র পত্রিকাতে এ বাক্যেই উল্লেখ রয়েছে)।

(৩) আর যদি কেউ বলে যে, 'আপনি স্রেফ হাকিম নিশাপুরীর উপর নির্ভর করে সুফিয়ান ছাওরীকে ৩য় স্তরে উল্লেখ করেছেন'।

তো তার জবাব এই যে, এ কথাটি ভুল। বরং আমি অসংখ্য দলীলের (যেমন যঈফ রাবীদের থেকে তাদলীস করার) আলোকে সুফিয়ান ছাওরীকে ৩য় স্তরে উল্লেখ করেছি। আর সেগুলির মধ্য থেকে ২০ টিরও বেশী দলীল তো এই প্রবন্ধেই বিদ্যমান; যা আপনাদের হাতে আছে।

একইভাবে হাফেয ইবনে হিব্বান, আইনী হানাফী, ইবনুত তুরকুমানী হানাফী এবং অন্যান্যদের নিকটে সুফিয়ান ছাওরী ৩য় স্তরের (মুদাল্লিস রাবীদের) অন্তর্ভুক্ত। যেমনটা এই প্রবন্ধে উদ্ধৃতিসমেত প্রমাণ করা হয়েছে।

সতর্কীকরণ : যদি কোন মুহাদ্দিছের কোন উক্তি সমর্থনরূপে পেশ করা হয় তবে কিছু চালাক ব্যক্তি উক্ত মুহাদ্দিছদের অন্য বক্তব্য

পেশ করে এই প্রপাগান্ডা করা আরম্ভ করেন যে, 'আপনি উক্ত বক্তব্যসমূহকে কেন মানেন না'?

আরয হল যে, রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতিটি বিষয় সর্বদা অবশ্যই স্বীকারযোগ্য ও হক্ব। কিন্তু তিনি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির এই ইখতিয়ার নেই যে, তার বক্তব্য সর্বদাই আবশ্যিকরূপে স্বীকার করতে হবে ও (সর্বদাই তা) হক্ব হতে হবে। বরং দলীলসমূহের সাথে ঐ উম্মতী ব্যক্তির সাথে ইখতেলাফ করা যেতে পারে। আর এমনটা করা অপরাধ নয়। সুতরাং হাকিম নিশাপুরী ইত্যাদি বিদ্বানদের অন্যান্য স্থানে যদি কোন ভুল হয়ে থাকে; তবে তার সাথে ইখতিলাফ করার অধিকার প্রতিটি বিবেকবান মুসলিমের রয়েছে।

(৪) যদি কেউ বলেন যে, হাকেম প্রমুখ বিদ্বানগণ সুফিয়ান ছাওরীর অসংখ্য বর্ণনাকে ছহীহ বলেছেন। যেমন দেখুন : একজন ব্যক্তির গ্রন্থ 'রফউল ইদায়েন কে মাউযূ পার...নূরুল আইনাইন কা মুহাক্কাক্বানা তাজযিয়াহ' (পৃঃ ৪১, ৪২)।

তো এর জবাব এই যে, এই তাছহীহ স্থিরকৃত ক্বায়েদা হতে এবং উছূলে হাদীছের খেলাফ হওয়ার কারণে ভুল বা শৈথিল্যতা।

স্মর্তব্য যে, হাকেম ইত্যাদি বিদ্বানদের বিরুদ্ধে মুতাসাহিল হওয়ারও অপবাদ রয়েছে (যেমন দেখুন : হাফেয যাহাবীর গ্রন্থ 'যিকরু মান য়ুতামাদু ক্বাওলুহূ ফিল জারহি ওয়াত-তাদীল' সহ অন্যান্য গ্রন্থসমূহ)।

(৫) যদি কেউ বলে যে, আপনি তাদলীসের মাসআলায় ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর উপর নির্ভর করেছেন। অথচ তার বক্তব্য জমহুরের বিপরীত হয়েছে!

তাহলে জবাবে আরয হল যে, ইমাম শাফেঈর এ ফায়ছালা যে, মুদাল্লিসের মুআনআন বর্ণনা যঈফ ও অগ্রহণযোগ্য-জমহুরের খেলাফ নয়। বরং জমহুর মুহাদ্দিছদের (মতের) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যার পক্ষে আমাদের এই প্রবন্ধটিও সাক্ষী রয়েছে। যেখানে বিশের অধিক বরাতসমূহ স্রেফ সুফিয়ান ছাওরী সম্পর্কে পেশ করা হয়েছে। আর উছূলে হাদীছের গ্রন্থসমূহও সেগুলির সমর্থনকারী। ওলামায়ে তাহক্বীক্ব ও তাখরীজ, ইখতেলাফী মাসায়েলের বিষয়ে লেখকদের রচনাসমূহ থেকেও এটাই প্রমাণিত হয়।

(৬) যদি কেউ বলে যে, ইমাম শাফেঈ স্বয়ং তাঁর গ্রন্থে মুদাল্লিস রাবীদের যেমন সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ ও সুফিয়ান ছাওরীর মুআনআন বর্ণনাসমূহ গ্রহণ করেছেন।-

এর জবাব এই যে, শুধু রেওয়ায়াত গ্রহণ করা বা বর্ণনা করা 'তাছহীহ' নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি একে তাছহীহ ভেবে বসে আছেন তিনি যেন (ভুল ধারণার) সংশোধন করে নেন।

ফায়েদা হিসেবে আরয এই যে, সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ থেকে ইমাম শাফেঈর সকল বর্ণনা 'সামা'র উপর গণ্য হয় (দেখুন : যারকাশী, আন-নুকাত পৃঃ ১৮৯; আল-ফাৎহুল মুবীন পৃঃ ৪২)।

সুফিয়ান ছাওরী হতে ইমাম শাফেঈর মুআনআন বর্ণনার উদ্দেশ্য আদৌ এটা নয় যে, ইমাম শাফেঈ তার বর্ণনাসমূহকে ছহীহ মনে করতেন। আমাদের দাবী এই যে, কিতাবুল উম্ম এবং অন্যান্য গ্রন্থাদি হতে ইমাম শাফেঈর ঐ সকল বর্ণনা পূর্ণ সনদ ও মতন সহ পেশ করা হোক যেগুলিতে সুফিয়ান ছাওরী একক রয়েছেন, মুআনআন বর্ণনা আছে এবং ইমাম শাফেঈ সেগুলিকে 'এর সনদ

ছহীহ' বা 'এর সনদ হাসান' বলেছেন। যদি এমনটা না হয় তবে এই অভিযোগটি বাতিল।

(৭) যদি কেউ বলে যে, সুফিয়ান ছাওরীর অসংখ্য বর্ণনা হাদীছের গ্রন্থসমূহে 'আন' শব্দযোগে বিদ্যমান। যেমন ছহীহ বুখারী, ছহীহ মুসলিম, ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ, ছহীহ ইবনে হিব্বান, সুনানে আবী দাউদ, সুনানে তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ এবং মুসনাদু আবী ইয়ালা ইত্যাদি।

তাহলে তার জবাব হল যে, হাদীছের গ্রন্থসমূহের তিনটি স্তর আছে।

(১) ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিম : এ দুটা গ্রন্থ উম্মত সার্বজনীনভাবে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং এ দুটি গ্রন্থে মুদাল্লিসদের বর্ণনাসমূহ সামা, মুতাবাআত ও গ্রহণযোগ্য শাহেদের কারণে ছহীহ।

(২) ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ ও ছহীহ ইবনে হিব্বান ইত্যাদি : এ গ্রন্থসমূহ উম্মত সার্বজনীনভাবে (ছহীহ হিসাবে) গ্রহণ করেননি। সুতরাং এগুলির সাথে ইখতেলাফ করা যেতে পারে। যেমন ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ গ্রন্থে সীনার উপর হাত বাঁধার বর্ণনাটি স্রেফ সুফিয়ান ছাওরীর 'আন' এর কারণে যঈফ। আর মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের পক্ষে জমহুর মুহাদ্দিছগণ সহ ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈনের তাওছীক্বের পর অভিযোগ করা বাতিল। দেখুন আমার

প্রবন্ধ : ইছবাতুত তাদীল ফী তাওছীক্বি মুআম্মাল বিন ইসমাঈল; ইলমী মাক্বালাত ১/৪১৭-৪২৭)।[৪৭৬]

(৩) সুনানে আবী দাউদ, সুনানে তিরমিযী, মুসনাদে আবী ইয়ালা, মুসনাদে আহমাদ ইত্যাদি : এই গ্রন্থগুলির লেখকগণ নিজেদের গ্রন্থ সম্পর্কে ছহীহ হওয়ার দাবী করেন নি। সুতরাং তাঁদের গ্রন্থসমূহে শুধু রেওয়ায়াত থাকার ভিত্তিতে এটা বলা ভুল যে, গ্রন্থকার এ বর্ণনাকে ছহীহ বলেছেন।

এক ব্যক্তি তার গ্রন্থসমূহ হতে কতিপয় বর্ণনার তাখরীজ করার পর এ দাবী করেছেন যে, এ বর্ণনাগুলি তাদের নিকটে ছহীহ। অথচ এই দাবী একেবারেই মিথ্যা।

সেই গ্রন্থগুলিতেই আহলেহাদীছদের অসংখ্য দলীলভিত্তিক বর্ণনা বিদ্যমান। তাহলে ঐ ব্যক্তিকে এটা স্বীকার করতে হবে যে, এই সমস্ত বর্ণনাসমূহ উক্ত গ্রন্থসমূহের লেখকদের নিকটে ছহীহ?

(৮) কতিপয় ব্যক্তি ইমাম শাফেঈ ও জমহুর মুহাদ্দিছদের খেলাফ এ ক্বায়েদাহ বানিয়েছেন যে, যদি রাবী বেশী বেশী তাদলীস করে তবে তার মুআনআন বর্ণনা যঈফ হবে। আর কম মাত্রায় তাদলীসকারী হলে তার বর্ণনা ছহীহ হবে।

আরয হল যে, এই ক্বায়েদাহ ভুল। যেমনটি এ প্রবন্ধের বিশটির বেশী বরাতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত আছে।

ইমাম ইবনুল মাদীনীর বক্তব্য যে, লোকেরা সুফিয়ান ছাওরীর বর্ণনাসমূহে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-ক্বাত্তানের প্রতি মুখাপেক্ষী,

৪৭৬. ছলাতে হাত বাঁধা সম্পর্কে শায়খ রচিত ছলাতে হাত বাধার বিধান এবং স্থান গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। গবেষক পাঠকদের সেটা সংগ্রহে রাখার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।-অনুবাদক

এর স্পষ্ট দলীল যে, সুফিয়ান ছাওরী অত্যধিক তাদলীস করতেন। নতুবা লোকদের মুখাপেক্ষী হওয়াটা কিরূপ? সম্ভবত এটাই কারণ যে, সঊদী আরবের আলেম মুসফির বিন গার্রামাল্লাহ আদ-দামীনী লিখেছেন, ‘তিনি অতিমাত্রায় তাদলীস করেছেন’ (তাদলীস ফিল হাদীছ পৃঃ ২৬৬)।

সতর্কীকরণ : উপরোল্লিখিত মুসফির-এর আহলেহাদীছ বা গায়ের মুক্বাল্লিদ হওয়া স্পষ্টরূপে প্রমাণিত নেই। আল্লাহ-ই ভাল জানেন যে, তার মাসলাক কোনটি?

আবূ যুরআহ ইবনুল ইরাক্বী বলেছেন, ‘তিনি তাদলীসের সাথে প্রসিদ্ধ’ (কিতাবুল মুদাল্লিসীন পৃঃ ২১)।

(৯) যদি কেউ বলে যে, হাফেয আলাঈ ইত্যাদিগণ সুফিয়ান ছাওরীকে ২য় স্তরের মধ্যে লিখেছেন। যার তাদলীসকে ইমামগণ মুহতামাল (বরদাশত যোগ্য) বলেছেন (দেখুন : জামেউত তাহছীল পৃঃ ১১৩)।

তবে এর জবাব এই যে, হাফেয আলাঈ যুহরী (৩/১০২), হুমায়দ আত-ত্বাবীল (৩/৭১), ইবনে জুরাইজ (৩/৮৩) এবং হুশাইম বিন বাছীরকে (৩/১১১)-কেও এই ২য় স্তরে ছাওরীর সাথে উল্লেখ করেছেন। অথচ তাদের সবাইকে হাফেয ইবনে হাজার ৩য় স্তরে উল্লেখ করেছেন। ইমাম দারাকুৎনী রহিমাহুল্লাহকে ইবনে জুরাইজের তাদলীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তখন তিনি বলেছিলেন, يَتَجَنَّب تدليسه فَإِنَّهُ وَحش التَّدْلِيس لَا يُدَلس إِلَّا فِيمَا سَمعه من مَجْرُوح ‘তার তাদলীস থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ তার

তাদলীস হল ভয়ংকর। তিনি স্রেফ মাজরূহ হতেই তাদলীস করতেন' (দারাকুৎনী, সুওয়ালাতুল হাকিম, নং ২৬৫)।
ইমাম আহমাদ বিন ছালেহ আল-মিছরী বলেছেন, 'যদি ইবনু জুরাইজ সামার ব্যাখ্যা না করেন তবে উক্ত বর্ণনার কোনই পরওয়া নেই' (তারীখে উছমান বিন সাঈদ আদ-দারেমী, নং ১০)।
হুশাইম বিন বাশীর সম্পর্কে ইবনু সাদ বলেছেন, وما لم يقل فيه أخبرنا فليس بشيء যেখানে তিনি সামার ব্যাখ্যা করেন নি সেখানে তিনি কিছুই নন (ত্বাবাক্বাতে ইবনে সা'দ ৭/৩১৩)।
প্রতীয়মান হল যে, যেভাবে ইবনু জুরাইজ এবং হুশাইমকে ২য় স্ত রে উল্লেখ করা ভুল। ঠিক সেভাবেই সুফিয়ান ছাওরী, সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ ও আমাশকেও ২য় স্তরে উল্লেখ করা ভুল।
(১০) যদি কেউ বলে যে, একজন ব্যক্তি আপনার গ্রন্থ নূরুল আইনাইনের খন্ডনে একটি গ্রন্থ 'মুহাক্কাক্বানা তাজযিয়াহ' রচনা করেছেন।- তবে এর জবাব হল, উক্ত গ্রন্থে গ্রন্থকার রফউল ইদায়েন বর্জনের বর্ণনাতে সুফিয়ান ছাওরীর সামার স্পষ্টতা পেশ করেন নি। আর না (কোন) গ্রহণযোগ্য মুতাবাআত প্রমাণিত করেছেন। অত্র গ্রন্থে সুফিয়ান ছাওরীর তাদলীসের (মুআনআন বর্ণনার) আত্মরক্ষা করার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়েছে। যা আমাদের এ প্রবন্ধের আলোকে বাতিল।
উক্ত ব্যক্তি হাদীছের গ্রন্থ হতে সুফিয়ান ছাওরীর অসংখ্য মুআনআন বর্ণনাকে পেশ করে এই ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছেন যে, মুহাদ্দিছ কেরামগণ সুফিয়ান ছাওরীর মুআনআন বর্ণনাকে দলীল মনে করতেন। অথচ এই ধারণা বাতিল। আর এই ধরণের

বর্ণনাসমূহ হাদীছের গ্রন্থগুলি থেকে প্রতিটি মুদাল্লিস রাবীর ব্যাপারে পেশ করা যেতে পারে। যা না ব্রেলভী হযরতগণ স্বীকার করেন, না দেওবন্দী আর না হানাফী হযরতগণ স্বীকার করেন। এমন পদ্ধতি আদৌ অবলম্বন করা উচিৎ নয়। যার কারণে সকল মুদাল্লিসের সমস্ত মুআনআন বর্ণনা ছহীহ হয়ে যায় এবং 'ইলমে তাদলীস' অনর্থক হয়ে যায়।
এক ব্যক্তি ইমাম দারাকুৎনীর গ্রন্থ 'কিতাবুল ইলাল' (৫/১৭১, ১৭৩, নং ৮০৪) হতে আবূ বকর আন-নাহশালী ও আব্দুল্লাহ বিন ইদরীসের মুতাবাআত প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। অথচ এ উদ্ধৃতিটি একেবারেই সনদবিহীন হওয়ার কারণে প্রত্যাখ্যাত। আর দুনিয়ার কোন গ্রন্থেই ছহীহ বা হাসান লি-যাতিহি সনদের সাথে আবূ বকর আন-নাহশালী বা আব্দুল্লাহ বিন ইদরীসের উপরোল্লিখিত বর্ণনাতে শাব্দিক বা মর্মিক (মর্মগত) সমর্থন প্রমাণিত নেই।
কতিপয় ব্যক্তি লিখেছেন, ইমাম দারাকুত্বনী 'ছাওরী তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন' বাক্যটি লিখেছেন। যদ্বারা ইমাম সুফিয়ান ছাওরী হতে হাদীছ বর্ণনার সূত্র প্রমাণিত হয় (মুহাক্কাক্বানা তাজযিয়াহ পৃঃ ৯২)।
এ দলীল গ্রহণ দুটি কারণে প্রত্যাখ্যাত।-
(১) ইমাম দারাকুৎনীর জন্মের বহু আগেই ইমাম সুফিয়ান ছাওরী ইন্তেকাল করেছেন। সুতরাং এ উক্তিটি সনদবিহীন।
(২) 'حَدَّثَ بِهِ الثَّوْرِيُّ عَنْهُ'- দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, ছাওরী তাঁর থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এর দ্বারা সামা কোথা

থেকে প্রমাণিত হয়ে গেল? এতে সামার স্পষ্টতা-ই নেই। কিন্তু কতিপয় লোক (সামার বিষয়টি) প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন। সুবহানাল্লাহ!

এক ব্যক্তি ইমাম সুফিয়ান ছাওরীর মুআনআন হাদীছটির দশটি শাহেদ (সাক্ষীমূলক বর্ণনা) বানানোর চেষ্টা করেছেন। তন্মধ্যে ১ হতে ৯ নং পর্যন্ত সব মাওকূফ, মাক্বতূ' বর্ণনাসমূহ এবং যঈফ ও প্রত্যাখ্যাত। ইবরাহীম নাখাঈ মুদাল্লিস ছিলেন। সুতরাং সাইয়েদুনা ইবনে মাসঊদ (রাঃ) (যিনি তার জন্ম লাভের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছেন) থেকে প্রতিটি বর্ণনাই বর্জিত। চাই তিনি একটি জামাআত (মাজহূল) থেকে শ্রবণ করে থাকুন না কেন।

আব্দুর রায্যাক্ব, হাম্মাদ বিন আবী সুলায়মান, ইবনে উয়ায়নাহ, সুফিয়ান ছাওরী ও ইবরাহীম নাখাঈ-সকলেই মুদাল্লিস ছিলেন। সুতরাং তাঁদের মুআনআন বর্ণনাসমূহ মারদূদ (প্রত্যাখ্যাত)-এর বিধানের মধ্যে পড়ে। শেষ বর্ণনায় মুহাম্মাদ বিন জাবের জমহুর মুহাদ্দিছদের নিকটে যঈফ ছিলেন। হাম্মাদ ও ইবরাহীম উভয়ই মুদাল্লিস ছিলেন এবং বর্ণনাটি 'মুআনআন'।

সারকথা এই যে, অত্র শাহেদগুলি প্রতিটি প্রত্যাখ্যাত। আর বিষয়টি সুফিয়ান ছাওরীর তাদলীসেই ফেঁসে আছে।

এখন, শেষে 'মুহাক্কাক্বানা তাজযিয়াহ' গ্রন্থকার (ফায়ছাল খান ব্রেলভী)-এর পাঁচটি মিথ্যাচার উদ্ধৃতিসহ এবং খন্ডন উত্তর পেশ করা হল-

(১) সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)-এর প্রতি সম্বন্ধিত উপরোল্লিখিত বর্ণনাটি সম্পর্কে অত্র ব্যক্তি ত্বাহাবী হানাফীর গ্রন্থ 'শরহে মাআনিল আছার' (১/১৫৪, ১/২২৪) হতে তাছহীহ নকল

করেছেন (মুহাক্কাক্বানা তাজযিয়াহ পৃঃ ১২২)। অথচ ত্বাহাবী এই বর্ণনাকে স্পষ্টরূপে ছহীহ বলেন নি। সুতরাং এটা ত্বাহাবীর উপর মিথ্যাচার।

(২) উপরোল্লিখিত বর্ণনা সম্পর্কে এই ব্যক্তি হাফেয ইবনে হাজারের গ্রন্থ 'আদ-দিরায়াহ' (১/১৫০) থেকে 'ছহীহ' (শব্দটি) নকল করেছেন (মুহাক্কাক্বানা তাজযিয়াহ পৃঃ ১২৩)।

এটা নির্জলা মিথ্যাচার।

(৩) উপরোল্লিখিত বর্ণনা সম্পর্কে ঐ ব্যক্তি মাওলানা আত্বাউল্লাহ হানীফ (রহঃ)-এর 'তালীক্বাতুস সালাফিইয়া' (১২৩) থেকে 'ছহীহ' হওয়া বর্ণনা করেছেন (মুহাক্কাক্বানা তাজযিয়াহ পৃঃ ১২৫)। মাওলানা আত্বাউল্লাহ এই হাদীছকে অবশ্যই ছহীহ বলেন নি। বরং আবুল হাসান সিন্ধীর হাশিয়া নকল করে س হরফটি লিখে দিয়েছেন (দ্রষ্টব্য : তা'লীক্বাতে সালাফিইয়া পৃঃ ১২৩, টীকা-৪)। সুতরাং উপরোল্লিখিত ইবারতে 'তাজযিয়াহ' গ্রন্থকার মাওলানা আত্বাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানী (রহঃ)-এর উপর মিথ্যাচার করেছেন।

(৪) 'মুহাক্কাক্বানা তাজযিয়াহ' গ্রন্থকার বলেছেন, 'যে ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর পরবর্তী বক্তব্যও এটাই যে, উক্ত দুজন হযরত থেকে (হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) রফউল ইদায়েন বর্জন করা প্রমাণিত আছে' (মুহাক্কাক্বানা তাজযিয়াহ পৃঃ ১০৭)।

এটা একেবারেই ডাহা মিথ্যাচার।

(৫) ‘তাজযিয়াহ’ গ্রন্থকার বলেছেন, ‘যুবায়ের আলী যাঈ ছাহেব ইমাম বায্যার (রহঃ)-এর বিরুদ্ধে সমালোচনা করেন। আর তার তাওছীক্বের প্রবক্তা নন। অতএব তার বক্তব্য কিভাবে পেশ করা যেতে পারে’ (মুহাক্কাক্বানা তাজযিয়াহ পৃঃ ১১৫)।

এটা মিথ্যাচার। কেননা আমার নিকটে ইমাম বায্যার ছিক্বাহ, ভুলকারী ও সত্যবাদী, হাসানুল হাদীছ। আর আমি অসংখ্য স্থানে তাঁর বর্ণনাকৃত হাদীছসমূহকে ছহীহ বলেছি (দেখুন : ইলমী মাক্বালাত ১/১১২)।

মাসিক আল-হাদীছ : ২৩-এর মধ্যেও শেষে খত্বীব বাগদাদী ও আবূ আওয়ানাহ সহ অন্যান্যদের থেকে মুহাদ্দিছ বায্যারের ছিক্বাহ ও ছদূক্ব হওয়ার (বিষয়টি) বর্ণনা করা হয়েছে (দেখুন : পৃঃ ৩০)।

এ ব্যতীত ঐ ব্যক্তির আরোও অসংখ্য মিথ্যাচার রয়েছে। যেমন মুসনাদে আহমাদে স্রেফ রেওয়ায়াতের কারণে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল হতে ‘তিনি এর দ্বারা দলীল পেশ করেছেন’ (বাক্যটি) বর্ণনা করা ইত্যাদি (দ্রষ্টব্য : মুহাক্কাক্বানা তাজযিয়াহ পৃঃ ১২২)।

এ ব্যক্তির জাহালতও অত্যন্ত বেশী রয়েছে। যেমন ‘তার থেকে সুফিয়ান ছাওরী হাদীছ বর্ণনা করেছেন’- বাক্যটিকে সামার উপর গণ্য করা (তাজযিয়াহ পৃঃ ৯৪)।

এবং এটা বলা যে, অনুরূপভাবে ‘অতঃপর তিনি আর এমনটি করতে না’- হাদীছটি ছাড়াও হানাফীদের দাবী প্রমাণিত হয়ে যায়’ (তাজযিয়াহ পৃঃ ১১৯)।

অথচ এই যঈফ বর্ণনাটির মধ্যে ‘অতঃপর তিনি আর এমনটা করতেন না’ বাক্যটি ও এর মর্মের সংযোজনটি বাতিল প্রমাণিত হয়ে যায় তো ব্রেলভী ও দেওবন্দীদের দাবী ও এর ভিত্তিই খতম

হয়ে যায়। সকল ভবনই ধড়াম করে পতিত হয়ে যায় ও ‘ভিত্তি’ ধ্বক্ষসে যায়।

তাহক্বীক্বের সারাংশ : আমাদের এই দলীলসমৃদ্ধ ও তাহক্বীক্বী প্রবন্ধে প্রমাণ করা হয়েছে যে, সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)-এর প্রতি সম্বন্ধিত রফউল ইদায়েনের বর্জন করার বর্ণনাটিতে সুফিয়ান ছাওরী মুদাল্লিস (রাবী) রয়েছেন। যিনি ৩য় স্তরের মুদাল্লিস রাবী ছিলেন। সুতরাং তাঁর এই মুআনআন বর্ণনাটি যঈফ ও প্রত্যাখ্যাত।

দুনিয়ার কোন গ্রন্থে উপরোল্লিখিত বর্ণনায় ইমাম সুফিয়ান ছাওরীর সামার স্পষ্টতা বিদ্যমান নেই। আর না কোন গ্রহণযোগ্য মুতাবাআত (সমর্থনসূচক বর্ণনা) কোথাও আছে।

ঈমানদারদের উচিৎ যে, যিদ ও হঠকারিতা ত্যাগ করে হক্বকে গ্রহণ করা। আর এতেই দু জাহানের কামিয়াবী রয়েছে।

অমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ

(১২/৯/২০০৯ ইং; ২১ই রমযান ১৪৩০ হিঃ)।

***

রফউল ইদায়েন বর্জনের সকল বর্ণনা যঈফ ও প্রত্যাখ্যাত

এই প্রবন্ধে ঐ সকল যঈফ, বর্জিত, মাওযূ‘ ও ভিত্তিহীন বর্ণনাসমূহ খন্ডনসহ এবং বর্জনকারীদের প্রতারণাসমূহের জবাবগুলি পেশ করা হল। যেগুলিকে কতিপয় লোক রফউল ইদায়েনের বর্জন বা রহিত ইত্যাদির জন্য পেশ করতে থাকেন।

(১) সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)-এর প্রতি সম্বন্ধিত বর্ণনা

আলক্বামা থেকে বর্ণিত আছে যে, (সাইয়েদুনা) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বলেছেন, 'আমি কি তোমাদেরকে রাসূল (ছাঃ)-এর ছলাত পড়াবো না? তারপর তিনি ছলাত পড়লেন এবং স্রেফ প্রথমবার উভয় হাত উত্তোলন করলেন' (সুনানে তিরমিযী, তিনি বলেছেন, 'হাদীছটি হাসান ছহীহ'; আল-মুহাল্লা, ইবনে হাযম, তিনি বলেছেন, إِنَّ هٰذَا الْخَبَرَ صَحِيحٌ 'এই খবরটি ছহীহ'; সুনানে আবী দাঊদ)।

এ বর্ণনাটি দু'টি কারণে যঈফ-

প্রথমত : ইমাম শাফেঈ ও অন্যান্য জমহুর মুহাদ্দিছগণ একে গায়ের ছাবেত (অপ্রমাণিত) ও যঈফ বলেছেন (দ্রষ্টব্য : কিতাবুল উম্ম ৭/২০১; ইবনে আবী হাতেম, ইলালুল হাদীছ হা/২৫৮; সুনানে তিরমিযী হা/২৫৬; ইবনু আব্দুল বার্র, আত-তামহীদ ৩/২২০ ইত্যাদি)।

দ্বিতীয়ত : এর রাবী ইমাম সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) ছিক্বাহ হওয়ার পাশাপাশি মুদাল্লিসও ছিলেন (দ্রষ্টব্য : কিতাবুল জারহি ওয়াত-তা'দীল ৪/২২৫ ও মুদাল্লিস রাবী সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহ)।

এ বর্ণনাটি 'আন' শব্দ যোগে (বর্ণিত) রয়েছে। আর কোন সনদেই সামার স্পষ্টতা নেই।

উছূলে হাদীছের প্রসিদ্ধ মাসআলা আছে যে, মুদাল্লিস রাবীর 'আন' দ্বারা বর্ণনা যঈফ হয়ে থাকে (দ্রষ্টব্য : ইমাম শাফেঈ, কিতাবুর রিসালাহ, পৃঃ ৩৮০; মুক্বাদ্দামা ইবনুছ ছালাহ পৃঃ ৯৯)।

যদি কেউ বলেন যে, হাফেয ইবনে হাজার সুফিয়ান ছাওরীকে ২য় স্তরে (মুদাল্লিস রাবীদের দ্বিতীয় স্তর) উল্লেখ করেছেন। তাহলে

তার জবাব এই যে, সঠিক এটাই যে, ইমাম সুফিয়ান ছাওরী ৩য় স্তরের (মুদাল্লিস রাবীদের ৩য় স্তর) মুদাল্লিস ছিলেন। এর প্রমাণের জন্য এগারোটি দলীল পেশ করা হল-

(১) হাকেম নিশাপুরী হাফেয ইবনে হাজারের আগেই তাকে (ইমাম সুফিয়ান ছাওরীকে) জিনসে ছালেছ তথা তৃতীয় স্তরের মধ্যে উল্লেখ করেছেন (দেখুন : মা'রিফাতু উলূমিল হাদীছ পৃঃ ১০৬)।

(২) আইনী হানাফী বলেছেন, সুফিয়ান মুদাল্লিস রাবীদের মধ্য হতে ছিলেন। আর অন্য সনদের সামার স্পষ্টতা ব্যতীত মুদাল্লিস রাবীদের 'আন' সম্বলিত বর্ণনা প্রামাণ্য হয় না (দ্রষ্টব্য : উমদাতুল ক্বারী ৩/১১২)।

প্রতীয়মান হল যে, আইনী হানাফীর নিকটে সুফিয়ান ছাওরী তৃতীয় স্তরের (রাবীদের) মধ্য হতে ছিলেন।

(৩) ইবনুত তুরকুমানী হানাফী একটি রেওয়ায়াতের বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'ছাওরী মুদাল্লিস রাবী ছিলেন। আর তিনি আন দ্বারা বর্ণনা করেছেন' (আল-জাওহারুন নাক্বী ৮/২৬২)।

ইবনুত তুরকুমানীর নিকটে সুফিয়ান ছাওরীর 'আন' সম্বলিত বর্ণনা (ইল্লাতে ক্বাদেহার কারণে) ত্রুটিযুক্ত।

(৪) কিরমানী হানাফী বলেছেন, সুফিয়ান মুদাল্লিস রাবীদের মধ্য হতে ছিলেন। আর অন্য সনদের মাধ্যমে সামার স্পষ্টতা ব্যতীত মুদাল্লিসের 'আন' যুক্ত বর্ণনা দলীল নয় (দ্রষ্টব্য : কিরমানী, শরহ ছহীহ বুখারী ৩/৬৩)।

(৫) ক্বাসত্বালানী বলেছেন, সুফিয়ান মুদাল্লিস রাবী। আর মুদাল্লিস রাবীর 'আন' সম্বলিত বর্ণনা দলীল নয়। যদি না অন্য সনদের দ্বারা সামার স্পষ্টতা প্রমাণিত হয়ে যায় (দ্রষ্টব্য : ইরশাদুস সারী ১/২৮৬)।

(৬) ছালাহুদ্দীন আল-আলাঈ বলেছেন, 'সুফিয়ান ছাওরী মাজহূল লোকদের থেকে তাদলীস করতেন' (জামে'উত তাহছীল ফী আহকামিল মারাসিল পৃঃ ৯৯)।

(৭) হাফেয যাহাবী বলেছেন, তিনি (সুফিয়ান ছাওরী) যঈফ রাবীদের থেকে তাদলীস করতেন' (দ্রঃ মীযানুল ইতিদাল ২/১৬৯)।

যে মুদাল্লিস রাবী গায়ের ছিক্বাহ (অনির্ভরযোগ্য) রাবীদের থেকে তাদলীস করেন, তাঁর স্রেফ ঐ বর্ণনা-ই গ্রহণযোগ্য হয় যেগুলিতে তিনি সামার স্পষ্টতা (ব্যাখ্যা) করেন (যারাকশী, আন-নুকাত পৃঃ ১৮৪; ইরাক্বী, শরহে আলফিইয়াহ : আত-তাযকিরাতু ওয়াত-তাবছিরা ১/১৮৩, ১৮৪)।

(৮) সরফরায খান ছফদর দেওবন্দী একটি বর্ণনার বিরুদ্ধে সুফিয়ান ছাওরীর তাদলীসের কারণে সমালোচনা করেছেন (খাযায়েনুস সুনান ২/৭৭)।

(৯) মাস্টার আমীন উকাড়বী দেওবন্দী একটি বর্ণনার উপর সুফিয়ান ছাওরীর তাদলীসের সমালোচনা করেছেন (দ্রষ্টব্য : মাজমূআ রাসায়েল (নতুন প্রকাশ) ৩/৩৩১; তাজাল্লিয়াতে ছফদর ৫/৪৭০)।

(১০) মুহাম্মাদ শরীফ কোটালবী ব্রেলভী সুফিয়ান ছাওরীর একটি বর্ণনার বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'আর সুফিয়ান

ছাওরীর বর্ণনায় তাদলীসের আশঙ্কা আছে' (ফিক্বহুল ফাক্বীহ পৃঃ ১৩৪)।

(১১) মুহাম্মাদ আব্বাস রেযভী ব্রেলভী লিখেছেন, অর্থাৎ সুফিয়ান মুদাল্লিস রাবী ছিলেন। এ বর্ণনাটি তিনি 'আছেম বিন কুলাইব' থেকে 'আন' শব্দ যোগে বর্ণনা করেছেন। আর মুহাদ্দিছদের মূলনীতির আলোকে মুদাল্লিসের আনআনাহ গ্রহণযোগ্য নয়। যেমনটি সামনে বর্ণনা করা হবে ইনশাআল্লাহ' (মুনাযারে হী মুনাযারে পৃঃ ২৪৯)।

এই বিশদ আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হল যে, সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) ৩য় স্তরের মুদাল্লিস রাবী ছিলেন। সুতরাং গায়ের ছহীহায়নে তার 'আন' যুক্ত বর্ণনা যঈফ হয়। কিন্তু যদি সামার স্পষ্টতা (ব্যাখ্যা) প্রমাণিত বা গ্রহণযোগ্য মুতাবাআত পাওয়া যায়। স্মতর্ব্য যে, উল্লিখিত রেওয়ায়াতে সুফিয়ান ছাওরীর মুতাবাআত ছহীহ মুত্তাছিল সনদের সাথে প্রমাণিত নয় (দ্রষ্টব্য : আমার প্রবন্ধ 'ইমাম সুফিয়ান ছাওরীর তাদলীস এবং ২য় স্তর?)।

সতর্কীকরণ : সাইয়েদুনা ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত একটি বর্ণনায় এসেছে যে, আমি নবী (ছাঃ), আবূ বকর (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ)-এর সাথে ছলাত পড়েছি। তারা ছলাতের শুরুতে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতিত হাত উঠাতেন না' (সুনানে দারাকুৎনী ১/২৯৫, তিনি বলেছেন, تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ وَكَانَ ضَعِيفًا মুহাম্মাদ বিন জাবের এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি যঈফ রাবী ছিলেন)।

এ বর্ণনার রাবী মুহাম্মাদ বিন জাবের আল-ইয়ামামী জমহুর বিদ্বানদের নিকটে যঈফ (দ্রঃ মাজমা‘উয যাওয়ায়েদ ৫/১৯১)।

আর ইমাম দারাকুৎনীও এই রাবীকে যঈফ বলেছেন। সুতরাং এই বর্ণনাটি প্রত্যাখ্যাত।

সাইয়েদুনা ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত আরেকটি বর্ণনা (জামেউল মাসানীদ ১/৩৫৫) কতিপয় কারণে বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত-

১. আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন ইয়া‘কূব আল-হারিছী আল-বুখারী মহামিথ্যুক (দ্রঃ মীযানুল ই‘তিদাল ২/৪৯৬; লিসানুল মীযান ৩/৩৪৮, ৩৪৯)।

এর উস্তাদ জাবের বিন আব্দুল্লাহ আন-নাহশালী মাজহূল এবং অবশিষ্ট্য সনদটিও প্রত্যাখ্যাত (দ্রঃ নূরুল আইনাইন পৃঃ ৪২, ৪৩)।

সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) থেকে রফউল ইদায়েন বর্জন করা মাওকূফ হিসাবেও প্রমাণিত নেই।

(২) সাইয়েদুনা বারা বিন আযেব (রাঃ)-এর প্রতি সম্বন্ধিত বর্ণনা

সাইয়েদুনা বারা বিন আযেব (রাঃ) হতে বর্ণনা আছে যে, ‘নবী (ছাঃ) ছলাতের শুরুতে কানের লতি পর্যন্ত উভয় হাত উঠাতেন। অতঃপর আর এমনটি করতেন না’ (ত্বাহাবী, শারহু মাআনিল আছার, সুনানে আবী দাঊদ ইত্যাদি)।

এই বর্ণনাটির বুনিয়াদী রাবী ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদ আল-কুরাশী আল-হাশিমী আল-কূফী। যিনি জমহুর মুহাদ্দিছদের নিকটে যঈফ ছিলেন। হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী বলেছেন, ‘আর

জমহুর তার হাদীছকে যঈফ আখ্যাদনের পক্ষে ছিলেন’ (হাদিউস সারী পৃঃ ৪৫৯)।

বূছীরী বলেছেন, আর জমহুর তাকে যঈফ বলেছেন (যাওয়ায়েদে ইবনে মাজাহ হা/২১১৬)।

এই বর্ণনাটির দ্বিতীয় সনদে মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবী লায়লা রয়েছেন। যিনি জমহুর মুহাদ্দিছদের নিকটে যঈফ ছিলেন। আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী দেওবন্দী বলেন, ‘আর তিনি আমার নিকটে যঈফ। যেমনটি জমহুরদের মাযহাব ছিল’ (ফায়যুল বারী ৩/১৬৮)।

বূছীরী বলেছেন, ‘তাকে জমহুরগণ যঈফ বলেছেন’ (যাওয়ায়েদে ইবনে মাজাহ হা/৮৫৪)।

রফউল ইদায়েন বর্জনের একটি বর্ণনা ‘আবূ হানীফা শাবী হতে, তিনি বলেন, আমি বারা বিন আযেবকে (বলতে) শুনেছি’ -সনদে বর্ণিত (দ্রঃ আবূ নুআইম ইসপাহানী, মুসনাদু আবী হানীফাহ পৃঃ ১৫৬)।

এ বর্ণনার সকল রাবী- আবুল ক্বাসেম বিন বালাওয়াইহ আস-সাবূরী, বকর বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-হিবাল আর-রাযী, আলী, আলী বিন মুহাম্মাদ বিন রাওহ বিন আবীল হারশ আল-মিছ্ছীছী[৪৭৭], মুহাম্মাদ বিন রাওহ ও রাওহ বিন আবীল হারশ সকলেই মাজহূল (অজ্ঞাত)। সুতরাং এই সনদটি প্রত্যাখ্যাত (দ্রঃ আরশীফ মুনতাক্বা আহলেহাদীছ, সংখ্যা-৪, ১/৯২৬)।

(৩) আবক্কাদ ইবনুয যুবায়ের (?)-এর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত বর্ণনা

৪৭৭. মিছ্ছীছী বলাই অধিক শ্রেয় ও বেশী প্রসিদ্ধ। তবে মাছীছীও বলা যাবে। অনুবাদক।

আবক্কাদ ইবনুয যুবায়ের হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (ছাঃ) যখন ছলাত শুরু করতেন তখন ছলাতের সূচনাতে রফউল ইদায়েন করতেন। অতঃপর ছলাতে কোথাও রফউল ইদায়েন করতেন না ছলাত থেকে অবসর হওয়া পর্যন্ত (বায়হাক্বী, খিলাফিইয়াত, নাছবুর রায়াহ-এর বরাতে ১/৪০৪)।

এ বর্ণনা কতিপয় কারণে প্রত্যাখ্যাত-

(১) মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব (রাবী) অজ্ঞাত পরিচয় রয়েছেন।

(২) হাফছ বিন গিয়াছ মুদাল্লিস রাবী ছিলেন (দেখুন : ত্বাবাক্বাতে ইবনে সাদ ৬/৩৯০)।

তাকে **১**ম স্তরে উল্লেখ করা ভুল। সঠিক এই যে, তিনি তৃতীয় স্ত রের মুদাল্লিস রাবী ছিলেন।

এই বর্ণনাটি 'আন' শব্দ যোগে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং যঈফ।

(৩) আবক্কাদ ইবনুয যুবায়ের অজ্ঞাতপরিচয় রাবী। আর এর দ্বারা আবক্কাদ বিন আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের উদ্দেশ্য নেয়া দলীলবিহীন।

(৪) যদি তর্কের খাতিরে আবক্কাদ দ্বারা ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের উদ্দেশ্য হয়, আর তর্কের খাতিরে তার পর্যন্ত সনদটি ছহীহ হত, তবুও এ বর্ণনাটি মুনক্বাত্বি' বা মুরসাল হওয়ার দরুণ যঈফ।

ফায়েদা : সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (রাঃ) হতে, নাবী (ছাঃ)-এর মুত্যুর পর রফউল ইদায়েন করা প্রমাণিত আছে (দ্রষ্টব্য : বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা ২/৭৩, সনদ ছহীহ, 'এর প্রতিটি রাবী ছিক্বাহ')।

(৪) সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস এবং সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)-এর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত বর্ণনাসমূহ

এই দুজন ছাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী (ছাঃ) বলেছেন, রফউল ইদায়েন সাতটি স্থানে করতে হবে। ছলাতের শুরুতে, বায়তুল্লাহ যিয়ারতের সময়, ছাফা-মারওয়ার উপর, আরাফাত ও মুযদালিফায় অবস্থান কালে ও জামরায় আক্বাবায় কংকর নিক্ষেপ করার সময়' (শরহে মাআনিল আছার, কাশফুল আসতার)।[৪৭৮]

এর সনদে (বিদ্যমান রাবী) মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবী লায়লা জমহুর মুহাদ্দিছদের নিকটে যঈফ (দেখুন : হাদীছ নং ২)।

সাইয়েদুনা ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর প্রতি সম্বন্ধিত অন্য আরেকটি বর্ণনা 'আল-মুজামুল কাবীর' (১১/৪৫২) গ্রন্থে আছে, যা আত্বা ইবনুস সায়েব (নামক) রাবীর ইখতিলাত্বের কারণে যঈফ (দেখুন : আল-কাওয়াকিবুন নায়রাত পৃঃ ৬১; মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৩/২৯৭)।

আর এটা প্রমাণিত নেই যে, এ বর্ণনাটি তিনি ইখতিলাত্বের আগে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এ বর্ণনাটি যঈফ।

ত্বাবারানীর 'আল-মুজামুল কাবীর' গ্রন্থে (১১/৩৮৫) একটি বর্ণনায় 'সাতটি স্থান ব্যতীত হাত তোলা যাবে না'-শব্দাবলী রয়েছে। এ বর্ণনাটিও মুহাম্মাদ বিন আবী লায়লার (জমহুরদের নিকটে যঈফ) কারণে যঈফ।

---

৪৭৮. হজ্জ ও ওমরার বিধানাবলী জানার জন্য দেখুন : ড. আসাদুল্লাহ আল গালিব প্রণিত 'হজ্জ ও ওমরাহ'।-অনুবাদক।

সাইয়েদুনা ইবনু আব্বাস-এর প্রতি সম্বন্ধিত একটি সনদবিহীন ও মাওযূ রেওয়ায়াত কাসানী রচিত 'বাদায়েউছ ছানায়ে' (১/২০৭) গ্রন্থে আছে যে, আশারায়ে মুবাশ্বারাহ (জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত ১০ জন ছাহাবী) রফউল ইদায়েন করতেন না। কিন্তু স্রেফ ছলাতের শুরুতে তারা রফউল ইদায়েন করতেন।

এটাও প্রত্যাখ্যাত বর্ণনা।

কতিপয় লোক 'তাফসীর ইবনে আব্বাস' নামক গ্রন্থ হতে একটি রেওয়ায়াত পেশ করেন যে, 'আর তিনি ছলাতে স্বীয় হাত তুলতেন না' (তানবীরুল ক্বিয়াস পৃঃ ২১২)।

এই গ্রন্থের সনদে মহামিথ্যুক মুহাম্মাদ বিন মারওয়ান আস-সুদ্দী, মহামিথ্যুক মুহাম্মাদ ইবনুস সায়েব এবং যঈফ রাবী আবূ ছালেহ বাযাম আছেন (নূরুল আইনাইন পৃঃ ২৩৮-২৪৬)।

সুতরাং এ পুরো তাফসীরটিই বানোয়াট ও মনগড়া।

সতর্কীকরণ : সাইয়েদুনা ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে প্রমাণিত আছে যে, তিনি ছলাতের শুরুতে, রুকূর আগে ও পরে রফউল ইদায়েন করতেন (দ্রষ্টব্য : মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ১/২৩৫, সনদ হাসান)।

সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হতে রফউল ইদায়েন বর্জন করা আদৌ প্রমাণিত নেই।

সাইয়েদুনা ইবনে ওমরও (রাঃ) রুকূর আগে ও পরে রফউল ইদায়েন করতেন (ছহীহ বুখারী হা/৭৩৯, সনদ ছহীহ)।

সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হতে রফউল ইদায়েন বর্জন করা প্রমাণিত নেই।

মুজাহিদ হতে বর্ণিত যে, আমি ইবনে ওমর (রাঃ)-এর পিছে ছলাত পড়েছি। তিনি ছলাতের মধ্যে স্রেফ প্রথম তাকবীরের সময়ই হাত তুলতেন। এছাড়া তিনি ছলাতের (অন্য) কোন স্থানে রফউল ইদায়েন করতেন না (মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, ত্বাহাবী, শরহে মাআনিল আছার)।

এ বর্ণনাটি আবূ বকর বিন আইয়াশের (সত্যবাদী, হাসানুল হাদীছ, ভুল করতেন) ভুলের কারণে যঈফ।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বলেছেন, এটা বাতিল বর্ণনা (মাসায়েলে আহমাদ, ইবনে হানীর বর্ণনা ১/৫০)।

ইমাম ইবনে মাঈন বলেছেন, 'হুছাইন হতে বর্ণনা করতে গিয়ে আবূ বকর (বিন আইয়াশ)-এর ভুল হয়েছে। এ বর্ণনাটির কোনই ভিত্তি নেই' (জুযউ রফইল ইদায়েন হা/১৬; নাছবুর রায়াহ ১/৩৯২)।

মুহাদ্দিছগণের এই সমালোচনার মোকাবেলায় কোন নির্ভযোগ্য মুহাদ্দিছ বা ইমাম (মুতাক্বাদ্দিমীনদের মধ্য হতে) থেকে উপরোল্লিখিত বর্ণনাটিকে ছহীহ বলা প্রমাণিত নেই।

আব্দুল আযীয বিন হাকীম হতে বর্ণনা আছে যে, আমি দেখেছি যে, ইবনে ওমর স্বীয় হাত দুটিকে কান বরাবর প্রথম তাকবীরের সময় উঠাতেন। আর এ ব্যতীত অন্য কোন স্থানে হাত উত্তোলন করতেন না (মুয়াত্ত্বা মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান বিন ফারক্বাদ আশ-শায়বানী)।

এ বর্ণনা দুটি কারণে প্রত্যাখ্যাত-

(১) ইবনু ফারক্বাদ জমহুরদের নিকটে যঈফ ও সমালোচিত। আর তার তাওছীক্ব প্রত্যাখ্যাত।

(২) মুহাম্মাদ বিন আবান বিন ছালেহ জমহুরদের নিকটে যঈফ, সামলোচিত রাবী ছিলেন।

(৫) সাইয়েদুনা আলী (রাঃ)-এর প্রতি সম্বন্ধিত বর্ণনা

সাইয়েদুনা আলী (রাঃ) হতে বর্ণনা আছে যে, 'নবী (ছাঃ) ছলাতের শুরুতে রফউল ইদায়েন করতেন। অতঃপর দ্বিতীয়বার আর করতেন না' (ইমাম দারাকুৎনী, আল-ইলাল ৪/১০৭)।

এ বর্ণনাটি দারাকুৎনীর 'আল-ইলালুল ওয়ারিদাহ' গ্রন্থে সনদবিহীনভাবে আছে। আব্দুর রহীম বিন সুলায়মান পর্যন্ত কোন সনদ উল্লেখ নেই। আর সনদবিহীন বর্ণনা বর্জিত হয়ে থাকে।

সরফরায খান ছফদর দেওবন্দী বলেছেন, 'ইমাম বুখারী (রহঃ) নিজের দলীল গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তার আছারটির কোন সনদ বর্ণনা করেন নি। আর সনদবিহীন কথা দলীল হতে পারে না' (আহসানুল কালাম ১/৩২৭, অন্য সংস্করণ পৃঃ ৪০৩)।

(৬) সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)-এর প্রতি সম্বন্ধিত বর্ণনা

যাঈদ বিন আসলাম হতে বর্ণিত যে, আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেছেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে মক্কায় ছলাতের শুরুতে ও রুকূ করার সময় রফউল ইদায়েন করতাম। তারপর যখন নবী (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করলেন তখন তিনি ছলাতে রুকূ সংশ্লিষ্ট রফউল ইদায়েন বর্জন করে দিয়েছিলেন ও শুরুর রফউল ইদায়েনের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে যান (আখবারুল ফুক্বাহা ওয়াল মুহাদ্দিছীন পৃঃ ২১৪, নং ৩৭৮)।

এ বর্ণনাটি কয়েকটি কারণে বানোয়াট ও বাতিল-

প্রথমত : এর রাবী ওছমান বিন মুহাম্মাদ বিন খাশীশ আল-ক্বায়রানী সম্পর্কে হাফেয যাহাবী বলেছেন, 'তিনি চরম মিথ্যুক ছিলেন' (আল-মুগনী ফিয-যুআফা ক্রমিক ৪০৫৯, ২/৫০)।

দ্বিতীয়ত : 'আখবারুল ফুক্বাহা' নামক গ্রন্থের শেষে লিখিত আছে যে, গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হল.... আর এই (সম্পন্ন করণ) শাবান, ৪৮৩ হিজরীতে হল (পৃঃ ২৯৩)।

'আখবারুল ফুক্বাহা' গ্রন্থটির লেখক মুহাম্মাদ বিন হারেছ আল-ক্বায়রানী ৩৬১ হিজরীতে মারা গেছেন। সুতরাং প্রতীয়মান হল যে, গ্রন্থটির কপিকারক অজ্ঞাত পরিচয়। যিনি গ্রন্থকারের ১২২ বছর পরে মারা গেছেন। অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির বর্ণনা প্রত্যাখ্যাত হয়ে থাকে।

তৃতীয়ত : ওছমান বিন সাওয়াদাহর হাফছ বিন মায়সারার সাথে সাক্ষাৎ বা সমসাময়িক হওয়া প্রমাণিত নেই (বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : নূরুল আইনাইন পৃঃ ২০৫-২১১)।

সাইয়েদুনা ইবনে ওমর (রাঃ)-এর প্রতি সম্বন্ধিত একটি সনদবিহীন বর্ণনা 'নাছবুর রায়াহ' গ্রন্থে (১/৪০৪) বায়হাক্বীর 'খিলাফিইয়াত' গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ রয়েছে। এর পরিপূর্ণ, মুত্তাছিল (সংযুক্ত) সনদ অজ্ঞাত রয়েছে। আর হাকেম নিশাপুরী বলেছেন, এ বর্ণনাটি বাতিল, মাওযূ (দেখুন : নাছবুর রায়াহ ১/৪০৪)।

(৭) একটি সনদবিহীন বর্ণনা

মোল্লা কাসানী ও অন্যান্য কতিপয় হানাফী ফক্বীহ কোন সনদ ব্যতীত একটি রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন যে, নবী (ছাঃ) স্বীয় কতিপয় ছাহাবীকে রুকূর শুরুর আগে ও রুকূর পর মাথা উঠানোর

সময় রফউল ইদায়েন করতে দেখলেন। তখন তিনি বললেন, কারণ কি যে, 'আমি দেখছি যে, তোমরা এভাবে হাত উঠাচ্ছিলে যেমনটা অবাধ্য ঘোড়ার লেজ হয়ে থাকে? তোমরা ছলাতে স্থির থাক' (দ্রষ্টব্য : বাদায়েউছ ছানায়ে' ১/২০৭)।

এ বর্ণনাটি সনদবিহীন হওয়ার কারণে বানোয়াট ও বাতিল।

(৮) সাইয়েদুনা আনাস বিন মালেক (রাঃ)-এর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত একটি বর্ণনা

কাছীর বিন আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত যে, আমি আনাস বিন মালেক (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, 'নবী (ছাঃ) আমাকে বললেন, বৎস! যখন তুমি ছালাতে আসো তখন কিবলামুখি হও, রফউল ইদায়েন কর ও তাকবীরে তাহরীমা বল। আর ক্বিরাআত পাঠ কর যেখান থেকে চাও। অতঃপর তুমি যখন রুকূ'তে যাবে তখন দু'হাতের হাতু হাঁটুর উপরে রাখবে...' (ইবনু আদী, আল-কমিল ফী যু'আফা আর-রিজাল ৬/২০৮৬)।

এ বর্ণনার রাবী কাছীর বিন আব্দুল্লাহ আবূ হাশেম আল-আবলা অত্যন্ত যঈফ (দুর্বল) ও মাতরূক (পরিত্যক্ত) রাবী ছিলেন। ইমাম বুখারী বলেন, 'তিনি আনাস হতে মুনকার হাদীছ বর্ণনা করতেন' (ইবনে আদী, আল-কামিল পৃঃ ২০২৮; বুখারী, কিতাবুয যুআফা, জীবনী ক্রমিক ৩১৬)।

ইমাম নাসাঈ বলেছেন, 'তিনি মাতরূকুল হাদীছ' (ইবনে আদী, আল-কামিল পৃঃ ২০২৮; নাসাঈ, কিতাবুয যুআফা ওয়াল-মাতরূকীন, জীবনী ক্রমিক ৫০৬)।

হাকেম সাইয়েদুনা আনাস (রাঃ) হতে তার বর্ণিত রেওয়ায়াতগুলিকে বানোয়াট বলেছেন (দ্রষ্টব্য : তাহযীবুত তাহযীব ৮/৪১৮, অন্য সংস্করণ পৃঃ ৩৭৪)।

দ্বিতীয় এই যে, এ বানোয়াট বর্ণনাটিতে রফউল ইদায়েন বর্জনের স্পষ্টতা নেই। বরং অনুল্লেখ রয়েছে।[৪৭৯] আর অনুল্লেখ হওয়া সর্ব স্থানেই অস্তিত্বহীন হওয়ার দলীল নয় (দ্রষ্টব্য : আল-জাওহারুন নাক্বী ৪/৩১৭)।

কতিপয় লোক 'আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা' (১/৬৯) গ্রন্থে আবী মালিক আল-আশআরী (রাঃ)-এর হাদীছ (মুসনাদে আহমাদ ৫/২৪৩) ও আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর হাদীছ (সুনানে আবী দাঊদ; আত-তামহীদ ৯/২১৫) ইত্যাদি পেশ করেন। যেগুলিতে রফউল ইদায়েন বর্জন করার নাম-নিশানাও থাকে না। সুতরাং অপ্রাসঙ্গিক ও অনুল্লেখ বর্ণনাসমূহ (দলীল হিসাবে) পেশ করা ভুল।

(৯) বিকৃতিসমূহ

কতিপয় লোক 'মুসনাদে হুমায়দী' ও 'মুসনাদে আবী আওয়ানাহ' হতে সাইয়েদুনা ইবনে ওমর (রাঃ)-এর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করে দুটি হাদীছ পেশ করেন এবং রফউল ইদায়েনের বর্জন প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন। অথচ উক্ত দুটি গ্রন্থে পুরাতন পান্ডুলিপিতে এই হাদীছ দুটি রফউল ইদায়েন বর্জন করার সাথে নয় বরং রফউল ইদায়েনের প্রমাণের সাথে লিপিবদ্ধ আছে। সুতরাং কতিপয় মানুষ উক্ত বিকৃতিসমূহ সম্পর্কে অবগত আছেন। বিস্তারিত জানতে দেখুন : নূরুল আয়নাইন (পৃঃ ৬৮-৮১)।

৪৭৯. অর্থাৎ রুকূ'তে রফউল ইদায়েন করা বা না করার বিষয়টি উল্লেখ নেই।-অনুবাদক।

(১০) যঈফ আছারসমূহ ও কতিপয় ফায়েদা

কতিপয় লোক মারফূ‘ হাদীছসমূহের বিপরীতে যঈফ ও অপ্রমাণিত আছারসমূহ পেশ করে থাকেন। যেমন-

(১) সাইয়েদুনা ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর প্রতি নিসবতকৃত আছারটি মুনক্বাতি‘ হওয়ার কারণে বর্জিত। ইবরাহীম নাখাঈর জন্মলাভের পূর্বে সাইয়েদুনা ইবনু মাসঊদ (রাঃ) মারা গেছেন।

(২) সাইয়েদুনা ওমর (রাঃ)-এর প্রতি নিসবতকৃত আছারটি ইবরাহীম নাখাঈ (ছিক্বাহ-মুদাল্লিস)-এর তাদলীসের কারণে যঈফ। যে ব্যক্তি একে ছহীহ মনে করেন তাকে উল্লিখিত আছারটির মধ্যে ইবরাহীম নাখাঈর সামার স্পষ্টতা পেশ করতে হবে।

(৩) খুলাফায়ে রাশেদীনের প্রতি নিসবতকৃত আছারটি মুহাম্মাদ বিন জাবের (যঈফ)-এর কারণে প্রত্যাখ্যাত (দ্রষ্টব্য : অত্র প্রবন্ধ, হাদীছ নং ১)।

কাসানীর ‘বাদায়েউছ ছানায়ে‘ (১/২০৭, আলক্বামা হতে)-এর আছারটি সনদবিহীন হওয়ার কারণে বানোয়াট।

(৪) সাইয়েদুনা আলী (রাঃ)-এর প্রতি নিসবতকৃত আছারটি মুহাদ্দিছদের ঐক্যমতনুসারে যঈফ ও অপ্রমাণিত।

কোন মুহাদ্দিছ এই হাদীছটিকে ছহীহ বলেননি। এর উপর মুহাদ্দিছগণের ঐক্যমত আছে। আর ইজমা (ঐক্যমত) হল শারঈ দলীল।

(৫) কতিপয় লোক মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান বিন ফারক্বাদ আশ-শায়বানীর প্রতি নিসবতকৃত ‘আল-মুওয়াত্ত্বা’ ও ‘আল-আছার’ গ্রন্থদ্বয় থেকে কতিপয় আছার পেশ করেন। যেগুলির সনদ ছহীহ

নয়। আর স্বয়ং ইবনে ফারক্বাদও জমহুর মুহাদ্দিছদের নিকটে যঈফ ও মাজরূহ। অত্র গ্রন্থগুলিও তার থেকে ছহীহ সনদে প্রমাণিত নেই।

(৬) কতিপয় লোক সিজদায় রফউল ইদায়েন করার বর্ণনাসমূহ পেশ করেন। অথচ সিজদায় রফউল ইদায়েন করা কোন একটি ছহীহ বর্ণনা হতেও প্রমাণিত নয়। আর ছহীহ বুখারীতে লেখা হয়েছে- ‘তিনি সিজদা করার সময় ও সিজদা হতে উঠার সময় রফউল ইদায়েন করতেন না’ (হা/৭৩৮, বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : নূরুল আইনাইন পৃঃ ১৮৯-১৯৪)।

(৭) কতিপয় লোক সাইয়েদুনা জাবের বিন সামুরা (রাঃ) -এর বর্ণনা (ছহীহ মুসলিম হতে) উপস্থাপন করেন। অথচ এ হাদীছটির সম্পর্ক রুকূর রফউল ইদায়েনের সাথে নয়। বরং তাশাহহুদে সালামের সময় হাত দ্বারা ইশারা করার সাথে (দ্রষ্টব্য : দরসে তিরমিযী ২/৩৬; আল-ওয়ারদুশ শাযী পৃঃ ৬৩; আত-তালখীছুল হাবীর ১/২২১)।

(৮) কতিপয় লোক এটা বলেন যে, ‘ছাহাবায়ে কেরামগণ বগলে মূর্তি নিয়ে আসতেন। এ কারণেই রফউল ইদায়েন করা হত’।

এটা ডাহা মিথ্যা ও মনগড়া কথা। যার কোন প্রমাণ কোন হাদীছের গ্রন্থে নেই।

(৯) কতিপয় লোক এটা বলেন যে, ‘নবী (ছাঃ) প্রথমে রফউল ইদায়েন করতেন ও পরবর্তীতে তিনি তা বর্জন বা রহিত করেছেন’।

কিন্তু এর কোন সনদ বা দলীল হাদীছের কোন গ্রন্থে নেই।

(১০) কিছু লোক জমহুর মুহাদ্দিছদের নিকটে মাজরূহ রাবীদের তাওছীক্ব পেশ করার চেষ্টা করেন। অথচ জমহুরের জারহ-এর মোকাবেলায় তাওছীক্ব প্রত্যাখ্যাত হয়। কিন্তু যদি খাছ ও আম-এর বিষয় হয়ে থাকে তবে খাছ অগ্রগণ্য।

সরফরায খান ছফদর দেওবন্দী লিখেছেন, 'আমরা তাওছীক্ব ও তাযঈফ-এর ব্যাপারে জমহুর ইমামদের জার্‌হ ও তাদীলের সিদ্ধান্ত ও অধিকাংশ হাদীছের ইমামদের সাথে আছি। এবং (তাদের) রজ্জু ত্যাগ করিনি। প্রসিদ্ধ আছে যে, কবিতা-যাবানে খালক কো নাক্বারায়ে খোদা সামঝো (আহসানুল কালাম ১/৪০)।

(১১) কিছু লোক শীআদের গ্রন্থ 'মুসনাদে যায়েদ' ও খারেজীদের গ্রন্থ 'মুসনাদুর রবী বিন হাবীব'-এর উদ্ধৃতি পেশ করেন। অথচ এ দুটি গ্রন্থই অপ্রমাণিত ও বাতিল। অপ্রমাণিত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি পেশ করা প্রত্যাখ্যাত।

রুকূর আগে ও রুকূর পর রফউল ইদায়েনের পক্ষের দলীলসমূহের জন্য ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিম ইত্যাদি অধ্যয়ন করুন।

অমা আলায়না ইল্লাল বালাগ (১১/৭/২০০৯ ইং)।

****

রফউল ইদায়েন বর্জন করার হাদীছ ও মুহাদ্দিছ কেরামদের জার্‌হ

[এই প্রবন্ধটি ফায়ছাল খান ব্রেলভীর গ্রন্থ 'রফা ইদায়েনকে মাউযূ পার.. মুহাক্কাক্বানা তাজযিয়াহ'-এর জবাবে লিখিত হয়েছে]

সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)-এর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত, ইমাম সুফিয়ান ছাওরী রহিমাহুল্লাহর (মুদাল্লিস রাবী) মুআনআন (রফউল ইদায়েন বর্জন সংক্রান্ত) বর্ণনাটিকে জমহুর মুহাদ্দিছদগণ

যঈফ ও ত্রুটিযুক্ত বলেছেন (বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : আমার গ্রন্থ নূরুল আইনাইন ফী মাসআলায়ে রফউল ইদায়েন, নতুন সংস্করণ পৃঃ ১৩০-১৩৪)।

কতিপয় লোক বর্তমান সময় এই তাযঈফী মন্তব্যগুলির মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। সুতরাং উক্ত সন্দেহ সৃষ্টিকারীদের সন্দেহ ও প্রতারণাসমূহের জবাব নিম্নরূপ-

(১) ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (রহঃ) বলেছেন, 'ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর (তার প্রতি নিসবতকৃত) হাদীছটি প্রমাণিত নয়' (সুনানে তিরমিযী হা/২৫৬; উপরন্তু দেখুন : নূরুল আইনাইন পৃঃ ১৩০)।

কতিপয় লোক এই জার্‌হকে সুফিয়ান ছাওরীর হাদীছ থেকে সরানোর চেষ্টা করেছেন। অথচ মুহাদ্দিছ কেরামগণ একে সুফিয়ান ছাওরীর হাদীছের সাথে সম্পৃক্ত বলে-ই স্থির করেছেন (দেখুন : নূরুল আইনাইন পৃঃ ১৩০)।

এক ব্যক্তি এই ধোঁকা দেবার চেষ্টা করেছেন যে, ইমাম ইবনুল মুবারক হতে উক্ত জার্‌হ-এর রাবী সুফিয়ান বিন আব্দুল মালিক-তার পুরাতন ছাত্র ছিলেন। আর স্বয়ং পরবর্তী ছাত্র সুয়াইদ বিন নাছর-এর বর্ণনাতে ইবনুল মুবারক এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। অতএব এ জার্‌হটি পুরাতন ও অনগ্রাধিকার প্রাপ্ত।

আরয এই যে, (ছহীহাইন ব্যতীত) 'আম গায়ের মুশতারাত্ব বিছ-ছিহ্‌হাত' গ্রন্থসমূহতে শুধু রেওয়ায়াত করা কোন হাদীছের 'তাছহীহ' হয় না। যেমন-

(ক) মুসনাদে আহমাদ (৪/২৫৩) গ্রন্থে একটি বর্ণনা আছে- مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ، فَلْيُشَقِّصِ الْخَنَازِيرَ -এর রাবী ওমর বিন বায়ান সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে জিজ্ঞাসা করা হল। তখন তিনি বললেন, 'আমি তাকে চিনি না' (কিতাবুল ইলাল ওয়া মারিফাতুর রিজাল, রাবী নং ১৩৬৬)।

(খ) মুসনাদে আহমাদ (৬/৭১) গ্রন্থে 'দুয়াইদ আবূ সাহল হতে, তিনি সুলায়মান বিন রূমান' (সনদে) একটি বর্ণনা আছে। যে সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেছেন, 'এই হাদীছটি মুনকার' (খাল্লাল, আল-মুনতাখাব মিনাল ইলাল হা/৫, পৃঃ ৪৪)।

(গ) 'সালেম ছাওবান হতে' -এর একটি বর্ণনায় এসেছে যে, اسْتَقِيمُوا لِقُرَيْشٍ مَا اسْتَقَامُوا لَكُم (মুসনাদে আহমাদ ৫/২৭৭)।

এ সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেছেন, 'ছহীহ নয়। সালেম বিন আবীল জাদ ছাওবানকে পান নি' (খাল্লাল, আস-সুন্নাহ হা/৮৩, এর সনদ হাসান; খাল্লাল, আল-মুনতাখাবু মিনাল ইলাল হা/ ৮২ পৃঃ ১৬৩)।

এ ধরণের অন্যান্য উদাহরণসমূহের জন্য দেখুন : হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িমের গ্রন্থ 'আল-ফুরূসিয়্যাহ'।

সুতরাং ইমাম ইবনুল মুবারকের সুয়াইদ বিন নাছর-এর বর্ণনায় উক্ত হাদীছকে বর্ণনা করা উক্ত হাদীছের তাছহীহ নয়। আর না কোন ধারণাপ্রসূত ভুল (হতে) প্রত্যাবর্তন করার দলীল হয়ে থাকে।

যায়লাঈ হানাফী ইবনুল ক্বাত্তান (আল-ফাসী)-এর গ্রন্থ 'আল-ওয়াহমু ওয়াল ঈহাম' হতে নকল করেছেন যে, 'তিরমিযী উল্লেখ

করেছেন ইবনুল মুবারক হতে যে, তিনি বলেছেন, ওয়াকীর হাদীছ ছহীহ নয়' (নাছবুর রায়াহ ১/৩৯৫)।

এতে প্রতীয়মান হল যে, ইবনুল মুবারকের জার্হ উক্ত বর্ণনার বিরুদ্ধেই রয়েছে, যাকে ইমাম ওয়াকী' 'সুফিয়ান ছাওরী' হতে বর্ণনা করেছিলেন। সুতরাং কতিপয় লোকের উক্ত জার্হকে ত্বাহাবীর বর্ণনার সাথে জুড়ে দেয়া ভুল।

যদি কেউ বলে যে, মুগালত্বাঈ হানাফী, ইবনু দাক্বীক্ব আল-ঈদ মালেকী শাফেঈ, আইনী হানাফী, ইবনুত তুরকুমানী হানাফী, ইবনুল ক্বাত্তান আল-ফাসী আল-মাগরিবী প্রমুখ ইমামগণ ইমাম ইবনুল মুবারকের এই সমালোচনার জবাবসমূহ দিয়েছেন। তো আরয এই যে, এ সমস্ত জবাব প্রত্যাখ্যাত ও বাতিল।

(২) ইমাম শাফেঈ (রহঃ) রফউল ইদায়েন বর্জন করার হাদীছসমূহকে নাকচ করে দিয়েছেন যে, এগুলি প্রমাণিত নয় (দ্রষ্টব্য : কিতাবুল উম্ম ৭/২০১; নূরুল আইনাইন পৃঃ ১৩১)।

যদি কেউ বলেন যে, 'এটা মুবহাম বাক্যের (অস্পষ্ট্য বাক্য) জার্হ। যার কোন গুরুত্ব নেই'।

তবে আরয হল যে, কতিপয় লোকের নিকটে মুবহাম হয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। (তবে) আমাদের নিকটে দুটি কারণে এই জার্হ কবুলযোগ্য :

প্রথমত : এটা উছূলে হাদীছ অনুসারে রয়েছে। কেননা মুদাল্লিসের মুআনআন (আন-দ্বারা) বর্ণনা যঈফ হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়ত : এটা জমহুর মুহাদ্দিছদের মোতাবেক আছে।

যদি কেউ বলেন যে, ইবনুত তুরকুমানী হানাফী উপরোল্লিখিত হাদীছ সম্পর্কে ত্বাহাবী হানাফী হতে তাছহীহ নকল করেছেন।

তবে আরয হল যে, ত্বাহাবী (ইবনুত তুরকুমানীর কথানুসারে) 'আর-রাদ্দু আলাল কারাবীসী' নামী গ্রন্থে সাইয়েদুনা আলী (রাঃ)-এর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত মাওকূফ বর্ণনাটিকে ছহীহ বলেছেন (দ্রষ্টব্য : আল-জাওহারুন নাক্বী ২/৭৯)।

সুতরাং সাইয়েদুনা ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর প্রতি নিসবতকৃত এই বর্ণনা সম্পর্কে তার তাছহীহ প্রমাণিত নেই। স্মর্তব্য যে, সাইয়েদুনা আলী (রাঃ)-এর বর্ণনাকে ত্বাহাবী হানাফীর ছহীহ বলা জমহূর মুহাদ্দিছদের বিপরীত হওয়ার কারণে ভুল।

এক ব্যক্তি (ফায়ছাল খান ব্রেলভী) লিখেছেন, 'যে ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর পরবর্তী বক্তব্যও এটাই যে, উক্ত দুজন ছাহাবী থেকে (হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)) রফউল ইদায়েনের বর্জন প্রমাণিত আছে' (রফা ইদায়েন কে মাওযূ পার... মুহাক্কাক্বানা তাজযিয়াহ পৃঃ ১০৭)।

আরয রইল যে, এটা হল ঐ ব্যক্তির অন্ধাকারাচ্ছন্ন মিথ্যাচার।

জ্ঞাতব্য : মুহাম্মাদ বিন আব্দুল বাক্বী আয-যারক্বানী সাইয়েদুনা ইবনে মাসঊদ (রাঃ)- এর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত হাদীছ সম্পর্কে মুওয়াত্তা মালেক-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'শাফেঈ একে প্রত্যাখ্যান করেছেন। নিশ্চয়ই এটা প্রমাণিত হয় নি' (১/১৫৮)।

যারা চার ইমামকে মানার দাবী করেন ও বলেন চার মাযহাব হক্ব। তাদের সমীপে আরয যে, যে হাদীছকে ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমাদ (দুজন ইমাম) যঈফ ইত্যাদি বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং অবশিষ্ট দুজন ইমাম হতে কোন একজন থেকেও এই হাদীছকে ছহীহ বলা প্রমাণিত নেই; তাহলে আপনারা কিভাবে ঐ বর্ণনাকে পেশ করেন?

যদি সাহস থাকে তো ইমাম আবূ হানীফা হতে রফউল ইদায়েন বর্জন করার হাদীছটির ছহীহ হওয়া ছহীহ সনদে প্রমাণ করুন!!

(৩) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) সুফিয়ান ছাওরীর উপরোল্লিখিত বর্ণনাটির বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করেছেন (দেখুন : আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ, মাসায়েলে ইমাম আহমাদ ১/২৪০, অনুচ্ছেদ-৩২৬; নূরুল আয়নাইন পৃঃ ১৩১)।

যদি কেউ বলেন যে, ইমাম আহমাদ রাবীদের বিরুদ্ধে কোন বিরূপ কথা বলেন নি। তাহলে আরয রইল যে, তিনি বর্ণনাটির বিরুদ্ধে আপত্তি করে তা নাকচ করেছেন ও রফউল ইদায়েনের আমলকে পছন্দ করেছেন। ইমাম আবূ দাঊদ বলেছেন, আমি (ইমাম) আহমাদকে দেখেছি যে, তিনি রুকূর আগে এবং পরে ছালাতের শুরুর ন্যায় কান বরাবর হাত তুলতেন। আর কতিপয় সময়ে ছালাতের শুরুর রফউল ইদায়েন সামান্য নীচে (অর্থাৎ কাঁধ বরাবর)।

আহমাদকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, এক ব্যক্তি রফউল ইদায়েন সম্পর্কে নবী (ছাঃ)-এর হাদীছসমূহ শ্রবণ করে। এবং তারপরও রফউল ইদায়েন করে না। তাহলে তার ছালাত কি পূর্ণ হবে? তিনি বলেছেন, পুরো ছলাত হওয়া তো আমার জানা নেই। তবে সে ছলাতে ত্রুটিকারী (মাসায়েলে ইমাম আবী দাঊদ পৃঃ ৩৩; নূরুল আইনাইন পৃঃ ১৭৯, ১৮০)।

যদি ইমাম আহমাদ রফউল ইদায়েন বর্জন করার বর্ণনাকে যঈফ ও প্রত্যাখ্যাত না বুঝতেন তবে রফউল ইদায়েন বর্জনকারীর ছালাতকে ত্রুটিপূর্ণ ভাবতেন না।

দ্বিতীয় এই যে, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর জ্ঞানে রফউল ইদায়েন বর্জনকারীর ছালাত পূর্ণ ছিল না। এমনকি তিনি এমন ছালাতকে সন্দেযুক্ত ও সুন্নাত বিরোধী মনে করতেন।

যদি কেউ বলে যে, (পরবর্তী ইমামদের মধ্য হতে) ক্বাযী শাওকানী বলেছেন, 'মুসনাদে আহমাদের প্রতিটি হাদীছ গ্রহণযোগ্য' (নায়লুল আওত্বার ১/২০)।

তাহলে আরয রইল যে, ক্বাযী শাওকানীর এ কথাটি বাতিল। আর এটা হানাফী ও আহলে তাক্বলীগণও গ্রহণ করেন নি।

মুসনাদে আহমাদ (৫/৩২২, ৩১৬)-এর একটি হাদীছের সারকথা এই যে, ফজরের ছালাতের পর নবী (ছাঃ) স্বীয় মুক্তাদিদের বললেন, সূরা ফাতিহা ব্যতীত কিছুই পড়বে না। যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়বে না তার ছালাত হয় না (দেখুন : আল-কাওয়াকিবুদ দুর্রিইয়াহ পৃঃ ৫৮)।

এ বর্ণনা ঐটাই যা 'ফাতিহা খলফাল ইমাম'-এ হানাফী ও আহলে তাক্বলীদের সকল 'দলীল' এবং সংশয় সমূহ নিঃশেষ করে দেয়। আর উক্ত বর্ণনাটির ব্যাপারে তাক্বলীদপন্থীগণ খুবই জ্বলেন। সুতরাং (হানাফী ও আহলে তাক্বলীদগণ) কখনো মুহাম্মাদ বিন ইয়াসারের উপর জারহ করেন আবার কখনো মাকহূলের তাদলীসের রেজিস্টার্ড খুলে বসেন।

আমরা প্রশ্ন করি যে, যদি মুসনাদে আহমাদের প্রতিটি হাদীছই গ্রহণযোগ্য হয় তবে এই হাদীছটি কেন কবুলযোগ্য নয় ? যদি কেউ বলেন যে, নূরুল আইনাইন গ্রন্থে ইমাম আহমাদের প্রসঙ্গে জুযউ রফইল ইদায়েনের বরাত পেশ করা ইলমী বাড়াবাড়ি ও

বিকৃতি। তবে আরয হল যে, এই অভিযোগকারী স্বয়ং বিকৃতিকারী ও ইলমী বাড়াবাড়ির পাপ করে বসে আছেন।

যদি কেউ বলেন যে, ইমাম আহমাদকে উক্ত হাদীছের সমালোচকদের মাঝে গণ্য করা ভুল ও বাতিল। তবে আরয হল যে, কেন? তিনি কি রফউল ইদায়েনের উক্ত বর্ণনাকে ছহীহ বলতেন? সুবহানাল্লাহ!

(৪) উপরোল্লিখিত বর্ণনা সম্পর্কে ইমাম আবূ হাতিম আর-রাযী বলেছেন, এটা ভুল ...' (ইলালুল হাদীছ হা/২৫৮, ১/৯৬; নূরুল আইনাইন পৃঃ ১৩১)।

যদি কোন ব্যক্তি বলেন যে, আবূ হাতিম চরমপন্থী, যালিম ছিলেন ও সমালোচনাটি কতিপয় কারণের ভিত্তিতে ছহীহ নয়। তবে আরয রইল যে, এই সমালোচনা কতিপয় দৃষ্টিকোণ থেকে ছহীহ। যেমন-

প্রথম : জমহুর মুহাদ্দিছদের মোতাবেক রয়েছে। সুতরাং চরমপন্থার কোন প্রশ্নই এখানে জন্ম লাভ করতে পারে না।

দ্বিতীয়ত : সুফিয়ান মুদাল্লিস রাবী ছিলেন। এবং তার বর্ণনার কোন সনদে এর সামার স্পষ্টতা (ব্যাখ্যা) বিদ্যমান নেই। যদি কেউ বলেন যে, আবূ হাতেম আর-রাযী সাইয়েদুনা আবূ হুমাঈদ আস-সায়িদী (রাঃ)-এর রফউল ইদায়েনের প্রামাণ্যতা সম্বলিত বর্ণনার বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছেন। তাহলে এই সমালোচনাটি কেন গ্রহণযোগ্য নয়?

আরয হল যে, সাইয়েদুনা আবূ হুমাঈদ আস-সায়িদী (রাঃ)-এর বর্ণনাটিকে জমহুর মুহাদ্দিছগণ ছহীহ বলেছেন। আর উছূলে হাদীছের আলোকেও ছহীহ। অতএব এর উপর যদি আবূ হাতেম

(রহঃ) কোন সমালোচনা করেই থাকেন তবে জমহুরের বিপরীত হওয়ার কারণে কবুলযোগ্য নয়।

যদি কেউ বলেন যে, আবূ হাতেম আর-রাযী সুফিয়ানের তাদলীসের অভিযোগ তুলেন নি। তবে আরয হল যে, তিনি উপরোল্লিখিত বর্ণনাকে ভুল বলেছেন। আর বর্ণনাটির উপর মুহাদ্দিছদের সমালোচনা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে এই উদ্ধৃতিটাই যথেষ্ট ও সন্তোষজন।

(৫) ইমাম দারাকুৎনী রফউল ইদায়েন বর্জন করার উপরোল্লিখিত বর্ণনাসমূহকে গায়ের মাহফূয বলেছেন' (কিতাবুল 'ইলাল ৫/১৭৩; নূরুল আয়নাইন পৃঃ ১৩১) ।

যদি কেউ বলেন যে, ইমাম দারাকুৎনী এ হাদীছের সম্পর্কে 'এর সনদ ছহীহ' বলেছেন (দেখুন : কিতাবুল ইলাল ৫/১৭২)।

তবে আরয হল যে, ইমাম দারাকুৎনী 'আব্দুল্লাহ বিন ইদরীস, তিনি আছেম বিন কুলাইব হতে' -রেওয়ায়াতটিকে 'এর সনদটি ছহীহ' বলেছেন (দেখুন : কিতাবুল ইলাল ৫/১৭২)। আর এই রেওয়ায়াতটিতে দ্বিতীয়বার রফউল ইদায়েন না করার কোনই উল্লেখ নেই।

তিনি এর পরে ছাওরীর রেওয়ায়াতটিকে 'মাহফূয নয়' বলেছেন (ঐ পৃঃ ১৭২, ১৭৩)।

সুতরাং এটা বলা ভুল যে, ইমাম দারাকৎনী (রহঃ) রফউল ইদায়েন বর্জন করার বর্ণনাকে ছহীহ বলতেন-ভুল।

যদি কেউ বলেন যে, হানাফীদের দাবী 'অতঃপর তিনি এমনটি করতেন না' ব্যতিরেকেও প্রমাণিত ও মাহফূয রয়েছে। তবে আরয হল যে, উক্ত শব্দাবলী বা মর্মের না বাচক (নাফী) ব্যতীত

এই দাবী সরাসরিই খতম। সুতরাং না প্রমাণিত আছে আর না মাহফূয রয়েছে।

(৬) ইমাম ইবনে হিব্বান রফউল ইদায়েন বর্জন করার উপর্যুক্ত বর্ণনাকে যঈফ ও বাতিল বলেছেন (দ্রষ্টব্য : নূরুল আইনাইন পৃঃ ১৩১)।

এর জবাবে কতিপয় লোক তিনটি অভিযোগ করে থাকেন-

প্রথম : (এটা) মুবহাম জারহ।

জবাব : আরয হল যে, এ সমালোচনাটি উছূলে হাদীছ ও জমহুর মুহাদ্দিছদের মোতাবেক্ব রয়েছে। সুতরাং গ্রহণযোগ্য।

দ্বিতীয়ত : হাফেয ইবনে হাজার ও হাফেয ইবনে হিবক্ষানের মধ্যকার সনদটি বিদ্যমান নেই।

জবাব : আরয হল যে, এটা কিতাব হতে বর্ণনাকৃত। আর কিতাব থেকে বর্ণনা করা উছূলে হাদীছের আলোকে জায়েয।

তৃতীয়ত : হাফেয ইবনে হিব্বান হতে 'কিতাবুছ ছালাত' গ্রন্থটি বর্ণিত নেই।

জবাব : আরয হল যে, হাফেয ইবনে হিবক্ষানের 'কিতাবুছ ছালাত' নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান আছে-

(১) ইবনুল মুলাক্কিন, আল-বাদরুল মুনীর (১/২৮৩, ২/৪৭২, ৩/৪৯৪)।

(২) আবূ যুরআহ ইবনুল ইরাক্বী, ত্বরহুছ তাছরীব ফী শরহে আত-তাক্বরীব (১/১০২)।

৩) ইবনুল ক্বাইয়িম, তাহযীবুস সুনান (হা/৭১৯, ১/৩৬৮)।

৪) ইবনে হাজার, ইতহাফুল মাহরাহ (হা/৮৩, ১/২৩৫ ইত্যাদি)

৫) ইবনে হাজার, আত-তালখীছুল হাবীর (হা/৩২৩, ৩২৪, ১/২১৬, ২১৭ ইত্যাদি।

৬) ইয়াকূত আল-হামাবী, মুজামুল বুলদান (১/৪১৮)।

৭) খত্বীব শারবীনী, মুগনিল মুহতাজ ইলা মারিফাতি আলফাযিল মিনহাজ (১/২৬১, মাকতাবা শামেলার বরাতে) ইত্যাদি।

বরং হাফেয ইবনে হিব্বান স্বীয় 'ছহীহ ইবনে হিব্বান' গ্রন্থে আলাদাভাবে 'ছিফাতুছ ছলাত' উল্লেখ করেছেন (দেখুন : আল-ইহসান হা/১৮৬৭, ৫/১৮৪, অন্য সংস্করণ হা/১৮৬৪)।

এই বরাতসমূহ থাকার পরও কোন ইলমবিহীন ব্যক্তির এ বক্তব্য 'আমার তাহক্বীক্বে হাফেয ইবনে হিব্বান (রহঃ) হতে কিতাবুছ ছলাত বর্ণিত নেই' -কি মূল্য রাখে?!

(৭) ইমাম আবূ দাঊদ সুফিয়ান ছাওরীর রফউল ইদায়েন বর্জন করার হাদীছ সম্পর্কে বলেছেন, এ হাদীছটি ছহীহ নয় (সুনানে আবী দাঊদ হা/৭৪৮, সংক্ষেপায়িত, নূরুল আইনাইন পৃঃ ১৩১, ১৩২)।

কতিপয় দেওবন্দী ও ব্রেলভী এ সমালোচনার প্রমাণের মধ্যে সন্দেহ এবং ধোঁকা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। যার 'লা জবাব' উত্তর নূরুল আয়নাইন গ্রন্থে দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

যদি কোন ব্যক্তি বলেন যে, ইমাম যাহাবীর (রহঃ) স্বীয় 'আত-তানক্বীহ কিতাবুত তাহীক্বক্ব ফী আহাদীছে তালীক্ব' -গ্রন্থে ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ)-এর সমালোচনার কোন বাক্য উদ্ধৃত করেন নি (দ্রষ্টব্য : মুহাক্কাক্বানা তাজযিয়াহ পৃঃ ২১)।

তো নিবেদন হল যে, হাফেয যাহাবীর 'আত-তানক্বীহ' (১/২১৮) গ্রন্থে এই সমালোচনাটি বর্ণনা না করা এর দলীল নয় যে, ইমাম আবূ দাঊদ হতে এই বাক্যটি প্রমাণিত নেই।

স্মর্তব্য যে, হাফেয ইবনে আব্দুল হাদী ইমাম আবূ দাঊদের এই সমালোচনাটিকে স্বীয় 'আত-তানক্বীহ' (১/২৭৮) গ্রন্থে বর্ণনা করে রেখেছেন। আর আদামে যিকর-এর (অনুল্লেখের) উপর 'ইছবাত' তথা হ্যাঁ সূচক বক্তব্য অগ্রাধিকার পায়।

যদি কোন ব্যক্তি মুগালত্বাঈ-এর বরাতসমূহ হতে এটা বলেন যে, আবূ দাঊদের এই জারহটিকে ইবনুল আব্দ (পুরাতন ছাত্র) বর্ণনা করেছেন।

তবে আরয হল যে, মুগালত্বাঈর ছিক্বাহ হওয়া প্রতীয়মান নয়। বরং জলীলুল কদর হাদীছের হাফেযগণ তার বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছেন (দ্রষ্টব্য : নূরুল আইনাইন (নতুন সংস্করণ) পৃঃ ৮৭)।

দ্বিতীয় এই যে, এই সমালোচনাটিকে হাফেয ইবনে আব্দুল বার্র 'কিতাবুত তামহীদ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আর আল-মাকতাবা আশ-শামেলা মোতাবেক তিনি ইমাম আবূ দাঊদের বর্ণনাসমূহকে নিম্নোক্ত রাবীদের থেকে বর্ণনা করেছেন-

(১) মুহাম্মাদ বিন বাকর আত-তাম্মার (ইবনু দাস্সাহ) : আম বর্ণনাগুলি এই রাবী থেকেই এসেছে। যেমন ইবনু আব্দিল বার্র সুনানে আবী দাঊদ তার থেকেই বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ-ই ভাল জানেন।

(২) ইবনুল 'আরাবী।

(৩) ইসমাঈল বিন মুহাম্মাদ আছ-ছফফার।

কতিপয় বিচ্ছিন্ন বক্তব্যের অন্যান্য রাবীও আছেন। যার সাথে আমাদের এই তাহক্বীক্বের কোনই সম্পর্ক নেই। আমি ইবনুল আব্দ (রাবী)-এর একটি বর্ণনাও 'আত-তামহীদ' গ্রন্থে পাই নি যা তিনি আবূ দাঊদ থেকে বর্ণনা করেছেন।

প্রতীয়মান হল যে, হাফেয ইবনে আব্দিল বার্র ইমাম আবূ দাঊদ হতে যে জার্হ বর্ণনা করেছেন তা ইবনুল আব্দ-এর সনদে নয়। সুতরাং কতিপয়ের এটা বলা বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত যে, 'ইমাম আবূ দাঊদ সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)-এর হাদীছের বিরুদ্ধে কৃত সমালোচনামূলক উক্তি থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন'।

যদি একটি বর্ণনা বা বক্তব্য কতিপয় কপিতে বিদ্যমান না থাকে এবং কতিপয় বা একটি কপিতে বিদ্যমান থাকে, তবে এটা তাহক্বীক্ব করতে হবে যে, এই কপিটি নির্ভরযোগ্য নাকি নয়? যদি নির্ভরযোগ্য হওয়া প্রমাণিত হয়ে যায় তবে ছিক্বাহ রাবীর বর্ধিতকরণের উছূলের দ্বারা বর্ণনাটি বা বক্তব্যটিকে 'অস্তিত্বশীল' মানা হয়। ইমাম আবূ দাঊদের জারহকে ইবনুল জাওযী, ইবনু আব্দিল বার্র, আব্দুল হাদী এবং ইবনে হাজার আসক্বালানী প্রমুখ অসংখ্য উলামা বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এই জার্হ-এর প্রামাণ্যে কোনই সন্দেহ ও সংশয় নেই।

(৮) হাফেয ইবনে হাজার সুফিয়ান ছাওরীর রফউল ইদায়েন বর্জন হাদীছটি সম্পর্কে লিখেছেন, আর আহমাদ বিন হাম্বল এবং তার শায়খ ইয়াহইয়া বিন আদম বলেছেন, 'এটা (হাদীছটি) যঈফ' (আত-তালখীছুল হাবীর হা/৩২৮, ১/২২২)।

যদি কেউ বলেন যে, সমালোচনামূলক উক্তি বর্ণনা করুন। তবে আরয হল, আমরা বাক্যগুলি বর্ণনা করে দিয়েছি (উপরন্তু দেখুন : আল-বাদরুল মুনীর ৩/৪৯২)।

(৯) প্রখ্যাত ছিক্বাহ, ছদূক্ব, হাসানুল হাদীছ, ভুলকারী, মুহাদ্দিছ আল-বায্যার বর্জন করার হাদীছের উপর জার্হ করেছেন (দ্রষ্টব্য : ৯/২২০২২১; নূরুল আইনাইন পৃঃ ১৩৩)।

এটা যরূরী নয় যে, যে কারণে মুহাদ্দিছ বায্যার সমালোচনা করেছেন আমরাও ঐ কারণেই শতভাগ একমত হয়েছি। কিন্তু এ কথাটি তো প্রমাণিত যে, উপরোল্লিখিত বর্ণনাটির বিরুদ্ধে তিনি সমালোচনা করেছেন। সুতরাং তিনি এ বর্ণনাটির সমালোচনাকারীদের মধ্যে শামিল রয়েছেন।

কতিপয় লোক আমার সম্পর্কে এ মিথ্যাচার করেছেন যে, আমি মুহাদ্দিছ বায্যারের তাওছীক্বের প্রবক্তা নই। নিশ্চিৎরূপে, তাকে একদিন এই মিথ্যাচারের হিসাব দিতে হবে। ইনশাআল্লাহ।

(১০) রফউল ইদায়েন বর্জন করার যঈফ ও বর্জিত বর্ণনাসমূহ 'অতঃপর তিনি আর করতেন না' ইত্যাদি বা উক্ত মর্মের বাক্য দ্বারা বর্ণিত। যেগুলিকে মুহাম্মাদ বিন ওয়ায্যাহ যঈফ বলেছেন (দ্রষ্টব্য : আত-তামহীদ ৯/২২১; নূরুল আইনাইন পৃঃ ১৩৩)।

যদি কেউ বলেন যে, মুহাম্মাদ বিন ওয়ায্যাহ শ্রেফ 'অতঃপর তিনি আর এমনটি করতেন না' এর শব্দাবলীর বর্ণনাটিকে যঈফ বলেছিলেন। অন্য বর্ণনাকে নয়। তাহলে আরয হল যে, ইবনে ওয়ায্যাহ হতে এমন কোন একটি বর্ণনার তাছহীহ বা তাহসীন বর্ণনা করে দিন যদ্বারা রফউল ইদায়েনের বর্জন প্রমাণিত হয়!

যদি না করতে পারেন তবে নিবেদন রইল, শব্দাবলী যেটাই হোক না কেন তার নিকটে রফউল ইদায়েন ত্যাগ করার সকল বর্ণনাই যঈফ। যদি কেউ বলেন যে, 'অমুক ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে'। অন্যজন বলেন, 'অমুক ব্যক্তিকে কতল করা হয়েছে'। তাহলে কি শব্দাবলীর পার্থক্যের কারণে মর্মের পরিবর্তন হয়েছে? একটুখানি তো চিন্তা করুন!

(১১) ইমাম বুখারী ঘোষণা করেছেন যে, আলেমদের নিকটে রফউল ইদায়েনের বর্জন করার ইলম নবী (ছাঃ) হতে প্রমাণিত নেই (জুযউ রফইল ইদায়েন হা/৭৬)।

আরো বলেছেন, 'এবং নবী (ছাঃ)-এর কোন একজন ছাহাবী থেকেও এটি প্রমাণিত নয় যে, তিনি রফউল ইদায়েন করতেন না' (জুযউ রফইল ইদায়েন হা/৪০)।

এভাবেই তিনি সুফিয়ান ছাওরীর বর্ণনার বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছেন এবং ইবনে ইদরীসের রেওয়ায়াতকে মাহফূয বলেছেন (দ্রঃ জুযউ রফইল ইদায়েন হা/৩২, ৩৩)।

এরূপ স্পষ্ট ব্যাখ্যাসমূহ ইত্যাদি বিষয়কে পর্যবেক্ষণে রেখে আল্লামা নববী শাফেঈ এবং অন্যরা বলেছেন যে, বুখারী এই রেওয়ায়াতকে যঈফ বলেছেন (দ্রঃ আল-মাজমূ' শারহুল মুহাযযাব ৩/৪০৩)।

যদি কেউ বলেন যে, আপনি ইমাম বুখারীর সমালোচনামূলক উক্তি বর্ণনা করেন নি। সুতরাং বুখারীর নাম সমালোচকদের মধ্যে বর্ণনা করা ভুল ও বাতিল!

তাহলে আদবের সহিত নিবেদন যে, ইমাম বুখারীকে কি রফউল ইদায়েন বর্জনের রেওয়ায়াতকে ছহীহ আখ্যাদানকীদের মধ্যে

শামিল করতে চান (!) আর এটাও বলে দিন যে, তিনি জুযউ রফইল ইদায়েন গ্রন্থটি কেন লিখেছেন?![৪৮০]

(১২) ইবনুল ক্বাত্ত্বান আল-ফাসী উপরোল্লিখিত রেওয়ায়াতের সংযোজনকে (দ্বিতীয় বার রফউল ইদায়েন না করা) ভুল বলেছেন (নাছবুর রায়াহ ১/৩৯৫; নূরুল আইনাইন পৃঃ ১৩৩)।

'অতঃপর তিনি আর এমনটি করেন নি' ইত্যাদি বর্জন সম্বলিত শব্দগুলি ব্যতীত (ইমাম আব্দুল্লাহ বিন ইদরীস-এর) মুত্বলাক্ব (সার্বজনীন অর্থ বিশিষ্ট) হাদীছটি যদি ছহীহ হয় তবে তাতে হানাফী এবং আহলে তাক্বলীদগণের কি উপকার হচ্ছে?

প্রতীয়মান হল যে, সমালোচকদের মধ্যে ইবনুল ক্বাত্ত্বান আল-ফাসীর নাম ঠিকই আছে।

(১৩) আব্দুল হক্ব ইশবীলী উপরোল্লিখিত রেওয়ায়াতটি সম্পর্কে বলেছেন, 'এটি ছহীহ নয়' (আল-আহকামুল উসত্বা ১/৩৬৭; নূরুল আইনাইন পৃঃ ১৩৩)।

যদি কেউ বলেন যে, এই সমালোচনাটি 'মুবহাম'। তবে নিবেদন হল যে, এই জারহ দু'টি কারণে একেবারেই ছহীহ-

প্রথমত : উপরোল্লিখিত রেওয়ায়াতটি সুফিয়ান ছাওরীর 'আন'-এর কারণে যঈফ।

দ্বিতীয়ত : এই জারহটি জমহুর মুহাদ্দিছদের অনুকূলে রয়েছে। সুতরাং একে জারহ মুবহাম বলে প্রত্যাখ্যান করা ভুল এবং বাতিল।

---

৪৮০. অত্র গ্রন্থটির তাহকীক্ব করেছেন শায়খ যুবায়ের আলী যাঈ রহিমাহুল্লাহ। গ্রন্থটির অনুবাদ প্রকাশ করা হবে ইনশাআল্লাহ।-অনুবাদক

(১৪) রফউল ইদায়েন বর্জনের উপরোল্লিখিত রেওয়াতটিকে হাফেয ইবনে হাজারের উস্তাদ ইবনুল মুলাক্কিন যঈফ বলেছেন (আল-বাদরুল মুনীর ৩/৪৯৩; নূরুল আয়নাইন পৃঃ ১৩৩)।

জমহুর মুহাদ্দিছদের মোতাবেক এই জারহ-কে কতিপয় লোকের জারহ মুবহাম বলে প্রত্যাখ্যান করা ভুল।

(১৫) হাকেম নিশাপরী 'অতঃপর তিনি আর এমনটি করতেন না'- শব্দাবলীকে অসংরক্ষিত (অর্থাৎ যঈফ) বলেছেন (বায়হাক্বী, আল-খিলাফিইয়াত, আল-বাদরুল মুনীরের বরাতে ৩/৪৯৩; উপরন্তু দেখুন : বায়হাক্বীর মুখতাছারুল খিলাফিইয়াত, রচনায় : ইবনে ফারহ ইশবীলী ১/৩৭৮, ৩৭৯)।

কতিপয় লোক মিথ্যা বলতে গিয়ে বলেছেন, হাফেয ইবনু ক্বাইয়িম (রহঃ) অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম এবং ইমাম হাকেম (রহঃ)-এর সকল অভিযোগ বর্ণনা করে এর বিস্তারিত খন্ডন করেছেন' (দ্রঃ মুহাক্বাক্বানা তাজযিয়াহ পৃঃ ১২০)

অথচ হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম লিখেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হতে ছলাতে রুকূর আগে ও পরে রফউল ইদায়েন থেকে নিষেধ করার সকল হাদীছ বাতিল। এগুলির মধ্য হতে কোনটাই ছহীহ নয়। যেমন ইবনে মাসঊদ-এর হাদীছ... 'তারপর তিনি ছলাত পড়লেন এবং একবার ব্যতীত আর হাত তুলেন নি..' (আল-মানারুল মুনীফ পৃঃ ১৩৭, উক্তি-৩০৯, ৩১০)।

(১৬) আল্লামা নববী (শাফেঈ) উপরোল্লিখিত রেওয়ায়াত সম্পর্কে বলেছেন, এই হাদীছের যঈফ হওয়ার উপর (তিরমিযী ব্যতিত সকল পূর্ববর্তীদের ইমামদের) ঐক্যমত রয়েছে (দেখুন :

খুলাছাতুল আহকাম হা/১৮০, ১/৩৫৪; নূরুল আইনাইন পৃঃ ১৩৩)।

কতিপয় লোক লিখেছেন যে, ইমাম নববী (রহঃ)-এর এই ইজমার দাবী ছহীহ নয়। যখন জমহুর মুহাদ্দিছ কেরাম এই হাদীছের তাছহীহ-এর প্রবক্তা'।

নিবেদন রইল যে, এই কথা একেবারেই মিথ্যা। পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে ইমাম তিরমিযী ব্যতীত কোন একজন মুহাদ্দিছ হতে উল্লিখিত রেওয়ায়াতটির 'তাছহীহ' স্বচ্ছরূপে প্রমাণিত নেই।

(১৭) হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম দারেমী হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি উপরোল্লিখিত রেওয়ায়াতটিকে যঈফ বলেছেন (তাহযীবুস সুনান ২/৪৪৯, অন্য সংস্করণ ১/৩৬৮)।

আমি এই বরাতটি ছহীহ সনদে পাই নি।

যে লোক কিতাবসমূহ হতে সনদবিহীন উদ্ধৃতি পেশ করতে থাকেন যেমন কুতুবে ফিক্বহ হতে ইমাম আবূ হানীফার বরাতসমূহ। তাদের শর্তের উপর উপরোক্ত উদ্ধৃতি পেশ করা সঠিক।

(১৮) হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম এবং নববী মুহাদ্দিছ বায়হাক্বী হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এই রেওয়ায়াতটিকে যঈফ বলেছেন (দেখুন : তাহযীবুস সুনান ২/৪৪৯; শারহুল মুহায্যাব ৩/৪০৩)।

আমি এই বরাতটিও ছহীহ সনদের সাথে পাই নি (দেখুন : নূরুল আইনাইন পৃঃ ১৩৩)।

একইভাবে আসল গ্রন্থ 'কিতাবুল খিলাফিইয়াত' দেখার পরই এই উদ্ধৃতিটিকে যাচাই করা যেতে পারে। কিন্তু আফসোস হল যে, এই গ্রন্থটি এখন পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশিত হয় নি।

(১৯) 'অতঃপর তিনি আর এমনটি করতেন না' -শব্দাবলীর সাথে রফউল ইদায়েন বর্জন করার যে হাদীছ বর্ণিত আছে, ইমাম মুহাম্মাদ বিন নাছর আল-মারওয়াযী উক্ত শব্দাবলীর তাযঈফের উপর বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়েছেন (দেখুন : বায়ানুল ওয়াহমি ওয়াল ঈহাম ৩/৩৬৫, ৩৬৬)।

আর প্রকাশ থাকে যে, চার পায়ের উপর যেভাবেই গড়াগড়ি করা হোক কোমর মাঝ বরাবরই থাকে। যদি কেউ বলেন যে, ইমাম মুহাম্মাদ বিন নাছর আল-মারওয়াযীর নাম সমালোচকদের মধ্যে (থাকা) বিশুদ্ধ নয়। তবে নিবেদন হল যে, কেন? তিনি কি রফউল ইদায়েন বর্জনের উপরোল্লিখিত রেওয়ায়াতটিকে ছহীহ বলতেন? উদ্ধৃতি পেশ করুন!!

(২০) ইবনু কুদামা আল-মাক্বদেসী রফউল ইদায়েন বর্জন করার উপরোল্লিখিত রেওয়ায়াতকে যঈফ বলেছেন (আল-মুগনী ১/২৯৫, মাআলা-৬৯০; নূরুল আইনাইন পৃঃ ১৩৪)।

এ ব্যতীত অন্যান্য বরাতসমূহও অন্বেষণ করা যেতে পারে। যেমন যে লোকগণ চুপ থাকাকে সম্মতির দলীল মনে করেন, তাদের নিকটে ঐ আলেমগণও এই রেওয়ায়াতের সমালোচকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। যারা উপরোল্লিখিত রেওয়ায়াতের বিরুদ্ধে সমালোচনামূলক বক্তব্য বর্ণনা করে চুপ থেকেছেন। যেমন মিশকাতের লেখক ইত্যাদি।

এই সমালোচকদের মধ্য হতে যদি কতিপয়ের নাম বাদ দেয়া হয় তবুও এঁরা জমহুর মুহাদ্দিছ আলেম ছিলেন যারা উপরোল্লিখিত রেওয়ায়াতটিকে বর্জন করার শব্দাবলীর সাথে যঈফ এবং গায়ের মাহফূয ইত্যাদি মনে করেছেন।

তাদের মোকাবেলায় স্রেফ ইমাম তিরমিযীর 'হাসান' বলা ও পঞ্চম হিজরীর হাফেয ইবনে হাযমের ছহীহ বলা দু'টি কারণে ভুল-**প্রথমত :** জমহুরদের খেলাফ।

দ্বিতীয়ত : উছূলে হাদীছের খেলাফ।

উছূলে হাদীছে এই মাসআলাটি আছে যে, 'গায়ের ছহীহাইন' এর মধ্যে মুদাল্লিসের মুআনআন রেওয়ায়াত যঈফ হয়ে থাকে। অসংখ্য আলেম ইমাম তিরমিযী ও হাফেয ইবনে হাযম-উভয়কে মুতাসাহিলও বলেছেন (যেমন : দেখুন : যাহাবী, যিকরু মাই য়ুতামাদু ক্বাওলুহূ ফিল জারহি ওয়াত-তা'দীল পৃঃ ১/৫৭২, ৫৮২; সাখাবী, আল-মুতাকাল্লামূনা ফির রিজাল পৃঃ ১৩৭; আমার গ্রন্থ, তাওযীহুল আহকাম ১/৫৭২-৫৮২)।

কতিপয় ব্রেলভী ও দেওবন্দী 'আলেম'ও ইমাম তিরমিযীকে শৈথল্যবাদী বলেছেন। আর হাফেয ইবনে হাযমের সাথে তো তাদের বিশেষ দুশমনি রয়েছে।

আশ্চর্য হল যে, উছূলে হাদীছ ও জমহুর মুহাদ্দিছগণের খেলাফ স্রেফ তিরমিযীর তাহসীন এবং হাফেয ইবনে হাযমের তাছহীহ এখানে গ্রহণ করা হচ্ছে!

কেউ কি আছেন যিনি ইনছাফ করবেন?

রুকূর আগে ও পরে রফউল ইদায়েনের মাসআলার উপর বিস্ত ারিতের জন্য ইমাম বুখারীর গ্রন্থ জুযউ রফইল ইদায়েন ও আমার গ্রন্থ নূরুল আইনাইন ফী ইছবাতি মাসআলায়ে রফইল ইদায়েন অধ্যয়ন করুন। ইনশাআল্লাহ সত্য স্পষ্ট হবে।

ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ।

(১৭ই সেপ্টেম্বর, ২০০৯ ইং)

****

সাইয়েদুনা আবূ বকর ছিদ্দীক্ব ও ছালাতে রফউল ইদায়েন

আল-হামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন। ওয়াছ ছালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিহিল আমীন।

আহলে সুন্নাত অর্থাৎ আহলেহাদীছ-এর ছালাতের মধ্যে রফউল ইদায়েন সম্পর্কে দাবীটি নিম্নরূপ-

‘সাইয়েদুনা মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতের শুরুতে, রুকূর আগে ও পরে রফউল ইদায়েন করতেন। এবং এই রফউল ইদায়েনের মানসূখ (রহিত) বা নিষিদ্ধ হওয়া কিংবা শেষ জীবনে প্রত্যাখ্যাত হওয়া কোন ছহীহ ও গ্রহণযোগ্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়’।

এই দাবীর সমর্থনে অসংখ্য দলীল রয়েছে। যেগুলির মধ্য হতে কতিপয় আমার গ্রন্থ ‘নূরুল আইনাইন ফী ইছবাতি মাসআলায়ে রফইল ইদায়েন’-এ অধ্যয়ন করা যেতে পারে। আপাতত, ‘فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ’ -কে পর্যবেক্ষণে রেখে সাইয়েদুনা আবূ বকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ)-এর বর্ণিত একটি তাৎপর্যপূর্ণ হাদীছের অনুবাদ, তাহক্বীক্ব ও মর্ম পেশ করা হল । যদ্বারা রফউল ইদায়েনের ধারাবাহিকতা ও অবিচ্ছিন্নতা প্রমাণিত হয়।-

বিখ্যাত আলেম ইমাম বায়হাক্বী রহিমাহুল্লাহ (মৃঃ ৪৫৮ হিঃ) বলেছেন,

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ الزَّاهِدُ إِمْلَاءً مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ

السُّلَمِيُّ: " صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي النُّعْمَانِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَحِينَ رَكَعَ وَحِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ "، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: " صَلَّيْتُ خَلْفَ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَحِينَ رَكَعَ وَحِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ " فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: " صَلَّيْتُ خَلْفَ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ فَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ "، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: " رَأَيْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ "، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: " صَلَّيْتُ خَلْفَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، فَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ "، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ": صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ " وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، " فَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ " رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ

‘আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ আব্দুল্লাহ আল-হাফেয। (তিনি বলেন) আমাদেরকে হাদীছ বলেছেন আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আছ-ছফ্ফার আয-যাহেদ..। তিনি বলেছেন, আবূ ইসমাঈল মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আস-সুলামী বলেছেন, আমি আবুন নুমান মুহাম্মাদ ইবনুল ফাযল-এর পিছে ছলাত আদায় করেছি। তিনি রফউল ইদায়েন করলেন যখন তিনি ছলাত আরম্ভ করলেন, যখন রুকূ করলেন ও যখন রুকূ হতে মাথা

তুললেন। আমি তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আমি হাম্মাদ বিন যায়দের পিছে ছলাত পড়েছি। তিনি ছলাতের শুরুতে, রুকূ‘ করার সময় ও রুকূ হতে মাথা তোলার সময় হাত তুললেন। তারপর আমি তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আমি আইয়ূব আস-সাখতিয়ানির পিছে ছলাত আদায় করেছি। তিনি হাত তুলতেন যখন ছলাত আরম্ব করতেন, যখন রুকূ‘ করতেন ও যখন রুকূ‘ হতে মাথা উত্তোলন করতেন। তারপর আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আমি আত্বা বিন আবী রাবাকে দেখেছি, তিনি হাত তুলতেন যখন ছলাত আরম্ব করতেন, যখন রুকূ‘ করতেন এবং রুকূ‘ হতে মাথা উত্তোলন করতেন। তারপর আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবায়রের পিছে ছলাত পড়েছি। তিনি হাত তুলতেন যখন ছলাত আরম্ব করতেন, যখন রুকূ‘ করতেন এবং যখন রুকূ‘ হতে মাথা উত্তোলন করতেন। তারপর আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবায়র বললেন, আমি আবূ বকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ)-এর পিছে ছলাত আদায় করেছি। তিনি হাত তুলতেন যখন ছলাত আরম্ব করতেন, যখন রুকূ‘ করতেন এবং রুকূ‘ হতে মাথা উত্তোলন করতেন। আবূ বকর বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিছে ছলাত পড়েছি। তিনি হাত তুলতেন যখন ছলাত আরম্ব করতেন, যখন রুকূ‘ করতেন এবং রুকূ‘ হতে মাথা উত্তোলন করতেন। এর রাবীগণ ছিক্বাহ’ (বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা ২/৭৩)।

হাফেয যাহাবী বলেছেন, ‘এর রাবীগণ ছিক্বাহ’ (আল-মুহায্যাব ফী ইখতিছারিস সুনান আল-কাবীর হা/১৯৪৩, ২/৪৯, অন্য সংস্করণ হা/২২৫৭, ২২৫)।

হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী বলেছেন, ‘এর রাবীগণ আস্থাভাজন’ (আত-তালখীছুল হাবীর হা/৩২৮, ১/২১৯)।

নিবেদন হল যে, এই হাদীছের সনদ উছূলে হাদীছ ও আসমাউর রিজালের আলোকে একেবারেই ছহীহ। এই হাদীছের সকল রাবীর সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ জীবনী নিম্নরূপ-

রাবী-১ : ইমাম আবূ বকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন আল-বায়হাক্বী (মৃঃ ৪৫৮ হিঃ)।

তার ছিক্বাহ ও সত্যবাদী হওয়ার উপর ইজমা রয়েছে। তার সম্পর্কে মুহাদ্দিছ কেরামদের দশটি সাক্ষ্য পেশ করা হল -

১. হাফেয আবুল হাসান আব্দুল গাফের বিন ইসমাঈল আল-ফারেসী (মৃঃ ৫২৯ হিঃ) বলেছেন, তিনি ইমাম, হাফেয, ফক্বীহ, দ্বীনের উছূলবীদ, অত্যন্ত পরহেযগার, হিফযে তার যুগের অদ্বিতীয় ও তার সময়ের ইতক্বান এবং যবত্বে একক ব্যক্তি’ (আল-হালাক্বতুল ঊলা মিন তারীখি নায়শাবূর, আল-মুনতাখাব মিনাস সিয়াক্ব পৃঃ ১২৭, নং ২৩১)।

২. ইবনুল জাওযী (মৃঃ ৫৯৭ হিঃ) বলেছেন, হিফয ও ইতক্বান-এ তিনি তার যামানার অদ্বিতীয়, চমৎকার গ্রন্থ রচনাকারী ছিলেন’ (আল-মুনতাযাম ১৬/৯৭, ওফায়াত-৪৫৮ হিঃ)।

৩. আবুল ক্বাসেম যাহের বিন ত্বাহের বিন মুহাম্মাদ আশ-শুহামী (মৃঃ ৫৩৩ হিঃ) বলেছেন, ‘শায়খ, ইমাম, হাফেয, আবূ বকর

আহমাদ ইবনুল হাসান বিন আলী আল-বায়হাক্বী (রহঃ)' (আস-সুনানুল কুবরা-এর ভূমিকা ১/২)।

৪. আবূ সাদ আব্দুল করীম বিন মুহাম্মাদ বিন মানছূর আস-সামআনী (মৃঃ ৫৬২ হিঃ) বলেছেন, তিনি ইমাম, ফক্বীহ, হাফেয, হাদীছের পরিচিতি এবং ফিক্বহুল হাদীছ একত্রিতকারী ছিলেন। আর তিনি শাফেঈর বক্তব্যসমূহকে একত্রিত করে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন' (আল-আনসাব ১/৪৩৮, বায়হাক্ব)।

৫. ইবনে নুক্বত্বা বাগদাদী (মৃঃ ৬২৯ হিঃ) বলেছেন, 'তিনি হাফেয, ইমাম' (আত-তামহীদ ১/১৪৭, অনুবাদ ১৫৭)।

৬. ইয়াকূত আল-হামাবী (মৃঃ ৬২৬ হিঃ) 'এবং তিনি ইমাম, হাফেয, দ্বীনের উছূলে ফক্বীহ, পরহেযগার, দৃঢ় দ্বীনদারীতার সাথে স্বীয় যামানায় হাফেয ও ছিক্বাহ হওয়ার মধ্যে অদ্বিতীয় ছিলেন' (মুজামুল বুলদান ১/৫৩৮, বায়হাক্ব)।

৭. ইতিহাসবীদ ইবনু খাল্লিকান (মৃঃ ৬৮১ হিঃ) বলেছেন, 'তিনি ফক্বীহ, শাফেঈ, উচ্চ মাপের বিখ্যাত হাফেয, তার যুগের একক এবং ফুনূন-এ তার সাথীদের উপর অগ্রগণ্য ছিলেন' (ওফায়াতুল আয়ান ১/৭৫)।

জ্ঞাতব্য : শাফেঈ-এর উদ্দেশ্য মুক্বাল্লিদ হওয়া নয়। যেমনটি সামনে আসছে ইনশাআল্লাহ।[৪৮১]

৪৮১. মাযহাব মানা ও তাক্বলীদ করা এক বিষয় নয়। কেউ যদি কোন মত পেশ করেছেন তবে সেটি তার মাযহাব বলে গণ্য হয়। আর যদি কেউ কারো অন্ধ বিশ্বাস করে থাকে তবে তাকে মুক্বাল্লিদ বলা হয়। ইসলামে তাক্বলীদ হারাম। তবে দলীল সাপেক্ষে কারো মাযহাবকে গ্রহণ করা বা বর্জন করা বৈধ।-অনুবাদক।

৮. হাফেয যাহাবী বলেছেন, 'তিনি হাদীছের হাফেয, আল্লামা, ছাবত, ফক্বীহ, শায়খুল ইসলাম' (সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৮/১৬৩)।

৯. হাফেয ইবনে কাছীর (মৃঃ ৭৭৪ হিঃ) বলেছেন, 'তিনি ইতক্বান, হিফয ও রচনায় তার যুগের একক, ফক্বীহ, মুহাদ্দিছ, উছূলবীদ ছিলেন' (আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়া, তাহক্বীক্বকৃত কপি ১৩/১৬৫, ওফায়াত-৪৫৮ হিঃ)।

১০. হাফেয নাছিরুদ্দীন দিমাশক্বী (রহঃ) বলেছেন, 'তিনি স্বীয় যামানায় একক ও অদ্বিতীয় ছিলেন। হিফয, ইতক্বান, ছিক্বাহ ও নির্ভরযোগ্য হওয়ার দিক দিয়ে স্বীয় সাথীদের মধ্যে একক ছিলেন। আর তিনি খুরাসানের শায়খ ছিলেন' (শাযারাতুয যাহাব ৩/৩০৪, ৩০৫)।

ইমাম বায়হাক্বীর বিরুদ্ধে রেওয়ায়াতে হাদীছে কোন প্রকারের সমালোচনা নেই। সুতরাং তার ছিক্বাহ হওয়ার উপর ইজমা আছে।

যদি কেউ বলেন যে, ইমাম বায়হাক্বী তো ইমাম শাফেঈর মুক্বাল্লিদ ছিলেন-তাহলে এর জবাব এই যে, ইমাম বায়হাক্বী ইমাম শাফেঈর মুক্বাল্লিদ ছিলেন না। এর দশটি দলীল পেশ করা হল -

১. ইমাম বায়হাক্বী 'ক্বাযী' সম্পর্কে লিখেছেন, 'নিশ্চয়ই তার জন্য জায়েয নয় তার সময়ের কারো তাক্বলীদ করা' (আস-সুনানুল কুবরা ১০/১১৩)।

যখন ক্বাযীর জন্য নিজের সময়ের আলেমদের তাক্বলীদ করা জায়েয নয় তখন পূর্বোক্ত আলেমদের তাক্বলীদ আরো বেশী করে

জায়েয নয়। আর এটা প্রতীয়মান হল যে, ইমাম বায়হাক্বী ক্বাযীর চাইতে বেশী শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

২. ইমাম বায়হাক্বী ছহীহ সনদের সাথে সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)-এর ফৎওয়া বর্ণনা করেছেন যে, 'তোমাদের দ্বীনের ক্ষেত্রে লোকদের তাক্বলীদ করবে না' (আস-সুনানুল কুবরা ২/১০; আমার গ্রন্থ দ্বীন মেঁ তাক্বলীদ কা মাসআলা পৃঃ ৩৫)।

এই ফৎওয়ার বিরোধীতা ইমাম বায়হাক্বী হতে তার কোন গ্রন্থেই প্রমাণিত নেই। সুতরাং এটা হতেই পারে না যে, এই হুকমী মারফূ' হাদীছের বিপরীতে তিনি তাক্বলীদ করে থাকবেন।

৩. ইমাম বায়হাক্বী সাইয়েদুনা ওমর (রাঃ)-এর হুকুম 'হাসান লি-যাতিহ' সনদের সাথে বর্ণনা করেছেন যে, 'কিতাবুল্লাহর বিপরীতে লোকদের প্রতি দৃকপাত কর না' (আস-সুনানুল কুবরা ১০/১১৫)। বায়হাক্বী হতে এই ফারূক্বী ফৎওয়ার বিরোধীতা করা প্রমাণিত নেই।

৪. ইমাম বায়হাক্বী বড় আলেম ছিলেন। আর আলেমের মুক্বাল্লিদ হওয়া অসম্ভব। কেননা মুক্বাল্লিদ তো জাহেল হয়। সরফরায খান ছফদর দেওবন্দী লিখেছেন, 'আর তাক্বলীদ জাহেলের-ই জন্য' (আল-কালামুল মুফীদ ফী ইছবাতিত তাক্বলীদ পৃঃ ২৩৪)।

৫. ইমাম বায়হাক্বী হতে এটা নিশ্চিৎরূপে প্রমাণিত নেই যে, তিনি বলেছেন 'আমি মুক্বাল্লিদ'।

৬. ইমাম বায়হাক্বীর কোন ছাত্র হতে তার সম্পর্কে এটা প্রমাণিত নেই যে, 'আমার উস্তাদ মুক্বাল্লিদ ছিলেন'।

৭. কোন আলেমকে শাফেঈ বলা তার মুক্বাল্লিদ হওয়ার দলীল নয়। যেমন আবূ বকর আল-ক্বাফ্ফাল আশ-শাফেঈ, আবূ আলী

আশ-শাফেঈ, ক্বাযী হুসাইন আশ-শাফেঈ হতে বর্ণিত, তারা বলেছেন, 'আমরা শাফেঈর মুক্বাল্লিদ নই। বরং আমাদের রায় তার রায়ের সাথে মিলে গিয়েছে' (তাক্বরীরাতুর রাফেঈ ১/১১; আত-তাক্বরীরু ওয়াত-তাহবীর ৩/৪৫৩; দ্বীন মেঁ তাক্বলীদ কা মাসআলা পৃঃ ৪৬)।

৮. ইমাম বায়হাক্বী বলেছেন, 'আমি প্রতিটি কথাকে কিতাব ও সুন্নাত ও আছারে ছাহাবার উপর পেশ করেছি। অতঃপর ইমাম শাফেঈকে আনুগত্য করার ব্যাপারে সর্বাাধিক (নিকটবর্তী) বেশী পেয়েছি' (মারিফাতুস সুনান ওয়াল-আছার ১/১২৫-১২৬; পান্ডুলিপি ২৮-২৯)।

প্রতীয়মান হল যে, বায়হাক্বী শাফেঈর উক্তিসমূহকে স্বীয় ইজতিহাদের সাথে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

৯. ইমাম বায়হাক্বী ইমাম ইবনে আবী হাতেমের গ্রন্থ 'আদাবুশ শাফেঈ ওয়া মানাক্বিবুহু' হতে ইমাম শাফেঈর কথা বর্ণনা করেছেন, 'আর তোমরা আমার তাক্বলীদ করবে না' (বায়হাক্বী, মানাক্বিবুশ শাফেঈ ১/৪৭৩)।

এটা কিভাবে হতে পারে যে, এই কথা থাকার পরও ইমাম বায়হাক্বী তাক্বলীদ করতেন?!

১০. তাক্বলীদের বিদআত চতুর্থ হিজরীতে আরম্ভ হয়েছে (দেখুন : ইবনুল ক্বাইয়িম, ইলামুল মুওয়াক্কিঈন ২/২০৮; আর-রাদ্দু আলা মান আখলাদা ইলাল আরয পৃঃ ১৩৩; দ্বীন মেঁ তাক্বলীদ কা মাসআলা পৃঃ ৩২)।

ইমাম বায়হাক্বীর তাক্বলীদের বিদআতের মধ্যে নিমজ্জিত হওয়া প্রমাণিত নেই। বরং তিনি স্বীয় গ্রন্থে (যদি ছালাত তিন বা চার

রাকআত বিশিষ্ট হয় তবে) দু' রাকআত হতে ক্বিয়াম করার উপর রফউল ইদায়েনের অনুচ্ছেদ বেঁধে ইমাম শাফেঈর তাক্বলীদ করাকে ভেঙ্গে তছনছ করে দিয়েছেন- 'দু রাকআত হতে দাঁড়ানোর সময় রফউল ইদায়েন করার অনুচ্ছেদ' (আস-সুনানুল কুবরা ২/১৩৬)।

রাবী-২ : আবূ আব্দুল্লাহ আল-হাফেয (আল-হাকেম নিশাপুরী, আল-মুসতাদরাক গ্রন্থের প্রণেতা)।

নিম্নোক্ত মুহাদ্দিছ ও ওলামা হতে তার তাওছীক্ব ও প্রশংসা প্রমাণিত আছে-

১. খত্বীব বাগদাদী।
২. ইবনুল জাওযী।
৩. যাহাবী।
৪. ইবনে কাছীর।
৫. আবূ সাদ আস-সামআনী।
৬. হাফেয ইবনে হাজার।
৭. আব্দুল গাফের বিন ইসমাঈল আল-ফারিসী।
৮. আব্দুল ওয়াহ্হাব বিন আলী আস-সুবকী।
৯. আবুল খাইর মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল-জাযরী।
১০. বায়হাক্বী।

তাদের বিপরীতে হাফেয মুহাম্মাদ বিন ত্বাহের আল-মাক্বদেসীর সমালোচনাটি প্রত্যাখ্যাত।

সতর্কীকরণ : ইমাম হাকেমের উপর ইবনুল ফালাকীর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত 'শীআ মতবাদের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিলেন' এবং শায়খুল ইসলাম আবূ ইসমাঈল আল-হারবীর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত সমালোচনা

'তিনি হাদীছের মধ্যে ইমাম ও রাফেযী খবীছ ছিলেন' উক্তিদ্বয় এই দু জন আলেম হতে ছহীহ সনদের সাথে প্রমাণিত নেই। সুতরাং এ সমালোচনাটি তিনটি কারণে বর্জিত-

(১) ছহীহ সনদে প্রমাণিত নয়।

(২) জমহুরের তাওছীক্বের খিলাফ।

(৩) হাকেমের গ্রন্থসমূহ যেমন- মুসতাদরাক ইত্যাদি থেকে এটা প্রকাশ হয় যে, তিনি শীআ ছিলেন না। বরং সুন্নী ছিলেন।

বিস্তারিত উদ্ধৃতিসমূহের জন্য দেখুন আমার গ্রন্থ তাওযীহুল কালাম (ফাতাওয়া ইলমিইয়া ১/৫৭২-৫৭৮; আল-মুসতাদরাক ৩/৮০ হা/৪৪৭৭-এর পূর্বে, 'আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর মানাক্বিব')।

মাস্টার আমীন উকাড়বী দেওবন্দী ইমাম হাকেম সম্পর্কে লিখেছেন, 'যাকে তাযকিরাতুল হুফ্ফায গ্রন্থে রাফেযী খবীছ লেখা হয়েছে (তাজাল্লিয়াতে ছফদর ২/২৫৯)।

নিবেদন হল যে, উকাড়বীর এই সমালোচনা চারটি কারণে বর্জিত ও বাতিল।-

(১) যাহাবীর তাযকিরাতুল হুফ্ফায গ্রন্থে মুহাম্মাদ বিন ত্বাহের আল-মাক্বদেসী হতে বর্ণিত যে, 'আমি আবূ ইসমাঈল আল-আনছারী কে হাকেম সর্ম্পকে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, তিনি হাদীছের মধ্যে ছিক্বাহ, রাফেযী খবীছ ছিলেন' (৩/১০৪৫, নং ৯৬২)।

(১) এই সমালোচনাটি মুহাম্মাদ বিন ত্বাহের হতে ছহীহ সনদে প্রমাণিত নেই।

(২) এই সমালোচনাটি জমহুরদের বিপরীত হওয়ার কারণে প্রত্যাখ্যাত।

(৩) হাকেম সাইয়েদুনা ওমর (রাঃ), সাইয়েদুনা মুগীরাহ বিন শু'বাহ (রাঃ) এবং সাইয়েদুনা আবূ সুফিয়ান (রাঃ) -এর ফাযায়েল ও মানাক্বিব লিখেছেন। আর এটা সম্ভবই নয় যে, কোন শীআ অত্র ছাহাবীদের ফযীলতের প্রবক্তা হবে। বরং শীআগণ তো ঐসকল ছাহাবীদেরকে মন্দ বলে (আল-ইয়াযু বিল্লাহ)।

(৪) উকাড়বীর উস্তাদ এবং হায়াতী দেওবন্দীদের ইমাম সরফরায খান ছফদর দেওবন্দী ইমাম হাকেম সম্পর্কে লিখেছেন যে, 'ইনি ঐ ইমাম যাকে আল-হাকেম বলা হয়। আর যার গ্রন্থ মুসতাদরাক প্রকাশিত হয়েছে। আল্লামা যাহাবী (রহঃ) লিখেছেন যে, তিনি বড় হাফেয, ইমামুল মুহাদ্দিছীন ছিলেন' (তাযকিরাতুল হুফ্ফায ৩/২২৭; আহসানুল কালাম ১/১০৪, অন্য সংস্করণ ১/১৩৪-১৩৫)।

'উকাড়বী পার্টি'র খেদমতে নিবেদন হল যে, যদি জমহুর মুহাদ্দিছের তাহক্বীক্ব না মানেন তবে নিজেদের বানানো 'ইমামে আহলে সুন্নাত'র তাহক্বীক্ব-ই মেনে নিন!

রাবী-৩ : ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ আয-যাহেদ আছ-ছফ্ফার আল-আছবাহানী (রহঃ)-এর তাওছীক্ব ও প্রশংসা দশজন মুহাদ্দিছ ও আলেম হতে পেশ করা হল -

(১) বায়হাক্বী উপরোল্লিখিত রেওয়ায়াতে তাকে ছিক্বাহ বলেছেন।

(২) হাকেম তার বর্ণনাকৃত একটি হাদীছকে 'শায়খায়নের শর্তে ছহীহ' বলে তার তাওছীক্ব করেছেন (দেখুন : আল-মুসতাদরাক হা/৮২, ১/৩০)।

হাকেম 'তারীখে নিশাপূর' গ্রন্থে তাকে স্বীয় যামানার খুরাসানের মুহাদ্দিছ ও 'মুজাবুদ দাওয়াহ' বলেছেন। অর্থাৎ তার দুআ সমূহ কবুল করা হত (আল-আনসাব ৩/৫৪৪)।

(৩) যাহাবী তাকে ছিক্বাহ বলেছেন। এবং তিনি 'শায়খ, ইমাম, আদর্শবান মুহাদ্দিছ' বলেছেন (সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৫/৪৩৭)।

(৪) হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী তাকে ছিক্বাহ বলেছেন।

(৫) আবূ নুআইম ইছপাহানী বলেছেন, 'অন্যতম অধিক ইবাদাতগুযার' (আখবারু আছবাহান ২/২৭১)।

(৬) আবূ সাদ আস-সামআনী বলেছেন, 'তিনি যাহেদ, উত্তম চরিত্রে, অত্যন্ত পরহেযগার ও খুবই নেক আমলকারী ছিলেন' (আল-আনসাব ৩/৫৪৪)।

(৭) ইবনুল জাওযী তাকে খুরাসানের মুহাদ্দিছ ও মুজাবুদ দাওয়াহ বলেছেন (আল-মুনতাযাম ১৪/৮৩, ক্রমিক ২৫২৭, ৩৩৯ হিজরীতে মৃত্যুবরণকারীরা)।

(৮) হাফেয ইবনে কাছীর তাকে খুরাসানের যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ও মুজাবুত দাওয়াহ (অর্থাৎ তার দোআসমূহ কবুল করা হয়) বলেছেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ১২/১৮৪)।

(৯) ইবনুল আছীর আল-জাযরী (মৃঃ ৬৩০ হিঃ) বলেছেন, 'তিনি যাহেদ, সুন্দর চরিত্রের অধিকারী পরহেযগার ছিলেন' (আল-লুবাব ফী তাহযীবিল আনসাব ২/৫১)।

(১০) ছালাহুদ্দীন খলীল বিন আয়বাক আছ-ছাফাদী তাঁকে খুরাসানের যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ বলেছেন (আল-ওয়াফী বিল-ওয়াফায়াত ৩/২৫৬, ক্রমিক ১৩৬৯)।

তিনি তাঁর উস্তাদ আবূ ইসমাঈল আস-সুলামী হতে হাদীছ শুনেছেন (দেখুন : আল-মুসতাদরাক হা/৪০৩, ১/১১৭)।

এবং তার মুদাল্লিস হওয়াও প্রমাণিত নয়। সুতরাং এই হাদীছটি মুত্তাছিল ও ছহীহ। বিস্তারিত'র জন্য দেখুন : উস্তাদ মুহতারাম মাওলানা ফায়যুর রহমান ছাওরী (রহঃ)-এর টীকাকৃত জালাউল আইনাইন বি-তাখরীজি রিওয়ায়াতি জুযই রফইল ইদায়েন (পৃঃ ১৮)।

ফায়েদা : মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আছ-ছফ্ফার যদিও মুতাবাআত-এর মুখাপেক্ষী নন, কিন্তু নিবেদন হল যে, আব্দুল্লাহ বিন ইয়াহ্ইয়া বিন মিহরান বিন খালেদ বিন ওছমান বিন আব্দুল্লাহ আল-হারশী : ইবনু আবী যাকারিয়া আল-ক্বাযী (রহঃ) স্বয়ং এই হাদীছটি 'আবূ ইসমাঈল মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আত-তিরমিযী আমাদেরকে হাদীছ বলেছেন'- বলে এর 'মুতাবাআতে তাম্মাহ' করে রেখেছেন (দেখুন : মুনতাক্বা হাদীছু আবীল হাসান আহমাদ বিন ইবরাহীম বিন আব্দাওয়াইহ আল-আবদী আন-নায়সাবূরী অর্থাৎ জুযউল আবদী হা/২৪; মাজমূআহ আজযায়ে হাদীছিইয়া, তাহক্বীক্ব : মাশহুর বিন হাসান ২/৩১৬)।

রাবী-৪ : আবূ ইসমাঈল মুহাম্মাদ বিন ইসামঈল বিন ইউসুফ আস-সুলামী আত-তিরমিযী (রহঃ)-এর তাওছীক্ব জমহুর মুহাদ্দিছ হতে প্রমাণিত আছে। যার মধ্য হতে দশটি উদ্ধৃতি নিম্নরূপ-

(১) তার সম্পর্কে ইমাম দারাকুৎনী বলেছেন, 'তিনি নির্ভরযোগ্য, সত্যবাদী' (সুওয়ালাতুল হাকেম নিশাপুরী লিদ-দারাকুৎনী, ক্রমিক ৫২৬)।

(২) হাফেয ইবনে হিব্বান তাকে 'কিতাবুছ ছিক্বাত'-এ উল্লেখ করেছেন (৯/১২২)।

(৩) খত্বীব বাগদাদী বলেছেন, 'তিনি অনুধাবনশীল, মুতক্বিন, সুন্নাতের মাযহাবের সাথে হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন' (তারীখে বাগদাদ ৩/৪২)।

(৪) হাকেম নিশাপুরী মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আস-সুলামীর বর্ণনাকৃত হাদীছকে 'ছহীহুল ইসনাদ' বলেছেন (আল-মুসতাদরাক হা/২৪৪, ১/৭২, যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন)।

(৫) হাফেয আবূ আওয়ানাহ তার থেকে স্বীয় 'ছহীহ আবী আওয়ানা' গ্রন্থে অসংখ্য রেওয়ায়াতসমূহ বর্ণনা করেছেন। যেমন দেখুন : ছহীহ আবী আওয়ানাহ (হা/৬৭৬, ১/৩০২, হা/১৮১৮, ২/৩১২)।

(৬) আবূ সাদ আস-সামআনী বলেছেন, 'তিনি ফক্বীহ, নির্ভরযোগ্য, সত্যবাদী' (আল-আনসাব ১/৪৬১, তিরমিযী)।

(৭) হাফেয যাহাবী বলেছেন, 'তিনি ইমাম, হাফেয, ছিক্বাহ' (সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৩/২৪২)।

এবং ইবনে আবী হাতিমের সমালোচনা বর্ণনা করে বলেছেন, 'তার ছিক্বাহ হওয়ার এবং ইমামতের উপর অকাট্য ফায়ছালা হয়ে গেছে' (আন-নুবালা ১৩/২৪৩)।

(৮) হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী বলেছেন, 'তিনি ছিক্বাহ, হাফেয। তার সম্পর্কে আবূ হাতিমের বক্তব্য পরিষ্কার হয় নি' (তাক্বরীবুত তাহযীব, জীবনী ক্রমিক ৫৭৩৮)।

(৯) ইবনে নাছিরুদ্দীন আদ-দিমাশক্বী বলেছেন, 'তিনি ছিক্বাহ, মুতিক্বন' (শাযারাতুয যাহাব ২/১৭৬)।

(১০) মুহাম্মাদ বিন আলী বিন আহমাদ আদ-দাঊদী (মৃঃ ৯৪৫ হিঃ) বলেছেন, 'তিনি ছিক্বাহ, হাফেয' (ত্বাবাক্বাতুল মুফাসসিরীন পৃঃ ৩৭৩, ক্রমিক ৪৬৪)।

এই তাৎপর্যপূর্ণ তাওছীক্বের বিপরীতে ইমাম আব্দুর রহমান বিন আবী হাতেম আর-রাযী বলেছেন, 'আমি তার হতে মক্কায় শুনেছি। এবং তারা এতে বিরূপ মন্তব্য করেছেন' (আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৭/১৯১)।

এই সমালোচনাটি চারটি কারণে বর্জিত ও বাতিল-

(১) এতে সমালোচনাকারীগণ অজ্ঞাত পরিচয় রয়েছেন। অর্থাৎ মাজহূল। এবং মাজহূলের সমালোচনার কোনই মূল্য নেই।

(২) এর মধ্যে কোন্ সমালোচনাটি করা হয়েছিল? অর্থাৎ সমালোচনাটি অজ্ঞাত রয়েছে।

(৩) এই সমালোচনাটি জমহুর মুহাদ্দিছদের তাওছীক্বের বিপরীত।

(৪) ওলামায়ে কেরাম যেমন হাফেয ইবনে হাজার ইত্যাদি এই সমালোচনাটিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আর হাকেম নিশাপুরী বলেছেন, তার উপর আবূ হাতেম কোনই সমালোচনা করেন নি (সুওয়ালাতুল হাকেম লিদ-দারাকুৎনী, ক্রমিক ১৭৫)।

যখন ইমাম ইবনে আবী হাতেমের পিতা ইমাম আবূ হাতেম ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আস-সুলামীর উপর কোনই সমালোচনা

করেন নি তখন মাজহূল সমালোকদের সমালোচনার কি মূল্য রয়েছে?

ফায়েদা : খত্বীব বাগদাদী মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আস-সুলামী আত-তিরমিযী সম্পর্কে বলেছেন, 'তার থেকে আবূ ঈসা আত-তিরমিযী ও আবূ আব্দুর রহমান আন-নাসাঈও স্বীয় দুটি ছহীহ গ্রন্থে রেওয়ায়াত করেছেন' (তারীখে বাগদাদ ২/৪২, ক্রমিক ৪৩৫)।

প্রতীয়মান হল যে, ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসাঈ-দুই জনের নিকটে তিনি ছহীহুল হাদীছ ও ছিক্বাহ ছিলেন।

রাবী-৫ : ইমাম আবুন নুমান মুহাম্মাদ ইবনুল ফাযল আস-সাদূসী আল-বাছরী আরিম (রহঃ)-কে অসংখ্য মুহাদ্দিছ ছিক্বাহ ও সত্যবাদী বলেছেন। যেগুলির মধ্য হতে দশটি উদ্ধৃতি নিম্নরূপ-

১. আবূ হাতেম আর-রাযী বলেছেন, 'তিনি ছিক্বাহ'।

এবং তিনি বলেছেন, 'যখন আরিম তোমাকে হাদীছ বর্ণনা করেন তখন তার উপর মোহর লাগিয়ে দাও'।

২. মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বিন দারাহ বলেছেন, 'তিনি সত্যবাদী, নিরাপদ' (আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৮/৫৮)।

৩. ইমাম ইজলী বলেছেন, 'তিনি বছরী, ছিক্বাহ, সৎ ব্যক্তি.....আর তিনি ছিক্বাহ ছিলেন। তাকে আছহাবুল হাদীছদের মধ্যে গণ্য করা হত'। (মারিফাতুছ ছিক্বাত/আত-তারীখ, ক্রমিক ৮০৬, আরিমের জীবনী দ্রঃ)।

৪. ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আয-যুহলী (রহঃ) বলেছেন, 'তিনি বদ আখলাক্বী হতে দূরে থাকতেন। তিনি ছিক্বাহ,

সত্যবাদী, মুসলিম ছিলেন’ (ইবনুল জারূদ, মুনতাক্বা, ক্রমিক ১৯৮)।

৫. ইমাম নাসাঈ বলেছেন, ‘তিনি ইখতিলাত্বের পূর্বে অন্যতম ছিক্বাহ রাবী ছিলেন’ (নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা হা/৯৫৯৩)।

৬. হাকেম নিশাপুরী বলেছেন, ‘তিনি হাফেয, ছিক্বাহ (আল-মুসতাদরাক হা/৩৪১, ১/১০০)।

৭. মুহাদ্দিছ খলীলী ক্বাযবীনী বলেছেন, ‘অতঃপর তাদের পর ছিক্বাহ রাবীদের মধ্য হতে আবুন নুমান আরিম এই হাদীছের উপর নির্ভর করেছেন’ (আল-ইরশাদ ফী মারিফাতি উলামা-ইল হাদীছ ২/৪৯৮, ক্রমিক ২১৩)।

৮. উক্বায়লী বলেছেন, ‘যারা আরিম হতে ইখতিলাত্বের আগে শুনেছেন তারা তো মুসলমানদের ছিক্বাহ রাবীদের মধ্য হতে একজন। এবং তার উপর সমালোচনা তো ইখতিলাতের পরের’ (কিতাবুয যু‘আফা ৪/১৩৪, অন্য সংস্করণ পৃঃ ১২৭)।

৯. ইমাম বুখারী ছহীহ বুখারীতে আবুন নুমান হতে অসংখ্য রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন যা এর দলীল যে, তিনি ইমাম বুখারীর নিকটে ছিক্বাহ, সত্যবাদী ও ছহীহুল হাদীছ ছিলেন।

১০. ইমাম মুসলিম ছহীহ মুসলিম গ্রন্থে আবুন নুমান আস-সাদূসী হতে হাদীছসমূহ বর্ণনা করতেন। যা তার পক্ষ হতে আবুন নুমানের তাওছীক্ব।

যদি কেউ বলেন যে, আবুন নুমান শেষ বয়সে ইখতিলাতের শিকার হয়ে গিয়েছিলেন। সুতরাং এই হাদীছটি যঈফ। তবে নিবেদন হল যে, এই অভিযোগ পাঁচটি কারণে বর্জিত-

(১) হাফেয যাহাবী আবুন নুমান সম্পর্কে বলেছেন, ‘তিনি বিখ্যাত ছিক্বাহ। বলা হয়, তিনি শেষজীবনে ইখতিলাত্বের শিকার হয়েছিলেন’ (মারিফাতুর রুয়াতিল মুতাকাল্লাম ফীহিম বিমা লা যূজিবুর রাদ্দ পৃঃ ১৬৯)।

আর তিনি বলেছেন, ‘মৃত্যুর আগে তিনি ইখতিলাত্বে পতিত হয়েছেন এবং হাদীছ বর্ণনা করেন নি’ (আল-কাশিফ ৩/৭৯, ক্রমিক ৫১৯৭)।

যখন ইখতিলাত্বের পর ইমাম আবুন নুমান কোন হাদীছ বর্ণনা করেন নি তখন অভিযোগ আসে কিভাবে?

(২) আবুন নুমানের ইখতিলাত্ব কিভাবে হল? এর ব্যাখ্যায় আবূ হাতেম আর-রাযীর বক্তব্য পেশ করা হল- ‘আর তার আক্বল বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল’ (আল-জারহু ওয়াত-তা‘দীল ৮/৫৯)।

যার আকল বিলুপ্ত হয়ে যায় সে পাগল হয়ে যায়। সুতরাং যদি একজন ছিক্বাহ রাবী শেষ জীবনে পাগল হয়ে থাকেন তবে তিনি মারফূ‘উল কলম’। আল্লাহ তাআলার কাছে তিনি কোন প্রকারেই দোষী নন।

যে ব্যক্তি পাগল হয়ে যায় ও সে হাদীছ বর্ণনা করে না, আর না কোন বিবেকবান ব্যক্তি কোন পাগল হতে হাদীছ শ্রবণ করেন। সুতরাং উপরোল্লিখিত হাদীছের উপর ইখতিলাত্বের অভিযোগটি ভুল।

(৩) ছিক্বাহ, হাফেয ইমাম আবূ ইসমাঈল আস-সুলামী বলেছেন যে, ‘আমি আবুন নুমানের পিছে ছালাত পড়েছি’।

আর এটা ঐ কথার দলীল যে, আবুন নুমান ঐ সময় ইখতিলাত্বের শিকার হন নি; আর না পাগল হয়েছিলেন। বরং লোকদের ছালাত

পড়াতেন। পাগলের পিছে ঐ ব্যক্তিই ছালাত পড়ে যে স্বয়ং পাগল।

(৪) ইমাম বায়হাক্বী 'এর রাবীগণ ছিক্বাহ' বলে ও এই হাদীছ হতে দলীল গ্রহণ করে এই সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, এই হাদীছের রাবী একে অপর হতে রেওয়ায়াত করায় ছিক্বাহ। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, এখানে ইখতিলাত্বের অভিযোগটি প্রত্যাখ্যাত।

(৫) ইমাম আব্দুর রাযযাক্ব বলেছেন, 'মক্কাবাসীগণ ছলাতের শুরুতে রফউল ইদায়েন করতেন, রুকুর সময় ও রুকূ হতে মাথা উঠানোর সময় (রফউল ইদায়েন) ইবনে জুরায়জ হতে নিয়েছেন। তিনি আত্বা (বিন আবী রাবাহ) হতে, তিনি আত্বা ইবনুয যুবাইর (রাঃ) হতে এবং ইবনুয যুবাইর আবূ বকর ছিদ্দীক্ব হতে, তিনি নবী (ছাঃ) হতে গ্রহণ করেছেন' (ইবনুল মুনযির, আল-আওসাত্ব হা/১৩৮৮, ৩/১৪৭, সনদ ছহীহ, অন্য সংস্করণ হা/১৩৮৩, ৩/৩০৪)।

উক্বায়লীর নানা আবূ খালেদ ইয়াযীদ বিন মুহাম্মাদ বিন হাম্মাদ আল-উক্বায়লী আল-মাক্কী (রহঃ) বলেছেন, 'আমি বছরায় আবুন নুমান আরিম হতে বেশী ভাল ছালাত আদায়কারী কাউকে দেখি নি। আর লোকেরা বলতেন, তিনি হাম্মাদ বিন যায়েদ হতে ছালাত শিখেছেন। এবং হাম্মাদ আইয়ূব হতে শিখেছিলেন' (কিতাবুয যুআফা ৪/১২২, অন্য সংস্করণ ১২৭৭-১২৭৮)।

ফায়েদা : ত্বাহেরুল ক্বাদরী ছাহেবও আবুন নুমানের বিরুদ্ধে ইখতিলাত্বের অপবাদের শক্তিশালী জবাব দিয়েছেন (দ্রঃ)।

(৬) হাম্মাদ বিন যায়দ ছহীহায়নের বুনিয়াদী রাবী। অত্যন্ত বড় ইমাম, ফক্বীহ এবং ইজমানুপাতে ছিক্বাহ ছিলেন। তাঁকে ইবনে

সাদ, ইজলী ও ইবনে হিব্বান ইত্যাদি বিদ্বানগণ আস্থাভাজন বলেছেন। বরং ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন বলেছেন, আইয়ূবে হতে রেওয়ায়াত করার মধ্যে হাম্মাদ বিন যায়দের চাইতে অধিক শক্তিশালী আর কেউ নেই' (আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৩/১৩৯, সনদ ছহীহ)।

এই রেওয়ায়াতটিও আইয়ূব আস-সাখতিয়ানী হতেই (বর্ণিত) আছে।

(৭) আইয়ূব বিন আবী তামীমাহ আস-সাখতিয়ানী (রহঃ) ছহীহায়নের বুনিয়াদী রাবী। অনেক বড় ইমাম, ফক্বীহ ও ইজমানুপাতে ছিক্বাহ ছিলেন। তাঁকে ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন, ইবনে সাদ, আবূ হাতেম আর-রাযী এবং ইবনে হিব্বান ইত্যাদি ছিক্বাহ বলেছেন।

(৮) ইমাম আত্বা বিন আবী রাবাহ আল-মাক্কী জলীলুল কদর তাবেঈ এবং ছহীহায়নের বুনিয়াদী রাবী। অত্যন্ত বড় ইমাম, ফক্বীহ ও ইজমানুপাতে ছিক্বাহ ছিলেন। তাকে ইবনে সাদ, ইজলী, আবূ যুরআহ আর-রাযী এবং ইবনে হিব্বান ও অন্যরা ছিক্বাহ বলেছেন।

ফায়েদা : অন্য আরেকটি রেওয়ায়াত দ্বারাও প্রমাণিত আছে যে, 'আত্বা বিন আবী রাবাহ (রহঃ) রুকূর আগে ও রুকূর পরে রফউল ইদায়েন করতেন' (জুযউ রফইল ইদায়েন হা/৬২, সনদ হাসান)।

(৯) সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (রাঃ) বিখ্যাত ছাহাবী ও জলীলুল কদর ইমাম ছিলেন।

ফায়েদা : আবুয যুবায়ের (রহঃ) হতে রেওয়ায়াত আছে যে, 'আমি ইবনে ওমর এবং আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (রাঃ)-দুজনকে

দেখেছি তারা রুকূর আগে ও পরে রফউল ইদায়েন করতেন’ (কিতাবুল আছরাম, আত-তামহীদ এর বরাতে ৯/২১৭, আছরাম পর্যন্ত এর সনদ ছহীহ)।

সাইয়েদুনা ইবনু যুবায়ের (রাঃ) হতে রফউল ইদায়েনের বর্জন কোন রেওয়ায়াতেও প্রমাণিত নেই।

(১০) সাইয়েদুনা আবূ বকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) প্রথম খলীফা, আমীরুল মুমিনীন ও নিশ্চিৎরূপে জান্নাতী।

সতর্কীকরণ : সাইয়েদুনা আবূ বকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) হতে রফউল ইদায়েন বর্জনের কোনই ছহীহ বা গ্রহণযোগ্য রেওয়ায়াত প্রমাণিত নেই। মুহাম্মাদ বিন জাবের আল-ইয়ামামীর রেওয়ায়াতটি যঈফ, বর্জিত ও বাতিল।

মুহাম্মাদ বিন জাবেরকে জমহুর মুহাদ্দিছগণ যঈফ বলেছেন (দেখুন : মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৫/১৯১)।

তাহক্বীক্বের সারাংশ : এই তাহক্বীক্ব হতে প্রমাণিত হয়েছে যে, সাইয়েদুনা আবূ বকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ)-এর বর্ণনাকৃত ধারাবাহিক রফউল ইদায়েন-এর হাদীছটি উছূলে হাদীছ ও আসমাউর রিজালের এবং সনদ ও মতনের দিক দিয়ে একেবারেই ছহীহ।

হাদীছের ব্যাখ্যা : এই হাদীছ এবং এর ব্যাখ্যা হতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি প্রমাণিত হয়-

১. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতের শূরুতে, রুকূর আগে এবং পরে রফউল ইদায়েন করতেন।

২. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরে সাইয়েদুনা আবূ বকর ছিদ্দীক্ব রুকূর আগে এবং রুকূর পর রফউল ইদায়েন করতেন।

৩. পরে সাইয়েদুনা আবূ বকর ছিদ্দীক্ব-এর পর সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের রুকূর আগে এবং রুকূর পর রফউল ইদায়েন করতেন।

৪. সাইয়েদুনা ইবনুয যুবায়ের (রাঃ)-এর পর ইমাম আত্বা বিন আবী রাবাহ (রহঃ) রুকূর পূর্বে এবং রুকূর পর রফউল ইদায়েন করতেন।

৫. ইমাম আত্বা বিন আবী রাবাহ (রহঃ)-এর পর ইমাম আইয়ূব আস-সাখতিয়ানী রুকূর আগে এবং রুকূর পর রফউল ইদায়েন করতেন।

৬. ইমাম আইয়ূব আস-সাখতিয়ানির পর ইমাম হাম্মাদ বিন যায়েদ রুকূর আগে এবং রুকূর পর রফউল ইদায়েন করতেন।

৭. ইমাম হাম্মাদ বিন যায়দের পর ইমাম বুখারীর প্রসিদ্ধ উস্তাদ ইমাম আবুন নুমান আস-সাদূসী (মৃঃ ২২৪ হিঃ) রুকূর আগে ও রুকূর পর রফউল ইদায়েন করতেন।

প্রতীয়মান হল যে, খায়রুল কুরূনের উত্তম যুগে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হতে শুরু করে তৃতীয় হিজরী শতাব্দী পর্যন্ত রুকূর আগে ও রুকূর পরে রফউল ইদায়েনের উপর আহলে সুন্নাতের জলীলুল কদর ইমামদের এবং হাদীছের ছিক্বাহ রাবীদের ধারাবাহিক এবং অবিচ্ছিন্ন আমল ছিল। সুতরাং রফউল ইদায়েনকে মানসূখ (রহিত), মামনূ‘ (নিষিদ্ধ) কিংবা মাতরূক (বর্জিত) অনুধাবন করা ভুল ও বাতিল। যদি রফউল ইদায়েন মানসূখ হত তবে সাইয়েদুনা আবূ বকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ওফাতের পর বা তাঁর জীবনের শেষ সময়ে আদৌ রফউল ইদায়েন করতেন না। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিছে

ছালাতসমূহ পড়েছিলেন। বরং তাঁর মুছাল্লার উপর শেষ জীবনে ছালাতও পড়িয়েছিলেন। তার কি রফউল ইদায়েন মানসূখ অথবা মাতরূক হওয়ার ইলমটি হতে পারত না? যদি রফউল ইদায়েন মানসূখ কিংবা মাতরূক হত তবে সাইয়েদুনা আবূ বকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ)-এর পর তার নাতী সাইয়েদুনা ইবনুয যুবায়ের (রাঃ) আদৌ রফউল ইদায়েন করতেন না। তিনি স্বীয় নানার কাছ থেকে ছালাত শিখেছিলেন। আর নানাও হলেন তিনি যিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর পরে সর্বাধিক উত্তম (মানুষ)।

৮. মুহাদ্দিছ কেরামদের মধ্য হতে কেউই এই হাদীছকে যঈফ বলেন নি।

৯. যারা রফউল ইদায়েনকে মানসূখ কিংবা মাতরূক হওয়ার প্রবক্তা, তারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত এমন কোনই মুসালসাল হাদীছ পেশ করতে পারবেন না যার দ্বারা এটি প্রমাণিত হয় যে, নবী (ছাঃ) শেষ জীবনে রফউল ইদায়েন বর্জন করেছিলেন। অতঃপর তার ছাহাবীগণ বর্জন করেছিলেন। অতঃপর ছাহাবীদের ছাত্র তাবেঈগণ রফউল ইদায়েন বর্জন করে ছিলেন। অতঃপর তাবেঈদের ছাত্র তাবে তাবেঈগণ রফউল ইদায়েন বর্জন করেছিলেন।

১০. এই হাদীছটি এই কথার উপর চূড়ান্ত ফায়ছালাকারী যে, রফউল ইদায়েন শেষে না মাতরূক হয়েছিল আর না মানসূখ হয়েছিল।

এই ছহীহ হাদীছটির উপর কতিপয় লোকের অভিযোগসমূহ ও সেগুলির জবাব

(১) এক ব্যক্তি ইমাম বায়হাক্বী সম্পর্কে লিখেছেন যে, 'তিনি ইমাম শাফেঈর মুক্বাল্লিদ। এবং হানাফীদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত

কঠোরতা পোষণ করতেন। আর ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর তাক্বলীদে এতই কঠোর ছিলেন যে, আবূ মুহাম্মাদ আল-জুয়ায়নীর মত মহান মুহাদ্দিছ যখন ইমাম শাফেঈর তাক্বলীদ বর্জন করে স্বয়ং ইজতিহাদেও ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন তখন ইমাম বায়হাক্বী তাকে পত্র লিখে মানা করেছিলেন যে, তোমার জন্য ইমাম শাফেঈর তাক্বলীদকে ত্যাগ করা আদৌ জায়েয নয় (ত্বাবাক্বাতুশ শাফেঈয়া)...'। {তাজাল্লিয়াতে ছফদর ২/৩৮৪}।

এই মিথ্যা অভিযোগসমূহের ধারাবাহিকভাবে জবাবগুলি নিম্নরূপ-

১. ইমাম বায়হাক্বী মুক্বাল্লিদ ছিলেন না। বরং অত্যন্ত বড় আলেম ছিলেন (দেখুন : অত্র প্রবন্ধের ১ নং উক্তি, হাদীছটির অনুবাদের পর)।

২. ইমাম বায়হাক্বী আহনাফের (হানাফীদের) বিরুদ্ধে কোন ধরণের গোঁড়ামী রাখতেন না।

৩. ইমাম বায়হাক্বী আবূ মুহাম্মাদ আল-জুয়ায়নীকে তাক্বলীদ বর্জন করতে আদৌ নিষেধ করেন নি। বরং তিনি কতিপয় শাফেঈর খন্ডন করেছিলেন যা পূর্ববর্তীদের গ্রন্থসমূহকে 'তাক্বলীদ স্বরূপ' গ্রহণ করে নিতেন (দেখুন : সুবকী, ত্বাবাক্বাতুশ শাফেঈয়া ৩/১০৪, আব্দুল্লাহ বিন ইউসুফ আল-জুয়ায়নীর জীবনী দ্রঃ)।

এবং বলেছেন, 'আর আমি হাদীছ অন্বেষণে ইজতিহাদ করি' (পৃঃ ১০৪)।

বায়হাক্বী এই কথা বলেন নি যে, ইমাম শাফেঈর তাক্বলীদকে বর্জন করা আদৌ জায়েয নয়'। সুতরাং তাজাল্লিয়াতে ছফদর-এর প্রণেতা স্পষ্ট মিথ্যা বলেছেন।

বায়হাক্বী তো আবূ মুহাম্মাদ আল-জুয়ায়নীর বর্ণনাকৃত কতিপয় যঈফ রেওয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এবং তাকে তাহক্বীক্ব করার উৎসাহ দিয়েছেন।

(২) কতিপয় লোক ইমাম হাকেমকে রাফেযী, খবীছ ও কট্টরপন্থী শীআ লিখেছেন (দেখুন : তাজাল্লিয়াতে ছফদর ২/৩৮৫) ।

এই দুটি অপবাদ বাতিল। যেমনটি তাহক্বীক্বে রেওয়ায়াতে হাদীছের ২ নং উক্তির অধীনে আলোচিত হয়েছে।

(৩) কতিপয় লোক লিখেছেন, 'দ্বিতীয় রাবী আছ-ছফ্ফারের সামা তার উস্তাদ আস-সুলামী হতে সাবেত করতে পারতেন না। যদি সাহস থাকে তবে করে দেখাও' (তাজাল্লিয়াতে ছফদর ২/৪০৩)।

আরয হল যে, 'আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আছ-ছফ্ফার বলেছেন, আমাদেরকে আবূ ইসমাঈল মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল হাদীছ বলেছেন' (আল-মুসতাদরাক হা/৪০৩, ১/১১৭)।

সামা প্রমাণিত হয়ে গেল। সুতরাং অভিযোগটি বাতিল।

(৪) কতিপয় লোক লিখেছেন, 'অতঃপর এই সুলামী স্বয়ং বিতর্কিত রাবী' (তাজাল্লিয়াতে ছফদর ২/২৫৯)।

আরয হল যে, সুলামী (রহঃ)-কে দশজনের অধিক মুহাদ্দিছ ছিক্বাহ ও সত্যবাদী বলেছেন। সুতরাং তার উপর মাজহূল সমালোচকদের অজ্ঞাত সমালোচনা প্রত্যাখ্যাত (দ্রঃ অত্র প্রবন্ধ হাদীছের রাবীদের তাওছীক্ব, উক্তি নং ৪)।

(৫) আবূ নুআইম আল-ফাযল বিন দুকায়েন আল-কূফী (রহঃ) ২১৮ কিংবা ২১৯ হিজরীতে মারা গেছেন (দেখুন : তাহযীবুল কামাল ৬/৩৫)।

ইমাম আবূ ইসমাঈল আস-সুলামী বলেছেন, 'আমাদেরকে ফাযল ইবনু দুকায়ন হাদীছ বলেছেন' (বায়হাক্বী, কিতাবুল আসমা ওয়াছ-ছিফাত পৃঃ ১৮০-১৮১, অন্য সংস্করণ পৃঃ ২৩৫, দেখা এবং দৃষ্টির আলোচনা)।

প্রতীয়মান হল যে, ২১৮ হিজরীতে আবূ ইসমাঈল বিবেকবান যুবক ছিলেন।

মুহাম্মাদ ইবনুল ফাযল আস-সাদূসী ২২৩ বা ২২৪ হিজরীতে মারা গেছেন (তাক্বরীবুত তাহযীব, জীবনী নং ৬২২৬)।

ইমাম আবূ হাতেম আর-রাযী বলেছেন, 'যিনি তার হতে ২২০ হিজরীর আগেই হাদীছ লিখেছেন তার শ্রবণ ভাল' (আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল ৮/৫৯)।

যে তালেবে ইলম ২১৮ হিজরীতে হাদীছসমূহ পড়ছিলেন, তিনি ২২০ হিজরীর আগে আবূন নুমানের মজলিসে পৌঁছতে পারতেন নি? প্রতীয়মান হল যে, সুলামীর আবুন নুমান হতে 'সামা' তার 'ইখতিলাত্ব'-এর আগের (উপরন্তু দেখুন : হাদীছের রাবীদের তাওছীক্ব, উক্তি নং ৫)।

(৬) কতিপয় লোক বলেছেন, 'যেমন তিনিও সারা জীবনে একজন মানুষকে পেয়েছেন রফউল ইদায়েন করতে' (তাজাল্লিয়াতে ছফদর ২/২৬০)।

আরয হল যে, এই কথাটি দলীলবিহীন। এবং অনুল্লেখ থাকা উল্লেখ না হওয়ার দলীল হয় না।

দ্বিতীয় এই যে, যদি হাম্মাদ বিন যায়দ (রহঃ) রফউল ইদায়েন বর্জন করার কোন ছহীহ হাদীছ কোন রাবী হতে পৌছত, তবে তিনি অবশ্যই বর্ণনা করতেন। এবং আদৌ হককে গোপন

করতেন না। তার রফউল ইদায়েন বর্জনের কোন হাদীছ বর্ণনা না করা এই কথার দলীল যে, ১৭৯ হিজরী পর্যন্ত বছরায় রফল ইদায়েন বর্জনের কোন নাম নিশানা পর্যন্ত ছিল না।

(৭) কতিপয় লোক লিখেছেন যে, 'আর আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে এটি কি? এতে প্রতীয়মান হল যে, দ্বিতীয় হিজরীর মাঝামাঝির প্রথমদিকে সমগ্র দুনিয়াতে স্রেফ বছরায় একজন ব্যক্তিই রফউল ইদায়েনকারী ছিলেন' (তাজাল্লিয়াতে ছফদর ২/২৬০)।

তিনি এটি জিজ্ঞাসা করেন নি যে, 'এটি কি'? বরং ... আমি তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম-এর উদ্দেশ্য হল যে, আমি তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম।

এর উদ্দেশ্য এই যে, হাম্মাদ বিন যায়েদ স্বীয় ইতমিনান এবং রেওয়ায়াতে হাদীছ সংরক্ষিত করার জন্য স্বীয় উস্তাদ হতে তার আমলের দলীল জিজ্ঞাসা করেছিলেন। দলীল জিজ্ঞাসা কোন অপরাধ নয়। আর না এর দলীল আছে যে, অবশিষ্ট সকল লোকেরা তাঁর একেবারে উল্টা চলছিলেন।

ছাত্রের নিজের উস্তাদ হতে দলীল জিজ্ঞাসা করা এই কথার নিশ্চিৎ দলীল নয় যে সেই যুগের সকল মুসলমানের এই মাসআলার খেলাফ আমল ছিল বলেই এই মাসআলা আজব ও একক।

উক্ত কথার আপাতত তিনটি দলীল পেশ করা হল -

(১) সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) স্বীয় পিতা সাইয়েদুনা উমর (রাঃ) হতে মোযার উপর মাসাহ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন (দেখুন : ছহীহ বুখারী হা/২০২)।

এর উদ্দেশ্য কি এই যে, ঐ যুগের সকল ছাহাবী ও তাবেঈ বা সাধারণ আলেমগণ মোযার উপর মাসাহ্র প্রবক্তা ছিলেন না? কক্ষণই এই উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং 'তাজাল্লিয়াতী' হাদীছ অস্বীকারকারীর অভিযোগটি বাতিল।

(২) চার রাকআতের ছালাতে ২২ টি তাকবীর হয়ে থাকে। যখন সাইয়েদুনা আবু হুরায়রা (রাঃ) ছালাতে ২২টি তাকবীর বললেন তখন তাবেঈ ইকরিমাহ সাইয়েদুনা ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকটে গিয়ে সাইয়েদুনা আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন (দেখুন : ছহীহ বুখারী হা/৭৮৮; আল-হাদীছ, হাযরো : ৬৬ পৃঃ ২১, ২১)।

(৩) আবূ হামযাহ আয-যাবঈ (রহঃ) হজ্জে তামাত্তু করেছিলেন। অতঃপর সাইয়েদুনা ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে মাসআলা জিজ্ঞাসা করেছিলেন (দেখুন : ছহীহ মুসলিম হা/১২৪২, দারুস সালাম হা/৩০১৫)।

মাসআলা জিজ্ঞাসা করার কারণে কি হজ্জে তামাত্তু'ও নিষিদ্ধ, মাতরূক বা মানসূখ হয়ে যাবে?

প্রতীয়মান হল যে, এই উছূলটিই বাতিল যে, জিজ্ঞাসা করা কিংবা দলীল চাওয়ার মর্ম এই হয় যে, লোকদের উক্ত মাসআলার উপর আমল ছিল না!!

কতিপয় লোক মায়মূন মাক্কী (মাজহূল) ও অন্যদের যঈফ ও প্রত্যাখ্যাত রেওয়ায়াতসমূহ পেশ করে সাইয়েদুনা আবূ বকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ)-এর ছহীহ হাদীছটির জবাব দিতে চেষ্টা করেছেন। যা মূলনীতিগতভাবে বাতিল ও বর্জিত।

অমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। *(২৯/৫/২০১০ ইং)*।

***

সাইয়েদুনা জাবের বিন সামুরা (রাঃ)-এর হাদীছ ও তাশাহহুদে ইশারার মাধ্যমে সালাম ফেরানো

তামীম বিন ত্বরফাহ (রহঃ) হতে রেওয়ায়াত আছে যে, (সাইয়েদুনা) জাবের বিন সামুরাহ (রাঃ) বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের নিকটে আসলেন। তখন বললেন, কি ব্যাপার তোমাদেরকে আমি হাত উঠাতে দেখছি যেমনটি অবাধ্য ঘোড়ার লেজ হয়ে থাকে? ছালাতে শান্ত হয়ে থাক! অতঃপর তিনি বাইরে আসলেন। তখন দেখলেন যে, আমরা (ছাহাবাগণ) বিভিন্ন বৈঠকে বিভিক্ত হয়ে আছি। তখন তিনি বললেন, কি কারণ রয়েছে যে আমি তোমাদেরকে বিচ্ছিন্নরূপে দেখছি? অতঃপর তিনি আবার আসলেন। এবং বললেন, তোমরা ঐভাবে কাতার কেন বানাও না যেভাবে ফেরেশতাগণ রবের সামনে কাতার বানায়? তিনি (ছাঃ) বললেন, (ফেরেশতাগণ) প্রথম কাতারকে পুরো করেন এবং কাতারে খুবই মিলে মিশে দাঁড়ান'।

উবায়দুল্লাহ ইবনুল ক্বিবত্বিইয়া (রহঃ) হতে বর্ণনা আছে যে, জাবের বিন সামুরা (রাঃ) বলেছেন, যখন আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত পড়তাম তখন আমি আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ, আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ বলতাম। এবং তিনি (জাবের বিন সামুরা (রাঃ) ডান এবং বাম দিকে স্বীয় হাত দ্বারা ইশারা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি হাত দ্বারা অবাধ্য ঘোড়ার লেজের মত হাত কি ইশারা করছ? তোমাদের মধ্য হতে প্রতিটি লোকের জন্য যথেষ্ট

হল যে, স্বীয় হাত উরুর উপর রাখবে। অতঃপর ডান এবং বাম দিকে নিজের ভাইয়ের প্রতি সালাম বলবে।

ইবনুল ক্বিবত্বিইয়া (রহঃ) হতে একই রেওয়ায়াতটি আছে যে, জাবের বিন সামুরা (রাঃ) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে (অর্থাৎ তাঁর পিছে) ছালাত পড়েছি। তো আমরা সালামের সময় নিজেদের হাতের দ্বারা আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ বলতাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দেখে বললেন, তোমাদের কি হল যে, নিজেদের হাত দ্বারা ইশারা করছ, যেমনটি অবাধ্য ঘোড়ার লেজ হয়ে থাকে? যখন তোমাদের মধ্য হতে কোন ব্যক্তি সালাম ফেরায় তখন নিজেদের ভাইদের প্রতি চেহারা ফেরাবে এবং হাত দ্বারা যেন ইশারা না করে (ছহীহ মুসলিম হা/৪৩০, ৪৩১, ১/১৮১; দারুস সালামের ক্রমিক হা/৯৬৮-৯৭১)।

তামীম বিন ত্বরফার অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, সাইয়েদুনা জাবের বিন সামুরা (রাঃ) বলেছেন, নবী করীম (ছাঃ) স্বীয় ছাহাবাদের কাছে আসলেন। তখন বললেন, কি কারণে তোমাদেরকে বিচ্ছিন্নরূপে দেখছি? তখন তাঁরা (ছাহাবাগণ) বসে ছিলেন (মুসনাদে আহমাদ হা/২০৮৭৪, ৫/৯৩, সনদ ছহীহ; আল-মাউসূআতুল হাদীছিইয়াহ ৩৪/৪৪৬)।

একজন ছাহাবী হতেই উভয়ের ছাত্র (তামীম বিন ত্বরফা ও উবায়দুল্লাহ ইবনুল ক্বিবত্বিইয়া)-এর রেওয়ায়াতটি হল একই হাদীছ। আর এর দ্বারা রফউল ইদায়েন বর্জনের মাসআলা টেনে আনা কয়েকটি কারণে ভুল। যেমন-

(১) হাদীছ সংকলনের যুগের মুহাদ্দিছে কেরামদের মধ্য হতে কোন একজন মুহাদ্দিছও এই হাদীছকে রফউল ইদায়েনের বর্জন করার দলীলের মধ্যে বর্ণনা করেন নি। আর তাদের মোকাবেলায় কতিপয় আহলে রায় ফক্বীহর কোনই গ্রহণযোগ্যতা নেই।

(২) মুহাদ্দিছে কেরামগণ এই হাদীছকে তাশাহহুদের সময় সালাম ফেরানো সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। যেমন-

১. ইমাম শাফেঈ (রহঃ)- 'ছালাতে সালাম ফেরানোর অনুচ্ছেদ'। (কিতাবুল উম্ম ১/১২২)।

২. আবূ দাঊদ (রহঃ)- 'সালামের অনুচ্ছেদ' (সুনানে আবূ দাঊদ হা/৯৯৮, ৯৯৯-এর আগে)।

৩. নাসাঈ (রহঃ)- 'ছালাতে হাত তুলে সালাম দেয়ার অনুচ্ছেদ' (আল-মুজতাবা হা/১১৮৫)।

'সালামের সময় হাত রাখার স্থানের অনুচ্ছেদ' (আল-মুজতাবা হা/১৩১৯-এর আগে)।

'ছালাতে হাত দ্বারা সালাম প্রদান করার অনুচ্ছেদ' (আল-মুজতাবা হা/১৩১২-এর আগে)।

'হস্তদ্বয় দ্বারা সালাম প্রদানের অনুচ্ছেদ' (নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা হা/১১০৭-এর আগে, ১/৩৫৩)।

'ছালাতে সালাম ফেরানোর সময়ে ডানে বামে হাত দ্বারা ইশারার ব্যাপারে ধমক প্রদানের অনুচ্ছেদ' (আস-সুনানুল কুবরা হা/১২৪৯-এর আগে, ১/১৩৯৪)।

৪. ইবনে খুযায়মাহ (রহঃ) 'ছালাতে ডান ও বাম হাত দ্বারা ইশারা করার নিষেধাজ্ঞা-এর অনুচ্ছেদ' (ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/৭৩৩, ১/৩৬১)।

بَابُ نِيَّةِ الْمُصَلِّي بِالسَّلَامِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ إِذَا سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ، وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ إِذَا سَلَّمَ عَنْ يَسَارِهِ

(ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/১৭০৮, ৩/১০৩)।

৫. আব্দুর রায্যাক্ব রহিমাহুল্লাহ -'সালাম প্রদানের অনুচ্ছেদ' (মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক্ব হা/৩১৩৫, ২/২২০)।

৬. আবূ আওয়ানা ইয়াকূব বিন ইসহাক্ব রহিমাহুল্লাহ- بَيَانُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ التَّسْلِيمَةَ الْوَاحِدَةَ غَيْرُ كَافِيَةٍ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ تَسْلِيمِ التَّشَهُّدِ حَتَّى يُسَلِّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ تَسْلِيمَةِ الْوَاحِدَةِ لِلْمُصَلِّي وَحْدَهُ (মুসনাদে আবী আওয়ানাহ হা/১৬২৬-এর আগে, ২/২৩৮-২৪০)।

৭. বায়হাক্বী ছালাতে সালাম ফেরানোর সময়ে হাত দ্বারা ইশারা করা অপছন্দনীয় হওয়ার অনুচ্ছেদ (আস-সুনানুল কুবরা ২/১৮১)।

৮. বাগাবী 'ছালাতের মধ্যে সালাম করার অনুচ্ছেদ' (শারহুস সুন্নাহ হা/৬৯৬-এর আগে, ৩/২০৬)।

৯. আবূ নুআইম ইছপাহানী 'ছালাতের মধ্যে মুছাল্লীর ডান বামে হাত দ্বারা ইশারা অপছন্দনীয়-এর অনুচ্ছেদ' (আল-মুসনাদ আল-মুসতাখরাজ আলা ছহীহ মুসলিম হা/৯৬২, ২/৫৪)।

১০. আব্দুল হক্ব আল-ইশবীলী 'ছালাতে সালাম ফেরানোর ধরণ ও কখন সালাম ফেরাবে' (আল-আহকামুশ শারঈয়াতুল কুবরা ২/২৮৪, মাকতাবা শামেলা)।

এনাদের ব্যতীত কতিপয় হানাফী হযরতও এই হাদীছের উপর এই রকমই অনুচ্ছেদসমূহ বেঁধেছেন। যেমন-

১১. ত্বাহাবী ‘ছালাতের মধ্যে সালাম ফেরানোর অনুচ্ছেদ ও তা কিভাবে সালাম ফেরাতে হবে’ (শারহু মাআনিল আছার ১/২৬৮, ২৬৯)।

১২. ইবনু ফারক্বাদ শায়বানী ‘তাশাহহুদ, সালাম ও ছালাত প্রেরণ করার নবীর উপর (ছাঃ)-এর অনুচ্ছেদ’ (ইবনু ফারক্বাদ শায়বানী, কিতাবুল হাজ্জাহ ১/১৪৫, যদি গ্রন্থটির তার পর্যন্ত ছহীহ সনদে প্রমাণিত থাকে)।

(৩) মুহাদ্দিছ কেরাম এবং ওলামায়ে এযাম স্পষ্ট করেছেন যে, এই হাদীছের সম্পর্ক রফউল ইদায়েনের সাথে নয়। বরং তাশাহহুদের সময় সালামের সাথে রয়েছে। যেমন-

১. আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীছ ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন, كَانَ يُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَفْعِ الْأَيْدِي فِي التَّشَهُّدِ , وَلَا يَحْتَجُّ بِمِثْلِ هَذَا مَنْ لَهُ حَظٌّ مِنَ الْعِلْمِ ‘আর এটি কেবলমাত্র তাশাহুদের মাঝে, ক্বিয়ামের মধ্যে নয়। তারা কতিপয় সালাম ফেরাতেন। তারপর নবী (ছাঃ) তাশাহহুদে হাত তুলতে নিষেধ করলেন। যার মাঝে ইলমের সামান্য অংশও আছে সে এর দ্বারা দলীল পেশ করবে না। এটা প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত বিষয়। এতে কোনই মতানৈক্য নেই’ (জুযউ রফউল ইদায়েন হা/৩৭, পৃঃ ৬১, ৬২)।

২. এই হাদীছের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনে হিব্বান স্বীয় অনুচ্ছেদের দ্বারা বলেছেন, এই লোকদেরকে রুকূর রফউল ইদাইনের পরিবর্তে সালামের ইশারা করার সময় শান্ত থাকার জন্য হুকুম

করা হয়েছে (আল-ইহসান, বি-তারতীবে ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/১৮৭৭-এর আগে, ৫/১৯৯, অন্য সংস্করণ হা/১৮৮০)।

৩. হাফেয ইবনে আব্দুল বার্র বলেছেন, وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ لِلْكُوفِيِّينَ وَمَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَهُمْ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ بِمَا حَدَّثَنَا ... وَهَذَا لَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَنَّ الَّذِي نَهَاهُمْ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ الَّذِي كَانَ يَفْعَلُهُ لِأَنَّهُ مُحَالٌ أَنْ يَنْهَاهُمْ عَمَّا سَنَّ لَهُمْ وَإِنَّمَا رَأَى أَقْوَامًا يَعْبَثُونَ بِأَيْدِيهِمْ وَيَرْفَعُونَهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِ الرَّفْعِ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ পরবর্তী কতিপয় ইমাম কূফী এবং রফইল ইদাইন সম্পর্কে তাদের মাযহাব লোকদের জন্য এই হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করেছেন। যা আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। (অতঃপর) তিনি সাইয়েদুনা জাবের বিন সামুরা (রাঃ)-এর হাদীছটি তামীম বিন ত্বারফার সনদে উল্লেখ করছেন এবং বলেছেন) আর এতে তাদের জন্য কোন দলীল নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে তো এই কাজ হতে মানা করেছিলেন। যা তিনি স্বয়ং করতেন না। কেননা এটা করা অসম্ভব যে, তিনি তাদের জন্য সেই কাজটি করতে মানা করেছেন যা তিনি নিজের জন্য জারী রেখেছিলেন। আর তিনি কতিপয় লোককে হাত দ্বারা

অনর্থক কাজ করতে দেখেছিলেন। এবং রফউল ইদাইন ব্যতীত অন্য স্থানে হাত উঠাতে দেখেছিলেন। তখন তিনি তাদেরকে এই কাজ করতে মানা করেছিলেন (আত-তামহীদ লিমা ফিল মুওয়াত্ত্বা মিনাল মাআনী ওয়াল আসানীদ ৯/২২১)।

৪. আল্লামা নববী বলেছেন,

وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ فَاحْتِجَاجُهُمْ بِهِ مِنْ أَعْجَبِ الْأَشْيَاءِ وَأَقْبَحِ أَنْوَاعِ الْجَهَالَةِ

بِالسُّنَّةِ لِأَنَّ الْحَدِيثَ لَمْ يَرِدْ فِي رَفْعِ الْأَيْدِي فِي الركوع والرفع منه لكنهم كَانُوا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي حَالَةِ السَّلَامِ مِنْ الصلاة ويشيرون بها الي الجانبين ويريدون بِذَلِكَ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَنْ الْجَانِبَيْنِ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَمَنْ لَهُ أَدْنَى اخْتِلَاطٍ بِأَهْلِ الْحَدِيثِ রইল জাবের বিন সামুরার হাদীছটি। তো ঐ লোকদের এর দ্বারা দলীল পেশ করা খুবই আশ্চর্যজনক। আর সুন্নাত সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ হওয়ার নামান্তর। কেননা এই হাদীছটি রুকূর আগে ও পরে রফউল ইদাইন সম্পর্কে বর্ণিত নয়। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞার আগে ছাহাবীগণ সালামের সময় হাত উত্তোলন করতেন। আর উভয় দিকে (স্বীয় হাত দ্বারা) ইশারা করতেন। এভাবে তারা নিকটবর্তী সাথীদেরকে সালাম বলার ইচ্ছা করতেন। আর এর সাথে মুহাদ্দিছ এবং যার সাথে আহলেহাদীছের সাধারণ সম্পর্কও রয়েছে; তাদের মধ্যে কোন ইখতিলাফ নেই। (আল-মাজমূ‘ শারহুল মুহায্যাব ৩/৪০৩)।

৫. ইবনু সাইয়েদুন নাস আল-ইয়ামারী বলেছেন, ‘আর রইল জাবের বিন সামুরার হাদীছটি। তো এর সাথে তাকবীরের রফউল ইদাইনের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু একে ঐ লোকদের খন্ডনে উল্লেখ করা হয়েছে যারা ছালাতের মধ্যে সালামের সময় স্বীয় হাত উঠাতেন ও উভয় দিকে সালাম ফেরানোর সময় স্বীয় সাথীদের

প্রতি ইশারা করতেন। সুতরাং তাদেরকে এই কাজ হতে মানা করে দেয়া হয়েছিল’ (আন-নাফহুশ শাযী শরহে জামে তিরমিযী ৪/৩৯৮)।

৬. হাফেয ইবনুল মুলাক্কিন (মৃঃ৮০৪ হিঃ) বলেছেন,

من أقبح الجهالات لسنة سيدنَا رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم لِأَنَّهُ لم يرد فِي رفع الْأَيْدِي فِي الرُّكُوع وَالرَّفْع مِنْهُ، وَإِنَّمَا كَانُوا يرفعون أَيْديهم فِي حَالَة السَّلَام من الصَّلَاة، ويشيرون بهَا إِلَى (الْجَانِبَيْنِ) يُرِيدُونَ بذلك السَّلَام عَلَى من (عَلَى) الْجَانِبَيْنِ، وَهَذَا لَا (اخْتِلَاف) فِيهِ بَين أهل الحَدِيث وَمن لَهُ أدنَى اختِلَاط بِأَهْله এই হাদীছটি দ্বারা দলীল গ্রহণ করা একেবারেই নিকৃষ্টতম জাহালত। যাকে সাইয়েদুনা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ঠিক করে রাখা হয়েছিল। কেননা এই হাদীছটি রুকূর আগে ও পরের রফইল ইদাইন সম্পর্কে বর্ণিত হয়নি। তারা তো ছালাতের মধ্যে সালাম ফেরানোর সময় হাত দ্বারা ইশারা করতেন।... এতে আহলেহাদীছদের মধ্যে কোন ইখতিলাফ নেই। আর যে ব্যক্তির হাদীছের সাথে সামান্যতম সম্পর্ক রয়েছে সেই স্বীকার করে যে, এর দ্বারা রুকূর আগে ও পরের রফউল ইদাইনের বিরুদ্ধে পেশ করা ভুল (আল-বাদরুল মুনীর ৩/৪৮৫)।

৭. হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী বলেছেন, ‘বিশেষ স্থানে বিশেষ অবস্থায় অর্থাৎ রুকূর আগে ও পরে রফউল ইদাইনের নিষেধাজ্ঞা কোন দলীল এই হাদীছটির মধ্যে নেই। কারণ এটা দীর্ঘ হাদীছের একটি মুখতাছার বর্ণনা’ (আত-তালখীছুল হাবীর হা/৩২৮-এর আলোচনা দ্রঃ ১/২২১)।

৮. আলী বিন আবীল ইয্য আল-হানাফী (মৃঃ৭৯২ হিঃ) বলেছেন, আর সাইয়েদুনা জাবির বিন সামুরা (রাঃ)-এর হাদীছটি দ্বারা যে দলীল গ্রহণ করা হয়েছে... সেটা শক্তিশালী নয়... আর আমরা এটাও মানি না যে, ছালাতের মধ্যে সুকূনের বিধানের দ্বারা রুকূর আগে ও পরের রফ্উল ইদাইনের না থাকা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কেননা সুকূনের হুকুম দ্বারা ছালাতের মধ্যে নড়াচড়াকে অকাট্যভাবে নিষেধ করা উদ্দেশ্য নয়। বরং ছালাতের বিরোধী নড়াচড়াকে নিষেধ করা হয়েছে। এর দলীল এই যে, রুকূ এবং সিজদার জন্য নড়াচড়া করা শরীআতসম্মত (বরং যরূরী)। শুরুর তাকবীর, কুনূতের তাকবীর, ঈদাঈনের তাকবীরের মধ্যে রফউল ইদাইন করা হয়ে থাকে। আবার যদি বলা হয় যে, এই বিষয়গুলি দলীল হতে খারিজ রয়েছে তবে বলা হবে যে, এভাবে রুকূর আগে এবং পরে রফউল ইদাইন করা এই হাদীছের কল্পিত ইসতিদলাল হতে খারিজ রয়েছে। অতএব প্রতীয়মান হয়ে গেল যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল সালামের সময় হাত দ্বারা ইশারা করা। আল্লাহ ভাল জানেন (আত-তামবীহু আলা মুশকিলাতিল হিদায়াহ ২/৫৭০, ৫৭১)।

৯. ইবনুল জাওযী (মৃঃ ৫৯ হিঃ) বলেছেন, কতিপয় আবূ হানীফার শাগরেদ অর্থাৎ কতিপয় হানাফী এই হাদীচটির দ্বারা রুকূর আগে এবং রুকূর পরে মাথা উঠানোর সময় রফউল ইদাইনকে নিষেধাজ্ঞার দলীল গ্রহণ করেছেন। আর এতে তাদের জন্য কোন দলীল নেই। কেননা এই হাদীছ দু'টির পর ছহীহ মুসলিমের মধ্যে বিস্তারিত হাদীছটি বর্ণিত আছে (ইবনুল জাওযী, আল-মুশকিল

মিন হাদীছিছ ছহীহাইন হা/৪২৯, ৫২২, ১/২৯৫, আল-মাকতাবা আশ-শামেলাহ)।

১০. হাফেয ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) সাইয়েদুনা জাবের বিন সামুরা (রাঃ)-এর হাদীছ বর্ণনাকরার পর তার ব্যাখ্যায় বলেছেন, আর লোকদের মধ্য হতে এই হাদীছটি দ্বারা প্রমাণিত আনুগত্যের সবার্ধিক হক্বদার হলেন আহলেহাদীছগণ। যে ব্যক্তি এটা ধারণা করে যে, এই হাদীছে তোলার নিষেধাজ্ঞা দ্বারা রুকূর আগে ও পরের রফইল ইদাইন উদ্দেশ্য, আর সে এর উপর একে গণ্য করে তাহলে সেই ব্যক্তি ভুল করেছে (ইবনুল তায়মিয়া, আল-ক্বাওয়ায়িদুল নূনিইয়া ১/৪৭; মাজমূ' ফাতাওয়া ২২/৫৬১; আমাদের শায়খ বদীউদ্দীন শাহ্ রাশেদী সিন্ধী রহিমাহুল্লাহ রচিত জালাউল আইনাইন, তিনি এটা আল-ক্বাওয়ায়িদুল নূনিইয়া গ্রন্থ হতে বর্ণনা করেছেন)।

এর পর ইবনে তায়মিয়া বলেছেন যে, অবাধ্য ঘোঁড়া তো ডানে বায়ে লেজ দোলায়। এবং এটি এমন আন্দোলন হয় যাতে কোন স্থিরতা থাকে না (অর্থাৎ পুরো শরীর দুলতে থাকে)। বাকি রইল যে, রুকূ'র আগে এবং পরে রফউল ইদায়েন করার মাসআলা। তো এর সুন্নাত হওয়ার উপর মুসলমানদের ঐক্যমত আছে। সুতরাং এই হাদীছ দ্বারা তা কিভাবে নিষিদ্ধ হতে পারে? (মাজমূ' ফাতাওয়া ২২/৫৬২)

* আবুল আব্বাস আহমাদ বিন ওমর বিন ইবরাহীম আল-কুরতুবী (মৃঃ ৬৫৬ হিঃ) এই হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'তারা সালামের সময় স্বীয় হাত দ্বারা ডানে ও বামে ইশারা করতেন। আর তাদের হাতকে অবাধ্য ঘোড়ার লেজের সাথে তাশবীহ দেয়া সত্য।

কেননা তারা অবাধ্য ঘোড়া স্বীয় লেজকে ডানে বামে নাড়াতে থাকে। অতএব তিনি যখন তদেরকে এই অবস্থায় দেখলেন তখন ছালাতে স্থির থাকার হুকুম প্রদান করলেন। আর এটা আবূ হানীফার বিরোধী দলীল যে, নামাযীর উপর সালাম ফেরানো পর্যন্ত ছালাতের হুকুম বাকি থাকে। আর এই হাদীছটি দ্বারা এটাও আবশ্যিক আসে যে, যদি এই অবস্থায় অর্থাৎ সালামের শেষ বৈঠকে অযূ ভেঙ্গে যায় তবে ছালাত দ্বিতীয়বার আদায় করবে (আল-মুফহিম লিমা আশকালা মিন তালখীছি কিতাবি মুসলিম হা/৩৪০, ৩৪১, ২/৬১)।

(৪) অসংখ্য হানাফী ও হানাফী মতবাদের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত ফেরক্বার ওলামাগণও স্বীয় কথা বা কাজ দ্বারা এটা পরিষ্কার করেছেন যে, এই হাদীছের সম্পর্ক রুকূর রফউল ইদায়েনের সাথে নয়। বরং তাশাহহুদের সময় সালামের সাথে। যেমন-

১. আলী বিন আলী বিন আবীল ইয্য আল-হানাফী (রহঃ) এর কথা ৩ নং উক্তির ৮ নং ছত্রের অধীনে গত হয়েছে।

২. আবুল হাসান মুহাম্মাদ বিন আব্দুল হাদী আস-সিন্ধী (মৃঃ ১১৩৮ হিঃ) সাইয়েদুনা জাবের বিন সামুরা (রাঃ)-এর হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আর এই বর্ণনা দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে, এই হাদীছটি দ্বারা সালামের সময় হাত উঠিয়ে দুদিকে ইশারা করতে নিষেধ করা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে রুকূর আগে ও পরে রফউল ইদাইনের নিষেধ হওয়ার কোন দলীল নেই (হাশিয়াতুস সিন্ধী আলা সুনানিন নাসাঈ ১/১৭৬, কিতাবুস সাহু)।

আবুল হাসান আস-সিন্ধীর হানাফী অনুসারী হওয়ার জন্য দেখুন : সুনানে নাসাঈ (ক্রমিক আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ হানাফী হা/১-এর আগে, ১/১)।

৩. মাহমূদ হাসান দেওবন্দী বলেছেন, 'অবশিষ্ট ঘোড়ার লেজের রেওয়ায়াতটির দ্বারা জবাব দেয়া একেবারেই ন্যায়ের আলোকে দুরস্ত নয়। কেননা তা সালামের সম্পর্কে যে, ছাহাবা (রাঃ) বলেছেন যে, আমরা সালামের সময় ছালাতে হাত দ্বারাও ইশারা করতাম। তিনি (মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ করলেন' (তাক্বারীরে শায়খুল হিন্দ, তারতীব : আব্দুল হাফীয বালইয়াবী পৃঃ ৬৫)।

এই ইবারতেরই অন্য উদ্ধৃতি : আল-ওয়ারদুশ শাযী আলা জামিইত তিরমিযী (সংকলন : আছগর হুসাইন দেওবন্দী পৃঃ ৬৩)।

৪. আশরাফ আলী থানবী দেওবন্দী বলেছেন, মুসলিমের হাদীছে مالي اراكم رافعي ايديكم -এর মধ্যে মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকূব ছাহেব (রহঃ) বলেছেন যে, এর দ্বারা সালামের অবস্থায় রফউল ইদায়েন উদ্দেশ্য। এবং হানাফীদের জন্য অতিরিক্ত উপকারী। কেননা সালাম অবস্থা একদিকে ছালাতের অভ্যন্তরদিক আরেকদিকে ছালাতের বাহির দিক' (মূল বইর ৪৫২ পৃঃ) (মালফূযাতে হাকীমুল উম্মত ২৬/৩৯৭; আল-কালামুল হাসান ২/২৭৬)।

সতর্কীকরণ : এর পর ইয়াকূব নানূতূবীর যে দর্শন উল্লিখিত আছে তা ছহীহ মুতাওয়াতির হাদীছসমূহের বিরোধী হওয়ার কারণে প্রত্যাখ্যাত।

৫. মুহাম্মাদ তাক্বী উছমানী দেওবন্দী সাইয়েদুনা জাবের বিন সামুরা (রাঃ)-এর হাদীছ সম্পর্কে বলেছেন, 'কিন্তু ইনছাফের কথা এই যে, এই হাদীছ দ্বারা হানাফীদের দলীল গ্রহণ করা সংশয়পূর্ণ এবং কমযোর। কেননা, ইবনুল ক্বিবত্বিইয়ার রেওয়ায়াতে সালামের সময়েও যে স্বচছ ব্যাখ্যা বিদ্যমান আছে, তার উপস্থিতিতে স্পষ্ট এবং উত্তম এটাই যে, হযরত জাবের (রাঃ)-এর এই হাদীছটি সালামের সময় রফউল ইদায়েনের সাথে-ই সম্পর্কিত। আর উভয়ই হাদীছকে আলাদা আলাদা বলা-অথচ উভয়ের রাবী একইআর মতনও কাছাকাছি-সঠিক নয়। বাস্তবতা এই যে, হাদীছটি একই এবং সালামের সময় রফউল ইদায়েনের সাথে সম্পর্কিত। ইবনুল ক্বিবত্বিইয়ার সনদটি বিস্তারিত। আর অন্য সনদটি সংক্ষিপ্ত এবং দ্ব্যার্থবোধক। সুতরাং দ্বিতীয় সনদটিকে প্রথম সনদের উপর গণ্য করতে হবে। সম্ভবত এটাই কারণ যে, হযরত শাহ ছাহেব (আল্লাহ তাকে আলোকিত করুন) এই হাদীছকে হানাফীদের দলীলসমূহের মধ্যে উল্লেখ করেন নি' (দরসে তিরমিযী, তারতীব : রশীদ আহমাদ সায়ফী দেওবন্দী ২/৩৬, ৩৭) ।

শাহ ছাহেব দ্বারা উদ্দেশ্য আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী দেওবন্দী। এবং উপরোল্লিখিত ইবারতে তার গ্রন্থ 'নায়লুল ফারক্বাদাইন'র প্রতি ইশারা করা হয়েছে।

৬. মুগলত্বাই হানাফী বলেছেন, আর রইল কতিপয় হানাফীর ছহীহ মুসলিম হতে জাবির বিন সামুরা (রাঃ)-এর হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করার বিষয়টি : আমার কি হল যে, আমি তোমাদেরকে হাত উঠাতে দেখছি যেমনটি অবাধ্য ঘোড়ার লেজ হয়ে থাকে। তো এটা ছহীহ নয়। কেননা এই কথাটি সালাম সম্পর্কে বর্ণিত। যেমনটি বুখারী ইত্যাদি গ্রন্থে উল্লেখ আছে {মুগলত্বাই, শরহে সুনানে ইবনে মাজাহ ১/১৪৭৪ (শামেলা), অন্য সংস্করণ ২/৮১ (শামেলা), তৃতীয় সংস্করণ ৫/২৯৮, চতুর্থ কপি ৫/১৪৭৪} ।

শরহে সুনানে ইবনে মাজার তৃতীয় কপিটি আমার জানামতে 'ইদারাতুল উলূম আল-আছারিইয়া (ফায়ছালাবাদ)-এর কুতুবখানাতে মজুদ আছে। আর 'মাকতাবা ইবনে আব্বাস' হতে ২০০৮ইং সালে প্রথম বার (প্রথম মুদ্রণ) প্রকাশিত হয়েছে। চতুর্থ কপিটি 'মাকাতাবা নায্যার মুছত্বাফা আল-বায (মক্কা, রিয়ায)' প্রথমবার ১৯৯৯ইং (১৪১৯ হিঃ)-তে কামিল উয়ায়যাহর তাহক্বীক্ব সহ প্রকাশিত হয়েছিল (যা, আয়ন)।

৭. ত্বাহাবী হানাফী এই হাদীছকে রফউল ইদায়েন বর্জনের দলীল সমূহে উল্লেখ করেন নি। দেখুন : শারহু মাআনিল আছার (১/২২২-২২৮ بَابُ التَّكْبِيرِ لِلرُّكُوعِ وَالتَّكْبِيرِ لِلسُّجُودِ وَالرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ هَلْ مَعَ ذَلِكَ رَفْعٌ أَمْ لَا؟)। বরং ছালাতের মধ্যে সালামের অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন। (দেখুন : অত্র প্রবন্ধ, উক্ত নং ২, ছত্র নং ১১)। প্রতীয়মান হল যে, ত্বাহাবীর নিকটে এই হাদীছকে রফউল ইদায়েন বর্জনের মাসআলায় পেশ করা ছহীহ নয়।

৮. মুহাম্মাদ আবেদ বিন আহমাদ আলী আস-সিন্ধী বলেছেন, রইল হাদীছ- কি হল যে, আমি তোমাদের হাত উঠাতে দেখছি- এই হাদীছটি দ্বারা দলীল দেয়া উপযুক্ত নয় রফউল ইদাইনেক নিষেধ করার জন্য। সুতরাং এই কথাটিকে বুঝে নাও (আল-মাওয়াহিবুল লুত্বফিইয়া, মিরআতুল মাফাতীহ্র বরাতে ৩/১৮, অন্য সংস্করণ ২/২৫৭)।

মুহাম্মাদ আবেদ সিন্ধীর হানাফী অনুসারী হওয়ার জন্য দেখুন : হাদায়েকুল হানাফিইয়া (পৃঃ ৪৯০)।

৯. আমীর আলী হানাফী বলেছেন, এই তাফসীরের উপর মুহাদ্দিছদের ইজমা আছে। আর সালাম ছালাতের শেষ কর্ম। কতিপয় লোক এতে ইখতিলাফ করেছেন এবং তারা বলেছেন, বরং এই হাদীছে রুকূর আগে ও পরে রফউল ইদাইন করাকে মানা করা হয়েছে (হাশিয়া ছহীহ মুসলিম ১/১৮২, প্রকাশনায় : নওল কিশোর, লাখনৌ ১/১৮২, মিরআতুল মাফাতীহ-এর বরাতে ৩/১৮, আরেকটি সংস্করণ ২/২৫৭)।

কতিপয় লোক আমীর আলীর হানাফী হওয়া অস্বীকার করেছেন। কিন্তু শাব্বীর আহমাদ দেওবন্দী (মামাতী) বলেছেন, 'হযরত মাওলানা সাইয়েদ আমীর আলী হানাফী বলেছেন যে, ...' (আয়েনাহ তাসকীনুছ ছুদূর পৃঃ ১৯৯, অন্য সংস্করণ পৃঃ ২০৬)।

(মুহাম্মাদ ইদরীস যাফর ছাহেব বলেছেন) মুহাম্মাদ হাসান ক্বালান্দারানী ব্রেলভী বলেছেন, হযরত আল্লামা মাওলানা আমীর আলী হানাফী রহিমাহুল্লাহ, অনুবাদক : ফাতাওয়া আলমগীরী এবং অনুবাদক : তাফসীরে মাওয়াহিবুর রহমান' (গায়েবানা নামায কী শারঈ হায়ছিয়াত পৃঃ ৭১)।

১০. রফউল ইদায়েনকে মানসূখ অনুধাবনকারী আবদুর রহমান ছিদ্দীক্বী কান্দালবী (তাক্বলীদী) সাইয়েদুনা জাবের বিন সামুরা (রাঃ)-এর হাদীছের শুরুতে বলেছেন, '(ফায়েদা) : অর্থাৎ সালামের সময় হাত তোলার দরকার নেই। অনুবাদক বলছে যে, এই সকল হাদীছগুলি দ্বারা আজ কালের প্রচলেনরও খন্ডন হয়ে যায় যে, যখন সাক্ষাতের সময় সালাম করে তখন হাত আবশ্যিকভাবে তুলে' (ছহীহ মুসলিম, অনুবাদ ১/৪০৪, মুদ্রণ : কুরআন মনযিল, মোলবী মুসাফির খানার বিপরীতে, করাচী)।

এই প্রবন্ধতে উল্লেখকৃত বরাত সমূহের সারাংশ নিম্নরূপ-

যেসকল মুহাদ্দিছে কেরাম এবং ওলামায়ে হানাফী এই হাদীছকে সালাম ও তাশাহহুদের অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন তাদের নাম নিম্নরূপ- শাফেঈ, আবূ দাঊদ, নাসাঈ, ইবনে খুযায়মাহ, আব্দুর রায্যাক্ব, আবূ আওয়ানাহ, বায়হাক্বী, বাগাবী, আবূ নুআইম ইছপাহানী, আব্দুল হক্ব ইশবীলী, ত্বাহাবী হানাফী এবং ইবনে ফারক্বাদ শায়বানী হানাফী (দ্রঃ অনুচ্ছেদ-২)।

নীচের মুহাদ্দিছ কেরামগণ এবং ওলামায়ে এযাম এটা পরিষ্কার করে বলেছেন যে, এই হাদীছের সম্পর্ক রফউল ইদায়েনের সাথে নয়। বরং তাশাহহুদের সময় সালামের সাথে- বুখারী, ইবনে হিব্বান, ইবনে আব্দুল বার্র, নববী, ইবনে সাইয়িদুন নাস, ইবনুল মুলাক্কিন, ইবনে হাজার আসক্বালানী, আলী বিন আবীল ইয্য আল-হানাফী, ইবনুল জাওযী এবং ইবনে তায়মিয়া (দেখুন : উক্তি নং ৩)।

আবুল আব্বাস আহমাদ বিন আলী আল-কুরতুবীও এই হাদীছকে তাশাহহুদের সালামের সাথে সম্পর্কিত বলেছেন।

নিম্নোক্ত হানাফী ও হানাফী মাযহাবের প্রতি সম্বন্ধিত আলেমগণ এই স্বচ্ছ ব্যাখ্যা দিয়েছেন বা তাদের কথা দ্বারা এই ইশারা পাওয়া যায় যে, এই হাদীছের সম্পর্ক সালামের সাথে। আর রফউল ইদায়েনের সাথে এর কোনই সম্পর্ক নেই। তারা হলেন-

আলী বিন আবীল ইয্য হানাফী, আবুল হাসান মুহাম্মাদ বিন আব্দুল হাদী আস-সিন্ধী, মাহমূদ হাসান দেওবন্দী, মুহাম্মাদ ইয়াকূব নানূতূবী, মুহাম্মাদ তাক্বী ওছমানী, মুগলত্বাঈ হানাফী, ত্বাহাবী, মুহাম্মাদ আবেদ সিন্ধী, আমীর আলী হানাফী, 'আবিদুর রহমান ছিদ্দীক্বী কান্দালবী তাক্বলীদী (দেখুন : উক্তি ৪)।

ত্রিশেরও অধিক এই আহলেহাদীছ ও গায়ের আহলেহাদীছ জমহুর আলেমদের মোকাবেলায় কুদূরী (আত-তাজরীদ ২/৫১৯, ৫২০, উক্তি-২২২৩) যায়লাঈ, আইনী এবং পরবর্তী কতিপয় আহলে তাক্বলীদের এই হাদীছকে রফউল ইদায়েনের খেলাফ পেশ করা ভুল ও প্রত্যাখ্যাত।

(৫) নবী করীম (ছাঃ) হতে রুকূর আগে ও পরে রফউল ইদায়েনের প্রমাণে ছহীহ মুতাওয়াতির হাদীছসমূহ রয়েছে। আর কোন একজন হতেও এটা প্রমাণিত নেই যে, তিনি তাশাহহুদে সালামের সময় স্বীয় হাত দ্বারা দুদিকেই ইশারা করেছেন। আর না এটা প্রমাণিত আছে যে, তিনি স্বীয় আমলকে অবাধ্য ঘোড়ার লেজ দুলানোর সাথে সাদৃশ্য দিয়েছেন। সুতরাং যে সকল লোক এই ধরণের সাদৃশ্য দেয়ার সাহস করেন তারা নবী (ছাঃ)-এর সাথে বেআদবী করার ন্যায় পাপ কাজের ভাগীদার।

(৬) ইমাম আবূ হানীফা হতে এটা নিশ্চিৎ প্রমাণিত নেই যে, তিনি রফউল ইদায়েন বর্জনের মাসআলার উপর সাইয়েদুনা জাবের বিন সামুরা (রাঃ)-এর হাদীছ হতে দলীল গ্রহণ করেছেন। সুতরাং এমন দলীল গ্রহণকারীগণ ইমাম আবু হানীফার বিদ্রোহী ও বিরোধী।

(৭) সাইয়েদুনা জাবের বিন সামুরা (রাঃ)-এর বর্ণনাকৃত হাদীছের কোন সনদে রুকূর আগে ও রুকূর পরের রফউল ইদায়েন-এর স্পষ্ট বিবরণ নেই। সুতরাং মুফাস্সারের মোকাবেলায় গায়ের মুফাস্সারকে পেশ করা ভুল।

(৮) কতিপয় তাক্বলীদপন্থী এই কথার উপর অটল রয়েছেন যে, এই হাদীছ দ্বারা ছালাতে প্রতিটি রফউল ইদায়েনেরই নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত হয়। তো নিবেদন হল যে, আপনাদের মত লোকেরা তাকবীরে তাহরীমা, বিতর এবং দু'ঈদের তাকবীরে কেন রফউল ইদায়েন করেন?

যদি এই স্থানগুলির উপর রফউল ইদায়েনের খাছ দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয় তবে রুকূর আগে ও পরের রফউল ইদায়েনে করার খাছ দলীলও নিশ্চিৎ এবং অকাট্য ছহীহ দলীলসমূহ দ্বারা প্রমাণিত আছে। সুতরাং আপনারা সেখানে কেন মানেন না ?

(৯) খায়রুল কুরূনের মধ্যে (৩০০ হিজরী পর্যন্ত) কোন একজন ছিক্বাহ, সত্যবাদী সুন্নী আলেম হতে এই হাদীছের দ্বারা রফউল ইদায়েন বর্জনের পক্ষে দলীল গ্রহণ করা প্রমাণিত নেই। সুতরাং খায়রুল কুরূনের ইজমার মোকাবেলায় শার্রুল কুরূনের কতিপয় আলেম ও কতিপয় তাক্বলীদ পন্থীর কি গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে?

(১০) অবাধ্য ঘোড়ার লেজ আন্দোলিত অবস্থায় উপরে-নীচে নয় বরং ডানে বায়ে দুলতে থাকে। যেমনটা কুরতুবী ও ইবনে তায়মিয়ার ব্যাখ্যা হতে প্রমাণিত। আর এখনোও চঞ্চল ঘোড়াকে দেখে এই বিষয়টির বাস্তবতা অবলোকন করা যেতে পারে। সুতরাং উপরোল্লিখিত হাদীছকে রুকূর আগে ও পরে রফউল ইদায়েনের খেলাফ পেশ করা যৌক্তিকভাবেও বাতিল।

(১১) মুসনাদে আহমাদে সাইয়েদুনা জাবের বিন সামুরা (রাঃ)-এর রেওয়ায়াতে এসেছে যে, وَهُمْ قُعُوْدٌ 'আর তারা বসে ছিলেন' (৫/৯৩, সনদ ছহীহ)।

রফউল ইদায়েন দাঁড়ানো অবস্থায় রুকূর আগে ও পরে হয়ে থাকে। বসা অবস্থায় (অর্থাৎ তাশাহহুদে) হয় না। সুতরাং এই হাদীছ দ্বারা তাক্বলীদ পন্থীদের দলীল গ্রহণ করা মৌলিকভাবেই বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত।

অমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। (২১ই সেপ্টেম্বর, ২০১০ ইং)

রচনায় : মুহতারাম মাওলানা মুহাম্মাদ ইদরীস যাফর হাফেযাহুল্লাহ।

***

উছূলে হাদীছ ও মুদাল্লিসের 'আন' সম্বলিত রেওয়ায়াতের হুকুম

উছূলে হাদীছের প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত মাসআলা আছে যে, মুদাল্লিস রাবীর আন যুক্ত রেওয়ায়াত দলীলের অযোগ্য অর্থাৎ যঈফ হয়।

এই প্রসঙ্গে মুহাদ্দিছ কেরাম, ওলামায়ে হাদীছ ও অন্যান্য আলেমদের ৪৯টি উদ্ধৃতি দলীল সহকারে পেশ করা হল ।-

(১) ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আশ-শাফেঈ (মৃঃ ২০৪ হিঃ) বলেছেন, 'আমরা বলেছি, আমরা মুদাল্লিস হতে হাদীছ কবুল করি না যতক্ষণ না সে তাতে বলে, আমাকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন কিংবা আমি শুনেছি' (কিতাবুর রিসালা পৃঃ ৫৩, প্রকাশনায় : আল-মাত্বাবাআতুল কুবরা আল-আমীরিইয়া, বূলাক্ব, তাহক্বীক্ব : আহমাদ শাকের ক্রমিক ১০৩৫)।

'কিতাবুর রিসালা' উছূলে ফিক্বহ ও উছূলে হাদীছ বরং উছূলে দ্বীনের পুরাতন এবং তাৎপর্যপূর্ণ গ্রন্থগুলির মধ্য হতে রয়েছে। আর অসংখ্য আলেম তার ব্যাখ্যা লিখেছেন।

(২) ইমাম আব্দুর রহমান বিন মাহদী রহিমাহুল্লাহ (মৃঃ ১৯৮ হিঃ) কিতাবুর রিসালাকে পছন্দ করতেন। দেখুন : আত-তুয়ূরিইয়াত (হা/৬৮১, ২/৭৬১, সনদ ছহীহ)।

প্রমাণিত হল যে, আব্দুর রহমান বিন মাহদীর নিকটেও মুদাল্লিসের আন যুক্ত বর্ণনা কবুলযোগ্য নয়।

(৩) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (মৃঃ ২৪১ হিঃ) কিতাবুর রিসালার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। দেখুন : কিতাবুল জারহি ওয়াত-তাদীল (৭/২০৪, সনদ ছহীহ, ইমাম শাফেঈ ও মাসআলায়ে তাদলীস, উক্তি নং ২) আর বলেছেন, এটা তার সবচে' ভাল গ্রন্থগুলির মধ্য হতে একটি (ইবনে আসাকির, তারীখে দিমাশক্ব ৫৪/২৯১, সনদ ছহীহ)।

(৪) ইমাম ইসহাক্ব বিন রাহাওয়াইহ রহিমাহুল্লাহ (মৃঃ ২৩৮ হিঃ) ও কিতাবুর রিসালার সাথে একমত ছিলেন। দেখুন : উক্তি নং ৩ এবং ইমাম শাফেঈ রহেমাহুল্লাহ ও মাসআলায়ে তাদলীস।

(৫) ইমাম ইসমাঈল বিন ইয়াহ্ইয়া আল-মুযানী রহিমাহুল্লাহ (মৃঃ ২৬৪ হিঃ) ও কিতাবুর রিসালার সমর্থনকারী ছিলেন (মুক্বাদ্দামা রিসালাহ পৃঃ ৭৩, ইবনুল আকফানীর বর্ণনা, ক্রমিক ৫৪, সনদ হাসান)।

(৬) প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ আবূ বকর আল-বায়হাক্বী রহিমাহুল্লাহ (মৃঃ ৪৫৮ হিঃ) ইমাম শাফেঈর উপরোল্লিখিত বক্তব্যকে (উক্তি নং ১) নকল করেছেন ও এর উপর চুপ থাকার দ্বারা তাকে সমর্থন করেছেন। দেখুন : মারিফাতুস সুনান ওয়াল আছার (১/৭৬) এবং যারাকশীর আন-নুকাত (পৃঃ ১৯১)।

(৭) ছহীহ মুসলিম-এর লেখক ইমাম মুসলিম রহিমাহুল্লাহ (মৃঃ ২৬১ হিঃ) বলেছেন, যারাই হাদীছের রাবীদের সামা তালাশ করেছেন। তখন তারা সেসময় অনুসন্ধান করছেন। যখন রাবী হাদীছের মধ্যে তাদলীসের সাথে প্রসিদ্ধ হয়ে থাকেন আর তার সাথে প্রসিদ্ধ হয়ে থাকেন তবে সেই সময় বর্ণনাটির মধ্যে তার সামা দেখতেন। এবং তালাশ করতেন যেন রাবীদের হতে তাদলীসের দুর্বলতা দুর হয়ে যায় (মুক্বাদ্দামা ছহীহ মুসলিম, প্রকাশ : দারুস সালাম পৃঃ ২২, 'বা')।

এই ইবারতের ব্যাখ্যায় ইবনে রজব হাম্বলী লিখেছেন, আর এতে সম্ভাবনা আছে যে, এই হাদীছটি দ্বারা অধিক তাদলীসকারী উদ্দেশ্য। এটার্ও সম্ভাবনা আছে যে, এর দ্বারা তাদলীসের প্রমাণ হতে পারে। তাহলে এটা শাফেঈর উক্তির ন্যায় হয়ে গেল (শারহু ইলালিত তিরমিযী ১/৩৫৪)।

আরয হল যে, এর দ্বারা উভয়ই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ রাবী যদি অত্যধিক তাদলীসকারী হন তবুও তার মুআনআন রেওয়ায়াত

(স্বীয় শর্তের সাথে) যঈফ হয়। আর যদি রাবী হতে (একবারই) তাদলীস প্রমাণিত হয়ে যায়, তবুও তার মুআনআন রেওয়ায়াত (স্বীয় শর্তের সাথে যঈফ) হয়। প্রমাণিত হল যে, ইমাম মুসলিমের নিকটে মুদাল্লিসের মুআনআন (আন সম্বলিত) রেওয়ায়াত দলীল বা হুজ্জাত নয়।

(৮) খত্বীব বাগদাদী রহিমাহুল্লাহ (মৃঃ ৪৬৩ হিঃ) বলেছেন, আর অন্যরা বলেছেন, মুদাল্লিসের খবর গ্রহণীয় হয় না। তবে যদি তিনি সম্ভাবনা ব্যতীত স্পষ্টভাবে সামার তাছরীহর সাথে বর্ণনা করেন; যদি তিনি এমনটা করেন তবে তার বর্ণনা গ্রহণীয়। আর আমাদের নিকটে এটাই ছহীহ (আল-কিফায়াহ ফী উলূমির রিওয়াহ পৃঃ ৩৬১)।

'আল-কিফায়াহ' উছূলে হাদীছের প্রসিদ্ধ এবং নির্ভরযোগ্য অন্যতম গ্রন্থ।

(৯) হাফেয ইবনে হিব্বান আল-বুসতী রহিমাহুল্লাহ (মৃঃ ৩৫৪ হিঃ) বলেছেন, যতক্ষণ মুদাল্লিস- যদিও তিনি ছিক্বাহ হন- হাদ্দাছানী অথবা সামিতু না বলেন ততক্ষণ তার বর্ণনা দ্বারা দলীল গ্রহণ করা জায়েয নেই। আর এটা আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইদরীস শাফেঈ রহিমাহুল্লাহর মূলনীতি। আর আমাদের উস্তাদসমূহের মূলনীতি যারা এতে তার আনুগত্য করেছেন (কিতাবুল মাজরূহীন ১/৯২, অন্য সংস্করণ ১/৮৬)। উপরন্তু দেখুন : ছহীহ ইবনে হিব্বান (আল-ইহসান ১/৬১, অন্য সংস্করণ ১/৯০)।

হাফেয ইবনে হিব্বান আরো বলেছেন, সুতরাং যখন মুদাল্লিস রাবী স্বীয় উস্তাদ হতে সামার তাছরীহ না করেন তবে তার বর্ণনা দ্বারা দলীল গ্রহণ করা জায়েয নেই। কেননা এটা প্রতীয়মান নয় যে,

সম্ভবত কোন যঈফ রাবী হতে শুনেছে। যার সংবাদ প্রতীয়মান হয়ে যাওয়ার কারণে বর্ণনাটি বাতিল হয়ে যায়। অতএব মুদাল্লিস রাবী যদিও ছিক্বাহ হয়ে থাকেন; স্বীয় বর্ণনার মধ্যে সামিতু বা হাদ্দাছানী না বলেন তবে তার বর্ণনা দ্বারা দলীল গ্রহণ করা জায়েয নেই (কিতাবুছ ছিক্বাত ১/১২)।

(১০) হাফেয ইবনুছ ছালাহ আশ-শাহরাযূরী আশ-শাফেঈ (মৃঃ ৬৪৩ হিঃ) বলেছেন, 'আর বিধান এই যে, মুদাল্লিসের বর্ণনা সামার তাছরীহ ব্যতিত গ্রহণ করা যায় না। একে শাফেঈ (রাঃ) ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জারী করেছেন যে আমাদের জানামতে স্রেফ একবারই তাদলীস করেছিলেন' (ইরাক্বী, মুক্বাদ্দামা ইবনুছ ছালাহ মাআত তাক্বঈদু ওয়াল ঈযাহ পৃঃ ৯৯, অন্য সংস্করণ পৃঃ ১৬১)।

মুক্বাদ্দামা ইবনুছ ছালাহ কিংবা উলূমুল হাদীছ উছূলে হাদীছের (মারিফাতু আনওয়াই ইলমিল হাদীছ) প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত গ্রন্থ। আর এর (সার্বজনীন) গ্রহণযোগ্যতা অর্জিত আছে। যেমন দেখুন : নববী, ইরশাদু তুল্লাবিল হাক্বায়েক্ব ১/১০৮; ইবনে জামাআহ, আল-মিনহালুর রাবী পৃঃ ২৬; ইবনে কাছীর, ইখতিছারু উলূমিল হাদীছ ১/৯৫, ৯৬; আত-তাক্বঈদু ওয়াল ঈযাহ পৃঃ ১১; ইবনে হাজার, নুযহাতুন নাযর পৃঃ ৫, ৬; সুয়ূত্বী, আল-বাহরুল লাযী যাখারা ১/২৩৫ ইত্যাদি।

(১১) আল্লামা ইয়াহইয়া বিন শারাফ আন-নববী (মৃঃ ৬৭৭ হিঃ) বলেছেন, সুতরাং ঐ (মুদাল্লিস রাবী) এমন শব্দ দ্বারা বর্ণনা করে যেখানে সম্ভাবনা রয়েছে, সামার তাছরীহ না হয় তবে সেটা মুরসাল...আর এই হুকুমটি এই সম্পর্কে জারী রয়েছে যিনি একবার হলেও তাদলীস করেছেন (আত-তাক্বরীবুন লিন-নববী ফী

উছূলিল হাদীছ পৃঃ ৯, প্রকার-১২; সুয়ূত্বী, তাদরীবুর রাবী ১/২২৯, ২৩০)।

মুরসাল সম্পর্কে নববী বলেছেন, অতঃপর মুরসাল হাদীছ হল যঈফ জমহুর মুহাদ্দিছদের নিকটে (নববী, আত-তাক্বরীব ৭, প্রকার- ৯)।

(১২) হাফেয ইবনে আব্দুল বার্র (মৃঃ ৪৬৩ হিঃ) বলেছেন, 'আর এভাবে যে ব্যক্তি এই তাদলীসের সাথে প্রতীয়মান হয়ে যায়, যার উপর ইজমা আছে যে, (সেটা তাদলীস)। আর তিনি এই নরমকারীদের মধ্য হতে রয়েছেন যিনি প্রত্যেক একটি বর্ণনা গ্রহণ করেন। তিনি যে বর্ণনাই বর্ণনা করেছেন তাতে কারো সাথেও দলীল গ্রহণ করা যাবে না। তবে তিনি যদি আখবারানা বা সামিতু অর্থা' সামার তাছরীহ করেছেন তাহলে গ্রহণযোগ্য হবে' (আত-তামহীদ লিমা ফিল-মুওয়াত্ত্বা মিনাল মাআনী ওয়াল আসানীদ ১/১৭)।

এর দ্বারা প্রমাণিত হল যে, যঈফ রাবী হতে রেওয়ায়াতকারী মুদাল্লিসের পরিষ্কার সামার স্পষ্টতা ব্যতীত রেওয়ায়াত হাফেয ইবনে আব্দুল বার্রের নিকটে দলীল নয়। অর্থাৎ (তার নিকটে) যঈফ।

আমাদের ইলম মোতাবেক সকল প্রমাণিত মুদাল্লিসদের মধ্য হতে কোন একজন মুদাল্লিসও এমন নন যিনি যঈফ রাবী হতে রেওয়ায়াত বর্ণনা করতেন না।

সতর্কীকরণ : হাফেয ইবনে হিব্বান ও অন্যদের এই দাবী যে, 'সুফিয়ান বিন উয়ায়নাহ স্রেফ ছিক্বাহ হতে তাদলীস করতেন'- কতিপয় কারণে ভুল। যেমন-

(১) এটি সার্বজনীন নীতি নয়। বরং কতিপয় সময়ে সুফিয়ান বিন উয়ায়নাহ (রহঃ) অনির্ভরযোগ্য রাবী হতেও তাদলীস করে নিতেন।

(২) সুফিয়ান বিন উয়ায়নাহ যে সকল রাবীদের থেকে তাদলীস করতেন তাদের মধ্য হতে কতিপয় স্বয়ং মুদাল্লিস ছিলেন। আর তাদের শ্রেফ ছিক্বাহ হতে তাদলীস করার কোনই প্রমাণ নেই। সুতরাং এখানে তাদলীসের উপর তাদলীসের আশঙ্কা রয়েছে।

(৩) সুফিয়ান বিন উয়ায়নাহ যঈফ রাবীদের হতেও রেওয়ায়াতসমূহ বর্ণনা করতেন। যেমন- তার উস্তাদ সমূহের মধ্য হতে আলী বিন যায়েদ বিন জাদআনও (যঈফ রাবী) আছেন।

হাফেয ইবনে আব্দুল বার্র আরো বলেছেন, এটা ব্যতীত যে, মানুষ তাদলীসের সাথে প্রসিদ্ধ হয় তার হাদীছ গ্রহণ করা হবে না। তবে এই যে তিনি হাদ্দাছানা অথবা সামিতু বলেন। এ সম্পর্কে আমি কোন ইখতিলাফের কথা জানি না (আত-তামহীদ ১/১৩)।

হাফেয ইবনে আব্দুল বার্র মুআনআন রেওয়ায়াতকে কবুলযোগ্য হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত বর্ণনা করেছেন। যেগুলির উপর ইজমা আছে।-

(১) সকল রাবী আদেল অর্থাৎ ছিক্বাহ ও যাবেত্ব হতে হবে।

(২) প্রতিটি রাবীর স্বীয় উস্তাদ হতে সাক্ষাৎ প্রমাণিত হতে হবে।

(৩) সকল রাবী তাদলীস থেকে মুক্ত হবেন (আত-তামহীদ ১/১২)।

(১৩) আবূ বকর আছ-ছায়রাফী (মৃঃ ৩৩০ হিঃ) শাফেঈর কিতাবুর রিসালাহ গ্রন্থের ব্যাখ্যায় কিতাবুদ দালায়েল ওয়াল আলাম গ্রন্থে বলেছেন, প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যার তাদলীস গায়ের

ছিক্বাহ রাবীদের হতে যাহির হয়ে যায় তো তার বর্ণনাটি গ্রহণীয় হয় না। তবে যদি তিনি হাদ্দাছানী অথবা সামিতু বলেন অর্থাৎ সামার তাছরীহ করেন তাহলে গ্রহণযোগ্য হবে (যারাকশী, আন-নুকাতু আলা মুক্বাদ্দামাতি ইবনে ছালাহ পৃঃ ১৮৪)। উপরন্তু দেখুন : ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এবং মাসআলায়ে তাদলীস (পৃঃ ১১-১২)।

(১৪) হাফেয যাহাবী মুআনআন রেওয়ায়াত সম্পর্কে বলেছেন, 'আবার যদি সাক্ষাৎ হয়ে যায় তাহলে সেই অবস্থায় শর্ত এই যে, রাবী স্বীয় উস্তাদ হতে মুদাল্লিস হবে না। সুতরাং যদি তিনি না হতেন তবে একে ইত্তিছালের উপর গণ্য করতে হবে। যদি তিনি মুদাল্লিস হয়ে থাকেন তবে এটাই যে, তা সামার উপর গণ্য নয়। আবার যদি স্বীয় উস্তাদ হতে মুদাল্লিস এমন হয় যিনি ছিক্বাহ রাবীদের হতে তাদলীস করতেন তো কোনই দোষ নেই। আবার যদি তিনি যঈফ রাবীদের হতে তাদলীস করতেন তো তার আন যোগে বর্ণিত বর্ণনাটি প্রত্যাখ্যাত (সালীম বিন ঈদ আল-হিলালী, আল-মাওক্বিযা লিয-যাহাবী মাআ কিফায়াতিল হিফয পৃঃ ১৯৯, তাহক্বীক্ব : হাতেম বিন আরিফ আল-আওফী পৃঃ ১৩২; আবূ গুদ্দাহ আব্দুল ফাত্তাহ এর নুসখাহ পৃঃ ৪৫)।

এখানে ফায়দা স্বরূপ নিবেদন হল যে, ছিক্বাহ রাবীদের হতে (তাদলীসের জগতের মধ্যে) তাদলীসকারীর উদাহরণ হলেন শ্রেফ সুফিয়ান বিন উয়ায়নাহ। এবং তার মুআনআন রেওয়ায়াতও দুটি কারণে যঈফ। যেমনটি ১২ নং উক্তির মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। হাফেয যাহাবী উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা এটি স্পষ্ট প্রকাশ আছে যে, তার নিকটে সুফিয়ান বিন উয়ায়নাহ ব্যতিত ঐ সকল মুদাল্লিসগণ

যেমন-সুফিয়ান ছাওরী এবং সুলায়মান আল-আমাশ ইত্যাদির আন সম্বলিত রেওয়ায়াত সমূহ হতে (স্বীয় শতের্র সাথে) যঈফ ও প্রত্যাখ্যাত।

(১৫) হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী বলেছেন, বিশুদ্ধতম কথা এই যে, যেই রাবীর থেকে তাদলীস প্রমাণিত হয়ে যায় যদিও তিনি আদেল হয়ে থাকেন তবুও তার স্রেফ ঐ বর্ণনাটিই গ্রহণীয় হয়ে থাকে যেখানে তিনি সামার তাছরীহ করেছেন (নুযহাতুন নাযর শারহু নুখবাতিল ফিকার পৃঃ ৬৬; শরহে মোল্লা আলী ক্বাদিরী সহ পৃঃ ৪১৯)।

(১৬) ইমাম বুখারী (রহঃ) একটি রেওয়ায়াতের বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'আর এখানে ক্বাতাদা আবুন নাযর হতে (হাদীছ) শ্রবণের বিষয়টি উল্লেখ করেননি' (জুযউল ক্বিরাআত হা/১০৪)।

প্রতীয়মান হল যে, ইমাম বুখারীর নিকটে মুদাল্লিসের সামার স্পষ্ট না করা হাদীছের বিশুদ্ধতার বিরোধী।

(১৭) ইমাম শুবাহ রহিমাহুল্লাহ (মৃঃ ১৬০ হিঃ) স্বীয় মুদাল্লিস উস্তাদ ক্বাতাদা (রহঃ) সম্পর্কে বলেছেন, আমি ক্বাতাদার মুখমন্ডল দেখতে থাকতাম। যখন তিনি বলতেন, 'আমি শ্রবণ করেছি কিংবা অমুক আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন'-তখন আমি তা মুখস্থ করে নিতাম। আর যখন তিনি বলতেন, 'অমুক হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তখন আমি তা বর্জন করতাম (তাক্বদিমাতুল জারহি ওয়াত-তাদীল পৃঃ ১৬৯, এর সনদ ছহীহ)।

এর দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, ইমাম শুবাহ (রহঃ)-ও মুদাল্লিসের সামা বিহীন রেওয়ায়াতকে দলীল অনুধাবন করতেন না (উপরন্তু দেখুন : আমার গ্রন্থ, ইলমী মাক্বালাত ১/২৬১-২৬২)।

(১৮) ইমাম ইবনে খুযায়মাহ (মৃঃ ৩১১ হিঃ) একটি রেওয়ায়াতের উপর সমালোচনা করতে গিয়ে তাকে মালূল (অর্থাৎ যঈফ) বলেছেন। এবং বলেছেন, 'দ্বিতীয় বিষয় এই যে, আমাশ মুদাল্লিস রাবী (এবং) তিনি হাবীব বিন আবী ছাবেত হতে স্বীয় সামার কথা উল্লেখ করেন নি' (কিতাবুত তাওহীদ পৃঃ ৩৮; ইলমী মাক্বালাত ৩/২২০)।

এর দ্বারা প্রমাণিত হল যে, ইমাম ইবনে খুযায়মাহও মুদাল্লিসের আন সম্বলিত রেওয়ায়াতকে মালূল অর্থাৎ যঈফ অনুধাবন করতেন।

(১৯) হাফেয ইবনুল মুলাক্কিন (মৃঃ ৮০৪ হিঃ)ও তাদলীস সম্পর্কে হাফেয ইবনুছ ছালাহর হুকুমকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন এবং কোনই বিরোধীতা করেন নি (দেখুন : আল-মুক্বনি' ফী উলূমিল হাদীছ ১/১৫৮ এবং উক্তি-১০)।

(২০) হাফেয ইবনে কাছীর (মৃঃ ৭৭৪ হিঃ) তাদলীস সম্পর্কে ইমাম শাফেঈর বক্তব্য নকল করেছেন। এবং তার কোন বিরোধীতা করেন নি (দেখুন : ইখতিছারু উলূমিল হাদীছ ১/১৭৪, প্রকার-১২)।

(২১) হাফেয ইরাক্বী (মৃঃ ৮০৬ হিঃ) ইবনুছ ছালাহর বক্তব্য لَمْ يُبَيِّنْ فِيهِ السَّمَاعَ وَالِاتِّصَالَ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُرْسَلِ কে উল্লেখ করেছেন ও

তার বিরুদ্ধে কোন খন্ডন করেন নি (দ্রঃ আত-তাক্বঈদু ওয়াল ঈযাহ পৃঃ ৯৯)।

এবং ইরাক্বী বলেছেন, আর তারা (মুহাদ্দিছগণ) ঐ মুআনআন বর্ণনাকে মাওছূল ছহীহ বলেছেন। যেটি রাবীর তাদলীস হতে মুক্ত এবং উস্তাদ ও ছাত্রের মাঝে সাক্ষাৎ হয়েছে (আল-ফিইয়াতুল ইরাক্বী, কবিতা নং ১৩৬; ফাৎহুল মুগীছ শারহু আলফিইয়াতিল হাদীছ ১/১৬৩)।

ইরাক্বী আরো বলেছেন, আর তারা (মুহাদ্দিছগণ) ঐ মুআনআন বর্ণনাকে মওছূল ছহীহ আখ্যা দিয়েছেন যা রাবীর তাদলীস হতে মুক্ত রয়েছে এবং উস্তাদ ছাত্রের সাক্ষাৎ প্রতীয়মান হয়েছে (আল-ফিইয়াতুল ইরাক্বী মাআ ফাৎহিল মুগীছ ১/১৭৯)।

(২২) শরীফ জুরজানী অর্থাৎ আলী বিন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আলী আল-হুসাইনী (মৃঃ ৮১৬ হিঃ) মুদাল্লিস রাবী সম্পর্কে বলেছেন, আর ছহীহ এই যে, এতে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। অতএব ঐ রাবী এমন শব্দাবলী দ্বারা বর্ণনা করে যেখানে সামা স্পষ্ট নয়; সম্ভাবনা থাকলে তার হুকুম মুরসাল হবে। আর এই প্রকারের হুকুম হয়ে থাকবে (রিসালাহু ফী উলূমিল হাদীছ পৃঃ ৯১; আদ-দীবাজুল মুযাহ্হাব মাআ শরহে আত-তিবরীজী পৃঃ ৪১)।

মুরসাল রেওয়ায়াত যঈফ হয়ে থাকে। যেমনটি ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী এবং জমহুর মুহাদ্দিছদের ফায়ছালা রয়েছে। জুরজানী মুআনআন রেওয়ায়াত সম্পর্কে বলেছেন, আর ছহীহ এই যে, সেটা মুত্তাছিল। তবে শর্ত হল যে, সাক্ষাৎ সম্ভাব্য হতে হবে এবং রাবী তাদলীস হতে মুক্ত হতে হবে (রিসালা ফী উছূলিল

হাদীছ পৃঃ ৭৮; আদ-দীবাজুল মুযাহ্হাব মাআ শারহিত তিবরীযী পৃঃ ২৮)।

(২৩) বদরুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম বিন জামাআহ (মৃঃ ৭৩৩ হিঃ) মুআনআন রেওয়ায়াত সম্পর্কে বলেছেন, আর ছহীহ এই যে, যার উপর জমহূর আলেম, মুহাদ্দিছ, ফক্বীহ এবং উছূলের দক্ষরা একমত হয়ে যান সেটা মুত্তাছিল গণ্য হয়। তবে শর্ত হল সাক্ষাৎ-এর সম্ভাবনা থাকতে হবে। এবং উস্তাদ ছাত্র উভয়কে তাদলীস হতে মুক্ত হতে হবে (আল-মিনহালুর রাবী ফী ইখতিছারি উলূমিল হাদীছ লিন-নববী পৃঃ ৫৪)।

এর দ্বারা প্রমাণিত হল যে, ক্বাযী ইবনে জামাআহ মুদাল্লিসের আনআনাহকে হাদীছের বিশুদ্ধতার বিরোধী মনে করতেন।

(২৪) হুসাইন বিন আব্দুল্লাহ আত-ত্বীবী (মৃঃ ৭৪৩ হিঃ) উছূলে হাদীছের পুস্তিকার মধ্যে ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর নিম্নোক্ত উছূলকে উল্লেখ করেছেন এবং কোনই সমালোচনা করেন নি। সুতরাং তিনি এই মাসআলায় ইমাম শাফেঈর সাথে একমত ছিলেন (দ্রঃ আল-খুলাছাতু ফী উছূলিল হাদীছ পৃঃ ৭২)।

(২৫) সুয়ূত্বী মুআনআন সম্পর্কে বলেছেন, আর যে আন এবং তার দ্বারা বর্ণনা করে; তবে সেটির মুত্তাছিল হওয়ার ফায়ছালা কর। তবে শর্ত হল যে, সাক্ষাৎ প্রতীয়মান হতে হবে। আর তাকে মুদালিস্ল হওয়া যাবে না (আল-ফিইয়াতুস সুয়ূত্বী মাআ শারহি আহমাদ শাকির পৃঃ ২৮, ২৯)।

সুয়ূত্বী মুদাল্লিস সম্পর্কে বলেছেন, যদি তিনি সামার তাছরীহ করেন তবে তার বর্ণনা গ্রহণীয় হবে। জমহূর একে ছহীহ বলেছেন (আল-ফিইয়াতুস সুয়ূত্বী পৃঃ ৩১)।

(২৬) ওমর বিন রাসলান আল-বালক্বীনী (মৃঃ ৮০৫ হিঃ) মুক্বাদ্দামা ইবনুছ ছালাহ্‌র ব্যাখ্যায় তাদলীস সম্পর্কে ইমাম শাফেঈর বক্তব্যকে বর্ণনা করেছেন। এবং কোনই বিরোধীতা করেন নি। সুতরাং এটি তার পক্ষ হতে উপরোল্লিখিত উছূলের অনুকূলে রয়েছে (দ্রঃ মাহাসিনুল ইছত্বিলাহ পৃঃ ২৩৫)।

(২৭) ইবরাহীম বিন মূসা বিন আইয়ূব আল-আবনাসীও (মৃঃ ৮০২ হিঃ) ইমাম শাফেঈর উপরোল্লিখিত উছূলকে বর্ণনা করেছেন এবং কোন বিরোধীতা করেন নি। অতএব, এটি তার পক্ষ হতে উপরোল্লিখিত উছূলটির সমর্থন রয়েছে (দ্রঃ আশ-শাযী আল-ফিয়াহ ১/১৭৭)।

(২৮) আইনী বলেছেন, আর মুদাল্লিসের 'আন' যুক্ত রেওয়ায়াত দলীল হয় না। তবে যদি তার সামার স্পষ্টতা অন্য সনদ দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায় (উমদাতুল ক্বারী ৩/১১২; আল-হাদীছ, হাযরো : ৬৬ পৃঃ ২৭)।

এবং বলেছেন, আর তার উপর তাদের ঐকমত রয়েছে যে, মুদাল্লিসের আন দলীল নয়। তবে যদি তার সামার স্পষ্টতা অন্য সনদ দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, ঐ হাদীছটি ঐ ব্যক্তি স্বীয় উস্তাদ হতে শ্রবণ করেছেন (আইনী, শরহে সুনানী আবী দাঊদ হা/৯২, ১/২৫৫)।

(২৯) কিরমানী বলেছেন, আর মুদাল্লিসের আন যুক্ত রেওয়ায়াত দলীল হয় না। তবে যদি সামার স্পষ্টতা অন্য সনদ দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায় (তাহলে দলীল হতে পারে)। (শারহুল কিরমানী বি-ছহীহিল বুখারী হা/২১৪, ৩/৬২)।

(৩০) ক্বাসত্বালানী বলেছেন, আর মুদাল্লিসের 'আন' যুক্ত রেওয়ায়াত দলীলযোগ্য হয় না। তবে এই যে, তার সামার স্পষ্টতা অন্য সনদ দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায় (ইরশাদুস সারী শরহে ছহীহিল বুখারী ১/২৮৬)।

(৩১) আস-সিবত্ব ইবনুল আ'জামী বলেছেন, আর ছহীহ এই যে, এতে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।...আর এমন শব্দ দ্বারা বর্ণনা করে যাতে সম্ভাবনা হয় তবে তার হুকুম মুরসালের হুকুম হবে (আত-তাবঈনু লি-আসমাইল মুদাল্লিসীন পৃঃ ১২)।

অর্থাৎ মুদাল্লিসের 'সামা' বিহীন রেওয়ায়াত মুরসাল (মুনক্বাত্বি)-এর অনুরূপ। স্মর্তব্য যে, জমহূর মুহাদ্দিছদের নিকটে মুরসাল রেওয়ায়াত মুনক্বাত্বি হওয়ার কারণে যঈফ ও প্রত্যাখ্যাত হয়ে থাকে।

(৩২) ইবনুল ক্বাত্ত্বান আল-ফাসী বলেছেন, আর আমাশের মুআনআন বর্ণনাটি ইনক্বিত্বা বর্ণনা করার নিশানা ও উদ্দেশ্য রয়েছে। কেননা তিনি মুদাল্লিস রাবী (বায়ানুল ওয়াহমি ওয়াল ঈবহাম হা/৪৪১, ২/৪২৫)।

প্রতীয়মান হল যে, মুদাল্লিসের 'আন' যুক্ত রেওয়ায়াতকে ইবনুল ক্বাত্ত্বান 'মুনক্বাত্বি' অনুধাবন করতেন।

(৩৩) মুহাম্মাদ বিন ফুযাইল বিন গাযওয়ান (মৃঃ ১৯৫ হিঃ) বলেছেন, মুগীরাহ (বিন মিক্বসাম) তাদলীস করতেন। অতঃপর আমি তার থেকে স্রেফ ঐ রেওয়ায়াতটিই লিখতাম যেগুলি তিনি 'حدثنا ابراهيم' (আমাদেরকে ইবরাহীম হাদীছ বর্ণনা করেছেন)

বলতেন (মুসনাদে আলী ইবনুল জাদ হা/৬৬৩, ১/৪৩০, এর সনদ হাসান, অন্য সংস্করণ হা/৬৪৪)।

প্রতীয়মান হল যে, মুহাম্মাদ বিন ফুযায়েলও মুদাল্লিসের ব্যাখ্যাবিহীন সামাকে অর্থাৎ মুআনআন রেওয়ায়াতকে যঈফ ও প্রত্যাখ্যাত অনুধাবন করতেন।

(৩৪) ইবনে রশীদ আল-ফাহরী (মৃঃ ৭২১ হিঃ) বলেছেন, কিন্তু যিনি তাদলীসের সাথে প্রসিদ্ধ রয়েছেন তো এটা প্রতীয়মান হয়ে য়া্ওয়া এর জন্য যথেষ্ট যে, এই হাদীছের মধ্যে মুলতবী করতে হবে। অথবা বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। অর্থাৎ সামার তাছরীহ প্রমাণিত হতে হবে (আস-সুনানুল আবইয়ান পৃঃ ৬৬)।

(৩৫) ইমাম ইয়াকূব বিন শায়বাহ (মৃঃ ২৬২ হিঃ) বলেছেন, সুতরাং যে ব্যক্তি গায়ের ছিক্বাহ হতে তাদলীস করেন এবং তার থেকে যার হতে তিনি শুনেননি; তো সেই রাবীর তাদলীসের সীমানার মধ্যে অতিক্রম করতে হবে। যার সম্পর্কে আলেমগণ অনুমতি প্রদান দিয়ে দিয়েছেন (আল-কিফায়াহ পৃঃ ৩৬২, এর সনদ ছহীহ)।

প্রতীয়মান হল যে, ইয়াকূব বিন শায়বাহর নিকটে মুদাল্লিসের আন যুক্ত রেওয়ায়াত এবং একইভাবে ‘মুরসালে খফী’ উভয়ই কবুলের অযোগ্য।

(৩৬) সাখাবী ‘ইরাক্বী’র বক্তব্য اثبته بمرة -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আর এর ব্যাখ্যা এই যে, তার একবার তাদলীসের প্রমাণের দ্বারা তার সকল মুআনআন বর্ণনার মধ্যে তার বাহ্যিক অবস্থা বনে গিয়েছে যে তিনি মুদাল্লিস রাবী। যেমনভাবে একবার সাক্ষাতের

প্রমাণের দ্বারা গায়ের ছিক্বাহর বাহ্যিক অবস্থা এই হয় যে, তিনি তার উস্তাদ হতে শ্রবণ করেছেন। এবং এভাবেই যদি কোন ব্যক্তির স্রেফ একটি হাদীছের মধ্য মিথ্যাচার প্রতীয়মান হয়ে যায় তো তার বাহ্যিক অবস্থা এটাই বনে যায় যে, সে মিথ্যুক রাবী। এবং তার সকল হাদীছের উপর আমল সাক্বিত্ব হয়ে যায় এই বৈধতার সাথে যে, তিনি স্বীয় কতিপয় বর্ণনার মধ্যে সত্যবাদী হতে পারেন (ফাৎহুল মুগীছ শরহে আলফিইয়াতুল হাদীছ পৃঃ ১৯৩)।

দুটি গুরুত্বপূর্ণ দলীল বর্ণনা করে সাখাবী ইমাম শাফেঈর সমর্থন করেছেন। এবং ঐ লোকদের মাঝে শামিল হয়েছেন যারা মুদাল্লিসের আন সম্বলিত রেওয়ায়াত মানেন না। চাই তা তিনি সারা জীবনে স্রেফ একবারই তাদলীস করুন না কেন।

(৩৭) আব্দুর রউফ মুনাবী (ছূফী) বলেছেন, পূরর্ববর্তী ইমামগণ যেমন ইমাম মুসলিমের নিকটে মুআছিরের আন যোগে বর্ণনা সামার উপর গণ্য হয়। এবং তিনি এতে ইজমার দাবী করেছেন। আর এর বিপরীতে গায়ের মুআছিরের বর্ণনা মুরসাল অথবা মুনক্বাত্বি হয়ে থাকে। আর একে সামার উপর মাহমূল করার শর্ত মুআছিরের প্রমাণ হয়ে থাকে। তবে মুদাল্লিস রাবী ব্যতিত। তার আনআনাহ সামার উপর মাহমূল হয় না (আল-ইয়াওয়াক্বীতু ওয়াদ দুরার ফী শারহি ইবনে হাজার ১/২১০ ‘আল-মাকতাবাতুশ শামেলা’)।

(৩৮) যাকারিয়া আনছারী (মৃঃ ৯২৬ হিঃ) ইরাক্বীর বক্তব্যকে والشافعي اثبته بمرة-বর্ণনা করেছেন এবং তার কোন বিরোধীতা করেন নি (দেখুন : ফাৎহুল বাক্বী পৃঃ ১৬৯, ১৭০)।

(৩৯) ইমাম ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-ক্বাত্ত্বান বলেছেন, আমি সুফিয়ান (ছাওরী) হতে শ্রেফ ঐ সব কিছু লিখেছি যেগুলিতে তিনি 'আমাকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন' বা 'আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন' বলতেন.. (ইমাম আহমাদ, কিতাবুল ইলাল ওয়া মা'রিফাতুর রিজাল ১/২০৭, নং ১১৩০, এর সনদ ছহীহ; ইমাম শাফেঈ (রহঃ) আওর মাসআলা তাদলীস পৃঃ ১৫)।

(৪০) ইবনুত তুরকুমানী (হানাফী) একটি রেওয়ায়াতের উপর সমালোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন, এতে তিনটি ইল্লাত (যঈফ হওয়ার কারণ) আছে। ১. ছাওরী মুদাল্লিস রাবী এবং তিনি এই রেওয়ায়াত আন দ্বারা বর্ণনা করেছেন.. (আল-জাওহারুন নাক্বী ৮/২৬৩;আল-হাদীছ হাযরো : ৬৭ পৃঃ ১৭)।

উছূলে হাদীছ, হাদীছের ব্যাখ্যাসমূহ, মুহাদ্দিছে কেরাম এবং অন্যান্য ওলামাদের উল্লিখিত স্পষ্ট বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, মুদাল্লিস রাবীর আন যুক্ত রেওয়ায়াত যঈফ ও প্রত্যাখ্যাত হয়।

যেভাবে কতিপয় উছূল এবং ক্বাওয়ায়েদে তাখছীছাত প্রমাণিত হওয়ার পর সাধারণের হুকুম উমূম-এর উপর জারী থাকে। আর খাছ- কে উমূম-হতে বাইরে বের করে নেয়া হয়। তদ্রুপ উছূলেরও কিছু তাখছীছাত প্রমাণিত আছে। যা নিম্নরূপ-

১. ছহীহায়েনের মধ্যে সকল মুদাল্লিসদেও রেওয়ায়াতসমূহ সামা কিংবা গ্রহণযোগ্য মুতাবাআত এবং শাওয়াহেদের উপর গণ্য হয়।

২. মুদাল্লিসের যদি কোন গ্রহণযোগ্য মুতাবাআত কিংবা শক্তিশালী শাহেদ প্রমাণিত হয়ে যায় তবে তাদলীসের অভিযোগ খতম হয়ে যায়।

যেভাবে যঈফ রাবীদের কোন গ্রহণযোগ্য মুতাবাআত কিংবা শক্তিশালী শাহেদ পাওয়া যায় তবে দুর্বলতা শেষ হয়ে যায়।

৩. কতিপয় মুদাল্লিসদের রেওয়ায়াত কতিপয় ছাত্রদের রেওয়াতের মাঝে (যেমনটি দলীল দ্বারা প্রমাণিত) সামার উপর গণ্য হয়। যেমন- শুবার ক্বাতাদা এবং আমাশ ও আবূ ইসহাক্ব আস-সাবীঈ হতে রেওয়ায়াত, শাফেঈর সুফিয়ান বিন উয়ায়না হতে রেওয়ায়াত এবং ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-ক্বাত্তানের সুফিয়ান ছাওরী হতে রেওয়ায়াত সামার উপর গণ্য করা হয়।

৪. কতিপয় মুদাল্লিস রাবী কতিপয় শায়খ হতে তাদলীস করতেন না। যেমন- ইবনে জুরায়েজ 'আত্বা বিন আবী রাবাহ' হতে এবং হুশাইম 'হুছাইন' হতে তাদলীস করতেন না। সুতরাং এই রকম মুআনআন রেওয়ায়াতসমূহও সামার উপর গণ্য হবে।

৫. একইভাবে যদি অন্য কোন রেওয়ায়াত দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায় তবুও কবুলযোগ্য। এগুলি ব্যতীত প্রমাণিত মুদাল্লিস রাবীদের মুআনআন (রেওয়াতসমূহ স্বীয় শর্তসমূহের সাথে) যঈফ হয়।

খাছকে 'আম'-এর উপর অগ্রাধিকার দেয়া ও তাখছীছের কতিপয় উদাহরণ নিম্নরূপ-

১. কতিপয় রাবী ছিক্বাহ হয়ে থাকেন। কিন্তু যখন তিনি স্বীয় কিছু খাছ উস্তাদ সমূহ হতে রেওয়ায়াত বর্ণনা করেন তখন ঐ রেওয়ায়াতগুলি যঈফ হয়। যেমন-সুফিয়ান বিন হুসাইন হলেন ছিক্বাহ কিন্তু ইমাম যুহরী হতে তার রেওয়ায়াত যঈফ হয়।

২. কতিপয় রাবী যঈফ হয়ে থাকেন। কিন্তু যখন তিনি স্বীয় কোন বিশেষ উস্তাদ হতে রেওয়ায়াত করেন তখন এই রেওয়ায়াতটি হাসান হয় (যার পরিষ্কার দলীল মুহাদ্দিছ কেরামদের হতে প্রমাণিত হয়)। যেমন-আব্দুল্লাহ বিন ওমর আল-ওমারী যঈফ। কিন্তু নাফে' হতে তার রেওয়ায়াত হাসান হয়।

৩. কতিপয় রাবীর রেওয়ায়াত তাদের ইখতিলাতের কারণে যঈফ হয়। কিন্তু কিছু ছাত্রদের সম্পর্কে এটা পরিষ্কারভাবে পাওয়া যায় যে, তারা স্বীয় উস্তাদের ইখতিলাতের আগে হাদীছসমূহ শ্রবণ করেছেন। সুতরাং এই রেওয়ায়াতগুলি ছহীহ। যেমন আত্বা বিন ইবনুস সায়েব হতে ইমাম শুবাহ্র রেওয়ায়াত ছহীহ হয়।

৪. মুরসাল রেওয়ায়াত যঈফ হয়। কিন্তু ছাহাবায়ে কেরামের সকল মুরসাল রেওয়াত ছহীহ ও এর উপর আহলে সুন্নাতের ইজমা আছে।

৫. যঈফ রেওয়ায়াত ছহীহ ও হাসান শাওয়াহেদ, মুতাবাআতের সাথে ছহীহ এবং হাসান হয়ে থাকে। যেভাবে উছূলে হাদীছ আর আসমাউর রিজালের মধ্যে উপরোক্ত তাখছীছাত-এর উপর আমল করা হয় এবং খাছ দলীলের মোকাবেলায় আম দলীলকে পেশ করা যায় না; অনুরূপভাবে তাদলীসের মাসআলাতেও প্রমাণিত তাখছীছাতের উপর আমল করা হয়ে থাকে। এবং খাছ-এর মোকাবেলায় আম-দলীল পেশ করা হয় না।

সতর্কীকরণ : এটা কোন দলীল দ্বারা প্রমাণিত নেই যে, আমাশ ও সুফিয়ান ছাওরী এবং অন্যদের মুআনআন রেওয়ায়াতসমূহ ছহীহ। আর আবুয যুবাইর, হাসান বছরী এবং যুহরী ও অন্যদের রেওয়ায়াতসমূহ যঈফ হয়।

এই প্রসঙ্গে হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ)-এর ত্বাবাক্বাতী বিভাজন কয়েকটি কারণে ভুল। যেমন-

১. এই বিভাজন জমহুর মুহাদ্দিছদের উছূলে তাদলীসের খেলাফ।

২. এই বিভাজন স্বয়ং হাফেয় ইবনে হাজারের শরহে নুখবাতিল ফিকারের উছূলের খেলাফ।

৩. এই বিভাজন খোদ হাফেয ইবনে হাজারের আত-তালখীছুল হাবীর গ্রন্থের (৩/১৯) খেলাফ।

৪. আহলেহাদীছ এবং হানাফী বরং ব্রেলভী ও দেওবন্দীদের সবাই এই ত্বাবাক্বাতী বিভাজনের উপর একমত নন।

এই প্রবন্ধে উল্লিখিতিদের নামসমূহ ধারাবাহিকভাবে নিম্নরূপ-

ইবনুত তুরকুমানী, ইবনুল আজমী, ইবনুল মুলাক্কিন, ইবনে হিব্বান, ইবনে খুযায়মাহ, ইবেন আব্দুল বার্র, ইবনুছ ছালাহ, ইবনুল ক্বাত্ত্বান আল-ফাসী, ইবনে জামাআহ, ইবনে হাজার আসক্বালানী, ইবনে রশীদ আল-ফাহরী, ইবনে কাছীর, আবনাসী, আহমাদ বিন হাম্বল, ইসমাঈল বিন ইয়াহইয়া আল-মুযানী, বালক্বীনী, খত্বীব বাগদাদী, যাকারিইয়া আনছারী, সুয়ূত্বী, শরীফ জুরজানী, ত্বীবী, ইরাক্বী, ক্বাসত্বালানী, মুহাম্মাদ বিন ফুযাইল বিন গায্ওয়ান, মুনাদী, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-ক্বাত্তান, আবূ বকর ছায়রাফী, ইসহাক্ব বিন রাহাওয়াইহ, বুখারী, বায়হাক্বী, যাহাবী, সাখাবী, শাফেঈ, শুবাহ, আব্দুর রহমান বিন মাহদী, আইনী,

কিরমানী, মুসলিম, নববী, ইয়াকূব বিন আবী শায়বাহ (৩০/৮/২০১০ইং)।

****

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ও মাসআলায়ে তাদলীস

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক। আর ছলাত ও সালাম বর্ষিত হোক তার বিশ্বস্ত রাসূলের উপর। অতঃপর...

হাদীছ রেওয়ায়াতে তাদলীস অর্থাৎ 'তাদলীস ফিল-ইসনাদ' সম্পর্কে মুহাদ্দিছ কেরামদের প্রসিদ্ধ মাসলাক ও মাযহাব এই যে, যেই রাবী হতে সনদে তাদলীস করা প্রমাণিত হয় তার আন যুক্ত রেওয়ায়াত যঈফ হয়। যেমন শায়খ ইরশাদুল হাক আছারী ছাহেব লিখেছেন, 'মুহাদ্দিছদের এর উপর ঐক্যমত যে, ক্বাতাদা (রহঃ) মুদাল্লিস রাবী। যেমনটি সামনে এর বিস্তারিত আসছে'।

আর এর উপরও ঐকমত আছে যে, 'মুদাল্লিসের আনআনা দুর্বলতার কারণে হয়ে থাকে। সুতরাং এর সনদকে ছহীহ বলা ভুল' (তাওযীহুল কালাম ১/১৩০, অন্য সংস্করণ পৃঃ ১৩৭)।

আছারী ছাহেব আরো বলেছেন, 'আর এটা নির্ধারিত উছূল যে, মুদাল্লিস রাবীর মুআনআন রেওয়ায়াত কবুল হয় না' (তাওযীহুল কালাম ২/৭৬৫, অন্য সংস্করণ পৃঃ ১০৩০)।

মুহতারাম আছারী ছাহেব কতিপয় মুদাল্লিস রাবীর মুআনআন রেওয়ায়াতসমূহের উপর সমালোচনা করেছেন এবং তাদের রেওয়াতসমূহকে গায়ের ছহীহ বলেছেন। যেমন-

১.আবুয যুবায়ের মাক্কী (তাওযীহুল কালাম ২/৫৫৮, অন্য সংস্করণ পৃঃ ৮৮৯)।

২.ক্বাতাদা বিন দিআমাহ (তাওযীহুল কালাম ২/২৮৩, অন্য সংস্করণ পৃঃ ৬৮৮)।

৩. সুলায়মান বিন মিহরান আল-আমাশ (তাওযীহুল কালাম ২/৭৬৫, অন্য সংস্করণ পৃঃ ১০৩০)।

৪.ইবরাহীম বিন ইয়াযীদ নাখাঈ (তাওযীহুল কালাম ২/৭৫৮, ৭৫৯, অন্য সংস্করণ পৃঃ ১০২৬)।

৫.মুহাম্মাদ বিন আজলান (তাওযীহুল কালাম ২/৩৩১, অন্য সংস্করণ পৃঃ ৭২৫)।

তাদের মধ্যে হতে ইবরাহীম নাখাঈ এবং সুলায়মান আল-আমাশ -উভয়ই হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানীর ত্বাবাক্বাতী বিভাজন অনুসারে তৃতীয় স্তরের মধ্যে ছিলেন। দেখুন : আল-ফাৎহুল মুবীন (২/৩৫, ২/৫৫)।

হাফেয ইবনে হাজারের এই ত্বাবাক্বাতী বিভাজন ছহীহ নয়। আর না এর সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা অর্জিত আছে (আরো দেখুন : আল-হাদীছ, হাযরো : ৬৭ পৃঃ ২১-২৩)।

তাদলীস সম্পর্কে বিস্তারিত তাহক্বীক্বের জন্য দেখুন আমার গ্রন্থ : তাহক্বীক্বী, ইছলাহি আওর ইলমী মাক্বলাত (১/২৫১-২৯০, ৩/২১৮-২২৩, ৬১২-৬১৪)।

মুদাল্লিস রাবী অত্যধিক তাদলীস কারী হোন বা অল্প তাদলীস কারী হোন; সারা জীবনে তার শ্রেফ একটি বারও তাদলীসুল ইসনাদ হয় এবং তার তা হতে প্রত্যাবর্তন ও তাখছীছ প্রমাণিত না হয় কিংবা গ্রহণযোগ্য মুহাদ্দিছ কেরাম তাকে মুদাল্লিস বলে থাকেন; কিন্তু ছহীহ বুখারী ও মুসলিম ব্যতীত অন্য গ্রন্থসমূহে এমন মুদাল্লিসের অস্পষ্ট সামা ও মুআনআন রেওয়ায়াত যঈফ

হয়। তবে তার কোন গ্রহণযোগ্য মুতাবাআত, তাখছীছে রেওয়ায়াত কিংবা শাহেদ প্রমাণিত হলে তা যঈফ হবে না। তাখছীছে রেওয়ায়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কতিপয় শায়খ থেকে মুদাল্লিসের মুআনআন রেওয়ায়াতকে ছহীহ হোক কিংবা তার কতিপয় ছাত্রদের রেওয়ায়াত উপর সামার উপর গণ্য করা।

এটাই ঐ উছূল যার উপর আহলেহাদীছ, হানাফী,শাফেঈ, মালেকী, হাম্বলী, দেওবন্দী, ব্রেলভী এবং অন্য প্রতিপক্ষের লোকদের রেওয়ায়াত-এর উপর সমালোচেনা করত এবং এখনোও করছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে কতিপয় নতুন ওলামা যেমন হাতেম শরীফ আল-আওনী ও অন্যরা কতিপয় শায বক্তব্যসমূহ গ্রহণ করে অত্যধিক তাদলীসকারী ও কম তাদলীসকারীর মধ্যকার পার্থক্যটুকুকেও বর্জন করেছেন। যা হতে তারা উছূলে হাদীছের প্রসিদ্ধ মাসআলাকে বিকৃত করার চেষ্টা করেছেন। আমাদের এই প্রবন্ধে ঐ কতিপয় লোকদের খন্ডন পেশ করা হল -

(১) ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আশ-শাফেঈ (রহঃ) (মৃঃ ২০৪ হিঃ) বলেছেন, 'যার সম্পর্কে আমরা অবগত হয়ে গিয়েছি যে, তিনি একবার হলে ও তাদলীস করেছেন; তিনি স্বীয় গোপন বিষয় আমাদের সামনে প্রকাশ করে দিলেন' (আর-রিসালাহ, নং ১০৩৩)।

এর পরে ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেছেন, 'সুতরাং আমরা বলেছি যে, কোন মুদাল্লিস রাবী হতে হাদীছ গ্রহণ করা হয় না যতক্ষণ না সে বলে যে, আমাকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন বা আমি শ্রবণ করেছি' (আর-রিসালাহ ক্রমিক ১০৩৫)।

ইমাম শাফেঈর বর্ণনাকৃত এই উছূল দ্বারা প্রতীয়মান হয়েছে যে, যে রাবী হতে সারা জীবনে একবার তাদলীস করা প্রমাণিত হয়ে যায় তার 'আন' যুক্ত রেওয়ায়াত কবুলযোগ্য হয় না। একজন কট্টরপন্থী হাম্বলী (ইমাম) ইবনে রজব (মৃঃ ৭৯৫ হিঃ) লিখেছেন, আর শাফেঈ-এর ইতিবার করেননি যে, রাবী বার বার তাদলীস করতে হবে। আর না তিনি এর ইতিবার করেছেন যে, তার বর্ণনার উপর তাদলীস প্রাধাণ্য পায়। বরং তিনি রাবী হতে তাদলীসের প্রমাণের ইতিবার করেছেন। যদিও তিনি সারা জীবনে স্রেফ একবার তাদলীস করে থাকেন না কেন (শরহে ইলালুত তিরমিযী ১/৩৫৩)।

ইমাম শাফেঈ এই উছূলে একক নন। বরং জমহুর ওলামা তার সাথে আছেন। সুতরাং যারাকশীর 'আর তার নছটি গরীব। জমহুর তার দ্বারা হুকুম প্রদান করেন নি' (আন-নুকাত পৃঃ ১৮৮) বলা ভুল।

যদি কোন ব্যক্তি এর উপর যেদ রাখেন যে, এই মানহাজ ও উছূলে ইমাম শাফেঈ (রহঃ) একক ছিলেন বা জমহুরের খেলাফ ছিলেন (!)। তাহলে তিনি নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিসমূহের উপর ধ্যাণ লাগিয়ে যেন চিন্তা করুন-

(২) ইমাম আবূ ক্বাদীদ উবায়দুল্লাহ বিন ফাযালাহ (ছিক্বাহ, মামূন) হতে রেওয়ায়াত আছে যে, (ইমাম) ইসহাক্ব বিন রাহাওয়াইহ বলেছেন, আমি আহমাদ বিন হাম্বলের প্রতি লিখে পাঠালাম ও আবেদন করলাম যে, আমার প্রয়োজন মোতাবেক ইমাম শাফেঈর গ্রন্থসমূহের মধ্য হতে (কিছু) পাঠিয়ে দেন। তখন তিনি আমার নিকটে কিতাবুর রিসালা পাঠিয়ে দিলেন (কিতাবুল

জারহি ওয়াত-তাদীল ৭/২০৪, সনদ ছহীহ; ইবনে আসাকির, তারীখে দিমাশক্ব ৪/২৯১, ২৯২; আরো দেখুন : বায়হাক্বী, মানাক্বিবুশ শাফেঈ ১/২৩৪, সনদ ছহীহ)।

এই আছারটি দ্বারা প্রতীমান হল যে, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) কিতাবুর রিসালাহ-এর উপর রাযী (একমত) ছিলেন। আর তাদলীসের এই মাসআলার মাঝে তার পক্ষ হতে ইমাম শাফেঈর উপর খন্ডন প্রমাণিত নেই। সুতরাং তার নিকটেও মুদাল্লিসের 'আন' যুক্ত রেওয়ায়াত যঈফ হয়ে থাকে। চাই সামান্য তাদলীসকারী হোক কিংবা অধিক তাদলীসকারী হোক।

ইমাম আবূ যুরআহ আর-রাযী (রহঃ) বলেছেন, 'আহমাদ বিন হাম্বল শাফেঈর গ্রন্থসমূহের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছিলেন। অর্থাৎ তিনি সেগুলিকে গভীর মনোযোগের সাথে পড়েছিলেন' (কিতাবুল জারহি ওয়াত-তা'দীল ৭/২০৪, এর সনদ ছহীহ)।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল স্বীয় ছাত্র আব্দুল মালেক বিন আব্দুল হামীদ আল-মায়মূনীকে বলেছেন, 'কিতাবুর রিসালার প্রতি দৃকপাত কর। কেননা এটা তার ভাল গ্রন্থসমূহের অন্যতম' (তারীখে দিমাশক্ব, ইবনে আসাকির ৫৪/২৯১,এর সনদ ছহীহ)।

সতর্কীকরণ : এই স্পষ্ট আলোচনার মোকাবেলায় ইমাম আহমাদের বক্তব্য (আমার জানা নেই) সুওয়ালাতে আবী দাঊদে পেশ করা উপকারহীন ও অনগ্রাধিকারপ্রাপ্ত।

মাসায়েলে ইমাম আহমাদ (আবূ দাঊদের বর্ণনায় পৃঃ ৩২২) হতে দলীল গ্রহণ করতে গিয়ে এক ব্যক্তি লিখেছেন, 'কিন্তু এর পরও ইমাম আহমাদ হুশাইম-এর আনআনার উপর মুলতবীও করেছিলেন'।

আরয হল যে, কিন্তু ইমাম হুশাইম (যাকে তাদলীস করতে মজা লাগত)-এর আনআনা ক্ষতিকর ছিল না। তাহলে তার আন যুক্ত রেওয়ায়াতের মধ্যে মুলতবী করার উদ্দেশ্যটা কি? কোন রেওয়ায়াতে মুলতবী করা এর দলীল যে, সেই রেওয়ায়াত দলী হিসাবে উপস্থাপনের যোগ্য নয়। কোন ছহীহ হাদীছ সম্পর্কেও কি ছহীহ বলতে গিয়ে মুলতবী করা যেতে পারে?

ওলামায়ে কেরাম যখন কোন রেওয়ায়াতকে মুদাল্লিসের আনআনার কারণে যঈফ বলেন তখন মূল কারণ এটা হয় যে, রাবী হলেন মুদাল্লিস। আর উল্লিখিত রেওয়ায়াতটিতে সামার প্রমাণিত নেই। যখন সামা প্রমাণিত হয়ে যাবে তখন সাথে সাথে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আর বর্ণনাটিকে কোন মুলতবী ছাড়াই ছহীহ হিসাবে মেনে নিতে হবে।

ফায়েদাহ : ইমাম ইসহাক্ব বিন রাহাওয়াইহ বলেছেন যে, '(ইমাম) আহমাদ বিন হাম্বল কিতাবুর রিসালাহ সম্পর্কে বলেছেন, আব্দুর রহমান বিন মাহদী এই গ্রন্থটি পছন্দ করতেন' (আত-তুয়ূরিইয়াত হা/৬৮১, ২/৬১, সনদ ছহীহ)।

(৩) ইমাম ইসহাক্ব বিন রাহাওয়াইহ রহিমাহুল্লাহর নিকটে ইমাম শাফেঈর কিতাবুর রিসালাহ পৌছেছিল। কিন্তু তিনি তাদলীসের মাসআলায় কোন খন্ডন পেশ করেননি। যেমনটি কোন বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত নেই। সুতরাং প্রতীয়মান হয়েছে যে, তিনি তাদলীসের মাসআলায় ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহর সমর্থনে ছিলেন।

(৪) ইমাম ইসমাঈল বিন ইয়াহইয়া আল-মুযানী (রহঃ) বলেছেন, 'আমি চল্লিশ বছরের অধিক পূর্বে কিতাবুর রিসালাহ (নকল করে) লিপিবদ্ধ করেছি। আর আমি একে পাঠ করি। এতে চিন্তা ও

গভীর গবেষণার সাথে দেখি। আর আমার সামনে পড়া হয়ে থাকে। আবার প্রত্যেক বার পঠন বা পাঠনের দ্বারা আমি এমন কিছু উপকারীতা লাভ করি যা আমি পূর্বে অনুভাবন করিনি (ইবনে আকফানীর বর্ণনা, মুক্বাদ্দামাতুর রিসালাহ পৃঃ ৭৩, ক্রমিক ৫৪, সনদ হাসান; তারীখে দিমাশক্ব ৫৩/২৯২; বায়হাক্বী, মানাক্বিবুশ শাফেঈ ১/২৩৬, মানাক্বিবুল আবারী আল-আছিমীর বরাতে)।

চল্লিশ বছর পঠনে বা পাঠনেও ইমাম মুযানীর কাছে তালীসের উল্লিখিত মাসআলাটি ভুল মনে হয়নি। যেমনটি কোন ছহীহ রেওয়ায়াতের মধ্যে তার থেকে প্রমাণিত নেই। সুতরাং প্রকাশ এটাই থাকে যে, তিনিও একবার তাদলীসকারীর মুআনআন রেওয়ায়াতকে ছহীহ মনে করতেন না।

(৫) ইমাম শাফেঈর গ্রন্থ কিতাবুর রিসালাহতে তাদলীসকারীর উল্লিখিত বক্তব্যকে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ বায়হাক্বী বর্ণনা করে কোনই সমালোচনা করেন নি। বরং চুপ থাকার মাধ্যমে সমর্থন করেছেন (মারিফাতুস সুনান ওয়াল আছার ১/৭৬)।

প্রতীয়মান হল যে, ইমাম বায়হাক্বীরও মাসলাক এটাই।

মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন বাহাদুর আয-যারকাশী (মৃঃ ৭৯৪ হিঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি একবার তাদলীস করে, তার সম্পর্কে বায়হাক্বী এই ফায়ছালা করেছেন যে, তার বর্ণনাটি (মুআনআন) অগ্রহণীয়' (আন-নুকাতু আলা মুক্বাদ্দামাতি ইবনুছ ছালাহ পৃঃ ১৯১)।

(৬) খত্বীব বাগদাদী ইমাম শাফেঈর উল্লিখিত বক্তব্যকে বর্ণনা করেছেন এবং কোনই সমালোচনা করেন নি (দ্রঃ আল-কিফায়াতু ফী ইলমির রিওয়াহ পৃঃ ২৯২)।

বরং তাদলীস সম্পর্কে الغالب علي حديثه لم تقبل رواياته - বক্তব্যটি বর্ণনা করে খত্বীব বলেছেন, 'অন্যরা বলেছেন, মুদাল্লিসের খবর গ্রহণীয় হয় না। তবে তিনি যদি ভুলের সম্ভাবনা ব্যতিত স্পষ্টভাবে সামার বর্ণনার সাথে বর্ণনা করেন (তাহলে গ্রহণযোগ্য হবে)। যদি তিনি এমনটি করেন তবে তার বর্ণনা গ্রহণীয় হয়ে থাকে এবং আমাদের নিকটে এটাই ছহীহ' (আল-কিফায়াহ পৃঃ ৩৬১)।

(৭) কট্টর শাফেঈ হাফেয ইবনুছ ছালাহ আশ-শাহরাযূরী (মৃঃ ৬৪৩ হিঃ) বলেছেন, 'আর বিধান এটাই যে, মুদাল্লিসের বর্ণনা সামার স্পষ্টতা ব্যতীত গ্রহণ করা যাবে না। একে ইমাম শাফেঈ (রাঃ) ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জারী করেছেন যিনি আমাদের জানামতে স্রেফ একবার তাদলীস করেছেন' (মুক্বাদ্দামা ইবনুছ ছালাহ, আত-তাক্বঈদু ওয়াল ঈযাহ সহ পৃঃ ৯৯, অন্য সংস্করণ পৃঃ ১৬১)।

প্রতীয়মান হয়েছে যে, ইমাম শাফেঈর অনুরূপ ইবনুছ ছালাহ্ও একবার তাদলীসকারী মুদাল্লিস রাবীর মুআনআন বর্ণনাকে হাদীছের বিশুদ্ধতার বিরোধী মনে করতেন।

ইবনুছ ছালাহ্র এই বক্তব্য উছূলে হাদীছের পরবর্তী গ্রন্থগুলিতেও বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু (কোন ইমামের দ্বারা) প্রত্যাখ্যাত হয় নি। সুতরাং একে জমহুর মুহাদ্দিছ সার্বজনীনভাবে গ্রহণ করেছেন।

(৮) আল্লামা ইয়াহ্ইয়া বিন শারফ আন-নববী (মৃঃ ৬৭৭ হিঃ) মুদাল্লিস সম্পর্কে বলেছেন, 'অতএব মুদাল্লিস রাবীর এমন শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেন যাতে সম্ভাবনা থাকে, সামার স্পষ্ট ব্যাখ্যা না করে; তবে তা মুরসাল (অর্থাৎ অগ্রহণযোগ্য/যঈফ) হয়ে

থাকে।...আর এই হুকুম তার সম্পর্কে জারী করা হয়েছে যিনি (স্রেফ) একবার তাদলীস করেছেন' (আত-তাক্বরীবুন নববী ফী উছূলিল হাদীছ পৃঃ ৯, প্রকার-১২, সুয়ূত্বীর তাদরীবুর রাবী সহ ১/২২৯-২৩০, অন্য সংস্করণ পৃঃ ১০২)।

প্রতীয়মান হল যে, ইমাম শাফেঈর ন্যায় নববীও মুদাল্লিসের আন যুক্ত রেওয়ায়াতকে যঈফ ও প্রত্যাখ্যাত মনে করতেন। চাই তিনি সারা জীবনে স্রেফ একবারই তাদলীস করে থাকেন না কেন।

(৯) প্রসিদ্ধ ছূফী হাফেয সিরাজুদ্দীন উমর বিন আলী বিন আহমাদ আল-আনছারী ওরফে ইবনুল মুলাক্কিন (মৃঃ ৮০৪ হিঃ) ইবনুছ ছালাহ্‌র বক্তব্য والحكم بأنه لا يقبل من المدلس حتى يبين قد أجراه الشافعي رضي الله عنه فيمن عرفناه دلس مرة বর্ণনা করেছেন এবং কোন খন্ডন করেন নি। সুতরাং এটা তার পক্ষ হতে ইমাম শাফেঈ এবং ইবনুছ ছালাহ-উভয়ের প্রতি সমর্থন স্বরূপ রয়েছে (দ্রঃ আল-মুক্বনি' ফী উলূমিল হাদীছ ১/১৫৮, তাহক্বীক্ব : আব্দুল্লাহ বিন ইউসুফ আল-জাদী')।

(১০) প্রসিদ্ধ ছিক্বাহ মুহাদ্দিছ মুফাসসির হাফেয ইবনে কাছীর আদ-দিমাশক্বী রহিমাহুল্লাহ (মৃঃ ৭৭৪ হিঃ) তাদলীস সম্পর্কে ইমাম শাফেঈর বক্তব্য নকল করেছেন এবং কোনই সমালোচনা করেন নি (দ্রঃ ইখতিছারু উলূমিল হাদীছ ১/১৭৪, ১২ তম প্রকার)।

(১১) হাফেয আবুল ফাযল আব্দুর রহীম ইবনুল হুসাইন আল-ইরাক্বী আল-আছারী রহিমাহুল্লাহ (মৃঃ ৮০৬ হিঃ) বলেছেন, আর শাফেঈ (তাদলীসকে) তার জন্য প্রমাণিত করেছেন যে একবার

(হলেও) তাদলীস করেন (আলফিইয়াতুল ইরাক্বী, শায়খ রফীক্ব আছারীর টীকাসহ পৃঃ ৩২, কবিতা নং ১৬০)।

প্রতীয়মান হল যে, এই মাসআলায় ইরাক্বীও ইমাম শাফেঈর অনুকূলে ছিলেন।

(১২) প্রসিদ্ধ ছূফী সাখাবী (মৃঃ ৯০২ হিঃ) ইরাক্বীর বক্তব্য -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আর এর ব্যাখ্যা এই যে, তার একবার তাদীসের প্রমাণের দ্বারা তার সকল (মুআনআন) বর্ণনাতে তার বাহ্যিক অবস্থা এটাই বনে গিয়েছে (যে তিনি একজন মুদাল্লিস রাবী)। যেমনটি একবার সাক্ষাতের প্রমাণের দ্বারা (গায়ের মুদাল্লিসের) বাহ্যিক অবস্থা এই হয় যে, তিনি তার (স্বীয় উস্তাদ হতে) শ্রবণ করেছেন। আর এভাবেই যদি কোন ব্যক্তির (স্রেফ) একটি হাদীছের মধ্যে মিথ্যাচার প্রতীয়মান হয়ে যায় তবে তার বাহ্যিক অবস্থা এটাই হয়ে যায় (যে তিনি মিথ্যুক রাবী)। আর তার সকল হাদীছের উপর আমল করা বাতিল হয়ে যায় (ফাৎহুল মুগীছ শরহে আল-ফিইয়াতুল হাদীছ ১/১৯৩)।

দুটি গুরুত্বপূর্ণ দলীল বর্ণনা করে সাখাবী ইমাম শাফেঈর সমর্থন করে দিয়েছেন। এবং তাদের মাঝে শামিল হয়েছেন যারা মুদাল্লিসের আন যুক্ত রেওয়ায়াত মানতেন না। চাই তিনি সারা জীবনে স্রেফ একবারই তাদলীস করে থাকুন না কেন।

(১৩) যাকারিইয়া বিন মুহাম্মাদ আল-আনছারীও (মৃঃ ৯২৬ হিঃ) ইরাক্বীর উল্লিখিত বক্তব্যকে বর্ণনা করে তার দলীল বর্ণনা করেছেন এবং কোনই বিরোধীতা করেন নি (দ্রঃ উক্তি নং ৫/১১; ফাৎহুল বাক্বী বি-শারহি আল-ফিইয়াতুল ইরাক্বী, তাহক্বীক্ব : হাফেয ছানাউল্লাহ আয-যাহেদী পৃঃ ১৬৯, ১৭০)।

প্রতীয়মান হল যে, এই মাসআলাতেও তিনি ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহর সাথে একমত ছিলেন।

(১৪) জালালুদ্দীন সুয়ূত্বীও (মৃঃ ৯১১ হিঃ) ইমাম শাফেঈর বক্তব্য বর্ণনা করে কোন বিরোধীতা করেন নি। সুতরাং এটা তার পক্ষ হতে সমর্থন (দেখুন : তাদরীবুর রাবী ১/২৩০)।

বরং সুয়ূত্বী ولو بمرة وضح বলে পরিষ্কারভাবে তাদলীসের ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন। দেখুন : আলফিইয়াতুস সুয়ূত্বী ফী ইলমিল হাদীছ (পৃঃ ৩১, তাহক্বীক্ব : আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির)।

(১৫) হাফেয ইবনে হিব্বান আল-বুসতী (মৃঃ ৩৫৪ হিঃ) বলেছেন, 'তৃতীয় প্রকার : ঐ ছিক্বাহ মুদল্লিস রাবীগণ যারা বর্ণনাসমূহের মধ্যে তাদলীস করতেন। যেমন ক্বাতাদা, ইয়াহইয়া বিন আবী কাছীর, আমাশ, আবূ ইসহাক্ব, ইবনে জুরাইজ, ইবনে ইসহাক্ব, ছাওরী, হুশাইম এবং যারা তাদের অনুরূপ ছিলেন। যাদের সংখ্যা অনেক বেশী। তারা নন্দিত ইমাম এবং দ্বীনের পরহেযগার ছিলেন। তারা সর্বাধিক বর্ণনা লিখেছেন। আর যার হতে শুনতেন তাদের রেওয়ায়াতসমূহ বর্ণনাও করতেন। কতিপয় সময় তারা শায়খ অর্থাৎ উস্তাদ হতে শোনার পর যঈফ রাবীদের হতে শ্রুত রেওয়ায়াত সেই শায়খ হতে তাদলীসস্বরপ বর্ণনা করতেন। তার মুআনআন বর্ণনাসমূহ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা জায়েয নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত মুদাল্লিস-যদিও ছিক্বাহ হয়ে থাকেন- হাদ্দাছানী অথবা সামিতু না বলেন (অর্থাৎ সামার স্পষ্ট বর্ণনা না করেন) ততক্ষণ পর্যন্ত তার বর্ণনা দ্বারা দলীল গ্রহণ করা জায়েয নেই। আর এটা আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আশ-

শাফেঈ রহিমাহুল্লাহর মূলনীতি। আর আমাদের উস্তাদগণ এতে তার আনুগত্য করেছেন' (কিতাবুল মাজরূহীন ১/৯২,অন্য সংস্করণ ১/৮৬)।

এই তাৎপর্যপূর্ণ বয়ানে হাফেয ইবনে হিব্বন তাদলীসের মাসআলায় ইমাম শাফেঈকে পূর্ণাঙ্গ সমর্থন দিয়েছেন। বরং 'পূর্ববর্তীদের মানহাজ' -এর নামে কাছীরুদ তাদলীস ও ক্বলীলুদ তাদলীস -এর আজীব এবং গরীব, শায এবং অযোগ্য আমলকে পরিভাষার মাধ্যমে তাদলীসের মাসআলাকে বিকৃতকারীদের আশঙ্কা চুর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছেন।

হাফেয ইবনে হিব্বান অন্য স্থানে বলেছেন, আর কিন্তু ঐ মুদাল্লিস রাবীগণ যারা ছিক্বাহ এবং আদিল; আমরা তাদের বর্ণনাকৃত স্রেফ ঐ বর্ণনাগুলি দ্বারাই দলীল গ্রহণ করব যেগুলিতে তারা সামার তাছরীহ করেছেন। যেমন ছাওরী, আমাশ, আবূ ইসহাক্ব এবং তাদের অনুরূপ অন্যান্য পূর্ববতী ইমামগণ এবং দ্বীনের পরহেযগার ইমামগণ। কেননা যদি আমরা মুদাল্লিসের ঐ বর্ণনাটি গ্রহণ করি যেখানে তিনি সামার তাছরীহ করেন নি-যদিও তিনি ছিক্বাহ রাবী- তাহলে আমাদের উপর এটা আবশ্যিক হয়ে যায় যে, সকল মুনক্বাত্বি এবং মুরসাল বর্ণনাসমূহ গ্রহণ করব। কেননা এটা প্রতীয়মান নয় যে, হতে পারে সেই মুদাল্লিস রাবী সেই বর্ণনার মধ্যে যঈফ রাবী হতে তাদলীস করে থাকবেন হয়ত। যদি তার সম্পর্কে প্রতীয়মান হয়ে যায় তাহলে বর্ণনাটি যঈফ হয়ে থাকে। তা ব্যতীত যা আল্লাহই জানেন। যদি মুদাল্লিস রাবীর সম্পর্কে এটা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি স্রেফ ছিক্বাহ রাবী হতেই তাদলীস করেছেন। আবার যদি বিষয়টি অনুরূপ হয়ে থাকে তবে তার

বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হয়। যদিও তিনি সামার তাছরীহ না করেন। আর এই কথাটি (সমগ্র) দুনিয়ায় সুফিয়ান বিন উয়ায়নাহ ব্যতীত আর কারো জন্য প্রমাণিত নেই। কেননা তিনি তাদলীস করতেন। এবং স্রেফ ছিক্বাহ-মুতক্বিন রাবী হতেই তাদলীস করতেন। সুফিয়ান বিন উয়ায়নার এমন কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না যেখানে তিনি তাদলীস করেছেন। কিন্তু সে বর্ণনার মধ্যে তার ন্যায় ছিক্বাহ থেকে সামার তাছরীহ করে দিয়েছেন। এই কারণে তার বর্ণনা মাক্ববূলের হুকুমে রয়েছে- যদিও তিনি সামার তাছরীহ না করেন- এভাবে যেমন ইবনে আব্বাস (রাঃ) যদি নবী (ছাঃ) হতে এমন রেওয়ায়াত বর্ণনা করেন যা তিনি তার থেকে শ্রবণ করেন নি-তার অনুরূপ হুকুম (ছহীহ ইবনে হিব্বান, আল-ইহসান ১/১৬১, অন্য সংস্করণ ১/৯০)।

এই বরাতের মধ্যেও হাফেয ইবনে হিব্বান মুদাল্লিস রাবীর রেওয়ায়াতকে গায়ের মাকবুল বলেছেন। যেথায় 'সামা'র সুস্পষ্টকরণ হয় নি । আর তিনি ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-কে অর্থগতভাবে সমর্থন করেছেন।

হাফেয ইবনে হিব্বান এই বর্ণনা হতে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ সুক্ষ্ম বিষয়গুলি স্পষ্ট হয়-

(১) যে রাবীর মুদাল্লিস হওয়া প্রমাণিত হয় তার সামার ব্যাখ্যার অনুপস্থিতিযুক্ত রেওয়ায়াত কবুলের অযোগ্য হয়।

(২) ইমাম শাফেঈর বর্ণনাকৃত উছূল ছহীহ।

(৩) ইমাম শাফেঈর স্বীয় উছূলে তিনি একক নন। বরং ইবনে হিব্বান এবং তার উস্তাদগণ ইমাম শাফেঈকে সমর্থন করেছেন। যেমন আব্দুর রহমান বিন মাহদী, আহমাদ বিন হাম্বল, ইসহাক্ব

বিন রাহ্ওয়াইহ, মুযানী, বায়হাক্বী, খত্বীব বাগদাদী ইত্যাদির। যেমনটি আমাদের এই প্রবন্ধটি দ্বারা প্রমাণিত।

(৪) বেশী এবং কম তাদলীসের পার্থক্যকারীদের মানহাজ ছহীহ নয়। বরং (এটা) মারজূহ বা অনগ্রাধিকার প্রাপ্ত।

(৫) যদি মুদাল্লিসের আন যুক্ত রেওয়ায়াত কবুল হয় তবে মুনক্বাত্বি এবং মুরসাল রেওয়াত কেন কবুলযোগ্য নয়?

(৬) মুদাল্লিস রাবীগণ যেমন-ইমাম সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) এবং অন্যদেও মুআনআন এবং সামার স্পষ্টতা ব্যতীত রেওয়ায়াত কবুলের অযোগ্য। যদিও কতিপয় পরবর্তী ওলামা তাদের দ্বিতীয় ত্বাবাক্বাতে কিংবা প্রথম স্তরে উল্লেখ করেছেন।

(৭) হাফেয ইবনে হিব্বানের নিকটে ইমাম সুফিয়ান বিন উয়ায়নাহ স্রেফ ছিক্বাহ রাবী হতে তাদলীস করতেন-এই কথাটির আমরা দুটি দলীলের সাথে ইখতেলাফ করছি-

১. কতিপয় সময়ে সুফিয়ান বিন উয়ায়নাহ (রহঃ) গায়ের ছিক্বাহ হতেও তাদলীস করতেন। যেমন দেখুন : তারীখে ইবনে মাঈন (দূরীর বর্ণনা, ক্রমিক ১৪৯); কিতাবুল জারহি ওয়াত-তাদীল (৭/১৯১) এবং আমার গ্রন্থ : তাওযীহুল আহকাম (২/১৪৯)। সুতরাং এটা ক্বায়েদাহ কুল্লিয়াহ নয় বরং ক্বায়েদাহ আগলাবিইয়া।

২. ইমাম সুফিয়ান বিন উয়ায়নাহ (রহঃ) কতিপয় ছিক্বাহ মুদাল্লিস রাবী থেকেও তাদলীস করতেন। দেখুন : আল-কিফায়াহ (পৃঃ ৩৫৯, ৩৬০, সনদ ছহীহ) এবং তাওযীহুল আহকাম (২/১৪৮)।

আমি এটি কোথাও পড়িনি যে, সুফিয়ান বিন উয়ায়নাহ (রহঃ) ছিক্বাহ মুদাল্লিস রাবীদের হতে তাদলীসস্বরূপ স্রেফ ঐ রেওয়ায়াতই বর্ণনা করতেন যেগুলিতে তিনি সুফিয়ানের সামনে

সামার ব্যাখ্যা করতেন। সুতরাং এটা কি অসম্ভব যে, ছিক্বাহ মুদাল্লিস একটি রেওয়ায়াত তাদলীস করতে গিয়ে বর্ণনা করে থাকেন এবং সুফিয়ান বিন উয়ায়নাহ সেই ছিক্বাহ মুদাল্লিস রাবীকে সনদ হতে ফেলে দিয়ে রেওয়ায়াতটি বর্ণনা করে দিয়েছেন। সুতরাং এই কারণেও তার মুআনআন রেওয়ায়াত নির্ভরতার অযোগ্য। আল্লাহই ভাল জানেন।

(১৬) হুসাইন আব্দুল্লাহ আত-ত্বীবী (মৃঃ ৭৪৩ হিঃ) স্বীয় উছূলে হাদীছের পুস্তিকায় ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর উছূলটি লিখেছেন এবং কোনই সমালোচনা করেন নি। সুতরাং এই মাসআলায় তিনি শাফেঈর সাথে একমত ছিলেন। দেখুন : আল-খুলাছাহ ফী উছূলিল হাদীছ (পৃঃ ৭২, তাহক্বীক্ব : ছুবহী সামিরাঈ)।

(১৭) আবূ বকর আছ-ছায়রাফী (মৃঃ ৩৩০ হিঃ) কিতাবুর রিসালার ব্যাখ্যাগ্রন্থ কিতাবুদ দালায়েল ওয়াল আলাম গ্রন্থে বলেছেন, 'প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যিনি গায়ের ছিক্বাহ হতে তাদলীস করেছেন বলে যাহির হয় তার বর্ণনা গ্রহণীয় হয় না। তবে যদি তিনি হাদ্দাছানী অথবা সামিতু বলেন অর্থাৎ সামার তাছরীহ করেন (তাহলে তা গ্রহণযোগ্য)' (যারকাশী, আন-নুকাতু আলা মুক্বাদ্দামাতি ইবনিছ ছালাহ পৃঃ ১৮৪)।

সতর্কীকরণ : যেহেতু কিতাবুদ দালায়েল গ্রন্থটি আমার নিকটে বিদ্যমান নেই আর না আমি তার অস্তিত্ব থাকার কথা বলে জানি; তাই এই বরাতটি বাধ্য হয়ে যারকাশী হতে নেয়া হয়েছে। আর অন্যান্য কতিপয় ওলামা হতেও ছয়রাফী এই বরাতটি বর্ণনা করেছেন। যেমন দেখুন : শরহে আলফিইয়াতুল ইরাক্বী বিত-তাবছিরাহ ওয়াত-তাযকিরাহ (১/১৮৩, ১৮৪)। উপরন্তু এই যে,

গ্রন্থ হতে বর্ণনা করা জায়েয আছে। কিন্তু আসল গ্রন্থেই (যদি) সমালোচনা প্রমাণিত হয়ে যায় তবে জায়েয নেই।

এর দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, একবার তাদলীসকারী যঈফ রাবী সম্পর্কেও ছয়রাফীর এই অবস্থান ছিল যে, তার স্রেফ ঐ রেওয়ায়াতই কবুল হয় যেথায় সামার ব্যাখ্যা আছে। সুতরাং ইমাম শাফেঈর উছূলের সাথে ছয়রাফীও একমত ছিলেন।

(১৮) হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী তাদলীসুল ইসনাদ সম্পর্কে বলেছেন, বিশুদ্ধতম কথা এই যে, যেই রাবী হতে তাদলীস প্রমাণিত হয়ে যায়; যদিও তিনি আদেল হয়ে থাকেন তবুও তার স্রেফ ঐ বর্ণনাটিই গ্রহণীয় হয়ে থাকে যেখানে তিনি সামার তাছরীহ করেন (নুযহাতুন নাযর শরহে নুখবাতিল ফিকার পৃঃ ৬৬; মোল্লা আলী ক্বারীর ব্যাখ্যাসহ পৃঃ ৪১৯)।

এর দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, একবার তাদলীস প্রমাণিত হলেও হাফেয ইবনে হাজার (সেই) মুদল্লিস রাবীর আনআনাহকে বিশুদ্ধতার বিরোধী মনে করতেন।

হাফেয ইবনে হাজারের নিজের নিকটে ত্বাবাক্বায়ে ছানিয়াহর একজন মুদাল্লিস রাবী আমাশ সম্পর্কে বলেছেন, 'কেননা কোন সনদের রাবীদের ছিক্বাহ হওয়া (সেই বর্ণনাটির) ছহীহ হওয়া আবশ্যিক করে না। যেহেতু আমাশ মুদাল্লিস রাবী। আর তিনি আত্বা হতে এই হাদীছে স্বীয় সামার উল্লেখ করেন নি' (আত-তালখীছুল হাবীর হা/ ১১৮১, ৩/১৯; সিলসিলাহ ছহীহাহ হা/১০৪, ১/১৬৫)।

(১৯) মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল-ইয়ামানী (মৃঃ ১১৮২ হিঃ) ও হাফেয ইবনে হাজারের উল্লিখিত বক্তব্যকে (উক্তি ১৮) দৃঢ়ভাবে

এবং কোনরূপ খন্ডন ব্যতীত বর্ণনা করেছেন। দেখুন : ইসবালুল মাত্বার, তাহক্বীক্ব : শায়খ মুহাম্মাদ রফীকুল আছারী পৃঃ ১১৬, ১১৭)।

(২০) শায়খুল ইসলাম সিরাজুদ্দীন ওমর বিন রাসলান আল-বালক্বীনী (মৃঃ ৮০৫ হিঃ) মুক্বাদ্দামা ইবনে ছালাহ-এর ব্যখ্যায় ইমাম শাফেঈর বক্তব্যকে বর্ণনা করেছেন। আর কোন খন্ডন করেন

নি। সুতরাং এটা তার পক্ষ হতে উল্লিখিত উছূলের সমর্থন। দেখুন : মাহাসিনুল ইছত্বিলাহ পৃঃ ২৩৫, তাহক্বীক্ব : আয়েশাহ আব্দুর রহমান বিনতে শাতী)।

(২১) বুরহানুদ্দীন আবূ ইসহাক্ব ইবরাহীম বিন মূসা বিন আইয়ূব আল-আবনাসীও (মৃঃ ৮০২ হিঃ) ইমাম শাফেঈর উল্লিখিত উছূলকে বর্ণনা করেছেন এবং কোন বিরোধীতা করেন নি। সুতরাং এটা তার পক্ষ হতে উল্লিখিত উছূলটির সমর্থন। দেখুন : আশ-শায্যা আল-ফায়াহ পৃঃ ১৭৭)।

এগুলি ব্যতীত আরো অসংখ্য উদ্ধৃতি আছে। যেমন দেখুন : ইবনে হাজার, আন-নুকাতু আলা ইবনিছ ছালাহ (২/৬৩৪) ইত্যাদি।

উছূলে হাদীছের এই ভিত্তিমূলক মাসআলার খেলাফ আরবের দেশগুলিতে হাতেম শারীফ আল-আওনী, নাছের বিন হামদ আল-ফাহদ এবং আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আস-সাদ এবং অন্যরা মানহাজুল মুতাক্বাদ্দিমীন (এবং মুতাআখখিরীন)-এর নাম দ্বারা একটি নতুন উছূল পরিচিত করানোর চেষ্টা আরম্ভ করে দিয়েছেন। আর তা এই যে, মুদাল্লিস রাবীগণ দুপ্রকারের-

১. অত্যধিক তাদলীসকারী। যেমন বাক্বিইয়া ইবনুল ওয়ালীদ, হাজ্জাজ বিন আত্বাত ও আবূ জিনাব আল-কালবী ও অন্যরা।

২. স্বল্প তাদলীসকারী। যেমন ক্বাতাদা, আমাশ হুশাইম, ছাওরী, ইবনে জুরাইজ ও ওয়ালীদ বিন মুসলিম ইত্যাদি। দেখুন : নাছের বিন হামদ আল-ফাহদ, মানহাজুল মুতাক্বাদ্দিমীন ফিত-তাদলীস (পৃঃ ১৫৫, ১৫৬)।

এই লোকদের ধারণা যে, সামান্য তাদলীসকারী রাবীর স্রেফ ঐ রেওয়ায়াতই যঈফ হয় যেথায় তার তাদলীস করা প্রমাণিত। নতুবা ছহীহ ও গৃহণীয়। এই লোকটি নিজের মানহাজের সমর্থনে নিম্নোক্ত দলীল পেশ করেন-

* ইয়াকূব বিন শায়বাহ বলেছেন, আমি আলী ইবনুল মাদীনীকে জিজ্ঞাসা করলাম, যে ব্যক্তি তাদলীস করেন তিনি যদি হাদ্দাছানা না বলেন তাহলে কি হুজ্জাত হয়? তিনি বলেছেন, যদি এর উপর তাদলীস প্রাধাণ্য পায় তাহলে যতক্ষণ তিনি হাদ্দাছানা বলবেন না ততক্ষণ তা দলীল হয় না (আল-কিফায়াহ পৃঃ ৩৬২, সনদ ছহীহ; মানহাজুল মুতাক্বাদ্দিমীন পৃঃ ২৩; মুক্বাদ্দামা : শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আস-সাদ)।

নিবেদন রইল, এই বক্তব্য আটটি কারণে অনগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ও হুজ্জাতের অযোগ্য।-

১. এটা জমহুরের খেলাফ অর্থাৎ শায। যেমনটি আমরা বিশটিরও অধিক ওলামায়ে কেরামের উদ্ধৃতি দ্বারা প্রমাণিত করে দিয়েছি। আর অবশিষ্ট বরাতসমূহ সামনে আসছে-ইনশাআল্লাহ।

স্মর্তব্য যে, এই বক্তব্য অর্থাৎ الغالب عليه المطر-কে জমহুরের অবস্থান বলা ভুল।

২. এই কথার রাবী খত্বীব বাগদাদী রেওয়ায়াত করার পরও তিনি স্বয়ং আমলগতভাবে এই কথার বিরোধীতা করেছেন। দেখুন : অত্র প্রবন্ধ, উক্তি ৬)।

৩. পূর্ববর্তী মুহাদ্দিছগণ যেমন তৃতীয় শতাব্দী হিজরী পর্যন্ত তাদলীসকারী সাধারণ রাবীদের সম্পর্কে মুহাদ্দিছ কেরামদের হতে অধিক তাদলীসকারী ও অল্প তাদলীসকারীর বিষয়টি স্বচ্ছরূপে প্রমাণিত নেই।

৪. এটা 'মাফহূমে মুখালিফ'। আর পরিষ্কার নছের মোকাবেলায় 'মাফহূম মুখালিফ' হুজ্জাত নয়।

৫. এ বক্তব্যটি মানসূখ। আর এর দলীল এই যে, খোদ ইমাম ইবনুল মাদীনী সুফিয়ান ছাওরী সম্পর্কে বলেছেন, লোকেরা সুফিয়ানের হাদীছের মধ্যে ইয়াহইয়া আল-ক্বাত্ত্বানের মুখাপেক্ষী। কেননা তিনি সামার স্পষ্টতা উল্লেখকৃত রেওয়ায়াতসমূহ বর্ণনা করতেন। আলী ইবনুল মাদীনীর ধারণা এই যে, সুফিয়ান তাদলীস করতেন এবং ইয়াহইয়া আল-ক্বাত্ত্বান তার স্রেফ সামার স্পষ্টতা সংবলিত বর্ণনাগুলিই বর্ণনা করতেন (আল-কিফায়াহ পৃঃ ৩৬২, এর সনদ ছহীহ)।

স্মর্তব্য যে, মানহাজুল মুতাক্বাদ্দিমীনগণ ইমাম সুফিয়ান সুফিয়ান ছাওরীকে (রহঃ) কাছীরুত তাদলীস মনে করতেন না। বরং অসংখ্য ওলামা তাকে ক্বলীলুত তাদলীস মনে করতেন। সুতরাং যদি সুফিয়ান ছাওরীর আন যুক্ত ও অস্পষ্ট সামার রেওয়াতসমূহ

(যেগুলিতে স্পষ্টভাবে তাদলীস প্রমাণিত নেই) ছহীহ ও মাকবুল হ'ত; তাহলে লোকেরা তার রেওয়ায়াতসমূহে ইমাম ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-ক্বাত্তানের মুখাপেক্ষী কেন ছিলেন? যখন কম তাদলীসকারী রাবীর মুআনআন রেওয়ায়াতে সামার ব্যাখ্যা যরূরী নয় তখন কেন এখানে লোকদের মুখাপেক্ষী হয়ে ইয়াহইয়া বিন সাঈদের প্রতি প্রত্যাবর্তন করা অনুধাবন যোগ্য নয়।

এখানে ফায়েদাস্বরূপ ইমাম ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-ক্বাত্তান বলেছেন, আমি সুফিয়ানের স্রেফ ঐসকল বিষয়ই লিপিবদ্ধ করেছি যেগুলিতে তিনি হাদ্দাছানী অথবা হাদ্দাছানা বলতেন, দু'টি হাদীছ ব্যতিত (ইমাম আহমাদ, কিতাবুল ইলাল ওয়া মারিফাতুর রিজাল ক্রমিক ১১৩০, ১/২০৭, সনদ ছহীহ, মনে রাখতে হবে যে, ইয়াহইয়া আল-ক্বাত্ত্বান সেই রেওয়ায়াত দু'টিকে বর্ণনা করে দিয়েছিলেন)।

প্রতীয়মান হল যে, ইয়াহইয়া আল-ক্বাত্তান এই নব্য মানহাজুল মুতাক্বাদ্দিমীনের প্রবক্তা ছিলেন না। বরং স্বীয় উস্তাদ সুফিয়ান ছাওরীর আনআনা এবং সামার অস্পষ্টতা বিহীনতাকে বিশুদ্ধতার পরিপন্থী মনে করতেন। নতুবা এত কষ্ট করার দরকার কি ছিল?

৬. ইবনুল মাদীনীর এই উক্তিকে না আহলেহাদীছরা কবুল করেছেন (যেমন শায়খ ইরশাদুল হক্ব আছারী ছাহেব আবুয যুবাইর, ক্বাতাদা, আমাশ, ইবরাহীম নাখাঈ এবং মুহাম্মাদ বিন আজলান প্রমুখের রেওয়ায়াতের উপর তাদলীসের কারণে সমালোচনা করেছেন)। আর না হানাফী, শাফেঈ, দেওবন্দী

ব্রেলভী এবং অন্যান্য লোকেরা একে মেনে চলেন। যেমন সরফরায খান ছফদর দেওবন্দী, আহমাদ রেযা খান ব্রেলভী প্রমুখ কতিপয় মুদাল্লিস বা তাদলীসের প্রতি সম্বন্ধিত রাবীদের রেওয়াতসমূহের উপর তাদলীসের সমালোচনা করেছেন। যেমনটি সামনে আসছে (উপরন্তু দেখুন : আমার গ্রন্থ : ইলমী মাক্বালাত ৩/২২১, ৬১২)।

সাধারণ উছূলে হাদীছের গ্রন্থেও এই উক্তিকে হুজ্জত রূপে বর্ণনা করা হয়নি। বরং এর দ্বারা এই কথার দলীল আছে যে, এই কথাটি ভুল এবং অনগ্রাধিকারপ্রাপ্ত।

৭. কে অত্যধিক তাদলীসকারী ছিলেন আর কে কম তাদলীসকারী ছিলেন-এই মাসআলাকে পূর্ববর্তীদের হতে প্রমাণিত করা এবং সাধারণ মুসলমানদেরকে এর উপর একত্রিত করার চেষ্টা করা ভুল নয়।

৮. ইখতিলাফী মাসায়েলের গ্রন্থসমূহ এবং ইলমী মুনাযারাসমূহে এই উছূলটি গ্রহণীয় নয়। বরং এর বিপরীত প্রমাণিত আছে।

* ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন (রহঃ) মুদাল্লিস রাবী সম্পর্কে বলেছেন, 'তিনি যেই বর্ণনার মধ্যে তাদলীস করেন তা দলীল হয় না' (আল-কিফায়াহ পৃঃ ৩৬২, এর সনদ ছহীহ)।

এই উক্তির উদ্দেশ্য এটাও হতে পারে যে, তিনি যে রেওয়ায়াতকে আন শব্দ যোগে বর্ণনা করেন তা দলীল হয় না। আপাতত এর সমর্থনে চারটি উদ্ধৃতি পেশ করা হল-

১. ইমাম আবূ নুআইম আল-ফাযল ইবনে দুকাইন (মৃঃ ২১৮ হিঃ) সুফিয়ান ছাওরী সম্পর্কে বলেছেন, আর যখন তিনি আমর বিন মুর্রাহ হতে তাদলীস করেন তখন বলতেন, আমর বিন মুর্রাহ

বলেছেন (তারীখে আবী যুরআহ আদ-দিমাশক্বী ক্রমিক ১১৯৩, সনদ ছহীহ; ইলমী মাক্বালাত ১/২৮৭)।

প্রতীয়মান হল যে, আবূ নুআইম সামার অস্পষ্টতা সম্বলিত রেওয়ায়াতকে 'دَلَّسَ' (তিনি তাদলীস করেছেন) বলতেন।

২. ত্বাহাবী হানাফী বলেছেন, এই হাদীছকে যুহরী উরওয়া হতে শ্রবণ করেন নি। তিনি তো এর সাথে তাদলীস করেছেন (শরহে মাআনিল আছার ১/৭২; ইলমী মাক্বালাত ১/২৮৮)।

এখানে 'যুহরী উরওয়া হতে' শব্দ যোগে বর্ণিত রেওয়ায়াতকে دلس به বলা হয়েছে।

৩. ইমামুল মাগাযী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব বিন ইয়াসার একটি হাদীছ ইমাম যুহরী হতে فَذَكَرَ বলে সামার স্পষ্টতা ব্যতিত বর্ণনা করেছেন। তখন ইমাম ইবনে খুযায়মাহ اِنْ صَحَّ الْخَبَرُ এর স্পষ্টতার সাথে রেওয়ায়াতের শুদ্ধতার মধ্যে সন্দেহ করেছেন। এবং বলেছেন, আমি অত্র বর্ণনাটির বিশুদ্ধতার ইসতিছনা এই জন্য করেছি যে, আমি ভয় পাচ্ছি যে, মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব মুহাম্মাদ বিন মুসলিম (আয-যুহরী) হতে এই বর্ণনাটিকে শ্রবণ করেননি। আর তিনি তো এর মধ্যে তাদলীস করেছেন (ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/১৩৭, ১/৭১)।

এই উক্তিতে সামার স্পষ্টতাবিহীন রেওয়ায়াতের উপর তাদলীসের প্রয়োগ করা হয়েছে।

৪. জারীর বিন হাযেম ইবনে আবী নুজাইহ হতে একটি রেওয়ায়াত 'আন'-এর সাথে বর্ণনা করেছেন। তখন বায়হাক্বী

বলেছেন, আর এই সনদটি ছহীহ। কিন্তু তারা মনে করেন যে, জারীর একে মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব হতে গ্রহণ করেছেন। আবার এতে তাদলীস করেছেন। অতএব যদি এতে জারীরের ইবনে আবী নুজাইহ হতে সামা তাহলে হাদীছটি ছহীহ হয়ে যাবে। আল্লাহ ভাল জানেন (বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা ৫/২৩০)।[৪৮২]

উল্লিখিত রেওয়ায়াতে ওয়ালীদ বিন মুসলিমের বিশেষভাবে তাদলীস করা প্রমাণিত নেই। বরং তার আন এর কারণে বূছীরী একে তাদলীস বলেছেন। অথচ তিনি এই রেওয়ায়াতে একক নন। বরং একটি জামাআত তার মুতাবাআত করেছেন। যেমনটি বূছীরীর অবশিষ্ট কথা হতেও যাহির হয়। ইমাম মাকহূলের মুদাল্লিস হওয়া প্রমাণিত নেই। উপরন্তু তিনি অত্যধিক তাদলীসকারী। কিন্তু খাছভাবে এই রেওয়ায়াতে তার তাদলীস করাও প্রমাণিত নেই। সুতরাং বূছীরীর এই রেওয়ায়াতকে

---

৪৮২. অসংখ্য আলেম মুদাল্লিসের আন যুক্ত রেওয়ায়াতকে তাদলীসের কারণে যঈফ বলে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। যেমন সুনানে ইবনে মাজাহ (হা/৪২৫৩)-এর একটি রেওয়ায়াত ‘ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ’ সম্পর্কে বূছীরী বলেছেন, এই সনদটি যঈফ। এতে ওয়ালীদ বিন মুসলিম মুদাল্লিস। আর তিনি আন শব্দ যোগে বর্ণনা করেছেন। আর এভাবেই মাকহূল আদ-দিমাশক্বী (মুদাল্লিস রাবী। এবং তিনি আন শব্দ যোগে বর্ণনা করেছেন (যাওয়ায়েদে সুনানে ইবনে মাজাহ হা/১৪৪৯, পৃঃ ৫৫৩)।

মাকহূলের তাদলীসের কারণে যঈফ বলা এই বিষয়ের দলীল যে, মুদাল্লিসের আন

সম্বলিত রেওয়ায়াতকে আলেমগণ তাদলীস বলতেন। আর এই শর্ত লাগাতেন না যে, যদি কোন বিশেষ রেওয়ায়াতে মুদাল্লিসের স্পষ্টতার সাথে তাদলীস হয় তবে তাকে তাদলীস বলতে হবে। নতুবা নয়।

প্রমাণিত হল যে, عَنْعَنَه -কে دَلَّسَ বলা একেবারেই সঠিক।

মানহাজুল মুতাক্বাদ্দিমীন-এর দলের সদস্যদের এটা বলা যে, মুদাল্লিসের আন সংবলিত প্রত্যেকটি রেওয়ায়াত ছহীহ হয়। তবে কোন বিশেষ রেওয়ায়াতে তাছরীহ প্রমাণিত হয়ে যায় যে, ‘এই রেওয়ায়াতটি তিনি স্বীয় উস্তাদ হতে শ্রবণ করেন নি। তবে স্রেফ এই রেওয়ায়াতটি যঈফ হবে’ -উছূলে হাদীছের আলোকে ভুল। নতুবা মুদাল্লিস ও গায়ের মুদাল্লিসের আন যুক্ত রেওয়ায়াতে পার্থক্য অবশিষ্ট থাকে না।

যদি গায়ের ছিক্বাহ মুদাল্লিস রাবী কোন খাছ রেওয়ায়াতে এটি প্রমাণিত হয় যে তিনি এই রেওয়ায়াতে স্বীয় উস্তাদ হতে শ্রবণ করেন নি। তবে দোষ-ত্রুটির কারণে এই রেওয়ায়াতটি যঈফ।

ফায়েদা : সুনানে ইবনে মাজাহ্‌র উল্লিখিত রেওয়ায়াতে ইমাম মাকহূলের উপর তাদলীসের অভিযোগটি ভুল। আর আব্দুর রহমান বিন ছাবেত বিন ছাওবান জমহুরের নিকটে মুওয়াছছাক্ব হওয়ার কারণে হাসানুল হাদীছ ছিলেন। সুতরাং এই রেওয়ায়াতটি হাসান লি-যাতিহি। আর এর শাওয়াহেদও আছে। আল-হামদুলিল্লাহ।

এই উদ্ধৃতিসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয়েছে যে, دلس-এর শব্দ সামার অস্পষ্টতার মাধ্যমে রেওয়ায়াত করার উপরও বলা যেতে পারে। সুতরাং এটা যরূরী যে, ইমাম ইবনে মাঈনের উল্লিখিত উক্তির ঐটাই মর্ম নেয়া যাবে যা জমহুর মুহাদ্দিছদের তাহক্বীক্বের অনুকূলে আছে।

ইয়াকূব বিন সুফিয়ান আল-ফারিসী (রহঃ)-এর বক্তব্য 'সুফিয়ান, আবূ ইসহাক্ব এবং আমাশের হাদীছ, যখন প্রতীয়মান নয় যে, এতে তাদলীস করা হয়েছে তখন হুজ্জাতের স্থানে ক্বায়েম অর্থাৎ হুজ্জাত হয়ে থাকে'-এরও এটাই উদ্দেশ্য আছে যা ইমাম ইবনে মাঈন (রহঃ) এর উক্তির বর্ণনা করা হয়েছে।

এটা কিভাবে প্রতীয়মান হতে পারে যে, সুফিয়ান ছাওরী, আবূ ইসহাক্ব সাবীঈ ও আমাশ অমুক হাদীছে তাদলীস করেছেন নাকি করেন নি? তবে এর জবাব সহজ যে, যদি তাদের সামার ব্যাখ্যা প্রমাণিত হয় তবে অকাট্য ফায়ছালা হয়ে গেল যে তারা তাদলীস করেন নি। আর যদি স্পষ্টতা প্রমাণিত না হয় তবে এই বিষয়ের শক্তিশালী আশঙ্কা ও ভয় আছে যে, হতে পারে তারা এই রেওয়ায়াতে তাদলীস করেছেন হয়তো। কোন গায়ের ছিক্বাহ হতে উল্লিখিত রেওয়ায়াতটি

শ্রবণ করে তাকে ফেলে দিয়েছেন। যেমনটি সুফিয়ান ছাওরী একটি হাদীছ নিজের নিকটে গায়ের ছিক্বাহ হতে শ্রবণ করেছেন। যা তিনি আছেম হতে বর্ণনা করেছিলেন। অতঃপর একই

রেওয়ায়াতকে সুফিয়ান সামার স্পষ্টতা ব্যতিত আছেম হতে বর্ণনা করে দিয়েছেন। তখন তার ছাত্র আবূ আছেম বলেছিলেন, 'আমি এটা অনুধাবন করছি যে, সুফিয়ান ছাওরী এই রেওয়ায়াতে ... হতে তাদলীস করেছেন' দেখুন : দারাকুৎনী (হা/৩৪২৩, ৩/১০২); ইলমী মাক্বালাত (১/২৫২, ২৫৩)।

* মানহাজুল মুতাক্বাদ্দিমীনদের শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আস-সাদ হাফিযাহুল্লাহ ইমাম শাফেঈর উছূলে তাদলীসকে 'কালামে নাযরী' বলে এই আজব ও অদ্ভূত দাবী করেছেন যে, বরং হতে পারে যে, শাফেঈ এই মূলনীতির উপর স্বয়ং আমল করেন নি। কেননা তিনি স্বীয় গ্রন্থসমূহতে কতিপয় স্থানে ইবনে জুরায়েজের মুআনআন রেওয়ায়াতসমূহ দ্বারা হুজ্জাত গ্রহণ করেছেন। এবং শাফেঈ এটা উল্লেখ করেন নি যে ইবনে জুরায়েজ এই রেওয়ায়াতে স্বীয় উস্তাদ হতে শ্রবণ করেছেন। দেখুন : কিতাবুর রিসালাহ (৪৯৮, ৮৯০, ৯০৩) এবং বারায়ে আবু যুবাইর (আর-রিসালাহ ৪৯৮, ৮৮৯)।

আরয রইল যে, এই বক্তব্য কয়েকটি কারণে বাতিল-

ইমাম শাফেঈর 'এর সনদ ছহীহ' ইত্যাদি বলা ব্যতীত রেওয়ায়াত বর্ণনা করা হুজ্জাত নয়।

(২) এটা যরূরী নয় যে, মুদাল্লিসের সামার স্পষ্টতা স্বয়ং ইমাম শাফেঈ হতে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হোক। বরং অন্য গ্রন্থে এর স্পষ্টতা যথেষ্ট রয়েছে। যেমনটি ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমের মুদাল্লিস রাবীদের বর্ণনাসমূহ সম্পর্কে সম্মানিত আলেমগণের আমল জারী ও অব্যাহত রয়েছে।

(৩) উল্লিখিত রেওয়ায়াতসমূহের বিশদ আলোচনা নিম্নরূপ-

১. আর-রিসালাহ হা/৪৯৮-এতে সামার তাছরীহ কিতাবুল উম্ম (১/৮৪) গ্রন্থে বিদ্যমান। দেখুন : আর-রিসালার টীকা, পৃঃ ১৭৮, ক্রমিক ৯।

২. (আর-রিসালা হা/৪৯০) এতে ইবনে জুরাইজের আত্বা হতে রেওয়ায়াত শক্তিশালী হয়ে থাকে। সুতরাং সামার বর্ণনা এখানে যরূরী নয়। দ্বিতীয় এই যে, এটা সাইয়েদুনা জুবায়ের বিন মুত্বইম (রাঃ) এর বর্ণনাকৃত ছহীহ হাদীছ (আস-সুনানুছ ছুগরা হা/৫৮৬, ১/২৮৪, তালীক্বাতে সালাফিইয়ার ক্রমিক অনুসারে) এর সমর্থনে রয়েছে।

৩. (আর-রিসালা হা/৯০৩) উল্লিখিত রেওয়ায়াতটি মউকূফ। আর এতে ইবনে জুরাইজের ইবনে আবী মুলায়কাহ হতে সামার ব্যাখ্যার ফাকিহানীর 'আখবারু মাক্কাহ' (হা/৪৯৬, ১/২৫৭, সনদ হাসান লি-যাতিহ) বইতে বিদ্যমান।

৪. (আর-রিসালাহ হা/৪৯৮) আবুয যুবায়েরের সামার স্পষ্টকরণ সুনানে নাসাঈ (হা/৫৮৬, ১/২৮৪) তে বিদ্যমান।

৫. (আর-রিসালাহ হা/৮৮৯) এতে আবুয যুবায়েরের সামার স্পষ্টকরণ সুনানে নাসাঈ (হা/৫৮৬) তে বিদ্যমান।

৬. এক ব্যক্তি কিতাবুর রিসালাহ (উক্তি নং ১২২০)-এর উদ্ধৃতিও ইমাম শাফেঈর উছূলের খেলাফ খন্ডনরূপে পেশ করেছেন। অথচ এই উদ্ধৃতিতে 'আখবারাহু' এর সাথে সামার স্পষ্টতা বিদ্যমান। প্রমাণিত হল যে,শায়খ আব্দুল্লাহ আস-সাদ এর ইমাম শাফেঈর উপর অভিযোগ পেশ করা বাতিল।

মানহাজুল মুতাক্বাদ্দিমীন এর নাম দ্বারা কতিপয় নব্য আলেম এই দাবী করেছেন যে, ছিক্বাহ মুদাল্লিস রাবীর গায়ের মুছার্রাহ সামার

প্রত্যেক রেওয়ায়াত ছহীহ ও গ্রহণীয়। কিন্তু এই যে, কোন খাছ রেওয়ায়াতে পরিষ্কাররূপে তাদলীস প্রমাণিত হয় তবে তা যঈফ!!

এই অনগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ও ভুল মানহাজকে খন্ডন করার জন্য আমাদের উলেস্নখকৃত ২১টি বরাত যথেষ্ট। তা সত্ত্বেও আমরা আরো উদ্ধৃতি পেশ করলাম-

(২২) ইমাম বুখারী (রহঃ) 'ক্বাতাদা আবূ নাযরাহ হতে' সনদযুক্ত একটি রেওয়ায়াত সম্পর্কে বলেছেন, ক্বাতাদা সামার কথা আবূ নাযরাহ হতে উল্লেখ করেন নি (জুযউল ক্বিরাআত হা/১০৪)।

প্রতীয়মান হল যে, ইমাম বুখারীর নিকটে মুদাল্লিসের সামার স্পষ্টকরণ না করা হাদীছের বিশুদ্ধতার বিরোধী।

(২৩) 'আমাশ হাবীব বিন আবী ছাবিত হতে, তিনি আত্বা বিন আবী রাবাহ হতে, তিনি (ইবনে) উমর হতে' সনদযুক্ত একটি বর্ণনার উপর সমালোচনা করতে গিয়ে ইমাম ইবনে খুযায়মাহ বলেছেন, দ্বিতীয় বিষয় এই যে, আমাশ মুদালিস রাবী। তিনি হাবীব বিন আবী ছাবেত হতে স্বীয় সামার উল্লেখ করেননি (কিতাবুত তাওহীদ পৃঃ ৩৮; ইলমী মাক্বালাত ৩/২২০)।

(২৪) ইমাম শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ রহিমাহুল্লাহ (মৃঃ ১৬০ হিঃ) বলেছেন, আমি ক্বাতাদার মুখ দেখছিলাম। যখন তিনি বলতেন, আমি শুনেছি বা অমুক ব্যক্তি আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তখন আমি সেটাকে হিফয করতাম। আর যখন তিনি বলতেন, অমুক হাদীছ বর্ণনা করেছেন তখন আমি সেটি বর্জন করি' (তাক্বদিমাতুল জারহি ওয়াত-তা'দীল পৃঃ ১৬৯, সনদ ছহীহ)।

প্রতীয়মান হল যে, ইমাম শু‘বাহও মুদাল্লিসের হাদীছ শ্রবণের প্রমাণবিহীন রেওয়ায়াতকে হুজ্জাত মনে করতেন না (উপরন্তু দেখুন : ইলমী মাক্বালাত ১/২৬১,২৬২)।

(২৫) হাফেয ইবনে আব্দুল বার্র বলেছেন, আর তারা (মুহাদ্দিছগণ) বলেছেন, আমাশের তাদলীসের হল অগ্রহণীয়। কেননা তাকে যখন (মুআনআন রেওয়ায়াত সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করা হত তখন গায়ের ছিক্বাহ রাবীর বরাত দিতেন (আত-তামহীদ ১/৩০; ইলমী মাক্বালাত ১/২৭০)।

ইবনে আব্দুল বার্র এ ব্যতিত আফসোস সম্বলিত একটি গোল-মাল উক্তিও বিদ্যমান আছে (দেখুন : আত-তামহীদ ১৯/২৮৭)।

কিন্তু সেই বক্তব্যটি জমহুরের খেলাফ হওয়ার কারণে অনগ্রাধিকার প্রাপ্ত।

(২৬) মুহাম্মাদ বিন ফুযাইল বিন গাযওয়ান (মৃঃ ১৯৫ হিঃ) বলেছেন, মুগীরাহ (বিন মাক্বসাম) তাদলীস করতেন। অতঃপর আমরা স্রেফ তার ঐ রেওয়ায়াতই লিখতাম যেখানে তিনি হাদ্দাছানা’ বলতেন (মুসনাদু আলী ইবনুল জাদ হা/৬৬৩, ১/৪৩০, সনদ হাসান, অন্য সংস্করণ হা/৬৪৪; ইলমী মাক্বালাত ১/২৮৭)।

প্রতীয়মান হল যে, মুহাম্মাদ বিন ফুযায়েলও মুদালিস্সসের ঐ রেওয়ায়াত যেখানে সামার তাছরীহ না থাকতো; তা তিনি যঈফ ও বর্জিত মনে করতেন।

(২৭) ইবনুল ক্বাত্তান আল ফাসী (মৃঃ ৬৩৮ হিঃ) বলেছেন, আর আমাশের মুআনআন বর্ণনা ইনক্বিত্বা‘ বর্ণনা করার নিশানা ও উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কেননা তিনি মুদাল্লিস রাবী (বায়ানুল ওয়াহমি ওয়াল ঈহাম হা/৪৪১, ২/৪৩৫)।

যদি মুদাল্লিস আন যুক্ত রেওয়ায়াত শর্তহীনভাবে ছহীহ হয় তবে ইনক্বিত্বার উদ্দেশ্য ও নিশানা হওয়ার উদ্দেশ্য কি?

(২৮) ‘যুহরীর আন উরওয়াহ’ একটি রেওয়ায়াত সম্পর্কে ইমাম আবূ হাতেম আর রাযী বলেছেন, যুহরী উরওয়া হতে এই হাদীছটি শ্রবণ করেননি। সুতরাং হতে পারে তিনি এতে তাদলীস করেছেন (ইলালুল হাদীছ হা/৯৮৬, ১/৩২৪)।

(২৯) ইমাম ইয়াহইয়া বিন সাইদ আল ক্বাত্তানও মুদাল্লিসের সামার তাছরীহ না হওয়াকে হাদীছের শুদ্ধতার বিরোধী মনে করতেন। যেমনটা তার আমল দ্বারা প্রমাণিত। দেখুন : অত্র প্রবন্ধ (উক্তি নং ২১); ইবনুল মাদীনী রহিমাহুলাহর উক্তির খন্ডন, নং ৪।

(৩০) ইবনুত তুরকুমানী হানাফী একটি রেওয়ায়াতের উপর জারহ করতে গিয়ে বলেছেন, এতে তিনটি ইলাত (যঈফ হওয়ার কারণ) আছে। ছাওরী হলেন মুদাল্লিস রাবী। আর তিনি এই রেওয়ায়াতটি আন দ্বারা বর্ণনা করেছেন (আল-জাওহারুন নাক্বী ৮/২৬৩, আল-হাদীছ, হাযারো : ৬৭ পৃঃ ১৭)।

প্রতীয়মান হল যে, ইবনুত তুরকুমানী হানাফীর নিকটেও প্রত্যেক রেওয়ায়াতে মুদাল্লিস রাবীর সামার ব্যখ্যার প্রমাণ থাকা যরূরী।

আর সার্বজনীনভাবে সামার তাছরীহ ব্যতীত ত্রুটিযুক্ত অর্থাৎ যঈফ হয়। এগুলি ব্যতীত আরো অসংখ্য বরাত আছে। যেমন- আয়নী হানাফী বলেছেন, আর সুফিয়ান (ছাওরী) মুদাল্লিসীনদের মধ্য হতে ছিলেন। আর মুদাল্লিসের আন সম্বলিত রেওয়ায়াত হুজ্জাত নয়। তবে যদি সামার তাছরীহ হয় অন্য সনদ প্রমাণিত হয় (উমদাতুল ক্বারী ৩/১১২; আল-হাদীছ : ৬৬ পৃঃ ২৭, সংখ্যা ৬৭ পৃঃ ১৬)।

এক্ষণে বর্তমান সময়ের কতিপয় আহলেহাদীছ আলেমের দশটি উদ্ধৃতি পেশ করা হল-

(৩১) মাওলানা ইরশাদুল হক আছারী ছাহেব হাফেয ইবনে হাজারের নিকটে ত্বাবাক্বায়ে ছালেছাহ ও ত্বাবাক্বায়ে ছানিয়াহর মুদাল্লিসদের মুআনআন এবং সামার ব্যাখ্যার স্পষ্টতা বিহীন রেওয়ায়াতসমূহকে গায়ের ছহীহ এবং যঈফ বলেছেন। যেমনটি এই প্রবন্ধে একেবারেই শুরুতে বরাতসহকাওে বর্ণনা করা হয়েছে।

(৩২) মাওলানা মুহাম্মাদ দাঊদ আরশাদ ছাহেব ইমাম সুফিয়ান ছাওরীকে মুদাল্লিস বলার পর লিখেছেন, যখন এই বিষয়টি বিশ্লেষিত হয়েছে যে, তো এখন শুনুন যে, আলোচ্য হাদীছগুলিতে ইমাম সুফিয়ান ছাওরী তাহদীছের স্পষ্টতা ব্যক্ত করেন নি। বরং মুআনআন বর্ণিত আছে। আর মুদালিস রাবীর রেওয়ায়াত হাদীছ শ্রবণের স্পষ্টকরণ ব্যতীত যঈফ হয় (হাদীছ আওর আহলে তাক্বলীদ ১/৭২৩)।

(৩৩) প্রকৃতপক্ষে বর্তমান যুগের স্বর্ণ শায়খ আব্দুর রহমান বিন ইয়াহইয়া আল-মুআল্লিমী আল-ইয়ামানী আল-মাক্কী (রহঃ) সুফিয়ান ছাওরীর একটি মুআনআন রেওয়াতকে মালূল বলতে গিয়ে প্রথম ইল্লাত এটা বর্ণনা করেছেন যে, সুফিয়ান তাদলীস করতেন। আর কোন সনদে তার সামার স্পষ্টতা নেই (দ্রঃ আত-তানকীল বিমা ফী তানীবিল কাউছারী মিনাল আবাত্বীল ২/২০; আল-হাদীছ হাযরো : ৬৭ পৃঃ১৮)।

(৩৪) মুহতারাম মুবাশ্বির আহমাদ রব্বানী ছাহেব একটি রেওয়ায়াতের উপর অন্য জারাহ নিম্নোক্ত বাক্যে লিখেছেন, আমাশ

হলেন মুদালিস রাবী। আর তিনি যঈফ রাবীদের হতে তাদলীস করতেন। এবং এই বর্ণনার মধ্যে তিনি সামার তাছরীহ করেননি (আহকাম ওয়া মাসায়েলে কিতাব ও সুন্নাত কী রোশনী মেঁ ১/১৭৬, প্রথম প্রকাশ, ২০০৮ইং; আরো দেখুন : আপ কে মাসায়েল আওর উন কা হাল ৩/৫৩, ৩/৫৭, ৫৮)।

প্রতীয়মান হল যে, রাব্বানী ছাহেবের নিকেট মুদাল্লিসের মুআনআন (গায়ের ছহীহাইন) রেওয়ায়াত যঈফ হয়। আর এই প্রসঙ্গে তার সাথে যোগাযোগ্য করেও আরো বেশী তথ্য অর্জন করা যেতে পারে।

(৩৫) মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ) সাইয়েদুনা বেলাল (রাঃ) এর প্রতি সম্বন্ধিত মোযার উপর মাসাহ সম্বলিত একটি রেওয়ায়াতকে যঈফ বলেছেন। এবং তিনি বলেছেন, এর প্রথম সনদটিতে আমাশ রয়েছেন যিনি মুদাল্লিস রাবী। তিনি একে হাকাম বিন উতায়বাহ হতে আন শব্দ যোগে বর্ণনা করেছেন। আর তার থেকে সামার উল্লেখ করেন নি (তুহফাতুল আহওয়াযী ১/১০১, হা/৯৯-এর অধীনে, জাওরাব ও নালাইনের উপর মাসাহ করার অনুচ্ছেদ)।

(৩৬) হাফেয ইবনে হাজারের ত্বাবাক্বতুল মুদাল্লিসীন এর নিকটে ত্বাবাক্বায়ে ছানিয়াহর মুদাল্লিস ইয়াহহিয়া বিন আবী কাছীর সম্পর্কে সঊদী আরবের প্রসিদ্ধ শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায (রহঃ) বলেছেন, ‘আর ইয়াহইয়া বিন আবী কাছীর হলেন মুদাল্লিস রাবী। আর মুদাল্লিস রাবী যদি সামার তাছরীহ না করেন তবে তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না। কিন্তু যা ছহীহাইনে আছে তা দলীল’ (মাজমূ‘ ফাতাওয়া বিন বায ২৬/২৩৬, মাকতাবা

শামেলার বরাতে; আরো দেখুন : হাফেয আব্দুল মান্নান নূরপুরী ছাহেবের গ্রন্থ আহকাম ওয়া মাসায়েল **১/২৪৬, ২৪৭**)।

(৩৭) মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াইয়া গোন্দালবী (রহঃ) মুদাল্লিসের আন সম্বলিত রেওয়ায়াত সম্পর্কে আম উছূল বর্ণনা করেছেন যে, মুদাল্লিসের মুআনআন রেওয়ায়াত গ্রহণীয় নয় (যঈফ আওর মাউযূ‘ রেওয়ায়াত পৃঃ৬৮, কিতাবুল ঈমানের একটু আগে, অন্য সংস্করণ পৃঃ ৬৬)।

গোন্দালবী ছাহেব সুফিয়ান ছাওরীর তাদলীস তথা আনআন-কে রেওয়ায়াতের ইল্লাত (যঈফ হওয়ার কারণ) বলেছেন (দেখুন : ছহীহ সুনানে তিরমিযী, অনুবাদ **১/১৯২**)।

এবং বলেছেন, এই বর্ণনাটির যঈফ হওয়ার কারণ হল সুফিয়ান ছাওরীর তাদলীস। সুফিয়ান মুদাল্লিস রাবী। এবং মুদাল্লিস যখন আন দ্বারা বর্ণনা করেন তখন তা দলীলযোগ্য হয় না। আর উপরোল্লিখিত বর্ণনাটিও আন দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। যার কারণে এই বর্ণনাটিকে ছহীহ আখ্যা দেয়া যেতে পারে না (ছহীহ সুনানে তিরমিযী, অনুবাদ **১/১৯৩**)।

গোন্দাবলী ছাহেব একটি পূর্বোক্ত মত হতে প্রত্যাবর্তন করে লিখেছেন যে, লেখক খাইরুল বারাহীন গ্রন্থে লিখেছিল যে, সুফিয়ানের তাদলীস ক্ষতিকর নয়। কিন্তু তাহক্বীক্বের পর প্রতীয়মান হয়েছে যে, (তা) ক্ষতিকর (যঈফ আওর মাউযূ‘ রেওয়ায়াত পৃঃ ২৫৯)।

(৩৮) মাদরাসা আরাবিইয়া দারুল হাদীছ মুহাম্মাদিইয়ার মালিক আব্দুল আযীয মুনাযিরে মুলতান বলেছেন, ‘ক্বাতাদা যেহেতু মুদালিস রাবী। আর আনআন দ্বারা বর্ণনা করেছেন। এমন হাদীছ

দলীলযোগ্য নয়’ (ফায়ছালা রফউল ইদায়েন তাবরীদুল আয়নাঈন ফী ইছবাতি রফইল ইদায়েন পৃঃ ৩৪, ঈছালুত তাক্বলীদ ওয়া দেগার রাসায়েল পৃঃ ৯০)।

(৩৯) মাওলানা মুহাম্মাদ আবুল ক্বাসেম সায়ফ বিন মুহাম্মাদ সাইদ আল-বানারসী (রহঃ) একটি রেওয়ায়াতের উপর জারহ করতে গিয়ে লিখেছেন, ‘স্বয়ং প্রতীয়মান এবং দলীলযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এর রাবী সুফিয়ান ছাওরী হলেন মুদালিস। আর আন দ্বারা বর্ণনা করেছেন’ (তাযকিরাতুল মুনাযিরীন, মুহাম্মাদ মুক্তাদী আছারী উমারী পৃঃ ৩৩৫)।

(৪০) হাফেয ইবনে হাজারের নিকটে ত্বাবাক্বায়ে ছানিয়াহ মুদাল্লিস যাকারিয়া বিন আবী যায়েদাহ সম্পর্কে মাওলানা খাজা মুহাম্মাদ আবুল ক্বাসেম (রহঃ) লিখেছেন, ‘নিবেদন হল যে, হযরত নুমান বিন বাশীর (রাঃ)-এর সনদে যাকারিইয়া বিন আবী যায়েদাহ নামক মুদাল্লিস রাবী আছেন। যিনি আন দ্বারা বর্ণনা করেছন’ (হাদীছ আওর গায়ের আহলেহাদীছ বা জওয়াবে হাদীছ আওর আহলেহাদীছ পৃঃ ৭২)।

মানহাজুল মুতাক্বাদ্দিমীন ধারীরা না ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এর বর্ণনাকৃত উছূলকে মানেন আর না হাফেয ইবনে হাজারের স্তর বিন্যাসের উপর ইয়াক্বীন রাখেন। সুতরাং আরয হল যে, হাফেয মুহাম্মাদ গোন্দালবী (রহঃ) সাবেক শায়খুল হাদীছ, জামেআ ইসলামিইয়া গুজরানওয়ালা একটি রেওয়ায়াতের উপর জারহ করতে গিয়ে লিখেছেন, ‘এই হাদীছের সনদে ক্বাতাদা রয়েছেন। যিনি তৃতীয় স্তরের মুদাল্লিস রাবী। আর তিনি আন দ্বারা বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ এটা বলেন নি যে, এই হাদীছটি শ্রবণ

করেছেন। আর এমন হাদীছ দলীল হয় না’ (খায়রুল কালাম পৃঃ ১৫৯; আরো দেখুন : তাওযীহুল কালাম ২/২৯৫, অন্য সংস্করণ পৃঃ ৭০০, ভিন্ন শব্দে)।

এ ব্যতীত আরোও অসংখ্য বরাত আছে এবং বর্তমান যুগের হক মাসলাকের প্রতিরক্ষাকারী মুনাযিরগণ যেমন-মুহতরাম আবুল হাসান মুবাশ্বির আহমাদ রব্বানী, মুহতারাম মাওলানা মুহাম্মাদ দাঊদ আরশাদ, মুহতারাম আবুল আসজাদ মুহাম্মাদ ছিদ্দীক্ব রাযা এবং মুহতারাম হাফেয ওমর ছিদ্দীক্ব হাফেযাহুমাহুল্লাহ ও অন্যরা এই মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন যে, ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিম ব্যতীত অন্য গ্রন্থসমূহে মুদাল্লিসের আন সম্বলিত রেওয়ায়াত হুজ্জাত নয়। এবং এটি মুফতা বিহি বক্তব্য ও এর উপর আমল আছে।

এই চল্লিশটা বরাতের পর ব্রেলভী ও দেওবন্দীদের দশটি উদ্ধৃতি পেশ করা হল-

(৪১) আহমাদ রেযা খান ব্রেলভী আব্দুল্লাহ বিন আবী নুজাইহ আল-মাক্কী আল-মুফাসসির (ইবনে হাজারের নিকটে তৃতীয় স্ত রের) -এর একটি রেওয়ায়াত সম্পর্কে লিখেছেন, ‘এর ভিত্তি ইবনে আবী নুজাইহ-এর উপর রয়েছে। তিনি মুদাল্লিস ছিলেন। আর এখানে রেওয়ায়াতটি আনআন। মুদাল্লিসের আনআনা জমহুর মুহাদ্দিছদের মনোনীত ও নির্ভরযোগ্য মাযহাব বর্জিত ও অনির্ভরযোগ্য’ (ফাতাওয়া রিযবিইয়া, তাখরীজ ও অনুবাদসহ ৫/২৪৫)।

শারীক আল-ক্বাযী (ইবনে হাজারের নিকটে দ্বিতীয় স্তরের)-এর উপরও আহমাদ রেযা খান তাদলীস সম্বলিত সমালোচনাকে সন্তুষ্ট চিত্তে বর্ণনা করেছেন (২৪/২৩৯)।

(৪২) ব্রেলভী মুনাযির মুহাম্মাদ আব্বাস রেযবী ব্রেলভী রেযা খানী সুফিয়ান ছাওরীর একটি রেওয়ায়াত সম্পর্কে লিখেছেন, ‘অর্থাৎ সুফিয়ান মুদাল্লিস রাবী। আর এই বর্ণনাটি তিনি আছেম বিন কুলাইব হতে আন শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। আর উছূলে মুহাদ্দিছীনের অধীনে মুদাল্লিসের আনআনা অগ্রহণীয় হয়। যেমনটা সামনে বর্ণনা করা হবে ইনশাআলাহ (মুনাযেরে হী মুনাযেরে পৃঃ ২৪৯)।

আব্বাস রেযবী সুলায়মান আল-আমাশের একটি রেওয়ায়াত সম্পর্কে বলেছেন, ‘এই বর্ণনার মধ্যে আমাশ নামে একজন রাবী আছেন যিনি যদিও অনেক বড় ইমাম কিন্তু মুদাল্লিস রাবী। আর মুদাল্লিস রাবী যখন আন দ্বারা বর্ণনা করেন তখন তার বর্ণনা ঐক্যমতানুসারে প্রত্যাখ্যাত হবে’ (ওয়াল্লাহে আপ যিন্দাহ হ্যাঁয় পৃঃ ৩৫১)।

(৪৩) গোলাম মুছত্বাফা ব্রেলভী সাইদ বিন আবী আরূবাহর (ইবনে হাজারের নিকটে দ্বিতীয় স্তরের) রেওয়ায়াত সম্পর্কে লিখেছেন, কিন্তু এর সনদের মধ্যে তো সাঈদ বিন আবী আরূবাহ নামক রাবী আছেন যিনি ছিক্বাহ। কিন্তু মুদাল্লিস রাবী। আর এই বর্ণনাটিও তিনি ক্বাতাদা হতে আন শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। আর যখন মুদাল্লিস রাবী আন শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেন তখন তা দলীল হয় না (তরকে রফইল ইদায়েন পৃঃ ৪২৫, প্রকাশিত : মাকতাবা নূরিইয়া রিযবিইয়া, ফায়ছালাবাদ)।

(৪৪) মুহাম্মাদ শরীফ কোটলবী ব্রেলভী সুফিয়ান ছাওরীর একটি রেওয়ায়াতের উপর সমালোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন, আর সুফিয়ানের রেওয়ায়াতে তাদলীসের আশঙ্কা আছে (ফিক্বহুল ফাক্বীহ পৃঃ ১৩৪)।

(৪৫) মাহমূদ আহমাদ রেযবী ব্রেলভী বলেছেন, আর এটাও মুসাল্লাম যে, মুদাল্লিস রাবী যখন আন শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেন তখন বর্ণনাটি মুত্তাছিল আখ্যা পাবে না।... সুতরাং এই বর্ণনাটি মুনক্বাত্বি' হয়ে যাবে এবং দলীলযোগ্য থাকবে না (ফুয়ূযুল বারী ফী শারহি ছহীহিল বুখারী, দ্বিতীয় ভাগ পৃঃ ৪০৬; দেখুন : ইলমী মাক্বালাত ৩/৬১৩, ৬১৪)।

(৪৬) হুসাইন আহমাদ মাদানী টান্ডবী দেওবন্দী ইমাম সুফিয়ান ছাওরীর রেওয়ায়াতের উপর সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'এবং সুফিয়ান ছাওরী তাদলীস করেন' (তাক্বরীরে তিরমিযী পৃঃ ৩৯১, কুতুব খানায়ে মাজিদিইয়া, মুলতান)।

(৪৭) সরফরায খান ছফদর দেওবন্দী বলেছেন, মুদাল্লিস রাবী আন শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেন তবে তা দলীল নয়। কিন্তু যদি তিনি তাহদীছ করেন বা কোন ছিক্বাহ মুতাবি থাকে তাহলে দলীল হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, ছহীহাইনের তাদলীস ক্ষতিকর নয়। সেগুলি অন্যান্য সনদ দ্বারা সামার উপর গণ্য (মুক্বাদ্দামা নববী পৃঃ ১৮; ফাতহুল মুগীছ পৃঃ ৭৭; তাদরীবুর রাবী পৃঃ ১৪৪; খাযায়েনুস সুনান ১/১)।

(৪৮) ফাক্বীরুল্লুল্লাহ দেওবন্দী লিখেছেন, হাফেয ইবনে হাজার লিখেছেন, আদেল রাবী হতে যখন একবার তাদলীস প্রমাণিত

হয়ে যায় তখন তার হুকুম এই যে, তার শুধু ঐ বর্ণনা গ্রহণীয় হবে যাতে তাহদীছের তাছরীহ হবে (নুযহাতুল খাওয়াত্বির পৃঃ ৪৫)।

হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ) এর বর্ণনাকৃত এই হুকুমটি সকল উলামায়ে উছূল একমত আছেন। আল্লামা ইরাক্বী (রহঃ), আল্লামা ইবনে আবদুল বার্র (রহঃ) এর মুক্বাদ্দামা তামহীদ হতে এই হুকুম বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, এই হুকুমের মধ্যে উলামায়ে উছূলের কোন ইখতিলাফ আমার জানামতে নেই (খতিমাতুল কালাম পৃঃ ৪৭৬)।

(৪৯) একজন চরমপন্থী দেওবন্দী ইমাদাদুল্লাহ আনওয়ার তাক্বলীদী একটি রেওয়ায়াত সম্পর্কে বলেছেন, এর সনদের মধ্যে আমাশ নামক মুদাল্লিস রাবী আছেন। তিনি আন শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। আর তার সামা হকুমু দ্বারা প্রমাণিত নেই (মুসতানাদ নামাযে হানাফী পৃঃ৩৫)।

(৫০) মুহাম্মাদ ইলিয়াস ফয়ছাল দেওবন্দী লিখেছেন, এর সনদের মধ্যে আমাশ রাবী মুদাল্লিস রয়েছেন। তিনি আন শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। আর তার সামা হুকুম দ্বারা প্রমাণিত নেই (নামাযে পয়গাম্বর ছালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম পৃঃ ৮৫)।

এই বরাতসমূহ হতে এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, জমহুর মুহাদ্দিছ কেরাম এবং উলামায়ে হক এর নিকটে মুদাল্লিস রাবীর 'আন' সম্বলিত বর্ণনা (গায়ের ছহীহাইনের মধ্যে) হুজ্জাত নয়। আর একে 'আপাদমস্তক বাস্তবতার বিরোধী' বলা ভুল। উপরন্তু আহলে হক ব্যতীত অন্য ফেরক্বা হতেও এই উছূল ও মানহাজের প্রমাণ আছে। সুতরাং মানহাজুল মুতাক্বাদ্দিমীনদের কতিপয় শায

উক্তিসমূহকে অতিমাত্রায় তাদলীসকারী ও কমমাত্রায় তাদলীসকারী-এর অংশকে বর্জন করে তাদলীসের মাসআলাকে অস্বীকার করা বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত।

* ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তিই হাদীছের রাবীর সামা অনুসন্ধান করেছেন তিনি তখনই অনুসন্ধান করেছেন যখন রাবী তাদলীসের সাথে প্রসিদ্ধ হয়ে থাকেন। আর এর সাথে মাশহূর হয়ে থাকেন। তো সে সময় তার বর্ণনার মধ্যে তার সামা দেখেন এবং অনুসন্ধান করেন। যেন রাবীদের হতে তাদলীসের দুর্বলতা দুর হয়ে যায় (মুক্বাদ্দামা ছহীহ মুসলিম, দারুস সালাম প্রকাশনী পৃঃ ২২)।

এই ইবারতের ব্যাখ্যায় ইবনে রজব হাম্বলী লিখেছেন, আর এতে সম্ভাবনা রয়েছে যে, এই হাদীছ দ্বারা হাদীছের মধ্যে ব্যাপক তাদলীস উদ্দেশ্য। আর (এও) সম্ভাবনা আছে যে, এর দ্বারা তাদলীসের প্রমাণ উদ্দেশ্য। এটা শাফেঈর উক্তির ন্যায় (শরহে ইলালুত তিরমিযী ১/৩৫৪)।

আরয হল যে, এর দ্বারা উভয়টি উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যদি অত্যধিক তাদলীসকারী হয় তবুও তার মুআনআন রেওয়ায়াত (স্বীয় শর্তের সাথে) যঈফ হয়। আর যদি রাবী হতে (একবারও) তাদলীস প্রমাণিত হয়ে যায় তবুও তার মুআনআন রেওয়ায়াত (স্বীয় শর্তের সাথে) যঈফ হয়।

* কতিপয় লোক আল-কিফায়াহ (পৃঃ ৩৭৪, অন্য সংস্করণ ২/৪০৯, ক্রমিক ১১৯০) দ্বারা মুআনআন রেওয়ায়াত সম্পর্কে ইমাম হুমায়দীর একটি মন্তব্য পেশ করেছেন।

আরয হল যে, এই ইবারতে তাদলীসের শব্দ বা অর্থ বিদ্যমান নেই। বরং আমর বিন দীনার উবাইদ বিন নুমাইর হতে-সনদে এই ইশারা আছে যে, এর দ্বারা গায়ের মুদাল্লিসের মুআনআন রেওয়ায়াতসমূহ উদ্দেশ্য।

* কৌতুক হিসাবে আরয হল যে, আমাদের এলাকায় একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা বর্ণনা করা হয় যে, একজন ব্যক্তি একটি গাছের ডালের বসে কাচী দ্বারা সেটা কাটছিল। যে অংশকে সে কাটছিল সেটা গাছের দিকে ছিল। আর সে স্বয়ং অন্য দিকে বসে ছিল। অতঃপর ফলাফল কি হল?

ধড়াম করে নীচে পড়ে গেল। অতঃপর এমন ঝাঁকি খেল যে দিনেও তারা দেখতে পেল।

একেবারেই এই বিষয়টি ঐ ব্যক্তির যে এক দিকে মানহাজুল মুতাক্বাদ্দিমীনদের নাম দ্বারা তাদলীসকে দুটি ভাগ (বেশী ও কম) বানিয়ে মুদাল্লিসদের মুআনআন রেওয়ায়াতকে ছহীহ মনে করেন। আর অন্য দিকে আমাশ প্রমুখ মুদাল্লিসের মুআনআন রেওয়ায়াত সমূহকে যঈফ অনুধাবন করেন। এই ব্যক্তি নীচে পতিত হবে না তো কি আসমানে উড়বে?!

শেষে আরয হল যে, তাদলীসের মাসআলাতে দুটি বিষয়ের তাহক্বীক্ব অত্যন্ত যরূরী।

১. রাবী কি আসলেই মুদাল্লিস ছিলেন নাকি নয়? যদি মুদাল্লিস রাবী নন তবে তাদলীস হতে মুক্ত। যেমন আবূ ক্বিলাবাহ আল-জুরমী ও বুখারী ইত্যাদি। সুতরাং তাদের মুআনআন বর্ণনা (স্বীয় শর্তের সাথে) গ্রহণীয়।

২. ইরসালে খফী ও ইরসালে জালীর তাহক্বীক্ব করে মাসআলা সুস্পষ্ট করে দিতে হবে।

আফসোস যে, স্বীয় কলমকে পরস্পর বিরোধী বক্তব্যের ময়দানে হাঁকিয়ে বেড়ানো লোকেরা ছহীহ তাহক্বীক্ব-এর পন্থা গ্রহণ করে এর দিকেও নিজেদের মনোযোগ দিতেন! (১২ই আগস্ট ২০১০ইং)

***

ইলিয়াস ঘুম্মান ছাহেবের 'রফউল ইদায়েন না করা'র জবাব

মুহাম্মাদ ইলিয়াস ঘুম্মান ছাহেব দেওবন্দী একটি ইশতেহার প্রকাশ করেছেন 'নামায মেঁ রফউল ইদায়েন না কারনে কে দালায়েল'!

এই ইশতিহারে ঘুম্মান ছাহেব স্বীয় কল্পিত 'দশটি দলীল' পেশ করেছেন। এই কল্পিত দলীলসমূহ এর মধ্যে একটি দলীলও স্বীয় দাবীর উপর ছহীহ নয়। আর না ইমাম আবূ হানীফা হতে এই কল্পিত দলীলসমূহের সাথে দলীল গ্রহণ করা প্রমাণিত আছে।

নিম্নোক্ত প্রবন্ধে এই ঘুম্মানী দলীলসমূহের উল্লেখ করতঃ সেগুলির জবাব পেশ করা হল-

দলীল-১ : নিশ্চিৎরূপে যারা ঈমান এনেছে তারা সফলকাম হয়েছে। যারা ছালাতে খুশূ' রাখে (মুমিনূন ১, ২)।

তাফসীর : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, খুশূ রাখা ব্যক্তি দ্বারা তারা উদ্দেশ্য যারা ছালাতে বিনম্রতা ও অপারগতা প্রকাশ করে। আর তারা ডানে-বামে মনোযোগ দেয় না। আর না তারা ছালাতে রফউল ইদায়েন করে (তাফসীরে ইবনে আব্বাস পৃঃ ২১২)।

জবাব : ঘুম্মান ছাহেব স্বীয় প্রথম 'দলীল' এ সূরা মুমিনূনের প্রথম দু'টি আয়াত লিখেছেন যেগুলিতে (রুকূর আগে ও পরে) রফউল ইদায়েন করার নাম-নিশানা পর্যন্ত নেই। অতঃপর সাইয়েদুনা ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর পক্ষ হতে মিথ্যারূপে 'তাফসীর ইবনে আব্বাস (রাঃ)' -এর বরাত পেশ করা হয়েছে। অথচ এই তাফসীর সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস হতে প্রমাণিত নেই। বরং এর প্রধান রাবী 'মুহাম্মাদ বিন মারওয়ান আস-সুদ্দী আছ-ছগীর' মিথ্যুক। আর অবশিষ্ট সনদেও ধারাবাহিকভাবে মিথ্যুক রাবী রয়েছেন।

দেওবন্দপন্থীদের শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ তাক্বী ওছমানী দেওবন্দী ফৎওয়া দিতে গিয়ে লিখেছেন, রইল হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)-এর বিষয়টি। যদিও তিনি ঐক্যমতানুসারে মুফাসসিরদের ইমাম ছিলেন। কিন্তু প্রথমত : তার কোন তাফসীর গ্রন্থাকারে কোন ছহীহ সনদ দ্বারা প্রমাণিত নেই। আজকাল তানবীরুল মিক্ববাস নামে যে নুসখাটি হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)-এর প্রতি সম্বন্ধ করা হয়েছে তার সনদটি যঈফ। কেননা এই নুসখাটি মুহাম্মাদ বিন মারওয়ান আস-সুদ্দী আছ-ছগীর আল-কালবী আবূ ছালেহ হতে-এর সনদে বর্ণিত। আর এই সনদের ক্রমধারাকে মুহাদ্দিছগণ 'সিলসিলাতুল কাযিব' বলেছেন (ফাতাওয়া ওছমানী ১/২১৫)। আরো বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন : আমার গ্রন্থ তাহক্বীক্বী মাক্বালাত (৪/৪০৮-৪১০, ৫০৩-৫০৪) ও নূরুল আইনাইন (নতুন মুদ্রণ পৃঃ ২৩৮-২৪৬)।

এই মাউযূ ও মনগড়া গ্রন্থের মুকাবেলায় এটা প্রমাণিত যে, সাইয়েদুনা ইবনে আব্বাস (রাঃ) রুকূ'র আগে ও পরে রফউল

ইদায়েন করতেন (দেখুন : বুখারী, জুযউ রফইল ইদায়েন হা/২১; নূরুল আয়নাইন পৃঃ ২৪৬)।

দলীল-২ : হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে এই বিষয়টির সংবাদ দিব না যে, রাসূল (ছাঃ) কিভাবে ছালাত পড়তেন? হযরত আলক্বামা (রাঃ) বলেছেন যে, হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) দাড়িয়ে প্রথমবার রফউল ইদায়েন করলেন। এরপর (পুরো ছালাতে) তিনি রফউল ইদায়েন করেন নি (সুনানে নাসাঈ ১/১৫৮; সুনানে আবী দাঊদ ১/১১৬)।

এই রেওয়াতের সনদ দুটি কারণে যঈফ-

প্রথমত : ইমাম সুফিয়ান বিন সাইদ বিন মাসরূক্ব আছ-ছাওরী (রহঃ) ছিক্বাহ, আবেদ হওয়ার সাথে সাথে মুদাল্লিসও ছিলেন। যেমনটি হুসাইন আহমাদ মাদানী দেওবন্দী বলেছেন, আর সুফিয়ান তাদলীস করতেন (তাক্বরীরে তিরমিযী, উর্দূ পৃঃ ৩৯১, তারতীব : মুহাম্মাদ আব্দুল ক্বাদির ক্বাসেমী দেওবন্দী)।

ইবনুত তুরকুমানী হানাফী একটি রেওয়ায়াত সম্পর্কে লিখেছেন, ছাওরী মুদাল্লিস। আর তিনি আন শব্দে বর্ণনা করতেন (আল-জাওহারুন নাক্বী ৮/৩৬২)।

ইমাম সুফিয়ান ছাওরীকে মাস্টার আমীন উকাড়বীও মুদাল্লিস বলেছেন (দ্রঃ তাজাল্লিয়াতে ছফদর ৫/৪৭০)।

এই রেওয়ায়াতটি আন শব্দযোগে বর্ণিত। আর উছূলে হাদীছের প্রসিদ্ধ মাসআলা আছে যে, মুদাল্লিসের আন সম্বলিত রেওয়ায়াত যঈফ হয়ে থাকে (দ্রঃ নুযহাতুন নাযার শরহে নুখবাতুল ফিকর পৃঃ ৬৬; শরহে মোল্লা আলী ক্বারী সহ পৃঃ৪১৯)।

দ্বিতীয়ত : এই রেওয়ায়াতকে জমহুর মুহাদ্দিছ যঈফ, ভুল ও ভ্রান্তি ইত্যাদি বলেছেন। যাদের মধ্য হতে কতিপয়ের নাম নিম্নরূপ- আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, শাফেঈ, আহমাদ বিন হাম্বল, আবূ হাতেম আর-রাযী, দারাকুত্বনী, ইবনে হিব্বান, আবূ দাঊদ আস-সিজিস্তানী, বুখারী, আব্দুল হক্ব ইশবীলী, হাকেম নিশাপুরী ও বাযযার ইত্যাদি (দ্রঃ নূরুল আয়নাইন পৃঃ ১৩০-১৩৪)।

দলীল-৩ : হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেছেন, মুহাম্মাদ (ছাঃ) যখন ছালাত শুরু করতেন তখন রফউল ইদায়েন করতেন। (এরপর পুরো ছালাতে) সালাম ফেরানো পর্যন্ত তিনি দ্বিতীয়বার আর রফউল ইদায়েন করতেন না (মুসনাদে আবী হানীফা, আবূ নুআইমের বর্ণনা পৃঃ ৩৪৪, সুনানে আবী দাঊদ ১/১১৬)।

জবাব : ইমাম আবূ নুআইম হতে ইমাম আবূ হানীফা পর্যন্ত এই রেওয়ায়াতের সকল রাবী আবুল ক্বাসেম বিন বালাওয়াইহ নিশাপুরী, বাকর বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-হিবাল আর-রাযী, মুহাম্মাদ বিন রওহ বিন আবুল হারশ হিমছী, মুহাম্মাদ বিন রওহ ও রওহ বিন আবুল হারশ সবাই মাজহূল। সুতরাং এই সনদ বর্জিত (মুসনাদে আবী হানীফা, আবূ নুআইম ইছপাহানী পৃঃ ১৫৬; আরশীফ মুলতাক্বা আহলেহাদীছ সংখ্য ৪, ১/৯২৬; তাহক্বীক্বী মাক্বালাত ৩/১২৩)।

সতর্কীকরণ : ঘুম্মান ছাহেব উল্লিখিত রেওয়ায়াতে সুনানে আবী দাঊদেরও (১/১১৬) বরাত দিয়েছেন। অথচ সুনানে আবী দাঊদে ইমাম আবূ হানীফার প্রতি সম্বন্ধিত এই রেওয়ায়াতটি আদৌ বিদ্যমান নেই। বরং সমগ্র সুনানে আবী দাঊদে ইমাম আবূ হানীফার নাম-নিশানা পর্যন্ত নেই।

সুনানে আবী দাঊদে সাইয়েদুনা বারা বিন আযেব (রাঃ) এর প্রতি সম্বন্ধিত অন্য রেওয়ায়াতটি দুটি সনদে বিদ্যমান। যার একটি সনদে ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদ জমহুর মুহাদ্দিছদের নিকটে যঈফ রাবী। আর অন্য সনদে মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবী লায়লা জমহূর মুহাদ্দিছদের নিকটে যঈফ (তাহক্বীক্বী মাক্বালাত ৩/১২৩)।

প্রতীয়মান নয় যে, দেওবন্দীদের 'ভাগ্য'-তে এত যঈফ, বর্জিত ও মাউযূ রেওয়ায়াতসমূহ কেন জুটেছে? কিংবা এত রেওয়ায়াতসমূহ একত্রিত করতে এবং সেগুলি দ্বারা দলীল গ্রহণ করতে এত মাতাল কেন?

ছহীহ হাদীছসমূহকে বর্জন করে যঈফ ও বর্জিত রেওয়ায়াতসমূহর সংকলকারী তাক্বলীদপন্থীগণ কোন বাতিল ধারণায় আহলেহাদীছদের বিরোধীতা করতে চান?

ঘোষণা : যদি ইলিয়াস ঘুম্মান ছাহেব এবং তার সাথীরা সবাই মিলে ইমাম আবূ হানীফার প্রতি সম্বন্ধিত এই রেওয়ায়াতটি এই সনদের সাথে সুনানে আবী দাঊদ হতে উদ্ধৃতি বের করে পেশ করে; তাহলে তার নামে ছহীহায়ন ও সুনানে আরাবাহ হাদিয়াস্বরূপ প্রেরণ করা হবে। সাহস করুন!

দলীল-৪ : হযরত আব্দুলাহ বিন উমর (রাঃ) বলেছেন, আমি রাসূলুলাহ (ছাঃ)-কে দেখেছি যখন তিনি ছালাত শুরু করতেন তখন রফঊল ইদায়েন করতেন। রুকূ যেতে, রুকূ হতে মাথা উঠাতে এবং সিজদার মাঝখানে তিনি রফঊল ইদায়েন করতেন না (মুসনাদে হুমায়দী ২/২৭৭; মুসনাদে আবী আওয়ানাহ ১/৩৩৪)।

জবাব : এই দলীল গ্রহণে ইলিয়াস ঘুম্মান ছাহেব সাতটি ভুল করেছেন-

প্রথমত : যেই কপির বরাত দেয়া হয়েছে তা হাবীবুর রহমান আযামী দেওবন্দীর প্রকাশিত কপি। অথচ সিরিয়া হতে মুসনাদে হুমায়দীর যে কপি প্রকাশিত হয়েছে তাতে এই ইবারত নেই। বরং রুকূ'র আগে এবং পরে রফঊল ইদায়েনের প্রমাণ আছে (দ্রঃ মুসনাদে হুমায়দী হা/৬২৬, ১/৫১৫)।

দ্বিতীয়ত : মুসনাদে হুমায়দীর পুরাতন লিখিত কপিতে তথা পাণ্ডুলিপিতে এই ইবারত নেই। বরং রুকুর আগে ও পরে রফঊল ইদায়েনের প্রমাণ আছে (দ্রঃ নূরুল আয়নাইন পৃঃ ৭০, ৭১)।

তৃতীয়ত : ইমাম সুফিয়ান বিন উয়ায়নাহ (রহঃ) এর এই রেওয়ায়াতটি ছহীহ মুসলিমে রুকূর আগে ও পরে রফঊল ইদায়েনের সাথে প্রমাণের সাথে বিদ্যমান আছে (দেখুন : ছহীহ মুসলিম হা/৩৯০)।

চতুর্থত : এই হাদীছের প্রধান রাবী সুফিয়ান বিন উয়ায়নাহ (রহঃ) হতে রুকূর আগে ও পরে রফঊল ইদায়েন ছহীহ সনদে প্রমাণিত (দ্রঃ সুনানে তিরমিযী হা/২৫৬, তাহক্বীক্ব : আহমাদ শাকের (রহঃ)।

পঞ্চমত : আবূ নুআইমের 'আল-মুসতাখরাজ' গ্রন্থে এই হাদীছটি ইমাম হুমায়দীর সনদ দ্বারা রুকূর আগে ও পরে রফঊল ইদায়েসের সাথে প্রমাণ বিদ্যমান আছে (দ্রঃ ২/১২)।

আরো বিস্তারিত জানতে নূরুল আইনাইন (পৃঃ ৬৪-৬৭) অধ্যয়ন করুন।

ষষ্ঠত : মুসনাদে আবূ আওয়ানার মুদ্রিত কপি থেকে 'و' বাদ গিয়েছিল। এবং ছহীহ মুসলিমে 'و' বিদ্যমান আছে। যার দ্বারা রউল ইদায়েন প্রমাণিত হয় (দেখুন : নূরুল আইনাইন পৃঃ ৬৭-৮১)।

সপ্তমত : মুসনাদে আবী আওয়ানার পাভুলিপিতে و বিদ্যমান। যদ্বারা দেওবন্দীদের দলীল গ্রহণের ভিত্তিই ভেঙ্গে যায়।

মুসানদে হুমায়দী ও মুসনাদে আবী আওয়ানাহ্র বিকৃত কপিগুলি হতে ঘুম্মানের দলীল গ্রহণ করার মুকাবলোয় আরয হল যে, ছহী বুখারী ও অন্য গ্রন্থসমূহ দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, সাইয়েদুনা ইবনে উমর (রাঃ) রুকূ আগে ও পরে রফউল ইদায়েন করতেন। সার্রাজের হাদীছ ও আল-মুখল্লিছিইয়াত এবং অন্যান্য হাদীছের গ্রন্থের মাধ্যমে প্রমাণিত আছে যে, সাইয়েদুনা ইবনে ওমর (রাঃ)-এর জলীলুল কদন ফক্বীহ পুত্র সালেম বিন আব্দুল্লাহ আল-মাদানী আত-তাবেঈ (রহঃ)ও রুকূন আগে এবং পরে রফউল ইদায়েন করতেন। ঘুম্মান ছাহেব এবং তার সকল পার্টি ইমাম সালেম বিন আব্দুল্লাহ বিন উমর (রহঃ) হতে রফউল ইদায়েন বর্জন ছহীহ কিংবা হাসান সনদ সহকারে প্রমাণিত করতে পারবেন?

দলীল-৫ : হযরত জাবের বিন সামুরাহ (রাঃ) বলেছেন যে, একদিন রাসূলুলাহ (ছাঃ) মসজিদে প্রবেশ করতে গিয়ে লোকদেরকে রফউল ইদায়েন করতে দেখলেন। তখন তিনি বললেন, তিনি স্বীয় হাতকে অবাধ্য ঘোড়ার লেজের ন্যায় উঠালেন এবং (বললেন) তোমরা ছালাতে স্থিরতা বজায় রাখো (ছালাতে

রফউল ইদায়ন করবে না) (ছহীহ ইবনে হিব্বান ৩/১৭৮; মুসলিম ১/১৮১)।

জবাব : এই ছহীহ হাদীছে রুকূর আগে ও পরে রফউল ইদায়েন করার উল্লেখ নেই। বরং মাহমূদ হাসান দেওবন্দী 'মাল্টার বন্দী' বলেছেন, অবশিষ্ট ঘোড়ার লেজের বর্ণনাটির জবাব দেয়া ইনছাফের দৃষ্টিতে ঠিক নয়। কেননা তা সালাম ফেরানোর সাথে সম্পর্কিত যে, ছাহাবীরা সালাম ফেরানোর সময় হাত দ্বারা ইশারা করতেন। তিনি (ছাঃ) তাদেরকে নিষেধ করলেন (আল-ওয়ারদুশ শাযী পৃঃ৬৩; তাক্বারীরে পৃঃ ৬৫)।

মুহাম্মাদ তাক্বী ওছমানী দেওবন্দী বলেছেন, কিন্তু ইনছাফের বিষয় এই যে, এই হাদীছ দ্বারা হানাফীদের দলীল গ্রহণ করা সংশয়পূর্ণ ও দুর্বল (দরসে তিরমিযী ২/৩৬)।

প্রমাণিত হল যে, মাহমূদ হাসান ও তাক্বী ওছমানী উভয়ের নিকটে ইলিয়াস ঘুম্মান ছাহেব ন্যায়-পরায়ণ নন।

দলীল-৬ : মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আত্বা (রাঃ) মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ছাহাবায়ে কেরামদের মজলিসে বসে থাকার সময় বললেন, আমরা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ছালাতের উল্লেখ করেছি। তখন হযরত আবূ হুমাইদ আস-সায়িদী (রাঃ) বললেন, আমি তোমাদের চাইতে রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাতের পন্থা সম্পর্কে অধিক স্মরণ রেখেছি। এরপর তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত পড়ার পদ্ধতিকে বর্ণনা করলেন যে, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে দেখেছি যে, তিনি যখন তাকবীরে তাহরীমা দিতেন তখন হাত কাঁধ বরাবর তুললেন ও যখন রুকূ করলেন তখন স্বীয় হাত দ্বারা নিজের হাঁটু শক্ত করে ধলেন। এরপর আবার স্বীয় পিঠকে ঝুকালেন যখন রুকূ হতে

মাথা উঠালেন তখন সিধা দাঁড়িয়ে গেলেন। এমনকি তার প্রতিটি হাড় স্বীয় স্থানে ফিরে গেল। আর যখন সিজদা করলেন তখন তিনি স্বীয় হাতকে হাল-এর উপর রাখলেন। তিনি না এটা বিছিয়ে দিলেন আর একে মিলালেন (ছহীহ বুখারী ১/১১৪; ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ ১/২৯৮)।

জবাব : ছহীহ বুখারীর এই হাদীছে রুকূর আগে ও পরে সংক্রান্ত রফউল ইদায়েন বর্জনের কোন উল্লেখ নেই। এবং মুহাম্মাদ বিন ক্বাসেম নানূতূবী (দেওবন্দ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা) লিখেছেন, উল্লেখ না হওয়া না থাকার দলীল হয় না।...জনাব মৌলবী ছাহেব মাকূলাত হিসাবে তো এতটুকুই জবাব প্রদান করেছেন যে, অবগত না হওয়া বা উল্লেখ না থাকা কোন বস্তুর অস্তিত্ব না থাকার প্রতি নির্দেশ করে না (হাদিয়াতুশ শীআ পৃঃ ১৯৯, ২০০)।

জ্ঞাতব্য : ছহীহ বুখারীর রেওয়ায়াতটির অন্য সনদে সুনানে আবী দাঊদ এবং সুনানে তিরমিযী ও অন্যান্যতে রুকূর আগে ও পরে রফউল ইদায়েনের সাথে প্রমাণিত আছে। আল-হামদুলিল্লাহ।

দলীল-৭ : হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, হুযূর (ছাঃ) বলেছেন, সাত স্থানে হাত উত্তোলন করা যায় (সুনানে ত্বাহাবী ১/৪১৬)।

জবাব : এই রেওয়ায়াতের সনদে থাকা মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবী লায়লা জমহুর মুহাদ্দিছদের নিকটে যঈফ রাবী (দ্রঃ ফায়যুল বারী ৩/১৬৮)।

যঈফ রাবীদের যঈফ ও প্রত্যাখ্যাত রেওয়ায়াতসমূহ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা ইলিয়াস ঘুম্মানের মত লোকদেরই কাজ।

দলীল-৮ : হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বলেছেন, আমি রাসূল (ছাঃ), হযরত আবূ বকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ)-এর সাথে ছালাত পড়েছি। তারা পুরো ছালাতে স্রেফ তাকবীরে তাহরীমার সময় রফউল ইদায়েন করতেন (বায়হাক্বী ২/৭৯)।

জবাব : এই রেওয়ায়াতটি কয়েকটি কারণে যঈফ ও প্রত্যাখ্যাত। যেমন-

১. এর প্রধান রাবী মুহাম্মাদ বিন জাবের জমহুর মুহাদ্দিছদের নিকটে যঈফ ও সমালোচিত। হাফেয হায়ছামী বলেছেন, হাফেয হায়ছামী বলেছেন, তিনি জমহূর মুহাদ্দিছদের নিকটে যঈফ (নূরুল আয়নাইন পৃঃ ১৫৩; মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৫/১৯১)।

২. জমহুর মুহাদ্দিছগণ খাছভাবে এই রেওয়ায়াতের উপর সমালোচনা করেছেন। যেমন আহলে সুন্নাতের প্রসিদ্ধ ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেছেন, এই রেওয়ায়াতটি মুনকার (কিতাবুল ইলাল ১/১৪৪, ক্রমিক ৭০)।

৩. ইলিয়াস ঘুম্মান ছাহেব উল্লিখিত রেওয়ায়াতে ইমাম বায়হাক্বীর বরাতও লিখেছেন। আর এই বরাতে ইমাম বায়হাক্বী মুহাম্মাদ বিন জাবেরে উপর সমালোচনা বর্ণনা করেছেন (আরো বিস্তারিতের জন্য দেখুন : নূরুল আইনাইন পৃঃ ১৫১-১৫৪)।

দলীল-৯ : হযরত আলী মুরতাযা (রাঃ) যখন ছালাত শুরু করতেন তখন রফউল ইদায়েন করতেন। এরপর পুরো ছালাতে রফউল ইদায়েন করনে না (আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা ১/১৭১; মুসাদে যায়দ বিন আলী পৃঃ ১০০)।

জবাব : 'আল-মুদাওয়ানা কুবরা' অগ্রহণযোগ্য ও সনদবিহীনভাবে বর্ণিত গ্রন্থ। আর মুসনাদে যায়েদ আহলে সুন্নাতের গ্রন্থ নয়। বরং

যায়দী শীআদের মন গড়া গ্রন্থ। সুতরাং এই দুটি বরাত ভুল ও প্রত্যাখ্যাত।

সতর্কীকরণ : আবূ বকর নাহশালীর রেওয়ায়াত যা অন্য গ্রন্থসমূহে আছে তা তার ভ্রান্তি ও ভুলের কারণে যঈফ।

দলীল-১০ : প্রসিদ্ধ তাবেঈ হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) ছালাতের শুরুতে ব্যতীত রফউল ইদায়েন করতে দেখিনি (মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/১৩, ১/২৬৮)।

মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্‌র এই রেওয়ায়াতটি ক্বারী আবূ বকর বিন আইয়াশ (রহঃ)-এর ভ্রান্তি ও ভুলের কারণে যঈফ। আর দুটি কারণে প্রত্যাখ্যাত।-

১. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন এবং ইমাম দারাকুৎনী এই রেওয়ায়াতকে ভ্রান্ত এবং বাতিল ইত্যাদি বলেছেন। কোন একজন নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিছ এর তাছহীহ বর্ণনা করেন নি। আর যদি কোন ছোট মুহাদ্দিছ দ্বারা প্রমাণিতও হয়ে যায় তবুও তা জমহুরের মুকাবেলায় প্রত্যাখ্যাত।

২. অসংখ্য ছিক্বাহ রাবী ও ছহীহ ও হাসান লি-যাতিহ সনদসমূহ দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) ছলাতে রুকূর আগে ও পরে রফইল ইদায়েন করতেন। তন্মধ্যে তার কতিপয় ছাত্রদের বরাত নিম্নরূপ-

ইমাম নাফে মাদানী রহিমাহুল্লাহ, ইমাম মুহারিব বিন দিছার কুফী রহিমাহুল্লাহ, ইমাম ত্বাউস বিন কায়সান ইয়ামানী রহিমাহুল্লাহ, ইমাম সালেম বিন আব্দুল্লাহ বিন উমর মাদানী রহিমাহুল্লাহ এবং

ইমাম আবু যুবাইর মাক্কী রহিমাহুল্লাহ (দ্রঃ নূরুল আয়নাইন পৃঃ ১৫৯)।

ছিক্বাহ রাবীদের বিরুদ্ধে ভ্রান্তি এবং ভুল-ত্রুটিযুক্ত রেওয়ায়াত মুনকার ও বর্জিত হয়ে থাকে।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আপনারা দেখেছেন যে, ইলিয়াস ঘুম্মান ছাহেব এবং দেওবন্দপন্থীদের নিকটে রুকূর আগে ও পরে রফউল ইদায়েন বর্জনের একটি ছহীহ কিংবা হাসান লি-যাতিহী বর্ণনা নেই।

রফউল ইদায়েনের উপর খায়রুল কুরূনের অবিরত আমল

সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। আমি রাসূল (ছাঃ)-কে দেখেছি যে, যখন তিনি ছলাতে দাঁড়াতেন তখন তিনি কাঁধ বরাবর রফউল ইদায়েন করতেন, রুকূ করার সময়ও তিনি অনুরূপ করতেন। আর যখন তিনি রুকূ হতে মাথা উঠাতেন তখন অনুরূপভাবে (রফউল ইদায়েন) করতেন (ছহীহ বুখারী হা/৭৩৬, ১/১০২; ছহীহ মুসলিম হা/৩৯০)।

এই হাদীছের রাবী সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ)ও ছালাতের শুরুতে রুকূ আগে এবং পরে এবং দু'রাকআতের পর দাঁড়ানোর সময় রফউল ইদায়েন করতেন। আর বলেছেন যে, নবী (ছাঃ) এমনটা করতেন (ছহীহ বুখারী হা/৭৩৯; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ হা/৫৬০, ৩/২১, তিনি বলেছেন, এই হাদীছটি ছহীহ)।

সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হতে এই হাদীছের রাবী তার জলীলুল কদর পুত্র ইমাম সালেম বিন আব্দুল্লাহ বিন উমর (রহঃ)ও ছালাতের শুরুতে, রুকূর আগে এবং পরে উঠার পর

রফউল ইদায়েন করতেন (হাদীছুস সার্রাজ হা/১১৫, ২/৩৪, ৩৫, সনদ ছহীহ)।

ওমা আলায়না ইল্লাল বালাগ। (২১/১১/২০১১, সারগোধা)।

***

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর আখেরী জীবনের আমল : রফউল ইদায়েন

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক। ছালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তার বিশ্বস্ত রাসূলের উপর। অতঃপর-

রাসূল (ছাঃ) ছালাতে রুকূ'র আগে ও পরে রফউল ইদায়েন করতেন। এই হাদীছটি অসংখ্য ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। আর এই হাদীছটি মুতাওয়াতির। এই সকল ছাহাবায়ে কেরাম হতে পাঁচজন ছাহাবার রেওয়ায়াতসমূহ তাহক্বীক্ব, পর্যালোচনা এবং ফায়েদাহ সহ পেশ করা হল। যারা নবী (ছাঃ)-এর শেষ জীবনে তাদের পিছে ছলাত পড়তেন এবং তার মৃত্যুর সময় তারা মাদীনা ত্বাইয়েবাহতে বিদ্যমান ছিলেন।

(১) সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) :

সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, নবী (ছাঃ) স্বীয় জীবনের শেষ সময়ে আমাদেরকে ইশার ছালাত পড়িয়েছেন। এরপর যখন তিনি সালাম ফেরালেন তখন দাঁড়িয়ে গেলেন (ছহীহ বুখারী ১/৬৬, হা/১১৬, কিতাবুল ইলম, বাব আস-সাফার বিল-ইলম; ছহীহ মুসলিম হা/২৫৩৭, ২/৩১০)।

এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, সাইয়েদুনা ইবনে উমর (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর শেষ জীবনে তার পিছে ছালাত পড়েছিলেন।

সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হতে রেওয়ায়াত আছে যে, রাসূল (ছাঃ)-এর অসুস্থতা যখন বৃদ্ধি পেল তখন তিনি বললেন, 'আবূ বকরকে হুকুম দাও সে লোকদের নিয়ে ছালাত পড়িয়ে দেয়' (ছহীহ বুখারী হা/৬৮২)।

এটিও নবী (ছাঃ) এর শেষ জীবনের সময় এবং উভয়টি শেষ ঘটনা।

সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন তিনি ছালাতের জন্য দাঁড়াতেন তখন কাঁধ বরাবর রফউল ইদায়েন করতেন, রুকূ করার সময়েও একইভাবে রফউল ইদায়েন করতেন। আর যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন তখনও অনুরূপভাবে রফউল ইদায়েন করতেন (ছহীহ বুখারী ১/১০২, হা/৭৩৬; ছহীহ মুসলিম, ১/১৬৮, হা/৩৯০, দারুস সালামের হা/৮৬২, এখানে লেখা আছে যে, যখন ছালাতের জন্য দাঁড়াতেন)।

রাবীর আমল : এখন এই হাদীছের উপর এই হাদীছেই রাবীর আমল পেশ করা হল-

(১) ইমাম সালেম বিন আব্দুল্লাহ বিন উমর (রহঃ) বলেছেন, 'আমার পিতাকে (আব্দুল্লাহ বিন ওমর) দেখেছি তিনি রফউল ইদায়েন করতেন' (হাদীছুস সার্রাজ ২/৩৪,৩৫, হা/১১৫,এর সনদ ছহীহ)।

(২) ইমাম নাফে' (রহঃ) বলেছেন যে, ইবনে উমর (রাঃ) যখন ছলাতে প্রবেশ করতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং রফউল ইদায়েন করতেন। যখন রুকূ করতেন রফউল ইদায়েন করতেন। আর যখন সামিআল্লাহু লি-মান হামিদা বলতেন তখন রফউল

ইদায়েন করতেন (ছহীহ বুখারী হা/৭৩৯, সনদ ছহীহ; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ হা/৬০, ৩/২১, তিনি বলেছেন, এই হাদীছটি ছহীহ)।

(৩) মুহারিব বিন দিছার (রহঃ) বলেছেন, আমি আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ)-কে দেখেছি। তিনি যখন ছালাত শুরু করতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং রফউল ইদায়েন করতেন। যখন রুকূর ইচ্ছা করতেন তখন রফউল ইদায়েন করতেন। আর যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন (তখন রফউল ইদায়েন করতেন) (বুখারী, জুযউ রফইল ইদায়েন হা/৪৮, এর সনদ ছহীহ)।

(৪) আবুয যুবায়ের মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বিন তাদরুস আল-মাক্কী (রহঃ) বলেছেন, আমি ইবনে ওমর এবং ইবনে যুবাইর (রাঃ)-কে দেখেছি, তিনি রুকূ করতে এবং রুকূ হতে উঠার সময় রফউল ইদায়েন করতেন (আছরাম, কিতাবুল ইলাল, আত-তামহীদ এর বরাতে, ৯/২১৭ এর সনদ হাসান)।

স্মর্তব্য যে, সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ) হিজরতে পর মদীনায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আর তিনি নবী কারীম (ছাঃ) এর শেষ জীবনের সাক্ষী ছিলেন।

এই ছহীহ এবং প্রমাণিত রেওয়ায়াতসমূহের মুকাবেলায় কোন একটিও ছহীহ কিংবা হাসান রেওয়ায়াতের সাথে সাইয়েদুনা ইবনে উমর (রাঃ) হতে রফউল ইদায়েনের বর্জন প্রমাণিত নেই। আর এই প্রসঙ্গে হানাফীর পেশকৃত উভয় রেওয়ায়াতটি যঈফ ও বর্জিত। যার বিস্তারিত আলোচনা নিম্নরূপ-

১. ইবনে ফারক্বাদ : قَالَ مُحَمَّدٌ , أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةِ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَرْفَعْهُمَا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ ।
(মুওয়াত্তা ইবনে ফারক্বাদ ১/১৪০-১৪১ হা/১০৮, মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী)।

এই রেওয়ায়াতের সনদ দুটি কারণে প্রত্যাখ্যাত-

প্রথমত : ইবনে ফারক্বাদ জমহুর মুহাদ্দিছদের নিকটে যঈফ ও সমালোচিত (দ্রঃ তাহক্বীক্বী মাক্বালাত ২/৩৪১-৩৬৪)।

দ্বিতীয়ত : মুহাম্মাদ বিন আবান বিন ছালেহ জমহুর মুহাদ্দিছদের নিকটে যঈফ এবং সমালোচিত রাবী (দ্রঃ তাহক্বীক্বী মাক্বালাত ৩/১২৬)।

‘আবূ বকর বিন আইয়াশ হুছাইন হতে, তিনি মুজাজিদ হতে’- (শরহে মাআনিল আছার ১/২২৫; নাছবুর রায়াহ ১/৪০৯)।

এই রেওয়ায়াতটি আবূ বকর বিন আইয়াশ (সত্যবাদী, হাসানুল হাদীছ, জমহূর তাকে ছিক্বাহ বলেছেন)-এর ভুলক্রমে এবং ভ্রান্তির কারণে যঈফ। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বলেছেন, ‘এটি বাতিল’ (মাসায়েলে ইমাম আহমাদ, ইবনে হানীর বর্ণনা ১/৫০)।

ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেছেন, আবূ বকরের হুছাইন হতে রেওয়ায়াত করা তার ভুল হয়েছে। এই রেওয়ায়াতের কোনই ভিত্তি নেই (বুখারী, জুযউ রফউল ইদায়েন হা/১৬; নাছবুর রায়াহ ১/৩৯২)।

ইমাম দারাকুৎনী বলেছেন, 'এটা আবূ বিকর বিন আইয়াশ হুছাইন হতে বলেছেন। আর এটা তার ভুল। অথবা হুছাইন হতে ভুল হয়েছে' (আল-ইলাল ১৩/১৬, প্রশ্ন নং ২৯০)।

ক্বারী আবূ বকর বিন আইয়াশ (রহঃ) যিনি জমহুর মুহাদ্দিছদের নিকটে নির্ভরযোগ্য হওয়ার কারণে সত্যবাদী, হাসানুল হাদীছ। তার সম্পর্কে ইমাম আবূ নুআইম আল-ফাযল ইবনুল দুকাইন আল-কূফী (রহঃ) বলেছেন, 'আমাদের উস্তাদদের মধ্যে হতে আবূ বকর বিন আইয়াশের চাইতে অধিক ভুলকারী আর কেউ ছিল না' (তারীখে বাগদাদ ১৪/৩৭৮, এর সনদ ছহীহ)।

ইমাম তিরমিযী একটি স্থানে বলেছেন, 'আবূ বকর বিন আইয়াশ অত্যধিক ভুলকারী' (সুনানে তিরমিযী হা/২৫৬৭)।

প্রমাণিত হল যে, আবূ বকর বিন আইয়াশের রফউল ইদায়েনে বর্জনের রেওয়ায়াতটি ভুল, ভ্রান্তিপূর্ণ ও যঈফ। আর তার অবিশষ্ট রেওয়ায়াতসমূহ হাসান (সেই বর্ণনাটি ব্যতীত যার উপর খাছভাবে জারহ প্রমাণিত)।

রাবী হতে রাবীর অর্থাৎ তাবেঈর আমল :

সাইয়েদুনা ইবনে উমর (রাঃ)-এর নিম্নোক্ত ছাত্ররাও রুকূ'র আগে এবং পরে রফউল ইদায়েন করতেন-

(ক) সালেম বিন আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) (হাদীছুস সার্রাজ হা/১১৫, ২/৩৪, ৩৫, এর সনদ ছহীহ; বুখারী, জুযউল রফউল ইদায়েন হা/৬২, এর সনদ হাসান)।

(খ) ত্বাঊস বিন কায়সান (রহঃ) (বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা ২/৭৪, এর সনদ ছহীহ; আল-জামে লি-আখলাক্বির রাবী ওয়া আদাবুস সামে হা/১০১, ১/১১৮; মান ইজতাযাআ বিস-সামাইন নাযিলি

মাআ কাউনিল লাযী হাদ্দাছা আনহু মাউজূদান হা/১০৪, ১/১৭৫)।

(২) সাইয়েদুনা আনাস বিন মালেক আনছারী মাদানী (রাঃ) :

সাইয়েদুনা আব্দুলস্নাহ বিন উমর (রাঃ) হতে রেওয়ায়াত আছে যে, নবী (ছাঃ) অসুস্থায় মৃত্যু বরণ করেছিলেন (সে অসুখের দিনে), তিনি আবূ বকর (রাঃ)-কে ছালাত পড়াতে বলেছিলেন। এমনকি সোমবারের দিনে যখন ছালাতের কাতার প্রতিষ্ঠা হয়ে গিয়েছিল তখন নবী (ছাঃ) ঘরের পর্দা সরালেন ও আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন (ছহীহ বুখারী হা/৬৮০, কিতাবুল আযান, বা আহলিল ইলমি ওয়াল ফাযল আহাক্ক বিল-ইমামাহ; ছহীহ মুসলিম হা/৪১৯, দারুস সালামের ক্রমিক অনুসারে হা/৯৪৪)।

তিনি এই দিনেই মারা গেছেন। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, আনাস (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর মৃত্যুর দিনেও মদীনা তাইয়েবায় তার নিকটে ছিলেন।

একটি হাদীছে এসেছে যে, 'সাইয়েদাহ ফাত্বিমা (রাঃ) বলেছেন, হে আনাস! রাসূল (ছাঃ)-এর কবরের উপর মাটি দিতে তোমার অন্তর রাযী ছিল?' (ছহীহ বুখারী হা/৪৪৬২)।

প্রমাণিত হল যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ওফাতের পরেও আনাস (রাঃ) মদীনা তাইয়েবাতে ছিলেন। আর নবী করীম (ছাঃ)-কে পবিত্র ঘরে এবং রওযাতুল জান্নাতের কবরে দাফন কারীদের মাঝে শামিল ছিলেন। অর্থাৎ তিনি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর শেষ জীবনের সাক্ষী।

ইমাম আবূ ইয়ালা আল-মূছিলী (রহঃ) বলেছেন, আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখেছি। তিনি যখন

ছালাত শুরু করতেন তখন রফউল ইদায়েন করতেন। যখন রুকূ করতেন ও যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন তখন রফউল ইদায়েন করতেন (মুসনাদে আবী ইয়ালা হা/১০৩৮, ৬/৪২৪-৪২৫, এর সনদ ছহীহ)।

হুমাইদ আত-ত্বাবীল ছিক্বাহ মুদাল্লিস (রাবী)। কিন্তু সাইয়েদুনা আনাস (রাঃ) হতে তার আন সম্বলিত রেওয়ায়াতেও ছহীহ হয়ে থাকেন। সুতরাং এখানে তাদলীসের অভিযোগ করা ভুল (দ্রঃ তাহক্বীক্বী মাক্বালাত ৫/২১৫-২১৬)।

রাবীর আমল :

১. আছেম আল-আহওয়াল (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আমি দেখেছি যে, আনাস বিন মালেক যখন ছালাত শুরু করতেন তখন তাকবীর দিতেন এবং রফউল ইদায়েন করতেন। তিনি রুকূর সময় ও রুকূ হতে মাথা উঠানোর পর রফউল ইদায়েন করতেন (বুখারী, জুযউ রফইল ইদায়েন হা/২০, এর সনদ ছহীহ)।

২. হুমাইদ আত-ত্বাবীল (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আনাস (রাঃ) যখন ছালাতে প্রবেশ করতেন তখন রফউল ইদায়েন করতেন। আর যখন রুকূ করতেন ও রুকূ হতে মাথা উঠাতেন তখন রফউল ইদায়েন করতেন (মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২৪৩৩, ১/২৩৫, এর সনদ ছহীহ)।

স্মর্তব্য যে, সাইয়েদুনা আনাস (রাঃ) হতে রফউল ইদায়েন বর্জন আদৌ প্রমাণিত নেই।

(৩) সাইয়েদুনা আবূ বকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) :

সাইয়েদুনা আনাস (রাঃ)-এর হাদীছে এসেছে যে, নবী (ছাঃ) যে রোগে অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন; সে সময় আবূ বকর (ছিদ্দীক্ব

রাঃ)-কে ছালাত পড়াতেন। আর যেদিন নবী করীম (ছাঃ) মারা গেলেন সে দিনও আবূ বকর (রাঃ) ছলাত পড়িয়েছিলেন (দ্রঃ ছহীহ বুখারী হা/৬৮০; ছহীহ মুসলিম হা/৪১৯; দারুস সালাম হা/৯৪৪)।

সাইয়েদুনা আবূ বকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) হতে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিছে ছালাত পড়েছি। তিনি ছালাতের শুরুতে রুকূ করার আগে ও রুকূ করার পর রফউল ইদায়েন করতেন (বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা ২/৭৩, তিনি বলেছেন, এর রাবীগণ ছিক্বাহ; যাহাবী, আল-মুহাযযাব ফী ইখতিছারুস সুনান আল-কাবীর হা/১৯৪৩, ২/৪৯, তিনি বলেছেন, এর রাবীগণ ছিক্বাহ; ইবনে হাজার, আত-তালখীছুল হাবীর হা/৩২৮, ১/২১৯, তিনি বলেছেন, এর রাবীগণ ছিক্বাহ। আমি বলেছি, এর সনদটি ছহীহ)।

বিস্তারিতর জন্য দেখুন : আমার গ্রন্থ নূরুল আয়নাইন (পৃঃ ১২০-১২১)।

রাবীর আমল :

সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাঃ) বলেছেন, আমি আবূ বকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ)-এর পিছে ছালাত পড়েছি। তিনি ছালাতের শুরু করতে, রুকূর আগে ও রুকূর পরে রফউল ইদায়েন করতেন (বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা ২/৭৩, এর সনদ ছহীহ)।

স্মর্তব্য যে, সাইয়েদুনা আবূ বকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) থেকে রফউল ইদায়েনে বর্জন নিশ্চিৎরূপে প্রমাণিত নেই। আর এই প্রসঙ্গে মুহাম্মাদ বিন জাবের আল-ইয়ামামীর রেওয়ায়াত তার যঈফ ও সামলোচিত হওয়ার কারণে যঈফ ও প্রত্যাখ্যাত। মুহাম্মাদ বিন

জাবের সম্পর্কে হাফেয হায়ছামী বলেছেন, 'তিনি যঈফ জমহুর মুহাদ্দিছদের নিকটে' (মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৫/১৯১)।

(৪) সাইয়েদুনা আবূ মূসা আল-আশআরী (রাঃ) :

সাইয়েদুনা আবূ মূসা আল-আশআরী (রাঃ) বলেছেন, নবী (ছাঃ) অসুস্থ হয়ে গেলেন। আর তার অসুস্থতা বৃদ্ধি পেল। তখন তিনি বললেন, আবূ বকরকে হুকুম দাও। সে যেন লোকদের ছলাত পড়িয়ে দেয়। ফলে আবূ বকর নবী করীমের জীবদ্দশায় লোকদেরকে ছলাত পড়ালেন (ছহীহ বুখারী হা/৬৭৮; ছহীহ মুসলিম হা/৪২০; দারুস সালাম হা/৯৪৮)।

সাইয়েদুনা আবূ মূসা আল-আশআরী (রাঃ) লোকদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছলাত বলে দিলেন। তখন তিনি রুকূর আগে ও রুকূর পরে রফউল ইদায়েন করেছিলেন (দ্রঃ সুনানে দারাকুৎনী হা/১১১১, ১/২৯২, এর সনদ ছহীহ; নূরুল আইনাইন পৃঃ ১১৮-১১৯)।

রাবীর আমল :

হিত্বান বিন আব্দুল্লাহ আর-রাক্কাশী (রহঃ) বলেছেন যে, আবূ মূসা আল-আশআরী (রাঃ) ছলাতের শুরুতে, রুকূর সময় ও রুকূ হতে মাথা উঠিয়ে রফউল ইদায়েন করতেন (সুনানে দারাকুৎনী হা/১১১১, ১/২৯২, সংক্ষেপায়িত, এর সনদ ছহীহ)।

(৫) সাইয়েদুনা জাবের বিন আব্দুল্লাহ আনছারী (রাঃ) :

সাইয়েদুনা জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর তিন (দিন) আগে এ কথাটি বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্‌র সাথে স্রেফ ভাল ধারণা পোষণ করার

সময়েই তোমার মরণ আসা উচিৎ (ছহীহ মুসলিম হা/২৮৭৭; দারুস সালাম হা/৭২২৯, ৭২৩১)।

সাইয়েদুনা জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন রাসূল (ছাঃ) -নিজের সেই অসুখে ছিলেন, যেটাতে তিনি মারা গিয়েছিলেন- কাগজ আনালেন। যেন উম্মতের জন্য কিছু লিখে দিতে পারেন। না লোকেরা নিজে গোমরাহ হবে আর না অন্যদেরকে গোমরাহ করবে। অতঃপর যখন ঘরে চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল এবং কথা-বার্তা হতে লাগল তখন ওমর বিন খাত্ত্বাব (রাঃ) কথা বললেন। এরপর নবী (ছাঃ) লেখার ইচ্ছা বাদ দিলেন (ত্বাবাক্বাতে ইবনে সাদ ২/২৪৩, এর সনদ ছহীহ)।

অর্থাৎ শেষ সময়ে লিখিয়ে নেওয়া হাদীছটি মানসূখ।

সাইয়েদুনা জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা আছে যে, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে এভাবে ছালাত পড়তে দেখেছি অর্থাৎ তিনি ছালাতের শুরুতে, রুকূর আগে এবং রুকূর পরে রফউল ইদায়েন করতেন (মুসনাদুস সার্রাজ হা/৯২, পৃঃ ৩৯, এর সনদ হাসান, অন্য সংস্করণ পৃঃ ৬২-৬৩; সুনানে ইবনে মাজাহ হা/৮৬৮)।

রাবীর আমল :

আবুয যুবায়ের মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বিন তাদরুস আল-মাক্কী (রহঃ) হতে রেওয়ায়াত আছে যে, আমি দেখেছি, জাবের (রাঃ) ছালাতের শুরুতে, রুকূর আগে এবং রুকূর পরে রফউল ইদায়েন করতেন (মুসনাদুস সার্রাজ হা/৯২, সনদ হাসান)।

এ ব্যতীত অন্য ছাহাবীর রেওয়াতসমূহও বিদ্যমান। যেমন-

(১) সাইয়েদুনা উমর (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর ইন্তেকালের সময় মদীনায় বিদ্যমান ছিলেন। বরং এতই পেরেশান হয়েছিলেন

যে, তিনি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ইন্তেকাল হয়েছে মর্মে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। এবং পরে সাইয়েদুনা আবূ বকর (রাঃ) এর বুঝিয়ে দেওয়ার পর প্রত্যাবর্তন করলেন ও তলোয়ার ফেলে দিলেন।

রুকূ‘র আগে এবং রুকূ‘র পরে রফউল ইদায়েন করার জন্য সাইয়েদুনা উমর (রাঃ)-এর মারফূ‘ হাদীছের জন্য দেখুন : ইবনে সাইয়েদুন নাস, শরহে সুনানিত তিরমিযী (পান্ডুলিপি ২/২১৭), নূরুল আয়নাইন (পৃঃ ১৯৫-১৯৬), আল-জামে‘ লি-আখলাক্বির রাবী ওয়া আদাবিস সামি‘ (হা/১০১, ১/১১৮)।

সাইয়েদুনা উমর (রাঃ) এর স্বীয় আমলের জন্য দেখুন : বায়হাক্বী, আল-খিলাফিইয়াত, ইবনে সাইয়েদুন নাস ইয়ামারী, আন-নাফউশ শাযী শরহে জামে আত-তিরমিযী হতে গৃহীত, প্রকাশিত : ৪/৩৯০।

স্মর্তব্য যে, সাইয়েদুনা উমর (রাঃ) হতে রফউল ইদায়েনের বর্জনের প্রমাণ নেই। এবং এই প্রসঙ্গে কতিপয় হানাফীর পেশকৃত রেওয়ায়াত ইবরাহীম নাখঈর মুদালিস্নসের আন-এর কারণে যঈফ।

(২) সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) রাসূল কারীম (ছাঃ)-এর শেষ দিনের হাদীছসমূহ বর্ণনা করেছেন (যেমন- দ্রঃ ছহীহ বুখারী হা/৪৪৩২, ৪৪৪৩, ৪৪৪৪, ৪৪৫৪, ৪৪৫৫-৪৪৫৭, ৫৪৭৮; ইবনে সাদ, ত্বাবাক্বাত ২/২৫২, সনদ হাসান)।

আবূ হামযাহ হতে বর্ণিত আছে যে, আমি (আব্দুল্লাহ) ইবনে আব্বাসকে দেখেছি। তিনি ছলাতের শুরুতে, রুকূ‘র সময়ে এবং রুকূ‘ হতে মাথা উত্তোলন করার পর রফউল ইদায়েন করতেন

(মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, মুহাম্মাদ আওয়ামার নুসখা হা/২৪৪৬, ২/৪১১; হামদ জুমআ ও লুহাইদানের নুসখা হা/২৪৪৩, ২/৬৩; বুখারী, জুযউ রফইল ইদাইন হা/২১)।

নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহে আবূ হামযার পরিবর্তে আবূ জামরাহ লেখা হয়েছে-

মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ (মুদ্রিত : ১৯৬৬ইং, ১/২৩৫, টীকায় ‘আবূ হামযাহ’ রয়েছে) এবং কতিপয় নুসখাতে।

সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) এর দু’জন ছাত্র নিম্নরূপ-

১. আবূ হামযাহ আল-ক্বাছ্ছাব (তাহযীবুল কামাল,৪/১৭৮, পান্ডুলিপি,২/৬৯৯)। ইমরান বিন আবী আত্বা আল-আসাদী মাউলাহুম আল-ওয়াসিত্বী (তাক্বরীবুত তাহযীব, জীবনী ক্রমিক নং-৫১৬২)।

* তিনি সত্যবাদী এবং জমহুর তাকে ছিক্বাহ বলেছেন।

২. আবূ হামযাহ আয-যাবঈ (তাহযীবুল কামাল, পান্ডুলিপি ২/৬৯৯)।

নাছর বিন ইমরান বিন ইছাম আল-বছরী (তাক্বরীবুত তাহযীব, জীবনী ক্রমিক নং ৭১২২)। তিনি ছিক্বাহ-ছাবত।

এখানে এই দুজনের মধ্য হতে প্রথম রাবী অর্থাৎ আবূ হামযাহ আল-ক্বাছ্ছাব উদ্দেশ্য। যার দুটি দলীল নিম্নরূপ-

প্রথমত : ইমরান বিন আবী আত্বার ছাত্রদের মধ্য হতে হুশাইম এবং হুশাইমের উস্তাদদের মধ্য হতে ইমরান বিন আবী আত্বার নাম আছে। অথচ নাছর বিন ইমরানের ছাত্রদেও মধ্য হতে হুশাইম বা হুশাইমের উস্তাদদের মধ্য হতে নাছর বিন ইমরানের নাম পাওয়া যায় না (দ্রঃ তাহযীবুল কামাল)।

দ্বিতীয়ত : মুছান্নাফ আব্দুর রায্যাক্ব (হা/২৫২৩, ২/৬৯, অন্য সংস্করণ হা/২৫২৬) হুশাইমের এই রেওয়ায়াতে 'আবূ হামযাহ মাউলা বানী আসাদ'-এর সুস্পষ্টতা রয়েছে। আর ইমরান বিন আবী আত্বা আসাদী রয়েছেন। অথচ নাছর বিন ইমরানের 'আসাদী' হওয়া প্রমাণিত নেই।

বিনোদন : দেওবন্দী বাতিল কাফেলার একজন লেখক শাব্বীর আহমাদ দেওবন্দী লিখেছেন, 'আবূ হামযাহ হতে বর্ণিত আছে যে...। এর দ্বারা গায়ের মুক্বালিদের মাযহাব কোন ভাবে প্রমাণিত হয় না। এই জন্য যে, এর সনদে আবূ জামরাহ (জীম-এর সাথে) মাজহূল রাবী রয়েছেন। এই জন্য এই সনদটি ছহীহ নয় (নুসখায়ে দিল্লী, উসওয়া পৃঃ ২৭)। আফসোস যে, গায়ের মুক্বালিগগণ বিকৃত করে একে আবূ হামযাহ বানিয়ে দিয়েছে (ক্বাফেলা.. খন্ড-৬, সংখ্যা-৩ পৃঃ ৩১)।

আরয হল যে, আহলেহাদীছগণ বিকৃতি ঘটান নি। বরং মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বার কতিপয় নুসখাতে আবূ হামযা লিখা হয়েছে। আর অবশিষ্ট আলোচনাও এখুনি গত হয়েছে। মুহাম্মাদ আওয়ামা (কট্টর হানাফী তাক্বলীদী) এর নুসখাতেও আবু হামযাহ-ই রয়েছে। সুতরাং যদি বিকৃতির অপবাদ লাগাতে হয় তবে স্বীয় বুযূর্গের উপর লাগান। যদি এই সনদে আবূ জামরাহ রাবী থাকেন তবে এই সনদটি একেবারেই ছহীহ। আর আবূ জামরাকে শাব্বীর আহমাদের মত জাহেল ব্যক্তির মাজহূল বলা কি মূল্য রাখে?

যদি এতে আবূ হামযাহ রাবী থাকেন তাহলে এই সনদটি হাসান লি-যাতিহি।

দেওবন্দীপন্থীদের মধ্য হতে কোন একজনও এমন নেই কি যিনি শাব্বীর আহমাদ দেওবন্দীকে বুঝাবেন যে, জাহেল হয়ে মুফতী হওয়ার চেষ্টা কর না। নতুবা জনতার সামনে সবকিছু প্রকাশিত হয়ে যাবে ও আরো বেশী বেইযয হতে হবে।

সম্মানিত পাঠক! সাইয়েদুনা মালেক ইবনুল হুয়ায়রেছ ও সাইয়েদুনা ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ)-এর হাদীছসমূহও নবী (ছাঃ)-এর শেষ জীবনের উপর গণ্য হয়।

(৩) সাইয়েদুনা আবূ হুরায়রা (রাঃ) স্বীয় ছলাত সম্পর্কে বলতেন, আর সেই সত্ত্বার কসম! যার হাতে আমার জীবন। আমি অবশ্যই তোমাদের চাইতে অধিক রাসূল (ছাঃ)-এর (ছালাতের ব্যাপারে) সাথে সাদৃশ্য রাখি। দুনিয়া হতে বিদায় নেয়া পর্যন্ত তাঁর ছালাত এটাই ছিল (সুনানে নাসাঈ হা/১১৫৭; ছহীহ বুখারী হা/৮০৩)।

সাইয়েদুনা আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা আছে যে, তিনি (রুকূ করার জন্য) নত হবার সময় এবং প্রত্যেক (রুকূ হতে) উঠার সময় রফউল ইদায়েন করতেন। এবং বলতেন, আমি তোমাদের চাইতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাতের ক্ষেত্রে বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ (আল-মুখাল্লাছিইয়াত হা/১২২৯, ২/১৩৯, এর সনদ হাসান)।

এই হাদীছটি মারফূ'ও রয়েছে আবার মাওকূফও আছে। উপরন্তু সাইয়েদুনা আবূ হুরায়রা (রাঃ) এর অন্য রেওয়ায়াতে এসেছে যে, তিনি তাকবীরে তাহরীমা, রুকূ'র জন্য তাকবীর বলার সময় এবং রুকূ' হতে উঠে রফউল ইদায়েন করতেন (বুখারী, জুযউ রফউল ইদায়েন হা/২২, সনদ ছহীহ)।

এই রেওয়ায়াতকে পর্যবেক্ষণে রেখে উপরের রেওয়ায়াতটিতে বন্ধনীতে রুকূ‘র জন্য ও রুকূ‘ হতে-এর বৃদ্ধি করা হয়েছে। কেননা হাদীছ হাদীছের ব্যাখ্যা করে।

আমরা এই বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধে এটি প্রমাণ করেছি যে, রাসূল (ছাঃ)-এর শেষ জীবনের অবলোকনকারী ছাহাবায়ে কেরামগণ তিনি (ছাঃ) হতে রুকূ‘র আগে এবং রুকূ‘র পরে রফউল ইদায়েনের রেওয়ায়াত করেছেন। আর তার ইন্তেকালের পর এই ছাহাবায়ে কেরামগণ রফউল ইদায়েনের উপর আমল করেছেন। অন্যদিকে রফউল ইদায়েন বর্জনের কিংবা রফউল ইদায়েনের রহিত হওয়া কোন ছহীহ কিংবা হাসান লি-যাতিহি সনদের সাথে না তো রাসূল (ছাঃ)-থেকে প্রমাণিত আছে। আর না কোন ছাহাবী হতে প্রমাণিত। সুতরাং কতিপয় লোকের রফউল ইদায়েনকে বর্জিত কিংবা রহিত বলা ভুল এবং বাতিল।

ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ।

(১৩ই শাওয়াল ১৪৩৩ হিজরী ১/৯/২০১২ইং)

***

মাহমূদ বিন ইসহাক্ব আল-বুখারী আল-খুযাঈ আল-ক্বওয়াস (রহঃ)

আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীছ ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর দু’টি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ (‘জুযউ রফইল ইদায়েন’ ও ‘জুযউল ক্বিরাআত’) এর রাবী আবূ ইসহাক্ব মাহমূদ বিন ইসহাক্ব আল-খুযাঈ আল-ক্বওয়াস (রহঃ) এর সারগর্ভ ও উপকারী আলোচনা নিম্নরূপ-

নাম ও বংশ : আবূ ইসহাক্ব মাহমূদ বিন ইসহাক্ব বিন মাহমূদ আল-ক্বওয়াস আল-বুখারী আল-খুযাঈ (রহঃ)।

উস্তাদসমূহ : তার উস্তাদসমূহের মধ্য হতে কপিয়ের নাম নিম্নরূপ-

১. ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারী (রহঃ)।

২. মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান বিন জাফর আল-বুখারী (খলীলী, আল-ইরশাদ ৩/৯৬৭-৯৬৮, জীবনী ক্রমিক নং ৮৯৫)।

৩. আবূ ইছমাহ সাহল বিন মুতাওয়াক্কিল বিন হাজার বুখারী। তিনি ছিক্বাহ রাবী (আল-ইরশাদ ৩/৯৬৯, ক্রমিক ৮৯৭)। সাহল বিন মুতাওয়াক্কিলকে হাফেয ইবনে হিব্বান কিতাবুছ ছিক্বাত গ্রন্থে (৮/২৯৪) উল্লেখ করেছেন। আর হাফেয খলীলী তাকে ছিক্বাহ বলেছেন।

৪. আবূ আমর হুরাইছ বিন আব্দুর রহমান বুখারী (আল-ইরশাদ ৩/৯৭০, ৯৭১, ক্রমিক ৮৯৮)।

৫. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আব্দাক বুখারী আল-জাদীদী (সামআনী, আল-আনসাব ২/৩১, ৩২)।

৬. আহমাদ বিন হাতেম বিন দাঊদ আল-মাক্কী, আবূ জাফর আস-সুলামী (বাহরুল ফাওয়ায়েদ ক্রমিক ১৯১) ইত্যাদি। আল্লাহ তাদের উপর রহম করুন।

ছাত্রসমূহ : আমাদের জ্ঞান অনুসারে তার ছাত্রদের নাম নিম্নরূপ-

১. আবূ নাছর মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন মূসা বিন জাফর আল-মুলাহিমী বুখারী (তারীখে বাগদাদ ৬/৮৩; মাশীখাতুল আবনূসী ক্রমিক ১৬৫, ১৬৯; ইবনে জাওযী, আত-তাহক্বীক্ব হা/৪৬৩, ১/২৭৪, সনদ ছহীহ; বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা ২/৭৪, সনদ ছহীহ)।

২. আবুল আব্বাস আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হুসাইন বিন ইসহাক্ব আর-রাযী আয-যারীর (তারীখে বাগদাদ ১৩/৪৩৮, ক্রমিক ৭২৯, সনদ ছহীহ)। আবুল আব্বাস আর-রাযী আছ-ছগীর সম্পর্কে খত্বীব বাগদাদী বলেছেন, তিনি ছিক্বাহ, হাদীছের হাফেয ছিলেন (তারীখে বাগদাদ ৪/৪৩৫)।

৩. আবূ বকর মুহাম্মাদ বিন আবূ ইসহাক্ব ইবরাহীম বিন ইয়াকূব আল-কালাবাযী বুখারী (বাহরুল ফাওয়ায়েদ হা/৬৪, ১৯১, ১৯২)। ইনি গ্রন্থকার। আর তার উলেখ তাজুত তারাজুম গ্রন্থে (ক্রমিক ৩৩৫, পৃঃ ৩৩৩) ইত্যাদিতে আছে।

৪. ইমাম আবুল ফযল আহমাদ বিন আলী বিন আমর বিন হামদ আস-সুলায়মানী বুখারী রহিমাহুল্লাহ (ইবনে আসাকির, তারীখে দিমাশক্ব ২৬/১৬৬, ১৬৭; তাযকিরাতুল হুফফায ক্রমিক ৯৬০, ৩/৩৬)। তার জীবনীর জন্য দেখুন : সিয়ারু আলামিন নুবালা (১৭/২০০, ২১০) ইত্যাদি।

৫. আবুল হুসাইন মুহাম্মাদ বিন ইমরান বিন মূসা আল-জুরজানী রহিমাহুল্লাহ (খত্বীব, আল-মুত্তাফিকু ওয়াল-মুফতারিকু হা/৫০৮, ১/৩৩)। তার উল্লেখ সাহমীর তারীখে জুরজানী গ্রন্থে (ক্রমিক ৭৪৬, পৃঃ ৪২৩, ৪২৪) আছে।

৬. আবুল হুসাইন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আল-আযদী বুখারী (তারীখে বাগদাদ ক্রমিক ৫১৪৭, ১০/২৮)।

৭. আবূ নাছর আহমাদ বিন মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান বিন হামিদ বিন হারূন ইবনুল মুনযির বিন আব্দুল জব্বার আন-নাইয়ায কী আল-কারমীনী।

সমরকন্দ ও বুখারার মুহাদ্দিছদের নিয়ে রচিত কোন পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ আমার নিকটে বিদ্যমান নেই। আর নাসাফীর আল-ক্বিনদু ফী যিকরি উলামাই সামারক্বান্দ আমার কাছে রয়েছে। কিন্তু শুরু এবং শেষের দিকে অপূর্ণাঙ্গ। মাহমূদ নামের রাবীদের অংশটুকু প্রকাশিত হয়নি। আল্লাহ ভাল জানেন।

ইলমী খেদমত : তিনি ইমাম মুহাম্মাদ বিন ঈসমাঈল বুখারী (রহঃ) এর দুটি গ্রন্থ জুযউ রফইল ইদায়েনে এবং জুযউল ক্বিরাআত এর মৌলীক রাবী (উপরন্ত হাদিউস সারী মুক্বাদ্দামা ফাৎহুল বারী পৃঃ ৪৯২)।

ইলমী মাক্বালাত : ইয়েমেনের প্রসিদ্ধ আলেম মাওলানা শায়খ আব্দুর রহমান বিন ইয়াহইয়া আল-মুআল্লিমী (রহঃ) যাহেদ বিন হাসান কাউছারী (জাহমী) কে সম্বোধন করে লিখেছেন যে, যখন আহলে ইলম (মুহাদ্দিছ ও আলেমগণ) এই দুজনকে (মাহমূদ বিন ইসহাক্ব খুযাঈ ও আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হুসাইন আর-রাযী) ছিক্বাহ ও ছাবত বলেছেন; উভয়ের কোন একজনের উপর কোন সমালোচনা করেন নি। তখন তোমাদের বলা যে, আমরা এদের উপর নির্ভর করি না- কি দাম রাখে (আত-তানকীলু বিমা তানীবিল কাউছারী মিনাল আবাত্বীল ১/৪৭৫, নং ২৪২)।

এখন মাহমূদ বিন ইসহাক্ব (রহঃ) এর স্পষ্ট ও গায়ের স্পষ্ট তাওছীক্বের দশের অধিক বরাত পেশ করা হল-

১. হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী মাহমূদ বিন ইসহাক্ব এর বর্ণনাকৃত একটি রেওয়ায়াতকে হাসান বলেছেন (দেখুন : মুওয়াফাক্বাতুল খাবারিল খাবার ফী তাখরীজি আহাদীছিল মুখতাছার ১/৪১৭)।

জ্ঞাতব্য : রাবীর একক রেওয়ায়াতকে হাসান বা ছহীহ বলা সেই রাবীর তাওচীক্ব হয়ে থাকে (দেখুন : নাছবুর রায়াহ ১/১৪৯, ৩/২৬৪)।

২. আল্লামা নববী জুযউ রফউল ইদায়েন হতে একটি রেওয়ায়াত জাযম রূপে বর্ণনা করেছেন। এবং বলেছেন, নাফে হতে ছহীহ সনদের সাথে (আল-মাজমূ শরহুল মুহায্যাব ৩/৪০৫)।

প্রতীয়মান হল যে, নববী জুযউ রফইল ইদায়েনকে ইমাম বুখারীর ছহীহ এবং প্রমাণিত গ্রন্থ অনুধাবন করতেন।

৩. ইবনুল মুলাক্কিন (ছূফী) জুযউ রফউল ইদায়েন হতে 'দৃঢ়তা' রূপে বর্ণনা করেছেন। এবং বলেছেন, নাফে হতে, তিনি ইবনে ওমর হতে ছহীহ সনদের সাথে (আল-বাদরুল মুনীর ৩/৪৭৮)।

৪. যায়লাঈ হানাফী জুযউ রফইল ইদায়েনের হতে রেওয়ায়াতসমূহ জাযমরূপে বর্ণনা করেছেন (দ্রঃ নাছবুর রায়াহ ১/৩৯০, ৩৯৩, ৩৯৫)।

৫. প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ আবূ বকর আল-বায়হাক্বী (রহঃ) মাহমূদ বিন ইসহাক্বেও রেওয়ায়াতকৃত গ্রন্থ : বুখারীর 'জুযউ ক্বিরাআত'-কে দৃঢ়রূপে ইমাম বুখারী হতে বর্ণনা করেছেন (দ্রঃ যেমন-বায়হাক্বী, কিতাবুল ক্বিরাআত খলফাল ইমাম হা/২৮, পৃঃ ২৩)।

৬. আল্লামা আবুল হাজ্জাজ আল-মিয্যী (রহঃ) জুযউল রফইল ইদায়েন'-কে দৃঢ়রূপে ইমাম বুখারী হতে বর্ণনা করেছেন (দ্রঃ যেমন-তাহযীবুল কামাল,৩/১৭২, সাইদ বিন সিনান আল-বারজুমী)।

৭. আয়নী হানাফী জুযউ রফউল ইদায়েনকে ইমাম বুখারী হতে দৃঢ়রূপে বর্ণনা করেছেন (দ্রঃ উমদাতুল ক্বারী হা/৭৩৫, ৫/২৭২)।

আরো দেখুন : আইনীর শরহে সুনানে আবী দাঊদ (হা/৭৩২, ৩/২৫০) ও শারহু মাআনিল আছার (৩/৪৭৬)।

৮. বাদরুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন বাহাদুর বিন আব্দুল্লাহ আয-যারাকশী উল্লিখিত 'জুযউ রফউল ইদায়েন'-কে দৃঢ়রূপে বর্ণনা করেছেন (দ্রঃ আল-বাহরুল মুহীত্ব ফী উছূলিল ফিক্বহ ৪/৪৪৯, মাকতাবা শামেলা)।

৯. মুহাম্মাদ যারক্বানী জুযউ রফউল ইদায়েনকে ইমাম বুখারী হতে দৃঢ়রূপে বর্ণনা করেছেন (দেখুন : শারহুয যুরক্বানী আলাল মুওয়াত্ত্বা ১/১৫৮, হা/২০৪-এর অধীনে, বাবু মা জাআ ফী ইফতিতাহিছ ছালাতি)।

১০. সুয়ূত্বী ফাযযু বিআ গ্রন্থে জুয রফউল ইদায়েনকে জাযম হিসাবে ইমাম বুখারী হতে বর্ণনা করেছেন (দ্রঃ ফাচ্ছুল উই'আ ফী আহাদীছে রফউল ইদায়েন বিদ-দু'আ ১/৫৯, হা/১৮-এর পূর্বে)।

১১. যাহাবী (আত-তানক্বীহ লি-কিতাবিত তাহক্বীক্ব লি-আহাদীছিত তা'লীক্ব ১/২৪৯, মাকতাবা নাযযার মুছত্বফা আল-বায, মক্কা)।

১২. মুগলত্বাঈ হানাফী (দেখুন : শরহে সুনানে ইবনে মাজাহ ১/১৪১৪, ১৪৬৬, ২/৮, শামেলা)। ইত্যাদি। যেমন দেখুন : তানক্বীহুত তাহক্বীক্ব (হা/৭৫৮, ২/২১৮, শামেলা)

দেওবন্দপন্থী ও ব্রেলভীপন্থীদের এবং তাক্বলীপন্থীদের অসংখ্য আলেম জুযউ রফউল ইদায়েন এবং জুযউল ক্বিরাআত কে দৃঢ়রূপে ইমাম বুখারী হতে বর্ণনা করেছেন। যাদের মধ্য হতে কতিপয়ের উদ্ধৃতি নিম্নরূপ-

১. নিমাবী (আছারুস সুনান হা/৬৩৫, তিনি বলেছেন, বুখারী একে জুযউ রফইল ইদায়েন গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এবং এর সনদটি ছহীহ)।
২. সরফরায খান ছফদর ঘাগড়ুবী (খাযায়েনুস সুনান পৃঃ ৪১৬, দ্বিতীয় অংশ পৃঃ ১৬৬)।
৩. ছূফী আব্দুর রহমান সওয়াতী দেওবন্দী (নামাযে মাসনূন কালাঁ পৃঃ ৬৪৬)।
৪. ফায়েয আহমাদ মুলতানী দেওবন্দী (নামাযে মুদালাল পৃঃ ১১৮, বরাত নং ২৭৬)।
৫. জামীল আহমাদ নাযীরী দেওবন্দী (রাসূলে আকরাম (ছাঃ)-এর তারীক্বায়ে নামায পৃঃ ২৬২)।
৬. আলী মুহাম্মাদ হক্কানী দেওবন্দী (নামাযে নববী/সিন্ধী পৃঃ ২৯২, প্রথম ভাগ)।
৭. গোলম মুছত্বফা নূরী ব্রেলভী (নামাযে নববী (ছাঃ) পৃঃ ১৬২)।
৮. গোলাম মুরতাযা সাক্বী ব্রেলভী (মাসআলায়ে রফয়ে ইদাইন পার... তাআকুব পৃঃ ২৬)।
৯. আবূ ইউসুফ মুহাম্মাদ ওলী দারবীশ দেওবন্দী (পায়গম্বরে খুদা (ছাঃ) মূনাহ (পশতু) পৃঃ ৪১৪)।
১০. আব্দুশ শাকূর ক্বাসেমী দেওবন্দী ইত্যদি (কিতাবুছ ছালাহ পৃঃ ১১৩, প্রকাশনায় : নদওয়াতুল ইলম, করাচী)।

এনারা সকলেই 'জুযউল ক্বিরাআত' কিংবা 'জুযউ রফইল ইদায়েন' এর বরাতসমূহ দৃঢ়ভাষায় এবং দলীলরূপে বর্ণনা করেছেন। আর কতিপয় তো রফইল ইদায়েন দ্বারা উল্লিখিত একটি রেওয়ায়াতকে ছহীহ সনদ বলেছেন।

আমাদের ইলম মোতাবেক মাহমূদ বিন ইসহাক্ব এর উপর কোন মুহাদ্দিছ কিংবা নির্ভরশীল আলেম কোন সমালোচনা করেন নি। আর তার বর্ণনাকৃত গ্রন্থসমূহ এবং রেওয়ায়াতসমূহকে ছহীহ বলা কিংবা দৃড়ভাবে বর্ণনা করা (তার উপর সমালোচনা না থাকা অবস্থায়) এই কথার দলীল যে, উল্লিখিত সকল আলেম এবং গায়ের আলেমগণের নিকটে তিনি ছিক্বাহ এবং সত্যবাদী ছিলেন। সুতরাং জুযউল ক্বিরাআত এবং জুযউ রফইল ইদায়েন উভয় গ্রন্থ ইমাম বুখারী হতে প্রমাণিত। আর চৌদ্দশত, পনেরোশত হিজরীর কতিপয় লোকের তার গ্রন্থসমূহের উপর ভর্ৎসনা ও অভিযোগ করা প্রত্যাখ্যাত।

কতিপয় লোকের অজ্ঞতা কিংবা অজ্ঞতার ভান করার খন্ডন : ১৪/১৫ শত হিজরীতে কতিপয় লোকের (যেমন আমীন উকাড়বী দেওবন্দী) মাহমূদ বিন ইসহাক্ব আল-বুখারীকে মাজহূল বলেছেন। অথচ সাতজন রাবীর রেওয়ায়াত, হাফেয ইবনে হাজার ও অন্য আলেমদের এবং গায়ের আলেমদের ছিক্বাহ আখ্যাদানের পর এখানে মাজহূল বলা বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত। আমাদের ইলম মোতাবেক ৩৩২ হিজরীতে মৃত্যুবরণকারী মাহমূদ বিন ইসহাক্বকে কোন ছিক্বাহ কিংবা নির্ভরযোগ্য আলেম 'মাজহূলুল আইন' কিংবা 'মাজহূলুল হাল' (মাসতূর) বলেন নি।

হাফেয যাহাবী লিখেছেন, 'মাহমূদ বিন ইসহাক্ব আল-বুখারী আল-ক্বওয়াস : তিনি মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারী এবং ইয়াযীদ বিন হারূনের ছাত্র মুহাম্মাদ বিন হাসান বিন জাফর হতে শ্রবণ করেছেন ও হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আর তিনি (দীর্ঘ) সময় জীবিত ছিলেন। খলীলী তার মৃত্যুর তারীখ বর্ণনা করেছেন। তিনি

বলেছেন, মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-মালাহিমী আমাদেরকে তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন (তারীখুল ইসলাম ২৫/৮৩)।

উছূলে হাদীছের প্রসিদ্ধ মাসআলা হল, যে রাবী থেকে দু কিংবা ততোধিক রাবী হাদীছ বর্ণনা করেন, তিনি মাজহূলুল আইন হন না। আর যদি এমন রাবীর তাওছীক্ব বিদ্যমান না থাকে তাহলে তিনি মাজহূলুল হাল (মাসতূর) হয়ে থাকেন। কতিপয় বরাত নিম্নরূপ-

১. খত্বীব বাগদাদী লিখেছেন, আর ব্যক্তির অজ্ঞাত পরিচয় হওয়া অন্ততপক্ষে এর দ্বারা খতম হয়ে যায় যে, তার থেকে ইলমের সাথে প্রসিদ্ধ দুজন বা ততোধিক রাবী বর্ণনা করেন। (বিষয়টি) এমনই রয়েছে (আল-কিফায়াহ ফী ইলমির রিওয়াহ পৃঃ ৮৮; শরহে মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী আলা নুযহাতিন নাযর শরহে নুখবাতিল ফিকার পৃঃ ৫১৭)।

ইবনুছ ছালাহ আশ-শাহরাযূরী লিখেছেন, আর যার থেকে দুজন ছিক্বাহ রাবী বর্ণনা করেন তার (নাম নিয়ে) নির্দিষ্টতা সনাক্ত করে দেন; তো তার থেকে মাজহূললুল আইন হওয়া খতম হয়ে যায় (মুক্বাদ্দামা ইবনুছ ছালাহ পৃঃ ১৪৬, ২৩তম প্রকার; শরহে মোলা আলী ক্বারী পৃঃ ৫১৭)।

হাফেয যাহাবী ওসামা বিন হাফছ সম্পর্কে লিখেছেন, 'তিনি মাজহূল রাবী নন যার থেকে চারজন রাবী রেওয়ায়াত বর্ণনা করেন' (ইবনু হাজার, হাদিউস সারী পৃঃ ৩৮৯)।

সতর্কীকরণ : এই ইবারতটি এই ভাষ্যের সাথে মীযানুল ইতিদালের মুদ্রিত নুসখা হতে বাদ পড়ে গিয়েছে। হাফেয ইবনে তায়মিয়ার বিরোধী আলী বিন আব্দুল কাফী আস-সুবকী আশ-

শাফেঈ প্রকাশ্যে লিখেছেন, দু'জনের বর্ণনা দ্বারা জাহলাতে আইন খতম হয়ে যায়। তাহলে সাত জনের রেওয়ায়াত দ্বারা কিভাবে খতম না হয়ে থাকবে (শিফাউস সাক্বাম, প্রথম অনুচ্ছেদ হা/১ পৃঃ ৯৮)।

হাফেয ইবনে আব্দুল বার্র একজন রাবী আব্দুর রহমান বিন ইয়াযীদ বিন উক্ববাহ বিন কারীম আল-আনছারী আছ-ছদূক্ব সম্পর্কে লিখেছেন, তার থেকে তিন বা দুজন রাবী বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তিনি মাজহূলুল আইন নন (আল-ইসতিযকার হা/৪৯, ১/১৮০, বাবু তারকিল ওযূ মিম্মা মাস্সাতিন নার)।

আবূ জাফর আন-নুহ্হাস বলেছেন, আর যার হতে দু'জন রেওয়ায়াত করেন তিনি মাজহূল নন (আন-নাসেখ ওয়াল মানসূখ ১/৪৮, অন্য সংস্করণ ১১/১৭১, 'শামেলা')।

আয়নী হানাফী একজন রাবী সম্পর্কে লিখেছেন, আর মুহাদ্দিছদের নিকটে দুজন বা দুজনের অধিকের বর্ণনা দ্বারা জাহালত খতম হয়ে থাকে। সুতরাং এর পর জাহালাত কোথায় রইল? কিন্তু এর দ্বারা জাহালাতে হাল উদ্দেশ্য নেওয়া যাবে (নুখাবুল আফকার ফী তানক্বীহিল আখবার ফী শরহি মাআনিল আছার ২/২৮২, মুদ্রিত : ওয়াযারাতুল আওক্বাফ, কাতার)।

এইভাবে আরো অসংখ্য বরাত রয়েছে (যেমন দ্রঃ লিসানুল মীযান ৬/২২৬, ওয়ালীদ বিন মুহাম্মাদ বিন ছালেহ; মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১/৩৬২)।

২. যাফর আহমাদ থানবী দেওবন্দী আয়েশাহ বিনতে আজরাদ সম্পর্কে একটি উছূল লিখেছেন, আর যার হতে দুজন ছিক্বাহ রাবী

বর্ণনা করেন তিনি মাজহূল রাবী নন (ইলাউস সুনান হা/১৫৩, ১/২০৭)।

সতর্কীকরণ : এর পর وعرفها يحي ابن معين فقال : لها صحبة যুক্ত ইবারতটি আলাদা। আর তার উছূলের সাথে কোনই সাংঘর্ষিক নয়।

যাফর আহমাদ থানবী দেওবন্দী আরো লিখেছেন, জমহূরের নিকটে দুজন ছিক্বাহ রাবীর বর্ণনা দ্বারা জাহালাতে আইন খতম হয়ে যায়। আর এর দ্বারা আদালাত (রাবীর তাওছীক্ব) প্রমাণিত হয় না (ক্বওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীছ পৃঃ ১৩০; ইলাউস সুনান ১৯/২১৩)।

৩. আব্দুল ক্বাঈয়ূম হাক্কানী দেওবন্দী একটি রাবী সম্পর্কে লিখেছেন, এর জবাবে হাদীছের ব্যাখ্যাকারগণ বলেছেন যে, এর নাম হল ইয়াযীদ। আর তার থেকে তিনজন রাবী রেওয়ায়াত করেন। আর ক্বায়েদা মোতাবেক যেই ব্যক্তি হতে রেওয়ায়াত কারীগণ দুইজন হয়, তার জাহালত দূর হয়ে যায়... (তাওযীহুস সুনান হা/৩৪৫-এর অধীনে, ১/৫৭১)।

আরো দেখুন : তাওযীহুস সুনান হা/৯৯৫, ১০০০, ২/৬০৫।

৪. মুহাম্মাদ তাক্বী উছমানী দেওবন্দী একজন মাজহূলুল হাল রাবী আবূ আয়েশাহ্‌র উপর অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে লিখেছেন, আর উছূলে হাদীছের মধ্যে এই কথাটি নির্দিষ্ট হয়ে গেছে যে, যেই ব্যক্তি হতে দুজন রাবী রেওয়ায়াত করেন তার জাহালত দুর হয়ে যায়। সুতরাং জাহালাতের অভিযোগ সঠিক নয়। আর এই

হাদীছটি হাসানের চাইতে কম নয় (দরসে তিরমিযী ২/৩১৫-৩১৬)।

৫. আব্দুল হক্ব হক্কানী দেওবন্দী একটি রেওয়ায়াতে মাজহূল সংক্রান্ত অভিযোগ সম্পর্কে বলেছেন, তো এর জবাব এই যে, মাজহূল রাবী তিন প্রকার। ১. মাজহূলে যাত। ২. মাজহূলে ছিফাত। যখন কোন রাবীর বর্ণনার মধ্যে حَدَّثَنِيْ رَجُلٌ বলে দিয়েছেন আর সেই রাবী প্রতীয়মান নয়; তাহলে ইনি মাজহূলে যাত রাবী। আর যদি এমন অপ্রতীয়মান রাবী হতে দুজন ছাত্র যারা ছিক্বাহ, ন্যায়-পরায়ণ এবং তাম্মুয যবত্বি হন, আর উম্মত তাদের উপর নির্ভর করেন- বর্ণনা করেন তবে এমন ছাত্রদের উস্তাদ হতে বর্ণনা করা উস্তাদের (মাজহূল রাবী) ছাক্বাহাতের সাক্ষ্য হয়ে থাকে। কেননা স্বয়ং সম্পূর্ণ ছাত্র অপূর্ণাঙ্গ উস্তাদ হতে কখনোই সবক গ্রহণ করেন না (হাক্বায়েকুস সুনান শরহে জামেউস সুনান লিত-তিরমিযী ১/২০৬)।

৬. আহমাদ হুসাইন সাম্ভলী তাক্বলীদী মুযাফ্ফরনগরী ইমাম ইবনে আবী শায়বাহ-এর (স্বীয় কল্পিত ইমামের উপর) প্রথমই অভিযোগের জবাবে লিখেছেন, সুতরাং দু ব্যক্তি যখন তার হতে রেওয়ায়াত করেছেন তো জাহালাত দুর হয়ে গিয়েছে। সুতরাং এখন ইনি মারূফ রাবী হিসাবে গণ্য হবেন। যেমনটা এই ক্বায়েদা উছূলে হাদীছের মধ্যে প্রমাণিত হয়েছে (আজওয়াবুল লাত্বীফাহ আন বাযি রদ্দি ইবনে আবী শায়বাহ আলী আবী হানীফা পৃঃ ১৮, ১৯, তারজুমানে আহনাফ ৪১৮, ৪১৯)।

এই গ্রন্থটি চার ব্যক্তির নিকটে পছন্দনীয়-

১. আশরাফ আলী থানভী (দ্রঃ তরজমানে আহনাফ পৃঃ ৪০৭)।
২. মাস্টার আমীন উকাড়বী (দ্রঃ তরজমানে আহনাফ পৃঃ ৩-৭)।
৩. মুশতাক্ব আলী শাহ দেওবন্দী (দ্রঃ তরজুমানে আহনাফ-এর প্রথম পৃষ্ঠা)।
৪. মুহাম্মাদ ইলিয়াস ঘুম্মান হায়াতী দেওবন্দী (দ্রঃ ফিরক্বায়ে আহলেহাদীছ পাক ও হিন্দ কা জায়েযাহ পৃঃ ৪৯০)।

যদি এই উদ্ধৃতিতে উল্লিখিত উছূলে হাদীছের মাসআলার অস্বীকার করা যায় তবে তাক্বলীদপন্থীদের স্বীয় কল্পিত ইমামের প্রথম মাসআলাতেই প্রতিরক্ষা খতম হয়ে যায়। আর ইমাম ইবনে আবী শায়বাহ্র এই অভিযোগ যদি ছহীহ প্রমাণিত হয়ে যায় যে, (ইমাম) আবূ হানীফা হাদীছসমূহের বিরোধীতা করতেন।

(৭) নিমাবী তাক্বলীদী একজন মাজহূলুল হাল রাবী আবূ আয়েশাহ সম্পর্কে লিখেছেন, তার থেকে দুজনের বর্ণনা করার দ্বারা জাহালাতের অবস্থা দুরিভুত হয়ে গিয়েছে (আছারুস সুনান হা/৯৯৫ পৃঃ ৩৯৭ ,উপরন্তু দেখুন : আছারুস সুনান হা/৩২৮ পৃঃ ১৪৭)।

(৮) শাব্বীর আহমাদ উছমানী দেওবন্দী লিখেছেন, অতঃপর যে রাবী হতে দুজন ছিক্বাহ রাবী বর্ণনা করেন তার জাহালাতে আইন খতম হয়ে যায় (ফাৎহুল মুলহিম ১/৬৩, অন্য সংস্করণ ১/১৭২)।

(৯) মুহাম্মাদ ইরশাদুল ক্বাসেমী ভাগলপূরী (দেওবন্দী) লিখেছেন, 'মাজহূলুল আইনের রেওয়ায়াত দুজন আদেল হতে প্রমাণিত হয়ে যায় তবে জাহালত দুর হয়ে যায়' (ইরশাদু উছূলিল হাদীছ, মুদ্রিত : যমযম পাবিলশার্স পৃঃ ৯৫)।

(১০) মুহাম্মাদ মাহমূদ আলেম ছফদর উকাড়বী লিখেছেন, এই বিষয়টি মনে রাখতে হবে যে, রাবীর একক হওয়ার উপর জাহালাতের ভিত্তি অন্য মুহাদ্দিছদের নিকটে রয়েছে। আর তাদের নিকটে যদি দুজন রেওয়ায়াতকরী থাকেন তবে জাহালাতে আইনী দুর হয়ে যাবে। আমাদের নিকটে মাজহূলুল হাল তিনি যার থেকে এক কিংবা দুটি হাদীছ বর্ণিত হয়। আর তার আদালতও প্রতীয়মান নয়। সার্বজনীন হল যে, তার থেকে রেওয়ায়াতকারী দু বা দুয়ের অধিক হয়। এই প্রকারের জাহালত যদি ছাহাবীর মাঝে থাকে তবে ক্ষতিকর নয়। আর যদি অন্য কারুর মাঝে হয় তবে তার হাদীছ যদি ২য় কিংবা ৩য় হিজরীর প্রকাশিত হয়ে যায় তাহলে এর উপর আমল জায়েয হবে। আর যদি প্রকাশ থাকে এবং সালাফ তার বিশুদ্ধতার সাক্ষী দেন, সমালোচনা করা হতে চুপ থাকেন তবে গ্রহণ করতে হবে। আর যদি তারা প্রত্যাখ্যান করেন তবে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। আর যদি তারা ইখতিলাফ করেন তবে ক্বিয়াসের অনুকূলে হলে গ্রহণ করতে হবে। নতুবা প্রত্যাখ্যান করা হবে (ক্বাত্বরাতুল আত্বর পৃঃ ২৩৮)।

নানহী উকাড়বীর এই দেওবন্দী উছূল হতে মাহমূদ বিন ইসহাক্ব আল-খুযাঈ এবং নাফে' বিন মাহমূদ আল-মাক্বদেসী ও অন্যদের (রহঃ) রেওয়ায়াতসমূহ গ্রহণযোগ্য (ছহীহ বা হাসান) প্রমাণিত হয়ে যায়।

এইভাবে আরো উদ্ধৃতিও অনুসন্ধান করা যেতে পারে। আর এর দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, সাতজন ছাত্রবিশিষ্ট রাবী মাহমূদ বিন ইসহাক্ব (রহঃ)-কে সার্বজনীনরূপে মাজহূল কিংবা মাজহূলুল আইন বলা একেবারেই ভুল ও প্রত্যাখ্যাত।

অবশিষ্ট থাকল মাজহূল কিংবা মাজহূলুল হাল বলা। তো এটি কেবল ঐ অবস্থায় হতে পারে যখন রাবীর তাওছীক্ব সরাসরি বিদ্যমান থাকে না (বা নির্ভরের অযোগ্য হয়)। যেমনটি হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ) লিখেছেন, যদি এর চাইতে দু বা ততোধিক বর্ণনা করেন আর তার তাওছীক্ব না হয় তবে মাজহূলুল হাল রাবী হবেন। আর তিনি হলেন মাসতূর। একে কোন শর্ত ব্যতীত একটি জামাআত গ্রহণ করেছেন। আর জমহূর প্রত্যাখ্যান করেছেন (নুযহাতুন নাযর শরহে নুখবাতিল ফিকার, মোল্লা আলী ক্বারীর ব্যাখ্যা সহ পৃঃ ৫১৭, ৫১৮; ক্বাত্বারাতুল আত্বর মাআ শরহ উর্দূ শরহে নখবাতুল ফিকার পৃঃ ২৩৬)।

'একটি জামাআত কবুল করেছেন'-এর ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী লিখেছেন, 'তাদের মধ্য হতে আবূ হানীফা আছেন' (শরহে নুখবাতিল ফিকার পৃঃ ৫১৮)।

শাব্বীর আহমাদ উছমানী দেওবন্দী লিখেছেন, আর তাদের মধ্যে আবূ বকর বিন ফাওরাক আর তার চাইতে প্রথমে আবূ হানীফা রয়েছেন। এই উছূলটি শাফেঈর খেলাফ। আর যারা একে শাফেঈর প্রতি সম্বন্ধ করেছেন যে, মাসতূর বর্ণনা গ্রহণীয় হয়-সে ভুল করেছে (ফাৎহুল মুলহিম ১/১৭০, পুরাতন কপি ১/৬৩)।

হাবীবুর রহমান আযামী দেওবন্দীর পছন্দনীয় গ্রন্থ উলূমুল হাদীছ -এ মুহাম্মাদ উবায়দুল্লাহ আল-আসআদী (দেওবন্দী) লিখেছেন, ইমাম আবূ হানীফার নিকটে মাজহূলের হুকুম এর অনুচ্ছেদের বিস্ত ারিত আলোচনা এই যে, **(১) মাজহূলুল আইন :** এই অবস্থাটি দূষণীয় নয়। এর হাদীছ এই অবস্থায় কবুলের অযোগ্য হয়ে যাবে। অথচ সালাফগণ তাকে বর্জিত বলেছেন। কিংবা তার

আর্বিভাব তাবে তাবেঈনদের পরে হয়। আর যদি এর পূর্বে হয় চাই সালাফগণ একে শক্তিশালী করেছেন কিংবা কতিপয় পক্ষে থেকেছেন বা সবাই চুপ থেকেছেন তাহলে এর উপর আমল করা শুদ্ধ। **(২) মাজহূলুল হাল :** (এই) রাবী কবুলযোগ্য। চাই প্রকাশ্য আদল গোপন, লুকায়িত হোক কিংবা উভয়ের আলোকে মাজহূল হোক। **(৩) মাজহূলুল ইসম :** (এই রাবীও) কবুলযোগ্য। শর্ত হল, কুরূনে ছালাছার সাথে সম্পর্ক রাখে।

এই বিশদ আলোচনা হতে এটিও প্রকাশ হয় যে, 'ইমাম ছাহেবের নিকটেও মাজহূল মুত্বলাক্বরূপে কবুল নয়। অন্ততপক্ষে কুরূনে ছালাছার সাথে যরূরীভাবে সম্পর্ক থাকার শর্ত অবশ্যই অবলোন যোগ্য। যেমনটি স্পষ্ট করা হয়েছে' (উলূমুল হাদীছ পৃঃ ২০০)।

আবূ সাদ শীরাযী (দেওবন্দী) লিখেছেন, 'যে রাবী মাজহূলুল আইন না হন আর তার তাওছীক্বও কারো হতে বর্ণিত না হয় তাকে মাসতূর বলে। তার বর্ণনা গ্রহণীয় হয়ে থাকে' (ইলিয়াস ঘুম্মান কা ক্বাফেলাহ হাক্ব খন্ড ৩, সংখ্যা ২ পৃঃ ২৯)।

শীরাযী দেওবন্দী স্বীয় দেওবন্দী 'সুলত্বানুল মুহাদ্দিছীন' মোল্লা আলী ক্বারী হতে বর্ণনা করেছেন যে, আর মাসতূরের বর্ণনাকে একটি জামাআত যামানার শর্ত আরোপ ব্যতিরেকে গ্রহণ করেছেন। তাদের মধ্য হতে আবূ হানীফাও আছেন। সাখাবী একে উল্লেখ করেছেন। আর অত্র উক্তিতে ইমামে আযাম (রহঃ)-এর আনুগত্য করতে গিয়ে ইবনে হিব্বান মনোনীত করেছেন (ইলিয়াস ঘুম্মান কা ক্বাফেলাহ 'হাক্ব' খন্ড-৩, সংখ্যা-২ পৃঃ ৩৫)।

সতর্কীকরণ : এই দাবী যে, এই উছূলে হাফেয ইবনে হিব্বান হানাফীদের ইমাম আবূ হানীফার আনুগত্য করেছেন- দলীলবিহীন ও সনদবিহীন।

দেওবন্দী 'মুফতী' শাব্বীর আহমাদ উছমানী (নতুন) লিখেছেন, 'তৃতীয় রাবী হলেন ইমাম আবূ ইছমাহ সাদ বিন মুআয আল-মারওয়াযী। এর উপর আলী যাঈ মাজহূল হওয়ার সমালোচনা বর্ণনা করেছন। অথচ উছূলে হাদীছের আলোকে এই সমালোচনাটিও প্রত্যাখ্যাত। কেননা, মাজহূল দু প্রকার হয়-(ক) মাজহূলুল হাল। (খ) মাজহূলুল আইন।

মাজহূলের উদ্দেশ্য হল যে রাবীর ন্যায়-পরায়ণতা প্রকাশিত হয় না। ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহঃ) এবং তার অনুসরণকারীদের নিকটে মাজহূলুল হাল এর রেওয়ায়াত কবুল করা যাবে। অর্থাৎ মুসলমান হওয়া ও পাপ হতে বিরত থাকা তার রেওয়ায়াতের গ্রহণযোগ্যতার জন্য যথেষ্ট।

মাজহূলুল আইনের উদ্দেশ্য এই যে, আলেমগণ এই রাবী এবং এর রেওয়ায়াতকে চিনেন না। এনার থেকে স্রেফ একজন রাবী বর্ণনা করেছেন। অন্য কথায়, এনার হতে একজন ছাত্র রেওয়ায়াত নকল করে থাকে।

মাজহূলের প্রকারসমূহ হতে একটি প্রকারও আবূ ইছমার উপর প্রযোজ্য হয় না। না মাজহূলুল হাল না মাজহূলুল আইন। আহনাফের উছূল মোতাবেক তো এনার রেওয়ায়াত কবুলই করা হয়। অপরাপর ইমামদেও উছূল মোতাবেকও এনার রেওয়ায়াত গ্রহণীয় হয়। কেননা, তার কতিপয় ছাত্র আছেন। আর এনারাও

মুসলমান। সুতরাং তার রেওয়ায়াত কবুল হবে (ইলিয়াস ঘুম্মান কা ক্বাফেলাহ 'হাক্ব' খন্ড ৫, সংখ্যা ৪ পৃঃ ২৪)।

ইনসাফ প্রিয় সম্মানিত পাঠকগণ! গভীরভাবে চিন্তা করুন যে, আবূ ইছমাহ হতে কতিপয় ছাত্র রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। আর কোন একজন নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিছ কিংবা আলেমের স্পষ্ট বা অস্পষ্ট তাওছীক্ব করেন নি। বরং হাফেয যাহাবী পরিষ্কার লিখেছেন যে, তিনি হলেন মাজহূল। তার (বর্ণিত) হাদীছ বাতিল (মীযানুল ইতিদাল ২/১২৫, অন্য সংস্করণ ৩/১৮৫)।

এই আবূ ইছমাহকে ছিক্বাহ ও সত্যবাদী বলা হচ্ছে (!)। এবং মাহমূদ বিন ইসহাক্ব আল-খুযাঈ আল-বুখারী ও নাফে' বিন মাহমূদ আল-মাক্বদেসী এবং অন্যদেরকে মাজহূল কিংবা মাসতূর বলা হচ্ছে। সুবহানাল্লাহ!

তাহক্বীক্বের সারকথা : উল্লিখিত মাহমূদ বিন ইসহাক্ব আল-খুযাঈ মাজহূল ও মাসতূর নয়। বরং নির্ভরশীল, সত্যপরায়ণ ও ছহীহুল হাদীছ ও হাসানুল হাদীছ ছিলেন। সুতরাং তার উপর মাস্টার আমীন উকাড়বী দেওবন্দী এবং উকাড়বীর মুক্বাল্লিদদের সমালোচনা প্রত্যাখ্যাত।

(মাহমূদ বিন ইসহাক্ব আল-খুযাঈ-এর) মৃত্যু : ৩৩২ হিজরী।

(রচনাকাল : ৪/১১/২০১১ইং, মাকতাবাতুল হাদীছ, হাযরো, অটোক)

আছিফ দেওবন্দী ও দেওবন্দপন্থীদের পরাজয় নামা ফাঁস

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। ছালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তার বিশ্বস্ত রাসূলের উপর। আর আল্লাহ তার ছাহাবীদের উপর, তার

স্ত্রীদের উপর এবং তার বংশধরের সবার উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর আল্লাহ রহমত বর্ষিত হোক যারা তাদের অনুসরণ করেছেন। অতঃপর- (আপাতত দেখা বন্ধ। পরে আবার দেখতে হবে)

আহলে সুন্নাত অর্থাৎ আহলেহাদীছদের দাবী হল যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ছলাত শুরু করতেন তখন রফউল ইদায়েন করতেন। আর যখন রুকূ'র জন্য তাকবীর বলতেন তখন রফউল ইদায়েন করতেন। আর যখন রুকূ' হতে উঠতেন, সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ- বলতেন তখন রফউল ইদায়েন করতেন।

আর এর উপরই সকল আহলেহাদীছের আমল আছে (আল-হামদুলিল্লাহ)।

এই দাবীর দলীলের জন্য দেখুন : ছহীহ বুখারী (হা/৭৩৬, আরবী ইবারত হবে এখানে)।

'আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীছ' এবং 'ইমামুদ দুনিয়া ফিল ফিক্বহিল হাদীছ' ইমাম বুখারী (মৃঃ ২৫৬ হিঃ) রফউল ইদায়েনের প্রমাণের এবং সংরক্ষণের জন্য স্বীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'জুযউ রফইল ইদায়েন' লিখেছেন।

সতর্কীকরণ : এই দাবী প্রতিটি (যেমন এক রাকআতের বিতর ছলাত, দু' রাকআতের ফজর ছলাত, তিন রাকাতের মাগরিব ছলাত, চার রাকআতের যোহর, আছর ও এশার ছলাত। আর রাতের ছলাত এবং অন্যান্য সকল) ছলাতের উপর সংযোজন এবং অব্যাহত ও চালু আছে।

উল্লিখিত তিনটি স্থান ব্যতীত যে স্থানের উপর (যেমন- চার রাকআত ছালাতে দু' রাকআত পড়ার পর উঠে) রফউল ইদায়েন

প্রমাণিত আছে। তো এর উপর্ও আমল করতে হবে। আর যে স্থানের উপর রফউল ইদায়েন প্রমাণিত নেই কিংবা তার স্পষ্ট এবং ছহীহ নিষেধাজ্ঞা বিদ্যমান; তো সেখানে রফউল ইদায়েন করতে হবে না।

এই ভূমিকার পর আরয হল যে, আছিফ আহমাদ দেওবন্দী হায়াতী 'সুন্নাতে রাসূল ছাক্বালাইন (ছাঃ) ফী তারকি রফউল ইদায়েন' রফউল ইদায়েন বর্জন করার উপর ৩২৭টি ছহীহ হাদীছ ও আছারের সংকলন লিখে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। আর একে কোন এক দেওবন্দী 'মুফতী' মুহাম্মাদ হাসান (?) 'পছন্দ করেছেন'।

ফায়েদা : দেওবন্দপন্থী, ব্রেলভীপন্থী এবং হানাফীদের নিকটে গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ 'ফাতাওয়া আলমগীরী'-তে লিখা হয়েছে যে, ফক্বীহদের এর উপর ইজমা আছে যে, মুফতীকে মুজতাহিদ হওয়া ওয়াজিব (যরূরী) (আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিইয়া,৩/৩০৮)।

অর্থাৎ মুফতী হওয়ার জন্য মুজতাহিদ হওয়া যরূরী। আর আমীন উকাড়বী দেওবন্দী পরিষ্কার লিখেছেন, 'খায়রুল কুরূনের পরে ইজতিহাদের রাস্তাও বন্ধ হয়ে গেছে। এখন স্রেফ এবং স্রেফ তাক্বলীদ অবশিষ্ট থেকে গিয়েছে' (দ্রঃ আল-কালামুল মুফীদ কী তাক্বরীয,পৃঃ ; তাজাল্লিয়াতে ছফদর ৩/৪১২)।

তাজাল্লিয়াতে ছফদরে এই কথাও আছে যে, এখন ইজহিদের রাস্ত া এমনভাবে বন্ধ হয়ে গেছে যে, যদি আজ কেউ ইজতিহারে দাবী করে তবে তার দাবী তার মুখে মারতে হবে' (৫/৪৪)।

প্রমাণিত হল যে, কোন দেওবন্দী-ই মুফতী নয়। কেননা কোন দেওবন্দীই মুজতাহিদ নয়। সুতরাং দেওবন্দপন্থীদের নিজের জন্য মুফতী উপাধী ব্যবহার আদৌ করা উচিৎ নয়।

আছিফ ছাহেবের আব্দুল গাফফার... দেওবন্দী লিখেছেন, জনাব যুবাইর আলী যাঈ...তো নাম সর্বস্ব আহলেহাদীছ হওয়ার দাবী ও আমল পরিপূর্ণ লিখেন নি। কেননা গায়ের মুক্বালিগণ চার রাকআত ছালাতে চারটি স্থানে রফউল ইদায়েন করে। যা দশবার হচ্ছে। আর আলী যাঈ... তিন স্থানের উল্লেখ করেছেন এখানে। আর চতুর্থ স্থান ... এর রফউল ইদায়েনের স্বীয় দাবী ও আমলকে এই স্থানের উপর উলেখ না করা আশ্চর্জনক শিশুসুলভ কাজ। এটা বেহুশ হওয়ার দলীল (আছিফ কী কিতাব পৃঃ ১৬)।

আরয রইল যে, প্রত্যেক ছলাত চার রাকআত বিশিষ্ট হয় না। বরং ফজর ছলাতের দু' রাকআত, মাগরিব ছলাতের তিন রাকআত, বিতরের ছলাত এক রাকআতও হয়ে থাকে। সুতরাং উকাড়বীর অন্ধ তাক্বলীদের মধ্যে চার রাকআতের শ্লোগান লাগানো কোন্ ধরণের কাজ এবং কি হওয়ার দলীল?!

দেওবন্দপন্থীদের মধ্য হতে আছিফী হযরতগণ ফজরের চার রাকআত পড়েন কি? আর যদি না পড়েন তবে এই অভিযোগের কোন ওযন নেই। আমাদের দাবী ও আমাদের আমল আমাদের প্রত্যেক ছলাতের উপর ফিট রয়েছে। আল-হামদুল্লিাহ।

আছিফ ছাহেব আব্দুল গাফ্ফার দেওবন্দীর গ্রন্থে প্রথম হাদীছ 'প্রথম অবস্থা সিজদাসমূহের রফউল ইদায়েদেনের প্রমাণ'-এর শিরোনাম দ্বারা ত্বাহাবীর শরহে মুশকিলিল আছার' (২/২০,হা/২৪) প্রকাশ করেছেন। ইরাক্বীর 'ত্বরহুত তাক্বরীব'-এর

বরাতও দিয়েছেন। এবং ইবনুল ক্বাত্বান (আল-ফাসী আল-মাগরেবী) হতে এর 'ছহীহ' হওয়াও বর্ণনা করেছেন (পৃঃ ১৭)।

আছিফ ছাহেবের ... পেশকৃত এই রেওয়ায়াতটি শায।

১. স্বয়ং ত্বাহাবী হানাফী লিখেছেন, আর এই বর্ণনাটি নাফে হতে বর্ণিত। (এটা) শাযও ছিল। যা উবায়দুলাহ বর্ণনা করেছেন (শরহে মুশকিলিল আছার হা/৫৮৩১, ১৫/৪৭; তুহফাতুল আখইয়ার হা/২৪, ২/২০)।

এই সমালোচনাটি আছিফ ছাহেব গোপন করেছেন।

যে রেওয়ায়াতের মুহাদ্দিছে কেরাম হতে ঐক্যমতরূপে কিংবা উছূলে হাদীছের আলোকে শায হওয়া প্রমাণিত হয়ে যায়। উক্ত রেওয়ায়াতটি প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায় (যেমন-দেখুন : তায়সীরু মুছত্বলাহাতিল হাদীছ পৃঃ ১১৯)।

দেওবন্দপন্থীদের পছন্দনীয় গ্রন্থ 'উলূমুল হাদীছ'-এ মুহাম্মাদ উবায়দুল্লাহ আল-আস'আদী লিখেছেন, 'শায হল প্রত্যাখ্যাত। আর 'মাহফূয' হল গ্রহণযোগ্য' (পৃঃ ১৯০)।

এই গ্রন্থে হাবীবুর রহমান আযামী দেওবন্দীর সম্পাদনা ও ভূমিকা আছে। উপরন্তু আব্দুর রশীদ নুমানী দেওবন্দীও এর সমর্থন করেছেন।

মুহাম্মাদ ইউসুফ লুধিয়ানবী একটি দেওবন্দী উছূল লিখেছেন, এই কারণগুলিকে সামনে রেখে প্রমাণিত সুন্নাত সেটাই যার উপর ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ও তাবেঈনদের (রহঃ) তাআমুল ছিল। আর যে বর্ণনাটি তাদের তাআমুলের বিরোধী সেটা হয় মানসূখ বলা হবে অথবা তাতে তাবীল করা যরূরী হয়ে যাবে। এমন বর্ণনা যা সালাফদের তাআমুলের বিরোধী; প্রথমেই সেটাকে শায হিসাবে

গণ্য করা হত। আর যেভাবে পরবর্তী মুহাদ্দিছগণের পরিভাষায় শায বর্ণনা দলীল নয় সেভাবেই পূর্ববর্তীদের নিকটে এমন শায বর্ণনাসমূহ দলীল হত না (ইখতিলাফে উম্মাত আওর ছিরাতে মুসতাক্বীম ২/৩২, অন্য সংস্করণ পৃঃ ৪৩)।

আমীন উকাড়বী দেওবন্দী একটি হাদীছ সম্পর্কে লিখেছেন, হাদীছের বিশুদ্ধতার জন্য স্রেফ রাবীদের ছিক্বাহ হওয়া যথেষ্ট নয়। বরং শুযূয ও ইলাতের দ্বারা সালামাতীও র্শত। এই হাদীছের দুর্বলতার ভিত্তিতে দুটি দিক রয়েছে- ১. এই বর্ণনাটি শায। এমন হাদীছ আমলযোগ্য হয় না (তাজাল্লিয়াতে ছফদর ২/১৭৫)।

উকাড়বী আরো লিখেছেন, মাযহাবে হানাফী, যা যাহেরে রেওয়ায়াত, যার উপর প্রতিটি স্থানে তার বিরুদ্ধে শায রেওয়ায়াত করেছেন। এটা এমনই যেমনটা ঈসাঈ, ইহূদী, রাফেযী মুতাওয়াতির কুরআনে পাক সম্পর্কে ওয়াসওয়াসা দেওয়ার জন্য শায ক্বিরাআত দ্বারা কুরআনের বিকৃতি প্রমাণিত করে সাধারণ মুসলিম জনতার অন্তরে ওয়াসওয়াসা নিক্ষেপ করে (তাজাল্লিয়াতে ছফদর ৫/১৯১)।

এই বরাত হতে প্রকাশ আছে যে, 'আমীন উকাড়বীর নিকটে' আছিফ লাহোরী দেওবন্দী খৃস্টান, ইহুদী ও রাফেযীদের মত দলীল গ্রহণ করে

ইসলামপন্থীদের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়ার জন্য শায রেওয়ায়াত পেশ করেছেন। 'আর শায বর্ণনাগুলিকে গ্রহণ করা স্বীয় মিশন বানিয়ে নিয়েছেন' (দেখুন : তাজাল্লিয়াতে ছফদর ৫/১২২)।

আমীন উকাড়বী স্বীয় মর্জির বিরুদ্ধে একটি রেওয়ায়াত সম্পর্কে লিখেছেন, তো ঐ রেওয়ায়াতটি ছিক্বাহ রাবীদের বিরোধীতা

করার কারণে স্বয়ং শায এবং প্রত্যাখ্যাত হয়েছে (তাজাল্লিয়াতে ছফদর ২/৩৮১)।

সরফরায খান ছফদর দেওবন্দী গাখড়ুবী স্বীয় মর্জির বিরোধী একটি ইবারত সম্পর্কে বলেছেন, যখন সার্বজনীন ও প্রচলিত কপিগুলিতে এই ইবারতটি নেই তখন শায ও অপ্রকাশিত কপিগুলির কি গ্রহণযোগ্যতা থাকতে পারে? (খাযায়েনুস সুনান পৃঃ ৩৪৭, ২য় ভাগ পৃঃ ৯৭)।

ইংরেজদের আমলে (১৮৫৭ইং- এর পরে) জন্ম লাভকারী দেওবন্দী ফেরক্বার আশ্চর্যতম পদ্ধতি আছে যে, (তারা) ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমের মুত্তাফাক্ব আলাইহ-এর হাদীছগুলির মোকাবেলায় শায, মুদাল্লাস, যঈফ এবং প্রত্যাখ্যাত রেওয়ায়াতসমূহ পেশ করেন। আর যখন নিজের পক্ষে আসে তখন শায-কে বাঁচাতে শুরু করেন।

২. হাফেয ইরাক্বী এই রেওয়ায়াতের পরে লিখেছেন, আর ত্বাহাবী উল্লেখ করেছেন যে, এই রেওয়ায়াতটি হল শায। এবং ইবনুল ক্বাত্বান একে ছহীহ বলেছেন (ত্বরহুত তাছরীব ফী শারহিত তাক্বরীব ২/২৬৩)।

এই সমালাচেনাকেও আছিফ ছাহেব গোপন করেছেন।

(৩) হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী লিখেছেন, 'এই রেওয়ায়াতটি শায' (ফাৎহুল বারী ২/২২৩, হা/৭৩৯-এর অধীনে)।

সপ্তম হিজরী শতকের ইবনুল ক্বাত্বান আল-ফাসী (মৃঃ ৬২৮ হিঃ) এই রেওয়ায়াতকে স্পষ্টরূপে 'ছহীহ' লিখেন নি। কিন্তু 'ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর এবং মালেক বিন হুয়ায়রেছ এর হাদীছে

রফউল ইদায়েন-এর হাদীছ ছহীহ প্রমাণিত হয়েছে’ লিখেছেন (বায়ানুল ওয়াহিম ওয়াল ঈহাম ৫/৬১২)।

এই ইবারতে ইবনুল ক্বাত্ত্বানের তিনটি ভুল হয়েছে-

১. সাইয়েদুনা ইবনে আব্বাসের প্রতি সম্বন্ধিত এই হাদীছে আবূ সাহল নাযর বিন কাছীর আল-আযদী আল-আবেদ যঈফ রাবী (দেখুন : তাক্বরীবুত তাহযীব, জীবনী ক্রমিক নং ৭১৪৭; রিজালের গ্রন্থসমূহ)।

২. ত্বাহাবীর রেওয়ায়াতটি ত্বাহাবীর কথানুসারে শায। আর উছূলে হাদীছের প্রসিদ্ধ মাসআলা আছে যে, ‘শায’ বর্ণনা যঈফ হয়ে থাকে। সুতরাং এই রেওয়ায়াতটি কিভাবে ছহীহ হতে পারে?!

৩. সাইয়েদুনা মালেক ইবনুল হুয়ায়রেছ (রাঃ)-এর প্রতি সম্বন্ধিত রেওয়ায়াতে ক্বাতাদা নামক মুদাল্লিস রাবী আছেন। আর রেওয়ায়াতটি আন দ্বারা রয়েছে। উছূলে হাদীছের প্রসিদ্ধ মাসআলা আছে যে, গায়ের ছহীহায়েন এ মুদাল্লিসের আন সম্বলিত রেওয়ায়াত যঈফ হয়ে থাকে (যেমন- দেখুন : সরফরায খান ছফদর দেওবন্দীর দাফাইনুস সুনান মুক্বাদ্দামা খাযায়েনুস সুনান পৃঃ ১)।

সতর্কীকরণ : ইবনুল ক্বাত্ত্বান ক্বাতাদার উপরোল্লিখিত বর্ণনাতে তার ছাত্র শুবাকে প্রকাশ করেছেন। অথচ মুহাম্মাদ ইউসূফ বানূরী দেওবন্দী পরষ্কার লিখেছেন, হিন্দ (ও পাকিস্তানে) প্রকাশিত নাসাঈর কপিতে ‘সাঈদ ক্বাতাদা হতে’ -এর পরিবর্তে ‘শুবা ক্বাতাদা হতে’- মুদ্রিত হয়ে গেছে। আর এটা তাছহীফ তথা ভুল। আমাদের উস্তাদও (আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী দেওবন্দী) নায়লুল

ফারক্বাদাইন গ্রন্থে এর স্পষ্টতা (ব্যক্ত) করেছেন (বানূরী, মাআরিফুস সুনান ২/৪৫৬)।

আছিফ ছাহেব ত্বাহাবীর যেই কপির উদ্ধৃতি দিয়েছেন- তার টীকাতেও লেখা হয়েছে যে, এর রাবীগণ ছিক্বাহ। কিন্তু এই রেওয়াতটি শায। যেমনটি ত্বাহাবী অচিরেই উল্লেখ করবেন (তুহফাতুল আখইয়ার ২/২০, হা/২৪-এর অধীনে)।

ঘোষণা স্বরূপ ও আলেম এবং সাধারণ মানুষের অবগতির জন্য নিবেদন হল যে, সিজদার সময়, সিজদা করার সময় ও সিজদা হতে উঠার সময় সিজদারত অবস্থায় রফউল ইদায়েন করা (নবী ছাঃ হতে) প্রমাণিত নেই (দলীসমূহের জন্য দেখুন : আমার গ্রন্থ নূরুল আয়নাইন পৃঃ ১৮৯-১৯৪)।

সিজদায় রফউল ইদায়েন-এর যঈফ ও অস্পষ্ট রেওয়ায়াতের মোকাবেলায় ছহীহ বুখারীতে লিখা হয়েছে যে, ‘তিনি এমনটি সেজদায় করতেন না’ (হা/৭৩৫)।

আছিফ দেওবন্দীর বুখারী ও মুসলিমের রাবীদের উপর গায়ের মুক্বাল্লিদীন কী জারহ’-এর শিরোনাম লিখে নিম্নোক্ত নামগুলি উল্লেখ করেছেন- সুফিয়ান ছাওরী, ক্বাতাদা, সাঈদ বিন আবী আরূবাহ, ইয়াযীদ আবী যিয়াদ, হুমাইদ আত-ত্বাবীল, আবুয যুবায়ের আল-মাক্কী, ইবরাহীম, আবূ বকর বিন আইয়াশ, ইসমাঈল বিন আবী খালেদ, হাকাম বিন উতায়বাহ এবং হাফছ বিন গিয়াছ (আছিফের গ্রন্থ পৃঃ ২৩-২৫)।

উপরোল্লিখিত রাবীদের মধ্য হতে আবূ বকর বিন আইয়াশ লেখকের দ্বিতীয় তাহক্বীক্বে সত্যবাদী ও হাসানুল হাদীছ ছিলেন। আর ছহীহ মুসলিমে মুতাবাআত এবং শাহেদসমূহের রাবী ইয়াযীদ

বিন আবী যিয়াদ আবশ্যিকরূপে জমহুর মুহাদ্দিছগণের নিকেটে যঈফ (দ্রঃ নূরুল আয়নাইন পৃঃ ১৬৮-১৭০)।

অবশিষ্ট রাবীদের ছিক্বাহ এবং সত্যবাদী হওয়ার পর মুদাল্লিস হওয়া বুখারী এবং মুসলিমের রাবীদের উপর সমালোচনা আরোপ নয়।

এখন এর অন্য দিক নিয়ে আলোচনা পেশ করা হল-

(১) সরফরায খান ছফদর দেওবন্দী ছহীহায়েনের প্রধান রাবী ইমাম আবূ ক্বিলাবাহ আশ-শামী (রহঃ)-এর সম্পর্কে 'গযবের মুদাল্লিস' লিখেছেন (আহসানুল কালাম ২/১১৪, অন্য সংস্করণ ২/১২৭)।

সুফিয়ান ছাওরী সম্পর্কে 'তাক্বরীব'-এর বরাতে 'কখনো কখনো তাদলীস করতেন'-বাক্যটি লিখেছেন (খাযায়েনুস সুনান ২/৭৭)।

আমীন উকাড়বী দেওবন্দী সুফিয়ান ছাওরীকে মুদাল্লিস লিখেছেন (তাজালিস্নয়াতে ছফদর,৫/৪৭০, উক্তি নং ৮৭)।

(২-৩) আমীন উকাড়বী একটি রেওয়ায়াত সম্পর্কে লিখেছেন, প্রথমত এই সনদটি অত্যন্ত যঈফ। কেননা সনদে সাঈদ বিন আবী আরূবাহ 'মুখত্বালাত্ব ফীহ' এবং ক্বাতাদা হলেন মুদাল্লিস। না তাহদীছ প্রমাণিত আছে আর না মুতাবাআত (উকাড়বী, জুযউ রফ'ইল ইদায়েন, অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা হা/২৯-৩১, পৃঃ ২৮৯)।

(৪) সরফরায খান ছফদরের উস্তাদ আব্দুল ক্বাদীর দেওবন্দী হাযরভী লিখেছেন, 'হযরত যুহরী মুদাল্লিস রাবী' (তাদক্বীকুল কালাম ২/১৩১)।

আমীন উকাড়বী বলেছেন, 'ইবনু শিহাব মুদাল্লিস। আর আন দ্বারা বর্ণনা করছেন' (ফুতূহাতে ছফদর ২/২৫৬)।

আমীন উকাড়বী একটি রেওয়ায়াত সম্পর্কে লিখেছেন, 'এটাও ছহীহ নয়। কেননা প্রথমত, এতে যুহরীর আনআনা আছে' (আমীন উকাড়বী, জুযউল ক্বিরাআত লিল-বুখারী হা/১ পৃঃ ২১)।

(৫) ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদ যিনি ছহীহ মুসলিমের মূলনীতির রাবী নন বরং মুতাবাআত এবং শাওয়াহেদের রাবী-তার সম্পর্কে মুহাম্মাদ ইলিয়াস ফায়ছাল দেওবন্দী লিখেছেন, (ক) যায়লাঈ বলেছেন যে, এর সনদে ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদ আছেন। আর তিনি হলেন যঈফ। (খ) হাফেয ইবনে হাজার 'তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেছেন যে, (তিনি) যঈফ। বৃদ্ধ বয়সে তার অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। আর তিনি শীআ ছিলেন (নামাযে পয়গাম্বর পৃঃ ৮৫)।

এই গ্রন্থটি দেওবন্দপন্থী ও ইলিয়াস ঘুম্মানের পছন্দনীয় (দেখুন : ফেরক্বায়ে আহলেহাদীছ পাক ও হিন্দ কা তাহক্বীক্বী জায়েযাহ পৃঃ ৩৯৫)।

(৬) হুমাইদ আত-তাবীল সম্পর্কে আমীন উকাড়বী বলেছেন, 'স্রেফ হামীদ আত-ত্বাবীল একে মারফূ বর্ণনা করেন যিনি হলেন মুদাল্লিস। এবং আন দ্বারা বর্ণনা করেন (তাজাল্লিয়াতে ছফদর ২/২৭৯)।

(৭) আবুয যুবায়ের আল-মাক্কী একটি রেওয়ায়াত সম্পর্কে আমীন উকাড়বী লিখেছেন, এই হাদীছটি সনদের দিক থেকে যঈফ। কারণ আবূ যুবায়ের হলেন মুদাল্লিস। আর তিনি আন দ্বারা রেওয়ায়াত করছেন (আমীন উকাড়বী, জুযউ রফইল ইদায়েন, অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা হা/৫৬ পৃঃ ৩১৮)।

(৮) ইবরাহীম বিন ইয়াযীদ নাখাঈকে হাকেম ও সুয়ূত্বী এবং অন্যরাও মুদাল্লিস বলেছেন (দেখুন : মারিফাতু উলূমিল হাদীছ পৃঃ ১০৮; সুয়ূত্বী, আসমাউ মান উরিফা বিত-তাদলীস ক্রমিক ১)।

আব্দুল ক্বাদীর দেওবন্দী হাযরোভী হাফেয ইবনে হাজারের নিকটে ত্বাবাক্বায়ে ছানিয়ার মুদাল্লিস ইমাম সুফিয়ান বিন উয়ায়না (রহঃ) সম্পর্কে লিখেছেন, এই রেওয়ায়াতটির রাবী সুফিয়ান বিন উয়ায়নাহও মুদাল্লিস (তাদক্বীকুল কালাম ২/১৩১)।

(৯) আবূ বকর বিন আইয়াশ (রহঃ) সম্পর্কে লেখকের প্রত্যাবর্তনের ঘোষণা প্রকাশিত হয়েছে (দেখুন : নূরুল আয়নাইন পৃঃ ১৬৮-১৬৯)।

সতর্কীকরণ : ইমাম আবূ বকর বিন আইয়াশের সত্যবাদী, হাসানুল হাদীছ হওয়ার পরও তার রফউল ইদায়েন বর্জনের খাছ রেওয়ায়াতটি বাতিল ও ভুল। যেমনটি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল এবং ইমাম ইবনে মাঈন ও অন্যদের তাহক্বীক্বসমূহ দ্বারা প্রমাণিত। আর খাছ এবং স্পষ্ট দলীল আম ও অস্পষ্ট দলীলের উপর অগ্রগণ্য হয়ে থাকে।

(১০) ইমাম ইসমাঈল বিন আবী খালেদ সম্পর্কে সরফরায খান ছফদর দেওবন্দী লিখেছেন, 'আর ইনি মুদাল্লিসও' (আহসানুল কালাম ২/১৩৫ দ্বিতীয় মুদ্রণ)।

স্মর্তব্য যে, এই ইবারতটি পররবর্তী কপিসমূহতে প্রত্যাবর্তনের কোন ঘোষণা ও তওবাহ করা ব্যতীত বাদ দেওয়া হয়েছে (যেমন দেখুন : জুনের মুদ্রণ, ২০০৬ইং পৃঃ ১৪৮)।

(১১-১২) আল-হাকাম বিন উতায়বাহ এবং হাফছ বিন গিয়াছ উভয়কে সুয়ূত্বী মুদাল্লিসদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন (আসমাউ মান উরিফা বিত-তাদলীস ক্রমিক ১৪, ১৫)।

সতর্কীকরণ : দেওবন্দপন্থীদের নিকটে সুয়ূত্বীর অত্যন্ত বড় মর্যাদা রয়েছে। বরং 'ক্বাফেলায়ে বাতিল' এ 'ইমাম সুয়ূত্বী' লেখা হয়েছে (খন্ড-৫, সংখ্যা-৩ পৃঃ ২২, জুলাই হতে সেপ্টেম্বর ২০১১, খন্ড ৫, সংখ্যা ৪ পৃঃ ৩৩, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১১ইং)।

মুহাদ্দিছগণ ও তাক্বলীদপন্থীদের পূর্বোক্ত বরাতসমূহ থাকা সত্ত্বেও আছিফ ছাহেবের এটা বলা, 'বুখারী ও মুসলিমের রাবী পার গায়ের মুক্বাল্লিদীন কী জারহ'-কোন অর্থ রাখে না। আর তাদলীসের অভিযোগ রাবীর সত্তা ও ন্যায়-পরায়ণতার উপর জারহ নয়। বরং তার মুআনআন রেওয়ায়াতের উপর সমালোচনা হয়ে থাকে। শর্ত হল, এই রেওয়ায়াতটি ছহীহায়নের মধ্যে যেন না থাকে। আর তার মোকাবেলায় কোন খাছ দলীল যেন না থাকে।

আছিফ ছাহেবের আত্মীয় ও আহলে দেওবন্দদের উচিৎ দ্বিমুখীতা বর্জন করা।

আছিফ লাহোরী দেওবন্দীর আত্মীয় আব্দুল গাফ্ফার দেওবন্দী কোন ছহীহ সনদ ছাড়াই লিখেছেন যে, 'তাকবীরে তাহরীমার পর রফউল ইদায়েন বর্জনের উপর ১৫০০-এরও অধিক ছাহাবী আমল করতেন' (পৃঃ ২৫)।

এর জবাব এই যে, আছিফের এই কথাটি একেবারেই মিথ্যা। আর এর মোকাবেলায় ইমাম বুখারীর ঘোষণা নিম্নরূপ-কোন ছাহাবী হতেও রফউল ইদায়েন বর্জন করা প্রমাণিত নেই (জুযউ রফইল ইদায়েন হা/৪০, ৭৬; নববী, আল-মাজমূ ৩/৪০৫)।

আছিফ লাহোরী দেওবন্দীর পেশকৃত রেওয়াতসমূহের তাহক্বীক্বী পর্যালোচনা

এখন উপরোল্লিখিত গ্রন্থে আছিফ লাহোরী দেওবন্দীর '৩২৭ ছহীহ আহাদীছ ওয়া আছার'-এর তাহক্বীক্বী পর্যালোচনা পেশ করা হল।-

(১) সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) : হাদীছ নং ১ থেকে ১৪ পর্যন্ত সনদে সুফিয়ান ছাওরী মুদাল্লিস আছেন এবং আন দ্বারা রেওয়ায়াত করেছেন (জবাবের জন্য দেখুন : নূরুল আয়নাইন পৃঃ ১২৯, ১৩৯)।

১৫ নং থেকে সুফিয়ান ছাওরীর সূত্র (লেখক বা কম্পোজকারীর ভুলের কারণে) থেকে গিয়েছে (দেখুন : মুসনাদুল ইমাম আহমাদ হা/৩৬৮১, ১/৩৮৮, অন্য সংস্করণ ৬/২০৩)।

১৬ নং থেকে ২২ পর্যন্ত রফউল ইদায়েন বর্জনের নাম ও নিশানা পযন্ত নেই।

২০ নং হতে ২২ পর্যন্ত (সনদের মাঝে) তিনজন মিথ্যুক রাবী আছেন-আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন ইয়াকূব আল-হারিছী, মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম বিন যিয়াদ আর-রাযী এবং সুলায়মান আশ-শাযাকূনী আছেন। হারিছীর জন্য দেখুন : মীযানুল ইতিদাল (২/৪৯৬, অন্য সংস্করণ ৪/১৮৯), লিসানুল মীযান (৩/৩৪৮, ৩৪৯) এবং আমার প্রবন্ধ : 'আবূ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন ইয়াকূব আল-হারিছী আল-বুখারী এবং মুহাদ্দিছগণের সমালোচনা'।

মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম বিন যিয়াদ এর জন্য দেখুন : দারাকুৎনীর আয-যুআফাউল মাতরূকীন (নং ৪৮৭) ও লিসানুল মীযান (৫/২২, অন্য সংস্করণ ৫/৬১৬)।

২৩ নং হতে ৪১ পর্যন্ত রফউল ইদায়েনের বর্জনের নাম-নিশানা পর্যন্ত নেই। বরং অনুল্লেখ আছে। আর দেওবন্দ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ ক্বাসেম নানূতূবী ছাহেব লিখেছেন, জনাব মৌলভী ছাহেব মাকূলাতের উপর এত অসংখ্য জবাব আছে যে, অবগত না থাকা বা অনুল্লেখ থাকা কোন বস্তুর অস্তিত্বহীন হওয়ার উপর প্রমাণ নির্দেশ করে না (হাদিয়াতুশ শীআ পৃঃ ২০০)।

এই ইবারতে 'উল্লেখ না হওয়া অস্তিত্বহীন হওয়ার দলীল নয়'-এর শিরোনাম লিখা হয়েছে। আছিফ লাহোরীর অনুল্লেখ সম্বলিত রেওয়ায়াতের অনুবাদে স্বীয় পক্ষ হতে বন্ধনীর মাঝে (স্রেফ ও এর মর্মের ইবারতটি) বৃদ্ধি করা স্পষ্ট বিকৃতি ও মিথ্যা বর্ণনা।

সতর্কীকরণ : যদি অনুল্লেখ দ্বারা অনুল্লেখ দ্বারা অস্তিত্ব না থাকার উপর এখানে দলীল গ্রহণ করা যায় তবে এই লোকদের তাকবীরে তাহরীমার রফউল ইদায়েনও খতম হয়ে যায়। আর বিতরের রফউল ইদায়েনও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। অথচ সকল সকল দেওবন্দপন্থী তাকবীরে তাহরীমা ও বিতরের রফউল ইদায়েনের প্রবক্তা ও আমলকারী।

(২) সাইয়েদুনা বারা বিন আযেব (রাঃ) : ৪২, ৪৪, ৪৫, ৪৭, ৫১, ৫৪, ৫৭, ৭০, ৭২, ৭৩ নং এর মধ্যে মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবী লায়লা জমহুর বিদ্বানগণের নিকটে যঈফ রাবী (দেখুন : ফায়যুল বারী ৩/১৬৮)।

৪৩, ৪৮, ৫০, ৫২, ৫৩, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৬৯, ৭১, ৭৪-৮১ নং এর মাঝে ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদ জমহুর বিদ্বানগণের নিকটে যঈফ (দেখুন : বূছীরী, যাওয়ায়েদ ইবনে মাজাহ হা/২১১৬)।

আর ৪৬ নং এ লেখক আবূ নু'আইমের হতে শুরু করে ইমাম আবূ হানীফা পর্যন্ত সকল রাবী (যেমন বকর বিন মুহাম্মাদ আল-হিবাল ও আলী বিন মুহাম্মাদ বিন রওহ এবং অন্যরা) মাজহূল রাবী। তাদের ছিক্বাহ হওয়া আদৌ প্রতিভাত নয় (দেখুন : মুলতাক্বা আহলেহাদীছ সংখ্যা ৪, ১/৯২৬; তাহক্বীক্বী মাক্বালাত ৩/১২৩)।

আছিফের উপরোল্লিখিত রেওয়াতসমূহ হতে একটি রেওয়ায়াতও প্রমাণিত নেই।

সতর্কীকরণ : ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদ (যঈফ রাবী)-এর অন্য রেওয়ায়াতে ছলাতের শুরুতে, রুকূ'র আগে ও রুকূ'র পরে মাথা উঠানোর (অর্থাৎ তিনটি স্থানে) উপর রফউল ইদায়েনের উল্লেখ ও প্রমাণ বিদ্যমান। আর ইয়াযীদ পর্যন্ত সনদটি হাসান লি-যাতিহি (দেখুন : বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা ২/৭৭)।

ইবরাহীম বিন বাশ্শার (রহঃ) জমহুর মুহাদ্দিছদের নিকটে ছিক্বাহ হওয়ার কারণে সত্যবাদী, হাসানুল হাদীছ রাবী ছিলেন। আইনী হানাফী ইবরাহীম বিন বাশ্শারের বর্ণনাকৃত একটি রেওয়ায়াত সম্পর্কে 'এর সনদ ছহীহ' লিখেছেন (নুখাবুল আফকার ১/৪৭৫)। আর অন্য রেওয়ায়াতের তাহক্বীক্বে 'এর রাবীগণ ছিক্বাহ' লিখে ইবরাহীম বিন বাশশারকে ছিক্বাহ বলেছেন (দেখুন : নুখাবুল আফকার ১/৪৭৮, ৪৭৯)।

আছিফ ছাহেবের এটা উচিৎ ছিল যে, তিনি ইবরাহীম বিন বাশ্শারের এই রেওয়ায়াতটিও উল্লেখ করতেন। নতুবা তার এই কাজ ও পদ্ধতি যদি খেয়ানত ও হক গোপন করা ন হয় তবে আর কি হতে পারে?

(৩) সাইয়েদুনা আবূ বকর (রাঃ) এবং সাইয়েদুনা ওমর (রাঃ) : এই অনুচ্ছেদে সকল আছিফী রেওয়ায়াতগুলির সনদগুলির (নং ৮২ হতে ৮৮ পর্যন্ত) মধ্যে মুহাম্মাদ বিন জাবের রাবী আছেন। যার সম্পর্কে হাফেয হায়ছামী লিখেছেন, আর তিনি জমহুর বিদ্বানগণের নিকটে যঈফ (মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৫/১৯১)।

এর মোকাবেলায় সাইয়েদুনা আবূ বকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) হতে মারফূ' ও মাওকূফরূপে (উভয় সনদে) ছলাতের শুরুতে, রুকূ'র আগে ও রুকূ'র পরে রফউল ইদায়েন প্রমাণিত আছে (দেখুন : বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা ২/৭৩, সনদ ছহীহ)।

সাইয়েদুনা (রাঃ) হতেও মাওকূফ ও মারফূ'রূপে (উভয় সনদে) ছলাতের শুরুতে, রুকূ'র আগে ও পরে রফউল ইদায়েন প্রমাণিত (ইবনে সাইয়েদুন নাস, আন-নাফহুশ শাযী শরহে সুনানে তিরমিযী ৪/৩৯০; নূরুল আইনাইন পৃঃ ১৯৫০-২০৪)।

দেওবন্দপন্থীরা সাধারণত এই হাদীছ বর্ণনা করার এই পদ্ধতি অনুসরণ করে যে, তারা ইখতিলাফী মাসায়েলসমূহে ছহীহ, হাসান ও স্পষ্ট রেওয়ায়াতসমূহ বর্জন করে যঈফ, প্রত্যাখ্যাত ও অস্পষ্ট রেওয়াতসমূহ পেশ করে থাকেন।

(৪) ৮৯ নং হতে ৯৫ নং এর মধ্যে মুসনাদে হুমায়দী ও মুসনাদে আবী আওয়ানাহর রেওয়ায়াতসমূহ পেশ করা হয়েছে। যেগুলির

বিকৃত ও ভুল হওয়া নূরুল আয়নাইনে অকাট্য দলীলসমূহের দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে (দ্রঃ পৃঃ ৬৮-৮১)।

৯৬ নং এর রেওয়ায়াতটি শায (অর্থাৎ মুনকার) ও মাওযূ (দ্রঃ নূরুল আইনাইন পৃঃ ২০৫-২১১)।

৯৭ হতে ১০২ পর্যন্ত রফউল ইদায়েন বর্জনের নাম-নিশানাও নেই। বরং স্রেফ অনুল্লেখ রয়েছে।

এর বিপরীতে সাইয়েদুনা ইবনে উমর (রাঃ) ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমে মারফূ‘রূপে ও ছহীহ বুখারী, সুনানে আবী দাউদ ও জুযউ রফইল ইদায়েন ইত্যাদি গ্রন্থগুলিতে মাওকূফরূপে রুকূ‘র আগে ও পরে রফউল ইদায়েন প্রমাণিত আছে (বিস্তারিত’র জন্য দেখুন : নূরুল আয়নাইন পৃঃ ৬৪, ৯২)।

বরং সাইয়েদুনা ইবনে উমর (রাঃ) ঐ ব্যক্তিকে কংকর দ্বারা মারতেন যে রুকূ‘র আগে ও পরে রফ‘উল ইদায়েন করত না (দেখুন : জুযউ রফইল ইদায়েন হা/১৫, শব্দগুলি তার; আত-তামহীদ ৯/২২৪, সংক্ষেপিত)।

(৫) সাইয়েদুনা আবূ হুমাইদ আস-সায়িদী (রাঃ) : ১০৩ হতে ১৩০ পর্যন্ত রফ‘উল ইদায়েনের নাম ও নিশানা পর্যন্ত নেই। বরং অনুল্লেখ রয়েছে। আছিফ ছাহেব অনুবাদে খেয়ানত করতে গিয়ে বন্ধনীর মাঝে নিজের পক্ষ হতে (তখন রফউল ইদায়েন করতেন না) লিখে দিয়েছেন। যা স্পষ্ট প্রতারণা। বরং অন্ধকারাচ্ছন্ন মিথ্যাচার।

এর মোকাবেলায় সাইয়েদুনা আবূ হুমায়েদ (রাঃ) এর মারফূ‘ হাদীছে চারস্থানের উপর রফউল ইদায়েনের উল্লেখ আছে। (১) ছালাতের শুরুতে। (২) রুকূ‘র আগে। (৩) রুকূ‘র পরে

সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলার সময়। (৪) দু’ রাক‘আত পড়ার পর উঠে রফউল ইদায়েন করা (দেখুন : সুনানে তিরমিযী হা/৩০৪, তিনি বলেছেন, এই হাদীছটি হাসান ছহীহ; একে ইবনে হিব্বান ছহীহ, ইবনুল জারূদ প্রমুখ ছহীহ বলেছেন, নূরুল আইনাইন পৃঃ ১০৪)।

(৬) সাইয়েদুনা আবূ হুরায়রা (রাঃ) : ১৩১ হতে ১৮৩ নং এর মধ্যে রুকূ‘র আগে ও পরে রফউল ইদায়েন বর্জনের নাম-নিশানা নেই। বরং অনুল্লেখ রয়েছে (উপরন্তু দেখুন : পূর্বোক্ত উক্তি ৫)।

এর মোকাবেলায় সাইয়েদুনা আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে তিন স্থানের উপর রফউল ইদায়েন প্রমাণিত আছে। তাকবীরে তাহরীমার সময়, রুকূ‘র সময় ও রুকূ‘ হতে উঠার পর (জুযউ রফইল ইদায়েন হা/২২, এর সনদ ছহীহ)।

(৭) সাইয়েদুনা জাবের বিন সামুরা (রাঃ) : ১৮৪ নং হতে ২১০-তে রুকূ‘র আগে ও পরে স্পষ্টতার সাথে রফউল ইদায়েন বর্জনের নাম-নিশানাই নেই। বরং অনুল্লেখ আছে। আর উপরোল্লিখিত হাদীছের সম্পর্ক বসার মধ্যে তাশাহহুদের ইশারার সাথে রয়েছে। যার উপর এখনোও শীআ ও রাফেযীরা আমল করেন (বিস্তারিতের জন্য দেখুন : জুযউ রফইল ইদায়েন হা/৩৭; নূরুল আইনাইন পৃঃ ১২৭)।

(৮) সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) : ২১১, ২১৪ নং এ মুহাম্মাদ বিন আবী লায়লা নামক যঈফ রাবী আছেন (দ্রঃ পূর্বোক্ত উক্তি ৩)।

২১২ নং এ ‘حدثت’-এর কথক অজ্ঞাত রয়েছেন। আর মুসলিম বিন খালেদ জমহুর বিদ্বানগণের নিকটে যঈফ।

২১৩, ২১৫ নং এ আত্বা ইবনুস সায়েব (রাবী আছেন যিনি) ‘মুখতালিত্ব’ (দ্রঃ আল-কাওয়াকিবুন নায়রাত পৃঃ ৩৩১)।

এর মোকাবেলায় এটা প্রমাণিত আছে যে, সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) রুকূ‘র আগে ও রুকূ‘র পরে রফউল ইদায়েন করতেন (মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২৪৩১, ১/২৩৫, এর সনদ হাসান; নূরুল আইনাইন পৃঃ ১৬০)।

(৯) সাইয়েদুনা ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) : ২২১ হতে ২২৫ নং এ (রফউল ইদায়েনের বিষয়টি) অনুল্লেখ আছে।

এর মোকাবেলায় ইমাম সাঈদ বিন জুবায়ের (রহঃ)-এর ঐ রেওয়ায়াতটি আছে যে, ছাহাবায়ে কেরাম ছালাতের শুরুতে, রুকূ‘র সময় ও রুকূ‘ হতে মাথা উঠানোর পরে রফ‘উল ইদায়েন করতেন (বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা ২/৭৫, এর সনদ ছহীহ)।

ছাহাবায়ে কেরামের মাঝে সাইয়েদুনা ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ)ও অন্তর্ভুক্ত। আর তার পৃথক হওয়া কোন ছহীহ বা হাসান লি-যাতিহ দলীল দ্বারা প্রমাণিত নেই। সাইয়েদুনা ওয়ায়েল-এর মারফূ হাদীছটির জন্য দেখুন : ছহীহ মুসলিম (হা/৪০১)।

(১০) সাইয়েদুনা মালেক ইবনুল হুয়ায়রেছ (রাঃ) : ২২৬, ২২৭ নং এ অনুল্লেখ রয়েছে। আর সাইয়েদুনা মালেক ইবনুল হুয়ায়রেছ (রাঃ) হতে রুকূ‘র আগে ও পরে রফ‘উল ইদায়েন মারফূ‘ ও

মওকূফরূপে-দু’ভাবে প্রমাণিত আছে (দেখুন : ছহীহ বুখারী হা/৭৩৭; ছহীহ মুসলিম হা/৩৯১)।

(১১) ইমাম সুলায়মান বিন ইয়াসার তাবেঈ (রহঃ) : এই রেওয়ায়াতটির মধ্যে (২২৮)-এ অনুল্লেখ আছে। আর এই রেওয়ায়াতটিও মুরসাল (বিচ্ছিন্ন)।

মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ-এর একটি বর্ণনা দ্বারা প্রকাশিত হয় যে, সুলায়মান বিন ইয়াসার রহিমাহুল্লাহ ছালাতের শুরুতে, রুকূর সময় ও রুকূ হতে মাথা উঠিয়ে (তিনটি স্থানেই) রফউর ইদায়েনের হাদীছও বর্ণনা করেছেন (দেখুন : হা/২৪২৯, ১/২৩৫, সুলায়মান বিন ইয়াসার রহিমাহুল্লাহ পর্যন্ত এর সনদ ছহীহ)।

(১২) সাইয়েদাহ আয়েশা (রাঃ) : ২২৯ নং হতে ২৩২ পর্যন্ত অনুল্লেখ রয়েছে।

(১৩) সাইয়েদুনা আবূ মাসঊদ আনছারী (রাঃ) : সনদসমূহ হতে দৃষ্টি সরিয়ে আরয হল যে, ২৩৩, ২৩৪-উভয় বর্ণনার মধ্যে রফউল ইদাইনের বিষয়টি অনুল্লেখ রয়েছে।

(১৪) সাইয়েদুনা আনাস বিন মালেক (রাঃ) : ২৩৫ হতে ২৪৭ পর্যন্ত সকল বর্ণনায় রফউল ইদায়েনের বর্জনের কোন নাম-নিশানাও নেই। বরং অনুল্লেখ রয়েছে।

এর মোকাবেলায় সাইয়েদুনা আনাস (রাঃ) হতে ছালাতের শুরুতে, রুকূর আগে ও রুকূর পরে (তিনটি স্থানেই) রফউল ইদায়েন করা প্রমাণিত আছে (জুযউ রফউল ইদায়েন হা/২০, সনদ ছহীহ)।

(১৫) সাইয়েদুনা আবূ মালেক আশআরী (রাঃ) : ২৪৮ হতে ২৫১ পর্যন্ত অনুল্লেখ রয়েছে। আর রুকূর আগে ও পরে রফউল ইদায়েন

বর্জনের নাম-নিশানা নেই। সুতরাং আছিফ ছাহেবের এই দলীল গ্রহণটিও ভুল।

জ্ঞাতব্য : সাইয়েদুনা আবূ মালেক আশআরী (রাঃ)-এর এই বর্ণনাটি দ্বারা পরিষ্কারভাবে যাহির হয় যে, পুরুষ ও নারীদের ছালাতের ত্বরীক্বা একই। আর ছালাতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং দেওবন্দপন্থীরা এই হাদীছের বক্তব্যেও বিরোধী।

(১৬) সাইয়েদুনা আলী (রাঃ) : সনদসমূহ হতে দৃষ্টি সরিয়ে, ২৫২ হতে ২৫৬ পর্যন্ত অনুল্লেখ রয়েছে। আর এর মোকাবেলায় সাইয়েদুনা আলী (রাঃ)-এর মারফূ হাদীছের মধ্যে ছালাতের শুরুতে, রুকূর আগে ও রুকূর পরে রফউল ইদায়েন প্রমাণিত আছে। উপরন্তু দু'রাকআত হতে উঠার পরও রফউল ইদায়েন প্রমাণিত আছে (দেখুন : সুনানে তিরমিযী হা/৩৪২৩, তিনি বলেছেন, হাদীছটি হাসান; জুযউ রফইল ইদায়েন হা/১, সনদ হাসান)।

ইমাম তিরমিযী একটি হাদীছ সম্পর্কে বলেছেন, 'যখন তিনি দু'সিজদা হতে দাড়াতেন- তার এই কথাটির উদ্দেশ্য এই যে, যখন দুরাকআত হতে উঠতেন' (সুনানে তিরমিযী হা/৩০৪, তিনি বলেছেন, 'এই হাদীছটি ছহীহ')।

(১৭) সাইয়েদুনা আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) : ২৫৭ হতে ২৬১ পর্যন্ত অনুল্লেখ রয়েছে। আর এই আছিফী বিকৃত দলীল গ্রহণের মোকাবেলায় সাইয়েদুনা আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) হতে মারফূ ও মাওকূফ -উভয়ভাবে ছালাতের শুরুতে ও রুকূর পরে রফউল ইদায়েন প্রমাণিত আছে (সুনানে দারাকুৎনী হা/১১১১, ১/২৯২, সনদ ছহীহ; নূরুল আইনাইন পৃঃ ১১৮)।

(১৮) সাইয়েদুনা জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) : আছিফ ছাহেবের পেশকৃত দুটি বর্ণনাতে (২৬২, ২৬৩ নং) অনুল্লেখ রয়েছে। আর এর মোকাবেলায় সাইয়েদুনা জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে মারফূ ও মাওকূফ উভয়ভাবে তাকবীরে তাহরীমা, রুকূর আগে ও রুকূর পরে রফউল ইদায়েন প্রমাণিত আছে (মুসনাদুস সার্রাজ হা/৯২, ১/৬২, ৬৩, সনদ হাসান, আবুয যুবাইর সামার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আল-হামদুলিল্লাহ)।

(১৯) সাইয়েদুনা আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) : ২৬৪ নং এর মধ্যে অনুল্লেখ রয়েছে। যা অস্তিত্ব না থাকার দলীল নয় (দেখুন : উক্তি নং ১)।

আছিফ ছাহেবের পেশকৃত মারফূ বর্ণনাগুলি খতম হয়ে গেল। আর এই আছিফী দলীল গ্রহণের মোকাবেলায় নিম্নোক্ত ছাহাবা হতে রফউল ইদায়েন করা মারফূ বর্ণনাসমূহের দ্বারা প্রমাণিত আছে-

১. আব্দুল্লাহ বিন ওমর। ২. মালেক ইবনুল হুয়ায়রেছ। ৩. ওয়ায়েল বিন হুজর। ৪-৮. আবূ হুমাইদ আস-সায়িদী; আবূ ক্বাতাদা, আবূ উসাইদ আস-সায়িদী, আবূ হুরায়রা ও মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ্‌র সত্যায়ন সহ। ১০. আলী বিন আবী ত্বালিব। ১১. আবূ মূসা। ১২. আবূ বকর ছিদ্দীক্ব। ১৩. আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর। ১৪. আনাস বিন মালেক। ১৫. জাবের বিন আব্দুল্লাহ আনছারী। ১৬. ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব। আল্লাহ তাঁদের সবার উপর রাযী হয়ে হোন।

এখন দেখছি যে, ছাহাবাদের আছারসমূহের মধ্যে আছিফ লাহোরী ছাহেব কি তীর ছুঁড়েছেন **(প**

(১) সাইয়েদুনা ওমর (রাঃ) : ২৬৫ নং হতে ২৬৮ নং এর মধ্যে ইবরাহীম নাখাঈ নামক মুদাল্লিস রাবী আছেন।

সুয়ূত্বী ইবরাহীম নাখাঈকে মুদাল্লিস রাবীদের মধ্যে গণ্য করেছেন (দেখুন : আসমাউ মান উরিফা বিত-তাদলীস ক্রমিক ২)।

সুয়ূত্বী (গায়ের মুক্বাল্লিদ) সম্পর্কে দেওবন্দী 'মুফতী' আব্দুল ওয়াহিদ কুরায়শী লিখেছেন, ফিক্বহে শাফেঈর মহান মুফাসসির, মুহাদ্দিছ, ফক্বীহ, ইতিহাসবীদ হলেন জালালুদ্দীন আস-সুয়ূত্বী রহিমাহুল্লাহ (মৃঃ ৯১১ হিঃ)'।

(ইলিয়াস ঘুম্মান কা রিসালাহ ক্বাফেলায়ে হক্ব, খন্ড ৫, সংখ্যা ৪, পৃঃ ৪৪, অক্টোবর হতে ডিসেম্বর ২০১১ ইং)।

এই যঈফ রেওয়ায়াতের মোকাবেলায় হাসান ও ছহীহ রেওয়ায়াতের জন্য দেখুন : আগের উক্তি ৩।

(২) সাইয়েদুনা আলী বিন আবী ত্বালিব (রাঃ) : ২৬৯ হতে ২৭০, ২৭২, ২৭৫, ২৭৬ নং পর্যন্ত (বর্ণনাগুলির) সনদে আবূ বকর নাহশালী (রয়েছেন যিনি) জমহূরের নিকটে ছিক্বাহ হওয়ার কারণে হাসানুল হাদীছ ছিলেন। কিন্তু তার এই বর্ণনাটি তার ভুল ও বিভ্রান্তি। সুতরাং এটা যঈফ (বিস্তারিতের জন্য দেখুন : নূরুল আইনাইন পৃঃ ১৬৫)।

২৭১ নং হতে ২৭৭ পর্যন্ত সনদের মধ্যে আবূ খালেদ আমর বিন খালেদ ওয়াসিত্বী নামক কাযযাব রাবী রয়েছেন (দেখুন : তাহক্বীক্বী মাক্বালাত ৩/৫১৯)।

দ্বিতীয় এই যে, এটা আহলে সুন্নাতের গ্রন্থ নয়। বরং শীআ যায়দীর গ্রন্থ।

ফায়যুল বারী গ্রন্থে যায়দ বিন আলীকে ছিক্বাহ মেনে লিখিত হয়েছে, 'স্রেফ এই যে, তার গ্রন্থে কপিকারকদের অজ্ঞাতপরিচয় হওয়ার দরূণ মুছীবত এসে গিয়েছে' (২/২৪১)।

প্রতীয়মান হয়েছে যে, আহলে দেওবন্দ-এর নিকটে মুসনাদে যায়দ নামক গ্রন্থটি প্রমাণিত নয়।

যায়দী শীআর এই মুসনাদ গ্রন্থটির মধ্যে বানোয়াট হাদীছের সাথে সাথে আশ্চর্যজনক ও গরীব হাদীছও রয়েছে। যেমন আযানের মধ্যে 'হাইয়া আলা খাইরিল আমাল' ও ছালাতের মধ্যে বিসমিল্লাহ জোরে পড়ার কথাও লিখিত আছে (পৃঃ ৮৩, ৯৩)।

আছিফ ছাহেব ও ঘুম্মান পার্টি এই কথাগুলির উপর আমল করতে কি প্রস্তুত আছেন?

২৭৩ হতে ২৭৪ পর্যন্ত ক্রমিকের মধ্যে ইবনে ফারক্বাদ শায়বানী (রয়েছেন যিনি) জমহূরের নিকটে সমালোচিত ও যঈফ রাবী। আর মুহাম্মাদ বিন আবান বিন ছালেহ জমহূরের নিকটে যঈফ রাবী।

(৩) সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) : ২৭৮ ক্রমিক হতে ২৯১ ক্রমিক পর্যন্ত সুফিয়ান ছাওরী নামক মুদাল্লিস রাবী আছেন। আর ২৯২ নং হাদীছ থেকে সুফিয়ান ছাওরীর সূত্রটি বাদ পড়েছে (দেখুন : পূর্বোক্ত উক্তি ১)।

২৯৩ ক্রমিক থেকে ২৯৫ পর্যন্ত রফউল ইদাইনের আলোচনা উল্লেখ হয়নি। আর ২৯৬ হতে ২৯৮ পর্যন্ত ক্রমিকের মধ্যে ইবরাহীম নাখাঈ রয়েছেন যিনি মুদাল্লিস রাবী। যিনি সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর জন্ম গ্রহণ করেছিলেন (দেখুন : নূরুল আইনাইন পৃঃ ১৬৬)।

জ্ঞাতব্য : ইবরাহীম নাখাঈর মুরসাল ও মুনক্বাত্বি' বর্ণনা ছহীহ নয়। বরং যঈফ হয়ে থাকে (দেখুন : শাফেঈ, আল-উম্ম ৭/২৭১, ২৭২; মীযানুল ইতিদাল ১/৭৫)।

একাধিকজনের থেকে দলীল গ্রহণকারীদের ধোঁকার জন্য দেখুন : নূরুল আইনাইন (পৃঃ ১৬৬)।

(৪) সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) : ২৯৯ ক্রমিক হতে ৩০০ ক্রমিকের মধ্যে ইমাম আবূ বকর বিন আইয়াশ রহিমাহুল্লাহ রয়েছেন। যিনি জমহূরের নিকটে ছিক্বাহ হওয়ার কারণে সত্যবাদী ও হাসানুল হাদীছ ছিলেন। কিন্তু তার বর্ণনাকৃত এই বর্ণনাটি মুহাদ্দিছদের ঐক্যমতে তার ভুল হয়েছে। সুতরাং এই বর্ণনাটি যঈফ ও প্রত্যাখ্যাত (দেখুন : পৃঃ ১৬৮-১৭২)।

৩০১ ক্রমিকের মধ্যে অনুল্লেখ রয়েছে। আর ৩০২, ৩০৩ ক্রমিকে মুহাম্মাদ বিন আবান বিন ছালেহ নামক যঈফ রাবী এবং মুহাম্মাদ বিন হাসান বিন ফারক্বাদ শায়বানী (ওরফে ইবনে ফারক্বাদ) নামক অত্যন্ত সমালোচিত রাবী আছেন (দেখুন : নূরুল আইনাইন পৃঃ ১৭২, ১৭৩)।

তাদের মোকাবেলায় সাইয়েদুনা ইবনে ওমর (রাঃ) হতে রুকূর আগে ও পরে রফউল ইদায়েনের উপর (তাবেঈনদের যামানাতেও) আমল করা প্রমাণিত আছে (দ্রঃ ছহীহ বুখারী হা/৭৩৯)।

আছিফ ছাহেবের পেশকৃত আছারসমূহ খতম হয়ে গেল। এবং রফউল ইদায়েন বর্জন প্রমাণিত হল না। বরং এই যঈফ, প্রত্যাখ্যাত ও অপ্রাসঙ্গিক আছারসমূহের মোকাবেলায় নিম্নোক্ত ছাহাবা হতে রুকূর আগে ও পরে রফউল ইদায়েন প্রমাণিত

আছে- ১. আব্দুল্লাহ বিন ওমর। ২. মালেক ইবনুল হুয়ায়রেছ। ৩. আবূ মূসা আশআরী। ৪. আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর। ৫. আবূ বকর ছিদ্দীক্ব। ৬. আনাস বিন মালেক। ৭. আবূ হুরায়রা। ৮. আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস। ৯. জাবের বিন আব্দুল্লাহ আনছারী। ১০. ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব। রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন (দেখুন : নূরুল আইনাইন পৃঃ ১৫৯, ১৬১ ইত্যাদি)।

এখন আছিফী তাবেঈনদের আছারগুলি পর্যালোচনা নিম্নরূপ-

৩০৪ ক্রমিকের মধ্যে ত্বাহাবী (১/২২৭)-এর উল্লিখিত রেওয়ায়াতের মধ্যে হাম্মানী দ্বারা ইয়াহইয়া বিন আব্দুল হামীদ হাম্মানী উদ্দেশ্য (দেখুন : শারহু মাআনিল আছার ৩/১৬৩, باب المقدار الذي يقطع فيه السارق)।

আর এই হাম্মানী জমহূরের নিকটে যঈফ ও সমালোচিত (দেখুন : বূছীরী, ইতহাফুল খায়রাতিল মাহারাহ হা/৯৪৩৪, ৯/৪৯৬)।

জ্ঞাতব্য : আছিফ ছাহেব রেওয়ায়াত বর্ণনা করায়ও গড়বড় করেছেন (দেখুন : পৃঃ ১০২)।

৩০৫ ক্রমিকের মধ্যে ইবনে ফারক্বাদ সমালোচিত, মুহাম্মাদ বিন আবান বিন ছালেহ যঈফ রাবী এবং হাম্মাদ বিন আবী সুলায়মান মুখতালিত্ব ও মুদাল্লিস রাবী।

৩০৬ ক্রমিকে ছাওরী মুদাল্লিস রাবী আছেন (সুয়ূত্বী, আসমাউল মুদাল্লিসীন ক্রমিক ১৮, পৃঃ ৯৮, তিনি বলেছেন, 'তিনি তাদলীসের সাথে প্রসিদ্ধ')।

৩০৮, ৩১০ ক্রমিকের মধ্যে মুগীরাহ বিন মিক্বসাম নামক মুদাল্লিস রাবী আছেন (সুয়ূত্বী, আসমাউ মান উরিফা বিত-তাদলীস ক্রমিক ৭২)।

৩১১ ক্রমিকের মধ্যে হাজ্জাজ বিন আরত্বাত্ব নামক যঈফ-মুদাল্লিস রাবী আছেন। আর ত্বালহার নির্দিষ্টতা অনুসন্ধানের দাবী রাখে।

৩১২ ক্রমিকের মধ্যে 'আমাদের কাছে সংবাদ দিয়েছেন'-এর কথক (সংবাদদাতা) প্রতীয়মান নয়।

৩০৭, ৩০৯ ক্রমিকের মধ্যে লিখিত আছে যে, 'ছালাতের শুরু ব্যতীত অন্য কোথাও রফউল ইদায়েন করবে না'।

অথচ দেওবন্দী ও ব্রেলভী আলেমগণ বিতর ও ঈদাঈনের ছালাতের মধ্যেও রফউল ইদায়েন করেন। সুতরাং এই দু'টি জামাআত ইবরাহীম নাখাঈর উল্লিখিত আছারটির সরাসরি বিরোধীতা করেন।

৩১৩ ক্রমিকে হাম্মানী সমালোচিত রাবী আছেন। যেমনটা ৩০৪ ক্রমিকের অধীনে গত হয়েছে।

৩১৪ ক্রমিকের মধ্যে আশআছ বিন সাওয়ার নামী যঈফ রাবী আছেন (দেখুন : নূরুল আইনাইন পৃঃ ৩১৩)।

৩১৫ হতে ৩১৭ ক্রমিকের মধ্যে ইবনে ফারক্বাদ সমালোচিত ও যঈফ রাবী আছেন (দেখুন : ৩০৫ ক্রমিকের জবাব)।

৩১৮ ক্রমিক হতে ৩২০ ক্রমিকের মধ্যে আব্দুল্লাহর ও আলীর ছাত্রদের নাম নেই। অর্থাৎ এঁরা সবাই অপ্রতীয়মান ছাত্র ও অজ্ঞাতপরিচয় ছিলেন (দেখুন : নূরুল আইনাইন পৃঃ ৩১২)।

৩২১ ক্রমিকে ইসমাঈল বিন আবী খালিদ নামক মুদাল্লিস রাবী আছেন। আর সামার ব্যাখ্যা নেই। ইসমাঈল রহিমাহুল্লাহর

তাদলীসের জন্য দেখুন : আহসানুল কালাম ২/১৩৫, দ্বিতীয় মুদ্রণ)।

পরবর্তীতে আহসানুল কালামের অত্র ইবারতটি গোপনে বাদ দেওয়া হয়েছে। যেমনটা এই প্রবন্ধের শুরুতে ১০ নং এর অধীনে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩২২ ক্রমিকে সুফিয়ান বিন মুসলিম নামক মাজহূল রাবী আছেন (দ্রঃ নূরুল আইনাইন পৃঃ ৩১৪)।

৩২৩ ক্রমিকে হাজ্জাজ বিন আরত্বাত্ব নামক যঈফ রাবী আছেন (দ্রঃ নাছবুর রায়াহ ১/৯২)। আর তিনি মুদাল্লিস রাবীও (নূরুল আইনাইন পৃঃ ৩১৪; সুয়ূত্বী, আসমাউল মুদাল্লিসীন পৃঃ ৯৫)।

৩২৪, ৩২৫ ক্রমিকের মধ্যে জাবের বিন ইয়াযীদ আল-জুফী রাবী আছেন। যার সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন, আমি জাবের বিন জুফীর চাইতে বড় মিথ্যুক আর কাউকে দেখিনি। আর আত্বা বিন আবী রাবাহ-এর চাইতে উত্তম কাউকে দেখিনি (তিরমিযী, কিতাবুল ইলাল, আল-জামেহ সহ পৃঃ ৮৯১, সনদ হাসান)।

এই সাক্ষ্য দ্বারা দু'টি বিষয় প্রমাণিত হয়েছে-

১. জাবের জুফী কাযযাব রাবী।

২. ইমাম ছাহেব কোন ছাহাবীকে দেখেন নি। সুতরাং তিনি তাবেঈ ছিলেন না।

৩২৬ ক্রমিকে কোন তাবেঈর উক্তি নয় বরং ইসহাক্ব বিন আবী ইসরাঈলের নামের একজনের রাবী ছিলেন যিনি ১৫০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আর তার সম্পর্কে ইমাম বাগাবী বলেছেন, তিনি ছিক্বাহ-মামূন। কিন্তু বুদ্ধিতে কম ছিলেন (তারীখে বাগদাদ ক্রমিক ৩৩৮৩, ৬/৩৬১; সিয়ারু আলামিন নুবালা ১১/৪৭৭)।

তাবে তাবেঈনের পর একজন কম বুদ্ধিসম্পন্ন ছিক্বাহ ব্যক্তির নিজস্ব রায়ের কি মূল্য রয়েছে?
৩২৭ ক্রমিকের মধ্যে মালেকীদের গ্রন্থ মুদাওয়ানার বরাত প্রদান করা হয়েছে। যা অপ্রমাণিত ও দলীলঅযোগ্য গ্রন্থ (দেখুন : আল-ইবার ফী খাবারি মান গাবার ২/১২২, অন্য সংস্করণ ১/৪৪৩; আল-ক্বওলুল মাতীন ফিল-জাহরি বিত-তামীন পৃঃ ৮৭)।
এই আছিফী আছারসমূহের মোকাবেলায় নিম্নোক্ত তাবেঈ হতে রুকূর আগে ও পরে রফউল ইদায়েন প্রমাণিত আছে-
১. মুহাম্মাদ বিন সীরীন বছরী। ২. আবূ কিলাবাহ বছরী শামী। ৩. ওয়াহ্হব বিন মুনাব্বিহ ইয়ামানী। ৪. সালেম বিন আব্দুল্লাহ বিন ওমর মাদানী। ৫. ক্বাসেম বিন মুহাম্মাদ বিন আবূ বকর মাদানী। ৬. আত্বা বিন আবী রাবাহ মাক্কী। ৭. মাকহূল শামী। ৮. নুমান বিন আবী আইয়াশ মাদানী আনছারী। ৯. ত্বাঊস ইয়ামানী। ১০. সাঈদ বিন জুবাইর কূফী। ১১. হাসান বছরী ইত্যাদি। রহিমাহুমাল্লাহ (দেখুন : নূরুল আইনাইন পৃঃ ৩১৬)।
প্রমাণিত হল যে, মক্কা, মদীনা, বছরাহ, শাম, ইয়েমেন-সব স্থানে রুকূর আগে ও পরে রফউল ইদায়েন করা হত। আর তাবেঈনদের যুগে এর উপর আমল করা জারী ও অব্যাহত ছিল। সুতরাং উপরোল্লিখিত রফউল ইদায়েনের দাবীর মানসূখ হওয়া বা মাতরূক হওয়ার দাবী বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত।
ইনছাফ প্রিয় সম্মানিত পাঠকদের নিমিত্তে আরয রইল যে, আপনারা দেখে নিয়েছেন যে, আছিফ লাহোরী দেওবন্দী দেওবন্দপন্থীদের সাথে একত্রিত হয়ে স্বীয় বাতিল ধারণায় 'রফউল ইদায়েন বর্জনের উপর ৩২৭টি ছহীহ হাদীছ ও আছারের

সমষ্টি' পেশ করেছেন। অথচ এই সমস্ত সমষ্টির সারকথা স্রেফ দুটি-
১. ছহীহ মারফূ ও মাওকূফ রেওয়ায়াত। কিন্তু এর মধ্যে রফউল ইদায়েন বর্জনের নাম-নিশানাও নেই। সুতরাং সেগুলিকে রুকূর আগে ও পরে রফউল ইদায়েনের বিরুদ্ধে পেশ করা ভুল, বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত।
২. যঈফ ও প্রত্যাখ্যাত সনদের দ্বারা বর্ণিত মারফূ ও মাওকূফ বর্ণনাসমূহ। যেগুলির দ্বারা দলীল গ্রহণ করা ভুল, বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত।
আছিফ ছাহেব না তো নবী করীম (ছাঃ) হতে রফউল ইদায়েন বর্জন স্পষ্টভাবে ও ছহীহ সনদের সাথে প্রমাণিত করতে পেরেছেন। আর না কোন একজন ছাহাবী হতে রুকূর আগে ও পরের স্পষ্টতার সাথে ছহীহ বা হাসান সনদের দ্বারা বর্জন করার কোন প্রমাণ পেশ করেছেন। সুতরাং আছিফ ছাহেবের এই গ্রন্থটি আছিফ ও দেওবন্দপন্থীদের পরাজয়কে ফাঁস করে দিয়েছে। অন্যদিকে রুকূর আগে ও পরে রফউল ইদায়েন ছহীহ, হাসান লি-যাতিহ সনদের সাথে রাসূল (ছাঃ) হতেও প্রমাণিত, ছাহাবায়ে কেরাম ও জমহূর তাবেঈনে ইযাম হতেও প্রমাণিত।
রইল একজন তাবেঈর একক ও শায আমলের বিষয়টি। তো এর মোকাবেলায় তাবেঈনে ইযামের অধিকাংশ রয়েছেন। আর নবী করীম ও ছাহাবায়ে কেরামের মোকাবেলায় একজন তাবেঈ বা মাজহূল লোকের আমলের মূল্য-ই বা কি রয়েছে? বিস্তারিতের জন্য দেখুন : ইমাম বুখারীর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ : জুযউ রফউল ইদায়েন

ও লেখকের গ্রন্থ : নূরুল আইনাইন ফী ইছবাতি রফউল ইদায়েন। আল-হামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন (৮/১১/২০১১ইং)।

সংযোজন

ঘুম্মান ছাহেব ইবনে শাহীনের নাসেখ ও মানসূখ গ্রন্থ (পৃঃ ১৫৩, আমাদের নুসখায় হা/২৪৮, পৃঃ ৩২৯) হতে একটি বর্ণনা পেশ করেছেন যে, রাসূল (ছাঃ) যখন ছালাত শুরু করতেন তখন স্বীয় হাত সীনা পর্যন্ত হাত উঠাতেন ও যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন; আর না এর পর করতেন (ঘুম্মানী নামায পৃঃ ৯০)।

(অত্র ভুল) অনুবাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আরয রইল যে, এই বর্ণনার সনদে আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আর-রাক্কী রাবী আছেন। যার তাওছীক্ব অপ্রতীয়মান।

আরয রইল যে, আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ আর-রাক্কীর তাওছীক্ব পরবর্তীতে পাওয়া গিয়েছে (দ্রঃ তারীখে বাগদাদ ক্রমিক ১৯৩৬, ৪/২২৯)।

আরো দেখুন : এর অন্য সনদসমূহও পাওয়া গিয়েছে। দেখুন : ইবনু আবীল ফাওয়ারিস, আল-জুযউল আশির মিনাল ফাওয়ায়িদ... (হা/১৭০, ১/১৭১), আল-মুখাল্লাছিইয়াত (হা/২৩৯৫, ৩/২২৯); ইবনে আসাকির, তারীখে দিমাশক্ব (১৫/৪৮)।

উক্বায়লী, কিতাবুয যুআফা (২/৬৯, সংক্ষেপিত, অন্য সংস্করণ ২/৪২২, তৃতীয় সংস্করণ ২/৩৫৮)।

একে হাফেয ইবনে হাজার ফাতহুল বারী গ্রন্থে (২/২২১, হা/৭৩৭-এর অধীনে) 'হাসান সনদের সাথে বর্ণিত' আখ্যা

দিয়েছেন। কিন্তু লিসানুল মীযান গ্রন্থে লিখেছেন, 'রিযকুল্লাহ বিন মূসা কালওয়াযানী ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ও বাকিইয়া হতে মুনকার হাদীছসমূহ বর্ণনা করেছেন। আর তিনি বছরী রাবী। তাকে নিয়ে কোন অসুবিধা নেই (২/৪৫৯, অন্য সংস্করণ ৩/৯৫, ৯৬)।

ইমাম খলীলী বলেছেন, এই বর্ণনার মধ্যে রিযকুল্লাহ বিন মূসার ভুল হয়েছে (আল-ইরশাদ ফী উলূমিল হাদীছ ১/২০৩)।

এর দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, এই বর্ণনাটি বিশেষ সমালোচনার কারণে মুনকার অর্থাৎ যঈফ।

***

তাদলীস ও ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন

মুহাম্মাদ রফীক্ব ত্বাহের হাফিযাহুল্লাহ জিজ্ঞাসা করেছিলেন : মুদাল্লিস রাবীর প্রতিটি মুআনআন বর্ণনা প্রত্যাখ্যাত। কিন্তু যদি কোন ক্বরীনা বিশিষ্ট হয় তাহলে গ্রহনযোগ্য। এই উছূলের অধীনে ত্বাবাক্বতুল মুদাল্লিসীনের কি মর্যাদা অবশিষ্ট থাকছে?

হাফেয আব্দুল মান্নান নূরপুরী রহিমাহুল্লাহ জবাব দিয়েছেন : আসল তো এটাই যে, বর্ণনাটি প্রত্যাখ্যাত হবে। ত্বাবাক্বাত তো পরের সৃষ্টি। প্রথমে মুহাদ্দিছদের এই তরীকা চলছিল যে, সামার তাছরীহ পাওয়া যায় বা মুতাবাআত হয় তবে গ্রহণীয় হবে। নতুবা প্রত্যাখ্যাত। ইনি অমুক ত্বাবাক্বাতের, তিনি তমুক ত্বাবাক্বাতের-এমন বিভাজনের কোন দরকার নেই। এটা তো পরের আলেমদের নিজস্ব তাহক্বীক্ব। এটা কোন গুরুত্ববহ ও চূড়ান্ত মূলনীতি নয়।

মুহাম্মাদ রফীক্ব ত্বাহের : কিছু মুদাল্লিস রাবী এমন আছেন যাদের আনআনাকে পূর্ববর্তী মুহাদ্দিছগণ গ্রহণ করেছেন।

হাফেয আব্দুল মান্নান নূরপুরী রহিমাহুল্লাহ : তারা তো যঈফ রাবীদেরকেও গ্রহণ করেছেন। তাহলে? পূর্ববর্তী মুহাদ্দিছগণ তো যঈফ রাবীদের বর্ণনাসমূহও গ্রহণ করে নিতেন। তাহলে যঈফ রাবীও কি ছিক্বাহ হয়ে যাবেন?

মুহাম্মাদ রফীক্ব ত্বাহের : না।

হাফেয আব্দুল মান্নান নূরপুরী রহিমাহুল্লাহ : গ্রহণ করা অথবা সেই বর্ণনা মোতাবেক ফৎওয়া দেওয়া ভিন্ন বিষয়। আর বর্ণনার ছহীহ হওয়া ভিন্ন বিষয়। মাসআলা তিনি ইজতিহাদ দ্বারা বর্ণনা করছেন এবং যঈফ বর্ণনার অনুকূলে এসে যায়; সম্ভবনা থাকে যে, তিনি একে দলীল হিসাবে বানাননি হয়তো।

মুহাম্মাদ রফীক্ব ত্বাহের : তাহলে তো বিষয়টি একেবারেই সহজ।

হাফেয আব্দুল মান্নান নূরপুরী রহিমাহুল্লাহ : জী! হ্যাঁ। এটাই সোজা ও পাক্কা মূলনীতি। ত্বাবাক্বাত-এর পূর্বের মুহাদ্দিছদের নীতি যে, মুদাল্লিসের মুআনআন বর্ণনা প্রত্যাখ্যাত হয়ে থাকে।[৪৮৩]

******

৪৮৩. ২২ই শাবান ১৪৩১ হিজরী; ষান্মাসিক মাজালস্নাতুল মুকার্রম, সংখ্যা ১৩, এপ্রিল হতে জুন ২০১২ইং পৃঃ ৩৭, ৩৮।